টারজন সমগ্র

টারজন সমগ্র

এডগার রাইস বারুজ

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

ভূমিকা

আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যখন এডগার রাইস বারুজ 'টারজন' সিরিজের বইগুলি লেখেন এবং সেগুলি প্রকাশিত হতে থাকে একে একে তখন সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায় এবং টারজনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের পাঠক মহলে নানা জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হতে থাকে। অনেকে মনে করেন, এডগার রাইস টারজনের যে জীবনকাহিনী তাঁর গ্রন্থগুলিতে উপস্থাপিত করেছেন তা একেবারে অবিশ্বাস্য এবং নিছক কল্পনাপ্রসূত। টারজন ইংলণ্ডের এক লর্ড পরিবারের সন্তান হয়েও ভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে কোন এক মেয়ে বাঁদর-গোরিলার স্তনদুগ্ধ আর জীবজন্তুর কাঁচা মাংস খেয়ে মানুষ হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সে তার সম্ভ্রান্ত পিতৃপরিবারে এবং ইংলণ্ডের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেও বারবার আফ্রিকার অরণ্যজীবনে ফিরে গেছে। সভ্য জগৎ ও সমাজের প্রতি টারজনের এই অপরিসীম বিতৃষ্ণা আর আরণ্যক জীবনের প্রতি তার সুগভীর অনুরাগ থেকে এই কথাই অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে টারজনের জীবন ও চরিত্রগঠনে লেখক রাইস বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রের প্রভাবের ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে সেখানে পরিবেশ ও প্রতিবেশের সর্বাত্মক প্রভাবটিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এটা অনেকেই মেনে নিতে পারেন না।

আবার অনেকের মতে টারজনের পিতা লর্ড গ্রেস্টোকের সামরিক অফিসার হিসাবে আফ্রিকা যাত্রা সম্বন্ধে সামরিক নথিপত্র থেকে লেখক সন তারিখসহ যেসব তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করেন এবং জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই যে ভয়ঙ্কর প্রতিকূল বাস্তব অবস্থা পিতৃমাতৃহীন, অনাথ ও দুগ্ধপোষ্য শিশু টারজনকে আরণ্যক পশুজীবনের পথে ঠেলে দেয় তাতে মনে হয় তার জীবন-কাহিনী আশ্চর্যজনক হলেও অবিশ্বাস্য নয়। তাই তার জীবনকাহিনীকে একেবারে কল্পনাপ্রসূত অবাস্তব এক কাহিনী হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কোন মতে।

টারজন চরিত্রটি বাস্তব বা কাল্পনিক যাই হোক না কেন, দেশ ও কালের সমস্ত সীমাকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে সে যে সারাবিশ্বের অসংখ্য পাঠকমনকে জয় করেছে সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। যতদিন পৃথিবীতে আফ্রিকা মহাদেশের অস্তিত্ব থাকবে, যতদিন আফ্রিকার জঙ্গলের রহস্যকুটিল অন্ধকার এক মায়াময় কৌতূহলজাল বিস্তার করবে, সারা বিশ্বের মানুষ

বিশেষতঃ কিশোরদের মনে ততদিন কোনক্রমেই ম্লান হবে না টারজনের কাল-জয়ী আবেদন। অরণ্য-প্রেমিক টারজনের দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুতে ছড়িয়ে আছে যেন আফ্রিকার বনভূমির মাটি, তার মাথার প্রতিটি কেশপাশ যেন জঙ্গলের এক একটি বৃক্ষ, তার দেহের প্রতিটি শিরা ও ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে যেন আফ্রিকার নদী-সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি। তার এই অকৃত্রিম অরণ্যপ্রীতির মাধ্যমে লেখক যেন আধুনিক মানবসভ্যতার চরম আত্মিক সংকটটিকেই প্রকটিত করে তুলেছেন। সভ্য হলেও যে মানুষের জগৎ হিংসায় বিষাক্ত, সীমাহীন লোভ আর লালসায় ক্লেদাক্ত, ষড়যন্ত্রে সততকুটিল সে জগতে থাকতে চায় না টারজন। তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এ কথা সে বারবার প্রমাণ করে দিয়েছে যে গুণগতভাবে মানুষরা পশুদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট। পশুরা শুধু আহার সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার তাগিদেই হত্যা করে, মানুষদের মত তারা কখনো অকারণে অথবা অর্থহীন লোভ আর উচ্চাভি-লাষের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে না।

বর্তমান এই সংকলন গ্রন্থটিতে এডগার রাইস প্রণীত টারজন সিরিজের দশটি অনূদিত গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। প্রথম দিকের কয়েকটি গ্রন্থে টার-জনের জন্ম, বিবাহ, পুত্রলাভ, আফ্রিকাস্থিত ওয়াজিরি এস্টেটে তার জীবন-যাপন, পুত্রের বিবাহ প্রভৃতি ঘটনাবলীর মাধ্যমে তার জীবনকাহিনীর একটি ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে টারজন স্ত্রী পুত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বহু দুঃসাহসিক অভিযানে বার হওয়ায় এবং তার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর কোন উল্লেখ না থাকায় তার জীবন কাহিনীর ধারা-বাহিকতার সূত্রটি ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখক তাঁর অতুলনীয় রচনানৈপুণ্যের জোরে যেভাবে অসংখ্য লোমহর্ষণ ঘটনাজাল বুনে গেছেন, যে যুক্তিপারম্পর্যের মাধ্যমে টারজনের প্রতিটি কার্যকে বর্ণনা করেছেন এবং যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার প্রতিটি চিন্তাকে বিচার করে দেখিয়েছেন তাতে সব সংশয় ও অবিশ্বাসকে মন থেকে নির্বাসিত করে টারজন সিরিজের প্রতিটি গ্রন্থ শ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে না পড়ে পারি না আমরা।

—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

সূচীপত্র

TARJAN SAMAGRA

EDGAR RICE BURROUGHS

PART I

Translated by—Sudhansuranjan Ghosh

Price Rupees Forty Only.
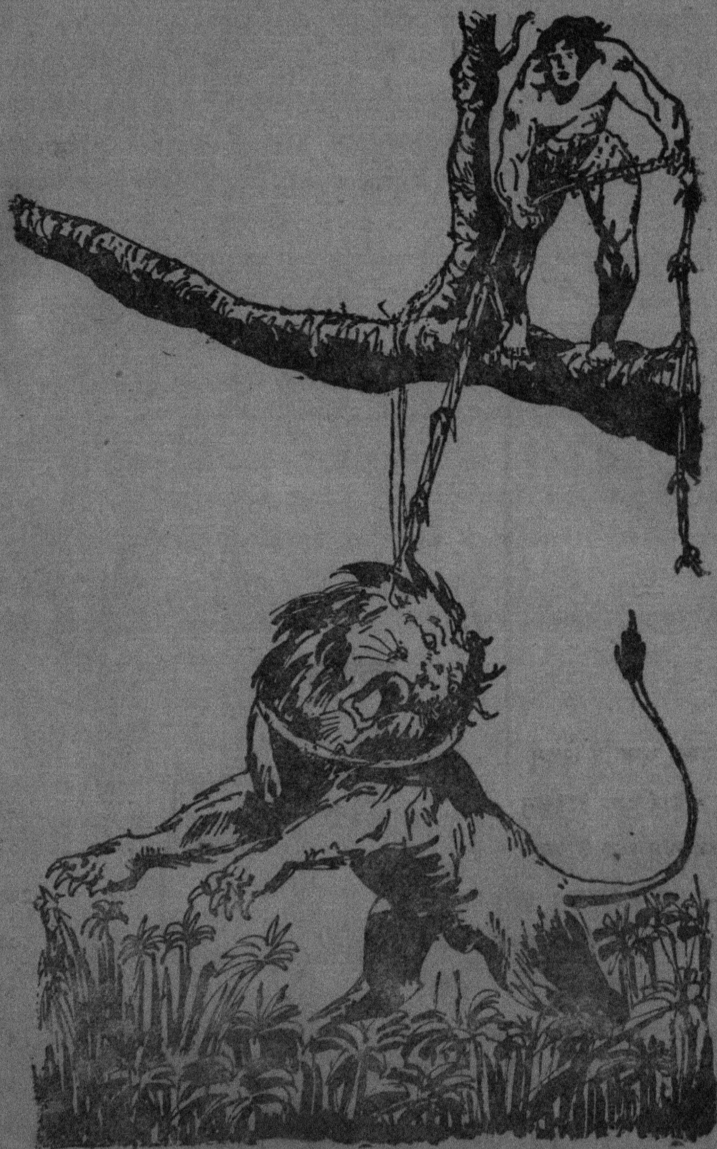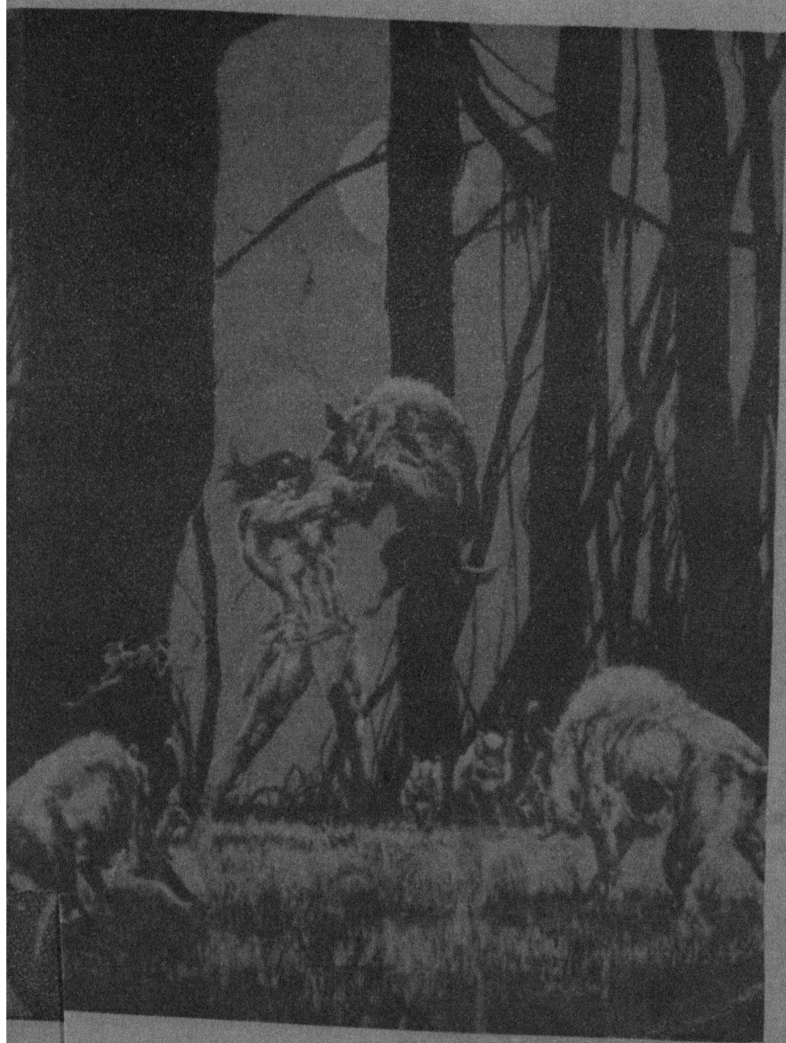
ঘোড়

নেকড়ের সঙ্গে লড়াই রত টারজন

বন মহিষের শিং দুটো ধরে বাঁকিয়ে দিল টা
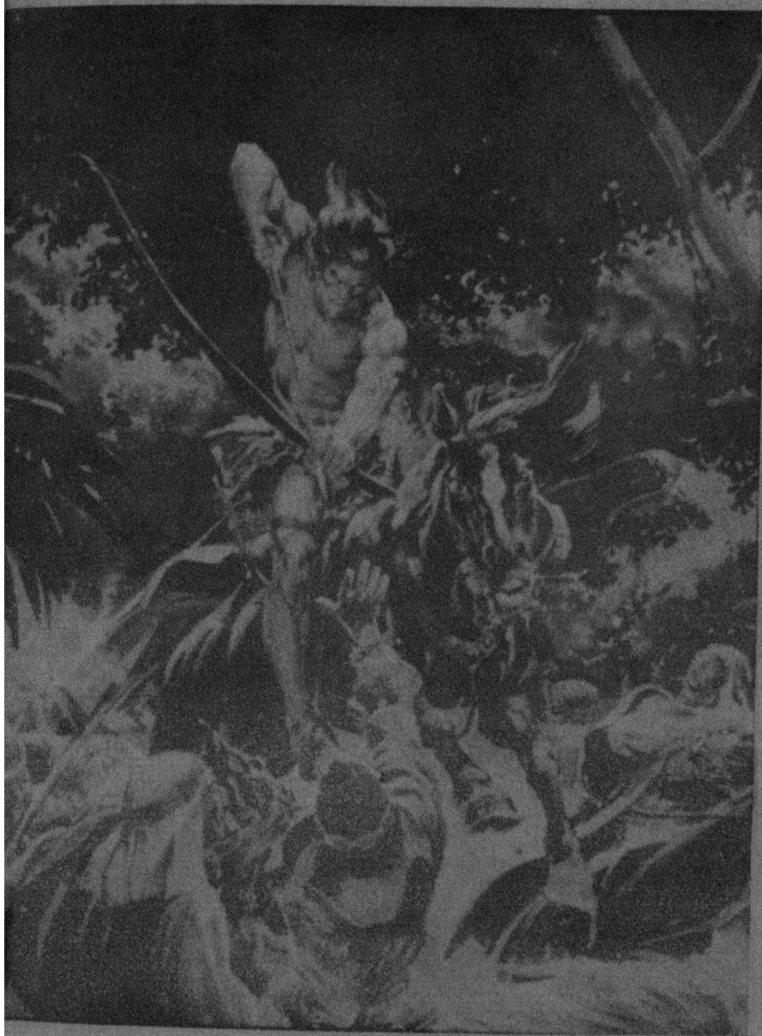
ঘোড়ার পিঠ থেকে আরবদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে টারজন

অসংখ্য চিতাবাঘের কবলে টারজন
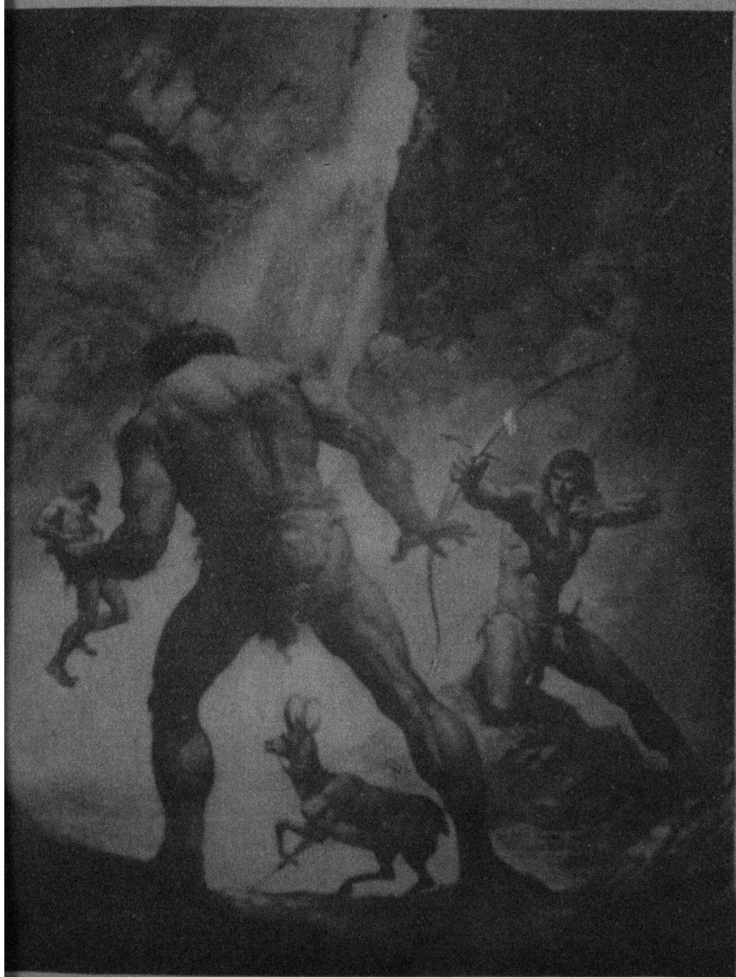
প্রস্তরযুগের এক দৈত্যাকার মানুষের সঙ্গে লড়াই রত টারজন

সামুদ্রিক জলজন্তুর সঙ্গে লড়াই রত টারজন

ঈগলের দ্বারা আক্রান্ত টারজন

একদল বাঁদরগোরিলার সঙ্গে লড়াই রত টারজন
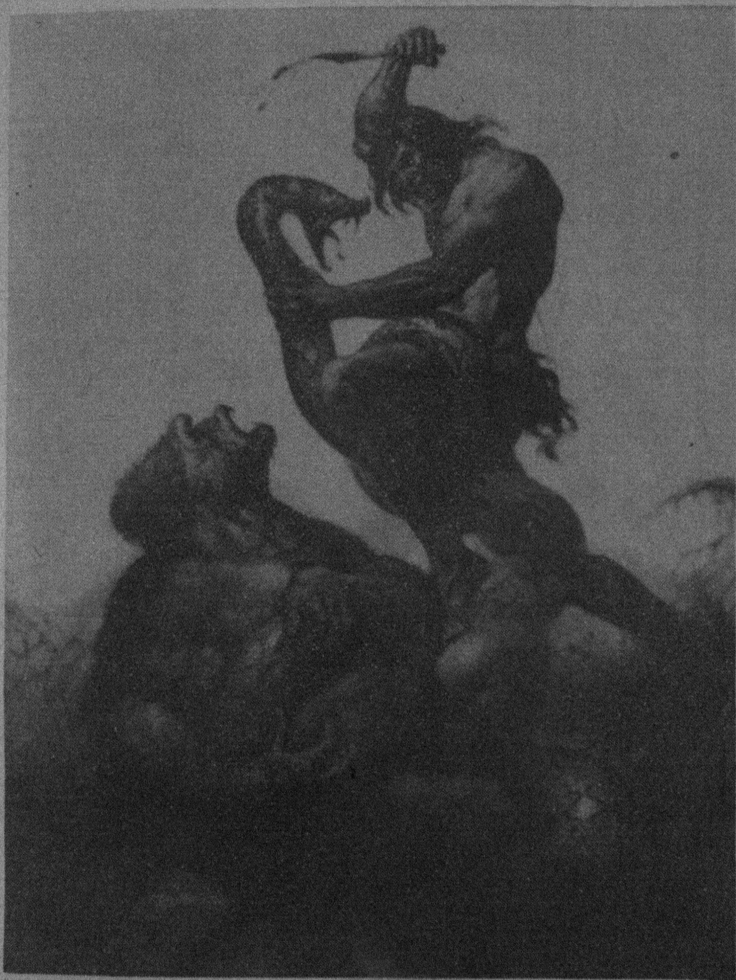
ভয়ঙ্কর অজগরটা বাঁদরগোরিলাটাকে ধরলে তাকে বধ করল টারজন
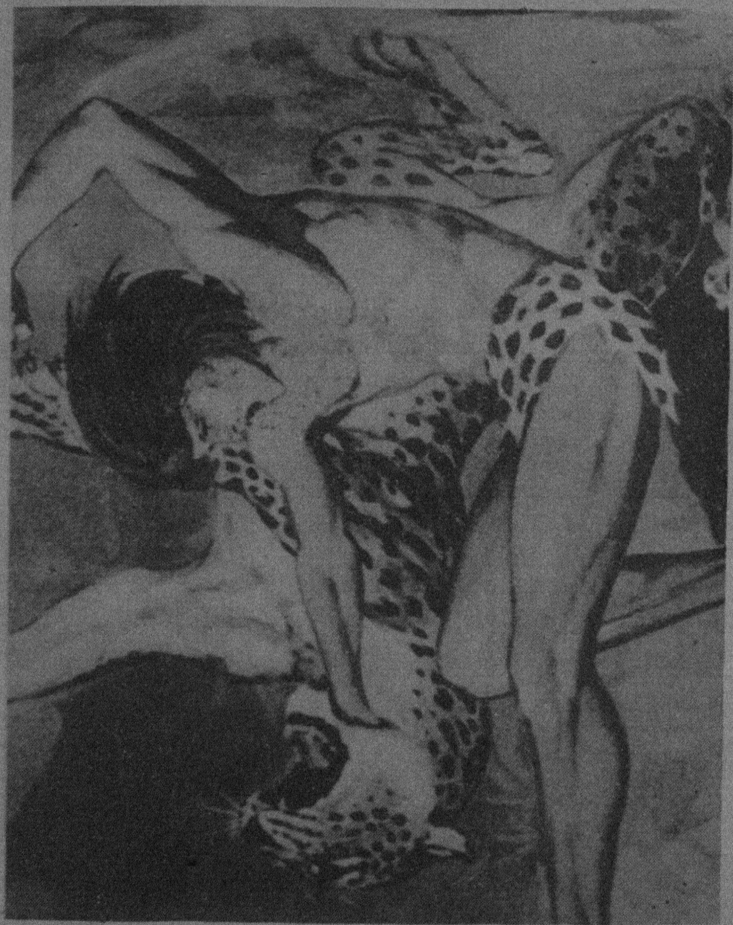
চিতা বাঘকে ঘায়েল করছে টারজান

বন্দী টারজনকে হত্যায় উদ্যত নরখাদক সর্দার

প্রাগৈতিহাসিক পাখির কবলে টারজন

বন্য মোষের সঙ্গে লড়াই রত টারজন
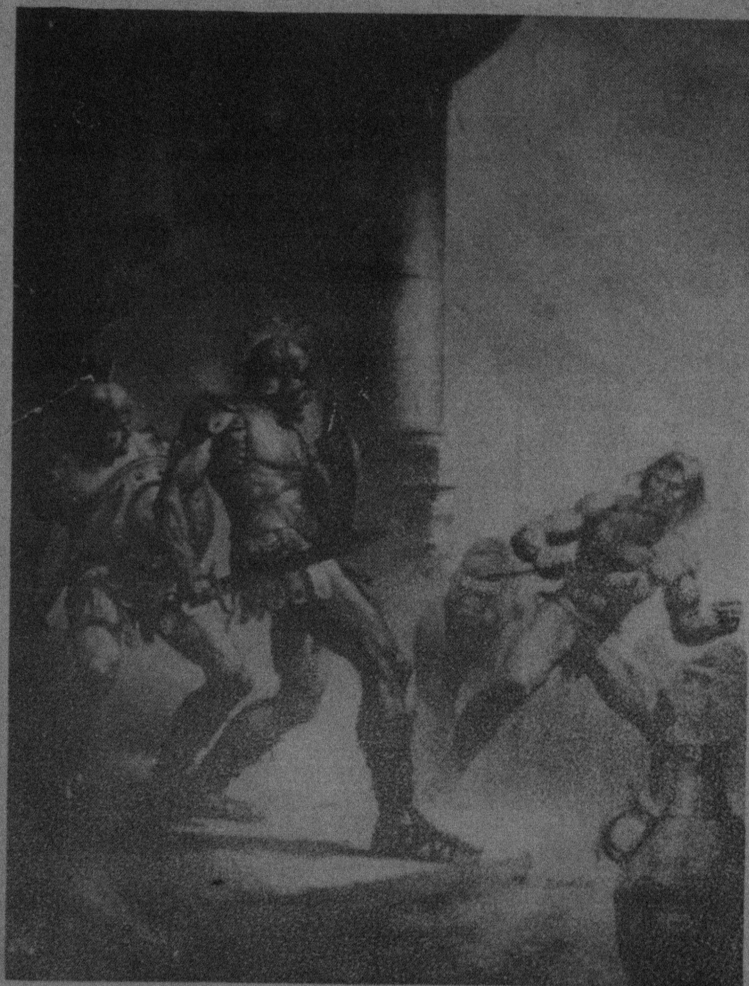
সম্রাটের প্রাসাদে রক্ষীদের দ্বারা আক্রান্ত টারজন
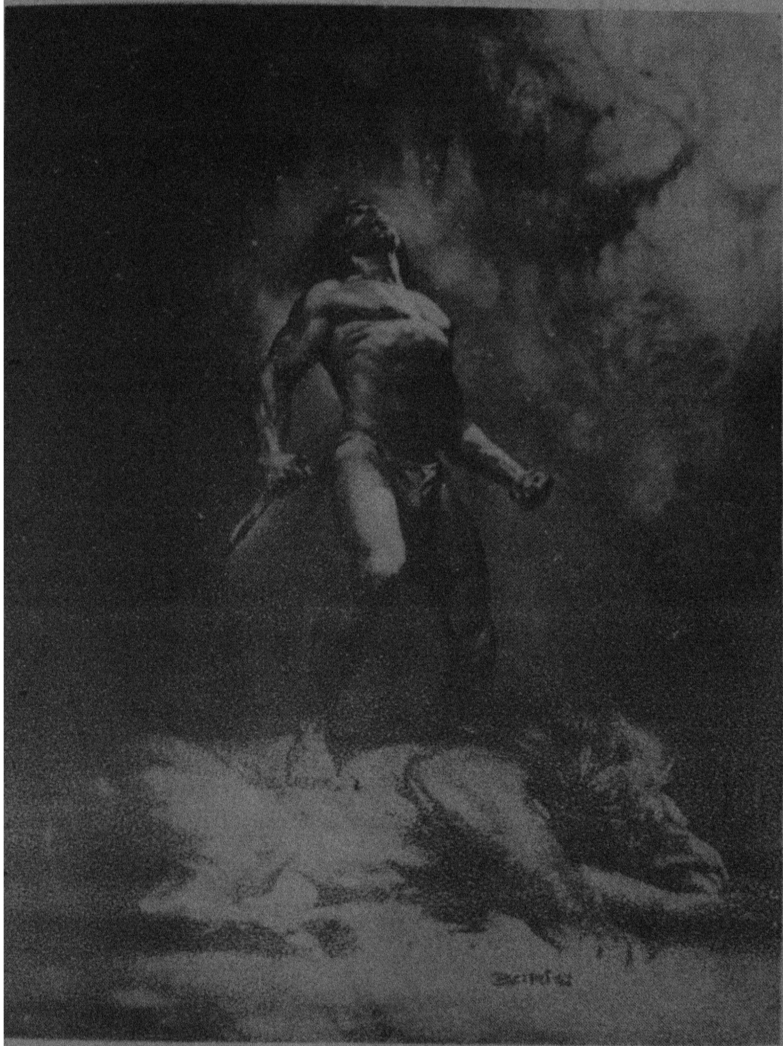
মৃত সিংহটার উপর একটা পা তুলে আকাশের দিকে মুখ তুলে ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার করে উঠলো টারজন

টারজন ও তার হাতি বন্ধু ট্যান্টর

টারজন অফ দি এপস্

বাঁদর দলের রাজা টারজন

এ কাহিনী আমাকে এমনই একজন উপযাচক হয়ে বলেছিলেন যাঁর [illegible]মাকে বলার প্রয়োজনই ছিল না। আমার মনে হয় মদ্যপানের মাদকতার [illegible]শবর্তী হয়ে এ কাহিনী শোনাতে শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু এই [illegible]ভুত কাহিনীর শুরুতেই এক সংশয়াত্মক অবিশ্বাস আচ্ছন্ন করেছিল আমার [illegible]নকে।

আমার এই অবিশ্বাস লক্ষ্য করে তিনি কাহিনীটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে [illegible]তোলার জন্য কোথা থেকে একটি পুরনো ময়লা পাণ্ডুলিপি আর বৃটিশ কাউন্সিলের [illegible]রকারী নথিপত্র উদ্ধার করে উপস্থাপিত করেন আমার সামনে। যার ফলে [illegible]ই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে এক দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হয় আমার মনে।

আমি বলছি না যে এ কাহিনী সত্য। কারণ এ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত [illegible]টনাগুলি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করিনি। তবু আমি কতকগুলি কাল্পনিক [illegible]াম ব্যবহার করে এ কাহিনীর প্রধান প্রধান চরিত্র ও ঘটনাগুলি এমন সব [illegible]থ্য প্রমাণাদিসহ তুলে ধরব আপনাদের সামনে যাতে মনে হবে এ কাহিনীকে [illegible]ত্য বলে বিশ্বাস করেছি আমি এবং আমার সেই বিশ্বাসের সততা সম্পর্কে [illegible]কান ফাঁক নেই।

সুতরাং দীর্ঘকাল আগে মৃত এক ব্যক্তির হলুদ হয়ে যাওয়া পুরনো [illegible]য়েরীর পাণ্ডুলিপির পাতা আর বৃটিশ কাউন্সিলের সরকারী নথিপত্র থেকে যে [illegible]াহিনী অতি কষ্টে আমি উদ্ধার করি, তা আমি তুলে ধরব আপনাদের [illegible]াছে।

এ কাহিনী যদি আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে না হয় তাহলেও [illegible]কথা আপনারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে এ কাহিনী যেমন অপূর্ব তেমনি [illegible]কপ্রদ।

উপনিবেশসংক্রান্ত সরকারী নথিপত্র ও এক মৃত লোকের ডায়েরী থেকে [illegible]মরা জানতে পারি যে লর্ড গ্রেস্টোক বা ক্লেটন নামে জনৈক ইংরেজ [illegible]দ্রলোককে একবার আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী এক বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে [illegible]ক জটিল অনুসন্ধানকার্যের জন্য পাঠানো হয়। সেই বৃটিশ উপনিবেশের [illegible]ধিবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে অন্য এক ইউরোপীয় শক্তি তাদের সৈন্যবিভাগে [illegible]র্তি করছিল। জোর করে রবার আর হাতির দাঁত বৃটিশ উপনিবেশ কঙ্গো [illegible]আরুবিমি থেকে নিয়ে যাবার জন্যই সৈন্যসংগ্রহ করছে তারা।

বৃটিশ উপনিবেশের অধিবাসীরা প্রায়ই এই মর্মে অভিযোগ করত বৃটিশ সরকারের কাছে যে তাদের যুবকদের নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে এবং মিষ্টি কথায় মন ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যাচ্ছে সেই ইউরোপীয় জাতির লোকেরা। কিন্তু ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই সব যুবকরা আর কোনদিন ফিরে আসেনি তাদের বাড়িতে।

আফ্রিকার ইংরেজ বাসিন্দারা প্রায়ই বলাবলি করত সেই ইউরোপীয় জাতির লোকেরা বৃটিশ উপনিবেশ থেকে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস করে রাখে এবং তাদের দাসত্বের কার্যকাল শেষ হয়ে গেলেও সেই ইউরোপীয় অফিসাররা নিগ্রো ক্রীতদাসদের এই বলে বোঝাতে থাকে যে তাদের কার্যকাল তখনো শেষ হয়নি। আরো বেশ কয়েক বছর বাকি আছে।

এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্যই বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর বৃটিশ-অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকায় এক নতুন পদ সৃষ্টি করে সেই পদে জন ক্লেটনকে নিযুক্ত করে। তবে তাকে গোপনে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে সে যেন কোন এক ইউরোপীয় মিত্রশক্তি পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণকায় বৃটিশ প্রজাদের উপর যে অত্যাচার করছে তার এক পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে। কিন্তু জন ক্লেটনকে কেন পাঠানো হয়েছিল আফ্রিকায় এই মূল কাহিনীর মাঝে সেকথার কোন ভূমিকা নেই। কারণ এবিষয়ে কোনদিন কোন তদন্ত করেনি ক্লেটন। শুধু তাই নয়, সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেও পারেনি।

ক্লেটন ছিল এমনই একজন ইংরেজ যে সহস্র ঐতিহাসিক যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে তার নামটা অক্ষয় করে রাখতে চাইত, সে ছিল দেহমনের দিক থেকে বলিষ্ঠ এবং পুরুষালি শক্তিসম্পন্ন। তার চেহারাটা ছিল বলিষ্ঠ এবং উচ্চতাটা ছিল স্বাভাবিক, তার চোখদুটো ছিল ধূসর রঙের। দীর্ঘকালীন সামরিক প্রশিক্ষণের দ্বারা তার দেহটা সুগঠিত হয়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের ফলে সে সৈন্যবিভাগ হতে সরকারী ঔপনিবেশিক বিভাগে বদলি হয়েছিল। তাই সে যৌবন বয়সেই এক জটিল সরকারী কাজের ভার পায় এবং তাকে সেই কাজের খাতিরে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়।

নিয়োগপত্র পেয়েই একই সঙ্গে আনন্দিত আর দুঃখে অভিভূত হয়ে উঠল ক্লেটন। যে কাজের ভার সে পেয়েছে সে কাজ শ্রম এবং বুদ্ধিসহকারে সম্পন্ন করতে পারলে তাতে পুরস্কার লাভ অনিবার্য। সেই সঙ্গে সে আরও বড় কাজের দায়িত্বভার লাভ করতে পারবে। কিন্তু অন্য দিকে একাজের কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেল সে, কারণ মাত্র তিন মাস হলো সে সুন্দরী তরুণী এ্যালিস রাদারফোর্ডকে বিয়ে করেছে। এই সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে আফ্রিকার নির্জন প্রদেশে নিয়ে যেতে হবে ভেবে সত্যিই ভয় পেয়ে গেল সে।

এ্যালিসের খাতিরে সে একাজের দায়িত্বভার প্রত্যাখ্যান করে নিয়োগপত্র

বাতিল করে দিতে পারত। কিন্তু এ্যালিসই জেদ ধরল, একাজের ভার নিয়ে তাকে বিদেশে যেতেই হবে এবং তাকেও তার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

তাদের আত্মীয়স্বজনেরা ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে ক্লেটনকে কি পরামর্শ দিয়েছিল তা জানা যায়নি। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে ১৮৮৮ সালের মে মাসের কোন এক উজ্জল সকালে জন ক্লেটন বা লর্ড গ্রেস্টোক লেডী এ্যালিসকে সঙ্গে নিয়ে ডোভার থেকে আফ্রিকার পথে রওনা হয়।

একমাস পর তারা পৌছল ফ্রীটাউনে। সেখানে তারা ফুবাল্দা নামে জাহাজে চাপে। এই জাহাজই তাদের নিয়ে যাবে তাদের গন্তব্যস্থানে। কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌছবার আগেই তাদের যাত্রাপথে এই জাহাজ থেকে লর্ড গ্রেস্টোক ও লেডী এ্যালিস কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় চিরদিনের মত তা পৃথিবীর কেউ কোনদিন জানতে পারেনি।

ফ্রীটাউন থেকে ক্লেটনরা যাত্রা করার ছমাস পর তাদের সেই ছোট্ট জাহাজটার খোঁজে ছটা বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ দক্ষিণ আতলান্তিকের সমগ্র অঞ্চলটা চষে বেড়ায়। কিন্তু অনুসন্ধানকার্য শুরু করার কিছু পরেই সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের উপকূলে একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। ফলে সেইখানেই অনুসন্ধানের ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটে। ধরে নেওয়া হল ফুবালদা নামে সেই ছোট্ট জাহাজটা তার সমস্ত যাত্রী ও নাবিকসহ ঢেউএর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ডুবে যায় সমুদ্রগর্ভে। তবু কিছু প্রিয়জনের অন্তরে কিছু আশার ভগ্নাংশ বেশ কয়েক বছর ধরে বেঁচে ছিল।

কয়েক শত টন ওজনের ফুবালদা ছিল এমনই একটা জাহাজ যা দক্ষিণ আতলান্তিক অঞ্চলে সচরাচর দেখা যায়। এই সব জাহাজের যারা নাবিক ছিল তারা হলো বিভিন্ন দেশের ও জাতের যত সব গলাকাটা খুনী আর জলদস্যু। ফুবালদার নাবিকরাও ঠিক তাই ছিল।

ফুবালদার অফিসারগুলোও ছিল দেখতে যেমন কুৎসিত তেমনি তাদের প্রকৃতিও ছিল নিষ্ঠুর। নাবিক আর অফিসারদের মধ্যে কোন বনিবনাও হত না। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করত। জাহাজের ক্যাপ্টেন একজন সুদক্ষ নাবিক হলেও অত্যাচারী ছিল এবং নাবিকদের সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার করত। কথায় কথায় তারা রিভলবার থেকে গুলি চালাত।

ফ্রীটাউন বন্দর থেকে ফুবালদা রওনা হবার পরের দিনই ক্লেটন আর তার স্ত্রী জাহাজের ডেকের উপর এমন সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে থাকে যা সভ্য জগতে কোথাও ঘটেনি তার আগে অথবা যার কথা কোন সমুদ্রসম্পর্কিত গল্প-কাহিনীতেও শোনা যায়নি।

পরের দিন সকালে এমন ঘটনা ঘটল যা মানবজগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, মানুষের আবির্ভাবের পথকে যা পরিষ্কার করে দেয়।

সেদিন সকালবেলা তুজন নাবিক জাহাজের ডেক পরিষ্কার করছিল।

জাহাজের ক্যাপ্টেন তখন জন ক্লেটন ও তার স্ত্রীর সঙ্গে ডেকের উপর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ক্যাপ্টেন ও ক্লেটনরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল নাবিকরা কাজ করছিল তার পিছনে। ক্যাপ্টেন তাকিয়েছিল অন্যদিকে। এদিকে নাবিকরা কাজ করতে করতে ক্যাপ্টেনের কাছাকাছি এসে পড়ে। তাদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেনের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। ক্যাপ্টেন যদি আর একমুহূর্ত আগে সেখান থেকে চলে যেত তাহলে সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটত না।

হঠাৎ একসময় ক্যাপ্টেন লর্ড ও লেডী গ্রেস্টোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘুরে চলে যেতে গিয়ে একজন নাবিকের উপর হুমড়ি খেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ময়লা জলের বালতিটা উল্টে পড়ে যেতে ময়লা জলে ক্যাপ্টেনের পোশাক ভিজে গেল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো ব্যাপারটা হাস্যকর।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ করতে লাগল। রাগে আর লজ্জায় তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তারপর ভয়ঙ্কর এক ঘুষি মেরে সেই নাবিকটাকে ডেকের উপর ফেলে দিল।

নাবিকটা বুড়ো এবং তার চেহারাটা বেঁটেখাটো। বুড়ো বলেই হয়ত ক্যাপ্টেনের এই দুর্ব্যবহারটা অত্যাচারের রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে উঠল সবার সামনে। কিন্তু অন্য নাবিকটা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, তার চেহারাটা ছিল ভালুকের মত দেখতে। তার মুখের উপর ছিল ভয়ঙ্কর কালো মোচ। ঘাড়টা তার ষাঁড়ের মত। সেই ভয়ঙ্কর চেহারার নাবিকটা তার সহকর্মীকে পড়ে যেতে দেখেই সেও ক্যাপ্টেনকে একটা জোর ঘুষি মেরে ফেলে দিল।

এবার লাল থেকে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের মুখখানা। কারণ নাবিকের এই ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের সমতুল। এধরনের বিদ্রোহ এর আগে জীবনে অনেক দমন করেছে সে। ক্যাপ্টেন তাই না উঠেই পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে সেই উদ্ধত নাবিকটার বুক লক্ষ্য করে একটা গুলি করল। কিন্তু গুলিটা বার হবার সময় ক্লেটন ক্যাপ্টেনের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিতেই গুলিটা নাবিকের বুকে না লেগে তার পায়ে লাগল।

এরপর ক্লেটন আর ক্যাপ্টেনের মধ্যে কিছু কথাকাটাকাটি হলো। ক্লেটন ক্যাপ্টেনকে বলে দিল ক্যাপ্টেনের দুর্ব্যবহার আর এই নিষ্ঠুরতার নিদর্শন দেখে সত্যিই সে দুঃখিত। সে আর তার স্ত্রী যতদিন এ জাহাজে যাত্রী হয়ে থাকবে ততদিন সে যেন আর কারো সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার না করে।

ক্যাপ্টেনও ক্লেটনের এই কথার উত্তরে রেগে কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নানারকম চিন্তা করে পিছিয়ে গেল। কিছু না বলেই সে উঠে নীরবে চলে গেল সেখান থেকে। সে ভাবল ক্লেটনের মত একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে চটিয়ে লাভ নেই। সে জানে ইংলণ্ডের রাণীর শক্তিশালী হাত

বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত এবং ক্লেটনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে পরে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। বহু দূর দূরান্তে বিস্তৃত ইংরেজ নৌবহরের শ্যেন দৃষ্টি থেকে কোন-ক্রমেই রেহাই পাবে না সে।

এবার নাবিক দুজন উঠে পড়ল। বৃদ্ধ নাবিক আহত নাবিকটিকে ধরে তুলল। বলিষ্ঠ চেহারার আহত এই নাবিকটিকে অন্যান্য নাবিকরা কালো মাইকেল নামে ডাকত। কালো মাইকেল নামের নাবিকটা বৃদ্ধ নাবিকের কাঁধের উপর ভর দিয়ে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ধন্যবাদ জানাল ক্লেটনকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। তার কণ্ঠটা অত্যধিক রাগের জন্য কর্কশ শোনালেও ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ক্লেটনকে সে যা বলেছিল তার অর্থটা খারাপ নয়।

কালো মাইকেল নামে সেই নাবিকটাকে এরপর বেশ কয়েকদিন আর দেখতে পায়নি ক্লেটনরা। ক্লেটনের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের দেখা হয়নি। কোন সময়ে দেখা হলেও কথা হয়নি। ক্লেটনরা কেবিনেই থাকত। আগে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এক টেবিলে খেত। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে ক্যাপ্টেন কাজের ভান করে অন্য সময় খেত এবং তাদের পরিহার করে চলত। জাহাজের অন্যান্য অফিসাররাও ক্লেটনদের এড়িয়ে চলত। ফলে ক্লেটনরা তাদের কেবিনে একা একাই থাকত সব সময়। ফলে জাহাজে কারা কি করছে তার কোন খবরা-খবর পেত না।

ক্লেটনরা বুঝতে পারেনি জাহাজের আবহাওয়াটা ক্রমশই দূষিত হয়ে পড়ছে। বুঝতে পারেনি নাবিকদের মধ্যে এক ষড়যন্ত্র গোপনে দানা বেঁধে উঠছে এবং সেই ষড়যন্ত্র একটা বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। কিন্তু বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। তবু ক্লেটন জাহাজের মধ্যে একটা থমথমে ভাব দেখে এক অজানা বিপদের একটা চাপা আভাস পেতে লাগল। কিন্তু এ নিয়ে কারো সঙ্গে কোন কথা বলত না।

কালো মাইকেল আহত হওয়ার পরের দিন জাহাজের ডেকের উপর ক্লেটন হঠাৎ দেখল একজন খোঁড়া নাবিককে চারজন নাবিক ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে আর কয়েকজন ক্রুদ্ধ নাবিক জটলা করছে তাই নিয়ে।

ব্যাপারটা কি তা নিয়ে কাউকে কোন প্রশ্ন করল না ক্লেটন। কিন্তু একটা অব্যক্ত ভয় বেড়ে উঠতে লাগল তার মনের মধ্যে। একদিন দিগন্তে একটা বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ দেখতে পেয়ে ক্লেটন ভাবল যে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করবে তারা যেন তাকে ও তার স্ত্রীকে ঐ বৃটিশ জাহাজটায় তুলে দেয়। ক্লেটন দেখল যুদ্ধজাহাজটা ওরা যেখান থেকে এসেছে সেইদিকেই যাচ্ছে। জাহাজটা উল্টো দিকে যাওয়ায় সে জাহাজে তাদের তুলে দেবার অনুরোধ করার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না ক্লেটন। দুজন নাবিকের সঙ্গে জাহাজের অফিসাররা খারাপ ব্যবহার করেছে বলে তারা যদি জাহাজ ছেড়ে অন্য জাহাজে চলে যেতে

চায় তাহলে ক্যাপ্টেন তা শুনে কাপুরুষ ভাববে। তার কথার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাবে না।

দেখতে দেখতে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজটা দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল জাহাজটা অথচ তাতে তাদের তুলে দেবার জন্য ক্যাপ্টেনকে একবার অনুরোধও করল না ক্লেটন। কিন্তু সে যদি জানত যে ভয় সে করেছিল সে ভয় অবিলম্বে বাস্তবে পরিণত হবে এবং তার এই মিথ্যা আত্মাভিমানের জন্য নিজেকে অভিশাপ দিতে হবে তাহলে হাতের কাছে এই নিরাপত্তার সুযোগ পেয়ে সে সুযোগ ছাড়ত না।

সেদিন বিকালের দিকে সেদিনের সে বুড়ো নাবিকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ক্লেটন তার স্ত্রীর সঙ্গে জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল যেখানে সেখানে বুড়ো নাবিকটা পিতলের কি একটা জিনিস খুঁজছিল।

ক্লেটনের কাছে এসে পড়তেই বুড়ো নাবিকটা চাপা গলায় ক্লেটনকে বলল, আমার কথাটা মনে রাখবেন স্যার। এর জন্য ওদের দুঃখ ভোগ করতে হবে।

ক্লেটন তখন বলল, কি বলতে চাইছ তুমি?

বুড়ো নাবিক উত্তর করল, কেন, কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি কি শোনেন নি যে শয়তান ক্যাপ্টেনটা আর তার সঙ্গীরা কিভাবে নাবিকদের মারধোর করে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে? গতকাল দুজন নাবিকের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, আবার আজ তিনজনের। কালো মাইকেল সেদিনকার মতই রেগে আছে। ও কিন্তু এসব মুখ বুজে সহ্য করবে না। আমার কথাটা জেনে নেবেন স্যার।

ক্লেটন বলল, তুমি কি বলতে চাইছ জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহ করবে?

বুড়ো নাবিক বলল, বিদ্রোহ মানে? ওরা খুন করবে। আমার কথা দেখে নেবেন স্যার।

কখন?

কখন তা ঠিক বলতে পারব না। তবে খুব শীগগির। আমি কিন্তু অনেককিছু বেশী বলে ফেলেছি। আপনি ভাল লোক বলে আপনাকে আগে থেকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ভেবেই একথা বললাম। তবে এ মুখে একটা কথাও বলবেন না। শুধু যখন গুলির শব্দ পাবেন তখন নিচেতে গিয়ে থাকবেন।

বুড়ো নাবিকটা যাবার সময় আবার সাবধান করে দিয়ে গেল। বলল, চুপ করে থাকবেন। এবিষয়ে একটা কথাও বলাবলি করবেন না। তাহলে বিপদ হবে।

এই বলে চলে গেল বুড়ো নাবিকটা।

ক্লেটন বলল, তুমি কিছু ভেবো না এ্যালিস।

এ্যালিস বলল, এবিষয়ে ক্যাপ্টেনকে সাবধান করে দেওয়া উচিত জন। এখনো বললে বিপদটা হয়ত এড়ানো যেতে পারে।

আমার হয়ত বলা উচিত। কিন্তু আমাদের স্বার্থের দিক থেকে আমার চুপ করে থাকাটাই উচিত। ওরা যাই করুক, সেদিন আমি কালো মাইকেলকে যেভাবে বাঁচিয়েছি তার জন্য আমাদের অন্তত কিছু করবে না। কিন্তু আমি যদি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি তাহলে আর আমাদের কোন ক্ষমা করবে না।

এ্যালিস বলল, তোমার শুধু একটাই কর্তব্য জন আর সে কর্তব্য হলো তোমার কর্তৃপক্ষের স্বার্থ দেখা। তুমি যদি ক্যাপ্টেনকে সাবধান করে না দাও তাহলে পরে তোমায় দোষী হতে হবে। কর্তৃপক্ষ তোমাকে দায়ী করে বলবে এই ষড়যন্ত্রে তোমারও হাত ছিল।

ক্লেটন বলল, তুমি বুঝতে পারছ না প্রিয়তমা। আমি ভাবছি শুধু তোমার কথা এবং এই ভাবাটাই আমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। ক্যাপ্টেন নির্বোধের মত এই নিষ্ঠুর আচরণ করে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাকে বাঁচাবার জন্য কেন আমি আমার স্ত্রীর বিপদ ডেকে আনব? কেন তাকে এক অকল্পনীয় বিভীষিকার মধ্যে ঠেলে দেব? তুমি বুঝতে পারছ না ফুবালদা জাহাজটা যদি একবার ঐসব গলাকাটা নাবিকগুলোর হাতে চলে যায় তাহলে কি অবস্থা হবে।

কিন্তু কর্তব্য যা তা করতেই হবে। কোন যুক্তিতর্কেই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে না কাউকে। আমার স্বামী একজন ইংরেজ লর্ড হয়েও তিনি যদি তাঁর কর্তব্য পালন না করেন তাহলে আমি হতভাগিনী বলে মনে করব। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদের কথা আমি জানি। কিন্তু সে বিপদ আমি তোমার সঙ্গে সাহসের সঙ্গে সহ্য করব। কিন্তু তোমার অবহেলার জন্য যদি এক মর্মান্তিক বিপদকে এড়ানো না যায় তাহলে আমাকে যে লজ্জা ও অপমানের অংশ গ্রহণ করতে হবে তা আমি সহ্য করতে পারব না।

ক্লেটন তখন বলল, ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই হবে এ্যালিস। হয়ত আমি যে বিপদের কথা ভাবছি সেটা অবাস্তব। জাহাজের অবস্থাটা যতখানি গুরুতর ভাবছি ততখানি গুরুতর হয়ত নয়। তাছাড়া আজ হতে একশো বছর আগে জাহাজের মধ্যে নাবিকবিদ্রোহ একটা স্বাভাবিক এবং সচরাচর ব্যাপার হলেও আজ ১৮৮৮ সালে এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই।

একটু থেমে ক্লেটন আবার বলল, এখন মনে হয় ক্যাপ্টেন তার কেবিনেই আছে। লোকটার সঙ্গে কথা বলার কোন প্রবৃত্তি নেই আমার। তাই এই অবাঞ্ছিত অপ্রিয় ব্যাপারটা এখনি সেরে ফেলতে চাই।

এই বলে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল ক্লেটন এবং অল্পক্ষণের

মধ্যেই তার কেবিনের দরজায় আঘাত করতে লাগল।

আগে থেকেই রেগে ছিল ক্যাপ্টেন। গম্ভীর গলায় বলল, ভিতরে আসুন।

ক্লেটনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ক্যাপ্টেন রাগের সঙ্গে বলল, কি ব্যাপার?

আমি এসেছি আপনাকে একটা খবর দিতে। আজ নাবিকদের একটা আলোচনা নিজের কানে শুনে তা সংক্ষেপে বলতে এসেছি। আর কিছু না হোক, আপনি অন্ততঃ উপযুক্ত অস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কারণ ওরা বিদ্রোহ এবং খুনোখুনি করার কথা ভাবছে।

রাগে গর্জন করে উঠল ক্যাপ্টেন, মিথ্যা কথা। জাহাজের নিয়মশৃংখলার মাঝে আপনি আবার যদি হস্তক্ষেপ করেন অথবা যেসব ব্যাপারের সঙ্গে আপনার কোন সংশ্রব নেই সেই সব ব্যাপারে অহেতুক নাক গলাতে আসেন তাহলে আপনাকে ফলভোগ করতে হবে তার জন্য। আপনি একজন ইংরেজ লর্ড হোন বা যাই হোন আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন, আমি বলছি এ ব্যাপারে আপনি সরে দাঁড়ান।

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন এতদূর রেগে উঠল যে তার মুখটা নীল হয়ে গেল। সে ঘুষি পাকানো একটা হাত টেবিলের উপর জোরে মেরে আর একটা হাত ক্লেটনের মুখের সামনে নাড়তে লাগল।

ক্লেটন নীরবে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল উত্তেজিত ক্যাপ্টেনকে। অবশেষে বলল, আমার স্পষ্টতা এবং সরলতাকে ক্ষমা করবে ক্যাপ্টেন বিলিংস। তবে জেনে রেখো তুমি একটা গাধা।

আর কথা না বাড়িয়ে নির্বিকারভাবে কেবিন ছেড়ে চলে গেল ক্লেটন। কিন্তু সে যদি আর কিছুক্ষণ সেখানে থেকে ক্যাপ্টেনকে বোঝাবার চেষ্টা করত তাহলে হয়ত ক্যাপ্টেনের রাগটা পড়ে যেত। কিন্তু ক্লেটন তৎক্ষণাৎ চলে যাওয়ায় তাদের পারস্পরিক মঙ্গলের জন্য একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার আশাটা নির্মূল হয়ে গেল।

ক্লেটন এবার এ্যালিসের কাছে ফিরে এসে বলল, লোকটা একেবারে অকৃতজ্ঞ। আমার মুখ থেকে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর পাগলা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন আর তার জাহাজ এবার জাহান্নামে যাক, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। এখন থেকে আমি আমাদের নিজেদের মঙ্গলের কথা ভাবব। এখন আমার প্রথম কাজ হবে কেবিনে গিয়ে আমার রিভলবারের খোঁজ করা। আমার ভুল হয়ে গেছে; বড় বন্দুকগুলো প্যাক করে রেখে রিভলবারগুলো নিচেতে ফেলে রেখে এসেছি।

কেবিনে ঢুকেই তারা দেখল তাদের সমস্ত জিনিসপত্র সারা কেবিনময় ছড়ানো রয়েছে। তাদের বাক্স থেকে তাদের যত সব জামা কাপড় বার করে ঘরময় এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। তাদের বিছানাটাও কারা ছিঁড়ে দিয়ে গেছে।

ক্লেটন আশ্চর্য হয়ে বলল, জানি না কিসের খোঁজে ওরা এসেছিল।

ভাল করে খোঁজ করে দেখল ওরা, ক্লেটনের দুটো রিভলবার আর কিছু গুলি ছাড়া আর সব জিনিস ঠিক আছে।

ক্লেটন বলল, আজ এই দুটো জিনিসেরই সবচেয়ে বেশী দরকার ছিল। আমার মনে হয় আমাদের বিপদে ফেলার জন্যেই ওরা এ দুটো নিয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদের কথা।

এ্যালিস বলল, এখন আমাদের কি করা উচিত জন? আর তোমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে বলব না। আবার তাহলে উত্তাপের সৃষ্টি হবে। আমার মনে হয় নিরপেক্ষ থাকাটাই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। জাহাজের অফিসাররা যদি বিদ্রোহ দমন করতে পারে তাহলে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। আর যদি বিদ্রোহী নাবিকরা জিতে যায় তাহলে আমাদের একমাত্র বাঁচার আশা এই হবে যে আমরা তাদের বাধা দিইনি বা কোনরকম বিরোধিতা করিনি তাদের।

ক্লেটন বলল, ঠিক বলেছ এ্যালিস। আমরা মধ্য পথ অবলম্বন করব।

ওরা দুজনে কেবিনটা গোছাতে গিয়ে দরজার কাছে এক জায়গায় ছোট্ট একটুকরো কাগজ দেখতে পেল। কিন্তু কাগজটা পড়ে ছিল না। দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল কে।

ক্লেটন দরজা খুলে বাইরে গিয়ে লোকটা কে তা দেখতে যাচ্ছিল। কিন্তু এ্যালিস তার হাত ধরে তাকে থামিয়ে বলল, না জন। ওরা দেখা দিতে চায় না যখন তখন আমাদের না দেখাই ভাল। মনে রেখো, আমরা নিরপেক্ষ।

ক্লেটন এবার মৃদু হেসে থেমে গেল। এরপর দেখল ভাঁজ করা একটা সাদা কাগজ কারা দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। সেটা খুলে দেখল স্বল্প কথায় কারা তাদের জন্য সতর্কবাণী লিখে দিয়েছে এই কাগজে। হাতের লেখাটা অত্যন্ত খারাপ।

লেখাটা অনুবাদ করে ক্লেটন বুঝল বিদ্রোহী নাবিকরা তাদের সাবধান করে দিয়েছে, ক্লেটনরা যেন রিভলবার চুরির কথাটা প্রকাশ না করে এবং বৃদ্ধ নাবিক তাদের যেকথা বলেছে তারা যেন তা মেনে চলে। সেকথা না মানলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

ক্লেটন একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, বুঝেছি, আমাদের এখন চুপচাপ বসে থাকতে হবে। দেখা যাক কি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না তাদের। পরদিন সকালবেলাতেই প্রতিদিনের অভ্যাসমত প্রাতরাশের আগে ডেকে বেড়াতে গিয়েই একটা গুলির আওয়াজ শুনল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গুলির আওয়াজ।

গুলির আওয়াজ শোনার পর যে দৃশ্য দেখল ক্লেটন তাতে ভয় পেয়ে গেল সে। যে ভয় সে এতদিন করে আসছিল সেই ভয় বাস্তবে পরিণত হলো। দেখল মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে জাহাজের সব বিদ্রোহী নাবিকরা দলবদ্ধভাবে লড়াইয়ে নেমেছে। আর কালো মাইকেল তাদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দান করছে।

অফিসাররা প্রথম গুলি ছোঁড়াতে নাবিকরা আড়ালে আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তারপর সুবিধাজনক জায়গা থেকে তারাও গুলি চালাতে থাকে। অফিসাররা সংখ্যায় ছিল মাত্র পাঁচজন।

ক্যাপ্টেনের রিভলবারের গুলিতে দুজন নাবিক প্রথমেই মারা যায়। তাদের মৃতদেহদুটো দুদলের মাঝখানে পড়ে ছিল তখনো। কালো মাইকেল চীৎকার করে অফিসারদের আক্রমণ করার জন্য উত্তেজিত করে যাচ্ছিল। নাবিকরা সবসুদ্ধ ছটা আগ্নেয়াস্ত্র যোগাড় করতে পেরেছিল। তাই ছ'জনের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র আর বাকি লোকের হাতে ছিল কুড়ুল, দা, লোহার হুক প্রভৃতি নানা অস্ত্র।

অফিসারদের একজন মারা যায় নাবিকদের গুলিতে। ক্যাপ্টেনের রিভলবারের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে গুলি ভরতে থাকে। তখন আবার আর একজন অফিসারের বন্দুক পরিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে চারজনের মধ্যে মাত্র দুজন অস্ত্র চালাতে থাকে। এদিকে নাবিকরা সংখ্যায় বেশী থাকায় এবং তাদের ছটা আগ্নেয়াস্ত্র কাজ করতে থাকায় ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকে তারা। অন্য দিকে ক্রমশই পিছু হটতে থাকে অফিসাররা।

দুদলের লোকেরাই চেঁচামেচি করে গালিগালাজ করছিল। উভয়পক্ষের আহতরাই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল। সব মিলিয়ে ফুবালদা জাহাজটা একটা পাগলাগারদে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

অফিসাররা কয়েক পা পিছোতে না পিছোতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিদ্রোহী নাবিকরা। একজন বিদ্রোহী নাবিক তার হাতের কুড়ুলটা দিয়ে ক্যাপ্টেনের মাথার উপরে সজোরে মারতেই তার মাথাটা দুখণ্ড হয়ে গেল চিবুক পর্যন্ত। নাবিকদের বিভিন্ন অস্ত্রের আঘাতে অন্যান্য অফিসাররা নিহত বা গুরুতরভাবে আহত হলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। এই ভয়াবহ লড়াই-এর ব্যাপারটা জাহাজের একপাশে দাঁড়িয়ে পাইপ খেতে খেতে নিতান্ত নির্বিকারভাবে দেখে যাচ্ছিল ক্লেটন। ঠিক যেন কোন ক্রিকেট ম্যাচের খেলা দেখছে।

শেষ অফিসারটি নাবিকদের হাতে নিহত হবার পর স্ত্রীর কথা মনে হলো ক্লেটনের। সে এতক্ষণ নিচেতে আছে। ভাবল এবার তার কাছে যাওয়া প্রয়োজন। কোন নাবিক তাকে একা অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে। বাইরে নির্বিকার থাকলেও ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানে যে অর্ধ-বর্বর নাবিকদের হাতে তারা পড়ল তাদের মাঝে থেকে তার স্ত্রীর নিরাপত্তা কিভাবে বজায় রেখে চলবে সেকথা ভেবে ভয় পেয়ে গেল সে।

মই বেয়ে নিচে নেমেই দেখল তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে মইটার পাশে। ক্লেটন কাছে যেতেই এ্যালিস বলল, কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এদের কাছ থেকে কি আমরা আশা করতে পারি বল।

ক্লেটন তার স্ত্রীর মন থেকে ভয় দূর করে তাকে সহজ করে তোলার জন্য বলল, অন্ততঃ তাদের কাছ থেকে প্রাতরাশটা চাইতে পারি। আমার সঙ্গে এস এ্যালিস। আমরা এখন তাদের দেখিয়ে দিতে চাই তাদের কাছ থেকে একমাত্র সদ্ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই চাই না আমরা।

ঘটনাস্থলে ক্লেটন গিয়ে দেখল বিদ্রোহী নাবিকরা নির্মমভাবে নিহত ও আহত অফিসারদের তুলে নিয়ে জাহাজের বাইরে সমুদ্রের জলে ফেলে দিচ্ছে। নাবিকদের দিকে যে তিনজন নিহত হয়েছিল এবং যারা আহত হয়েছিল তাদেরও সমান নির্দয়তার সঙ্গে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল তারা।

এমন সময় একজন নাবিক ক্লেটনদের আসতে দেখল তাদের দিকে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, এই যে আরো দুটো মাছ রয়েছে।

এই বলে সে কুড়ুল তুলে ছুটে গেল ক্লেটনের দিকে। কিন্তু কালো মাইকেলও তৎক্ষণাৎ তার পিঠে একটা গুলি করে তাকে ফেলে দিল। তারপর গর্জন করে অন্য সব নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্লেটনদের দেখিয়ে বলল, এরা আমার বন্ধু। এদের কোন ক্ষতি করবে না, বুঝলে? এখন থেকে আমিই হচ্ছি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং আমি যা বলব তাই সবাইকে শুনতে হবে।

এবার ক্লেটনদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমরা যাও, তোমাদের কেউ কোন ক্ষতি করবে না।

এই বলে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে নাবিকদের দিকে তাকাল মাইকেল।

এরপর থেকে ক্লেটনরা কালো মাইকেলের নির্দেশমতই চলতে লাগল। জাহাজের কোন ব্যাপারে কোন খবর রাখত না তারা। কোন দিকে তাকাত না। ফলে নাবিকরা কখন কি পরিকল্পনা করছে বা তারা কে কি বলছে তার

কিছুই জানতে পারত না।

মাঝে মাঝে নাবিকদের মধ্যে ঝগড়া ও তর্কাতর্কি হত। ক্রুদ্ধ কথাবার্তার শব্দ আসত ক্লেটনদের কানে। দুবার ছুটি গুলির আওয়াজও শুনতে পায় তারা। তারপর সব চুপ হয়ে যায়। মোটামুটি শান্তি বিরাজ করতে থাকে জাহাজে। সেদিক দিয়ে দেখলে কালো মাইকেলই যোগ্য নেতা। বিভিন্ন জাতের ও প্রকৃতির গলাকাটা লোকগুলোকে সে-ই একমাত্র বশে আনতে পেরেছে।

জাহাজের অফিসাররা খতম হবার পর পঞ্চম দিনে দূরে একটা স্থলভাগ দেখা গেল। কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ না কোন এক দেশের অংশ তা কেউ জানতে পারল না। তবু কালো মাইকেল ক্লেটনকে জানিয়ে দিল খোঁজ নিয়ে যদি দেখা যায় জায়গাটা বসবাসের যোগ্য তাহলে তাকে তার স্ত্রীকে নিয়ে সেখানেই নামতে হবে।

সে আরও বলল, কয়েক মাস তোমাদের ওখানেই থাকতে হবে। তার মধ্যে আমি তোমাদের দেশের সরকারকে খবর দেব সুযোগ বুঝে। তখন সেখান থেকে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে তোমাদের উদ্ধার করবে। তোমাকে কোন সভ্য জগতের বন্দরে নামিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে এক অসম্ভব কাজ হবে, কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যার উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে।

ক্লেটন একবার প্রতিবাদ করল। এক অজানা উপকূলে বন্যজন্তু আর তার থেকেও ভয়ঙ্কর বন্য বর্বর মানুষের মাঝে তাদের এভাবে একা একা ছেড়ে দেওয়া কখনো কোন মানুষের কাজ নয়।

কিন্তু এ প্রতিবাদে কোন ফল হলো না। শুধু মাইকেল তাতে রেগে গেল।

অগত্যা ভাগ্যের উপরেই নিজেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ক্লেটন।

বিকাল তিনটের সময় ছায়াচ্ছন্ন এক সুন্দর উপকূলের কাছাকাছি এসে পড়ল ওদের জাহাজটা। জাহাজ নোঙর করার মত স্থল দিয়ে ঘেরা এক প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ও রয়েছে।

কালো মাইকেল একটা ছোট নৌকোয় করে একদল লোককে পাঠাল জায়গাটা দেখার জন্য। তারা দেখবে জাহাজটাকে ওখানে নোঙর করা যায় কি না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে ফিরে এল দলটা। এসে বলল উপকূলের কাছে জল গভীর আছে এবং জাহাজটা সেখানে নোঙর করতে পারবে।

সন্ধ্যা হবার আগেই দেখা গেল উপকূলবর্তী শান্ত সমুদ্রের স্বচ্ছ জলের বুকের উপর নোঙর করে শান্তিতে দাঁড়িয়ে আছে ফুবালদা। সবুজ অরণ্যে ঘেরা উপকূলভাগটাকে দেখতে সত্যিই খুবই সুন্দর লাগছিল। উপকূল থেকে যে

বনভূমি শুরু হয়েছে তা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গেছে। দূরে ঘন বনের মুকুট মাথায় পাহাড় দেখা যাচ্ছিল।

উপকূল থেকে যে বন শুরু হয়েছে তার মাঝে কোন জনপদ নেই। তবে কোন মানুষ বা জনপদ সেখানে দেখা না গেলেও সেখানে মানুষ বাস করতে পারে। কারণ বনে প্রচুর পাখি দেখা গেল। বনে জীবজন্তুও অনেক আছে। তার উপর প্রচুর পানীয় জলে ভরা একটা রূপালি নদীও আছে উপকূলের কাছাকাছি।

যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছিল পৃথিবীতে তখন ক্লেটন আর তার স্ত্রী জাহাজের একধারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থানের কথা ভাবছিল। বিশাল অন্ধকার বনের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে বন্য জন্তুর ডাক ভেসে আসছিল বাতাসে। সিংহের গম্ভীর গর্জন শোনা যাচ্ছিল।

ঐ নির্জন বনভূমিতে তাদের একা থাকতে হবে, ঐ বনভূমিতে কত ভয়ঙ্কর রাত্রি তাদের কাটাতে হবে সেকথা ভেবে এ্যালিস তার স্বামীকে ভয়ে জড়িয়ে ধরল।

সন্ধ্যার পর কালো মাইকেল এসে ক্লেটনদের বোঝাতে লাগল। আগামীকাল সকাল হলেই তাদের ঐ উপকূলে চলে যেতে হবে। তার জন্য তাদের মালপত্র গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। ক্লেটনরা মাইকেলকে অনেক অনুরোধ করল সে যেন সভ্য জগতের কাছাকাছি কোন বাসযোগ্য উপকূলে নামিয়ে দেয় যাতে তারা অনুকূল পরিবেশে গিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু কোন অনুরোধ উপরোধ, অনুনয় বিনয়, ভীতি প্রদর্শন বা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিই টলাতে পারল না মাইকেলকে।

মাইকেল বলল, এই জাহাজের মধ্যে একমাত্র আমিই তোমাদের জীবন রক্ষা করতে চাই। তাই তোমাদের এখানে মরতে দিতে পারি না। কারণ কালো মাইকেল পরের উপকারের কথা ভোলে না। তুমি আমাকে একদিন বাঁচিয়েছিলে। তাই আমি তোমাদের বাঁচাতে চাই। এর বেশী আর আমি কিছু করতে পারি না। নাবিকরা তোমাদের আর সহ্য করতে পারবে না। এখন তোমাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে না দিলে তাদের মনের পরিবর্তন হতে পারে। আমি তাই তোমাদের কিছু রান্নার বাসনপত্র, তাঁবু আর কিছু খাবার সঙ্গে দিয়ে ওখানে নামিয়ে দেব। তোমাদের সঙ্গে বন্দুক থাকবে। তাই দিয়ে আত্মরক্ষা করে সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে তোমরা। আমি নিজে কোথাও নিরাপদে নেমেই বৃটিশ সরকারকে জানিয়ে দেব। তারা তোমাদের খুঁজে বার করে নেবে। কারণ আমি তোমাদের কোথায় নামিয়েছি তা ঠিক বলতে পারব না।

মাইকেল চলে গেলে ক্লেটন ভাবতে লাগল মাইকেল কোনদিনই বৃটিশ সরকারকে তাদের কথা জানাতে পারবে না। তাছাড়া নাবিকদের সঙ্গে সে

একটা চক্রান্তও করতে পারে। পরদিন নৌকোয় করে নাবিকরা যখন তাদের উপকূলে নিয়ে যাবে তখন নাবিকরা তাদের হত্যাও করতে পারে। কারণ তখন মাইকেল তাদের কাছে থাকবে না।

আর নাবিকরা যদি তাদের হত্যা নাই করে তাহলেও কি তারা তার থেকে আরো এক বড় বিপদের মধ্যে পড়বে না। অবশ্য সে নিজের জন্য ভাবে না। সে বলিষ্ঠ চেহারার লোক, ঐ বনভূমিতে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু এ্যালিসের কি হবে আর তার পেটে যে সন্তান আছে সে-ই বা কি করে ঐ বন্য জগতের বিপদ-আপদ আর দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদ আর তার মাঝে তাদের অসহায়তার কথা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠল ক্লেটন। তবু ঐ বিশাল বনভূমির অন্ধকার গভীরে যে দুর্ভাগ্য তাদের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তা সে দেখতে পেল না ঠিক-মত। ফলে ভাগ্যের উপর আত্মসমর্পণ করে চুপ করে রইল।

পরদিন সকালে জাহাজ থেকে একটা ছোট নৌকোয় ক্লেটনদের সব মালপত্র নামিয়ে দেওয়া হলো। মাইকেল নিজে তদারক করতে লাগল, ক্লেটনদের কোন জিনিস যেন জাহাজে না থাকে। ক্লেটনদের প্রতি দয়ার বশে না তার নিজের স্বার্থের কথা ভেবে এবিষয়ে জেদ ধরল সে তা বোঝা গেল না। তবে একথা ঠিক যে ক্লেটনদের মত হারানো এক পদস্থ বৃটিশ অফিসারের কোন মালপত্র তাদের এই সন্দেহজনক জাহাজে পাওয়া গেলে কোন বন্দরে গিয়ে কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবে না মাইকেল। ক্লেটনের যে দুটো রিভলবার চুরি গিয়েছিল মাইকেল সেগুলোও ক্লেটনকে ফিরিয়ে দিতে বলল নাবিকদের।

মাইকেলের অনুপস্থিতিতে নাবিকরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে বলে ক্লেটন যে ভয় করেছিল সে ভয় মাইকেল নিজেও করেছিল। তাই ক্লেটনদের রাখবার জন্য নৌকোতে করে জনাকতক নাবিকের সঙ্গে সে নিজেও গেল। উপকূলে ওদের নামিয়ে দিয়ে নদী থেকে বেশ কিছু পানীয় জল ভরে নিয়ে নৌকো নিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এল।

মাইকেলদের নৌকোগুলো যখন উপসাগরের শান্ত জলের উপর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফুবালদার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তাদের পানে তখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্লেটন আর তার স্ত্রী। আসন্ন বিপদ আর নিবিড় হতাশার অনুভূতিতে তোলপাড় হতে লাগল তাদের বুকদুটো। দেখতে দেখতে ফুবালদা জাহাজটাও যখন ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল তখন এ্যালিস ক্লেটনের গলাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। অবরুদ্ধ আবেগ আর চেপে রাখতে পারল না বুকের মধ্যে।

এর আগে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে বিদ্রোহের সব বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। অটল অনমনীয় সহিষ্ণুতার সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ভাবনাকে সহ্য করে। কিন্তু এবার অন্তহীন সীমাহীন এক আরণ্যক নির্জনতার বিভীষিকা ক্রমাগত চাপ

দিতে দিতে দুর্বল করে তুলল তার স্নায়ুতন্ত্রকে। অনেকক্ষণ নিজেকে শক্ত ও সংযত রেখেও শেষ পর্যন্ত আর পারল না সে।

তার স্ত্রীকে কান্না থামাতে বলল না ক্লেটন। অবরুদ্ধ আবেগকে বেশী চেপে না রেখে এইভাবে তাকে প্রকাশ করা উচিত। এখন তার বয়স কতই বা হবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার নিজে নিজেই শান্ত ও শক্ত হয়ে উঠল এ্যালিস।

অবশেষে সে তার স্বামীকে বলল, ও জন, কী ভয়ঙ্কর কথা। এখন আমরা কি করব? কি করব বলতে পার?

কাজ। এখন আমাদের একমাত্র উচিত কাজ করা, কাজের মধ্যে ডুবে থাকা। এখন কাজই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। বেশী চিন্তা করলে আবার পাগল হয়ে যেতে হবে।

কথাটা হাসিমুখে এমনভাবে বলল ক্লেটন যাতে মনে হবে সে তার বাড়ির বৈঠকখানায় নিরাপদে বসে আছে।

ক্লেটন আরও বলল, আমাদের এখন কাজ করে যেতে হবে আর অপেক্ষায় থাকতে হবে। মাইকেল আমাদের সরকারকে কোন কথা জানাক না জানাক ফুবালদা জাহাজটা যখন নিখোঁজ হয়েছে তখন আমাদের সরকার তার খোঁজ করবেই। সুতরাং সাহায্য আসবেই।

এ্যালিস আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে উঠল, কিন্তু জন, শুধু তুমি আর আমি হলে কোন কথা ছিল না। তাহলে শুধু আমাদের জন্য কোন কিছুই ভাবতে হত না। কিন্তু—

শান্তভাবে উত্তর করল ক্লেটন, জানি প্রিয়তমা। সেকথা আমিও ভাবছি। কিন্তু কি করব বল। সাহসের সঙ্গে অবস্থার সম্মুখীন হতেই হবে, সে অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক। তাতে যা ঘটে ঘটবে। আজ হতে হাজার হাজার বছর আগে সুদূর বিস্তৃত অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এই রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আদিম অরণ্যলোকে আর যে বিপদে আমরা পড়েছি তাঁদেরও একদিন পড়তে হয়েছিল। তারা যা করেছিল আমরাই বা তা পারব না কেন? বরং আরো ভাল পারব, কারণ বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আত্মরক্ষার উন্নত উপায় আজ আমাদের হাতে আছে, তাদের হাতে যা ছিল না।

এ্যালিস বলল, হায় জন, আমিও যদি তোমার মত পুরুষ হতাম। কিন্তু আমি সামান্য নারী, দুর্বল আমার মন। আমি যা দেখছি তা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর, বড় ভীষণ। তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য আদিম যুগের নারীর মত আমিও তোমার যোগ্য সহচরী হবার চেষ্টা করব।

ক্লেটনের প্রথম চিন্তা হলো রাত কাটাবার মত এমন একটা আশ্রয় বা আস্তানা গড়ে তুলতে হবে যেটা হবে বন্যজন্তুর নাগালের বাইরে।

যাই হোক, [illegible]

যাতে আকস্মিক কোন আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে পারে তারা। তারপর দুজনে মিলে রাত্রির আস্তানা গড়ে তোলার জন্য জায়গা দেখতে লাগল।

সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে একশো গজ দূরে একটুখানি ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল ওরা। ওরা ঠিক করল ঐখানে একটা ঘর তৈরী করবে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য। কিন্তু তার আগে রাত্রিবাসের জন্য একটা আশ্রয় চাই।

গাছের উপর একটা মাচা তৈরী করার জন্য চারটে বড় গাছ বেছে নিল ক্লেটন। মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে চারটে গাছের উপর আয়তক্ষেত্রাকার এমন একটা মাচা তৈরী করল সে যেটাকে লাফ দিয়েও ধরতে পারবে না কোন জন্তু।

কুড়ুল দিয়ে গাছের ডাল কেটে আর জাহাজ থেকে আনা মোটা দড়ি দিয়ে মাচা তৈরীর কাজ তখনি শুরু করে দিল ক্লেটন। চারটে মোটা ডালের ঘেরা দিয়ে ছোট ছোট ডাল দিয়ে পাটাতন তৈরী করল মাচার উপর। সেই পাটাতনের উপর ঢালা ঢালা অনেক পাতা বিছিয়ে দিয়ে বিছানার মত নরম করল। মাথার উপরেও অনুরূপভাবে একটা ছাউনি তৈরী করল ক্লেটন। তারপর পালের মোটা কাপড় দিয়ে মাচাটার চারদিক ঘিরে দিল। সবশেষে এ্যালিসের ওঠা-নামার জন্য একটা মই তৈরী করল।

সন্ধ্যা হবার কিছু আগেই ওদের কম্বল ও বিছানা আর কিছু হালকা জিনিস-পত্র মাচার উপর তুলে ফেলল ক্লেটন। তারপর দুজনে উঠে পড়ল মাচার উপর।

সারাদিনের মধ্যে ওরা শুধু নানা জাতের অসংখ্য পাখি ছাড়া আর কোন বড় জন্তু জানোয়ার দেখতে পায়নি। পাখি ছাড়া কিছু বাঁদর দেখেছে। পাখি আর বাঁদরের কিচিমিচি ছাড়া আর কোন জন্তুর ডাক শুনতে পায়নি। মাঝে মাঝে বাঁদরগুলো ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করছে ব্যস্ত হয়ে। তাতে মনে হয়েছে ওরা হয়ত বড় কোন জন্তুর দেখা পেয়েই ভয়ে এমন করছে।

ওরা মাচার উপর বিছানা পেতে বসল। তখন গরম ছিল বলে ক্লেটন পাশের কাপড়গুলো ছাদের উপর তুলে দিল। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল।

সহসা ক্লেটনের একটা হাত জড়িয়ে ধরে এ্যালিস বলল, দেখ দেখ ওটা কি মানুষ?

অন্ধকারে ভাল দেখা না গেলেও ক্লেটন দেখল সমুদ্রের ধারে উঁচু জায়গাটার উপর বিরাটকায় একটা মানুষের মূর্তি দাঁড়িয়ে যেন কি শুনছে তাদের পানে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর পিছন ফিরে চলে গেল মূর্তিটা।

ক্লেটন গম্ভীরভাবে বলল, অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না।

এ্যালিস বলল, না জন, ওটা মানুষ নয়, কিম্ভূতকিমাকার এক জন্তু। আমার কিন্তু ভয় পাচ্ছে।

এ্যালিসের কানে কানে অনেক সাহস আর ভালবাসার কথা বলে তাকে শান্ত করল ক্লেটন। তারপর দুজনে শুয়ে পড়ল। সে বুঝল সে নিজে খুবই

সাহসী, তার কোন ভয় নেই। কিন্তু তার তরুণী স্ত্রীর এই ভয়ই তাদের সমস্ত দুঃখের কারণ।

যাই হোক, তার হাতের কাছে একটা রাইফেল্স আর একটা রিভলবার রেখে দিল ক্লেটন।

ঘুমে তাদের চোখদুটো সবেমাত্র জড়িয়ে এসেছে এমন সময় একটা বিরাট সিংহের ডাক শুনতে পেল ওরা। সিংহটা ক্রমশই এগিয়ে এসে ওদের মাচার তলায় দাঁড়িয়ে গাছের উপর আঁচড় কাটতে লাগল। একঘণ্টা ধরে সিংহটা সেখানে থাকার পর চলে গেল। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ক্লেটন দেখল একটা বিরাট জন্তু ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।

সেরাতে ভাল ঘুম হলো না ওদের। চোখে ঘুম আসতে না আসতেই অসংখ্য বন্য জন্তুর ডাকে বার বার ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল ওদের। ওরা বুঝতে পারল বড় বড় বন্য জন্তুগুলো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ওদের মাচার তলায় আনাগোনা করছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সকাল হতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ওরা। রাতটা নিরাপদে কাটিয়ে ওরা বেশকিছুটা স্বস্তি অনুভব করল।

কোনরকমে প্রাতরাশটা সেরে নিয়েই ঘর তৈরীর কাজে মন দিল ক্লেটন। কারণ সে বুঝল চারদেওয়াল ঘেরা একটা শক্ত ঘর বা নিরাপদ আশ্রয় গড়ে না তোলা পর্যন্ত রাত্রিতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে না ওরা।

কাজটা খুবই কঠিন এবং এ কাজ শেষ করতে কিছু কম একটা গোটা মাসই লেগে গেল। একমাসের চেষ্টায় মাত্র একটা ছোট ঘর তৈরী করল ক্লেটন। মোটা মোটা কাঠের গোটাকতক খুঁটি দিয়ে ঘরটাকে দাঁড় করিয়ে সরু কাঠের ছিটে-বেড়া দিয়ে দিল। তার উপর কাদা-মাটি লাগিয়ে দিল পুরু করে। ঘরের একপাশে ঘাট থেকে কতকগুলো নুড়ি পাথর এনে উনোন তৈরী করল একটা। সরু সরু শক্ত কাঠ দিয়ে ঘরটার মধ্যে একটামাত্র জানালা করল ক্লেটন যাতে কোন জন্তু চাপ দিলেও তা ভেঙ্গে না যায়। কাঠের ফাঁক দিয়ে হাওয়া বইবে, আলো আসবে, অথচ তাদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে না কোনভাবে।

কেবিনটা দেখতে হলো ঠিক ইংরাজি 'এ' অক্ষরের মত। ঘরের ছাদটা লম্বা লম্বা বুনো ঘাস আর তালপাতা দিয়ে ছাইয়ে নিয়ে উপরে আবার কাদামাটি দিয়ে লেপে দিল। প্যাকিং বাক্সের কাঠগুলোকে একটার পর একটা রেখে পেরেক পিটিয়ে দুটো দরজার কপাট তৈরী করল ক্লেটন। দরজাটা এমন ভারী আর

মজবুত হলো যে সে একা সেটা তুলে বসাতে পারছিল না। ঘরের ছাদটা তৈরী হয়ে যেতেই বাক্স, পেটরা, চেয়ার, টেবিল সব ঘরের মধ্যে গুছিয়ে রাখল ওরা।

দ্বিতীয় মাসের শেষের দিকে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধল ওরা ওদের নতুন কেবিনটায়। বন্য জন্তুদের আক্রমণের ক্রমাগত আশঙ্কা আর ভয়ঙ্কর অন্তহীন নির্জনতা ছাড়া ওদের মনোকষ্টের আর কোন কারণ ছিল না। এছাড়া ওদের নতুন জীবনযাত্রার সঙ্গে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ওরা। ক্রমশই সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছিল।

এমন কি ওদের চারপাশে সারাদিন ধরে যেসব পাখি আর বাঁদর দেখত তারা, ওদের সঙ্গে যেন পরিচিত হয়ে উঠছিল। ওদের কাছে আসতে আর ভয় পেত না তারা। অনেক সময় ওদের হাত থেকে কোন খাবার নিয়ে যেত।

মাঝে মাঝে দূরে বনের ফাঁকে ফাঁকে বিরাটকায় মানবাকৃতি এক অদ্ভুত জীবকে চলে যেতে দেখত ওরা, যার ছায়া প্রথম রাত্রিতে দেখেছিল। মোট তিনবার তা দেখতে পায়। কিন্তু ভাল করে দেখতে না পাওয়ায় সেটা মানুষ না জন্তু তা বুঝে উঠতে পারেনি ওরা।

সেদিন বিকেলবেলায় ক্লেটন তাদের কেবিনটার পাশে আর একটা ঘর তৈরী করার জন্য কাজ করছিল। তার ইচ্ছা পাশাপাশি আরও কয়েকটা ঘর সে তৈরী করবে। হঠাৎ একঝাঁক পাখি আর একদল বাঁদর উঁচু ঢিবিটা থেকে ছুটে এসে ক্লেটনদের চারপাশে ভিড়-করে কিচমিচ করতে লাগল জোরে। ওরা যেন ক্লেটনকে কোন আসন্ন বিপদের জন্য সাবধান করে দিচ্ছে।

অবশেষে ওদের চেঁচামেচিতে মুখ তুলে তাকাল ক্লেটন। এতক্ষণে যাকে ছোট ছোট বাঁদরগুলো সবচেয়ে বেশী ভয় করে সেই বিরাটকায় মানবাকৃতি জীবটাকে স্বচক্ষে ভাল করে দেখল ক্লেটন। দেখল সেটা ডালপালা ভেঙ্গে গর্জন করতে করতে তার দিকেই আসছে।

ক্লেটন তখন তার কেবিন থেকে একটু দূরে একটা গাছ কাটছিল। প্রায় দুমাস যাবৎ এখানে আসার পর থেকে কোন বিপদের মুখে না পড়ায় আত্মরক্ষার সম্বন্ধে ক্রমশই উদাসীন হয়ে উঠেছিল ক্লেটন। তার রাইফেল ও রিভলবার সব কেবিনের ভিতর রেখে দিয়েছিল। তাই যখন দেখল জানোয়ারটা এমনভাবে দ্রুত তার দিকে আসছে যে ছুটে গিয়ে কেবিন থেকে অস্ত্র আনা সম্ভব হবে না তখন চরম ভয়ের একটা শিহরণ খেলে গেল ওর সর্বাঙ্গে।

ক্লেটন দেখল তার হাতে একটা কুড়ুল ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই এবং সামান্য এই অস্ত্র দিয়ে রাক্ষসের মত এই বিরাট জন্তুটার সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। তাই সে নিজের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে এ্যালিসের কথা ভাবতে লাগল।

তবু একবার চেষ্টা করে দেখল ক্লেটন। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে কেবিনের দিকে ছুটতে লাগল। চীৎকার করে এ্যালিসকে সাবধান করে দিল।

কেবিন থেকে একটু দূরে তখন বসেছিল এ্যালিস। ক্লেটনের চীৎকারে সে মুখ ফিরিয়ে দেখল বনমানুষের মত একটা বিরাট জন্তু তার স্বামীর উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ার জন্য এগিয়ে আসছে তীব্র গতিতে। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের মধ্যে ছুটে গিয়ে ঢুকে গেল সে। যাবার সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে একবার

দেখল তার স্বামী তার হাতের কুড়ুলটা দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর বিরাটকায় জন্তুটার সঙ্গে লড়াই করছে।

ক্লেটন একবার চীৎকার করে বলল, কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে ভিতরে থাক এ্যালিস। আমি এই কুড়ুল দিয়েই একে শেষ করে ফেলব।

কিন্তু ক্লেটন জানত না এক ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে সে।

সেই বিরাট পুরুষ বাঁদর-গোরিলাটার ওজন হবে প্রায় তিনশো পাউণ্ড। তার চোখদুটো ঘৃণায় ও হিংসায় জ্বলছিল। তার বড় বড় দাঁতগুলো বার করে হাঁ করে গর্জন করছিল ক্লেটনের সামনে।

ক্লেটন দেখল সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তার কেবিনটা মাত্র কুড়ি পা দূরে। সে যখন দেখল কেবিন থেকে তাঁর স্ত্রী হাতে একটা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে আসছে তখন এক ভয়ের শিহরণ খেলে গেল তার সর্বাঙ্গে।

সাধারণতঃ আগ্নেয়াস্ত্রকে ভয় করে চলত এবং কখনো ছুঁত না জেন। কিন্তু আজ সে স্বামীকে বিপদাপন্ন দেখে শাবকবৎসলা এক সিংহীর মত নির্ভীকতার সঙ্গে ছুটে এল বাঁদর-গোরিলার দিকে।

ক্লেটন চীৎকার করে উঠল, ফিরে যাও এ্যালিস। ঈশ্বরের নামে বলছি।

কিন্তু এ্যালিস গেল না। বাঁদরটা এবার ক্লেটনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্লেটনও তার কুড়ুলটা দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘোরাতে লাগল তার চারদিকে। কিন্তু জন্তুটা তার বলিষ্ঠ বিরাট হাতদুটো দিয়ে কুড়ুলটা ধরে ক্লেটনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিল সেটা একধারে।

এবার এক বিকট চীৎকার করে বাঁদরটা যেমনি ক্লেটনের গলাটা দুহাত দিয়ে ধরতে গেল অমনি এ্যালিসের রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসা একটা গুলি বাঁদর-গোরিলার পিঠটাকে বিদ্ধ করল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লেটনকে ছেড়ে দিয়ে জন্তুটা তার নতুন শত্রু এ্যালিসের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু রাইফেলটাতে আর গুলি না থাকায় চেষ্টা করেও আর গুলি করতে পারল না সে। জন্তুটা এবার হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে তার সামনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল এ্যালিস। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটাও তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ক্লেটন তখন তার স্ত্রীর অচেতন দেহটা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য জন্তুটাকে পিছন থেকে টানতে লাগল।

একটু টানতেই টলতে টলতে পড়ে গেল। তার পিঠে লাগা বুলেটের ক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হলো এতক্ষণে।

ক্লেটন তার স্ত্রীর দেহটা তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করে দেখল দেহের উপর কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। সে বুঝল জানোয়ারটা এ্যালিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় সে।

ধীরে ধীরে এ্যালিসের অচেতন দেহটা তুলে ধরল ক্লেটন। কেবিনের মধ্যে

নিয়ে গেল। কিন্তু পুরো ছঘণ্টার আগে জ্ঞান ফিরল না এ্যালিসের।

কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর এ্যালিস প্রথমে যা বলল তা শুনে ভয় পেয়ে গেল ক্লেটন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ্যালিস কেবিনটার চারদিকে তাকাল পরম বিস্ময়ের সঙ্গে। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ও জন, সত্যি সত্যি ঘরে থাকাটা কত আরামদায়ক! আমি একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমার মনে হচ্ছিল আমরা এখন আমাদের লণ্ডনের বাড়িতে নেই, আছি এমন একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় যেখানে বড় বড় জন্তুগুলো আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।

ক্লেটন তখন তার স্ত্রীর কপালে হাত বুলিয়ে বলল, ঠিক আছে। ঘুমিয়ে পড়। দুঃস্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামিও না।

সেই রাত্রিতেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল এ্যালিস। সেই আদিম জঙ্গলের মাঝে ছোট কেবিনটাতে শিশুটির জন্ম হলো যখন তখন দরজার বাইরে একটা চিতাবাঘ ডাকছিল এবং উপকূলবর্তী সেই টিবিটার উপর হতে একটা সিংহের গর্জন ভেসে আসছিল।

তার শিশুসন্তানের জন্মের পর পুরো একটা বছর বেঁচে ছিল লেডী গ্রেস্টোক, কিন্তু সেই বাঁদর-গোরিলার আকস্মিক আক্রমণ থেকে যে আঘাত সে পেয়েছিল সেই আঘাতের প্রকোপটা জীবনে কোনদিন সামলে উঠতে পারেনি। তবে যতদিন বেঁচেছিল ততদিন সে সেই কেবিনটার বাইরে একটিবারের জন্যও বার হয়নি অথবা একথা সে কোনদিন বুঝতে পারেনি যে সে আর ইংলণ্ডে নেই।

মাঝে মাঝে রাত্রির নানারকম জীবজন্তুর ডাক সম্বন্ধে ক্লেটনকে প্রশ্ন করত এ্যালিস। তাদের বাড়ির চাকররা কোথায় গেল, কেবিনটার মধ্যে কোন ভাল আসবাবপত্র নেই কেন এই সব প্রশ্ন করত সে। এই সব প্রশ্নের যা উত্তর দিত ক্লেটন এ্যালিস তার মানে বুঝতে পারত না।

একমাত্র বাসস্থান ছাড়া আর কোন বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা বা সংশয় ছিল না এ্যালিসের মনে। তাছাড়া ছোট্ট ছেলেটাকে পেয়ে সব সময় ভুলে থাকত এ্যালিস। তার স্বামীও সব সময় তার সুখসুবিধার দিকে নজর রাখত। সবদিক দিয়ে সে বছরটা সুখে কাটে এ্যালিসের।

কিন্তু যদি স্থান কাল সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা অবিকৃত থাকত, যদি তার মনের একটা দিক বিকৃত না হত তাহলে বছরটা কিছুতেই এমন সুখে কাটত না এ্যালিসের। তাহলে তার স্বামীর মত তাকেও অনেক উদ্বেগ ও অশান্তি সহ্য করতে হত। ফলে একা ক্লেটনকেই সবকিছু সহ্য করতে হত। স্ত্রীর মনে কোন উদ্বেগ বা অশান্তি না দেখে দুঃখের মাঝেও বেশকিছুটা মনে শান্তি পেত ক্লেটন।

উদ্ধারের আশা একেবারে ত্যাগ করে ফেলল ক্লেটন। উদ্ধারের কোন

সম্ভাবনা না দেখে নিজেদের কেবিনটাকে বিভিন্নভাবে সুসজ্জিত করার কাজে লেগে গেল সে। সারাদিন শুধু সেই কাজেই ব্যস্ত থাকত।

সিংহের চামড়া দিয়ে ঘরের গোটা মেঝেটাকে মুড়ে দিয়েছিল। কতকগুলো আলমারি আর বইয়ের সেলফ চারদিকের দেওয়ালের গায়ে সারবন্দীভাবে সাজিয়ে রাখল। নিজের হাতে তৈরী স্থানীয় মাটির ফুলদানীতে ফুল সাজানো থাকত। ঘাস আর বাঁশ দিয়ে তৈরী একধরনের পর্দা ঝুলিয়ে দিল জানালা আর দরজায়। সব শেষে কাঠ দিয়ে ঘরের ছাদ, দেওয়াল আর ঘরের মেঝেটাকে মুড়ে দিল।

এত কাজ একা কি করে করল তা ভেবে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল ক্লেটন। পরে ভেবে দেখল তার স্ত্রী আর সন্তানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এত কাজ করেছে সে। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই এত কষ্ট সহ্য করেছে। তার সন্তানের জন্য শতগুণ দায়িত্ব বেড়ে গেলেও তাতে শান্তি পায় সে।

দ্বিতীয় বছরে বাঁদর-গোরিলাদের উৎপাত বেড়ে যায়। ক্লেটনরা যে অঞ্চলে থাকত সেই অঞ্চলটা দেখতে দেখতে বাঁদর-গোরিলাতে ভরে যায়। কিন্তু ক্লেটন কেবিন থেকে রাইফেল বা রিভলবার না নিয়ে বেরোত না কখনো। তাই আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ে কোন বাঁদর-গোরিলা আসত না তাদের কাছে। ক্লেটনও তাই ভয় করত না আর তাদের।

আগের থেকে জানালাগুলো আরও সুরক্ষিত করল ক্লেটন আর দরজায় একটা কাঠের তালা তৈরী করল। ক্লেটন যখন মাংসের জন্য বাইরে শিকার করতে যেত তখন সেই কাঠের তালাটা দরজায় দিয়ে যেত, যাতে কোন জীব-জন্তু কেবিনে ঢুকতে না পারে।

প্রথম প্রথম জানালা দিয়ে গুলি করে পশুপাখি মারত ক্লেটন। কিন্তু গুলির শব্দে ক্রমশই ভয় পেয়ে পশুপাখিরা কেবিনটার আশপাশ থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ফলে শিকারের জন্য ঘর ছেড়ে প্রায়ই দূরে যেতে হত।

অবসর সময়ে বই পড়ে কাটাত ক্লেটন। যে সব বই সে সঙ্গে এনে সাজিয়ে রেখেছিল তাকে সেই সব বই পড়িত আর মাঝে মাঝে এ্যালিসকে পড়ে শোনাত। সেই সব বইয়ের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল শিশুদের বই, ছড়ায় ছবিতে ভরা। ওরা ভেবেছিল তাদের সন্তান বড় হয়ে এই সব বই পড়বে।

যখন বই পড়ত না তখন ডায়েরী লিখত ক্লেটন। কিন্তু সে ডায়েরী লিখত ফরাসী ভাষায়। যে অদ্ভুত পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় তার জীবন সেই পরিবর্তনের প্রতিটি খুঁটিনাটি সে লিখে রাখে তার ডায়েরীতে। সেই ডায়েরীটি সে একটা ধাতব বাক্সের মধ্যে ভরে রাখত।

তাদের শিশুটি জন্মের এক বছর গত হতেই কোন এক রাতে নীরবে পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত চলে গেল লেডী এ্যালিস। তার মৃত্যুটা ঘটে এমনই নীরবে ও নিঃশব্দে যে ক্লেটন বুঝতে পারেনি প্রথমে। এ্যালিসের মৃত্যুর

কিছুক্ষণ পরে ক্লেটন বুঝতে পারল তার স্ত্রীর দেহে আর প্রাণ নেই।

বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেটনের দুঃখটা এক অন্তহীন বিশালতায় প্রকট হয়ে উঠল তার সামনে। তার দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানটির সমস্ত দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে সেকথা ভাবতে গিয়ে কোন কূল কিনারা খুঁজে পেল না। ধীরে ধীরে অবস্থার বিভীষিকার প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে সে।

এ্যালিসের মৃত্যু ঘটে যে রাতে তার পরদিন সকালে শেষবারের মত ডায়েরী লেখে ক্লেটন। এক অন্তহীন দুঃখ আর হতাশায় সকরুণ হয়ে ওঠে তার প্রতিটি কথা। ক্লেটন লেখে, আমার শিশু সন্তানটি দুধ খাবার জন্য কাঁদছে। হে এ্যালিস, এখন আমি কি করব?

বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে এই কথাগুলো ডায়েরীতে লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে হাত দুটো টান করে বিছানার উপর ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল ক্লেটন। তার হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। স্ত্রীর মৃতদেহটা তখনও পড়ে ছিল সেই বিছানায়।

চারদিক সব চুপচাপ। ঘরের বাইরে তখন বিরাজ করতে থাকে এক অটল স্তব্ধতা। শুধু এক ক্ষুদ্র মানব শিশুর সকরুণ আর্তনাদ আরণ্যক মধ্যাহ্নের মৃত্যুশীতল স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে কঁকিয়ে উঠতে লাগল।

চতুর্থ অধ্যায়

উপকূলভাগ হতে এক মাইল দূরে অরণ্যের মধ্যে বাঁদর-গোরিলাদের প্রধান কার্চাক সেদিন রাগের মাথায় এক তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছিল তার দলের মধ্যে। এক অদম্য রাগের আবেগে ফেটে-পড়া কার্চাকের রোষ এড়িয়ে যাবার জন্য দলের কমবয়সী সদস্যরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে গাছের মাথায় সরু সরু ডাল-গুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। দলের অন্যান্য পুরুষরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল কার্চাকের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে।

দলের একটি মেয়ে বাঁদর-গোরিলা একটা গাছের উঁচু ডালে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ ডাল থেকে কার্চাকের সামনে মাটির উপর পড়ে গেল সে। কার্চাক তার উপর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে তার গা থেকে একতাল মাংস উঠিয়ে নিল। তারপর একটা গাছের ডাল দিয়ে তার মাথায় মারতে মারতে তার মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।

কালা নামে একটা মেয়ে বাঁদর-গোরিলা তার একটা কোলের বাচ্চাকে নিয়ে আহারের সন্ধানে একটু দূরে গিয়েছিল। কার্চাকের তাণ্ডবলীলার কথা জানত না সে। হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো বাঁদরের চীৎকারে হুঁস হলো তার। বুঝল কার্চাক নিশ্চয় পাগলা হয়ে গেছে এবং এই মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পড়লে তার জীবন বিপন্ন হবে।

নিরাপত্তার খোঁজে কালা এগাছ ওগাছ করতে লাগল। কার্চাক এক-সময় তাকে ধরতে গিয়ে তার এত কাছে চলে এল যে কালা একটা উঁচু গাছের মাথা থেকে লাফ দিল জোরে। কালা অন্য একটা গাছের ডাল ধরল। কিন্তু তার কোলের বাচ্চাটা তিরিশ ফুট নিচে মাটিতে পড়ে গেল। কালা তখন একটা আর্তনাদ করে কার্চাকের সব ভয় ভুলে গিয়ে তার বাচ্চাটার কাছে গিয়ে তাকে মাটি থেকে তুলে নিল। কিন্তু তার আগেই তার প্রাণটা বেরিয়ে গেছে তার দেহ থেকে।

কালা তখন শোকে আর্তনাদ করতে করতে তার বাচ্চার প্রাণহীন দেহটাকে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বাচ্চার মৃত্যু দেখে কার্চাকও থেমে গেল। কালাকে আর ধরতে গেল না। তার দানবিক রাগের সমস্ত উত্তপ্ত আবেগ শীতল হয়ে গেল মুহূর্তে।

বাঁদরদলের রাজা কার্চাকের দেহটা ছিল বিরাট। তার দেহের ওজন ছিল প্রায় সাড়ে তিনশো পাউণ্ড। তার কপালটা ছোট আর নিচু। চোখ-দুটোও ছোট আর রক্তের মত লাল। তার নাকটা থ্যাবড়া। তার কান দুটো পাতলা আর বড় বড়।

কার্চাকের বয়স মাত্র কুড়ি। কিন্তু তার গায়ের বল আর মনের তেজের জন্য সে দলের অধিপতি হয়ে ওঠে। এখন তার পূর্ণ যৌবন। এখন এই বিশাল বনের মধ্যে এমন কোন জন্তু নেই যে তার একচ্ছত্র অধিকার বা আধিপত্যের বিরোধিতা করে।

বনের অন্য সব জীবজন্তুদের মধ্যে একমাত্র ট্যান্টর নামে পুরনো হাতিটাকে কিছুটা ভয় করত কার্চাক। হাতিটা যখন ক্ষেপে সবকিছুকে পদদলিত করে ছুটে বেড়াত বনময় কার্চাক তখন ভয়ে তার দলবল নিয়ে গাছের উঁচু ডালে চেপে থাকত।

কার্চাক যে দলের প্রধান ছিল সে দলে ছিল মোট ছটা থেকে আটটা পরিবার। প্রত্যেক পরিবারে ছিল একটি করে পুরুষ, কয়েকটা করে স্ত্রী আর তাদের বাচ্চা। সব মিলিয়ে বাঁদর-গোরিলার সংখ্যা ছিল মোট ষাট থেকে সত্তর।

কালা ছিল তুবলাত নামে এক পুরুষ বাঁদর-গোরিলার কনিষ্ঠা স্ত্রী। তার বয়স মাত্র নয় কি দশ। তার যে শিশুসন্তানটি তার কোল থেকে পড়ে এইমাত্র মারা গেল সেটি তার প্রথম সন্তান। বয়স কম হলেও তার দেহটা ছিল বলিষ্ঠ

আর তার বুদ্ধিও ছিল অন্যান্য মেয়ে-বাঁদরদের তুলনায় খুবই প্রখর। তার উঁচু চওড়া কপালটা ছিল তার বুদ্ধির পরিচায়ক। মা হিসাবে তার স্নেহশীলতা ছিল অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশী।

দলের বাঁদর-গোরিলাগুলো যখন দেখল কার্চাক শান্ত হয়ে উঠেছে তখন তারা নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে আপন আপন কাজে মন দিল। তাদের বাচ্চাগুলো গাছপালায় ও ঝোপেঝাড়ে খেলা করে বেড়াতে লাগল। কিছু সংখ্যক বয়স্ক পুরুষ বাঁদর জলে-যাওয়া ঘাসের উপর বসে রইল। অনেকে আবার ভাঙ্গা ডালপালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আহারের জন্য পোকামাকড়ের খোঁজ করতে লাগল। অনেকে আশপাশের গাছপালাগুলোতে ফল মাকড়ের খোঁজ করতে লাগল।

এইভাবে ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর তার দলের সব বাঁদরদের এক জায়গায় ডেকে তাকে অনুসরণ করতে বলল কার্চাক। তারপর সমুদ্রের উপকূলের দিকে রওনা হলো।

প্রথমেই তারা ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে কিছুক্ষণ গেল। তারপর হাতিচলা বনপথের মধ্য দিয়ে যেতে লাগল। এরপর গাছগুলোর ডাল ধরে ধরে খুব দ্রুত এগিয়ে চলল তারা। কালাও তার মরা বাচ্চাটা আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলতে লাগল তাদের সঙ্গে।

দুপুরের কিছু পরে সমুদ্রের বেলাভূমির কাছে পৌঁছল যেখানে সেই টিবিটার পাশে কেবিনটা ছিল, এই কেবিনটাই ছিল কার্চাকের লক্ষ্য।

আসলে কার্চাকের লক্ষ্য ছিল দুটো। কার্চাকের প্রথম লক্ষ্য হলো কালো বাঁটওয়ালা সেই রাইফেলটা যার মুখ থেকে বেরোন গুলি থেকে অনেক বাঁদর-গোরিলার মৃত্যু হয়েছে। কার্চাক এর আগে লক্ষ্য করেছে কালো বাঁটওয়ালা সেই বস্তুটা একটা সাদা বাঁদরের হাতে পড়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কার্চাকের বহু দিনের ইচ্ছা সে প্রথমে সেই কালো বাঁটওয়ালা সাক্ষাৎ মৃত্যুপ্রদানকারী বস্তুটাকে হাত করবে, আর পরে সেই সাদা বাঁদরের মত অদ্ভুত জন্তুটার ঘাড়ের উপর তার বড় বড় দাঁতগুলো বসিয়ে দেবে। এই জন্তুটা প্রথম যখন এই বনে আসে তখন হতেই তাকে একই সঙ্গে ঘৃণা ও ভয় করে আসছে কার্চাক। এর আগে তাই কতবার তার দলবল নিয়ে এই জায়গাটা দেখে গেছে একটু দূর থেকে।

সম্প্রতি আর এদিকে আসত না কার্চাক। কারণ যখনি তার দলবল নিয়ে কেবিনটার দিকে এগিয়ে যেত অথবা আক্রমণ করার চেষ্টা করত তখনি সেই কালো বাঁটওয়ালা বস্তুটা গর্জন করে উঠে তাদের দলের কারো না কারোর মৃত্যু ঘটাত।

আজ কিন্তু সেই সাদা লোকটার কোন পাত্তা নেই। কার্চাক দূর থেকে দেখল কেবিনের দরজাটা খোলা রয়েছে। ওরা নিঃশব্দে বনের ভিতর থেকে এগিয়ে আসতে লাগল। কোনরূপ চেঁচামেচি বা তর্জন গর্জন করল না।

কালো লাঠির মত সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটার ভয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল।

সবার আগে ছিল কার্চাক। তার পিছনে ছিল দুজন পুরুষ বাঁদর আর তাদের পিছনে ছিল কালা। কালার কোলে তখনো ছিল সেই মরা বাচ্চাটা।

কার্চাক দেখল ঘরটার মধ্যে সেই আশ্চর্য সাদা লোকটা একটা টেবিলের উপর ঝুঁকে হাতদুটো টান করে শুয়ে আছে। বিছানার উপর একটা নিস্পন্দ দেহ কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় শুয়ে আছে। আর ঠিক সেই সময়ে ঘরের একপাশে ঝুলতে থাকা একটা দোলনা থেকে একটা শিশু সকরুণ স্বরে কেঁদে উঠল।

নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হতেই জেগে উঠল ক্লেটন। চমকে উঠল কার্চাকদের দিকে তাকিয়েই। এবার সে কার্চাকদের সম্মুখীন হবার চেষ্টা করতে লাগল।

দরজার দিকে তাকিয়ে ক্লেটন যা দেখল তাতে তার দেহের সব রক্ত হিম হয়ে জমে গেল। সে দেখল তার পিছনে তিন চারটে পুরুষ বাঁদর কখন চুপিসারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পিছনে আরো কত বাঁদর আছে এবং সংখ্যায় কত হবে তার কিছু জানতে পারল না ক্লেটন। সে শুধু দেখল তার রিভলবারটা দেওয়ালের উপর রাইফেলের পাশে টাঙানো আছে। আগে দেখল কার্চাক তার লোমশ হাতদুটো বাড়িয়ে তাকে ধরতে আসছে।

ক্লেটনের দেহটাকে সামান্য একতাল মাংসে পরিণত করে তাকে যখন ছেড়ে দিল কার্চাক ঠিক তখনি তার দৃষ্টি পড়ল দোলনার শিশুটার উপর।

কিন্তু কার্চাক তাকে ধরার আগেই কালা ছুটে গিয়ে শিশুটাকে তুলে নিয়ে তার জায়গায় তার কোলের মরা শিশুটাকে রেখে দিল। তারপর সেই মানব-শিশুটাকে কোলে নিয়ে লাফ দিয়ে একটা উঁচু গাছের উপর উঠে গেল। সেই জীবন্ত মানবশিশুর কান্না তার বুকের মধ্যে তার মাতৃত্বকে জাগিয়ে তুলল।

গাছটার অনেক উঁচু একটা ডালে বসে কালা সেই মানবশিশুটাকে বুকে চেপে ধরে আদর করতে লাগল। কালা পশুমাতা হলেও তার সহজাত মাতৃত্ববোধ মানবশিশুর অর্ধস্পষ্ট বোধশক্তির মধ্যে মাতৃস্নেহের এক আশ্চর্য রূপ ধারণ করল। ফলে সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল শিশুটি। ফলে পশু ও মানুষের মধ্যে যে ফাঁক ছিল, ক্ষুধাই সে ফাঁক পূরণ করে দিল। কোন ইংরেজ লর্ড পরিবারের সন্তান কালা নামে এক বাঁদরীর বুকে মানুষ হতে লাগল।

এদিকে কেবিনটার মধ্যে অন্যান্য বাঁদরগুলো কেবিনের ভিতরকার জিনিস-গুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

কার্চাক যখন দেখল ক্লেটনের দেহে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই তখন সে সন্তুষ্ট-চিত্তে বিছানার কাপড়ঢাকা দেওয়া মৃতদেহটার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কাপড়টা সরিয়ে লেডী এ্যালিসের হিমশীতল নিস্পন্দ গলাটা একবার দুহাত দিয়ে টিপে ধরল কার্চাক। তারপর তাঁকে মৃত দেখে ছেড়ে দিল।

কার্চাক যখন দেখল ঘরের দুজন লোকই মারা গেছে তখন সে ঘরের জিনিসপত্রের দিকে নজর দিল।

প্রথমেই তার নজর পড়ল দেওয়ালের উপর টাঙানো ক্লেটনের রাইফেলটার উপর। মৃত্যুপ্রদানকারী এই অদ্ভুত কৃষ্ণবর্ণ বজ্রদণ্ডটা করায়ত্ত করার জন্য বহুদিন ধরে কামনা করে আসছে কার্চাক তার মনের মধ্যে। কিন্তু আজ সেই বস্তুটা হাতের কাছে পেয়েও সেটাকে হাত দিয়ে ধরতে সাহস পাচ্ছে না সে।

খুব সাবধানে রাইফেলটার কাছে এগিয়ে গেল কার্চাক। পাছে হঠাৎ ওটা গর্জন করে ওঠে সেই ভয়ে পালাবার পথটা দেখে রাখল আগে হতে। এখন বুঝতে পারল এভাবে হঠাৎ কেবিনটা আক্রমণ করা তার উচিত হয়নি।

একবার কার্চাকের মনে হলো বস্তুটা কে কিভাবে ব্যবহার করবে তার উপরেই তার গুণাগুণ নির্ভর করে। তবু বেশ কিছুক্ষণ পর সে রাইফেলটাকে ভয়ে ভয়ে স্পর্শ করল। কিন্তু কিভাবে সে রাইফেলটাকে হাতের উপর তুলে নেবে তা ভেবে পেল না। কি করবে ভেবে না পেয়ে রাগে একবার গর্জন করে ওঠে কার্চাক। একবার সে রাইফেলটা দেওয়ালের হুক থেকে তুলে হাতে নিতে যায় আর পরক্ষণেই ভয়ে পিছিয়ে আসে। এইরকম দু-তিনবার করার পর অবশেষে রাইফেলটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে হাতে তুলে নেয় সে।

এতক্ষণ অন্যান্য বাঁদরগুলো দরজার কাছে বসে কার্চাকের ক্রিয়াকাণ্ড নীরবে দেখছিল। দরজার বাইরেও একদল বাঁদর দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিল।

কার্চাক রাইফেলটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর একসময় ট্রিগারটার উপর হাত পড়তেই গর্জনের মত জোর শব্দ হলো একটা। শব্দটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরগুলো পালাতে গিয়ে এ ওর ঘাড়ের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কার্চাকও ওদের মত ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু সে রাইফেলটা না ছেড়ে সেটা হাতে ধরেই পালিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কেবিন থেকে বেরিয়ে সে রাইফেলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তবে সে বুঝল বস্তুটা এমনিতে ক্ষতিকারক বা বিপজ্জনক নয়।

একঘণ্টা পর কার্চাক আবার তার দলবল নিয়ে কেবিনটার ভিতরকার জিনিসপত্রগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে পরীক্ষা করতে এল। কিন্তু এসে দেখল দরজাটা আপনা হতে এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে সেটা বাইরে থেকে ঠেলাঠেলি করে বা চাপ দিয়েও খুলতে পারল না। জানালাগুলো দিয়েও ঢুকতে পারল না ওরা। অবশেষে হতাশ হয়ে ওরা বনের যে অঞ্চল থেকে এসেছিল সেখানে চলে গেল।

কালা এতক্ষণ সেই মানবশিশুটা কোলে নিয়ে গাছের উপর ডালে বসেছিল। কিন্তু যাবার সময় কার্চাক তাকে ডাকল। কালা দেখল কার্চাকের মধ্যে রাগের কোন চিহ্ন নেই। তাই সে গাছ থেকে নেমে ওদের দলে গিয়ে যোগদান করল।

অন্যান্য বাঁদরগুলো কালার কোলে মানবশিশুটাকে দেখবার জন্য এগিয়ে যেতেই কালা দাঁত বের করে তাদের কামড়াতে আসায় তারা ভয়ে পিছিয়ে গেল। কালা তাদের কড়া ভাষায় সাবধান করে দিল তারা যেন ঐ শিশুর ক্ষতি করার কোন চেষ্টা না করে। তবে বাঁদরগুলো যখন কালাকে কথা দিল তারা তার কোন ক্ষতি করবে না, শুধু তাকে দেখবে কালা তখন তাদের দেখার অনুমতি দিল। তবে সাবধান করে দিল তারা যেন তাকে স্পর্শ না করে। কালা জানত তার কোলের মানবসন্তানটি তাদের শিশুসন্তানদের তুলনায় অনেক রোগা আর দুর্বল। তাই তাদের দলের বাঁদরগুলো মোটা মোটা কর্কশ হাতগুলো দিয়ে শিশুটাকে ছুঁলে সে আহত হবে।

কালার ধারণা এর আগে তার নিজের সন্তানটাকে যদি সে গাছের উপর শক্ত করে ধরে থাকত তাহলে সে গাছ থেকে পড়ে যেত না। সেকথা মনে করেই সে এবার তার কোলের মানবশিশুটাকে একহাতে খুব শক্ত করে বুকের উপর চেপে ধরে সকলের সঙ্গে পথ হাঁটতে লাগল। আর শিশুটা তার দুহাত দিয়ে কালার পিঠের লম্বা লম্বা কালো লোমগুলো আঁকড়ে ধরে রইল। তার নিজের সন্তানকে হারিয়ে কালা যেন অনেক সতর্ক হয়ে উঠেছে। এ শিশুটাকে আর পড়তে দেবে না সে গাছ থেকে।

পঞ্চম অধ্যায়

পরম যত্নের সঙ্গে শিশুটাকে মানুষ করে যেতে লাগল কালা। কিন্তু এত সেবা যত্ন করেও ঠিকমত বাড়ে না বা গায়ে বল পায় না শিশুটা। প্রায় এক বছর হয়ে গেল শিশুটা তার হাতে এসেছে। তবু এখনো সে অন্যান্য বাঁদরশিশুর মত একা একা হাঁটতে বা গাছে চড়তে পারে না। একথাটা প্রায়ই এক' নীরব বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবতে থাকে কালা।

মাঝে মাঝে তার দলের বয়স্কা মেয়ে-বাঁদরদের সঙ্গে তার এই বাচ্চাটার সম্বন্ধে আলোচনা করে কালা। কিন্তু তারাও বুঝতে পারে না কেন এই শিশুটা অন্যান্য বাঁদরশিশুদের মত স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে না। পর পর বারোটা চাঁদ দেখা সত্ত্বেও এ শিশুটা নিজে নিজে খাবার যোগাড় করতে পারে না এখনো। কিন্তু তারা যদি জানত কালার হাতে ছেলেটা আসার আগে তার বয়স এক বছরের ছিল অর্থাৎ সে আরো বারোটা চাঁদ দেখেছিল তাহলে তারা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সত্যিই হতাশ হয়ে উঠত একেবারে। কিন্তু কথাটা জানত না তারা এবং কালারও কোন ধারণাই ছিল না এবিষয়ে।

কালার স্বামী তুবলাতেরও বিরক্তির অন্ত ছিল না এবিষয়ে। কালা যদি সব সময় শিশুটার প্রতি নজর না রাখত তাহলে তুবলাত অনেক আগেই তাকে সরিয়ে দিত পৃথিবী থেকে। তুবলাত মাঝে মাঝে এ নিয়ে তর্ক করত কালার সঙ্গে। বলত, ছেলেটা কোনদিনই একটা বড় বাঁদর হয়ে উঠতে পারবে না। ওকে সব সময়ের জন্য—চিরকাল ধরে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। ও একটা বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তুবলাত একটু থেমে আরো বলত, তার থেকে ওকে লম্বা লম্বা ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে ওর বদলে অন্য সব বলিষ্ঠ বাচ্চাগুলোকে সেবাযত্ন করতে পার। তাহলে তারা বড় হয়ে ভবিষ্যতে আমাদের রক্ষা করতে পারবে।

কালা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করত, কখনই আমি ওকে ঘাসের উপর নামিয়ে দেব না, বুঝলে খাদানাক। তাতে যদি আমাকে সারা জীবন ওকে বয়ে বেড়াতে হয় তাও ভাল।

এরপর কালার বিরুদ্ধে নালিশ জানাবার জন্য একদিন কার্চাকের কাছে গেল তুবলাত। কার্চাক যেন তুবলাতের কথামত চলার জন্য বাধ্য করে কালাকে। কালা যেন তার দ্বারা বাধ্য হয়ে ত্যাগ করে ঐ মানবশিশুটাকে।

কিন্তু কার্চাক যখন কালাকে ডেকে কথাটা তুলল তার কাছে তখন কালা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যদি তারা এই শিশুটাকে নিয়ে শান্তিতে থাকতে না দেয় তাকে তাহলে সে দল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবে চিরদিনের মত।

কার্চাক জানে কালা তা পারে। কারণ দলের কোন বিক্ষুব্ধ সদস্য দল ছেড়ে চলে যেতে পারে—এ নিয়ম আছে। কিন্তু কালার মত এক যুবতী তাদের দল ছেড়ে চলে যাক এটা তারা চায় না। তাই কার্চাক আর এ নিয়ে চাপ দিল না কালার উপর।

কালার কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটার গায়ের চামড়া সাদা বলে ওরা সবাই মিলে ওর নামকরণ করেছিল 'টারজন।' টারজন কথাটার মানেই হলো সাদা চামড়া।

দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল টারজন। তার বয়স যখন দশ বছর হলো তখন সে ভালভাবে গাছে চড়তে শিখল। গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতে পারত সে। মাটির উপরেও সে এমন সব মজার মজার খেলা দেখাত যা কেউ পারত না।

অনেক বিষয়েই অন্যান্য বাঁদরশিশুদের সঙ্গে তফাৎ ছিল টারজনের।

অন্যান্য বাঁদরশিশুদের থেকে টারজনের বুদ্ধি অনেক বেশী থাকলেও তার আকৃতি আর শক্তি তাদের থেকে ছিল অনেক কম। দশ বছর বয়সে বাঁদর-শিশুরা এক একটা বড় বাদরে পরিণত হয়। কিন্তু টারজন আজও পর্যন্ত একটা অপরিণত বালকই রয়ে গেছে।

কিন্তু বালক হলেও সাধারণ বালক ছিল না সে। শৈশব থেকেই তার হাত দিয়ে গাছের ডালে ডালে ঝুলত টারজন। এই ঝোলার কায়দাটা সে শিখেছিল তার মা কালার কাছ থেকে। তারপর যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল ততই সে অন্যান্য বাঁদরশিশুদের সঙ্গে গাছে গাছে লাফিয়ে খেলা করে বেড়াত।

একটা গাছ থেকে শূন্যে লাফ দিয়ে কুড়ি ফুট শূন্যতা অতিক্রম করে অন্য একটা গাছের ডাল অভ্রান্তভাবে ধরতে পারত টারজন। বিশেষ একটা ঝাঁকুনি লাগত না এতে তার। গাছ থেকে নামার সময় একবারে সে কুড়ি ফুট লাফ দিয়ে নামতে পারত আর কোন গাছে ওঠার সময় কাঠবিড়ালের মত দ্রুত গতিতে একনিমেষের মধ্যে গাছের সবচেয়ে উপর ডালে চড়তে পারত।

মানবসমাজে সে না থাকলেও মাত্র দশ বছর বয়সে টারজন হয়ে উঠল তিরিশ বছরের এক পরিণত যুবকের মত। একজন সুদক্ষ ব্যায়ামবিদের থেকেও শক্তিশালী হয়ে উঠল সে। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল তার দেহের শক্তি।

এই সব ভয়ঙ্কর বাদরগুলোর মধ্যে থেকে বেশ সুখেই দিন কাটছিল টারজনের। কারণ এই বন্য জীবনের বাইরে অন্য কোন জীবনের কথা তার মনে ছিল না। অন্য কোন জীবনের কথা জানত না সে। এই বন আর এই বনের জীবজন্তুতে ভরা যে জগতে সে মানুষ হয়ে উঠছিল তার বাইরে যে আর কোন জগৎ বা জীবন আছে সেবিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না তার মনে।

টারজনের বয়স দশ বছর পার হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাঁদরশিশুদের সঙ্গে

তার দেহগত তফাৎটা প্রকট হয়ে উঠল তার কাছে। তার গায়ের সাদা চামড়াটা রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছিল। তা হোক। কিন্তু তার সবচেয়ে দুঃখ ও লজ্জার কারণ হলো এই যে অন্যান্য বাঁদরদের মত কোন লোম ছিল না গায়ে। এই লজ্জাটা ঢাকার জন্য অনেক সময় গোটা গায়ে কাদা মেখে থাকত। কিন্তু কাদাগুলো শুকিয়ে গেলেই ঝরে পড়ত আর তা ছাড়া বড় অস্বস্তি লাগত। তাই শেষে কাদামাখা ছেড়ে দিল। অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য লজ্জাকেই বরণ করে নিল।

কোন আয়না বা কোন স্বচ্ছ বস্তু না থাকায় নিজের মুখ কোনদিন দেখতে পায়নি টারজন। তারা বনভূমির যে অঞ্চলটায় থাকত সেখান থেকে উপর দিকে কিছু দূরে একটা বড় জলাশয় ছিল। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেখানে গিয়ে সেই জলাশয়ের স্বচ্ছ জলে জীবনে প্রথম তার মুখের প্রতিবিম্ব দেখল টারজন।

টারজন সেখানে গিয়েছিল কালার এক সন্তান অর্থাৎ তার এক ভাইয়ের সঙ্গে। সেখানে জলের ধারে দাঁড়িয়ে জলের উপর ঝুঁকে তাকাতেই দুজনের মুখের ছায়া ফুটে উঠল হ্রদের শান্ত জলের উপর। কোন এক ভয়ঙ্কর বাঁদর যুবকের কদাকার মুখের পাশে অতি সুন্দর এক মানবযুবকের মুখ।

সে মুখ দেখে এক পুলকিত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল টারজন। তার গায়ে লোম না থাক কিন্তু কী সুন্দর মুখ। তার মুখগহ্বরটা কত ছোট, তার দাঁতগুলো কত সাদা আর ছোট। তার বাঁদরভাইদের মোটা মোটা ঠোঁট আর বড় বড় দাঁতগুলোর পাশে কত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেগুলো। তার নাক আর নাসারন্ধ্রদুটো কত ছোট। অবশেষে সে ভাবল এমন সুন্দর আকৃতি পাওয়া সত্যিই কত ভাল।

কিন্তু তার চোখদুটোকে খুব ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো। সাদায় কালোয় মেশা একটা গোলাকার পদার্থ। কি বিশ্রী। সাপদেরও চোখগুলো এমন ভয়ঙ্কর নয়।

নিজের চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে এত তন্ময় ও অভিভূত হয়ে পড়েছিল টারজন যে সে এতক্ষণ শুনতে পায়নি তার কাছাকাছি লম্বা লম্বা ঘাসগুলো সরিয়ে কে আসছে। দেখতে পায়নি একটি বিশাল দেহ চুপিসারে লম্বা ঘাসগুলো সরিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে তাদেরই দিকে।

টারজনের সঙ্গে যে বাঁদরটা ছিল সে তখন জল খাচ্ছিল বলে সেও লক্ষ্য করেনি ব্যাপারটা। তাছাড়া তার জল খাওয়ার চকচক শব্দে ঘাস সরাবার শব্দটা শোনা যায়নি।

হঠাৎ ওরা দুজনেই দেখতে পেল ওদের থেকে মাত্র তিরিশ হাত দূরে একটা বিরাট সিংহী লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে। খুব সাবধানে থাবাওয়ালা একটা পা তুলে নিঃশব্দে আর একটা পা তুলে এইভাবে এগিয়ে আসছিল সিংহীটা। তার পেটটা প্রায় মাটি স্পর্শ করছিল। একটা বিরাট বিড়ালের

মত নীরবে নিঃশব্দে তার শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছিল সে।

সিংহীটা এবার লেজনাড়া থামিয়ে পাথরের মত নিস্পন্দ হয়ে উবু হয়ে বসে তার শিকারের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে রইল। সে জানত জঙ্গলের সব জীব বড় চতুর। সামান্য একটা ঘাস নড়ার শব্দেও সচকিত হয়ে ওঠে তারা। এবার এক বিরাট বন্য গর্জনে ফেটে পড়ে তার শিকারকে লক্ষ্য করে লাফ দিল সিংহীটা।

সিংহীটার গর্জনে সচকিত হয়ে টারজন দেখল তার একদিকে সামনে হ্রদের বিস্তৃত জলরাশি আর একদিকে নিশ্চিত মৃত্যু।

একমাত্র পিপাসা মেটানো ছাড়া জলের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক ছিল না টারজনের। কারণ সে জলকে সবসময় ভয় করে চলত। আকাশ থেকে মুষল-ধারে ঝরেপড়া বৃষ্টির জল আর তার আনুষঙ্গিক বজ্রবিদ্যুৎকে এড়িয়ে চলত সে। তাছাড়া সে দেখেছে কিছুদিন আগে নীতা নামে এক বাঁদরী ঐ হ্রদের শান্ত জলের তলায় ডুবে মরে।

তবু সিংহীটার কবল থেকে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না পেয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। সাঁতার না জানলেও হাত পা নেড়ে কোনরকমে জলের উপর মাথাটা বার করে তার দলের বাঁদরদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করতে লাগল। দেখল সিংহীটা ততক্ষণে তার সঙ্গীর নিথর দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে আর তার দিকে তাকাচ্ছে। ভাবছে সে জল থেকে উঠলে তাকেও ধরবে।

টারজনের বিপদসূচক চীৎকার শোনার সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশটি বড় বড় বাঁদর বিদ্যুৎবেগে গাছের ডালে ডালে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো। সে দলে কালাও ছিল। টারজনের গলার স্বর সে ভালই চিনত।

এতগুলো বিরাটকায় বাঁদরের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে সিংহীটা টারজনের সঙ্গীর মৃতদেহটা ছেড়ে রাগে গর্জন করতে করতে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

সাহস পেয়ে জল কেটে শুকনো ডাঙ্গায় এসে উঠল টারজন। শীতল জলে গাটা ডুবিয়ে আজ জীবনে প্রথম এক অনাস্বাদিতপূর্ব আরামবোধ করল। এর-পর থেকে সে রোজ একবার জলে গা ডুবিয়ে স্নান করত।

যে বাঁদরদলটার সঙ্গে টারজন বাস করত সে দলটা সমুদ্র-উপকূল থেকে পঁচিশ মাইল জুড়ে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তারা কয়েক মাস করে এক একটা জায়গায় থাকত। পরে আবার অন্য এক জায়গায় বনের মধ্যে চলে যেত। আহার সংগ্রহ, আবহাওয়ার অবস্থা আর বিপজ্জনক বন্য জন্তুদের অবস্থিতি—এই সবকিছু বিবেচনা করেই স্থান পরিবর্তন করত তারা। তাদের দলপতিও এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে চাইত না।

সারাদিন আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেই

বাঁদরদলের সবাই কেউ মাটির উপর, কেউ বা গাছের উপর ঘুমিয়ে পড়ত। টারজন ঘুমোত কালার কোলের উপর।

মাঝে মাঝে কালার অবাধ্য হলে টারজনকে কালা দু এক ঘা মারত। কিন্তু কোনদিন সে নিষ্ঠুর বা খুব কঠোর হতে পারেনি তার উপর। বরং সে তাকে তিরস্কারের থেকে আদরই করত বেশী।

কালার স্বামী তুবলাত এজন্য ঘৃণার চোখে দেখত টারজনকে। কতবার সে রাগের মাথায় টারজনের জীবনের অবসান ঘটাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঘটনা-ক্রমে পেরে ওঠেনি।

টারজনও যখনি সুযোগ পেয়েছে তখনি সে তুবলাতের প্রতি তার ঘৃণার ভাবটা জানিয়ে দিয়েছে। কখনো কালার কোলের নিরাপদ আশ্রয় থেকে অথবা কখনো গাছের মাথায় সরু সরু ডাল থেকে তুবলাতকে ভেংচি কেটে অপমান করেছে। তার বুদ্ধি বেশী থাকায় কৌশলে কতবার সে তুবলাতকে বেকায়দায় ফেলবার চেষ্টা করেছে।

ছোটবেলা থেকে দড়ি তৈরী ও দড়ি নিয়ে মজার মজার খেলায় পটু হয়ে ওঠে টারজন। বন থেকে লম্বা লম্বা ঘাস তুলে তাই দিয়ে লম্বা লম্বা দড়ি তৈরী করত সে। তারপর সেই দড়ির ফাঁস তৈরী করে তার খেলার সাথীদের ও মাঝে মাঝে তুবলাতের গলায় আটকে দিত।

এই ধরনের খেলায় খুব মজা পেত বাঁদরগুলো। কোন খেলার সাথী গাছের তলা দিয়ে ছুটে কোথাও গেলে টারজন তখন উপর থেকে দড়ির ফাঁসটা নামিয়ে তার গলায় লাগিয়ে দিত আর সে হঠাৎ থেমে যেতে বাধ্য হত। এতে সবাই মজা পেত। এই দড়ির খেলাটা সবাই উপভোগ করত।

তুবলাতের গলায় একদিন এই দড়ির ফাঁসটা আটকে যাওয়ায় সে কিন্তু এটাকে বড় ভয়ের চোখে দেখত। এই ফাঁসের ভয়ে সারা জীবনটাই দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় তার কাছে। দিনে রাতে সব'সময় সে আশঙ্কা করত কোন অসতর্ক মুহূর্তে টারজনের দড়ির ফাঁসটা তার গলায় হঠাৎ আটকে যাবে আর তাতে হয়ত শ্বাসরোধ হয়ে তার মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এর জন্য কালাকে একবার শাস্তি দিল তুবলাত। কার্চাকের কাছে নালিশ করল। কার্চাকও সাবধান করে দিল কালাকে ও টারজনকে। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হলো না। যথারীতি চলতে লাগল টারজনের দৌরাত্ম্য। কারো কোন কথা শুনত না টারজন। সুযোগ পেলেই সে তার দড়ির ফাঁসটা অতর্কিতে আটকে দিত তুবলাতের গলায়।

আর তখন তুবলাতের সেই দুরবস্থা দেখে অন্যান্য বাঁদরগুলো মজা পেত। কারণ ভাঙ্গা নাকওয়ালা তুবলাতকে দলের কেউ ভাল চোখে দেখত না। কেউ তাকে ভালবাসত না।

টারজন কিন্তু শুধু বাঁদরগুলোর গলা তার দড়ির ফাঁস দিয়ে আটকে ক্ষান্ত

বা খুশি থাকতে পারত না। অনেক কিছু পরিকল্পনা মাথায় আসত তার। সে প্রায়ই ভাবত তার এই ঘাসের শক্ত ফাঁস দিয়ে যদি বাঁদরগুলোর গলায় আটকে দিয়ে তাদের জব্দ করা যায় তাহলে সে ফাঁস সিংহীগুলোর গলাতেই বা লাগানো যাবে না কেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

দিনের বেলায় আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর সময় বাঁদরের দলটা প্রায়ই উপকূলভাগের কাছে মৃত ক্লেটনের সেই কেবিনটার কাছাকাছি এসে পড়ত। আর সেই জায়গাটায় ওরা এসে পড়লেই দুর্বোধ্য আনন্দের এক রহস্যময় আবেগে ফুলে ফুলে উঠত টারজনের বুকটা।

কেবিনটার কাছে এসে প্রায়ই জানালাগুলোর পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে দেখত টারজন। এক একবার ছাদের উপর উঠে চিমনি দিয়ে উঁকি মারত। ভিতরে কি আছে তা দেখার জন্য এক অদম্য কৌতূহলে ফেটে পড়ত সে।

তার শিশুসুলভ কল্পনায় অনেক সম্ভাবনার কথা ভেসে উঠত। মনে হত সুদৃশ্য ঘরটার ভিতরে হয়ত অনেক সুন্দর সুন্দর জীব আছে। কিন্তু ঘরটার মধ্যে অনেক চেষ্ট. করেও ঢুকতে না পাওয়ায় তার কৌতূহল বেড়ে উঠত দিনে দিনে। ঘরখানাকে ঘিরে রহস্য ঘন হয়ে জমাট বেঁধে উঠত ক্রমশ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে ঘরখানার মধ্যে বিভিন্ন উপায়ে ঢোকার চেষ্টা করেও সে ঢুকতে পারেনি তার মধ্যে। ঘরখানার দরজাটাও দেওয়ালগুলোর মতই শক্ত।

একদিন একাই কেবিনটার কাছে চলে এল টারজন। আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিনটার দরজার উপর চোখ পড়ল। এতদিন এই দরজাটাকে দেওয়ালের একটা অংশ বলে দেখে এসেছে এবং তাই তার মনে হয়েছে। কিন্তু আজ তার মনে হলো বাইরে দেওয়ালগুলোর অংশ বলে মনে হলেও এটা একটা স্বতন্ত্র বস্তু এবং এটা ঘরে ঢোকার পথ। এই পথটা এতদিন তার চোখকে বিভ্রান্ত করে এসেছে।

এর আগেও দু একবার একা একা এখানে এসেছে টারজন। কারণ কেবিনটার উপর তারই কৌতূহলটা সবচেয়ে বেশী। বাঁদরদলের কারো কোন কৌতূহল বা আগ্রহ নেই। ক্লেটনের মৃত্যুর পর হতে পর পর দশটি বছর কেটে

গেছে। তবু এই কেবিনটার ভিতরে কালো বাঁটওয়ালা সেই ভূতুড়ে জিনিসটার প্রতি কার্চাক ও তার দলের লোকদের ভয় আজও যায়নি তাদের মন থেকে। কেবিনটাতে একদিন কি ঘটনা ঘটেছিল সেকথা তারা বলেনি টারজনকে। তাছাড়া তারা সব ভুলে গেছে এতদিনে।

একমাত্র কালা শুধু মাঝে মাঝে টারজনকে বলত তার বাবা ছিল অদ্ভুত ধরনের সাদা বাঁদর। কিন্তু সেকথার মানে বুঝতে পারত না টারজন। তার বাবা যেই হোক, কালা তার মা নয় একথা কখনো ভাবতে পারত না সে।

আজ প্রথম কেবিনের দরজাটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করতে লাগল টারজন। তার প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখল। অবশেষে ঠিক জায়গায় হাত পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্ময়বিমূঢ় চোখের সামনে সশব্দে খুলে গেল দরজাটা!

দরজাটা খুলে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারল না টারজন। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে থাকার পর ভয়টা ভেঙ্গে গেল তার। তারপর ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

টারজন দেখল ঘরের মাঝখানে মেঝেতে একটা কঙ্কাল পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে যে একটা খাট ছিল তার উপর আর একটা কঙ্কালকেও পড়ে থাকতে দেখল। দুটো কঙ্কালের মধ্যে মাংসের কোন চিহ্ন নেই। ঘরের একধারে যে একটা দোলনা ছিল তার মধ্যেও একটা ছোট্ট কঙ্কাল ছিল, মনে হলো সেটা যেন কোন শিশুর কঙ্কাল।

এই কঙ্কালগুলোর প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ দিল না টারজন। বন্য জীবনযাপন করতে করতে দিনের পর দিন বহু জীবজন্তু চোখের সামনে মরতে দেখায় মৃত্যু বা কোন মৃতদেহের ব্যাপার সহজ হয়ে গেছে তার কাছে। তাই মৃত্যু কোন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না তার। সে যদি সেইমুহূর্তে জানতে পারত এই বড় কঙ্কাল দুটো তার বাবা মার তাহলেও সে হয়ত বিচলিত হত না একটুও। সুতরাং অতীতের এক মর্মান্তিক ঘটনার চিহ্নবাহী কঙ্কাল দুটোকেই স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে গেল টারজন।

এরপর ঘরের মধ্যেকার অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে নজর দিল টারজন। ঘরের মধ্যে যেসব যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, বইপত্র, পোশাক-আশাক এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিল সেগুলো একে একে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল সে। বন্য আবহাওয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কালের আঘাত সহ্য করতে করতে এই সব বস্তু বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে গেছে অনেকখানি। কিন্তু টারজন একটা সিন্দুক আর একটা আলমারি খুলে দেখল তার মধ্যে যেসব জিনিস ছিল সেগুলো সব ভাল অবস্থায় আছে। সেই সব জিনিসগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ছুরি দেখতে পেল টারজন। ছুরিটা শিকারের সময় ব্যবহার করত ক্লেটন। ছুরিটার ফলাটায় দারুণ ধার থাকায় তার আঙুলের এক জায়গায় কেটে গেল। এরপর সে

ছুরিটাকে খেলনার মত ব্যবহার করতে করতে চেয়ার ও টেবিলের ধারগুলো কাটতে লাগল।

এইভাবে ছুরিটা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করার পর ক্লান্ত হয়ে আলমারির ভিতরটা দেখতে লাগল। তার ভিতরকার বইগুলো ঘাঁটতে গিয়ে ছবিওয়ালা একটা ছোটদের বই দেখতে পেল। বইটাতে ছবির মাধ্যমে বর্ণমালা শেখানো হয়েছে শিশুদের। যেমন 'এ' অক্ষরটার পাশে আছে একটা তীরন্দাজের ছবি আর 'বি' অক্ষরের পাশে আছে একটা বালকের ছবি। 'এম' অক্ষরের কাছে কতকগুলো ছোট ছোট বাঁদরের ছবিও দেখতে পেল টারজন। কিন্তু বইটার কোথাও কার্চাক, তুবলাত বা কালার মত বড় কালো কালো বাঁদরের ছবি দেখতে পেল না।

বইএর মধ্যে যেসব মানুষ বা জীবজন্তুর ছবি দেখছিল টারজন প্রথম প্রথম সেগুলো জীবন্ত মনে হচ্ছিল তার। তাই সে বই থেকে তুলতে যাচ্ছিল সেগুলোকে। কিন্তু পরে বুঝল সেগুলো জীবন্ত নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল ছবিগুলোর মাঝে মাঝে ছোট ছোট ছারপোকার মত অসংখ্য ছাপা অক্ষর দেখে। এসব অক্ষর আগে কখনো দেখেনি বলে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না তার। নৌকো, ট্রেন, গরু, ঘোড়ার ছবিগুলোরও কোন অর্থ ছিল না তার কাছে।

বইটার মাঝখানে এক জায়গায় তার শত্রু সিংহী আর একটা সাপের ছবি দেখল টারজন। ওদের বাঁদরদলের ভাষায় সিংহীকে স্তাবর আর সাপকে হিস্তা বলে।

তার দীর্ঘ দশ বছরের জীবনে এই বইটার মত মজার জিনিস আর কখনো কোথাও দেখেনি সে। বইটা দেখতে দেখতে এমন নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিল সে যে বাইরে বিকেল শেষ হয়ে গোধূলির ধুসর ছায়া নেমে এসেছে কখন তার কিছুই বুঝতে পারেনি টারজন। যখন দেখল ঘরের ভিতর অন্ধকার হয়ে এসেছে এবং বইএর অক্ষরগুলো আর দেখা যাচ্ছে না তখন হুঁস হলো তার।

বইটা আবার আলমারিতে রেখে দিল টারজন। তারপর ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর হতে। সে চায় না ঘরের কোন কিছু নষ্ট হোক।

যাবার সময় ঘরের মেঝে থেকে সেই ছুরিটা তুলে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। এগুলো সে বাঁদরগুলোকে দেখাবে।

কেবিন থেকে বেরিয়ে দশ পা এগিয়ে যেতে না যেতেই টারজন দেখল পাশের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক বিরাটকায় বাঁদর-গোরিলা তার সামনে এসে হাজির হলো। টারজন প্রথমে ভেবেছিল গোরিলাটা তাদেরই দলের কেউ হবে। কিন্তু পরে দেখল গোরিলাটা তাদের গোঁড়া শত্রু বোলগানি।

টারজন দেখল তাদের ঘোর শত্রু বোলগানির সামনাসামনি সে যখন পড়ে

গেছে তখন সে তাকে ছাড়বে না। সে তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতেও পারবে না। তাকে সেখানে দাঁড়িয়ে তার জীবনের জন্য যুদ্ধ করতেই হবে। সে যদি এক বাঁদর-গোরিলা হত তাহলে সে এই বয়সে তার প্রতিযোগী বোলগানির থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী হত। কারণ দৈত্যাকার হলেও বোলগানির এখন বয়স হয়েছে। কিন্তু আসলে টারজন কিশোরবয়স্ক এক মানুষ। তবু বাঁদরদলে দীর্ঘকাল থাকার ফলে শক্তি, সাহস, সংগ্রামপ্রবণতা আর যুদ্ধকৌশল বয়সের অনুপাতে অনেক বেড়ে গেছে তার। তার উপর আছে তার মানবোচিত বুদ্ধি।

বোলগানিকে দেখে কোন ভয় জাগল না টারজনের অন্তরে। বরং এক দুঃসাহসিক অভিযানের আনন্দে ও উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে লাগল। সুযোগ পেলে অবশ্যই পালাত সে। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল বোলগানির সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে পেরে উঠবে না। তবু ভয়ে একটুও কাঁপল না তার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

টারজনই প্রথমে একটা ঘুষি মারল বোলগানির গায়ে। কিন্তু ঘুষিটাকে হাতির উপর একটা মাছির আঘাত বলে মনে হলো। হঠাৎ কি মনে হলো কেবিন থেকে নিয়ে আসা ধারাল ছুরিটা বোলগানি তাকে কামড়াতে এলেই তার বুকে সজোরে বসিয়ে দিল। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে টারজনকে বার বার কামড়ে তার ঘাড় ও হাত থেকে কিছুটা করে মাংস তুলে নিল। তারপর টারজনকে নিয়ে সে মাটিতে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। এই অবসরে বোলগানির বুক থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে আবার পর পর কয়েকবার ছুরিটা সেই বুকে বসিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে বোলগানির দেহটা নিথর নিস্পন্দ হয়ে উঠল আর টারজনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল আঘাতের যন্ত্রণায়।

কার্চাকের বাঁদরদলটা ছিল সেখান থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে। হঠাৎ বোলগানির বিকট চীৎকার শুনে সচকিত হয়ে ওঠে কার্চাক। তার দলের সবাইকে ডেকে দেখল সবাই উপস্থিত আছে কি না। কারণ সে জানত বোল-গানি তাদের দলের শত্রু এবং সে দলের কাউকে একা পেলে সে কখনই ছাড়বে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল টারজন দলের মধ্যে নেই। তখন ওরা বুঝল নিশ্চয় বোলগানির কবলে পড়েছে। কিন্তু কালার স্বামী টারজনকে মোটেই দেখতে পারত না বলে টারজনকে উদ্ধার করার জন্য কোন সাহায্য পাঠাতে নিষেধ করল কার্চাককে। কার্চাকও সেকথা মেনে নিল, কারণ সেও টারজনকে মোটেই পছন্দ করত না।

কালা কিন্তু তাদের কোন বিধিনিষেধ শুনল না। অনেকক্ষণ থেকে সে খুঁজছিল টারজনকে। তার কোন বিপদের আশঙ্কায় তার মায়ের প্রাণ কাতর হয়ে উঠেছিল। তাই সে গাছের উপর উঠে তার খোঁজ করতে করতে এগিয়ে

গেল। কালা দেখল বোলগানির আর্ত বিকট চীৎকারটা সহসা থেমে গেল একেবারে। তার উপর গোধুলির শেষ আলো মিলিয়ে যাওয়ায় অন্ধকার নেমে এল বনভূমিতে। আকাশে অবশ্য একফালি চাঁদ থাকলেও তার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি ছায়ানিবিড় বনভূমির সান্ধ্য অন্ধকারকে দূর করতে পারছিল না মোটেই।

আগে যেদিক থেকে বোলগানির চীৎকারটা আসতে শুনেছিল সেইদিকে গাছের ডালে ডালে এগিয়ে গেল কালা। সে বুঝতে পেরেছিল বোলগানি কোন একজনের সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু সে কে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না তার।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে কালা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখল মরার মত রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহে পড়ে আছে টারজন। সঙ্গে সঙ্গে বুকে কান পেতে দেখল তখনও দেহে তার প্রাণ আছে। ধীর গতিতে ধুক ধুক করছে হৃৎপিণ্ডটা। আরও দেখল অদূরে বোলগানির প্রাণহীন বিরাট দেহটা পাথরের মত শক্ত হয়ে পড়ে আছে।

টারজনের অচৈতন্য দেহটা কাঁধে তুলে তার দলের আড্ডায় বয়ে নিয়ে এল কালা। তার ক্ষতস্থানগুলোকে জিব দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দিল। প্রবল জ্বরে কাতর হয়ে ছটফট করতে লাগল টারজন। বার বার জল চাইতে লাগল। কালা তখন মুখে করে নদী থেকে জল এনে তাকে দিতে লাগল। এইভাবে বেশ কয়েকদিন ধরে অক্লান্তভাবে সেবাযত্ন করে টারজনকে সারিয়ে তুলল কালা। কোন মানবমাতা কালার থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে তার আর্ত সন্তানের সেবাযত্ন করতে পারত না এমন করে। এদিকে পশুদের মত এক নীরব সহিষ্ণুতায় সবকিছু সহ্য করে যেতে লাগল টারজন।

অবশেষে টারজনের জ্বরটা ছেড়ে গেল। ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল সে। তাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে এবার আহারের সন্ধানে বেরিয়ে যেতে লাগল কালা।

সপ্তম অধ্যায়

অসুখের সময়টা টারজনের খুব দীর্ঘ হলেও ধীরে ধীরে সেরে উঠতে লাগল টারজন। একমাসের মধ্যেই সে আবার হেঁটে বেড়াতে লাগল। আবার সে আগের মত গায়ে বল পেয়ে কর্মঠ হয়ে উঠল আগের মত।

অসুখের সময় যখন সে শুয়ে থাকত সব সময় তখন তার ছুরিটার কথা প্রায়ই মনে পড়ত। যে অস্ত্রটা তার থেকে ভয়ঙ্করভাবে বলবান সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী সেই জন্তুদানবটার সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী করে তোলে তাকে সেই আশ্চর্য অস্ত্রটাকে ভুলতে পারেনি সে। সেই ছুরিটাকে তাই আবার ফিরে পেতে চায় সে। সেই সঙ্গে কেবিনটাতে গিয়ে আরও যেসব জিনিসপত্র আছে সেগুলোও খুঁটিয়ে দেখতে চাইত সে।

একদিন সকালবেলায় একা একা বেরিয়ে পড়ল সে। প্রথমে ছুরিটার খোঁজে সেদিনকার সেই ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সেখানে গিয়ে সে ঝরা পাতায় ঢাকা বোলগানির কঙ্কালগুলো পড়ে থাকতে দেখতে পেল। সেইখানে পাতায় ঢাকা তার ছুরিটাকেও দেখতে পেল সে। ছুরিটার গায়ে লেগে থাকা গোরিলাটার রক্তগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় মরচে ধরে গেছে সেটাতে। তাই আগেকার মত তার মুখটাতে আর চকচকে ধার নেই। তবু সেই ছুরিটাকে কাছে রেখে দিল টারজন। মরচে ধরা হলেও এই অস্ত্রটা কাছে থাকলে অনেক বিপদ আপদে ব্যবহার করতে পারবে সে। বিশেষ করে এটা থাকলে আর তুবলাতের ভয়ে পালিয়ে যেতে হবে না।

এরপর সোজা কেবিনটায় চলে গেল সে। আজ সে সহজেই খিলটা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। ঢুকে সে প্রথমে দরজার তালাটা পরীক্ষা করে দেখল ভালভাবে। কিভাবে দরজাটা বন্ধ হয় ও খোলে তা সে দেখে নিল। এবার সে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা যাতে করে কোন বন্য জন্তু ঢুকতে না পারে ভিতরে।

ঘরটার সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে প্রথমে বইগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই বইগুলো এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল তার মনে যে সে আর কিছু দেখতে চাইল না। আর কোন দিকে মন গেল না।

অনেক বইএর মধ্যে ছিল শিশুদের জন্য কিছু প্রাথমিক বই, ছবির বই আর একটা অভিধান। বইগুলোর মধ্যে ছারপোকার মত অসংখ্য কালো কালো অক্ষর আছে। ছবিগুলো তার কল্পনাকে জাগিয়ে তুলে তার মনের মধ্যে বিস্ময় জাগাল বেশী।

তার বাবার হাতে তৈরী কাঠের টেবিলটার উপর বসে হাতের উপর বইগুলো নিয়ে যখন নাড়াচাড়া করছিল তখন তার লম্বা লম্বা কালো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল তার মাথার চারদিকে ও পিঠের উপর। তার চোখগুলো তখন এক আদিম অজ্ঞতার অন্ধকারের মাঝে যেন বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে এক অনির্দেশ্য জ্ঞানের আলো খুঁজছিল। কিন্তু বুঝতে না পারলেও পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে সংকল্পে কঠোর হয়ে উঠেছিল তার মুখখানা। তার মনে হচ্ছিল কালো কালো দুর্বোধ্য অক্ষরের গোলকধাঁধার মাঝে একদিন না একদিন হয়ত পথ খুঁজে পাবে একটা। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে হয়ত জ্ঞানের আলোর

চাবিকাঠিটা পেয়ে যাবে একদিন।

একটা প্রাথমিক পাঠের বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তারই মত একটা ছেলের ছবি দেখতে পেল সে। টারজন দেখল ছেলেটা তার মত নগ্নদেহ নয়। তার হাত আর মুখ ছাড়া লোমের তৈরী জ্যাকেটে ঢাকা তার দেহটা। ছবির তলায় 'বালক' এই কথাটা শুধু লেখা আছে। আরো দেখল যেসব অক্ষরগুলো দিয়ে এই কথাটা লেখা রয়েছে সেই সব অক্ষরগুলো আলাদা করেও বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আর এক জায়গায় দেখল আর একটা ছবির তলায় লেখা রয়েছে একটি বালক ও একটি কুকুর। এইভাবে সে কোন অক্ষর বা লিখিত ভাষার জ্ঞান ছাড়াই অক্ষর পরিচয়ের চেষ্টা করতে লাগল ধীরে ধীরে। কাজটা কঠিন হলেও আশা ছাড়ল না সে।

এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে নিজে নিজে শিখে যেতে লাগল সে। বিভিন্ন ছবির তলায় অক্ষরগুলো দেখে দেখে তাদের সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা জাগল তার মনে।

টারজনের বয়স যখন বারো তখন একদিন কেবিনটার মধ্যে ঢুকে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা কাঠের পেন্সিল নিয়ে টেবিলের উপর ক'টা আঁচড় কাটতে কতকগুলো কালো রেখার সৃষ্টি হলো। হিজিবিজি দাগ কেটে পেন্সিলের সীসটা ক্ষয় করে ফেলল। তারপর কি মনে হতে আর একটা পেন্সিল নিয়ে সেই ছবির বইএর অক্ষরগুলো লেখার চেষ্টা করতে লাগল।

অনেক চেষ্টার পর সে বইএর অক্ষরগুলো লিখতে পারল। অক্ষরগুলো দেখে দেখে লিখতে গিয়ে সে সংখ্যাও শিখতে লাগল। তার হাতের আঙ্গুলগুলো গুণতে শিখল। এইভাবে লেখা শুরু হলো তার। বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যেসব অক্ষরগুলো ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত দেখল সেগুলো সাজিয়ে একটা বর্ণমালা খাড়া করল টারজন। এরপর সচিত্র অভিধান থেকেও অনেক শব্দের অর্থ শিখল সে।

এইভাবে টারজনের বয়স যখন-সতের হয়ে উঠল তখন সে প্রাথমিক পাঠের বইটা পুরো পড়তে পারল। ছারপোকার মত কালো কালো অক্ষরগুলোর প্রকৃত রহস্য সে এবার বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বুঝতে পেরে লজ্জা পেল। বুঝতে পারল সে, যে বাঁদরগোরিলার দলে আছে তার থেকে সে একেবারে পৃথক। সে মানুষ আর ওরা বাঁদর। আরও বুঝল বাঁদরগুলো যাকে স্থাবর বলে আসলে সেটা সিংহী; তারা যাকে হিস্তা বলে আসলে তা হলো সাপ, তারা যাকে ট্যাণ্টর বলে সেটা হলো হাতি।

মাঝে মাঝে বাঁদরদলটা বাসস্থান পরিবর্তন করার জন্য কেবিনে গিয়ে পড়াশুনো করার কাজে ব্যাঘাত-সৃষ্টি হতে লাগল টারজনের। তবু সে পথের কোথাও কোন গাছের বড় পাতা বা ফাঁকা জায়গায় মাটি দেখতে পেলেই তার

উপর ছুরি দিয়ে তার শেখা অক্ষরগুলো লিখত টারজন। মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুরি আর দড়ি নিয়ে খেলা করত। মাঝে মাঝে কোন পাথরের উপর ঘষে ছুরিটায় শাণ দিয়ে তার ধারটা বাড়িয়ে তুলত।

টারজন যখন প্রথম বাঁদরদলে আসে তখনকার থেকে দলটা এখন অনেক বেড়ে গেছে। কার্চাকের নেতৃত্বে তাদের দলের সদস্যসংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া বনের অন্যান্য জন্তুর আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যাও কম। তাদের দলে খাদ্যেরও কোন অভাব হয় না। দলের ছোট ছোট পুরুষ বাঁদরগুলো বড় হয়ে সবাই কার্চাকের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তার সঙ্গে শান্তিতে বাস করছে।

বাঁদরদলের মধ্যে টারজনের একটা বিশেষ স্থান ছিল। তারা তাকে তাদের দলেরই একজন হিসাবে দেখত। আবার তাদের থেকে পৃথকভাবেও দেখত। প্রবীণ পুরুষ বাঁদরগুলো উপেক্ষা করত অথবা ঘৃণার চোখে দেখত। টারজনের আশ্চর্য বুদ্ধি, শক্তি ও সাহস আর কালা না থাকলে অনেক আগেই টারজনকে মেরে ফেলত তারা।

কালার স্বামী তুবলাত ছিল টারজনের ঘোর শত্রু। তবে টারজনের বয়স যখন তের তখন একদিন তুবলাতের মধ্যস্থতাতেই টারজনের উপর দলের পক্ষ থেকে সব পীড়ন বন্ধ হয়ে যায় এবং ঠিক হয় দলের কেউ টারজনকে ঘাঁটাবে না বা তার উপর কোনভাবে পীড়ন চালাবে না, খেলার ছলেও কেউ কিছু করবে না। সে সম্পূর্ণ একা একা থাকবে। তবে যখন তাদের দলের কোন পুরুষ হঠাৎ পাগলা হয়ে দলের সব পুরুষদের আক্রমণ করতে থাকবে তখন টারজন সকলের সঙ্গে মিলে তার প্রতিকার করার চেষ্টা করবে।

দলের মধ্যে টারজন যেদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেদিন বনের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গায় সমবেত হয় দলের সবাই। জায়গাটা ঠিক কোন রঙ্গালয়ের মত। সে জায়গার মাঝখানে কতকগুলো মাটির ঢাক আনা হলো কোথা থেকে। গাছের উপর থেকে প্রায় একশোটা বাঁদর গোরিলা নেমে এসে সমবেত হলো সেই জায়গায়। চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের আলো ঝরেপড়া সেই নৈশ বনভূমিতে আজ দমদম নাচ নাচবে ওরা। আজ ওদের অদ্ভুত এক উৎসব।

সদ্য ওঠা চাঁদের কয়েকটা রশ্মি গাছের ফাঁক দিয়ে সেই জায়গায় পড়তেই মেয়ে বাঁদরগুলো সেই সব মাটির ঢাকগুলো বাজাতে লাগল। ইতিমধ্যে কার্চাকও নেমে এল। মাঝে মাঝে দূরের অন্য এক গোরিলাদলের কোন গোরিলার ডাক শুনে এই দল থেকে এক একজন বাঁদরগোরিলা বিকট চীৎকারে তার উত্তর দিচ্ছিল। কোন জায়গায় দলের সবাই থাকলেও অন্য দল কখনো আক্রমণ করত না তাদের।

সহসা কার্চাক গলা ফাটিয়ে গর্জন করে পরপর তিনবার তার লোমশ বুকটা চাপড়াল তার দুটো থাবা দিয়ে। এরপর জায়গাটার মাঝখানে পড়ে থাকা

একটা বাঁদর-গোরিলার মৃতদেহের পানে তার রক্তলাল চোখদুটো দিয়ে তাকিয়ে সেটাকে একবার প্রদক্ষিণ করল।

তারপর দলের অন্যান্য পুরুষ বাঁদরগুলোও একে একে গলা ফাটিয়ে একবার করে জোর গর্জন করে মৃতদেহটাকে সেইভাবে প্রদক্ষিণ করল। তাদের সেই বিকট গর্জনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সমস্ত বনভূমি। এই গর্জনের অর্থ হলো শত্রুপক্ষের প্রতি সদম্ভ আহ্বান। অর্থাৎ 'আমরা তোমাদের একজনকে মেরেছি, তোমাদের ক্ষমতা থাকে ত এখানে এসে আমাদের উপর প্রতিশোধ নাও ; আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো'—এই ধরনের এক আহ্বান জানাল তারা তাদের গর্জনের মধ্য দিয়ে।

এবার পুরুষ বাঁদরগুলো সার দিয়ে নাচিয়েদের সঙ্গে দাঁড়াল। এরপর শুরু হল মৃতদেহের প্রতি আক্রমণ। এক জায়গায় অনেকগুলি লাঠি গাদা করা ছিল। কার্চাক প্রথমে সেই গাদা থেকে একটা বড় লাঠি তুলে নিয়ে মৃতদেহটার উপর জোর আঘাত করল এবং সেই সঙ্গে সেই রকম যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে গর্জন করল। মারের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বাজতে লাগল আর নাচ শুরু হলো। সেই বাজনা আর নাচের সঙ্গে সঙ্গে পালাক্রমে একজন করে পুরুষবাঁদর লাঠি দিয়ে মৃতদেহটাকে আঘাত করতে লাগল।

এইভাবে মৃত্যুর যে নৃত্যোৎসব চলছিল তাতে টারজনও যোগদান করেছিল। জোরে জোরে তালে তালে পা ফেলতে, লাফ দিতে ও এক ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ ও আঘাত করতে সে ছিল সবার চাইতে সবচেয়ে বেশী তৎপর।

ক্রমে তালে তালে ঢাকের বাজনার বেগ বেড়ে যেতে লাগল। এই তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যারা নাচছিল তাদের চীৎকার আর গর্জন বেড়ে যাচ্ছিল। তাদের মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙ্গছিল। লালা ঝরছিল। সেই সব লালা আর ফেনাগুলো তাদের বুকের উপর ঝরে পড়ছিল।

পুরো আধঘণ্টা ধরে এই উন্মত্ত নাচ চলতে লাগল। তারপর একসময় কার্চাক ইশারা করতেই নাচ ও বাজনা একমুহূর্তে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই একযোগে সেই মৃতদেহটার দিকে ছুটল। অসংখ্য লাঠির আঘাতে মৃতদেহটা একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল, সবাই তাতে তাদের দাঁত বসিয়ে তার থেকে এককামড় করে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে খেতে লাগল। যাদের গায়ের জোর বেশী তারা কামড় দিয়ে বেশী মাংস তুলে নিচ্ছিল। পরিশেষে সকলের খাওয়ার পর কতকগুলো হাড় পড়ে রইল।

অন্যদের মত টারজনেরও মাংসের দরকার ছিল। কিন্তু ঐ সব কাড়াকাড়ির মধ্যে থেকে তার প্রয়োজনীয় মাংস ছিনিয়ে আনার মত শক্তি তার ছিল না। কিন্তু সেই ধারাল ছুরিটা তার কোমরে তারই হাতে তৈরী করা একটা খাপের মধ্যে ছিল। সেই ছুরিটা নিয়ে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে তার একদিকের বগল থেকে বড় একতাল মাংস কেটে নিল টারজন। কার্চাক তখন অন্য কাজে

ব্যস্ত ছিল বলে এটা সে দেখতে পায়নি। টারজন তার কাছ দিয়েই নিঃশব্দে সবার থেকে একটু দূরে চলে গেল।

তাকে অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও একজন করল। সে হলো তুবলাত। তুবলাত প্রথম দিকেই একতাল মাংস ছিঁড়ে এনে ভিড় থেকে একটু দূরে নির্জনে বসে খাচ্ছিল তা। পরে আর একতাল মাংস আনার মতলব করছিল যখন তখন হঠাৎ দেখতে পেয়ে গেল টারজনকে। দেখল বড় একটা মাংসের তাল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে টারজন।

তার রক্তলাল চোখগুলো বড় বড় করে ঘৃণাভরে টারজনের পানে তাকিয়ে তাকে তেড়ে গেল তুবলাত। তখন মারামারি বা ঝগড়া বিবাদ করার কোন প্রবৃত্তি ছিল না টারজনের। সে তাই মাংস নিয়ে মেয়েদের দলে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তুবলাত খুব দ্রুত তার দিকে ছুটে যাওয়ায় লুকোতে পারল না সে। লুকোতে না পেরে সে একটা গাছের ডাল ধরে তার উপরে উঠে পড়ল। মাংসটা দাঁতে কামড়ে ধরে গাছটার সবচেয়ে উপরের ডালে উঠে গেল। কিন্তু দেহটা অত্যধিক ভারী হওয়ার জন্য বৃদ্ধ তুবলাত সেখানে উঠতে পারল না। এদিকে টারজন সেখান থেকে নানাভাবে বিদ্রূপ আর অপমান করতে লাগল তুবলাতকে।

তুবলাত তখন রাগে গর্জন করতে করতে ক্ষেপে গিয়ে গাছ থেকে মাটিতে নেমে এল। সে তখন পাগল হয়ে গেছে। মেয়ে-বাঁদর ও শিশুগুলোকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের অনেকের ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে একতাল করে মাংস তুলে নিয়েছে। তার ভয়ে তখন মেয়ে পুরুষ ও শিশুবাঁদরগুলো সবাই যে যেখানে পারল ছুটে পালাতে লাগল। সবাই গাছে উঠে পড়ল।

কিন্তু একজন তখনো কোন গাছে উঠতে পারেনি। সে হলো কালা। তুবলাত তখন কালাকে হাতের কাছে পেয়ে তাকেই আক্রমণ করল। কালা একটা গাছের নিচু ডাল ধরে তুবলাতের মাথার উপর উঠে পড়ল। কিন্তু ডালটা অশক্ত থাকায় সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়তেই তুবলাতের ঘাড়ের উপর পড়ে গেল কালা।

গাছের উপর তুবলাতের প্রচণ্ড পাগলামির সবকিছুই দেখছিল টারজন। এবার আর সে থাকতে পারল না। সে তীব্রগতিতে গাছ থেকে নেমে তুবলাত মাটি থেকে উঠে কালাকে আক্রমণ করার আগেই কালা আর তুবলাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল বীরবিক্রমে।

তুবলাত এবার তার আকাঙ্খিত শত্রুকে পেয়ে গেল এতক্ষণে। সে তখন বিজয়গর্বে দাঁত বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। কিন্তু টারজন তাকে কোন সুযোগ না দিয়ে একহাতে তার গলাটা ধরে অন্য হাত দিয়ে ছুরিটা ধরে সেই ছুরি বারবার বসিয়ে দিতে লাগল তুবলাতের বুকে। অবশেষে টারজন দেখল তুবলাতের অসার নিষ্প্রাণ দেহটা জড়পিণ্ডের মত ঢলে পড়ল মাটির উপর।

এবার বাঁদরদলের সকলেই একে একে নেমে এল গাছের আড়াল থেকে টারজন আর তার ঘোরতর শত্রুর মৃতদেহটার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল

টারজন তখন তুবলাতের মৃতদেহের উপর একটা পা রেখে চাঁদের দিকে মুখ তুলে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তার প্রভুত্ব ঘোষণা করল। তারপর সে দলের

সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, শোন তোমরা, আমি হচ্ছি টারজন। শত্রুদের যম। আমাকে আর আমার মা কালাকে তোমরা সবাই মান্য করবে এখন থেকে। আমার মত শক্তিমান তোমাদের মধ্যে আর একজনও নেই। একথা যেন আমার শত্রুরা মনে রাখে।

কার্চাকের রক্তচক্ষুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার বুকটা চাপড়ে আর একবার চীৎকার করল টারজন।

অষ্টম অধ্যায়

তুবলাতের মৃতদেহটা সেইখানে সেই উৎসবস্থানেই পড়ে রইল। কারণ ওরা নিজেদের দলের কারো মৃতদেহ খায় না।

মার্চ মাসটা ওদের আহারের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। কোন কোন গাছের পাতা, বুনো আতাফল, কিছু জীবজন্তু, পাখি, পাখির ডিম, সরীসৃপ জাতীয় কিছু জীব আর পোকামাকড় খেয়ে গোটা মাসটা কাটাল তারা।

একদিন যখন তারা দল বেঁধে আহারের সন্ধানে যাচ্ছিল তখন তাদের পথে একটা সিংহী এসে হাজির হলো। এ সিংহীটা তাদের অনেকদিনের চেনা। বনের এ অঞ্চলেই ঘুরে বেড়ায়। সিংহীটাকে দেখেই বাঁদরগোরিলাগুলো সবাই গাছের ডালে উঠে গেল। সিংহীটা তারা দল বেঁধে থাকায় তাদের ভয় করে চলত এবং বড় একটা ঘাঁটাতে চাইত না। কিন্তু তা হলেও তাকে ভয় করে চলত বাঁদর-গোরিলারা।

সেদিন টারজন একটা গাছের একটা নিচু ডালে বসেছিল। তার নিচেই ছিল সিংহীটা, টারজন তাকে রাগাবার জন্য একটা আতাফল ছুঁড়ে দিল তার গায়ের উপর। সিংহীটা রেগে গিয়ে মুখ বার করে গর্জন করে উঠল। সে টারজনের চোখে চোখ রেখে তাকাল ভয়ঙ্করভাবে। টারজনও তখন তার স্বরের অনুকরণ করে চীৎকার করল। সিংহীটা তখন ধীরে ধীরে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। বিরাট সমুদ্রে একটা ঢেলা পড়লে যেমন সেটা তলিয়ে যায় মুহূর্তে তেমনি বিশাল বনের অপরিমেয় গভীরতা সিংহীটাকে গ্রাস করে ফেলল মুহূর্তে।

কিন্তু সিংহীটাকে বধ করার একটা সংকল্প জাগল টারজনের মাথায়। তার প্রধান কারণ সিংহীটাকে বধ করে তার চামড়া দিয়ে নগ্নতাকে ঢাকার জন্য একটা আচ্ছাদন তৈরী করবে সে। কেবিনে সেই ছবির বইটা দেখার পর হতে সে আর বাঁদর-গোরিলাগুলোর মত উলঙ্গ হয়ে থাকতে চায় না।

তার উপর একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঝড়ে গাছগুলো নুয়ে পড়তে লাগল। অনেক ডালপালা ভেঙ্গে গেল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে গাছের গুঁড়িগুলোর গায়ে জড়োসড়ো হয়ে আশ্রয় নিল বাঁদরগুলো। টারজনের এমন সময় মনে পড়ল সিংহীর মোটা চামড়াটা তার গায়ে বা পরনে থাকলে এই শীত থেকে রক্ষা পেত সে।

তাই সিংহীটাকে বধ করার বাসনা এতে বেড়ে গেল তার। কিন্তু টারজনের অস্ত্র বলতে একটা ছুরি আর সেই ফাঁসির দড়ি। তাও আবার একদিন কেবিনে যাবাব পথে একটা বনশুয়োরের গলায় ফাঁস লাগাতে গিয়ে সে গাছ থেকে পড়ে যাওয়ায় শুয়োরটা দড়িসহ পালিয়ে যায়। তারপর অনেক দিনের চেষ্টায় আবার একটা তেমনি ফাঁসের দড়ি তৈরী করে সে।

দড়িটা তৈরী হয়ে গেলে একদিন নদীর কাছাকাছি একটা পথের ধারে একটা গাছের ডালে শিকারের সন্ধানে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল টারজন। অনেক ছোটখাটো জীবজন্তু গাছটার তলা দিয়ে চলে গেল। তাদের কিন্তু আক্রমণ করল না সে।

অবশেষে টারজনের আকাঙ্খিত শিকার এসে গেল। পাশের একটা ঝোপ থেকে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিংহীটা এসে দাঁড়াল সেই গাছটার তলায়। তার সদাসতর্ক সচকিত দৃষ্টি মেলে মাথাটা উঁচু করে দেখতে লাগল চারদিকে। তার বড় লেজটা নাড়ছিল।

এদিকে ফাঁসের দড়িটা শক্ত করে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে স্থিরভাবে একটা ব্রোঞ্জমূর্তির মত বসেছিল টারজন। এবার ঘাসের দড়িটা সিংহীটার মাথার উপর প্রথমে ঝুলিয়ে দিল সে। দড়িটা সাপেব মত ঝুলতে থাকায় সিংহীটা মুখ তুলে সেইদিকে তাকিয়ে সেটা কি তা ভাবতে লাগল। এমন সময় ফাসটা উপর থেকে কায়দা করে সিংহীর গলায় আটকে দিল টারজন। তারপর তার হাতের দড়ির শেষ প্রান্তটা একটা ডালে শক্ত করে বেঁধে দিল।

ফাঁসটা গলায় আটকে যাওয়ার পর সিংহীটা উপর দিকে মুখ তুলে দেখতে পেল টারজনকে। তাকে ধরার জন্য লাফ দিল সিংহীটা। গর্জন করতে লাগল প্রবলভাবে। কিন্তু টারজন আরও উপর ডালে উঠে গেল। তার ইচ্ছা ছিল দড়িটা ধরে উপর থেকে টেনে সিংহীটাকে শূন্যে ঝোলাবে। কিন্তু টারজন এর পর দড়িটা আরও টেনে বাঁধতে গেলে সিংহীটা তখন তার বড় বড় থাবা দিয়ে দড়িটা ছিঁড়ে দিল। তবে তার গলায় ফাঁসটা শুধু আটকে রইল।

টারজনের আশা সবটা পূরণ হলো না, তবু সিংহীটার গলায় ফাঁস লাগাতে পারার জন্য গর্ব অনুভব করতে লাগল। সে দলের কাছে ফিরে গিয়ে সবার

সামনে কথাটা বলল। কথাটা শুনে তার ঘোর শত্রুরাও মুগ্ধ হয়ে গেল তার সাহস আর বীরত্বে। বিশেষ করে কালা আনন্দ ও গর্বের আতিশয্যে নাচতে লাগল।

নবম অধ্যায়

সেসময় কার্চাকের গোরিলাদলটা কেবিনের কাছাকাছি বনাঞ্চলটায় বাস করছিল। এক জায়গায় ওরা বেশীদিন থাকে না। তথনকার মত কেবিনটার কাছাকাছি থাকায় টারজন প্রায়ই কেবিনে গিয়ে বই পড়ত এবং দেখত। তার আজন্ম পরিচিত এই অরণ্য জগতের বাইরে যে একটা আরো ভাল জগৎ আছে সেবিষয়ে একটা ধারণা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। বাঁদর-গোরিলাদের দলের মধ্যে থেকে দেহটা যেমন বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল তেমনি তার মনে বুদ্ধিটাও বাড়তে লাগল।

টারজনের জীবনে কোন পরিবর্তন বা কোন বৈচিত্র্য ছিল না। তবু কোন বিরক্তি ছিল না তার মনে। তবু একঘেঁয়ে লাগেনি তার জীবনটাকে। সারা দিন ধরে কখনো সে মাছ ধরত কখনো সে শিকার করত। কখনো সে সিংহীর পিছনে লাগত।

অনেকে বলত একটা হাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল টারজনের। হাতিকে বাঁদর দলের সবাই 'ট্যান্টর' বলত। সিংহীকে তারা যেমন বলত 'স্যাবর' আর সিংহকে বলত 'নুমা'। অনেকে নাকি চাঁদের আলোঝরা বনভূমিতে একটা হাতির পিঠে চেপে বেড়াতে দেখেছে টারজনকে। কিন্তু কিভাবে সে বন্ধুত্ব হলো তা কেউ বলতে পারেনি। সেই হাতিটা ছাড়া বনের অন্য জন্তুরাও শত্রু ছিল না তার। তবে অবশ্য তার বাঁদর দলের মধ্যে এখন আর কেউ বিশেষ কোন শত্রুতা করে না তার সঙ্গে।

টারজন আঠারো বছরে পড়তেই কেবিনে যে সব বই ছিল তা গড়গড় করে পড়তে পারত। সে তাড়াতাড়ি লিখতেও শিখে ফেলল। মুখে উচ্চারণ বা ইংরাজি শব্দ পড়তে না পারলেও সে মনে মনে ইংরাজি পড়ে বুঝতে ও লিখতে পারত।

বাঁদর-গোরিলাদলের সঙ্গে যেখানে থাকত টারজন সে অঞ্চলটা ছিল তিন দিকে উঁচু উঁচু পাহাড় আর একদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। তার উপর জায়গাটা ঘন জঙ্গলে ভরা। সেখানে বাইরের জগতের কোন লোক আসত না।

কিন্তু একদিন টারজন যখন তার বাবার কেবিনটার মধ্যে বই পড়ায় ব্যস্ত ছিল তখন তাদের বাসস্থানের পূর্বপ্রান্তে পঞ্চাশজন কৃষ্ণকায় সশস্ত্র নিগ্রো কোথা থেকে এসে হাজির হয়। তাদের কপালে ছিল তিনটে করে রঙীন সমান্তরাল রেখায় উল্কি আর বুকে ছিল তিনটে করে বৃত্ত। তাদের হাতে ছিল বর্শা আর

তীর ধনুক। আসলে তারা আগে থাকত একটা দূর গাঁয়ে। সেই অঞ্চলে একদল শ্বেতাঙ্গ কিছু নিগ্রোসেনা নিয়ে রবার আর হাতির দাঁতের খোঁজে তাদের সেই গাঁ আক্রমণ করে। তখন তারা একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার আর কিছু নিগ্রো-সেনাকে নিহত করে। কিন্তু পরে শ্বেতাঙ্গদের এক বিরাট সেনাদল এসে পড়ায় তারা তাদের সেই গাঁ ছেড়ে আরও ভিতরে চলে এসে এক নতুন বস্তী গড়ে তোলে ওরই মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায়। সেখানে কাছাকাছি রবার গাছ না থাকায় নিশ্চিন্তে বসতি স্থাপন করে সেখানে। অবশ্য এ অঞ্চলে সিংহ আর চিতাবাঘের উৎপাত খুব বেশী এবং তাদের কয়েকজন এরই মধ্যে সিংহের পেটে যায়। মাঝে মাঝে এই বস্তী থেকে একদল করে সশস্ত্র লোক শিকারের সন্ধানে চারদিকে ঘুরে বেড়াত। আর এর ফলে টারজনের দলের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

এই নিগ্রোদলের রাজা ছিল মবঙ্গা। একদিন মবঙ্গার ছেলে কুলঙ্গা শিকারের সন্ধানে বর্শা আর তীর ধনুক নিয়ে একাই তাদের বস্তী থেকে পশ্চিম দিকের ঘন জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ে। সেদিন রাত্রিতে একটা গাছের উপর শুয়ে রাত কাটায় কুলঙ্গা। সেখান থেকে পশ্চিমে তিন মাইলের মধ্যে কার্চাক তার দলবল নিয়ে বাস করত।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই পশ্চিম দিকে আবার যাত্রা শুরু করল। তখন টারজন একা একা দল ছেড়ে কেবিনের দিকে চলে গেল আর দলের সবাই দু তিনজন করে একটি দলে বিভক্ত হয়ে আহার সংগ্রহের জন্য এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কালা তখন একা একা খাবার জন্য পুরনো পচা কাঠ আর পোকামাকড় সংগ্রহ করতে করতে কিছুটা পুব দিকে গিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল কালা। দেখল তার সামনে পায়েচলা বনপথটার প্রান্তে একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। আসলে লোকটা ছিল কুলঙ্গা। এই ধরনের মানুষের মূর্তি এর আগে তারা দেখেনি কখনো।

কালা কিন্তু সেখানে আর না দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তার দলের কাছে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারল না কালা। কুলঙ্গার হাত থেকে ছাড়া একটা বর্শার বিষাক্ত ফলক তার পাশ দিয়ে চলে গেল। কালা তখন ঘুরে তার আক্রমণকারীকে আক্রমণ করল। তার চীৎকারে তার দলের সবাই ছুটে এল তার কাছে।

এদিকে কুলঙ্গার নিক্ষিপ্ত বর্শাটা ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বিষাক্ত তীর তার ধনুক থেকে ছুঁড়ে দিল। তীরটা কালার বুকে এসে লাগলে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে তাদের দলের সকলের সামনেই পড়ে গেল কালা।

বাঁদর-গোরিলাগুলো কুলঙ্গাকে দেখতে পেয়ে তাড়া করল একযোগে। কিন্তু

সে হরিণের মত তীর বেগে ছুটে পালিয়ে গেল। তাদের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে। ফলে কিছুক্ষণ পর বাঁদরগুলো ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। কালার প্রাণবায়ু তখন তার দেহ ছেড়ে চলে গেছে।

এদিকে বাঁদরদলের বিরাট চেঁচামেচির সঙ্গে আর্তনাদের মত একটা ধ্বনি শুনতে পেয়ে টারজন তার কেবিন থেকেই বুঝতে পেরেছিল একটা বিপদ ঘটেছে তার দলে। তাই সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল তার দলের কাছে। এসে দেখল কালার মৃতদেহটার চারদিকে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে।

শোক ও দুঃখের সীমা পরিসীমা রইল না টারজনের। যে তাকে আপন স্তনদুগ্ধ দিয়ে মানুষ করে সারা জগতের মধ্যে, একমাত্র যে তাকে স্নেহের চোখে দেখত এবং ভালবাসত সেই কালা চিরদিনের মত চলে গেল তাকে ছেড়ে। জীবনে এ ক্ষতি তার পূরণ হবে না কোনদিন। কালার মৃতদেহটার উপর আছাড় খেয়ে পড়ে শিশুর মত আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল টারজন। দুহাত দিয়ে বুক চাপড়াতে লাগল পাগলের মত। কালা যত ভয়ঙ্করই হোক টারজনের প্রতি তার অন্তত মমতার সীমা ছিল না। কালা যত কুৎসিতই হোক, টারজনেব চোখে সে ছিল সবচেয়ে সুন্দরী।

দুঃখের প্রথম আঘাতটা কোনরকমে কাটিয়ে উঠে কালার মৃত্যু সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে লাগল টারজন। কে মেরেছে, হত্যাকারী কোন্‌দিকে পালিয়েছে তা জেনে নিয়ে আর না দাঁড়িয়ে গাছের উপর উঠে ডালে ডালে এগিয়ে চলল টারজন সেই পলাতক হত্যাকারীর সন্ধানে। তার কোমরে ছিল কেবিনে পাওয়া সেই ছুরিটা আর তার কাঁধের উপর ঝোলানো ছিল সেই ফাঁসের দড়ি।

গাছে গাছে অনেক দূর যাওয়ার পর টারজন একটা ছোট নদীর ধারে মাটির উপর একবার নামল। মাটির উপর পায়ের দাগ দেখে বুঝতে পারল পলাতক হত্যাকারী তারই মত মানুষ এবং একটু আগে সে এখান থেকে গেছে। বেশী দূর এখনো সে নিশ্চয় যেতে পারেনি। আবার গাছের উপর উঠে সেই পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন।

এইভাবে মাইলখানেক যাবার পর টারজন গাছের উপর থেকে অদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় তীর ধনুক হাতে কৃষ্ণকায় একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার সামনে দাঁত বার করে তাকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করছিল একটা বনশুয়োর ওরা যাকে 'হোর্তা' বলে।

জীবনে প্রথম একজন মানুষ দেখল টারজন। ছবিতে এই মানুষ দেখেছে, কৃষ্ণকায় নিগ্রো দেখেছে। কিন্তু কালো চকচকে এমন জীবন্ত মানুষ দেখেনি কখনো।

শুয়োরটা মারা গেল। কুলঙ্গা তখন গাছ থেকে নেমে তার কোমর থেকে একটা ছোরা বার করে মৃত শুয়োরটার গা থেকে মাংস ছাড়িয়ে আগুন

জেলে তো পুড়িয়ে খেতে লাগল ইচ্ছামত। তারপর বাকি মাংসওয়ালা মৃত-দেহটা সেইখানে ফেলে রেখেই চলে গেল সেখান থেকে।

টারজন গাছের উপর থেকে সবকিছু নীরবে নিঃশব্দে দেখে গেল। সে কিন্তু ঠিক সেইমুহূর্তে আক্রমণ করল না কুলঙ্গাকে। সে তাকে অনুসরণ করে আরো অনেককিছু জানতে চায়। সে জানতে চায় লোকটা কোথা থেকে এসেছে এবং তারা কি ধরনের মানুষ।

কুলঙ্গা চলে গেলে টারজনও গাছ থেকে নেমে এসে বেশকিছুটা মাংস কাঁচাই খেয়ে নিল। তারপর আবার গাছে উঠে অনুসরণ করে যেতে লাগল কুলঙ্গাকে। সে ভাবল লোকটা যখন বিষাক্ত তীর আর ধনুক পাশে রেখে বিশ্রাম করবে সেই অবসরে তাকে বধ করবে।

সারাটা দিন ধরে গাছে গাছে এক প্রতিচ্ছায়ার মত কুলঙ্গাকে অনুসরণ করে যেতে লাগল টারজন। দেখল কুলঙ্গা আরও দুবার তার সেই বিষাক্ত তীর দিয়ে একটা হায়েনা আর একটা বাঁদরকে মারল। টারজন ভাবতে লাগল ঐ তীরটার ফলায় নিশ্চয় এমন কিছু রহস্যময় বিষ মাখানো আছে যা কোন জীবের রক্তে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটবে। বনের যে সব জীবজন্তু

পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হয়েও বাঁচে, তাদের গা থেকে কত রক্ত ঝরলেও তারা মরে না, সেই সব জীবজন্তু ঐ লোকটার তীরের ছোঁয়া পাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা যাচ্ছে।

সে রাত্রিতে একটা গাছের তলায় রাত কাটাল কুলঙ্গা। আর সেই গাছের উপরেই একটা উঁচু ডালে ওৎ পেতে বসে রইল টারজন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কুলঙ্গা দেখল তার তীর ধনুক নেই। আশেপাশে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে ভয় পেয়ে গেল সে। কালাকে মারতে গিয়ে বর্শাটা আগেই হারিয়েছে সে। এবার তীর ধনুকটাও গেল। আছে শুধু একটা ছুরি। তাই সে ভয়ে তার গাঁয়ের দিকে পা চালিয়ে দিল। সে দেখল সে তার গাঁয়ের অনেক কাছে চলে এসেছে।

টারজন দেখল আর দেরী করা উচিত হবে না। লোকটার গাঁ আর বেশী দূরে নয়। কুলঙ্গা গতরাতে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়লে তার তীর ধনুকটা নিয়ে এসে গাছের উপর একটা উঁচু ডালে রেখে দেয়।

কুলঙ্গাকে অনুসরণ করে টারজন গাছের ডালে ডালে এগিয়ে চলল। অবশেষে কুলঙ্গার মাথার উপর এসে পড়ল টারজন। এবার হাতের মুঠোয় ফাঁসের দড়িটা শক্ত করে ধরল। কুলঙ্গাদের গাঁটা দেখতে পাচ্ছিল। বনটার প্রান্তে একটা মাঠ আর মাঠের ওধারে গাঁ। আর মোটেই দেরী করলে চলবে না।

কুলঙ্গা বন থেকে বার হবার আগেই তার প্রান্তসীমায় একটা গাছের উপর থেকে একটা ফাঁসের দড়ি ঝুলতে ঝুলতে তার গলায় এসে আটকে গেল।

তার গলায় ফাঁসটা আটকে যেতেই টারজন এমন কায়দা করে দড়িটা গাছের উপর টেনে ধরল যে কুলঙ্গা মোটেই চীৎকার করতে পারল না। এবার তার দড়িটা গাছের একটা মোটা ডালের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে নিজে নেমে গেল। তারপর তার কোমর থেকে ছুরিটা বার করে সেটা কুলঙ্গার বুকের উপর আমূল বসিয়ে দিল। এইভাবে তার মা কালার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল সে।

কৃষ্ণকায় নিগ্রো কুলঙ্গার দেহটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল টারজন। জীবনে এই প্রথম মানুষ দেখল সে। কুলঙ্গার আগে আর কোন মানুষ দেখেনি। কুলঙ্গার কোমরে একটা খাপের ভিতর একটা ছোরা ছিল। ছোরাটা খাপ সুদ্ধ নিয়ে নিল টারজন। কুলঙ্গার হাঁটু পর্যন্ত তামার পাত ছিল। সেটাও নিয়ে নিল টারজন।

কুলঙ্গার কপালে আর বুকের উপর যে উল্কি ছিল তাও খুঁটিয়ে দেখতে লাগল টারজন। তারপর কুলঙ্গার মাথা থেকে পালকওয়ালা পোশাকটাও নিয়ে নিল সে। তার তখন খুব খিদে পেয়েছিল। ইচ্ছা করলে মরা কুলঙ্গার মাংস খেতে পারত সে। কুবলাতকে সে যখন মেরেছিল তখন সে তাদের দলের সদস্য বলে তার মাংস খায়নি। কিন্তু কুলঙ্গা তাদের দলের কেউ নয়।

সুতরাং তার মাংস খেতে বাধা কোথায়? একটা মরা হরিণ বা শুয়োরের সঙ্গে পার্থক্য কোথায় তার?

কিন্তু কুলঙ্গার মৃতদেহ থেকে ছুরি দিয়ে মাংস কাটার জন্য উদ্যত হয়েও তা কাটতে পারল না টারজন। হাতটা সরিয়ে নিল। হঠাৎ তার মনে পড়ে

গেল, কেবিনের বইতে যে মানুষের কথা পড়েছে মৃত কুলঙ্গা হচ্ছে সেই মানুষ। মানুষ মানুষের মাংস খায় না। কিন্তু কেন খায় না তা সে জানে না। তবে তার বাধা কোথায়? তাই আবার একবার চেষ্টা করল। কিন্তু হঠাৎ বুকের গভীর হতে একটা ঘৃণার ভাব উঠে এসে বিবশ করে দিল টারজনের হাতটাকে। তবে কি টারজনের রক্তের মধ্যে বয়ে যাওয়া যুগ যুগান্ত সঞ্চিত এক সংস্কারবোধ এবং বংশগত প্রবৃত্তির ধারা থেকে উৎসারিত হয়ে এই ঘৃণা প্রতিনিবৃত্ত করল তাকে।

যাই হোক, কুলঙ্গার মৃতদেহটা ফেলে রেখে গাছে উঠে ফাঁসের দড়ি খুলে দড়িটা হাতে নিয়ে সেখান থেকে গাছের ডালে ডালে পা চালিয়ে চলে গেল টারজন।

দশম অধ্যায়

একটা উঁচু গাছের উপর থেকে কুলঙ্গাদের গাঁ-টা ভাল করে দেখল টারজন। দেখল বন আর গাঁয়ের মাঝখানে একটা মাঠ থাকলেও বনের দিকটা পাশ দিয়ে গিয়ে স্পর্শ করেছে গাঁটাকে। সেই গাঁয়ে যারা থাকে তারাও কুলঙ্গার মত মানুষ। সেই সব মানুষদের জীবনযাত্রা জানার এক কৌতূহল অনুভব করল টারজন। ক্রমে অদম্য হয়ে উঠল সে কৌতূহল।

বন্য জীবন যাপন করতে করতে টারজন একটা জিনিস শিখেছিল। দলের বাইরে কাউকে বিশ্বাস করত না। সে জানত দলের বাইরে সবাই শত্রু। তাই সে সহজেই বুঝতে পারল কুলঙ্গাদের গাঁয়ে সরাসরি সে গিয়ে পড়লে তাকে কেউ অভ্যর্থনা জানাবে না; বরং শত্রুতাই করবে। তাই তাদের জীবনযাত্রার কিছু দেখতে হলে সবার অলক্ষ্যে অগোচরে লুকিয়ে থেকে দেখতে হবে।

বন্য জগতে থেকে বন্য জীবন যাপন করতে করতে আর একটা জিনিস শিখেছিল টারজন। সেটা হলো অবলীলাক্রমে কোন ঘৃণা বা হিংসা ছাড়াই কোন জীবজন্তুকে হত্যা করা। সে শুধু আহারের জন্য পশুবধ করত না, আনন্দের জন্যও বটে। যেসব কাজ করে এক আদিম আনন্দ লাভ করত টারজন তার মধ্যে হত্যার ব্যাপারটা ছিল সবচেয়ে বড় কাজ তার কাছে। কারণ একাজ থেকে সেই আদিম আনন্দটা সে পেত সবচেয়ে বেশী। সে

জানত এমনি করে কোন জন্তুকে বা মানুষকে বধ করতে গিয়ে নিজেও বধ হতে পারে। তবু সে বধ না করে পারত না।

বনের যেদিকটা মাঠটার পাশ দিয়ে গাঁয়ের কাছ পর্যন্ত চলে গেছে, বনের সেই দিকটা দিয়ে মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে চলে গেল টারজন। কিন্তু সে অতি সাবধানে ধীর গতিতে এগোতে লাগল। সে বেশ বুঝতে পেরেছিল ধরা পড়ে গেলেই তাকে ওরা মেরে ফেলবে। তাছাড়া কুলঙ্গার হাতে দেখা সেই বিষমাখা তীরগুলো গায়ের মধ্যে একটু লাগলেই মৃত্যু অনিবার্য।

বনটার শেষ প্রান্তে একটা বিরাট বড় গাছের উঁচু ডালের উপর বসে গাঁ-টা দেখতে লাগল টারজন। গাছটার পাতাগুলো বড় বড় আর খুব ঘন। পাতার আড়াল থেকে লুকিয়ে গাঁয়ের জীবনযাত্রার অনেক কিছু দেখতে লাগল সে।

উলঙ্গ শিশুরা গাঁয়ের পথে পথে খেলা করে বেড়াচ্ছিল। মেয়েদের অনেকে

শুকনো কলাগাছগুলো পাথরে পেষাই করছিল। অনেকে আবার ময়দা থেকে কেক তৈরী করছিল। অনেক মেয়ে মাঠে আগাছা পরিষ্কার করা, ফসল তুলে গাদা করা প্রভৃতি কাজ করছিল।

শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরী একধরনের মাদুরের মত জিনিস মেয়েদের কোমর থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঢাকা ছিল। তাদের পায়ে হাতে বুকের উপর পিতল আর তামার গয়না ছিল। গলায় ছিল তারের হার। অনেক মেয়ের নাকে আবার আংটির মত একটা গয়না ছিল।

জীবনে এই প্রথম মেয়েমানুষ দেখল টারজন। এই অদ্ভুত জীবগুলোকে যতই দেখছিল ততই তার বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছিল। পাতায় ঘেরা সেই কুঞ্জবন থেকে টারজন আরও দেখল মাঠের ধার থেকে যেখান থেকে গাঁ-টার শুরু হয়েছে সেখানে সশস্ত্র যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছিল সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে গাঁটাকে রক্ষা করার জন্য।

টারজন দেখল নারীরাই একমাত্র কাজ করছে। মাঠে চাষের কাজ এবং ঘর সংসারের কাজ সব মেয়েরাই করছে। পুরুষদের কোথাও সে কাজ করতে দেখল না।

এরপর টারজন দেখল যে গাছের উপর সে চেপেছিল তার ঠিক তলায় একটা মেয়ে কি করছিল। তার পাশে অনেকগুলো তীর ছিল। তার সামনে জলন্ত আগুনের উপর কড়াইয়ে লালমত কি একটা জিনিস ফুটছিল। মেয়েটি একটি করে তীর তুলে নিয়ে তার সূচলো মুখটা সেই কড়াইয়ের মধ্যে একবার করে ডুবিয়ে পাশে একজায়গায় রেখে দিচ্ছিল।

এবার টারজন সামান্য একটা তীর কিভাবে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্তুর মৃত্যু ঘটায় তার রহস্যটা বুঝতে পারল। টারজন আরও দেখল মেয়েটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একাজ করছে যাতে সেই কড়াইএর লাল বস্তুটি তার হাতে না লাগে। একবার তার হাতের একটা আঙুলে তা একটুখানি লাগতেই সে সঙ্গে সঙ্গে আঙুলটা জলে ডুবিয়ে পাতায় মুছে দিল আঙুলটা। বিষ কি তা জানত না টারজন। তবু সে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে বুঝল কড়াইয়ে ফুটতে থাকা লাল বস্তুটা মারাত্মক একটা কিছু যা আহতদের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটায়।

বিষমাখা ঐ সব তীরের কয়েকটা নিয়ে যাবার ইচ্ছা হলো টারজনের। সুযোগ খুঁজতে লাগল সে। কিন্তু মেয়েটা সেখান থেকে উঠে না গেলে তীর নেওয়া সম্ভব নয়। টারজন যখন এবিষয়ে একটা পরিকল্পনা খাড়া করার চেষ্টা করছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা জোর চীৎকার শুনতে পেল সে। যেদিক থেকে চীৎকারের শব্দটা আসছিল সেদিকে তাকিয়ে সে দেখল যে গাছের তলায় সে কুলঙ্গাকে মেরেছিল সেইখানে একটা নিগ্রো যোদ্ধা দাঁড়িয়ে তার মাথার উপর বর্শাটা সঞ্চালিত করতে করতে খুব জোরে চীৎকার করছে।

টারজনের মনে হলো প্রহরারত সৈনিকটা হয়ত কুলঙ্গার মৃতদেহটা হঠাৎ দেখতে পেয়ে গাঁয়ের লোককে জানাচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত গাঁ-টায় হৈচৈ পড়ে গেল। টারজন দেখল গাঁয়ের কুঁড়েঘরগুলোতে ভিতর থেকে অসংখ্য সশস্ত্র যোদ্ধা ফাঁকা মাঠটা পার হয়ে ছুটে যেতে লাগল সেই গাছতলাটার দিকে। তাদের পিছনে যেতে লাগল গাঁয়ের যতসব বৃদ্ধ, নারী আর শিশু।

টারজন বুঝল এতক্ষণে ওরা কুলঙ্গার মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছে। কুলঙ্গা হচ্ছে ওদের রাজা বা সর্দার মবঙ্গার ছেলে। টারজন দেখল গোটা গাঁ-টা একেবারে জনশূন্য। কোথাও একটা লোকও নেই। এই অবকাশে সে গাছ থেকে নিঃশব্দে নেমে সেই কড়াইএর সামনে দাঁড়িয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখল কোথাও কেউ নেই। এবার সে নিকটবর্তী একটা কুঁড়েঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল ঘরের দরজাটা খোলা। ভিতরে কি আছে তা দেখার একটা কৌতূহল জাগল তার মনে। তাই সে নিঃশব্দে ঘরটার দরজার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াল। কান পেতে শুনল ঘর থেকে কোন শব্দ আসছে কিনা। তারপর সে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। দেখল ঘরটার দেওয়ালে বর্শা, অদ্ভুত আকারের ছোরা প্রভৃতি অনেক অস্ত্র আর ঢাল সাজানো আছে। ঘরের মাঝখানে কোণে অনেক ঘাস আর কতকগুলো মাদুর আছে। ঐগুলো হলো ওদের বিছানা।

একটা লম্বা বর্শা নেবার ইচ্ছা হলো টারজনের। কিন্তু সে অনেকগুলো বিষমাখা তীর নিয়ে যাবে বলে আর বর্শা এখন নিয়ে যেতে পারবে না। দেওয়াল থেকে একে একে অস্ত্রগুলো নামিয়ে ঘরের মাঝখানে সেগুলো রেখে তার উপর রান্নার পাত্রটা রেখে তার মড়ার খুলিটা রাখল। সবশেষে কুলঙ্গার মাথার পোশাকটা চাপিয়ে দিল তার উপর। নিজের কাজ দেখে নিজেই হাসল টারজন।

এরপর ঘর থেকে বেরিয়ে সেই গাছতলায় এসে হাজির হলো। ওদের সমবেত কান্নার ধ্বনি শুনতে পেল টারজন। দেখল ওরা একে একে গাঁয়ের দিকে ফিরে আসছে। টারজন এবার তাড়াতাড়ি যতগুলো পারল তীর নিয়ে আগুনে চাপানো কড়াইটা লাথি মেরে উল্টে ফেলে দিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ল বিদ্যুৎবেগে।

গাছের পাতার আড়ালে এক নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ওদের ব্যাপারটা দেখতে লাগল টারজন। দেখল চারজন লোক কুলঙ্গার মৃতদেহটা গাঁয়ের পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সব লোকেরা সার দিয়ে তার আশেপাশে ও পিছনে যাচ্ছে। তাদের পিছনে মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে শোক প্রকাশ করছে। অবশেষে তারা কুলঙ্গার ঘরের সামনের বারান্দাটায় এসে হাজির হলো। ঐ ঘরটাতেই কিছুক্ষণ আগে ঢুকেছিল টারজন।

টারজন দেখল জনাকতক লোক ঘরের মধ্যে ঢুকেই সবকিছু দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কি সব বলাবলি করতে লাগল। তারপর আরো কয়েকজন ঢুকল। সব শেষে ওদের রাজা কুলঙ্গার বাবা মবঙ্গা ঢুকল। তার হাতে পায়ে কতকগুলো ধাতুর ভারী ভারী গয়না ছিল। গলায় ছিল মরা মানুষের কতকগুলো হাড়ের মালা। মালাটা বুকের উপর ঝুলছে। মবঙ্গা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে টারজন দেখল তার মুখের উপর স্পষ্ট ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। মবঙ্গা কি বলতেই কয়েকজন লোক কার খোঁজে গোটা গাঁ খুঁজে তোলপাড় করতে লাগল। এমন সময় সেই গাছতলাটায় ওদের নজর পড়ল। ওরা দেখল সেই বিষমাখা তীরগুলোর মধ্যে দু' একটা তীর আছে আর বাকি-গুলো রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছে। তার উপর কড়াইটা উল্টোন।

এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল গাঁয়ের লোকেরা। ঘরের কাছে কুলঙ্গার আকস্মিক মৃত্যু, তার ঘরের মধ্যে রহস্যময় রসিকতা, এতগুলি তীরের অপহরণ—একসঙ্গে এই ঘটনাগুলি প্রায় একই সঙ্গে পর পর ঘটে গেছে। অথচ এই সব ঘটনার কোন কারণ তারা অনেক ভেবেও খুঁজে পেল না। তাই এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ে অভিভূত হয়ে উঠল ওরা সকলে।

এদিকে তখন বেলা প্রায় দুপুর। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি তার। তাই গাছের উপর দিয়ে ডালে ডালে তাদের ডেরার দিকে ফিরে যেতে লাগল টারজন। পথের মাঝখানে একবার কুলঙ্গার হাতে মারা সেই শুয়োরটায়

অবশিষ্ট মাংসটুকু খাবার জন্য ও কুলজার যে তীর ধনুক একটা গাছের উপর লুকিয়ে রেখেছিল তা নেবার জন্য থেমেছিল।

একাদশ অধ্যায়

তার দলের কাছে টারজন যখন ফিরে এল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। টারজন যখন কার্চাক আর তার দলের সকলের সামনে অনেক তীর ও একটা ধনুক নামিয়ে তার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বলল তখন তার নিজের বুক গর্বে ও গৌরবে ফুলে উঠল।

তার এই সব গৌরবের কথা শুনে একমাত্র দলনেতা কার্চাকই ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। একমাত্র টারজনই তার দলের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত সদস্য যাকে সে সহ্য করতে পারে না একেবারে, যার প্রতি ঈর্ষার তার সীমা পরিসীমা নেই। তাই কিভাবে সে এক চরম আঘাত হানবে এই টারজনের উপর তার সুযোগ খুঁজতে লাগল সে।

পরের দিন তার তীর ধনুক নিয়ে তীর ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল টারজন। একটা লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে সেই লক্ষ্যে বিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পর পর তীর ছুঁড়ে যেতে লাগল সে। কিন্তু এইভাবে অভ্যাস করতে গিয়ে তার সব তীরগুলো চলে গেল।

টারজনের বাঁদরদল কেবিনটার আশেপাশে সমুদ্রোপকূলের কাছাকাছি তখন শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। ফলে টারজন কেবিনটায় ঢুকে নিশ্চিন্তে অনেকক্ষণ কাটাতে পারত। একদিন কেবিনে একটা আলমারির পিছনে একটা ছোট বাক্স পেয়ে গেল টারজন। বাক্সটায় তালাচাবি লাগানো ছিল এবং তালার গায়েই চাবিটা লাগানো ছিল। চাবিটা একটু ঘোরাতেই তালাটা খুলে গেল।

বাক্সের মধ্যে এক যুবকের সঙ্গে হীরকখচিত একটা সোনার হার আর একটা চিঠি পেল টারজন। ছবিটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল টারজন। সে জানত না ওটা তার বাবার ছবি। তবে তার মুখের হাসিটা খুব মিষ্টি লাগছিল। লকেটওয়ালা সোনার হারটা দেখেও খুব ভাল লাগল তার। এ পর্যন্ত যতগুলো মানুষ দেখেছে সে এদেশে তাদের সকলেরই গলায় কোন না কোন ধাতুর একটা করে হার আছে। তাই সে তার গলায় সেই সোনার হারটা পরে ফেলল।

এরপর চিঠিটা দেখতে লাগল টারজন। চিঠির অক্ষরগুলো সে চিনতে পারলেও সেই সব অক্ষরগুলো মিলে যেসব শব্দের সৃষ্টি করেছে সেসব শব্দের মানে বুঝতে পারল না সে। তার কাছে একটা অভিধান ছিল। কিন্তু সে অভিধানে সেই সব শব্দ খুঁজে পেল না। পেলে বা তাদের অর্থ বুঝতে পারলে সে জানতে পারত ওটা কোন চিঠি নয়, তার বাবার লেখা ডায়েরী। ঐ ডায়েরীর মধ্যে তার জন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত লেখা আছে। তার জীবনের সব রহস্য জানতে পারত তার মধ্যে। ডায়েরীটা ফরাসী ভাষায় লেখা। জন ক্লেটন ফরাসী ভাষাতেই ডায়েরী লিখতে অভ্যস্ত ছিল।

যাই হোক, সেই ডায়েরীর রহস্য তখন ভেদ করতে না পারলেও একটা সংকল্প তার মনের মধ্যে রয়ে গেল। সে রহস্য একদিন সে ভেদ করবেই। সেই সঙ্গে সেই ছবির মধ্যে দেখা অচেনা যুবকের মুখের মিষ্টি হাসিটাও গাঁথা রয়ে গেল তার অন্তরের মধ্যে।

বর্তমানে তার হাতে এখন গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ আছে। তার তীর সব ফুরিয়ে যাওয়ায় তাকে মবঙ্গাদের সেই গাঁয়ে গিয়ে আবার কিছু তীর চুরি করে আনতে হবে।

পরের দিন সকালেই বেরিয়ে পড়ল টারজন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সেই মাঠটার কাছে পৌছে গেল সে। তখনো দুপুর হয়নি। সেদিনকার মত আবার তেমনি করে গাছের উপর ওৎ পেতে লুকিয়ে বসে রইল। দেখল গাঁয়ের পথে পথে ও মাঠে মেয়েরা তেমনি করে কাজ করে যাচ্ছে। সেদিনকার মতই একটি মেয়ে গাছটার তলায় বসে তীরে বিষ মাখাচ্ছে আর আগুনের উপর কড়াইটা তেমনি চাপানো আছে।

কখন গাঁয়ের লোকেরা সবাই ঘরে চলে যাবে এবং কখন মেয়েটা গাছতলা থেকে চলে যাবে তার সুযোগ খুঁজতে লাগল টারজন। এই সুযোগের অপেক্ষায় ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে গাছের উপর চুপচাপ বসে রইল সে।

অবশেষে দিন গিয়ে সন্ধ্যা হলো। মাঠের কাজ সেরে মেয়েরা একে একে ঘরে চলে গেল। গাছতলা থেকে মেয়েটাও গাঁয়ের ভিতর চলে গেল। গাঁয়ের গেট বন্ধ হয়ে গেল। টারজন দেখল গাঁয়ের ভিতরে প্রতিটি কুঁড়ের সামনে মেয়েরা নানারকম খাবার তৈরী করছে।

হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দ শুনতে পেল টারজন। দেখল একদল শিকারী দেরী করে ফিরেছে। তাই বন্ধ গেটের বাইরে থেকে চীৎকার করছে। সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে গেল আর তারা ভিতরে ঢুকে পড়ল। টারজন দেখল ওদের সঙ্গে একজন বন্দী আছে। বন্দীটাকে শিকারীদের সঙ্গে দেখতে পেয়েই গাঁয়ের নারী পুরুষ সকলে এক পৈশাচিক আনন্দে চীৎকার করতে লাগল। মেয়েরা লাঠি আর পাথর দিয়ে আঘাত করতে লাগল লোকটাকে। ওদের পাশবিক নিষ্ঠুরতা দেখে অবাক হয়ে গেল টারজন। সে দেখল তার মত যারা মানবজাতি তারাও

সিংহী আর চিতাবাঘের মতই নিষ্ঠুর। মানবজাতির প্রতি ঘৃণা হতে লাগল টারজনের।

এবার টারজন দেখল বন্দীকে গাঁয়ের মাঝখানে এক জায়গায় মবক্সার ঘরের সামনে একটা লম্বা খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে বেঁধে রাখল গাঁয়ের লোকেরা। তারপর বন্দীকে ঘিরে ছুরি বর্শা প্রভৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে এক নাচের উৎসবের আয়োজন করতে লাগল। মেয়েরা পুরুষ যোদ্ধাদের পিছন থেকে ঢাক বাজাতে লাগল। এই উৎসবের প্রস্তুতি দেখে বাঁদর-গোরিলাদের দমদম উৎসবের কথা মনে পড়ে গেল টারজনের। এরপর কি হবে তা বুঝতে পারল। এরপর বন্দীটাকে ওরা পালাক্রমে আঘাত করবে বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে। কিন্তু বাঁদর-গোরিলারা একটা মৃতদেহকে আঘাত করে আর এরা একটা জীবন্ত মানুষকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে তার মাংস রান্না করে খাবে।

হঠাৎ একজনের হাত হতে একটা বর্শা বন্দীর দেহের একটা অংশকে বিদ্ধ করল। তার মানে এটা হলো সংকেত। এরপর পঞ্চাশটা বর্শা বন্দীর কান, নাক, চোখ, হাত পা প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করল একে একে। বন্দীটার মধ্যে তখনো কিছু চেতনা অবশিষ্ট ছিল। তবু ভয়ঙ্করভাবে পীড়ন চালিয়ে যেতে লাগল তারা তার উপর।

টারজন যখন দেখল গাঁয়ের যত সব সমবেত নরনারীর দৃষ্টি বন্দীটার উপর নিবদ্ধ তখন সে গাছ থেকে বিষমাখানো সব তীরগুলো একটা দড়িতে বেঁধে সেইখানেই রেখে দিল। তারপর তার উপস্থিতিটা তাদের জানিয়ে দেবার জন্য মতলব আঁটতে লাগল।

হঠাৎ কি মনে হতে সেদিন যে কুঁড়েটাতে গিয়েছিল সেই ঘরটাতে চুপি চুপি সকলের অলক্ষে অগোচরে গিয়ে হাজির হলো। অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে সে ঢুকতেই একটা মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা রান্নার পাত্র নিয়ে গেল। টারজন একটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মেয়েটা বেরিয়ে গেলে সে একটা নারকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আবার সেই গাছতলাটায় গিয়ে পৌছল টারজন। তারপর তীরের বাণ্ডিলটা নিয়ে গাছের একটা উঁচু ডালের উপর উঠে বসল। তারপর যখন দেখল মেয়েরা রান্নার জন্য জল গরম করছে আর লোকগুলো মৃত বন্দীটার মাংস তৈরী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন সে সেই নারকেল সজোরে ওদের মাঝখানে ছুঁড়ে দিল। নারকেলটা একটা লোকের মাথায় লাগতেই সে মাটিতে পড়ে গেল।

সমবেত জনতা এতে দারুণ ভয় পেয়ে সকলে ছুটে পালিয়ে গেল আপন আপন ঘরে। আকাশ থেকে অকস্মাৎ একটা নারকেল পড়ায় তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল। পরে যখন তারা দেখল বিষমাখানো তীরগুলো কে নিয়ে গেছে আর কড়াইটা সেদিনকার মত উল্টোন অবস্থায় পড়ে আছে তখন তাদের ভয় আরও বেড়ে গেল। তারা ভাবল তারা হয়ত জঙ্গলের

দেবতাকে রুষ্ট করেছে কোনভাবে। সেই তাঁকে তুষ্ট করার জন্য কিছু পূজা উপাচার দিতে হবে। সেই থেকে গাছতলাটায় রোজ কিছু খাবার রেখে দিত সেই বনদেবতার উদ্দেশ্যে।

সেই রাতটা টারজন সেই গাছটা হতে কিছু দূরে কাটাল। তারপর সকাল হতেই সে তাদের ডেরার দিকে রওনা হলো। কিছু খাবারের সন্ধান করতে লাগল সে। কিন্তু শুধু কিছু পোকামাকড় ছাড়া আর কিছু পেল না। একটা শুকনো গাছের গোড়ায় পোকামাকড় খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ টারজন দেখল তার থেকে কুড়ি পা দূরে একটা সিংহী দাঁড়িয়ে আছে। তার হলুদ জলজলে চোখদুটো টারজনের উপর নিবদ্ধ ছিল। তার লাল জিবটা দিয়ে লালাসিক্ত ঠোঁটদুটো চাটছিল। সে যখন ধীর পায়ে এগিয়ে আসছিল তখন তার পেটটা মাটিতে নুয়ে পড়ছিল।

টারজন এই সুযোগ অনেকদিন ধরে খুঁজছিল। ফাঁসের দড়িটা তার ঘাড়ের উপর ছিল। কিন্তু এবার ফাঁসের দড়ির কোন প্রয়োজন নেই। এবার সে ধনুকে একটা তীর লাগিয়ে ছুঁড়ে দিল সিংহীটা লাফ দেবার আগেই। টারজন পাশে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর ছুঁড়ে দিল। তীরটা সিংহীটার পাছায় লাগল। সিংহীটা গর্জন করে ঘুরে টারজনকে আক্রমণ করল। টারজন আবার একটা তীর ছুঁড়ল। এই তৃতীয় তীরটা সিংহীটার একটা চোখে লাগল। চোখটা তীরবিদ্ধ হওয়ায় সিংহীটা ক্ষেপে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। টারজন সিংহীটার তলায় পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ছুরিটা বার করে সিংহীটার পেটে বসিয়ে দিল। ক্রমে টারজন দেখল সিংহীটার দেহটা নিথর হয়ে ঢলে পড়ল।

তার উপর পড়ে থাকা সিংহীটার মৃতদেহ সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটা পা মৃতদেহের উপর রেখে বিজয়ী পুরুষ বাঁদর-গোরিলার মত উল্লাসে চীৎকার করে উঠল টারজন। তার সেই বন্য বর্বর উল্লাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সমস্ত বনভূমি।

সিংহীর মাংসটা খেতে ভাল নয়। শক্ত আর কেমন বিদকুটে গন্ধ। তবু ক্ষিদের জ্বালায় বেশ কিছুটা খেয়ে চামড়াটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর রোদে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল গভীরভাবে। পরের দিন উঠতে দুপুর হয়ে গেল। উঠে সেই সিংহীটার মৃতদেহের কাছে গিয়ে দেখল তার হাড় মাংস কিছুই পড়ে নেই। কোন ক্ষুধার্ত জন্তু এসে সেগুলো সব খেয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ ধরে বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা হরিণ দেখতে পেল পথে। হরিণটা টারজনকে দেখতে পাবার আগেই একটা বিষাক্ত তীর এসে তার বুকে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে হরিণটা মরে পড়ে গেল ঝোপের ধারে। আবার পেট ভরে হরিণের মাংস খেল টারজন। কিন্তু এবার আর ঘুমোল না। সোজা ডেরার দিকে এগিয়ে চলল।

দলের সামনে টারজন গিয়েই সিংহীর চামড়াটা তাদের গর্বের সঙ্গে দেখাল। তারপর বলল, শোন কার্চাকের দলের বাঁদরেরা, দেখ দেখ, বিরাট হত্যাকারী

টারজন কি করেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ 'নুমাদের' দলের কাউকে মারতে পেরেছে? টারজন তোমাদের সব বাঁদরদের মধ্যে শক্তিশালী। টারজন হচ্ছে—'মানুষ' একথাটা বলতে গিয়েও বলল না, কারণ মানুষ কাকে বলে তা বাঁদরেরা জানে না।

বাঁদরদলের সবাই টারজনের চারপাশে সমবেত হয়ে তার শক্তির কথা সব মন দিয়ে শুনতে লাগল। একমাত্র কার্চাক সরে গিয়ে টারজনের প্রতি তার ঘৃণা আর বিদ্বেষটাকে লালন করতে লাগল।

হঠাৎ কার্চাকের মাথায় একটা কুবুদ্ধি খেলে গেল। ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে করতে তার দলের অনেকগুলো বাঁদরের উপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কামড়াতে শুরু করে দিল। কয়েকজনকে মেরে ফেলল। তারপর তার প্রধান শত্রু টারজনের খোঁজ করতে লাগল। দেখল টারজন একটা গাছের নিচু ডালে বসে রয়েছে।

কার্চাক তখন সদম্ভে আহ্বান জানাল টারজনকে। বলল, নেমে এস টারজন। শক্তিশালী যোদ্ধারা কখনো শত্রুর ভয়ে গাছে উঠে থাকে না। এসো, আমার দাঁতের কামড় সহ্য করো।

ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে পড়ল টারজন। কার্চাক তার দিকে এগিয়ে যেতেই দলের সবাই গাছের উপর এক একটা নিরাপদ জায়গা থেকে দেখতে লাগল। সাত ফুট লম্বা কার্চাকের বিশাল দেহটার উপর তার ছোট মাথাটা

একটা গোলাকার বলের মত দেখাচ্ছিল। হাঁ করে দাঁতগুলো বার করে সে গর্জন করতে লাগল। তার রক্তের মত ঘোর লাল চোখগুলোতে তার উন্মত্ত

রাগের আবেগ প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। টারজনের চেহারাটা ছ ফুট লম্বা হলেও কার্চাকের পাশে তাকে তুচ্ছ মনে হচ্ছিল।

তার উপর টারজনের হাতে তখন একমাত্র ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না। তার তীর ধনুকটা একটু আগে কিছুটা দূরে নামিয়ে রেখেছে। কারণ সে তখন সিংহীর চামড়াটা সবাইকে দেখানোর জন্য ব্যস্ত ছিল।

যাই হোক, খাপ থেকে ছুরিটা বার করে এগিয়ে আসা কার্চাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল্ টারজন। কার্চাক দুটো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে এলে সে একটা হাত ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে তার ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল কার্চাকের বুকের উপর হৃৎপিণ্ডটার একটু নিচে। কিন্তু ছুরিটা তার বুক থেকে তুলতে পারল না টারজন। সেটা তেমনি বুকের উপর গাঁথাই রয়ে গেল। কারণ কার্চাক তখন দাঁত বার করে টারজনের ঘাড়ের উপর একটা কামড় বসাতে যাচ্ছিল। দুজনে পরস্পরকে বধ করার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছিল।

কিন্তু টারজনের ছুরিটা কার্চাকের বুকে আমূল তখনো বসে থাকায় কার্চাকের শক্তি প্রায়ই কমে আসছিল। সে যতবার দুহাত দিয়ে টারজনের দেহটাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, ততবারই টারজন ঘুসি মেরে সরিয়ে দিচ্ছিল কার্চাককে। অবশেষে কার্চাকের দেহটা শক্ত হয়ে বুকে ছুরি সমেত লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

টারজন তখন কার্চাকের বুক থেকে ছুরিটা বার করে তার মৃতদেহের উপর একটা পা তুলে দিয়ে তার বিজয়োল্লাসের দ্বারা সমস্ত বনভূমিকে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত করে তুলল সে। এইভাবে প্রথম যৌবনেই বাঁদরদলের রাজা হয়ে উঠল টারজন।

দ্বাদশ অধ্যায়

দলের মধ্যে আর একজন ছিল যে টারজনের প্রভুত্বকে মানতে চাইত না। সে হলো তুবলাতের ছেলে টারকজ। কিন্তু টারজনের ধারাল চকচকে ছুরিটাকে দারুণ ভয় করত বলে ছোটখাটো দু-একটা বিষয় ছাড়া টারজনের বিরুদ্ধে কোন বড় রকমের অবাধ্যতা তার আচরণের মধ্যে প্রকাশ করত না কখনো।

টারজন জানত কার্চাকের মত টারকজও সুযোগ খুঁজছে তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য। সুযোগ পেলেই প্রভুত্বটা ছিনিয়ে নেবে তার কাছ

থেকে। তাই সে টারজনের উপর নজর রেখে চলত সব সময়।

একমাত্র দলপতির পরিবর্তন ছাড়া কয়েকমাস ধরে আর কোন ঘটনা ঘটেনি দলের মধ্যে। প্রায় দিন রাত্রিতে টারজন তার দলের সবাইকে দলপতি হিসাবে সেই নিগ্রোদের গাঁয়ের সামনের মাঠটায় নিয়ে যেত। সেখানে গিয়ে বাঁদরগুলো পেটভরে ফসল খেত। কিন্তু ফসলের মধ্যে যা তারা খেতে পারত না তা তারা নষ্ট করত না কখনো।

এই সময় টারজনও মাঝে মাঝে সেই গাঁয়ের ধারে গাছতলাটায় গিয়ে বিষমাখানো তীর চুরি করে নিয়ে আসত। গাছতলায় জঙ্গলের দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যা খাবার থাকত টারজন তার কিছুটা খেত।

গাঁয়ের লোকেরা যখন দেখত গাছতলায় নামানো খাবার রাতের মধ্যে এসে কে খেয়ে গেছে, তখন তারা ভাবত নিশ্চয় দেবতা স্বয়ং এসেছিল। ভাবত রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়া তীরগুলোও সেই দেবতাই হয়ত নিয়ে যায়। তখন তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে ভয়ের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। দলপতি মবঙ্গা তখন ভয়ে অন্য কোথাও সরে যাবার কথা ভাবে। দলনেতাদের সঙ্গে সেকথা আলোচনা করে। গাঁয়ের শিকারীরা বনের গভীরে শিকার করতে গিয়ে নতুন করে এক গাঁ গড়ে তোলার জন্য একটা ভাল জায়গার খোঁজ করতে থাকে।

এই শিকারীদের শিকার অভিযানের ফলে টারজনদের বাঁদরদলের অসুবিধা হতে থাকে। মানুষের সদম্ভ আগমনের ফলে বনের আদিম নিস্তব্ধতা ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। বনের সব জীবজন্তুই বিব্রতবোধ করতে থাকে। বিশেষ করে বাঁদরগোরিলারা মানুষদের একেবারে দেখতে পারে না। সহ্য করতে পারে না।

কিছুকাল সমুদ্রের উপকূলের ধারে বাঁদর-দলটা বাস করতে লাগল। কারণ তাদের দলপতি টারজন কেবিনটার কাছাকাছি থাকতে ভালবাসত। কিন্তু একদিন যখন তারা দেখল একদল কৃষ্ণকায় লোক কোথা থেকে এসে সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের জন্য কতকগুলো কুঁড়েঘর তৈরী করছে তখন তারা আবার এমন এক নতুন জায়গায় চলে গেল যেখানে মানুষ যায় না।

সেই গাঁ থেকে শিকারের জন্য তীর চুরি করে আনা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ল টারজনের পক্ষে। কারণ আগে যেখানে তীর রাখত প্রায়ই তীর চুরি হওয়ার জন্য সেখানে আর তীর রাখে না তারা। অন্য এক গোপন জায়গায় কোন ফসলের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তারজন্য টারজন একদিন সমস্তক্ষণ একটা গাছের উপর পাতার আড়ালে লুকিয়ে রইল। তীরগুলোতে বিষ মাখিয়ে কোথায় তারা রাখে তা দেখে নিল।

এরপর দুবার রাত্রিকালে সেই গাঁয়ে গিয়ে একটা কুঁড়ে ঘর থেকে বেশকিছু তীর চুরি করে নিয়ে এল। গাঁয়ের সশস্ত্র যোদ্ধাগুলো সবাই তখন ঘুমোচ্ছিল।

যে ঘরে তীর ছিল সে ঘরেও কিছু লোক ঘুমোচ্ছিল। টারজন নিরাপদে সেখান থেকে তীর নিয়ে বেরিয়ে এলেও সে বুঝল একাজ বিপজ্জনক এবং বার বার তা করা উচিত নয়। তাই সে আর রাত্রিতে গাঁয়ের ভিতর তীর চুরি করতে না গিয়ে পথে কোন নিগ্রো শিকারীকে দেখতে পেলে গাছের উপর থেকে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাকে বধ করে তার অস্ত্রগুলো সব কেড়ে নিত। অনেক সময় সেই সব মৃতদেহগুলো গলায় ফাঁস লাগা অবস্থায় গাঁয়ের পথে ফেলে রেখে দিত।

টারজনের কেবিনের কাছাকাছি যেসব নিগ্রোরা অন্য জায়গা থেকে এসে বসতি স্থাপন করে তারা কেবিনটাকে দেখতে পায়নি। তবু টারজন প্রায়ই ভয় করত, তারা যেকোন সময়ে কেবিনটাকে দেখতে পেলেই তার ভিতরকার জিনিসপত্র সব লুটপাট করে নিয়ে যাবে। এজন্য সে দল ছেড়ে প্রায়ই কেবিনের ভিতরে অথবা তার কাছে কাছে থাকত। ফলে দলপতি হিসাবে তার কাজকর্মে অবহেলা হতে লাগল। বাঁদরদলের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হয়, বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং দলপতিকেই তা মেটাতে হয়। কিন্তু টারজন প্রায়ই অন্যত্র থাকায় দলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সব অমীমাংসিত রয়ে যায়। এ নিয়ে একদিন দলের কয়েকজন প্রবীণ সদস্য টারজনের কাছে অভিযোগ জানাল। তাদের কথা মেনে নিয়ে একটা মাস টারজন দলের সঙ্গে সঙ্গে থেকে কাটাল।

একদিন বিকালে ঠ্যাকা নামে একটা যুবক বাঁদর এসে অভিযোগ জানাল টারজনের কাছে তার নতুন স্ত্রীকে মুঙ্গো নামে একটা বুড়ো বাঁদর চুরি করে নিয়ে গেছে। টারজন তখন সবাইকে ডাকিয়ে বিচার করল। রায় দিল ঠ্যাকার স্ত্রী যদি মুঙ্গোকে পছন্দ করে তাহলে মুঙ্গো অবশ্যই তার একটা মেয়েকে ঠ্যাকার হাতে তুলে দেবে।

আর একবার ট্যানা নামে একটা মেয়ে-বাঁদর এসে তার স্বামী গান্টোর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল। গান্টো তাকে মেরেছে, কামড়ে দিয়েছে। গান্টোকে ডাকালে সে এসে বলল ট্যানা বড় কুঁড়ে, সে তার স্বামীকে মোটেই দেখে না, ফল-মাকড় এনে দেয় না। টারজন দুপক্ষের কথা শুনে বিচার করে তাদের দুজনকেই তিরস্কার করল। গান্টো যেন তার স্ত্রীকে আর না মারে, মারলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তাকে আর ট্যানাও যেন কর্তব্যকর্ম ঠিকমত করে চলে।

এইসব ছোটখাটো ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে দলের মধ্যে। টারজন এতে বিরক্তি বোধ করে। তার কেবলি মনে হয় দলের অধিপতি হয়ে দলের সঙ্গে সঙ্গে সবসময় থাকা মানেই তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করে ক্ষুণ্ণ করে চলা। তাছাড়া তার কেবিনটা আর আশপাশের জায়গাটাকে বড় ভাল লাগল তার। নির্জন উপকূল, সূর্যালোকিত সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি, কেবিনটার ভিতরের পরিচ্ছন্নতা, তারপর অসংখ্য বইএর এক বিস্ময়কর জগৎ—এই সব কিছুর জন্য মনটা তার ব্যাকুল হয়ে থাকত সব সময়।

তার উপর টারজন বড় হয়ে বুঝল বাঁদরদলের সঙ্গে কোন্‌দিক দিয়েই তার কোন মিল নেই। মানুষ হিসাবে তার মনে কত আশা আকাঙ্খা। কত স্বপ্ন। অবশ্য তার মা কালা বেঁচে থাকলে সেসব কিছু ত্যাগ করে তার কাছে রয়ে যেত। কিন্তু এখন আর কালা নেই। দলের মধ্যে তার কোন বন্ধু নেই। যাদের সঙ্গে একদিন সে খেলা করেছে তারা এখন এক একটা বন্য বর্বর জন্তুতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এই দলের সঙ্গে থাকার থেকে সেই নির্জন কেবিনটা অনেক ভাল। এর উপর টারকজের শত্রুতা মনটাকে ব্যথিত করে তুলেছিল তার।

টারজন জানত তার অবর্তমানে টারকাজই দলের অধিপতি হবে। তাছাড়া এর আগেই অনেকবার দাবি জানিয়েছে সে এবিষয়ে। তার এই ঔদ্ধত্যের জন্য কতবার তাকে শাস্তি দেবার কথাও ভেবেছে টারজন। ভেবেছে তার চুরি করা তীর ছাড়াই শুধু হাতে লড়াই করেই তার বুদ্ধির জোরে টারকজকে হারিয়ে দেবে সে।

একদিন সমুদ্রের ধারে শুয়ে ছিল টারজন। তার দলের সবাই কাছাকাছিই ছিল। টারজনের কাছ থেকে কিছুদূরে টারকজ তাদের দলের একটা বুড়ীকে তার চুলের মুঠি ধরে খুব জোর মারছিল আর বুড়ী চীৎকার করছিল। তার চীৎকার শুনে দলের সবাই এসে জড়ো হয়। বুড়ীটার স্বামীও এসেছিল। কিন্তু সেও বুড়ো হওয়ায় টারকজের সঙ্গে পেরে উঠবে না বলে চুপ করে ছিল বাধ্য হয়ে। টারজন হাত তুলে টারকজকে থামবার নির্দেশ দিল।

টারকজ যখন দেখল টারজন তার তীর ছাড়াই শুধু হাতেই এগিয়ে আসছে তার দিকে, তখন সে তার প্রভুত্বকে অস্বীকার করে ইচ্ছা করে আরো বেশী করে বুড়ীটাকে পীড়ন করতে লাগল।

টারজন এবার টারকজকে আর সাবধান করে না দিয়ে তাকে আক্রমণ করল। টারকজও সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীটাকে ছেড়ে দিয়ে টারজনের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। টারকজের যেমন ধারাল দাঁত ছিল টারজনের তেমনি ধারাল ছুরি ছিল। তাছাড়া তার ছিল বুদ্ধি আর সাহস।

জোর লড়াই চলতে লাগল দুজনের মধ্যে। টারকজ তার বুকে আর মাথায় অনেকগুলো ছুরির আঘাত খেল। আর টারকজও তার দাঁত আর নখ দিয়ে টারজনের দেহের অনেক জায়গায় ক্ষত করে দিল। তার মাথার নিচে কপালের কাছে অনেকখানি চামড়া কেটে গিয়ে চোখের উপর ঝুলতে লাগল এমনভাবে যে সে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। একসময় দুজনে গড়াগড়ি খেতে লাগল। অবশেষে টারজন টারকজের পিঠের উপর বসে তাকে বেকায়দায় ফেলে তার মাথাটা ধরে তার বুকের উপর নোয়াতে লাগল আর একটু চাপ দিলে তার ঘাড়টা ভেঙ্গে যেত এবং টারকজ মারা যেত। ইচ্ছা করলে টারজন তার ছুরিটা টারকজের বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলতে পারত তাকে।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের মাঝেও তার মানবোচিত যুক্তিবোধ হারায়নি টারজন। সে ভাবল টারকজকে বধ করলে তার প্রভুত্ব বাড়বে এবং আরও অবিসম্বাদিত হবে ঠিক, কিন্তু তাতে তার কি লাভ হবে? সে ত আর দলের মধ্যে থাকতে চায় না। সেক্ষেত্রে টারকজ না থাকলে দলপতি হবার মত আর কোন শক্তিমান সদস্য নেই। দল একটা শক্তিমান যোদ্ধাকে হারাবে।

টারজন তাই অনেক ভেবে টারকজকে বাঁচিয়ে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তার ঘাড়টা বুকের উপর নুইয়ে বলল, 'কা গোদা?' তার মানে তুমি এব্যার হার মানছ?

এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল টারকজ। বলল, 'কা গোদা।' অর্থাৎ হার মানছি।

এবার চাপ কিছু কমিয়ে দিল টারজন। কিন্তু একেবারে মুক্তি দিল না টারকজকে। বলল, শোন, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের রাজা, বিরাট শিকারী, বিরাট যোদ্ধা। সারা জঙ্গলের মধ্যে আমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তুমি হার মেনেছ আমার কাছে। দলের সবাই তা শুনেছে। আর কখনো তোমার রাজার সঙ্গে বা দলের আর কারো সঙ্গে ঝগড়া করো না। যদি তা করো তাহলে এর পরের বার তোমাকে মেরে ফেলব। বুঝলে?

টারকজ বলল, হুঁ।

এবার বাঁদরদলের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, তোমরা এতে সন্তুষ্ট?

সকলেই সমবেতভাবে উত্তর দিল, হুঁ।

টারজন এবার টারকজকে ধরে তুলে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সকলে যে যার কাজে চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু বাঁদরদলের সকলের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে রইল যে টারজন এক বিরাট যোদ্ধা আর এক অদ্ভুত প্রাণী। শত্রুকে বধ করার ক্ষমতা তার থাকা সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে দলের সবাই শিকারের কাজ থেকে ফিরে এলে ছোট্ট নদীর জলে তার দেহের সব ক্ষতগুলো ধুয়ে ফেলল টারজন। তারপর পুরুষ বাঁদরদের সকলকে এক জায়গায় ডেকে বলল, আজ তোমরা সকলে নিজের চোখে দেখেছ টারজন তোমাদের সবার থেকে, সবচেয়ে শক্তিশালী।

তারা একবাক্যে সবাই বলল, হুঁ। টারজন সত্যিই মহান।

টারজন আরও বলল, টারজন কিন্তু তোমাদের মত বাঁদর নয়। তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা। সে তার জাতির লোকদের খোঁজে দূরে চলে যাবে সমুদ্রের ধার দিয়ে। তোমরা তোমাদের রাজাকে বেছে নাও দলের ভিতর থেকে। কারণ টারজন আর ফিরবে না।

এইভাবে শ্বেতাঙ্গদের সন্ধানে একা বেরিয়ে পড়ল যুবক টারজন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সে রাত্রিতে বনের কাছেই এক জায়গায় ঘুমোল টারজন। সকাল হতেই রওনা হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পশ্চিম দিকের সেই সমুদ্রোপকূলে এসে হাজির হলো। টারকজের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তার পায়ে ও দেহের কয়েক জায়গায় ক্ষত হয়েছিল।

বেশ কয়েকদিন ধরে কেবিনটাতেই সব সময় থেকে বিশ্রাম করতে লাগল টারজন। এক এক সময় শুধু কিছু ফলমূল বা আহারের মত সন্ধানে বার হত।

দশ দিন পরই সুস্থ হয়ে উঠল টারজন। শুধু চোখের কাছে কপালের ক্ষতটা রয়ে গেল। ঐ জায়গাটা থেকে টারকজ খানিকটা মাংস তুলে নেয়। কেবিনের মধ্যে থাকার সময় সিংহীর চামড়াটা রেখে দিয়েছিল টারজন। তবে সেটা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়ায় সেটা আর পরতে পারল না। কিন্তু টারজন এবার আর উলঙ্গ হয়ে থাকতে চায় না। কিছু না কিছু একটা পরে লজ্জা নিবারণ করতে চায় সে।

এই জন্য যেসব নিগ্রো যোদ্ধাদের গাছের উপর থেকে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে সে, তাদের হাত ও পায়ের গয়নাগুলো নিয়ে এসে নিজে পরতে লাগল টারজন। কেবিনে পাওয়া তার মায়ের সোনার হারটা পরল। তার পিঠে অনেকগুলো তীর সমেত একটা তূণ একটা চামড়ার বেল্ট দিয়ে আটকানো ছিল। কোমরে একটা বেল্ট দিয়ে তার বাবার ছুরিটা বাঁধা ছিল। কুলঙ্গার ধনুকটা তার বাঁ কাঁধে ঝোলানো ছিল। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক যোদ্ধার মত দেখাত তাকে। তার মাথার কালো লম্বা চুলগুলো ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে থাকত। তবে সামনের দিকের চুলগুলো ছুরি দিয়ে কিছুটা ছেঁটে দেওয়ায় সেগুলো তার চোখের সামনে ঝুলে পড়ত না। শিকারী যোদ্ধা টারজনকে প্রাচীন গ্রীক দেবতার মত মনে হত। তার একমাত্র দুঃখ তার পরনে কোন কাপড় নেই। বাঁদরদের মত তার গায়ে লোম নেই বলে আরো আশ্চর্য হত সে। কিন্তু পরে দেখল তার মত কৃষ্ণকায় মানুষগুলোর গায়ে বা মুখে লোম নেই। তখন বুঝল বাঁদর আর মানুষ এক নয়।

টারকজের সঙ্গে লড়াইয়ে আহত হবার পর আবার দেহে শক্তি ফিরে পেয়েছে। গায়ে বল পেয়ে একদিন সকালে মবঙ্গাদের গাঁয়ে চলে গেল টারজন। এবার সে গাছে গাছে না গিয়ে পায়ে হেঁটে বনপথ দিয়ে চলে গেল। পথে এক নিগ্রো যোদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিন্তু টারজন তার ধনুকে তীর সংযোজন

করতে না করতেই লোকটা পালিয়ে গেল। ভয় পেয়ে সে চীৎকার করে তার সঙ্গীদের সাবধান করে দিল।

টারজন তখন গাছের উপর উঠে গাছের ডালে ডালে এগিয়ে গিয়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের কাছাকাছি এসে পড়ল।

দেখল কৃষ্ণকায় লোকগুলো বনের ভিতর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে পালাচ্ছে। কিন্তু তারা দেখতে পেল না টারজন কখন তাদের গতিপথে মাথার উপর একটা গাছের ডালের উপর ওৎ পেতে বসে আছে।

টারজন প্রথম তুজনকে গাছের তলা দিয়ে চলে যেতে দিল। কিন্তু তৃতীয় লোকটা গাছের তলায় এলেই তার দড়ির ফাঁসটা লোকটার গলায় আটকে দিয়ে তাকে গাছের উপর তুলতে লাগল। লোকটার সঙ্গীরা পিছন ফিরে তা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল। টারজন তখন তাড়াতাড়ি লোকটাকে বধ করে তার অস্ত্র ও গয়নাগুলো নিয়ে নিল। তারপর তার কোমর থেকে হরিণের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে পরল। এবার তাকে সত্যিই মানুষদের মত সুন্দর দেখাচ্ছে। একবার তার ইচ্ছা হলো তার এই পোশাকটা বাঁদরদলের সবাইকে দেখায়।

কিন্তু তার এখন কিছু সেই বিষমাখানো তীরের দরকার। তাই সে মৃত লোকটাকে কাঁধে করে মবঙ্গাদের গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলল। গাঁয়ের কাছে গিয়ে কিছুটা দূর থেকে দেখল তিনজনের মধ্যে যে তুজন নিগ্রো যোদ্ধা তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গাঁয়ে পালিয়ে যায় তারা গ্রামবাসীদের মাঝখানে তাদের সেই ভয়ঙ্কর কথা বর্ণনা করছে। তারা বলল, তারা যখন তিনজনে বনপথ দিয়ে আসছিল তখন এক নগ্নদেহ শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাকে দেখতে পায়। তারপর তারা প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে থাকে। পরে তারা পিছন ফিরে দেখে তাদের একজন সঙ্গী গলায় ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় একটা গাছের তলায় ঝুলছে এবং শূন্যে হাত পা ছুঁড়ছে, তার জিবটা মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সে কোন শব্দ করতে পারছে না। যে মৃত লোকটার কথা ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের শোনাচ্ছিল লোক তুটো তার একজনের নাম মিরাণ্ডো।

মিরাণ্ডোর মৃত্যুর ঘটনাটা গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করলেও মবঙ্গা তা করল না। তার মনে সন্দেহ জাগল। সে বলল, আসলে সত্য কথা বলছ না। আসলে একটা সিংহ তোমাদের সঙ্গী মিরাণ্ডোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তোমরা ভয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছ। এসে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলছ।

ওরা সবাই গাঁয়ের শেষে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। মবঙ্গার কথা শেষ হতে না হতে মাঠের ধার পর্যন্ত এগিয়ে আসা বনের একটা গাছের ডালে জোর একটা শব্দ হলো। তখন নিগ্রোরা সকলে সভয়ে সেদিকে তাকাতেই দেখল গাছ থেকে ঐন্দ্রজালিকভাবে মিরাণ্ডোর মৃতদেহটা ঝুলিয়ে তাদের পায়ের কাছে কে ফেলে দিল। অথচ গাছের উপর কোন লোককে দেখতে পেল না। তখন মবঙ্গার মত কড়া লোকও ভয় পেয়ে গেল। তারা সকলে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে গাঁয়ের ভিতর চলে গেল। সকলেই আপন আপন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

টারজন এবার মৃতদেহটাকে কাঁধে করে গাঁয়ের গেটটার কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল। তারপর সে সেই গাছতলাটায় গিয়ে অনেকগুলো তীর দিয়ে

বনদেবতার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া খাবার খেয়ে চলে এল। এইভাবে তার কাজ হাসিল করে কেবিনে ফিরে এল টারজন।

এদিকে কিছু পরে গ্রামবাসীরা ভয়ে ভয়ে গেটের কাছে এসে প্রথমে মিরাণ্ডোর মৃতদেহটাকে দেখল। পরে গাছতলায় গিয়ে যখন দেখল দেবতার উদ্দেশ্যে রেখে যাওয়া খাবার আর তীরগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে তখন তারা ভাবল মিরাণ্ডো বনের এক অপদেবতাকে দেখতে পায় এবং তারই হাতে নিহত হয়। মিরাণ্ডোর মৃত্যুর এটাই যুক্তিসঙ্গত কারণ বলে ধরে নিল তারা। কারণ যাদের সঙ্গেই সেই অপদেবতার দেখা হয় তারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর যারা জীবিত আছে তাদের সঙ্গে সেই অপদেবতার দেখা হয়নি।

সেই অপদেবতাকে তীর আর খাবার দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলে সে তাদের কোন ক্ষতি করবে না। মবঙ্গা তাই তখন থেকে খাবারের সঙ্গে কিছু করে তীর সেই গাছতলাটায় রেখে দিতে বলল। তাহলে মুনাঙ্গো কিবাতি নামে সেই বনদেবতা তুষ্ট হবে তাদের উপর।

আজও কেউ যদি আফ্রিকার জঙ্গলের অন্তবর্তী কোন দূর গাঁয়ে যায় তাহলে সে দেখতে পাবে গাঁয়ের শেষে একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে কিছু খাবার আর কতকগুলো তীর বনদেবতার উদ্দেশ্যে পূজার নৈবেদ্য বা অঞ্জলি হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে।

সেদিন কেবিনে ফিরে এসে সমুদ্রের ধারে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল টারজন। দেখল স্থল দিয়ে তিন দিক ঘেরা এক প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের মত জায়গাটায় সমুদ্রের শান্ত জলের উপর একটা বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। আর বেলাভূমির কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা নৌকো। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো এই যে একদল শ্বেতাঙ্গ বেলাভূমি আর তার কেবিনটার মাঝখানে ঘোরাফেরা করছে। টারজন একটা গাছের উপর উঠে পাতার আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগল ওদের।

শ্বেতাঙ্গ লোকগুলো সংখ্যায় দশজন। টারজনের মনে হলো লোকগুলো দেখতে ঠিক তার ছবির বইয়ে দেখা লোকগুলোর মত। লোকগুলোর রোদে-পোড়া তামাটে মুখগুলো দেখে তাদের শয়তানের মত মনে হচ্ছিল। তারা নৌকোর কাছটায় জড়ো হয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে ঝগড়া করছিল পরস্পরের মধ্যে। মাঝে মাঝে ঘুষি পাকিয়ে হাত নেড়ে কি সব বলছিল।

হঠাৎ তাদের মধ্যে বেঁটে ধরনের ইঁদুরমুখো কালো দাড়িওয়ালা একটা লোক দৈত্যের মত লম্বা চওড়া অন্য একটা লোকের কাঁধের উপর হাত দিয়ে কি বলল। অন্য সব লোকগুলোও দৈত্যের মত লোকটার সঙ্গে ঝগড়া আর তর্ক-বিতর্ক করছিল। বেঁটে দাড়িওয়ালা লোকটা এবার হাত দিয়ে দেখিয়ে দৈত্যের মত লোকটাকে কূলের দিকে কোথায় যেতে বলল। কিন্তু সেই লম্বা চওড়া লোকটা সেইদিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই তার পিঠের উপর তার রিভলবার বার

করে একটা গুলি করল দাড়িওয়ালা বেঁটে লোকটা। দৈত্যের মত লোকটা সামনে তুহাত বাড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটল তার।

রিভলবারের গুলির আওয়াজ জীবনে প্রথম শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল টারজন। কিন্তু কোনরকম ভয় পেল না। তবে শ্বেতাজ লোক গুলো তার মত মানবজাতির

অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখে মনে দুঃখ পেল টারজন। তার মনে হলো তারা কৃষ্ণকায় জঙ্গলী লোকগুলোর থেকে মোটেই ভাল নয়, বাঁদর-গোরিলাগুলোর থেকে সভ্য নয়, শ্বাবর বা সিংহীদের থেকে কম নিষ্ঠুর নয়। ওরা তার মত শ্বেতাঙ্গ বলে ওদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওর ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু সে আবেগটা সামলে নিতে পারায় ভালই হয়েছে—এখন বুঝতে পারল।

টারজন দেখল, দৈত্যাকার লোকটা মরে যাবার পর বাকি লোকগুলো নৌকোয় করে সেই জাহাজটায় গিয়ে উঠল। জাহাজের ডেকেও আরো কতকগুলো লোক ঘোরাফেরা করছিল।
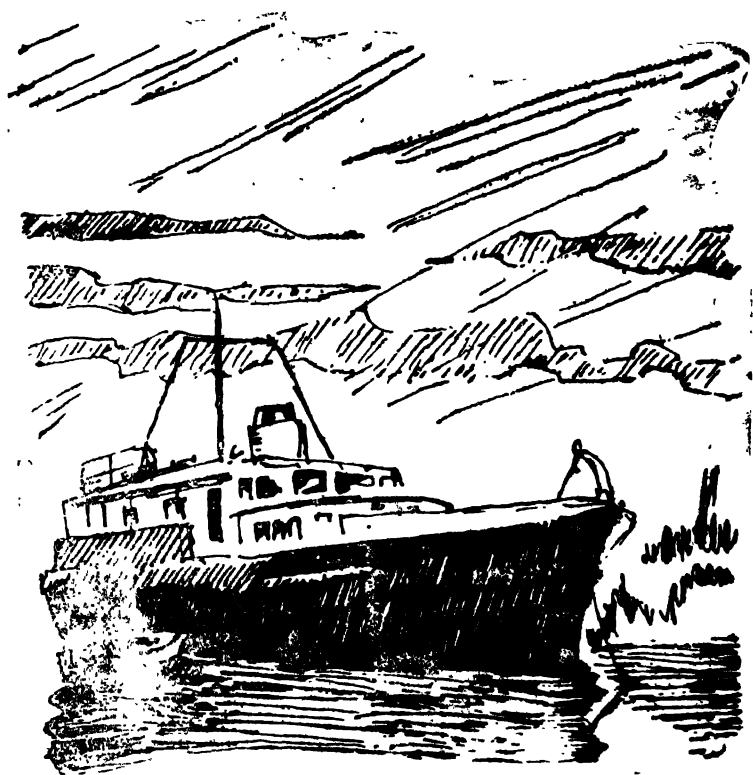
এই অবসরে টারজন গাছ থেকে নেমে কেবিনে গিয়ে দেখল কারা তার ভিতরে ঢুকে সব জিনিসপত্র তছনচ করে দিয়ে গেছে। প্রবল রাগের একটা ঢেউ খেলে গেল তার শিরায় শিরায়। তার হঠাৎ কি মনে পড়তেই ছুটে গিয়ে আলমারীটা খুলে দেখল টিনের বাক্সটা ঠিকই আছে। সেই ছোট্ট টিনের

বাক্সটাতে ক্লেটনের একটা ফটো আর তার ডায়েরী ছিল যে ডায়েরীর লেখাগুলো সে পড়ে বুঝতে পারেনি।

টারজন কেবিনের জানালা দিয়ে দেখল জাহাজ থেকে একটা নৌকো নামিয়ে আর একজন লোককে চাপানো হচ্ছে তার উপর। আরো দু-একটা নৌকোতে বাক্স পেঁটরা প্রভৃতি অনেক মালপত্র নামানো হচ্ছে। টারজন আরো দেখল মানুষ ও মালপত্র বোঝাই নৌকোগুলো দ্রুতগতিতে এইদিকেই আসছে। ৮

টারজন বুঝতে পারল ওরা নিশ্চয় তীরে এসেই এই কেবিনটায় আশ্রয় নেবে। হঠাৎ সে একটা কাগজ আর পেন্সিল দিয়ে একটা নোটিশের মত লিখে দরজার উপর টাঙিয়ে দিল। তারপর সেই টিনের বাক্সটা, অনেকগুলো তীর আর বর্শাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

দুটো নৌকোয় করে কুড়িজন লোক মালপত্র নিয়ে বেলাভূমির রূপালি বালির স্তূপের উপর নামল। ওদের মধ্যে পনেরজন ছিল নাবিক। তাদের মুখগুলো ছিল শয়তানের মত দেখতে। বোঝা যাচ্ছিল তারা নোংরা প্রকৃতির আর রক্তপিপাসু। বাকি পাঁচজন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিল বয়োবৃদ্ধ। তার মাথার চুলগুলো ছিল সাদা ধবধবে। চোখে রিমলাগানো চশমা, গায়ে ছিল একটা ফ্রক কোট। তার পোশাকটা আফ্রিকার জঙ্গলের পটভূমিকায় বেমানান দেখাচ্ছিল। বৃদ্ধের পিছনে ছিল লম্বা চেহারার এক যুবক, তার পরনে ছিল সাদা পোশাক। তার পিছনে ছিল আর একজন বয়োপ্রবীণ লোক। তার কপালটা খুব উঁচু এবং তার চালচলনের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব ছিল। ওদের পিছনে ছিল একজন মোটাসোটা চেহারার নিগ্রো মহিলা। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার চোখগুলো ঘুরছিল। নাবিকগুলো যখন তাদের বাক্স-পেঁটরাগুলো নৌকো থেকে নামাচ্ছিল নিগ্রো মহিলাটি তখন তাদের পানে তাকিয়ে ছিল। সবশেষে নামল উনিশ বছরের এক তরুণী। লম্বা চেহারার যুবকটি তাকে ধরে শুকনো বালির উপর নামিয়ে দিলে মেয়েটি তাকে ধন্যবাদ দিল।

এই পাঁচজনের দলটি নীরবে বেলাভূমি থেকে কেবিনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মনে হলো এই কেবিনে এসে ওঠার ব্যাপারটা আগেই ঠিক হয়েছিল। নাবিকরা তাদের মালপত্রগুলো সব কেবিনটার মধ্যেই রেখে দিল।

সহসা দরজার উপর টাঙানো নোটিশটার উপর একজন নাবিকের চোখ পড়তেই বলল, এ আবার কি? এটা ত একটু আগে ছিল না।

তখন অন্যান্য নাবিকরাও সেখানে জড়ো হয়ে ঘাড় উঁচু করে নোটিশটা দেখতে লাগল। কিন্তু নোটিশের লেখাগুলো তারা পড়তে না পারায় সেই

বৃদ্ধের শরণাপন্ন হলো। একজন নাবিক তাকে বলল, হে অধ্যাপক মশায়, এগিয়ে এসে এটা দেখুন ত।

বৃদ্ধ এসে নোটিশটা ভাল করে পড়ে আপন মনে বলে উঠল, খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

তখন যে নাবিকটা তাকে ডেকেছিল সে বলল, হায় বুড়ো ফসিল কোথাকার। ওটা কি নিজের মনে মনে পড়ার জন্য ডাকলাম? জোরে জোরে পড়।

বৃদ্ধ তখন বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্ষমা করো আমায়। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বলে সে আবার পড়তে লাগল মনে মনে। মনে মনে পড়তে পড়তে সে হয়ত সেটা নিয়ে ভাবত। কিন্তু সেই নাবিকটা তার জামার কলার ধরে জোরে পড়তে বলল। তখন বৃদ্ধ অধ্যাপক নোটিশটা জোরে চীৎকার করে পড়তে লাগল। এই বাড়িটা টারজনের। টারজন বহু পশু আর কৃষ্ণকায় ব্যক্তির হত্যাকারী। টারজনের কোন জিনিসপত্র নষ্ট করবে না। সে সবকিছু লক্ষ্য রাখছে।

বাঁদরদলের রাজা টারজন।

নাবিকটা তখন বলে উঠল, কে এই শয়তান টারজন?

যুবকটি বলল, সে নিশ্চয় কোন ইংরেজ।

তরুণী মেয়েটি বলল, কিন্তু বাঁদরদলের রাজা টারজন কথাটার মানে কি?

যুবকটি বলল, তা ত জানি না মিস পোর্টার। আপনি কি বলেন অধ্যাপক পোর্টার?

অধ্যাপক আর্কিমেদিস পোর্টার চশমাটা ঠিক করে বললেন, খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু আমি যা বলেছি তার বেশীত কিছু বলতে পারব না ঘটনাটার ব্যাখ্যা করে।

তরুণীটি বলল, কিন্তু বাবা, তুমি ত কিছুই বলনি এবিষয়ে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম বাছা। এই সব সমস্যামূলক ব্যাপার নিয়ে তোমার ছোট্ট মাথাটা ঘামিও না।

এই বলে তিনি তাঁর পায়ের তলার মাটিটার দিকে তাকিয়ে তাঁর পিছনের দিকে কোটের কোণটা ধরলেন।

ইঁদুরমুখো নাবিকটা তখন বলল, এই বুড়োটা আমাদের থেকে বেশী কিছুই জানে না।

নাবিকটার অপমানজনক কথায় রেগে গিয়ে যুবকটি বলল, তোমার জিবটাকে ভদ্র করার চেষ্টা করো। তোমরা আমাদের অফিসারকে খুন করেছ। আমাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছ। আমরা এখন তোমাদের হাতে পড়েছি। কিন্তু তুমি যদি অধ্যাপক পোর্টার আর মিস পোর্টারের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার না করো তাহলে আমার হাতে বন্দুক না থাকলেও তোমার ঘাড়টা শুধু হাতে ভেঙে দেব।

উদ্ধত নাবিকটার কাছে দুটো রিভলবার আর একটা ছোরা থাকা সত্ত্বেও যুবকের হুঁসিয়ারিতে সে কিছুটা সরে গেল।

যুবকটি আবার বলতে লাগল, তুমি একটা কাপুরুষ। কোন লোক পিছন না ফিরলে তাকে গুলি করতে পার না। আমি কিন্তু পিছন ফিরলেও আমাকে গুলি করতে পারবে না।

এই বলে সে নাবিকটার সামনেই পিছন ফিরে তার কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য হাঁটতে লাগল।

নাবিকটা এবার যুবক ক্লেটনের পিছন দিকে তাকিয়ে তার একটা রিভলবারের ঘোড়াটার উপর হাত রাখল। তবু একবার তার সঙ্গীদের পানে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কি হত তা বলা কঠিন। এমন সময় হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে সব ওলট পালট হয়ে গেল।

এতক্ষণ ওরা কেউ দেখতে পায়নি ওদের সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে একজন অদূরে একটা গাছের উপর পাতার আড়ালে বসে ওদের সব কাজকর্ম লক্ষ্য করছে। টারজন যখন প্রথম দেখে একটা নাবিক রিভলবার থেকে গুলি করে একজন লম্বা শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করে তখনই সে নাবিকটার এই বর্বর আচরণে রেগে যায়। তারপর যখন দেখল সেই নাবিকটা আবার ক্লেটন নামে এক সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ যুবককে হত্যা করার জন্য তার রিভলবারে হাত দিয়েছে তখন আর থাকতে পারল না। সে তাদের কথাবার্তা বুঝতে না পারলেও তাদের অঙ্গভঙ্গি আর মুখের ভাব দেখে সবকিছুই বুঝতে পারছিল।

টারজন ধনুকে একটা বিষাক্ত তীর যোজনা করার কথা ভাবল। কিন্তু যখন ভেবে দেখল তীরটা গাছের ঘন পাতায় আটকে যেতে পারে তখন সে তার হাতের বর্শাটা সেই উদ্ধত নাবিকটাকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা গিয়ে নাবিকটার একটা কাঁধ গভীরভাবে বিদ্ধ করল।

ইঁদুরমুখো নাবিকটা যখন তার রিভলবারটা অর্ধেক বার করে গুলি করতে যায় এবং যখন অন্যান্য নাবিকরা তার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তখনি অকস্মাৎ ঘটে যায় ঘটনাটা। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকের আঘাতে নাবিকটা পড়ে যায় মাটিতে।

অধ্যাপক পোর্টার তখন তাঁর সহকারী সম্পাদক স্যামুয়েল ফিলাণ্ডারকে নিয়ে বনের ভিতরে ঘুরতে চলে গেছেন। নিগ্রো মহিলা এসমারাল্ডা তখন কেবিনের ভিতর মালপত্রগুলো গুছিয়ে রাখছিল। নাবিকটা ক্লেটনের পিঠ লক্ষ্য করে গুলি করতে গেলে মিস পোর্টার ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। এমন সময় টারজনের বর্শাটা নাবিকটার ডান কাঁধটাকে বিদ্ধ করতে সে পড়ে যায়। তার রিভলবার থেকে তখন গুলিটা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কারো গায়ে লাগেনি।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নাবিকরা এসে তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়। অনেকে অস্ত্র হাতে বনের যেদিক থেকে বর্শাটা নিক্ষিপ্ত হয় সেদিকে তাকায়।

কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে যায়। ক্লেটনও তখন ভিড়ের মাঝে এসে নাবিকের হাত থেকে পড়ে যাওয়া রিভলবারটা সকলের অলক্ষ্যে তুলে

নিয়ে পকেটে রাখে।

জেন পোর্টার নামে তরুণীটি তখন বলে ওঠে, কে বর্শা ছুঁড়ল?

ক্লেটনও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বনের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমি জোর গলায় বলতে পারি বাঁদরদলের রাজা টারজন আমাদের লক্ষ্য করছে। বুঝেছি কাকে লক্ষ্য করে সে বর্শাটা ছোঁড়ে। তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সে আমাদের বন্ধু। কিন্তু তোমার বাবা ও ফিলাণ্ডার কোথায়? যেই হোক, জঙ্গলের মধ্যে সশস্ত্র একজন কেউ আছে।

অধ্যাপক পোর্টার ও ফিলাণ্ডারের নাম ধরে জোরে ডাকতে লাগল ক্লেটন। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। তখন উদ্বেগে বিহ্বল হয়ে ক্লেটন বলল, এখন কি করা উচিত মিস পোর্টার? আমি তোমাকে এই সব গলাকাটা লোকগুলোর কাছে একা রেখে যেতে পারি না। জঙ্গলে আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। অথচ তোমার বাবার অবশ্যই খোঁজ করা উচিত। তাঁরা দুজনেই বাস্তব জ্ঞান-বিবর্জিত। এই গভীর জঙ্গলে আমাদের সকলেরই জীবন বিপন্ন। কিছু মনে করো না, তোমার বাবা ফিরে এলে আমাদের বিপদাপন্ন অবস্থার কথাটা বুঝিয়ে দিতে হবে তাঁকে। বুঝিয়ে দিতে হবে তাঁর আত্মভোলা মনের জন্য তিনি তোমার ও তাঁর নিজের বিপদ ডেকে আনতে পারেন।

জেন পোর্টার বলল, আমি মোটেই কিছু মনে করব না। এবিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমার বাবা এতই আত্মভোলা যে তাঁকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা উচিত।

ক্লেটন আবার জেনকে বলল, তুমি রিভলবার ব্যবহার করতে পার? আমার কাছে একটা আছে। এইটা নিয়ে তুমি আর এসমারাল্ডা কেবিনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে থাকতে পারবে। আমি ততক্ষণে ওঁদের খোঁজ করে আসি।

ক্লেটনের কথামত কেবিনের মধ্যে চলে গেল জেন। ক্লেটন তখন নাবিকদের কাছে গিয়ে একটা রিভলবার চাইল। সে বনের ভিতরে যাবে। আহত নাবিকটা তখনো মরে নি। সে তার সঙ্গীদের বলল, ওকে অস্ত্র দিও না। সেই দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে খুন করার পর এই নাবিকটাই এখন তাদের ক্যাপ্টেন আর নাবিকদলের নেতা হয়েছে। অন্যান্য নাবিকরা তার বিরোধিতা করতে সাহস পায় নি।

রিভলবারটা না পেয়ে মাটির উপর পড়ে থাকা বর্শাটা হাতে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল ক্লেটন। এদিকে জেন আর এসমারাল্ডা কেবিনের দরজা বন্ধ করে ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে তিনটে নরকঙ্কাল দেখতে পেয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠল এসমারাল্ডা। ওরা দেখল একটা কঙ্কাল ঘরের মেঝের উপর আর একটা কঙ্কাল বিছানার উপর পড়ে আছে। জেন দেখল দোলনার উপর একটা শিশুর কঙ্কালও পড়ে রয়েছে।

জেন ভাবতে লাগল এই কঙ্কালগুলো কাদের, কিভাবেই বা তারা এখানে আসে এবং কোন্ অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে এরা নিহত হয়। এসমারাল্ডা

ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিলে জেন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এতে তুমি সংকট আরো বাড়িয়ে তুলছ। চুপ করো।

তারপর দুজনে চেষ্টা করে ঘরের দরজাটার কাঠের খিলটা ভাল করে এঁটে দিয়ে একটা বেঞ্চের উপর পরস্পরের হাত ধরে বসে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্লেটন জঙ্গলের মধ্যে চ'লে গেলে 'এ্যারো' নামে অপেক্ষমান জাহাজের বিদ্রোহী নাবিকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। অবশেষে তারা ঠিক করল এই বিপদসংকুল জঙ্গলের ধারে আর না থেকে অবিলম্বে জাহাজের মধ্যে গিয়ে ওঠা উচিত। সেখানে অন্ততঃ জঙ্গলের এই অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ হতে পারবে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে সেই দুটো নৌকোয় করে জাহাজে চলে গেল।

আজ টারজন জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আজ সে অল্প সময়ে এতকিছু দেখেছে যে তার মাথা ঘুরছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে বস্তু সে দেখেছে তা হলো সুন্দরী তরুণী জেন পোর্টারের মুখখানা। টারজন বুঝল এই দলের মধ্যে যেসব শ্বেতাঙ্গরা রয়েছে তারা তারই মত মানুষ। তাছাড়া তাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই; সুতরাং এর থেকে বোঝা যায় তারা কাউকে খুন করেনি এবং নাবিকগুলোর মত তারা অন্ততঃ নিষ্ঠুর নয়। অবশ্য সে যদিও দেখেছে যুবকটি তার হাত থেকে রিভলবারটা তরুণীকে দিয়েছে তবু তার যুবকটিকে ভাল লেগেছে এবং কেন জানে না তরুণীটির প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ ক্রমাগত অনুভব করছে মনের মধ্যে। নিগ্রো মহিলাটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গিনী বলে তাকেও তার ভাল লাগছে। একমাত্র নাবিকগুলোর হাবভাব দেখে তাদের প্রতি একটা দারুণ ঘৃণা অনুভব করছে টারজন। কারণ সে বুঝেছে নাবিকগুলো এই শ্বেতাঙ্গ দলটির শত্রু।

টারজন যখন দেখল দুর্বৃত্ত নাবিকগুলো জাহাজে চলে গেছে এবং জেনরা তার কেবিনের মধ্যে নিরাপদে আছে তখন যুবকের অনুসরণ করতে লাগল সে। যুবক কিজন্য বনের মধ্যে গেছে, বৃদ্ধ দুজনই বা কেন গেছে তা সে কিছুই জানে না। তবু তারা বিপদে পড়তে পারে এই ভেবে গাছের উপর উঠে তাদের খোঁজ করতে গেল।

গাছের ডালে ডালে এগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্লেটনের দেখা পেল টারজন। দেখল একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে ক্লান্ত হয়ে মুখের ঘাম মুছছে ক্লেটন। আর তার অদূরে শীতা বা একটা চিতাবাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। চিতাবাঘটাকে দেখতে পায়নি ক্লেটন। মাঝে মাঝে সে দুজন লোকের নাম ধরে চীৎকার করে ডাকছিল। টারজন বুঝল সে সেই দুজন বৃদ্ধের খোঁজ করছে। চিতাবাঘটাকে দেখতে না পেলে টারজন নিজেই সেই বৃদ্ধদের খোঁজ করতে চলে যেত।

শীতা,বা চিতাবাঘটা ক্লেটনের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য লাফ দিতে না দিতে

বাঁদরগোরিলাদের মত ভয়ঙ্কর একটা চীৎকার করে উঠল টারজন। সেই গর্জন শুনে চিতাবাঘটা লেজ গুটিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ক্লেটন তা শুনে চমকে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। এমন বিকট চীৎকার জীবনে সে কখনো শোনেনি। সে ভীরু বা কাপুরুষ না হলেও ভয়ের এক হিমশীতল হাত সে তার অন্তরের মধ্যে প্রথম অনুভব করল। ক্লেটন কিন্তু বুঝতে পারল না এই বিকট চীৎকারটা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে আর যে সেই চীৎকারটা করেছে আসলে সে তারই খুড়তুতো ভাই।

প্রথমে ক্লেটন বুঝে উঠতে পারল না এমন অবস্থায় কি সে করবে। এইভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে সে অধ্যাপক পোর্টারের খোঁজ করবে না কেবিনে ফিরে যাবে তা ঠিক করতে পারল না। অবশেষে ভাবল এতক্ষণে হয়ত অধ্যাপক পোর্টার আর তাঁর সহকারী ফিরে এসেছেন। সুতরাং সে ফিরে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। তাই সে কেবিনে ফিরে যাবার জন্য সেখান থেকে রওনা হয়ে পড়ল।

কিন্তু টারজন বুঝল ক্লেটন ভুল পথে যাচ্ছে। এই পথে গেলে মবঙ্গাদের গাঁয়ে গিয়ে উঠবে সে। বুঝল ক্লেটনের মত একজন শ্বেতাঙ্গ সামান্য একটা বর্শা হাতে নিয়ে সেখানে গেলে তার মৃত্যু অবধারিত। তাছাড়া তার হাতের বর্শাটা দেখে বেশ বোঝা যায় সে বর্শা চালনা করতে জানে না। এই পথে গেলে সে বৃদ্ধ দুজনেরও খোঁজ পাবে না। কারণ তারা গেছে অন্য পথে এবং সে পথ টারজন জানে।

টারজন এবার কি করবে তা ভেবে পেল না। যদি সে তাকে কেবিনে যাবার সঠিক পথ দেখিয়ে না দেয় তাহলে এই জঙ্গলে মৃত্যু তার অনিবার্য। তাছাড়া তার ডান দিকে অল্প কিছু দূরেই একটা নুমা বা সিংহ মাটিতে পেটটা ঠেকিয়ে তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সিংহটা গর্জন করতেও শুরু করে দিয়েছে এবং তা শুনে ভয়ে সচকিত হয়ে বর্শাটা উঁচু করে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্লেটন।

হঠাৎ তার মাথার উপর একটা অদ্ভুত চীৎকার শুনতে পেল ক্লেটন। একটু আগে সে এই চীৎকারই শুনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লেটন দেখল গাছের উপর থেকে একটা তীর এসে সিংহের গাটাকে বিদ্ধ করল। ক্লেটন একটু সরে গেল। সিংহটা তখন আবার তাকে আক্রমণ করার জন্য লাফ দিল। এবার ক্লেটন আশ্চর্য হয়ে দেখল দৈত্যাকার এক নগ্নদেহ মানুষ গাছ থেকে সিংহটার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। এরপর যে দৃশ্য দেখল ক্লেটন তা সে জীবনে ভুলতে পারবে না কখনো। দৈত্যাকার সেই শ্বেতাঙ্গ মানুষটা সিংহটার কেশর ধরে খানিকটা উপর দিকে তুলে ডান হাত দিয়ে সিংহের ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে তার ছুরিটা বাঁ দিকে ঘাড়ের উপর বারবার আমূল বসিয়ে দিতে লাগল। টারজন এই আক্রমণের কাজটা এত দ্রুত সেরে ফেলল যে সিংহটা প্রতি-আক্রমণের কোন সুযোগ পেল না। আক্রমণের আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে

পড়ে সে। কিছুক্ষণের মধ্যে মাটির উপর নিস্পন্দ হয়ে লুটিয়ে পড়ল সিংহটা।

এবার তার সামনে সেই অদ্ভুতদর্শন দৈত্যাকার মানুষটাকে দেখতে লাগল ক্লেটন। কোমরে একটা পশুর চামড়া ছাড়া গায়ে আর কোন পোশাক-

আশাক বলতে কিছুই নেই। গায়ে ও পায়ে রয়েছে আদিম অধিবাসীদের মত কতকগুলো গয়না। গলায় হীরকের লকেটওয়ালা একটা সোনার হার। গায়ের রংটা তারই মত আর বয়সে সে তারই মত যুবক।

টারজন এবার শিকারের ছুরিটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে তার ফেলে দেওয়া তীর ধনুকটা কুড়িয়ে নিল। ক্লেটন ইংরিজি ভাষায় তাকে ধন্যবাদ দিল তার জীবন রক্ষার জন্য। কিন্তু টারজন লিখতে না জানলেও উচ্চারণ না জানায় কোন কথা বলতে পারল না। এরপর ছুরি দিয়ে সিংহের মৃতদেহটা থেকে কিছুটা মাংস কেটে খাবার সময় ক্লেটনকেও ডাকল। কিন্তু ক্লেটন কাঁচা মাংস খেতে পারে না বলে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খাওয়া হয়ে গেলে টারজন ইশারায় ক্লেটনকে তাকে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু ক্লেটন ভাবল লোকটা হয়ত তাকে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যাবে। সে জন্য সে তার সঙ্গে যেতে চাইল না। ক্লেটন একবার ভাবল এই হচ্ছে বাঁদরদলের টারজন। কিন্তু নাবিকের কাগজে ইংরিজি লেখা দেখে ভেবেছিল টারজন যে-ই হোক ইংরিজি জানে। কিন্তু এই লোকটা ইংরিজিতে কথা বলতে না পারায় সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারল না ক্লেটন।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। টারজন তাকে পথ দেখিয়ে কেবিনে নিয়ে যাবে একথা ইশারায় ক্লেটনকে বললেও ক্লেটন তার সঙ্গে যেতে না চাওয়ায় তার জামার কলার ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল টারজন। কিছুক্ষণ পর ক্লেটন আর বাধা না দিয়ে তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় যেতে লাগল। তাছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বনপথ ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য জীবজন্তুর ডাকে ভয় পেয়ে সে বারবার জড়িয়ে ধরতে লাগল টারজনকে।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল ক্লেটন। তারপরেই সব চুপ হয়ে গেল।

এদিকে কেবিনের মধ্যে সেই বেঞ্চটায় বসে এসমারাল্ডা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। জেন তার পাশেই বসে ছিল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জানা অজানা কত সব জন্তু জানোয়ারের ডাক শোনা যাচ্ছে। অথচ তাদের তিনজন লোকই জঙ্গলের কোথায় কি করছে তার কিছুই ঠিক নেই।

সহসা দরজার বাইরে কিসের একটা শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল জেন। বলল, চুপ করো এসমারাল্ডা। তোমার কান্নার শব্দ পেয়ে অনেকেই আকৃষ্ট হবে আমাদের দিকে।

তার মনে হলো কোন একটা জন্তু তার ভারী দেহটা দিয়ে দরজায় চাপ দিচ্ছে। তার কিছু পরেই কেবিনের জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে একটা সিংহকে দেখতে পেল। সিংহটা এবার জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে মুখটা ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন আকাশে চাঁদ থাকায় চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সিংহটাকে।

সিংহের মুখটা দেখে আর তার ডাক শুনে এসমারাল্ডা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল ঘরের মেঝের উপর। সিংহটা কিছুক্ষণ জানালার উপর থাকার পর আবার দরজার সামনে গিয়ে জোরে চাপ দিতে লাগল। কুড়ি মিনিট ধরে সিংহটা দরজায় আঁচড় কাটতে থাকার পর আবার জানালার কাছে ফিরে গেল। আবার গরাদের উপর চাপ দিতে লাগল। মাঝে মাঝে একবার করে জানালা থেকে নেমে আবার গরাদের উপর চাপ দিতে লাগল জানালার গরাদের উপর। এইভাবে বারকতক করার পর জানালার একটা গরাদ ভেঙ্গে গেল। সিংহটা তখন একটা থাবা আর মুখটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। ঘাড়টা ঢুকিয়ে জোর চাপ দিতে গরাদগুলো সরে যেতে লাগল আর একে একে ভিতরে তার দেহটা ঢুকিয়ে দিতে লাগল সিংহটা।

জেন দেখল সিংহের মুখটা তার কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে। তার পায়ের তলায় এসমারাল্ডা তখনো মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। এবার জেন এসমারাল্ডাকে নাড়া দিয়ে জাগাতে লাগল। এবার ওঠ, তা না হলে আমরা দুজনেই মরব।

এসমারাল্ডা চোখ খুলে তাকিয়ে সিংহের হাঁ-টা দেখে উঠে না দাঁড়িয়ে হামা-গুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করতে লাগল ভয়ে। তারপর সে একবার আলমারিটার কাছে তার ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল। কিন্তু একমাত্র মুখ ছাড়া দেহের কোন অংশ ঢোকাতে না পারায় এবং কানের মধ্যে ক্রমাগত হিংস্র জীবজন্তুর গর্জন আসতে থাকায় আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল সে।

এসমারাল্ডার চেঁচামেচিতে সিংহটা একটু থেমেছিল মাঝখানে। কিন্তু সে আবার মূর্ছিত হয়ে পড়তে সিংহটা আবার জানালা ভাঙ্গার কাজে মন দিল।

হঠাৎ জেনের মনে পড়ল ক্লেটন তাকে একটা রিভলবার দিয়ে গেছে। এবার সে সিংহের মুখের কাছে রিভলবার নিয়ে গিয়ে একটা গুলি করল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটাও নেমে গেল জানালার গরাদ থেকে। এদিকে গুলি করেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল জেন। রিভলবার তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল মেঝের উপর। সিংহটা রাগে যন্ত্রণায় গর্জন করে উঠল।

সিংহটা মরেনি। গুলি তার ঘাড়ের কাছে একটু লেগে যায়। গুলির কর্ণবিদারক শব্দে আর চোখধাঁধানো ঝলকানিতে ভয় পেয়ে কিছুটা সরে যায় সে। পরমুহূর্তেই সে নতুন উদ্যমে ও প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার জানালার উপর। কিন্তু এবার ঘরের দুজন বাসিন্দাই নীরব হয়ে শুয়ে আছে। আর কোন বাধা না পেয়ে এবার সে গরাদের ফাঁক দিয়ে তার মুখ আর কাঁধদুটো একটু একটু করে ঢোকাতে লাগল। আর একটু হলেই সে তার গোটা দেহটা ঢুকিয়ে দেবে।

জেন সহসা চোখ মেলে এই দৃশ্যই দেখতে পেল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পথ চলতে চলতে ক্লেটন একটা গুলির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে যায়। জেনের জন্য শঙ্কা বেড়ে যায় তার। ভাবল কোন বর্বর পশু বা মানুষ তাকে আক্রমণ করার জন্যই হয়ত তারই দেওয়া রিভলবারটা থেকে গুলি ছুঁড়েছে সে। হয়ত সে কোন বিপদে পড়েছে।

তার প্রদর্শক টারজন তখন কি ভাবছিল তা বলতে পারবে না সে। তবে গুলির শব্দ শুনে সেও হয়ত কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কারণ শব্দটা শোনাব পর থেকে চলার গতি এমন বাড়িয়ে দেয় টারজন যে ক্লেটন তার সঙ্গে এত জোরে হাঁটতেই পারছিল না। তাব সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বারকতক পড়ে গেল সে। টারজন তখন তাকে কাঁধে নিয়ে গাছের উপর দিয়ে লাফিয়ে এডাল ওডাল দিয়ে এগিয়ে চলল। টারজন তাব গলাটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে বলল ক্লেটনকে।

একটা গাছ ছেড়ে দিয়ে আর একটা গাছেব ডাল ধবে বাঁদবের মত আশ্চর্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল টাবজন। প্রথম প্রথম দারুণ ভয় হচ্ছিল ক্লেটনের। পরে সে আশ্চর্য হয়ে যায়। মাঝে মাঝে গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদটা দেখতে পাচ্ছিল ক্লেটন আর তখনি চাঁদেব আলোয় নিচের বনপথটা নজরে পড়ছিল তার। সে দেখল তারা মাটি থেকে অনেক উপরে আছে।

অবশেষে তারা উপকূলের কাছে ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়ল। টারজন ক্লেটনকে নিয়ে একশো ফুট উঁচু একটা গাছেব উপব থেকে নেমে পড়ল। ওরা মাটিতে নেমেই দেখল কেবিনের জানালার উপর একটা সিংহ দাঁড়িয়ে গরাদের ভিতর দিয়ে ভিতরে মুখটা ঢুকিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে টারজন দ্রুতগতিতে সেখানে গিয়ে সিংহটার পিছনের পা দুটো ধরে টানতে লাগল। ক্লেটনও গিয়ে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে লাগল।

টারজন ক্লেটনকে বলল তার পিঠের তূণ থেকে একটা বিষাক্ত তীর আর কোমর থেকে ছুরিটা বার করে সেগুলো সিংহটার পিঠের উপর সে যেন বসিয়ে দেয়। কিন্তু ক্লেটন তার কথা বুঝতে পারল না। এদিকে টারজন সিংহটাকে ছাড়তেও পারছিল না।

ওদিকে জেন চেতনা ফিরে পেয়ে যখন দেখল সিংহটা এবার ঘরে ঢুকবেই এবং তাদের দুজনের জীবন্ত দেহ থেকে মাংস ছিঁড়ে খাবে তখন সে ঘরের মেঝে থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে গুলি করে তাদের দুজনকেই হত্যা করার কথা

ভাবছিল যাতে সিংহটা তাদের জীবন্ত ধরতে না পারে। এমন সময় সে দেখল বাইরে থেকে দুজন লোক সিংহটাকে টেনে জানালা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একসময় সিংহটা উল্টে পড়ে যেতে টারজন তার তলায় পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে সিংহটার ঘাড়টা ধরে উঠে পড়ে তার ছুরিটা সেই ঘাড় ও পিঠের উপর বসিয়ে দিল। সিংহটা থাবা দিয়ে মাটির উপর আঁচড় কাটতে লাগল। ক্লেটন দেখল সিংহটার ঘাড়টা প্রায় দু ফাঁক হয়ে গেছে। এবার মরা সিংহটার উপর টারজন বিজয়ী বীরের মত দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বিজয়সূচক চীৎকার করে উঠল।

ক্লেটন এবার কেবিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জেনকে দরজা খুলতে বলল। জেনও তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ক্লেটনকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। বলল, ঐ বিকট চীৎকারটা কিসের?

ক্লেটন বলল, যে ব্যক্তিটি সিংহটাকে মেরে তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছে এ চীৎকার তারই।

এবার ক্লেটনের সঙ্গে বাইরে গিয়ে মরা সিংহটাকে একবার নিজের চোখে দেখল জেন। কিন্তু টারজনকে দেখতে পেল না ওরা। তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে সে কোথায়। ওরা আবার ঘরের মধ্যে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। জেন বলল, কী বিকট চীৎকার! এ চীৎকার কোন মানুষের হতে পারে না।

ক্লেটন বলল, হ্যাঁ মিস পোর্টার। আমি দেখেছি। তবে সে হয় মানুষ অথবা কোন বনদেবতা।

এরপর বনের মধ্যে যা যা ঘটেছিল, টারজন কিভাবে পর পর দুবার তার প্রাণ বাঁচায় তার সব কথা একে একে বলল জেনকে। সেই সঙ্গে বাদামী রঙের চামড়া, সুন্দর মুখ, অমিত আশ্চর্য শক্তি আর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিসম্পন্ন সেই মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা জানাল ওরা দুজনেই।

ক্লেটন বলল, প্রথমে ভেবেছিলাম ঐ লোকটাই হলো টারজন। কিন্তু পরে দেখলাম ও ইংরিজি ভাষা বোঝে না, কথা বলতেও পারে না। সুতরাং ও কখনই টারজন নয়।

জেন বলল, ও যেই হোক, ওর কাছে আমরা আমাদের জীবনের জন্য ঋণী। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন! ওর জঙ্গলজীবন নিরাপদ করুন।

এতক্ষণে উঠে বসে কথা বলল এসমারাল্ডা। বলল, ঈশ্বরের কৃপায় আমরা তাহলে মরিনি।

একসময় জীবিত অবস্থায় সিংহের কামড় এড়াবার জন্য এসমারাল্ডাকে ও নিজেকে গুলি করে হত্যা করতে গিয়েছিল একথা এখন মনে করে বেঞ্চের উপর পাগলের মত হাসতে লাগল জেন পোর্টার।

ষোড়শ অধ্যায়

কেবিন থেকে কয়েক মাইল দূরে বালুকাময় এক বেলাভূমির উপর দুজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়েছিল। দুজনে কোন একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করছিল। তাদের সামনে তখন প্রসারিত ছিল আটলান্টিক মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি আর পিছনে ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ। তাদের দুপাশে ও পিছন দিক থেকে ঘিরে ছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গম অরণ্যের জটিল অন্ধকার।

প্রায় প্রতি মুহূর্তেই বন্য জীবজন্তুর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। তাছাড়া কত রকমের অজানা পোকামাকড়ের ডাকও কানে আসছিল। কেবিনটাতে ফিরে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে তারা। মাইলের পর মাইল ধরে বহু বনপথ পার হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই ভুল পথে এগিয়ে গেছে। অবশেষে পথহারা অবস্থায় হতাশ হয়ে এই নির্জন বেলাভূমির ভিন্ন এক জগতে এসে দাঁড়ায়।

এখন তাদের সামনে একমাত্র সমস্যা কিভাবে তাদের শিবিরে ফিরে যাবে। কোন্ পথে গেলে কেবিনটাকে খুঁজে পাবে। এরই উপর নির্ভর করছে তাদের জীবনমৃত্যু।

স্যামুয়েল ফিলাণ্ডার প্রথমে কথা বলল, হে আমার প্রিয় অধ্যাপক, আমি এখনো মনে করি, পনের শতকের স্পেনের মূরদের উপর ফার্ডিন্যাণ্ড আর ইসাবেলা আধিপত্য বিস্তার করতে না পারলে আজ আমরা যে জগতে দাঁড়িয়ে রয়েছি সে জগৎ এক হাজার বছর এগিয়ে যেত সভ্যতার দিকে। মূররা ছিল সহিষ্ণু, উদারনীতিবাদী, কৃষি, ব্যবসা ও কারিগরী বিদ্যায় উন্নত। ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে আজ যে সভ্যতা আমরা দেখছি তা তাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অথচ স্পেনবাসীরা—

অধ্যাপক পোর্টার তাকে থামিয়ে বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার, তাদের ধর্মই তাদের সকল সম্ভাবনাকে মাটি করে দিয়েছে। মুসলমান ধর্ম বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি আজকের সভ্যতাকে সম্ভব করে তুলেছে সে অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।

ফিলাণ্ডার তার কথার মাঝখানে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, থামুন অধ্যাপক মশায়, কে যেন আসছে।

অধ্যাপক আর্কিমেদিস পোর্টার একবার পিছন ফিরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার, কতবার তোমাকে বলেছি উপযুক্ত মনঃসংযোগ না থাকলে উন্নতধরনের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারই সমাধান করতে পারবে না। অথচ এখন তুমি অন্যায়ভাবে সামান্য একটা

চতুষ্পদ জন্তুর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এত বড় আলোচনাটা নষ্ট করে দিলে। এতটুকু সৌজন্যবোধ নেই তোমার।

ফিলাণ্ডার আবার ঝোপের দিকে তাকিয়ে বলল, ঈশ্বরের নামে বলছি অধ্যাপক, বোধ হয় একটা সিংহ।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, হ্যাঁ, খারাপ ভাষায় যদি বল তাহলে ওটা সিংহ। কিন্তু আমি বলছিলাম—

ইতিমধ্যে একটা সিংহ ঝোপ থেকে বেরিয়ে ওদের থেকে দশ হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সিংহটা ওদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে ছিল।

চাঁদের আলো তখন সমগ্র বেলাভূমিটায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

কণ্ঠে এবার বেশ কিছুটা বিরক্তি ফুটিয়ে অধ্যাপক পোর্টার বললেন, অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার। জন মিস্টার ফিলাণ্ডার, জীবনে কখনো আমি এই ধরনের কোন জন্তুকে খাঁচার বাইরে এসে আমার সামনে চলাফেরা করতে দেখিনি। আমি নিশ্চয় নিকটবর্তী চিড়িয়াখানার পরিচালকদের কাছে এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাব।

ফিলাণ্ডার বলল, ঠিক বলেছেন অধ্যাপক, যত তাড়াতাড়ি পারেন তাই করবেন। এখন এখান থেকে রওনা হওয়া যাক।

অধ্যাপকের একটা হাত ধরে ফিলাণ্ডার সিংহটার উল্টো দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিছুটা গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে ফিলাণ্ডার দেখল সিংহটাও তাদের অনুসরণ করছে।

অধ্যাপকের হাতটা শক্ত করে ধরে ফিলাণ্ডার তার গতি বাড়িয়ে দিল। আবার একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, সিংহটাও তার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের দিকেই আসছে।

'সিংহটা আমাদের অনুসরণ করছে।' এই বলে ফিলাণ্ডার ছুটতে লাগল।

অধ্যাপক পোর্টার তখন বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার। এইভাবে ছোটাটা আমাদের মত শিক্ষিত লোকদের কখনো শোভা পায় না। আমাদের কোন বন্ধু আমাদের এইভাবে ছুটতে দেখলে কি বলবে? সুতরাং ভদ্রভাবে চল।

ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে আর একবার তাকিয়ে ফিলাণ্ডার দেখল সিংহটা তাদের কাছ থেকে মাত্র পাচ হাত দূরে আছে।

ফিলাণ্ডার এবার অধ্যাপকের হাতটা ছেড়ে পাগলের মত ছুটতে লাগল।

এবার অধ্যাপক নিজে পিছন ফিরে তাকিয়ে সিংহটার চোখদুটো আর আধখোলা মুখের দাঁতগুলো দেখে ফিলাণ্ডারের পিছু পিছু তিনিও ছুটতে লাগলেন।

তাদের সামনে জঙ্গলের পথটা সরু হয়ে গেছে। ফিলাণ্ডার সেইদিকে ছুটছিল। অদূরে একটা গাছ থেকে একজোড়া চোখ তাদের সবকিছু লক্ষ্য করছিল। সে চোখ হচ্ছে টারজনের। টারজন তাদেরই খোঁজ করতে করতে

এখানে এসে পড়ে। সে দেখল আপাততঃ এই দুজন বৃদ্ধ সিংহটার দিক থেকে নিরাপদ। কারণ সিংহটা তাদের অনুসরণ করলেও তার পেট তখনকার মত ভর্তি থাকায় সে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না। তাকে না রাগালে কিছু করবে না। তবে ছুটতে ছুটতে কেউ যদি তার সামনে পড়ে যায় তাহলে হত্যার আনন্দলাভের লোভটা সংবরণ করতে পারবে না সিংহটা।

টারজন যখন দেখল ফিলাণ্ডার ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন যে গাছে সে বসেছিল সেই গাছের নিচু ডালটা থেকে তার জামার কলার ধরে গাছের উপর উঠিয়ে নিল তাকে। তারপর অধ্যাপক পোর্টার সেই গাছের তলায় এলে তাঁকেও তুলে নিল টারজন। নুমা বা সিংহটা তখন তার শিকার হাত-ছাড়া হয়ে যেতে হতবুদ্ধি হয়ে একটা লাফ দিয়ে গর্জন করে উঠল একবার।

গাছের উপর ফিলাণ্ডারের পাশে বসে অধ্যাপক পোর্টার বললেন, আমি বল-ছিলাম কি, সামান্য একটা হীন পশুর ভয়ে তুমি পুরুষোচিত সাহসের যে শোচনীয় অভাবের পরিচয় দিলে তা সত্যিই দুঃখজনক এবং তোমার সঙ্গলাভের জন্য আমিও ছুটতে বাধ্য হই।

ফিলাণ্ডার বলল, অধ্যাপক পোর্টার, এমন এক একটা সময় আসে যখন ধৈর্য একটা অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় এবং ধর্মের পোশাক পরে শয়তান এসে হাজির হয়। আপনি আমাকে কাপুরুষ বলছেন এবং আমার সঙ্গলাভের খাতিরেই ছুটেছেন বলছেন, সিংহটার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য নয়।

ফিলাণ্ডার এবার অধ্যাপককে সাবধান করে দিয়ে বলল, সাবধানে কথা বলবেন কিন্তু অধ্যাপক পোর্টার। আমি এখন মরিয়া হয়ে গেছি। আপনি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার। তুমি ভুলে যাচ্ছ তোমার অবস্থার কথা।

আমি কিছুই ভুলিনি। কিন্তু আপনিই আমাকে সবকিছু ভুলিয়ে দিচ্ছেন। আপনার বয়স ও বিজ্ঞানের জগতে আপনার পদমর্যাদার কথা সব ভুলে যাচ্ছি আমি।

অধ্যাপক পোর্টার তখন রেগে গিয়ে বলল, শোন অস্থিচর্মসার ফিলাণ্ডার, যদি লড়তে চাও ত কোট খুলে মাটিতে নেমে পড়। তাহলে আজ হতে ষাট বছর আগে যেমন করেছিলাম তেমনি করে তোমার মাথাটা ভেঙ্গে দেব।

আশ্চর্য হয়ে ফিলাণ্ডার বলল, বাঃ, বেশ শোনাচ্ছে। আপনি যখন মানুষের মত কথা বলেন তখন আপনার সব কথা শুনি। কিন্তু আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে আপনি আর মানুষের মত নেই।

অধ্যাপক পোর্টার অন্ধকারে একটা হাত বাড়িয়ে ফিলাণ্ডারের কাঁধের উপর রেখে বললেন, ঈশ্বর জানেন শুধু জেন আর তোমার খাতিরে আমি মানুষের মত হবার চেষ্টা করে আসছি। ঈশ্বর আমার আর একটি জেনকে ছিনিয়ে নেবার

পর থেকেই এ চেষ্টা করে আসছি আমি।

ফিলাণ্ডারও তার একটা হাত বাড়িয়ে অধ্যাপক পোর্টারের হাতেরউপর রাখল। এইভাবে বিবদমান দুটি মানুষের অন্তর পরস্পরের অনেকটা কাছে এসে পড়ল।

সিংহটা গাছটার তলায় ওদের পায়ের নিচে তখনো ঘোরাফেরা করছিল। ওরা দুজনেই আর কোন কথা বলল না। দুজনেই চুপচাপ বসে রইল। গাছের উপর আর যে একজন মানুষ বসেছিল সেও তখন স্তব্ধ হয়ে ছিল পাথরের মূর্তির মত।

অধ্যাপক পোর্টার এবার কথা বললেন। বললেন, তুমি আমায় যথাসময়ে গাছের উপর তুলে নিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেছ। এজন্য তোমায় ধন্যবাদ।

ফিলাণ্ডার আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি ত আপনাকে তুলিনি। বলতে ভুলে গেছি আমাকেই কে একজন এই গাছের উপব টেনে তুলে নেয়। এই গাছেই হয়ত কেউ একজন আছে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, তুমি ঠিক বলছ ত ফিলাণ্ডার?

হাঁা, ঠিক বলছি অধ্যাপক। সেই ব্যক্তিটিকে আমাদের দুজনেরই ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

এমন সময় টারজন দেখল সিংহটা যাচ্ছে না, গাছতলায় তখনো ঘোরাফেরা করছে। সে তাই আকাশের দিকে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের মত ভয়ঙ্কর জোরে একটা গর্জন করতেই সিংহটা সেখান থেকে চলে গেল।

অধ্যাপক পোর্টার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

এই বলে হঠাৎ জোর ভয় পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফিলাণ্ডারকে ধরলেন তিনি। এদিকে টারজনের গর্জন শুনে হঠাৎ চমকে উঠে ফিলাণ্ডার পড়ে যাচ্ছিল গাছের ডাল থেকে। তার উপর অধ্যাপক পোর্টার তার উপর ঢলে পড়ায় সে টাল সামলাতে না পারায় দুজনেই দুজনকে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল গাছ থেকে।

কিছুক্ষণ তারা দুজনেই চুপ করে মরার মত শুয়ে রইল। ভাবল তাদের হাত পা হয়ত ভেঙ্গে গেছে। কিছু পরে অধ্যাপক পোর্টার একটা পা নাড়িয়ে তাঁর সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। পাটা ভাঙ্গেনি দেখে তিনি বলে উঠলেন, খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

ফিলাণ্ডার বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ অধ্যাপক, আপনি তাহলে মরেননি।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম, আমি এখনো বুঝতে পারছি না, এখনো এবিষয়ে নিশ্চিত নই আমি।

একে একে মাথা ও হাতদুটো টেনে অধ্যাপক পোর্টার যখন দেখলেন সব ঠিক আছে, কিছুই ভাঙ্গে নি তখন আবার বলে উঠলেন, খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। সব ঠিক আছে।

এই বলে প্রথমে দু হাতে ভর দিয়ে বিড়াল কুকুরের মত একটু চলে দেখে

পরে উঠে দাঁড়ালেন অধ্যাপক পোর্টার। তারপর ফিলাণ্ডারকে তখনো শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার। কুঁড়ের মত শুয়ে থাকার সময় নয় এটা। এখন আমাদের কাজ করতে হবে।

ফিলাণ্ডার এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। দেখল তারও হাত পা ভাঙ্গেনি এবং দেহের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গই অক্ষত আছে। তবে অধ্যাপক পোর্টারের ভৎর্সনায় সে রেগে গিয়েছিল এবং একটা কড়া উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় নগ্নদেহ টারজনের দৈত্যাকার মূর্তিটা দেখে অধ্যাপক পোর্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অধ্যাপক পোর্টার দেখল সত্যিই তাদের সামনে একটা কৌপীন আর কতকগুলো ধাতুর গয়না পরা একটা নগ্নদেহ দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে।

অধ্যাপক টারজনকে অভিবাদন করে বলল, শুভ সন্ধ্যা স্যার।

তার উত্তরে টারজন নীরবে তাকে অনুসরণ করার জন্য ইশারা করল।

ফিলাণ্ডার বলল, আমার মনে হয় ওকে অনুসরণ করাই আমাদের উচিত। কারণ ও এই অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসী। এখানকার পথঘাট ওর জানা আছে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার। কিছু আগে তুমি আমাকে বুঝিয়েছিলে আমাদের শিবিরটা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং সেই মত আমরা এগোচ্ছিলাম। সুতরাং আমাদের দক্ষিণ দিকেই যেতে হবে।

কিন্তু ফিলাণ্ডার বলল, না, ওকেই অনুসরণ করা উচিত।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, কিন্তু একবার কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে তার থেকে বিচ্যুত হই না আমি, তাতে যদি আমাকে গোটা আফ্রিকা মহাদেশটাও ঘুরতে হয় ত ঘুরব।

কিন্তু এবিষয়ে ওদের তর্কবিতর্ককে আর এগোতে দিল না টারজন। সে তার দড়িটা দিয়ে ওদের দুজনের ঘাড় দুটোকে বেঁধে ওদের টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তখন দুজনেই আর বাধা না দিয়ে স্বেচ্ছায় অনুসরণ করতে লাগল টারজনকে। অধ্যাপক পোর্টার একবার ফিলাণ্ডারকে বলেছিলেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার, এই সব জোর জবরদস্তিমূলক কৌশলের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। কিন্তু সে বাধা টেকেনি।

এইভাবে টারজনের সঙ্গে অনেকক্ষণ যাওয়ার পর ওরা ওদের সামনের কেবিনটাকে দেখতে পেল। কেবিনের কাছে এসে ওদের গলা থেকে দড়ির বাঁধনটা খুলে দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল টারজন।

অধ্যাপক পোর্টার তখন বললেন, এখন দেখছ ফিলাণ্ডার, আমি যা বলেছিলাম তাই ঠিক। তোমার গোঁড়ামির জন্য কত বিপদে পড়তে হলো আমাদের।

অন্য সময় এ কথার প্রতিবাদ করত ফিলাণ্ডার। কিন্তু কেবিনটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে অধ্যাপক পোর্টারের হাত ধরে কেবিনের দিকে

এগিয়ে যেতে লাগল সে। সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকাল পর্যন্ত তারা তাদের ভয়ঙ্কর কত সব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগল।

সব শুনে এসমারাল্ডা বলল, ও মানুষ নয় যেন এক দেবদূত। ঈশ্বর ওকে আমাদের উদ্ধারের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ক্লেটন রসিকতার স্বরে হেসে বলল, যদি তুমি মরা সিংহের কাঁচা মাংস খেতে স্বচক্ষে দেখতে এসমারাল্ডা তাহলে বলতে ও এই মর্ত্যেরই দেবদূত।

এসমারাল্ডা বলল, তাতে কি হয়েছে। ওরা হয়ত রান্না করতে জানে না।

জেন টারজনের সেই গর্জনের ভয়ঙ্কর শব্দটা মনে করে বলল, ওর গলার স্বরের মধ্যেও স্বর্গীয় কোন সুষমা নেই।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, ওর আচরণের মধ্যেও স্বর্গীয় দেবদূতের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আমাদের মত দুজন পণ্ডিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে গলায় দড়ি বেঁধে গরুর মত বনের মধ্য দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসা তার উচিত হয়নি।

সপ্তদশ অধ্যায়

গতকাল সকাল থেকে ওদের কারো কিছু খাওয়া হয়নি। তাই এবার ওরা খাবার তৈরীর কথা ভাবল। নাবিকরা ওদের এখানে নামিয়ে দেবার সময় ওদের পাঁচজনের জন্য কিছু শুকনো মাংস, ময়দা, শাকসব্জী, বিস্কুট, চা, কফি প্রভৃতি দিয়ে যায়। কিন্তু তাতে ওদের ক্ষিদে মিটবে না।

কিন্তু যা হোক কিছু খাওয়ার পরই ওদের এই কেবিনটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তাকে বসবাসযোগ্য করে তুলতে হবে। তবে ঠিক হলো প্রথমেই ঘর থেকে কঙ্কালগুলো সরাতে হবে। অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে কবর দিতে হবে।

অধ্যাপক পোর্টার কঙ্কালগুলো পরীক্ষা করে বললেন, বড় কঙ্কালদুটো কোন এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর এক শ্বেতাঙ্গ নারীর। ছোট কঙ্কালটা অবশ্যই এই হতভাগ্য দম্পতির ছেলের। ক্লেটন পুরুষ কঙ্কালটার হাতের আঙুলে একটা আংটি দেখতে পেল। আশ্চর্য হয়ে সে দেখল আংটিটাতে তাদের গ্রেস্টোক পরিবারের চিহ্ন রয়েছে।

এমন সময় জেন একটা বই খুলে তার প্রথম পাতাতেই দেখল, 'জন ক্লেটন,

লণ্ডন' এই কথাগুলো লেখা রয়েছে। আর একটা বইয়ে শুধু 'গ্রেস্টোক' এই নামটা লেখা আছে।

জেন আশ্চর্য হয়ে ক্লেটনকে বলল, এর মানে কি মাস্টার ক্লেটন? এখানে তোমাদের পরিবারের লোকজনের নাম এল কোথা থেকে?

ক্লেটন গম্ভীরভাবে উত্তর করল, আমার কাকা জন ক্লেটন নিখোঁজ হবার পর গ্রেস্টোক পরিবারের এই আংটিটা পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা জানতাম আমার কাকা সমুদ্রে ডুবে যান।

জেন আবার বলল, কিন্তু এই আফ্রিকার জঙ্গলে কি করে এলেন তাঁরা? এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি?

এ ব্যাখ্যার একটাই উপায় আছে মিস পোর্টার। সমুদ্রে জাহাজডুবিতে তাঁদের মৃত্যু ঘটেনি, এই কেবিনেই তাঁদের মৃত্যু হয়। মেঝের উপর পড়ে থাকা তাঁর ঐ কঙ্কালই তার প্রমাণ।

জেন বলল, তাহলে ঐ কঙ্কাল হলো তাঁর স্ত্রী লেডী গ্রেস্টোকের।

ক্লেটন বলল, সুন্দরী লেডী এ্যালিসের রূপগুণের কত কথাই না বাবা মার কাছ থেকে ছোটবেলায় শুনেছি। হায় হতভাগিনী মহিলা!

যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে কঙ্কালগুলোকে সমাহিত করল ওরা কেবিনের পাশে। দুটো কবরের মাঝখানে একটা ছোট কবরে সমাহিত করা হলো কালার মৃত শিশুর কঙ্কালটাকে। এই শিশু কঙ্কালটাকে কবরের ভিতর রাখতে গিয়ে ফিলাণ্ডার আশ্চর্য হয়ে একবার অধ্যাপক পোর্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কারণ এত বড় লম্বা চওড়া কোন মানবশিশু সে কখনো দেখেনি। কিন্তু অধ্যাপক পোর্টার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, মৃতদের অতীতকে কবরের মধ্যে মাটি চাপা দিয়ে দাও। সে অতীতের কোন্ কিছু জানতে চেও না।

টারজন দূর থেকে একটা গাছের উপর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে লাগল। সবচেয়ে ভাল লাগছিল তার সুন্দরী জেন পোর্টারের মুখখানাকে দেখতে।

টারজনের অশিক্ষিত অমার্জিত বর্বর বুকের মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত আবেগানুভূতি জাগল। এধরনের আবেগ বা অনুভূতি জীবনে এই প্রথম জাগল তার মধ্যে। সে বুঝতে পারল না কেন সে এই অচেনা অজানা লোকগুলোর প্রতি এতখানি আগ্রহ অনুভব করছে। কেন সে এত কষ্ট করে এই দলের তিনজনকে উদ্ধার করল। তবে ঐ তরুণীকে বাঁচাবার জন্য সিংহীটাকে বধ করার ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিল। কারণ নারীরা স্বভাবতই দুর্বল এবং তাদের রক্ষা করাই উচিত।

তবে টারজন ভেবে পেল না এই দলের পুরুষগুলো তার মত শ্বেতাঙ্গ মানুষ হয়েও কেন এত বোকা হলো। সামান্য একটা বাঁদরের যা বুদ্ধি আছে তাও তাদের নেই।

টারজন বুঝতে পারল না-কেন ওরা শুকনো কঙ্কালগুলোকে মাটি খুঁড়ে পুতে

দিল। শুকনো হাড় কেউ কখনো চুরি করে না। হাড়গুলোতে মাংস থাকলেও বা কথা ছিল।

কবরে মাটি চাপা দেওয়ার কাজটা হয়ে গেলেই কেবিনের মধ্যে ফিরে এল ওরা। এসমারাল্ডা দুটি কঙ্কালের জন্য কাঁদতে লাগল। যারা কুড়ি বছর আগে মারা গেছে, যাদের কোনদিন দেখেনি বা যাদের কথা কখনো শোনেনি তাদের জন্য শোক জাগল হঠাৎ তার মধ্যে।

হঠাৎ সমুদ্রের উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠল এসমারাল্ডা। ঐ দেখ, এ্যারো নামে জাহাজটা আমাদের এখানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে।

ক্লেটন বলল, ওরা বলেছিল আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে যাবে আমাদের হাতে।

জেন বলল, এটা হচ্ছে স্নাইপ নামে সেই পাজী লোকটার কাজ। কিং নামে যে লোকটাকে ওরা মেরে ফেলল সে থাকলে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত অস্ত্র দিয়ে যেত।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, যাবার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা না করে ওরা চলে যাওয়ায় আমি দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম আমার ধনরত্ন যা আছে ওদের কাছে তা আমাদের দিয়ে যেতে বলব। তা না হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

জেন তার বাবার পানে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, ওদের সেকথা বললেও তাতে কোন ফল হত না বাবা। কারণ ঐ ধনরত্নের জন্যই ওরা অফিসারকে খুন করে আমাদের এখানে ফেলে রেখে গেছে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম বাছা, তুমি খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু তোমার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই।

এই বলে হাতদুটো জড়ো করে পিছনে কোমরের উপর রেখে জঙ্গলের দিকে একাই চলে গেলেন। মাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কি ভাবছিলেন তিনি।

জেন ফিলাণ্ডারের দিকে ঘুরে বলল, ওঁকে কালকের মত যেতে দেবেন না। ওঁর উপর আপনি একটু নজর রাখবেন।

ফিলাণ্ডার বলল, এখন ওঁর উপর নজর রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠেছে। এখন হয়ত উনি রাত্রিবেলায় বনের মধ্যে সিংহ ছেড়ে রাখার জন্য নিকটবর্তী চিড়িয়াখানায় অভিযোগ জানাতে যাচ্ছেন।

জেন বলল, মুখে যাই বলুন, উনি আপনাকে শ্রদ্ধা করেন।

জাহাজটা চলে যেতে দলের সকলের চোখেমুখে যে উদ্বেগের ছায়া ফুটে ওঠে তা গাছের উপর থেকে লক্ষ্য করল টারজন। সে আরও লক্ষ্য করল জাহাজটা কোন্ দিকে যায়। জীবনে এই প্রথম জাহাজ দেখল টারজন। জাহাজ নয় যেন জলের উপর ভাসমান একটা বাড়ি।

জাহাজটার গতিবিধি লক্ষ্য করে সমুদ্রের ধারে গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল টারজন। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই জাহাজটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল সে।

দেখল প্রায় কুড়িটা লোক জাহাজের ডেকের উপর দড়ি হাতে ঘোরাঘুরি করছে। জাহাজটা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল টারজন। জাহাজটা দেখে তার এত ভাল লেগে গেল যে তার উপর চাপতে ইচ্ছা হলো তার।

টারজন দেখল জাহাজটা মৃদুমন্দ বাতাসে ধীর গতিতে কূলের দিকে আবার এগিয়ে আসছে। একটা নৌকো জাহাজ থেকে নামানো হলো। তাতে একটা বড় সিন্দুক চাপানো হলো। নৌকোটা কূলে এসে ভিড়তেই কয়েকজন লোক সিন্দুকটা কূলের উপর নামাল। তারা যেখানে সিন্দুক নিয়ে নামল সে জায়গাটা কেবিন থেকে কেউ দেখতে পাবে না।

কিছুক্ষণ তারা তর্ক-বিতর্ক করল নিজেদের মধ্যে। তারপর দেখা গেল সেই ইঁদুরমুখো নাবিকটা যে গাছের উপর টারজন লুকিয়েছিল সেই গাছের তলায় এসে বলল, এই জায়গাটা ভাল। এই সিন্দুকটা যদি জাহাজে আমাদের কাছে ওরা দেখতে পায় তাহলে তা বাজেয়াপ্ত করে নেবে। তার থেকে এখানে পুঁতে রাখলে পরে যদি আমাদের মধ্যে কেউ কোনরকম মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে এখানে আসতে পারে তাহলে সে এই ধনরত্ন ভোগ করতে পারবে।

এবার স্নাইপ নামে সেই ইঁদুরমুখো নাবিকটা নৌকো থেকে অন্য সব লোকজনদের ডাকতেই তারা কোদাল গাঁইতি প্রভৃতি নিয়ে মাটি খোঁড়ার জন্য এগিয়ে এল।

স্নাইপ প্রভুত্বের স্বরে তাদের হুকুম করতে একজন নাবিক বলে উঠল, তুমি কি করবে?

স্নাইপ বলল, আমি এখন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন হয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে মাটি খুঁড়ব, এটা নিশ্চয় তোমরা চাও না?

বিদ্রোহী নাবিকরা স্নাইপকে ঘৃণার চোখে দেখত। কিং ছিল তাদের আসল নেতা। কিংকে হত্যা করে স্নাইপ জোর করে নেতা হয়ে বসলেও বিদ্রোহী নাবিকরা তাকে পছন্দ করত না।

স্নাইপ তাদের রিভলবারের ভয় দেখাতে টারান্ট নামে একজন নাবিক একটা কুড়ুল নিয়ে এগিয়ে এসে স্নাইপকে বলল, যদি তুমি গাঁইতি দিয়ে মাটি না খোঁড় তবে এই কুড়ুলের ঘা খাও। এই বলে সে তার কুড়ুলটা নিয়ে অতর্কিতে স্নাইপের মাথায় আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে স্নাইপের মাথাটা দু'ফাঁক হয়ে গেল এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর তারা সকলে মিলে মাটি খুঁড়ে অনেকটা খাল করে সিন্দুকটা বসিয়ে তার উপর স্নাইপের মৃতদেহটা শুইয়ে দিল। স্নাইপের কাছে যেসব অস্ত্র, পোশাক আর লোভনীয় জিনিস ছিল তা সব তারা নিয়ে নিল।

কাজ সেরে নাবিকরা সবাই নৌকোয় করে জাহাজে গিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজটা ধীর গতিতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

টারজন সবকিছু দেখে ভাবতে লাগল মানুষ বনের পশুদের থেকেও কত

নিষ্ঠুর। কিন্তু ওরা সিন্দুকটাকে সমুদ্রের জলে ফেলে না দিয়ে সেটাকে মাটিতে পুঁতে রেখে গেল কেন, কিই বা তাতে আছে তা ভেবে পেল না। তাহলে নিশ্চয় এর মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা ওদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এবং ওরা এসে এটা নিয়ে যাবে।

গাছ থেকে নেমে পড়ল টারজন। দেখল একটা কোদাল পাশের ঝোপের মধ্যে ফেলে রেখে গেছে নাবিকরা। সেই কোদালটা দিয়ে সে কবরটার নরম মাটিগুলো আবার খুঁড়তে লাগল। তারপর সিন্দুকটা বার করে স্নাইপের মৃতদেহটা তার মধ্যে রেখে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিল। তারপর কোদালটা দড়ি দিয়ে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে সিন্দুকটা অনায়াসে কাঁধে নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল। জঙ্গলের গভীরে সে এমন একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজল যেখানে সে এটা পুঁতে রাখতে পারবে। লোহার সিন্দুকটায় ভারী তালা লাগানো থাকায় সে এটা বুঝতে পেরেছে যে এর মধ্যে নিশ্চয় কোন মূল্যবান বস্তু আছে।

কয়েক ঘণ্টা পথ চলার পর একদিন যেখানে তার দলের বাঁদর-গোরিলারা দমদম নাচের উৎসব করেছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলো সে। তারপর সেই ফাঁকা জায়গাটায় কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে অনেকটা খাল করে সিন্দুকটা পুঁতে রাখল। অবশেষে কাজ সেরে গাছের উপর দিয়ে যখন কেবিনের কাছটায় গিয়ে পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

কেবিনের কাছে গিয়ে টারজন দেখল কেবিনের ভিতরে আলো জ্বলছে। ক্লেটনরা কেবিনের মধ্যে এক টিন তেল আর লণ্ঠন পায়। টারজন তা কতবার দেখেছে। কিন্তু তাই দিয়ে এমনভাবে আলো জ্বালানো যায় তা সে জানত না। টারজন এবার জানালার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখল কেবিন-ঘরটাকে ওরা দুভাগে ভাগ করে নিয়েছে মাঝখানে পালের কাপড় টাঙিয়ে। সামনের দিকের ঘরটায় ছিল তিনজন পুরুষ। বৃদ্ধ দুজন তর্ক করছিল। আর ক্লেটন বই পড়ছিল। বইটা টারজনের এবং সেটা কেবিনের মধ্যেই ছিল। পাশের ঘরটায় ছিল জেন আর এসমারাল্ডা। জেন টেবিলের উপর কাগজ রেখে কি লিখছিল আর এসমারাল্ডা পুরু ঘাস বিছিয়ে তার উপর বিছানা পেতে ঘুমোচ্ছিল। জেনের মুখপানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টারজন। জেনের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল তার। কিন্তু পারল না। তাছাড়া তার কথা সে বুঝতে পারবে না। কিছুক্ষণ লেখার পর আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল জেন।

টারজন দেখল ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। সে তখন জানালা দিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে জেনের পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিয়ে সেটা তার তূণের মধ্যে ভরে রেখে বনের মধ্যে চলে গেল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরের দিন সকালে উঠেই টারজন ভাবতে লাগল জেনের পাণ্ডুলিপিটায় কি লেখা আছে। তার তূণের ভিতর থেকে জেনের লেখাটা বার করল। অনেক আশা করেছিল সে হয়ত জেনের লেখাটা বুঝতে পারবে।

কিন্তু লেখাটার পানে একবার তাকিয়েই হতাশ হয়ে উঠল সে। হতাশ হয়ে ভাবল সে, জেন এ কথাগুলি কি তার উদ্দেশ্যে বা তার সম্বন্ধে লিখেছে না কি এ লেখার বিষয়বস্তু অন্য কিছু! বইএর মধ্যে যে সব কালো অক্ষরগুলো দেখেছে এবং যেগুলো সে পড়তে পারে, এই হাতে লেখার অক্ষরগুলো তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

কিন্তু তবু একেবারে আশা ছাড়ল না টারজন। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সে ক্রমাগত চেষ্টা করে যেতে লাগল লেখাগুলো পড়ার জন্য। অবশেষে দুই একটা শব্দ এখানে ওখানে বুঝতে পারল। তার অন্তরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আরো এক ঘণ্টা চেষ্টা করার পর সে সব লেখাগুলো পড়তে পারল। কাগজটাতে লেখা ছিল :

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, ১০° দক্ষিণ অক্ষাংশ।

ফেব্রুয়ারী ৩, ১৭০৯।

প্রিয় হেজেল,

নির্বোধের মত এ চিঠি লিখছি তোমায়, কারণ এ চিঠি তুমি কোনদিন পাবে কি না তা জানি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ্যারো জাহাজে করে ইউরোপ থেকে রওনা হবার পর থেকে যেসব ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেই সব অভিজ্ঞতার কথা কাউকে না বলে পারছি না। যদি আমরা সভ্য জগতে না ফিরি এবং তারই সম্ভাবনা বেশী, তাহলে যেসব ঘটনাবলী আমাদের সকরুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায় তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্ততঃ এই চিঠির মধ্যে পাওয়া যাবে।

তুমি জান, আমরা এক বৈজ্ঞানিক অভিযানে ইউরোপ থেকে কঙ্গো প্রদেশের পথে রওনা হই। আমার বাবার বিশ্বাস এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন কঙ্গো উপত্যকার গর্ভে নিহিত আছে। কিন্তু সমুদ্রপথে আসার সময় এক আসল সত্যের সন্ধান পাই আমরা।

বাল্টিমোরের এক বইপোকা পাঠক একখানা বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ১৫৫০ সালে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা একটি চিঠি আবিষ্কার করেন। তাতে লেখা ছিল স্পেন থেকে দক্ষিণ আমেরিকাগামী একটি স্প্যানিশ জাহাজের বিদ্রোহী একদল

নাবিক প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হয়। তবে যতদূর মনে হয় জলদস্যু হিসাবেই এই ধনরত্ন অধিকার করে তারা। চিঠিখানির লেখকও ছিল ঐ নাবিকদের একজন। চিঠিখানি সে লেখে তার ছেলেকে। চিঠিতে বর্ণিত ঘটনাগুলি ঘটে যাওয়ার পর থেকে বহু বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে পত্রলেখক সেই ভূতপূর্ব নাবিকটি অবসর গ্রহণ করে স্পেনদেশের কোন এক শহরেই বসবাস করতে থাকে। কিন্তু সেই বৃদ্ধ বয়সেও ধনরত্নের প্রতি লালসা এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে একদিন সে তার ছেলেকে নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই ধনরত্নের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

পত্রলেখক এই প্রসঙ্গে আরও লেখে স্পেন থেকে একটি জাহাজে করে রওনা হবার এক সপ্তাহ পরেই সে জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে জাহাজের সব অফিসার ও সুযোগ্য নাবিকদের হত্যা করে। ফলে এতে তাদেরই ক্ষতি হয়। কারণ জাহাজ চালাবার মত কোন সুযোগ্য নাবিক আর কেউ ছিল না তাদের মধ্যে। ফলে জাহাজটা দুমাস ধরে সমুদ্রের বুকে এদিক সেদিক এলোমেলোভাবে ঘোরাঘুরির পর অবশেষে এক ঝড়ের কবলে পড়ে একটা ছোট দ্বীপের কূলে এসে ভেঙ্গে পরে। তবে যে দশজন নাবিক নানা অসুবিধা ভোগ করে বেঁচেছিল তারা কোনরকমে জাহাজটা একেবারে ভেঙে পড়ার আগে ধন-রত্নভরা একটা বড় সিন্দুক তার থেকে নামিয়ে সেই দ্বীপটার এক জায়গায় পুঁতে রাখে মাটির মধ্যে।

কোন না কোনভাবে উদ্ধার হবার আশায় তিন বছর সেখানে বাস করে ঐ দশজন নাবিক। পরে নানারকম রোগে ভুগতে ভুগতে মাত্র একজন ছাড়া সকলেই মারা যায় একে একে। এই জীবিত নাবিকটিই চিঠিখানি লেখে।

নাবিকরা বেঁচে থাকাকালে ভাঙ্গা জাহাজটার কাঠ দিয়ে একটা নৌকো তৈরী করে। কিন্তু কোথায় আছে এবং কোথা হতে কোনদিকে যাবে তা ঠিক করতে না পারায় সেই নৌকোটি সমুদ্রে ভাসিয়ে রওনা হতে পারেনি তারা। কিন্তু জীবিত নাবিকটি আর সকলে মারা যাবার পর আর একা একা সেই দ্বীপে থাকতে না পেরে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে একদিন সেই নৌকোয় করেই অজানা সমুদ্রপথে কোন আশ্রয়ের সন্ধানে রওনা হয়ে পড়ে।

সৌভাগ্যক্রমে সে উত্তর দিকেই যাচ্ছিল এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্পেন-দেশীয় এক পণ্যবাহী জাহাজের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে। জাহাজটি তখন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে স্পেনে যাচ্ছিল। জাহাজটি তাকে সেই নৌকো থেকে তুলে নিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন তার সব কথা শুনে তাকে বলে যে দ্বীপে সে ছিল এবং যে দ্বীপ থেকে এসেছে সে দ্বীপটি হল ১৬° বা ১৭° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অন্তর্গত কেপ ভার্দে ছাড়া আর কিছু নয়।

পত্রলেখক সেই দ্বীপটি এবং যে জায়গায় ধনরত্নভরা সিন্দুকটি পুঁতে রাখা

হয় তার কথা বিস্তারিতভাবে লেখে এবং তার সঙ্গে জায়গাটার একটা মানচিত্রও জুড়ে দেয়।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমরা এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে যাচ্ছি। কিন্তু বাবা যখন তাঁর আসল উদ্দেশ্যের কথা আমাকে বললেন তখন আমি দমে গেলাম। কারণ আমি জানি আমার বাবা কতখানি কল্পনাপ্রবণ, ভাবপ্রবণ আর অবাস্তব মনোভাবাপন্ন। আবার যখন শুনলাম তিনি এই সন্ধানকার্যের জন্য রবার্ট ক্যানলারের কাছ থেকে আরও দশ হাজার ডলার ঋণ নিয়েছেন তখন বুঝলাম আরও তিনি ঠকবেন। এই ঋণের ব্যাপারে আমার দুঃখ ও উদ্বেগ আরো বেড়ে গেল। বাবা সেই চিঠি আর মানচিত্রটার জন্য ঐ দশ হাজার ডলারই খরচ করেন।

ক্যানলার তার টাকার জন্য কোন সুদ বা নিরাপত্তাসূচক কোন বন্ধকী জিনিস চায়নি। কিন্তু বাবা সে টাকা শোধ দিতে না পারলে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে তা আমি জানি। লোকটাকে আমি সত্যিই দারুণ ঘৃণা করি।

আমরা অবশ্য সকলেই আমাদের অভিযানের সাফল্যের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাটার উপর গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করি। হতাশা ঝেড়ে ফেলে এই একটা আশাকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করি। কিন্তু মিস্টার ফিলাণ্ডার আর ক্লেটন দুজনেই আমার মতই সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ক্লেটন লণ্ডন থেকে শুধু বিদেশে বেড়াতে যাবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গী হয় আমাদের।

দীর্ঘ কাহিনীটাকে এবার সংক্ষিপ্ত করা যাক। আমরা মানচিত্রে নির্দিষ্ট দ্বীপ আর বহুআকাঙ্খিত ধনরত্ন ভরা সিন্দুকটা পেয়ে যাই যথাসময়ে। লোহার সিন্দুকটা অনেকগুলো পালের কাপড় দিয়ে জড়ানো ছিল। সেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দু হাজার বছর ধরে মাটির ভিতর পোঁতা আছে সেটা। সিন্দুকটা ছিল শুধু অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রায় ভরা এবং এত ভারী যে চারজন লোকে সেটা বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এত ধনরত্নে ভরা সিন্দুকটা সত্যিই কি ভয়ঙ্কর বস্তু। এ সিন্দুক যখন যেখানেই যায় সেখানেই এসে জোটে যত দুর্ভাগ্য আর হানাহানির ব্যাপার। কেপ ভার্দে নামে সেই দ্বীপটা থেকে ফেরার পথে তিন দিনের মধ্যে আমাদের জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে জাহাজের অফিসারদের হত্যা করে। তারা আমাদেরও হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু কিং নামে তাদেরই একজন নেতা আমাদের বাঁচিয়ে দেয় এবং তারই কথামত বিদ্রোহী নাবিকরা সমুদ্রের উপকূলে এক অজানা নির্জন অরণ্য অঞ্চলে আমাদের নামিয়ে দেয়। তারপর ওরা জাহাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ক্লেটন বলে ওদের অবস্থাও হবে স্পেনের সেই জাহাজটার বিদ্রোহী নাবিকদের মত। কারণ যে কিং ছিল ওদের মধ্যে একমাত্র সুযোগ্য নাবিক সেই কিংকে আমাদের চোখের সামনে হত্যা করে ওরা।

তুমি হয়ত ক্লেটনকে জান। আমার যতদূর মনে হয় সে আমার প্রেমে

পড়েছে। সে লর্ড গ্রেস্টোকের একমাত্র পুত্র। ভবিষ্যতে সে-ই একদিন পিতার সব ভূসম্পত্তি আর সম্মানের উত্তরাধিকারী হবে। তাছাড়া ওর নিজেরও প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে। কিন্তু আমার মনোভাব তুমি জান। আমি একজন সাধারণ আমেরিকান তরুণী। আমার মতে ক্লেটন একজন বিদেশী পদবীধারী অভিজাত লোক না হয়ে একজন সাধারণ আমেরিকান ভদ্রলোক হলে ভাল হত। কিন্তু এটা তার দোষ না এবং এই বংশগত দোষ ছাড়া তার আর কোন দোষ নেই এবং আর সব দিক থেকেই সে যোগ্য।

এখানে অবতরণ করার পর থেকেই কত সব অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করছি আমরা। আমার বাবা আর ফিলাণ্ডার জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে যান। একটা সিংহ তাড়া করে তাঁদের। ক্লেটনও জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে তাঁদের খুঁজতে গিয়ে। সেও পর পর দুটো বন্য জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমরাও কেবিনে একটা সিংহীর দ্বারা আক্রান্ত হই।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এক আশ্চর্য ব্যক্তির আবির্ভাব যে আমাদের সকলকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করে একে একে। আমি তাকে এখনো দেখিনি। কিন্তু বাবা, ফিলাণ্ডার আর ক্লেটন তাকে দেখেছে। তারা সবাই বলে শ্বেতাঙ্গ লোক, দেবতার মত দেখতে। শুধু তার রোদেপোড়া গায়ের চামড়াটা বাদামী হয়ে উঠেছে। তার দেহে আছে হাতির শক্তি, বাঁদরের মত ক্ষিপ্রতা আর বুকে সিংহের বিক্রম।

সে ইংরিজিতে কথা বলতে পারে না এবং বড় রকমের কোন বীরত্বের কাজ করেই সে অদৃশ্য হয়ে যায়। যেন মনে হয় সে কোন এক বিদেহী আত্মা।

আর একজন অদৃশ্য অদ্ভুত প্রতিবেশীর কবলে পড়ি আমরা যে প্রতিবেশী ইংরিজিতে একটা সাইনবোর্ড লিখে আমরা যে কেবিনটায় বাস করছি তার দরজার সামনে সেটা টাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়। ঘরের ভিতরকার কোন জিনিসপত্র নষ্ট করতে সে আমাদের নিষেধ করে দিয়েছে। 'টারজন অফ দি এপস্' বা 'বাঁদর দলের টারজন' এই বলে সেই সাইনবোর্ডের তলায় স্বাক্ষর করেছে সে।

তাকে আমরা চোখে না দেখলেও আমার মনে হয় সে আমাদের কাছাকাছি কোথাও আছে। কারণ বিদ্রোহী নাবিকদের একজন সমুদ্রের উপকূলে আমাদের নামিয়ে দেবার পর ক্লেটনকে খুন করতে গেলে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়েথাকা কোন অদৃশ্য হাত থেকে নিক্ষিপ্ত একটা বর্শা নাবিকটার কাঁধটাকে বিদ্ধ করে।

নাবিকরা আমাদের অল্প কিছু খাবার আর একটা রিভলবার দিয়ে যায়। কিন্তু মাত্র তিনটি গুলি আছে আমাদের। তাই দিয়ে কি করে আমরা মাংসের জন্য শিকার করব তা বুঝতে পারছি না। তবে মিস্টার ফিলাণ্ডার বলে এই অরণ্য অঞ্চলে যে প্রচুর ফল আর বাদাম আছে তা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট।

এখন আমি খুবই ক্লান্ত। ক্লেটনের আনা একরাশ ঘাস দিয়ে তৈরী এক

অদ্ভুত বিছানায় শুতে যাচ্ছি। এরপর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা যা ঘটে তা সব জানাব।—ইতি জেন পোর্টার।

চিঠিখানা পড়ে একমনে ভাবতে লাগল টারজন। এ চিঠিতে যে সব কথা আছে সেকথা ভাবতে গিয়ে তার মাথা ঘুরছিল। একটা জিনিস এর থেকে বুঝল টারজন। টারজন আর সাইনবোর্ডে সাক্ষরকারী বাঁদরদলের টারজন যে একই ব্যক্তি তা ওরা জানে না। একথাটা সে তাদের অবশ্যই বলবে।

টারজনের কাছে একটা পেন্সিল ছিল। তাই দিয়ে সে জেনের স্বাক্ষরের তলায় চিঠিটার উপর 'আমিই হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন' এই কথাগুলো লিখে দিল।

টারজন ভাবল তাদের মন থেকে সন্দেহ দূর করার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। পরে জেনের এই চিঠিটা কেবিনে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে একসময়। তারপর ভাবল খাদ্য সম্বন্ধে তাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। সে তাদের মাংস জুগিয়ে দেবে।

পরের দিন সকালে জেন তার দুদিন আগে হারানো চিঠিটা ঠিক সেই জায়গাতেই পেয়ে গেল টেবিলটার যেখানে সে রেখেছিল সেটাকে। আশ্চর্য হয়ে গেল সে। কিন্তু চিঠিটার তলায় টারজনের স্বাক্ষরটা দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল একটা রোমাঞ্চ খেলে গেল তার গোটা মেরুদণ্ডটা জুড়ে। সে চিঠিটা দেখাল ক্লেটনকে।

জেন বলল, মনে হলো সেই ভূতুড়ে মানুষটা আমি চিঠি লেখার সময় সর্বক্ষণ আমাকে দেখছিল। একথা ভাবতেও ভয়ের একটা শিহরণ জাগে আমার সর্বাঙ্গে।

ক্লেটন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, সে কিন্তু আমাদের বন্ধু। কারণ সে তোমার চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে এবং সে তোমার কোন ক্ষতি করেনি। তাছাড়া আমার ধারণা তার এই বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ গত রাতে আমাদের কেবিনের দরজার বাইরে একটা মরা শুয়োর ফেলে দিয়ে গেছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়েই সেটা দেখতে পেয়েছি।

তারপর থেকে রোজই কোন একটা মরা জীব জন্তু বা ফলমাকড় তাদের দরজার সামনে রাতের অন্ধকারে রেখে যেত টারজন। কোনদিন হরিণ, কোনদিন শুয়োর বা চিতাবাঘ, আবার কোনদিন পাশের গাঁ থেকে চুরি করে আনা কিছু রান্না খাবার বা চালগুঁড়োর পিঠে তাদের জন্য রেখে দিয়ে যেত সে। একদিন একটা সিংহের মৃতদেহও রেখে দিয়ে যায়।

ওদের জন্য শিকার করে খুবই আনন্দ পেত টারজন। তবে জেনের মত এক সুন্দরী শ্বেতাঙ্গ তরুণীর মঙ্গল আর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু না কিছু করে সবচেয়ে আনন্দ পেত সে। এক একদিন দিনের বেলায় সে কেবিনে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করত। ওর কথা তারা বুঝতে না পারলেও সে ইংরিজিতে লিখে

তার কথা জানাত।

টারজনের পক্ষ থেকে সাহস দেওয়ায় ওরাও ফলমাকড় সংগ্রহের জন্য বনে আগের থেকে অনেক স্বচ্ছন্দভাবে ঘোরাফেরা করত। প্রায় প্রতিদিনই অধ্যাপক পোর্টার আপন মনে ভাবতে ভাবতে একা বনের গভীরে চলে গিয়ে শেষে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসতেন। আত্মভোলা অধ্যাপক পোর্টারকে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যেত ফিলাণ্ডার। এবিষয়ে মানসিক উদ্বেগ আর আশঙ্কার জন্য দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগল সে।

এইভাবে একটি মাস কেটে গেল। একদিন বিকেলবেলায় ওদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কেবিনে চলে গেল টারজন। গিয়ে দেখল ওরা তখন কেউ কেবিনে নেই। ক্লেটন সমুদ্রের ধারে গিয়ে কোন জাহাজ আসছে কিনা দেখছে। সমুদ্রের ধারে সে কতকগুলো কাঠ স্তূপাকার করে রেখেছে একটা নিশানা হিসাবে। কোন জাহাজ দূর থেকে এটা দেখতে পেলে তাদের উপস্থিতির কথা জানতে পারবে। অধ্যাপক পোর্টার ফিলাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। জেন আর এসমারাল্ডা বনে ফল সংগ্রহ করতে গিয়েছিল।

কেবিনের দরজার কাছে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল টারজন। কিন্তু কেউ না আসায় সে জেনকে একটা চিঠি লিখল। চিঠিটাতে লিখল, আমিই হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। আমি তোমাকে চাই। আমি তোমার। তুমি আমার। আমরা দুজনে আমার বাড়িতে থাকব চিরদিন। আমি তোমাকে সবচেয়ে ভাল ফল এবং জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সবচেয়ে ভাল হরিণের মাংস এনে দেব। আমি সারা জঙ্গলের মধ্যে সবচেয়ে বড় শিকারী। আমি তোমার জন্য লড়াই করব। আমি এখানকার মধ্যে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা। তোমার চিঠি পড়ে বুঝেছি তুমিই হচ্ছ জেন পোর্টার। আমার এ চিঠি পড়লে বুঝতে পারবে এ চিঠি আমি তোমারই জন্য লিখছি এবং জানবে টারজন তোমায় ভালবাসে।

চিঠিখানা লেখা হয়ে গেলে টারজন যখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল জেনের জন্য তখন অপরিচিত একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। বুঝল একটা বাঁদরগোরিলা এইমাত্র একটা গাছে উঠল শব্দ করে। আর ঠিক সেই সঙ্গে টারজন স্পষ্ট শুনতে পেল এক নারীকণ্ঠের চীৎকার।

ক্লেটন, অধ্যাপক পোর্টার ও ফিলাণ্ডার এই চীৎকার একই সঙ্গে শুনতে পায়। শুনতে পেয়েই তাড়াতাড়ি কেবিনের কাছে চলে আসে সকলে। কিন্তু এসে দেখে জেন বা এসমারাল্ডা কেবিনের মধ্যে কেউ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তারা তিনজনে জঙ্গলে গিয়ে জেনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু ওদের দুজনেরই কোন সাড়াশব্দ শুনতে পেল না। হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে ক্লেটন এক জায়গায় দেখতে পেল এসমারাল্ডা মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে আছে।

ক্লেটন দেখল এসমারাল্ডা ভয়ে শুধু অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকই পড়ছে। সে এসমারাল্ডাকে ধরে নাড়া দিয়ে জাগাল। এসমারাল্ডা চোখ

মেলে একবার তাকিয়ে ক্লেটনকে দেখে আবার চোখ বন্ধ করল।

ততক্ষণে অধ্যাপক ও ফিলাণ্ডারও এসে পড়েছেন সেখানে। অধ্যাপক পোর্টার বললেন, আমি কি করব ক্লেটন বলতে পার? ঈশ্বর এমন নিষ্ঠুরভাবে আমার মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন?

ক্লেটন বলল, দাঁড়ান, আগে এসমারাল্ডাকে জাগিয়ে দেখি, কি ঘটেছে ওর কাছ থেকে শুনি।

এসমারাল্ডাকে জোর নাড়া দিয়ে আবার জাগাল ক্লেটন। বলল, কি ঘটেছে বল। মিস পোর্টার কোথায়?

এসমারাল্ডা উঠে বসে বলল, হা ভগবান, আমি মরতে চাই। জেন এখানে নেই? তাহলে তাকে নিয়ে গেছে।

ক্লেটন বলল, কে তাকে নিয়ে গেছে?

এসমারাল্ডা বলল, সারা দেহ লোমে ঢাকা দৈত্যের মত একটা জন্তু।

মিস্টার ফিলাণ্ডার বলল, একটা গোরিলা?

গোরিলার নাম করতেই সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল।

এসমারাল্ডা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তাহলে তাই হবে। হায় আমার বাছা!

ক্লেটন একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু চারদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছুই দেখতে পেল না। কিছুই বুঝতে পারল না।

তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। দিনের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল ততটুকু সময় সকলে মিলে খোঁজ করে কাটাল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতে ওরা হতাশ হয়ে কেবিনে ফিরল। কেবিনের মধ্যে ওরা চুপচাপ বসে রইল। অধ্যাপক পোর্টার আগের মত কোন তর্ক-বিতর্ক করলেন না। দুঃখ আর হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি। ক্লেটন মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে লাগল তাঁকে।

অধ্যাপক পোর্টার শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, আজ আমি এখনই শুয়ে পড়ব এবং ঘুমোবার চেষ্টা করব। কাল সকাল হতেই কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমি। তারপর জেনকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত আমি সারা বন খুঁজে বেড়াব। তাকে না নিয়ে আমি আর ফিরব না।

কেউ এ কথার উত্তরে কিছু বলল না। সকলেই ভাবতে লাগল। তবে সকলেই অধ্যাপক পোটারের শেষ কথাটার অর্থ বুঝতে পারল। জঙ্গলে জেনের খোঁজে গিয়ে আর ফিরবেন না তিনি।

অবশেষে ক্লেটন অধ্যাপক পোটারের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

অধ্যাপক পোটার বললেন, আমি জানতাম তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইবে। কিন্তু তোমাকে যেতে হবে না। জেন এখন মানুষের সাহায্যের বাইরে। আমি

যাব এই জন্য যে আমি ঈশ্বরকে দেখাতে চাই আমার মেয়ে ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে একা এবং নির্বান্ধব অবস্থায় নেই। একই লতাপাতা আমাদের দুজনকে ঢেকে রাখবে। একই বৃষ্টি ঝরে পড়বে আমাদের মাথায়। মৃত্যুপুরীতে গিয়ে তার মায়ের আত্মার সঙ্গে দেখা হবে আমাদের। আমাকে যেতে হবে। এ জগতে সে ছাড়া আমার ভালবাসার বস্তু বলতে আর কেউ ছিল না।

ক্লেটন বলল, আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

ক্লেটনের সুন্দর মুখখানার পানে একবার তাকালেন পোর্টার। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে জেনের প্রতি যে ভালবাসা লুকিয়েছিল সেই ভালবাসার প্রতিফলন যেন তিনি তার মুখের উপর ফুটে উঠতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার যা খুশি।

ফিলাণ্ডার বলল, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, না বন্ধু, আমরা সবাই যাব না। বেচারা এসমারাল্ডাকে একা ফেলে রেখে সকলের যাওয়া ঠিক হবে না। এখন এস, ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক।

ঊনবিংশ অধ্যায়

টারজন দল থেকে চলে যাবার পর টারকজ সেই দলের অধিপতি হয়। কিন্তু তারপর থেকে দলের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বেড়ে যায়। তাছাড়া টারকজের অত্যাচারে দলের সকলে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। টারকজ দলের বুড়ো বাঁদরগুলোর উপর প্রায়ই অত্যাচার করত। তখন টারজনের উপদেশের কথা স্মরণ করে একদিন টারকজকে চার পাঁচজন মিলে আক্রমণ করে। তখন টারকজ পালিয়ে যায়। সে পরে আবার দলে ফিরে গেলে তারা ওকে তাড়িয়ে দেয়। তখন টারকজ একাই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

কয়েকদিন ধরে টারকজ একা একা ঘুরে বেড়িয়ে তার দলের বাঁদরদের উপর প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে ছুটো মেয়েকে বনের মধ্যে দেখতে পায়। দলপতি হিসাবে তার যে সব স্ত্রী ছিল দলের লোকেরা তাদের আটকে রেখে দিয়েছে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে। তাই টারকজ তার স্ত্রী করার জন্য এক নতুন মেয়ে বাঁদর-গোরিলার খোঁজ করছিল। জেনকে

দেখে লোমহীন এক সাদা মেয়ে-বাঁদর ভেবে তাকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে গাছের উপর দিয়ে জঙ্গলের গভীরে পালাতে থাকে সে।

টারকজকে দেখে অর্থাৎ টারকজ যখন অতর্কিতে গাছ থেকে তাদের সামনে লাফিয়ে পড়ে তখন এসমারাল্ডা মূর্ছিত হয়ে পড়লেও জেন জ্ঞান হারায়নি। টারকজের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে সে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল একথা ঠিক। কিন্তু টারকজ যখন তাকে কাঁধে চাপিয়ে গাছের ডালে ডালে পালাচ্ছিল সে তখন ভাবছিল টারকজ হয়ত তাদের কেবিনের দিকে যাচ্ছে এবং সুযোগ বুঝে সে চীৎকার করে তার সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু সে ভাবতে পারেনি টারকজ যাচ্ছে উল্টোদিকে জঙ্গলের গভীরতর প্রদেশে।

এদিকে টারজন জেনের প্রথম চীৎকার শুনে ছুটে এসমারাল্ডা যেখানে পড়েছিল সেখানে এসে হাজির হলো। তারপর গাছের উপর উঠে জেনের খোঁজ করতে লাগল। এসমারাল্ডাকে পড়ে থাকতে দেখে সে বেশ বুঝতে পারল তার সঙ্গিনী জেনকে কোন কিছুতে নিশ্চয় ধরে নিয়ে গেছে। তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে যেতে লাগল গাছের উপর দিয়ে; বাঁদরদলের কাছ থেকে এক পশুসুলভ ঘ্রাণশক্তির অধিকারী হয় টারজন। তাই

দিয়ে সে বুঝল কোন বাঁদর গোরিলা গাছের উপর দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে জেনকে কিছুক্ষণ আগে।

ওদিকে টারকজও বুঝতে পেরেছিল তার পিছনে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। এই ভেবে সে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। কিন্তু যখন দেখল অনুসরণকারী অনেক কাছে এসে পড়েছে তখন সে গাছ থেকে নেমে পড়ে জেনকে ধরে রইল। সে ভাবল তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করবে দরকার হলে, সে পালিয়ে যাবে না। এইভাবে তিন মাইল গাছে গাছে যাবার পর টারজন টারকজের সামনে চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়ল।

টারকজ যখন টারজনকে দেখল তখন ভাবল এই মেয়েটা টারজনের। তখন তার পুরনো শত্রুতা এবং ঘৃণা আবার জেগে উঠল নতুন করে। তখন সে জেনকে ছেড়ে দিয়ে টারজনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হলো। টারজনও তার ছুরিটা শক্ত করে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। টারকজ তার ধারাল দাঁত বার করে টারজনের গায়ে কামড় দেবার আগেই টারজন বার বার তার ধারাল ছুরিটা বসিয়ে দিতে লাগল টারকজের বুকে। অবশেষে টারকজের রক্তাক্ত দেহটা নিস্প্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই জেন দুহাত বাড়িয়ে টারজনকে জড়িয়ে ধরল। টারজনও তার আকাঙ্খিত নারীকে উদ্ধার করতে পারায় আনন্দে বারবার চুম্বন করতে লাগল তাকে।

টারজনকে দেখে জেনও বুঝতে পেরেছিল এই লোকই তার বাবা ও ক্লেটনকে উদ্ধার করে এবং তাকে উদ্ধার করার জন্য সে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ হয়ে টারকজের মত এক ভয়ঙ্কর বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে কিভাবে পেরে উঠবে সে সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তার। অবশেষে বাঁদর-গোরিলাটার মৃত্যু ঘটতে সে টারজনের শক্তিতে আশ্চর্য হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। জীবনে যেন প্রথম প্রেমের আস্বাদ পায় সে টারজনের স্পর্শে।

কিন্তু সে প্রেমের আবেগটা কেটে যেতেই হুঁস হয় তার। সে টারজনকে সরিয়ে দেয় দুহাত দিয়ে। টারজন আবার তার কাছে সরে আসতে এবারও সে তাকে সরিয়ে দেয়। টারজন তার প্রতি জেনের এই ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে পড়ে। সে প্রথমে ভেবেছিল জেনকে সে কেবিনে সেই মুহূর্তেই দিয়ে আসবে। কিন্তু তার প্রতি জেনের এই প্রবল ঘৃণা দেখে তার মন বদলে গেল। সে জেনকে দুহাত দিয়ে ধরে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে কেবিন থেকে কামানের গোলার একটা শব্দ শুনে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ক্লেটন। দেখল সমুদ্রের উপর দুটো জাহাজ উপকূলের খুব কাছাকাছি এসে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছে। জাহাজ দুটোর মধ্যে একটা এ্যারো আর একটা ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ। সে ফরাসী জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সেই উঁচু জায়গাটায় স্তূপাকৃত কাঠে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার একটা শার্ট ধরে নাড়াতে লাগল। তা দেখে ফরাসী যুদ্ধজাহাজটা এগিয়ে এসে একটা

নৌকো নামিয়ে দিল। এক যুবক অফিসার কয়েকজন সৈন্য নিয়ে নৌকোয় করে বেলাভূমিতে এসে নামল।

যুবক অফিসারটি এগিয়ে এসে ক্লেটনকে বলল, আপনিই মঁসিয়ে ক্লেটন না?

ক্লেটন বলল, অবশেষে তুমি এসেছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। খুব একটা দেরী হয়ে যায়নি।

যুবক অফিসার বলল, এ কথার কি মানে মঁসিয়ে?

ক্লেটন তখন তাকে জেনের অপহরণের কথা সব বলল। বলল, এখন তার অনুসন্ধানের জন্য সশস্ত্র লোকের দরকার।

অফিসার বলল, হা ভগবান! গতকাল? তাহলে এখনো সময় আছে। খুবই ভয়ঙ্কর কথা।

ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে আরো নৌকো নামিয়ে সৈন্যদের নামানো হলো। ক্লেটন অফিসারকে দেখিয়ে দিল কোথায় জাহাজটা থাকবে।

ততক্ষণে অধ্যাপক পোর্টার, ফিলাণ্ডার আর এসমারাল্ডা কূলে এসে দাঁড়িয়েছে। এসমারাল্ডা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। নৌকোয় করে যুদ্ধজাহাজের কমাণ্ডার বা সেনাপতি এসেও হাজির হলো। সেনাপতি সব কথা শুনে একজন সৈন্যকে অধ্যাপক পোর্টারের সঙ্গে জেনের খোঁজে বার হয়ে যেতে আদেশ দিল। সব অফিসার এবং সৈন্যরাই যেতে চাইল।

সেনাপতি তখন দুজন অফিসারকে বাছাই করে তাদের অধীনে কুড়িজন সৈন্যের একটি দল গঠন করে দিল। তারপর নৌকো পাঠিয়ে জাহাজে কিছু খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনবার ব্যবস্থা করল।

কিভাবে তারা এখানে এসে হাজির হয় এবিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে যুদ্ধজাহাজের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন দাফ্রেন জানাল কয়েক সপ্তাহ আগে 'এ্যারো' জাহাজটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাদের জাহাজ থেকে সরে যাওয়ার পর তার খোঁজ করতে থাকে তারা। তারপর কয়েকদিন আগে দেখে সেটা সমুদ্রের বুকে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ভেসে চলেছে। দূর থেকে মনে হলো জাহাজে যেন কোন লোক নেই। শুধু একজন লোক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে যাবার জন্য ডাকছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নৌকো নামিয়ে আমরা 'এ্যারো' জাহাজে গিয়ে দেখলাম জীবিত ও মৃততে মেশামেশি হয়ে বারোজন লোক ডেকের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। জীবিতরাও ক্ষুধাতৃষ্ণায় এতদূর কাতর হয়েছিল যে তারা কোন কথা বলতে পারছিল না। তখন আমাদের জাহাজ থেকে কিছু মদ, জল আর ওষুধ আনিয়ে জীবিতদের কিছুটা সুস্থ করে তুলে তাদের মুখ থেকে সব কাহিনী শুনলাম। বুঝলাম বিদ্রোহী নাবিকদের মধ্যে জাহাজ চালানোর জন্য উপযুক্ত কোন লোক না থাকায় জাহাজটা চালকহীন অবস্থায় এদিক সেদিক ভাসতে

থাকে। তার উপর সব খাদ্য ও পানীয় ফুরিয়ে যায়। ভয়ঙ্কর তৃষ্ণায় আর্ত হয়ে তারা একজন নাবিককে হত্যা করে তার রক্ত চুষে খেয়ে তার মৃতদেহটাকে জলে ফেলে দেয়। আরো দুজনকে হত্যা করে তাদের মাংস ছিঁড়ে খায়। কিন্তু জল খেতে না পেয়ে অনেকে মারা যায়। অধ্যাপক পোর্টারদের কোথায় তারা নামিয়ে দিয়েছে, কোথায় স্নাইপকে মেরে কবর দিয়েছে তাও বলতে পারল না তারা। তারা দিক নির্ণয় জায়গাটার অবস্থান বুঝতে পারেনি। অবশেষে এমনি ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়ি আমরা। আমরা গতকাল সন্ধ্যার সময় এসেই একটা কামান দাগি। কিন্তু তা আপনারা শুনতে পাননি। তারপর আজ সকালে আবার একটা কামান দাগি।

গত সন্ধ্যায় ওরা বনের মধ্যে জেনের খোঁজে ব্যস্ত থাকায় কামানের গোলার শব্দ শুনতে পায়নি।

এদিকে ততক্ষণে জাহাজ থেকে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র এসে পড়ায় অধ্যাপক পোর্টার আর ক্লেটনের সঙ্গে ফরাসী সেনাদের একটি দল তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেল জেনের খোঁজে।

বিংশতি অধ্যায়

জেন যখন বুঝল টারজন তাকে জোর করে কোন এক অজানার পথে বয়ে নিয়ে চলেছে তখন সে মরীয়া হয়ে তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য হাত পা ছুঁড়ে ক্রমাগত চেষ্টা করে যেতে লাগল। কিন্তু যতই সে ছটফট করতে লাগল টারজনের শক্ত হাত দুটো-ততই জোর করে জড়িয়ে ধরতে লাগল। তখন সে নিরুপায় হয়ে টারজনের মুখপানে তাকিয়ে রইল।

জেন দেখল টারজনের মুখটা অতুলনীয়ভাবে সুন্দর। হাসি হাসি সে মুখের উপর কোথাও কোন পাশবিক কামাবেগ বা ধর্ষণসুলভ কোন উষ্ণতা নেই। টারজন যখন দেখল জেন তার কোলে আর ছটফট করছে না তখন সে হাতগুলো আলগা করে দিল। সে একবার জেনের মুখপানে তাকিয়ে হাসল। জেনও তার বিজেতা বীর টারজনের মুখপানে তাকিয়ে চোখদুটো বন্ধ করল।

টারজন এবার বনপথ ছেড়ে গাছের উপর দিয়ে যেতে লাগল। জেন বুঝল এই ভীষণ অরণ্যে টারজনের কোলে সে সবচেয়ে নিরাপদ। এমন নিরঙ্কুশ

নিরাপত্তা তার সারা জীবনের মধ্যে আর কখনো অনুভব করেনি সে। তবে এই জঙ্গলের গভীরে কোথায় যাচ্ছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। ভবিষ্যতের

ভাবনা ভাবতে ভাবতে সে যখন এক অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল

তখন একবার চোখ মেলে টারজনের সুন্দর মুখখানার পানে তাকাতেই সব আশঙ্কা দূর হয়ে গেল তার।

না, টারজন যে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল জেন। বরং টারজনের এ কাজকে সে তার বীরত্বেরই অঙ্গ বলে মনে করল।

টারজনও গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগল, এমন সমস্যায় জীবনে সে কখনো পড়েনি। তবে সমস্যা যাই হোক, মানুষের মত তার সম্মুখীন হবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল সে। ক্রমে তার প্রথম প্রেমের সেই দুরন্ত উত্তপ্ত আবেগটা শান্ত ও শীতল হয়ে উঠতে লাগল। এবার সে শান্ত হয়ে ভাবতে লাগল টারকজের হাত থেকে জেনকে উদ্ধার না করলে কি ঘটত তার জীবনে। টারকজ তাকে বধ না করে কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাও সে বুঝতে পারল। গায়ের জোরে পুরুষরা মেয়ে ধরে এনে ঘর করে— এটাই হলো আরণ্যক জীবনের রীতি। কিন্তু সেও কি বন্য বর্বর পশুদের মতই আচরণ করবে? সে কি মানুষ নয়? কিন্তু মানুষরা এক্ষেত্রে কি করে? সে ত মানুষদের রীতিনীতি জানে না। সে তাই জেনকে জিজ্ঞাসা করে তাদের রীতি নীতির কথা জানতে চাইল। কিন্তু আবার ভাবল জেন ত আগেই তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তার মনের কথা জানিয়ে দিয়েছে। তার কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য কত ছটফট করেছে সে।

তখন সবেমাত্র বিকেল হয়েছে। ভাবতে ভাবতে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করে অবশেষে সেই দমদম নাচের উৎসবের ফাঁকা জায়গাটার কাছে এসে পড়েছে তারা। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে বিকেলের রোদ এসে লুটোপুটি খেলছিল সেই ফাঁকা জায়গাটায়।

টারজন গাছ থেকে নেমে নরম ঘাসে ঢাকা একটা জায়গায় নামিয়ে দিল জেনকে। এক শান্ত স্বপ্নাবেশে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠল জেনের। তার সামনে টারজনের দৈত্যাকার চেহারাটা দেখে তার নিরাপত্তাবোধ গভীর হয়ে উঠল আরো।

টারজন একসময় ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে বনের ভিতরে চলে গেল। জেন দেখল কী চমৎকার সুঠাম সুন্দর দেবোপম চেহারা। এমন দেবতার মত যার চেহারা তার মধ্যে কোন নিষ্ঠুরতা বা নীচতা থাকতে পারে না কখনো। কিন্তু কোথায় গেল টারজন? তবে কি সে তাকে এই নির্জন অরণ্যে একা ফেলে রেখে পালিয়ে গেল? বনের চারদিকে তাকিয়ে তার কেবলি ভয় হতে লাগল কোথায় বুঝি বা কোন হিংস্র জন্তু লুকিয়ে আছে এবং যেকোন মুহূর্তে এসে তার হাড় মাংস ছিঁড়ে খাবে।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে টারজন তার পিছনে এসে দাঁড়াল। টারজনের পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে পিছন ফিরতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল জেন।

টারজন তাকে ধরে ফেলল। টারজন এবার আলতোভাবে জেনের কপালে চুম্বন করল। আপত্তি করল না জেন। এক মদির আবেশে চোখদুটো মুদ্রিত করল শুধু।

তখনকার অনুভূতিটা জেন ঠিকমত বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। তবে একটা কথা সে বেশ বুঝেছিল, তার সঙ্গীদের ও আপন জনের মতই টারজনকে বিশ্বাস করতে পারে সে। টারজনের কাছে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। জেন আরো বুঝল এমন এক নতুন অনুভূতি তার মধ্যে জেগেছে যা এর আগে কখনো জাগেনি তার জীবনে। সে বুঝল এ অনুভূতি প্রেমের অনুভূতি।

টারজন তাকে তখনো ধরে ছিল। জেন হাসছিল তার মুখপানে চেয়ে। হাসতে হাসতে টারজনকে সরিয়ে দিল। জেন বুঝতে পারল না কেন সে হাসছে। এক দুর্বোধ্য হাসির রহস্যময় ছটায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল জেনের মুখখানাকে। জেন একসময় বসে পড়ল। টারজন গাছের ডাল হতে ফল ছাড়িয়ে জেনের কোলের উপর ফেলে দিতে লাগল। জেনের ক্ষিদে পেয়েছিল। সেই ফল সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল। টারজনও তার পাশে বসে ফল খেতে লাগল। মাঝে মাঝে তার ছুরি দিয়ে ফল কেটে আঁটিটা বার করে ফেলে দিচ্ছিল।

একবার হাসতে হাসতে জেন বলল, তুমি ইংরিজিতে কথা বললে ভাল হত।

টারজন নীরবে মাথা নাড়ল। জেন তখন ফরাসী ও জার্মান ভাষায় কথা বলল। কিন্তু তাও বুঝতে পারল না টারজন।

টারজন আবার সেখান থেকে উঠে জঙ্গলে চলে গেল। ইশারায় বলে গেল সে এখনি ফিরে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দুহাতে করে একরাশ গাছের ডাল আর বড় বড় পাতা নিয়ে এল। আর একবার গিয়ে একরাশ নরম ঘাস নিয়ে এল। আর একবার গিয়ে কি সব জিনিসপত্র নিয়ে এল।

ঘাস আর পাতা দিয়ে মাটির উপর একটা বিছানা তৈরী করল টারজন। তার চারদিকে গাছের বড় বড় ডাল দিয়ে একটা আশ্রয়ের সৃষ্টি করল। তারপর দুজনে আবার পাশাপাশি বসে ইশারায় কথা বলতে লাগল। একসময় টারজনের গলায় সোনার চেন দিয়ে ঝোলানো হীরের লকেটটার দিকে তাকিয়ে সেটার দিকে হাত বাড়াল জেন। টারজন সেটা গলা থেকে খুলে জেনের হাতে দিল।

জেন সেটা খুঁটিয়ে দেখে বুঝল লকেটটা সুদক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া এবং সেটা অনেক দিন আগের তৈরী। একটু চাপ দিতেই লকেটটা খুলে গিয়ে দু'ফাঁক হয়ে গেল। তার দু'দিকে দুটো হাতির দাঁতের ছোট মূর্তি ছিল। একটা মূর্তি এক সুন্দরী নারীর আর একটা মূর্তি এমন এক সুদর্শন পুরুষের যাকে দেখতে অনেকটা টারজনের মত।

জেন এবার টারজনের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখল। দেখে মনে হলো

মূর্তির পুরুষটি হয় টারজনের ভাই অথবা বাবা। টারজনও লকেটের ভিতরকার মূর্তি দুটো অপার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে লাগল। সে কখনো এই মূর্তিদুটো দেখেনি। লকেটটা যে খোলা যায় এবং তার মধ্যে এই দুটো মূর্তি আছে তা সে ভাবতেই পারেনি।

জেন ভেবে পেল না এই হীরের লকেটটা এই সুদূর আফ্রিকার জঙ্গলে এল কি করে।

টারজন এবার তার পিঠের তূণ থেকে তীরগুলো সরিয়ে তার তলা থেকে একটা ফটো বার করে জেনের হাতে দিল। ফটোটি লকেটনিহিত সেই পুরুষ মূর্তিটির। জেন মূর্তিদুটোর পানে টারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু টারজন মাথা নেড়ে কি বোঝাতে চাইল। তারপর ফটোটা জেনের হাত থেকে নিয়ে আবার সেটা তূণের ভিতরে পুরে রাখল।

জেন লকেটের পুরুষটার দিকে তখনো তাকিয়ে ভাবতে লাগল। পরে সে এই রহস্যের একটা সমাধান খুঁজে পেল। সে ভাবল এই লকেটটা আসলে লর্ড গ্রেস্টোকের। পরে তাঁর কেবিন থেকে টারজন সেটা ঘটনাক্রমে পেয়ে যায়। আর ঐ নারীমূর্তিটা লেডী এ্যালিসের। কিন্তু টারজনের চেহারা ও চোখমুখের সঙ্গে ঐ মূর্তির সাদৃশ্যের কারণ কি তা সে বুঝতে পারল না অনেক ভেবেও।

টারজন জেনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল না সে কি ভাবছে। তবে চোখে মুখে একটা তীব্র কৌতূহল আর আগ্রহের রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠতে দেখল সে।

টারজন এবার লকেটসমেত চেনটা জেনের কাছ থেকে নিয়ে আবার জেনের গলাতেই পরিয়ে দিল। জেনকে এতে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে উঠতে দেখে হাসতে লাগল। জেন ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে তার গলা থেকে চেনটা খুলে দিতে গেলে টারজন কিছুতেই তাকে তা খুলতে দিল না। জেনের হাতদুটো নিজের হাত দিয়ে চেপে রেখে দিল।

অবশেষে বাধ্য হয়ে জেন সেটা গ্রহণ করল। লকেটটা মুখে ঠেকিয়ে একবার চুম্বন করে উঠে দাঁড়িয়ে টারজনকে সৌজন্যসূচক এক অভিবাদন জানাল। টারজন বুঝল এইভাবে হয়ত ওরা কোন দান গ্রহণ করে এবং ধন্যবাদ জানায়। তার দেখাদেখি টারজনও উঠে দাঁড়িয়ে লকেটটাকে একবার চুম্বন করল। আসলে রক্তগত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশানুক্রমিক আভিজাত্য থেকে উদ্ভূত এক মার্জিত ভদ্রতা এবং সৌজন্যবোধ শিকড় গেড়ে ছিল টারজনের সত্তার গভীরে, যে বোধটাকে তার বন্যবর্বর জীবনযাপন আর আরণ্যক পরিবেশ উৎপাটিত করে ফেলতে পারেনি আজও।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে তারা আবার কিছু ফল খেল। তারপর টারজন জেনকে নিয়ে তার বিছানায় দিয়ে এল। তার নিজের

ছুরিটা তার হাতে দিল। তারপর ডালপালায় বেড়া দিয়ে ঘেরা তার বিছানাটা হতে বেরিয়ে এসে সেটার বাইরে ঘাস দিয়ে নিজের জন্য একটা বিছানা তৈরী করে শুয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙতে জেন দেখল তখন রোদ উঠে গেছে। এই বিপদসংকুল অরণ্যের মাঝে এই ফাঁকা জায়গাটার মাঝে রাত কাটানো সত্ত্বেও কোন বিপদ স্পর্শ করেনি তাকে একথা ভাবতে গিয়ে টারজনের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার একটা ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল জেনের বুকের মাঝে। সে তার ডালপালা ও লতাপাতার কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে দেখল টারজন তার বিছানায় নেই। তবু এবার সে আর ভয় পেল না। কারণ সে জানে টারজন ঠিক একটু পরেই চলে আসবে এবং সে বেশী দূরে কোথাও যায়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে কিছু ফলমাকড় নিয়ে হাসি মুখে ফিরে এল টারজন। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জেনের অন্তরটা এমনভাবে লাফিয়ে উঠল যা আগে কখনো কোন মানুষকে তার কাছে আসতে দেখে তেমন হয়নি। জেনের মনে হলো সারা পৃথিবীর মধ্যে টারজনের মত আর একজন মানুষও নেই যার কাছ থেকে কোন নারী এই ভয়ঙ্কর আফ্রিকার জঙ্গলের মাঝে থেকেও এতখানি নিরাপদ মনে করতে পারে নিজেকে।

টারজনের পরিকল্পনা কি, তাকে নিয়ে কি সে করবে তা কিছু বুঝে উঠতে পারল না জেন। তা না বুঝতে পারলেও তার মনে হলো তাকে নিয়ে যাই করুক তাতে কিছু যায় আসে না তার। আফ্রিকার জঙ্গলের এই দুর্বোধ্য গভীরে হাস্যোজ্জ্বল এই দৈত্যাকার মানুষটির পাশে থেকে তাকে যদি সামান্য এই বনের ফল খেয়ে কাটাতে হয় তাহলেও তাতে স্বর্গসুখ অনুভব করবে সে। এতেই সে সম্পূর্ণ সুখী, পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত। অন্তরে শত উদ্বেগ শত আশঙ্কা সত্ত্বেও তার সে অন্তরটা এক অকারণ আনন্দে গান গেয়ে উঠল। টারজনের হাসিভরা মুখপানে চেয়ে সে হাসতে লাগল। আর সেই হাসির আলোর ছটায় যত সব উদ্বেগ আর আশঙ্কার কুটিল ছায়াগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

ফল দিয়ে প্রাতরাশ করার পর টারজন ইশারায় অনুসরণ করতে বলল জেনকে। তারপর জেনকে কাঁধে নিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ল। জেন বুঝল টারজন তাকে কেবিনে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে টারজনের সঙ্গ তাকে ছাড়তে হবে ভেবে আসন্ন একাকীত্বের এক বেদনা আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

এদিকে টারজনের মনও ছাড়তে চাইছিল না জেনকে। যতক্ষণ সে পথে এইভাবে যাবে ততক্ষণ এমনি করে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে থাকবে জেন। তাই ইচ্ছা করে তার গতিবেগটাকে কমিয়ে দিল সে। জেনের মধুর স্পর্শসুখের অনুভূতিটাকে দীর্ঘায়িত করে তুলতে চাইছিল যেন। তাই সে কেবিনে যাবার আসল পথটা না ধরে দক্ষিণ দিকের পথটা ধরল।

পথে যেতে যেতে মাঝখানে একবার একটা নদীর ধারে নেমে কিছু ফল আর

জল খেয়ে নেয় ওরা। কেবিনে পৌঁছতে ওদের বিকেল হয়ে গেল। কেবিনের কাছাকাছি এসে একটা লম্বা গাছের তলায় এসে টারজন হাত বাড়িয়ে কেবিনটা দেখিয়ে দিল জেনকে। জেন টারজনের হাতটা ধরে তাকে তার বাবার কাছে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু বনের জীব হয়ে মানুষের সমাজে যেতে যে একটা স্বাভাবিক লজ্জা অনুভব করত টারজন সেই লজ্জার জন্যই গেল না সে।

এদিকে টারজনকে একা জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না জেনের। কিন্তু টারজন তার কোন কথা শুনবে না। যাবার আগে জেনকে চুম্বন করার জন্য মুখটা নামিয়ে নিল সে। কিন্তু জেনের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভাবটা বোঝার চেষ্টা করল। দেখতে চাইল জেন সে চুম্বন চায় কি না।

জেন প্রথমে বুঝতে না পেরে ইতস্ততঃ করছিল। তারপর সে ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে টারজনের ঘাড়টা ধরে তার মাথাটা নামিয়ে এনে নিজে থেকে চুম্বন করল তাকে। বারবার বলতে লাগল আমি তোমাকে ভালবাসি।

এমন সময় উপকূলের কাছে ভিড়ে থাকা জাহাজদুটো থেকে কামানের গোলার পরপর কয়েকটা আওয়াজ হলো। কিন্তু জাহাজদুটো দেখতে পেল না। জেনকে আবার একবার চুম্বন করে চলে গেল টারজন। জেন বলল, আবার তুমি আসবে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবো।

কেবিনের পথে পা চালিয়ে দিল জেন। তখন গোধূলির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছিল বেশ। ফিলাণ্ডার কেবিনের বাইরে ছিল। এসমারাল্ডা ছিল কেবিনের ভিতরে। ফিলাণ্ডারের দৃষ্টিশক্তিটা ছিল বড় ক্ষীণ। দূরের জিনিস নজর হয় না। অন্ধকারে জেনকে বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তার মনে হলো যেন একটা সিংহ আসছে। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, একটা সিংহী আসছে এসমারাল্ডা, চল কেবিনে ঢুকে পড়ি।

কথাটা শুনেই ফিলাণ্ডারকে বাইরে রেখেই দরজায় খিল দিয়ে দিল এসমারাল্ডা। তারপর তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় শুধু সিংহীর নাম শুনেই কিছু যাচাই না করেই মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এদিকে ঘরে ঢুকতে না পেয়ে ফিলাণ্ডার পড়ে রইল মাটিতে। কারণ সে শুনেছিল সিংহ মরা মানুষ ছোঁয় না।

কাছে এসে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খিল খিল করে হেসে উঠল জেন। হঠাৎ চোখ খুলে সামনে জেনকে দেখতে পেয়েই লাফিয়ে উঠে পড়ল ফিলাণ্ডার। আশ্চর্য হয়ে বলল, জেন তুমি! কোথা থেকে আসছ? কোথায় ছিলে? কি করে—

জেন হেসে বলল, দয়া করুন মিস্টার ফিলাণ্ডার, কি করে একসঙ্গে এত প্রশ্নের উত্তর দেব?

ফিলাণ্ডার বলল, তোমাকে নিরাপদ দেখে একই সঙ্গে এতদূর আনন্দিত ও

বিস্মিত হয়েছি যে কি বলছিলাম তা আমি নিজেই জানি না। এখন ভিতরে এস, যা যা ঘটেছিল সব বলবে আমায়।

একবিংশ অধ্যায়

জেনের খোঁজে লেফ্‌টন্যান্ট দার্ণৎ আর লেফ্‌টন্যান্ট শার্পেন্তিয়েরের নেতৃত্বে সশস্ত্র দলটি বনের মধ্যে এগিয়ে যেতে যেতে বুঝল তাদের কাজটা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। কিন্তু অধ্যাপক পোর্টার আর ক্লেটনের হতাশ মুখদুটোর পানে তাকিয়ে ফিরে যেতে পারছিল না তারা। তাছাড়া দার্ণৎ ভাবছিল জেন আর বেঁচে নেই। এতক্ষণ তাকে কোন বন্যজন্তু খেয়ে ফেলেছে এবং তার কঙ্কালটাই হয়ত পড়ে আছে কোথাও।

ঠিক যেখান থেকে অন্তর্হিত হয় জেন সেখান থেকে রওনা হয়ে দুপুর পর্যন্ত ধীর গতিতে বনপথে এগিয়ে চলে ওরা। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর একটা পথ দেখতে পেয়ে আবার এগিয়ে চলতে থাকে।

ওরা সকলে সরু পথটা দিয়ে সারবেঁধে চলছিল। সবচেয়ে আগে ছিল দার্ণৎ। তার পিছনে ছিলেন অধ্যাপক পোর্টার। কিন্তু দার্ণৎ বেশকিছুটা এগিয়ে থাকায় অধ্যাপক পোর্টার ও দলের লোকেরা পিছিয়ে পড়ে। প্রায় একশো গজ দল থেকে এগিয়ে ছিল দার্ণৎ।

হঠাৎ প্রায় পঞ্চাশজন নিগ্রো যোদ্ধা দার্ণৎকে ঘিরে ফেলতেই সে চীৎকার করে উঠল। সে তার রিভলবার থেকে গুলি করার আগেই তাকে তুলে নিয়ে পালাল জনাকতক নিগ্রো। বাকিগুলো পথের ধারে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে রইল।

দার্ণতের চীৎকার শুনতে পেয়ে সৈন্যরা ছুটে গিয়ে রাইফেল থেকে গুলি করতে লাগল। এমন সময় বনের ভিতর থেকে একটা বর্শা এসে একজনের বুকে বিদ্ধ করতে সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। অনেকগুলো তীর এসে তাদের জনা-কতকের গায়ে লাগল। ওরা তখন বন লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে নিগ্রোদের দেখতে পেয়ে জোর গুলি চালাতে লাগল। নিগ্রোরা তখন ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু তার আগেই অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে।

কুড়িজন সৈন্যের মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলে মারা যায়, প্রায় বারোজন আহত হয় এবং দার্ণৎ নিখোঁজ হয়।

শার্পেস্তিয়ের তখন একটা ফাঁকা জায়গা দেখে শিবির স্থাপনের হুকুম দিল। শিবিরের সামনে আগুন জেলে পালা করে প্রহরা দিয়ে রাতটা কাটাল ওরা।

এদিকে দার্ণংকে নিয়ে একজন নিগ্রো একেবারে গাঁয়ের মধ্যে চলে গেল।

এক শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে দেখতে পেয়ে গাঁয়ের সব নারী পুরুষেরা ছুটে এল। আফ্রিকার একদল মানুষখেকো আদিম অধিবাসীদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ বন্দী হিসাবে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলো দার্ণং। প্রথমে মেয়েরা লাঠি দিয়ে ও পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল দার্ণংকে। তারপর তার গায়ের সব পোশাক ছিঁড়ে দিল। এরপর পুরুষরা মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল আর দার্ণতের মুখের উপর থুথু ফেলতে লাগল।

এবার তারা বন্দীকে গাঁয়ের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা বড় খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখল। মেয়েরা তাদের বাড়ি থেকে অনেকগুলো পাত্রে জল নিয়ে এল। পুরুষরা আগুন জ্বালাল। তারা ভাবল তাদের বাকি শিকারীরা আরো বন্দী নিয়ে এলে একসঙ্গে তাদের মাংস এই অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করে খাবে আর কিছু মাংস শুকিয়ে পরে খাবার জন্য রেখে দেবে। তাই তারা ফিরে আসার পর নাচের উৎসব শুরু করতে দেরী হয়ে গেল তাদের।

দার্ণং তখন অর্ধচেতন হয়ে পড়েছিল। এমন সময় কয়েকটা বর্শা তার গায়ের কয়েকটা জায়গা বিদ্ধ করল। তার গা থেকে তাজা গরম রক্ত ঝরতে লাগল এবং তাতে তার অবস্থা সম্পর্কে নতুন করে সচেতন হয়ে উঠল সে। কিন্তু তবু যন্ত্রণায় চীৎকার করল না। সে জাতিতে ফরাসী, সভ্য জগতের লোক সে ঐ বর্বর মানুষখেকোদের দেখিয়ে দেবে একজন সভ্য শিক্ষিত ভদ্রলোক কতখানি সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে নীরবে মৃত্যুবরণ করতে পারে।

এদিকে টারজন জেনের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গুলির শব্দ শুনে মবঙ্গাদের গাঁয়ের দিকে ছুটে যেতে থাকে। মবঙ্গাদের গাঁয়ের দিকে গুলির আওয়াজ পেয়ে বিপদের আভাস পায় সে। সে জানে মবঙ্গাদের গাঁয়ের শিকারী যোদ্ধারা প্রায়ই উত্তরদিক থেকে বন্দী করে অনেক বিদেশীকে নিয়ে আসে। একথা জানত টারজন। সে জানত বন্দীদের কি অবস্থা হয় এবং কিভাবে তাদের মেরে তার মাংস খায় তারা। গুলির আওয়াজ শুনে সে বুঝেছিল এবার নিশ্চয় কোন শ্বেতাঙ্গ বন্দী হয়েছে মবঙ্গাদের হাতে।

তখন রাত্রি শেষ হয়ে গেছে। পথে যেতে যেতে বনের মাঝে এক জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখল টারজন। কিন্তু সেখানে না গিয়ে টারজন সোজা চলে গেল মবঙ্গাদের গাঁয়ে।

অবশেষে গাঁয়ের কাছে গিয়ে একটা গাছ থেকে টারজন দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ বন্দী খুঁটিটায় বাঁধা আছে আর তার গায়ে খোঁচা মারা হচ্ছে। তবে তার উপর শেষ আঘাত তখনো হানা হয়নি এবং তার মৃত্যু ঘটেনি তখনো। টারজন তাদের প্রথার খুঁটিনাটি সব জানে। এরপর মবঙ্গা বন্দীর একটা কান ছুরি দিয়ে কেটে নেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ধারাল অস্ত্রের আঘাত বন্দীর দেহটাকে একতাল মাংসে পরিণত করে ফেলবে। ওদিকে মৃত্যুর নাচ শুরু হয়ে

গেছে। নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্করভাবে উন্মত্তের মত চীৎকার করে উঠছে ওরা।

এমন সময় এক দুর্ধর্ষ পুরুষগোরিলার মত গাছের উপর গর্জন করে উঠল টারজন। মুহূর্তে টারজন তার ফাঁসের দড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে একজন নিগ্রোকে টেনে তুলে নিল গাছের উপরে। নিগ্রোরা তাদের চোখের সামনে দেখল তাদেরই একজনের দেহটা গলায় ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে একটা গাছের উপর ঘন পাতার মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। তারা ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি ও অভিভূত হয়ে প্রথমে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

দার্ণৎ একা সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। দার্ণৎ খুবই সাহসী লোক। তবু ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল ভয়ের এক শিহরণ খেলে গেল

তার শিরায় শিরায়। সে দেখল গাছের উপর পাতার মধ্যে দেহটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পরমুহূর্তেই সেই কৃষ্ণকায় দেহটা গাছের তলায় মাটির উপর সশব্দে পড়ে গেল। নিথর নিস্পন্দ দেহটা পড়ে রইল মাটিতে। এবার দেখল গাছ থেকে এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ সোজা নেমে এসে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

দার্ণং ভাবল লোকটা হয়ত তাকে নতুনভাবে পীড়ন করে হত্যা করার জন্য আসছে। কিন্তু তার মুখে নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না। লোকটা এসেই তার বাঁধন কেটে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিল। দার্ণং তখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার ক্ষত-বিক্ষত দেহটা কাঁপছিল। কিন্তু টারজন তাকে ধরে ফেলে কাঁধের উপর তুলে নিল। দার্ণং এবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

এদিকে ফরাসী সৈন্যদের শিবিরে সকাল হতেই লেফটন্যাণ্ট শার্পেন্তিয়ের কেবিনে ফিরে যাবে ঠিক করল। আরো দুজন আহত গতরাত্রে মারা গেছে। ওদের খুব ধীরগতিতে এগিয়ে যেতে হচ্ছিল। কারণ দুটি মৃতদেহকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল ওদের। তার উপর আহতদের ধরে ধরে নিয়ে যেতে হচ্ছিল।

ওরা যখন কেবিনে গিয়ে পৌছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। শোকে দুঃখে ওদের অন্তরগুলো ভারী হয়ে থাকলেও কেবিনে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে সব শোক দুঃখ দুর হয়ে গেল মুহূর্তে। যে জেনের জন্য এত কাণ্ড সেই জেন কেবিনের সামনে দাঁড়িয়েছিল। জঙ্গল থেকে বেরিয়েই জেনকে দেখতে পেলেন অধ্যাপক পোর্টার আর ক্লেটন। জেন ছুটে এসে তার বাবার গলাটাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছিল। অধ্যাপক জেনের কাঁধের উপর মুখটা রেখে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

জেন তার বাবাকে হাত ধরে কেবিনে নিয়ে গেল। ফরাসী সৈন্যরা শার্পেন্তিয়েরের সঙ্গে বেলাভূমি থেকে নৌকোয় করে জাহাজে চলে গেল। ক্লেটনও প্রথমে ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গিয়ে কেবিনে ফিরে এসে জেনের সঙ্গে দেখা করল।

জেনকে দেখেই ক্লেটন আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, জেন, ঈশ্বরের কি অসীম

দয়া, তিনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন আমাদের। কিন্তু কেমন করে উদ্ধার পেলে ?

জেনের নাম ধরে এই প্রথম ডাকল ক্লেটন। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেও ক্লেটনের মুখ থেকে এই নামটা উচ্চারিত হতে শুনলে তার অন্তরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠত। কিন্তু এখন তা শুনে ভয় হলো তার।

জেন কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, মিস্টার ক্লেটন, আমি আপনাকে আমার বাবার প্রতি আপনার বীরোচিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। আপনার মহত্ত্ব ও ত্যাগের কথা তিনি আমাকে আগেই সব বলেছেন। আপনার এ ঋণ কিভাবে পরিশোধ করব আমি ?

ক্লেটন বলল, সে ঋণের প্রতিদান আমি পেয়ে গেছি। আপনি এবং অধ্যাপক পোর্টার দুজনেই অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এতেই আমার দুঃখকষ্টের মূল্য শোধ হয়ে গেছে। একটা জিনিস আমি বুঝলাম মিস জেন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা যতই গভীর হোক, কন্যার প্রতি পিতার ভালবাসার মত তা কখনই গভীর ও নিঃস্বার্থ হতে পারে না।

লজ্জায় মাথা নত করল জেন। ভাবল সে যখন বনের মধ্যে অক্ষত দেহে দেবোপম সেই লোকটির পাশে বসে ফল খেতে খেতে প্রেমের দৃষ্টি বিনিময় করেছে তখন তার বাবা ও ক্লেটন তার প্রতি ভালবাসার বশবর্তী হয়ে কত দুঃখকষ্টই না ভোগ করেছে। কিন্তু প্রেম মানুষের জীবনে এক দুর্বার ও রহস্যময় বস্তু যার প্রভুত্বের কাছে মানুষের প্রকৃতি বারবার হার মেনে যায়। সেই প্রেমের বশেই জেন ক্লেটনকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে পারল না। বলল, যে তোমাদের রক্ষা করেছিল সেই বনের মানুষটির খবর কি ? সে আর আসেনি ?

ক্লেটন বলল, কার কথা বলছ বুঝছি না।

জেন বলল, যে তোমাকে এবং আমাকে ও আমাদের প্রায় প্রত্যেককেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে ?

ক্লেটন বিস্মিত হয়ে বলল, ও বুঝেছি এবার। তোমাকেও তাহলে সে-ই উদ্ধার করেছে ? তুমি এখনো কিন্তু সে সব কথার কিছুই বলনি। বল সে কথা।

জেন বলল, সে আমাকে গতকাল কেবিনের কাছে ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে দিয়ে জঙ্গলের ভিতরে গুলির শব্দ শুনেই ছুটে গেল। তারপর থেকে তাকে দেখতে পাইনি। আমার মনে হয় সে তোমাদের সাহায্যেই ছুটে যায়।

ক্লেটন লক্ষ্য করল এক চাপা আবেগের চাপে জেনের গলাটা কেমন ভারী শোনাচ্ছে। বনের মানুষ টারজনের কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়ছে সে। টারজনের প্রতি এক গোপন ঈর্ষা আর সংশয়ের বীজ আজ প্রথম উপ্ত হলো ক্লেটনের মনে।

শান্ত কণ্ঠে ক্লেটন বলল, তার দেখা আমরা পাইনি। সে হয়ত উপজাতিদের

দলেই যোগ দিয়েছে।

কথাটা কেন বলল ক্লেটন তা যেন সে নিজেই জানেনা। আহত প্রেমেরএক রহস্যময় অভিযানের বশেই হয়ত সে বলে থাকবে কথাটা।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত চোখে ক্লেটনের দিকে তাকিয়ে জেন বলল, না,কখনই তা হতে পারে না। উপজাতিরা নিগ্রো আর সে শ্বেতাঙ্গ ভদ্র।

ক্লেটন প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পরে বলল, সে একজন বন্য অর্ধবর্বর লোক মিস জেন। আমি তার বিষয়ে কিছুই জানি না। সে কোন ইউরোপীয় ভাষাই জানে না। তাছাড়া তার গায়ের গয়নাগুলোও পশ্চিম আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মত। এখান থেকে শত শত মাইলের মধ্যে কোন ভদ্র ও সভ্য মানুষ নেই। সেও হয়ত উপজাতিদেরই একজন এবং সেও একজন মানুষখেকো।

জেন আবার জোর দিয়ে বলল, একথা আমি বিশ্বাস করি না। দেখো, নিশ্চয় সে ফিরে এসে প্রমাণ করে দেবে তোমার ধারণা ভুল। আমি বলছি সে একজন ভদ্রলোক।

টারজনের প্রতি ক্লেটনের ঈর্ষাটা আরো বেড়ে উঠল। বলল, হয়ত তোমার কথাই ঠিক মিস পোর্টার। তার কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমরা যেমন তার কথা ভুলে যাব সেও তেমনি আমাদের কথা ভুলে যাবে।

আর কথা না বাড়িয়ে কেবিনে ফিরে এল জেন। ঘাসের বিছানায় বসে বনের মধ্যে টারজনের সঙ্গে কাটানো সেদিনকার কথাগুলো মনে করতে লাগল। হঠাৎ গলার লকেটটায় একবার হাত ঠেকতে সে সেটাকে চুম্বন করে আপন মনে বলল, তুমি পশু? তুমি যদি পশু হও তাহলে ঈশ্বর যেন আমাকেও পশু করেন।

এই বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল জেন। এসমারাল্ডা তার জন্য রাতের খাবার নিয়ে এলে সে তার বাবাকে বলে পাঠাল যে সে সেদিনকার অভিজ্ঞতার মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ভুগছে। তাই সে রাতে কিছু খাবে না।

পরদিন সকালে দুশো ফরাসী সৈন্যের এক সশস্ত্র দল আবার দার্ণতের খোঁজে রওনা হলো। ওরা সরাসরি মবঙ্গাদের গাঁয়ে গিয়ে গাঁটাকে আক্রমণ করবে। দার্ণংকে নিগ্রোরা সেই গাঁয়েই নিয়ে যায়। সঙ্গে কয়েকটা ঠেলাগাড়ি নিল তারা আহতদের বয়ে আনার জন্য। ক্লেটনও ওদের সঙ্গে গেল। লেফটন্যান্ট শার্পেন্তিয়ের গেল দলের নেতা হিসাবে।

দুপুর হতেই তারা সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌছল যেখানে নিগ্রোদের সঙ্গে তাদের লড়াই হয়। পথটা তাদের চেনা বলে পৌছতে কষ্ট হলো না। সেখান থেকে সোজা গাঁয়ের কাছে মাঠের ধারে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল। শার্পেন্তিয়ের একদল সৈন্যকে বনের পাশ দিয়ে কাঁটার পিছন দিকে পাঠিয়ে দিল। তারা প্রথম গুলি করে আক্রমণ শুরু করলেই ওরাও আক্রমণ শুরু করবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে শার্পেন্তিয়ের তার সেনাদল নিয়ে ঘন জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে রইল। মাঠে তখন কিছু লোক কাজ করছিল। গাঁয়ের পথে অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছিল। অবশেষে গুলির শব্দ শুনেই শার্পেন্তিয়ের তার দল নিয়ে গুলি করতে করতে গেটের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল। মাঠ থেকে লোকেরা ছুটে গাঁয়ের ভিতরে পালিয়ে গেল। গাঁয়ের লোকেরা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে গাঁয়ের পথে পথে লড়াই করতে লাগল।

অতর্কিত আক্রমণের জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্তুত না থাকায় খুব একটা বাধা দিতে পারল না ফরাসী সৈন্যদের। বেশকিছু ফরাসী সেনা আহত ও নিহত হলেও অনেক নিগ্রো যোদ্ধা গুলি খেয়ে মারা গেল। অনেকে বন্দী হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা গাঁটা ওরা দখল করে ফেলল। নারী ও শিশুদের তারা অব্যাহতি দিল। অবশ্য কোন নারী তাদের আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার খাতিরে মারতে হচ্ছিল।

এবার দার্ণং সম্বন্ধে বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল শার্পেন্তিয়ের। কয়েকজন গ্রামবাসীর পরনে দার্ণতের পোশাকের কিছু কিছু অংশ দেখে তার সন্দেহ গাঢ় হলো। ওরা হয়ত দার্ণংকে হত্যা করে তার মাংস খেয়েছে। কিন্তু ওদের কথা নিগ্রো গ্রামবাসীদের কেউ বুঝতে পারল না। তারা শুধু ভয়ে অদ্ভুত রকমের অঙ্গভঙ্গি করে কি সব বোঝাতে চাইল।

অবশেষে দার্ণতের কোন খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে রাত্রির মত গাঁয়ের মধ্যেই শিবির স্থাপন করল শার্পেন্তিয়ের। রাতটা শিবিরে কাটিয়ে প্রত্যাবর্তনের সময় ওরা গাঁটা পুড়িয়ে দেবার মনস্থ করল। কিন্তু বন্দী গ্রামবাসীরা কান্নাকাটি করতে থাকায় তা করল না। তাহলে ওদের মাথা গোঁজার মত কোন ঠাঁই থাকবে না।

ক্লেটন আর শার্পেন্তিয়ের সেনাদলের আগে আগে যেতে লাগল। সবশেষে আহতদের নিয়ে ঠেলা গাড়িগুলো আসছিল। শার্পেন্তিয়ের দুঃখে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না ক্লেটন। শার্পেন্তিয়ের খুবই দুঃখ পেয়েছে, কারণ দার্ণং ছিল তার ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং সহকর্মী। শার্পেন্তিয়ের দুঃখটা আরো বেশী করে বোধ করছিল এই কারণে যে দার্ণং বৃথাই বর্বর আদিবাসীদের হাতে প্রাণ দিল এবং সে প্রাণ দেবার আগেই জেন উদ্ধার পেয়ে ফিরে আসে।

শার্পেন্তিয়ের অবশ্য বলল, আমার দুঃখ এই কারণে যে আমি তার জন্য প্রাণ দিতে পারলাম না বা তার সঙ্গে মরতে পারলাম না। তাছাড়া আত্মত্যাগ অকারণ নয়, একজন অপরিচিত আমেরিকান মেয়েকে উদ্ধার করার জন্য সে স্বেচ্ছায় প্রাণ বলি দিয়েছে।

কেবিনে পৌঁছবার আগেই জঙ্গলের প্রান্তে এসে তারা একটা গুলি করে জানাল ওদের অভিযান সফল হয়নি। ওদের যেতে দেরী হয়েছে এবং দার্ণংকে উদ্ধার করতে পারেনি। দার্ণংকে উদ্ধার করে তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরলে ওরা

তিনটে গুলি করে তার সঙ্কেত জানাত।

আহত ও মৃতদের নৌকোয় করে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হল। ক্লেটন কয়েকদিন ধরে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কেবিনে ঢুকতে যাবার সময় জেনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। জেন দুঃখের সঙ্গে বলল, আহা বেচারা লেফটন্যান্টের কোন খোঁজই পেলে না।

ক্লেটনও দুঃখের সঙ্গে জানাল, আমাদের যেতে দেরী হয়ে গেছে মিস পোর্টার।

জেন আবার জিজ্ঞাসা করল, ওরা তাকে খুব পীড়ন করেছিল ?

ক্লেটন উত্তর করল, তাকে হত্যা করার আগে কি করেছিল তা আমরা জানতে পারিনি।

জেন বলল, তাকে হত্যা করার আগে এই কথাটা কেন বললেন ?

ক্লেটন বলল, হ্যাঁ মিস পোর্টার, ওরা নরখাদক।

এমন সময় টারজনের প্রতি তার ঈর্ষাটা নতুন করে জেগে উঠল। বলল, তোমার বনদেবতা তোমার কাছ থেকে গিয়ে নিশ্চয় ওদের ভোজসভায় যোগদান করে।

কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে জেনের মনে আঘাত দেওয়ায় নিজেই দুঃখিত হলো ক্লেটন।

ক্লেটন আর কোন কিছু বলার আগেই সেখান থেকে চলে গেল জেন। ক্লেটন নিজের মনে আক্ষেপের সঙ্গে ভাবল, জেন আগে ঠিকই বলেছে, আমি সত্যই মিথ্যাবাদী।

জেনের কাছে ক্ষমা চাইবার জন্য তার কাছে একবার যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পাশের ঘর থেকে দেখল জেন পাথরের মত বসে আছে দুঃখে অভিভূত হয়ে। সে একটা চিঠি লিখে জেনের হাতে পাঠিয়ে দিল।

প্রথমে রাগে ও দুঃখে চিঠিটা উপেক্ষা করল। পরে সেটা তুলে নিয়ে পড়ল। ক্লেটন লিখেছে,

প্রিয় মিস পোর্টার,

আমি অকারণে তোমার মনে আঘাত দিয়েছি। আমার পক্ষে কেবল একটামাত্রই অজুহাত আছে। সেটা হচ্ছে এই যে আমার মাথার স্নায়ুগুলো বড় ক্লান্ত ও উত্তপ্ত ছিল। অবশ্য এটাকে ঠিক অজুহাত বলা যায় না। দয়া করে মনে করো আমি একথা বলিনি। আমি খুবই দুঃখিত। সারা জগতের মধ্যে অন্ততঃ আমি তোমার মনে কখনো দুঃখ দিতে পারব না। বল আমায় তুমি ক্ষমা করেছ। ইতি—

সিসিল ক্লেটন।

চিঠিটা পড়ে জেন ভাবল, 'মনে করো আমি একথা বলিনি'—এটা কেমন করে হয়। আমি জানি এটা কখনই সত্য নয়। চিঠির শেষের লাইনটা পড়ে

ভয় হলো জেনের। সারা জগতের মধ্যে অন্ততঃ আমি তোমার মনে কখনো দুঃখ দিতে পারি না। সপ্তাহখানেক আগে হলে একথাটায় আনন্দ পেতে পারত সে। হায়, যদি তার ক্লেটনের সঙ্গে দেখা না হত। আবার সেই বনদেবতার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটাও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল তার পক্ষে।

এমন সময় তার ঘাসের বিছানার তলায় হঠাৎ সেদিনকার লেখা টারজনের প্রেমের চিঠিটা পেয়ে গেল সে। জেন ভাবল, এ আবার কে? এ যদি আবার তার সেই বনদেবতা না হয়ে অন্য লোক হয় তাহলে তাকে পাবার জন্য সে কি করবে তার কিছু ঠিক নেই।

এই সব নানা চিন্তায় মনটা বিব্রত হয়ে উঠল জেনের। তার ঘরে তখন এসমারাল্ডাকে গভীরভাবে ঘুমোতে দেখে সে ডাকল, এসমারাল্ডা! ওঠ। জগতে কত দুঃখ কত সমস্যা আর তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছ?

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে এসমারাল্ডা বলল, কি হলো? আবার কোন গণ্ডার বা জলহস্তী এল নাকি?

জেন বলল, না, কিছু না, ঘুমোওগে তুমি। ঘুমন্ত অবস্থার থেকে জাগ্রত অবস্থায় তুমি আরো বিরক্তিকর।

এসমারাল্ডা রেগে গিয়ে বলল, হাঁ, তোমরা খুব ভাল। নাও, লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়। তুমি ক্লান্ত। হা ভগবান! একের পর এক করে কত বিপদেই না পড়তে হচ্ছে।

এসমারাল্ডার গালে একটা চুম্বন করে শুতে চলে গেল জেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দার্ণং জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখল সে বনের মধ্যে একটা পুরু বিছানার উপর শুয়ে রয়েছে। তার চারদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের প্রাচীর।

পূর্ণ চেতনা ফিরে পাবার পর দার্ণং অসংখ্য আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেহটার সর্বত্র ব্যথা অনুভব করতে লাগল। এতক্ষণে ব্যথাটা পূর্ণমাত্রায় অনুভূত হলো। সে বুঝল পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার বা হাঁটা চলার ক্ষমতা তার নেই। এমন কি মাথাটা ঘোরাতেও দারুণ যন্ত্রণা বোধ করছিল সে। সে বুঝতে পারছিল না সে কোথায় আছে—শত্রুদের না মিত্রদের কবলে।

চেতনা হারাবার আগে যা যা ঘটেছিল তা সব একে একে মনে করার

চেষ্টা করতে লাগল দার্ণং। তখন সেই দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গদের কথা মনে পড়ে গেল তার। মনে পড়ে গেল তারই কোলের মধ্যে চেতনা হারিয়ে ফেলে। সে জানে না তার ভবিষ্যৎ কি, তার ভাগ্যে কি আছে। বনের অসংখ্য পোকামাকড় আর ঝিঁ ঝিঁর ডাক, পাখি আর বাঁদরদের কিচিরমিচির, গাছের পাতা নড়ার শব্দ, সব মিলিয়ে এ এক আশ্চর্য জগৎ। লোকালয় বা মানুষের সমাজ থেকে কত দূরে। দার্ণং আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলের আগে আর সে ঘুম ভাঙল না।

বিকেলে ঘুম ভাঙলে দার্ণং দেখল তার পায়ের কাছে তার দিকে পিছন ফিরে একজন দৈত্যাকার লোক বসে আছে। তার পিঠটা দেখতে তামাটে রঙের হলেও সে শ্বেতাঙ্গ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল সে।

দার্ণং তাকে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল। লোকটি তার পাশ দিয়ে মাথার কাছে এসে তার কপালে তার ঠাণ্ডা হাতটা রাখল। দার্ণং তাকে ফরাসী ভাষায় কি বলল। কিন্তু ঘাড় নেড়ে বোঝাল সে ও ভাষা জানে না। এরপর ইংরিজি, জার্মানি প্রভৃতি আরো কয়েকটা ভাষায় কথা বলল। কিন্তু লোকটি কোন ভাষাই বুঝতে পারল না। লোকটি একসময় উঠে গিয়ে বন থেকে কিছু ফল আর একটা তরমুজ নিয়ে এল। দার্ণং সেগুলো খেয়ে কিছুটা সুস্থ হলো। সে আবার কথা বলার চেষ্টা করল। লোকটি তখন উঠে গিয়ে একটা পেন্সিল নিয়ে এসে একটা গাছের ছালের উল্টো পিঠে সাদা জায়গায় সেই পেন্সিল দিয়ে ইংরিজিতে লিখল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। তুমি কে? তুমি এই ভাষা বোঝ?

দার্ণং দেখল লোকটি ইংরিজি জানে। সে মুখে বলল, হ্যাঁ, আমি ইংরিজি বলতে ও লিখতে পারি। এবার আমরা তাহলে কথা বলে আলাপ করতে পারি। প্রথমে তুমি আমার জন্য যা করেছ তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমায়।

টারজন মাথা নেড়ে পেন্সিল আর গাছের ছালটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল অর্থাৎ দার্ণংকে তার বক্তব্য লিখে দিতে বলল। দার্ণং বলল, হা ভগবান, তুমি যদি ইংরেজ হও তাহলে ইংরিজিতে কথা বলতে পার না কেন?

দার্ণং ছালটার উপর পেন্সিল দিয়ে লিখল, আমার নাম দার্ণং। আমি ফরাসী সেনাবাহিনীর একজন লেফটন্যাণ্ট। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তুমি আমার জন্য যা করেছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমার যা কিছু আছে তা সব তোমার। তবে কেন তুমি ইংরিজিতে কথা বলতে পার না তা জানতে পারি কি?

টারজন তার উত্তরে লিখল, আমি যে কার্চাকের বাঁদরদলের মধ্যে ছিলাম তাদের ভাষা আর কিছু বন্য জীবজন্তুর ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা বুঝতে পারি না। আমি কোন মানুষের সঙ্গে কখনো কথা বলিনি। একমাত্র

আমেরিকান মেয়ে জেন পোর্টারের সঙ্গে ইশারায় কিছু কথা বলেছিলাম। জেনকে একটা বাঁদর গোরিলা ধরে নিয়ে পালিয়ে যায়।

দার্ণং আবার লিখে জানতে চাইল, জেন পোর্টার কোথায়? অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা আলো খুঁজে পেল দার্ণং।

টারজন লিখল, এখন সে কেবিনে তার সঙ্গীদের কাছে আছে।

দার্ণং আবার জানতে চাইল, সে তাহলে মরেনি? কোথায় সে ছিল? কি কি ঘটেছিল?

টারজন জানাল, সে মরেনি। টারকজ নামে একটা বাঁদর-গোরিলা তাকে তার বউ করবার জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর টারজন টারকজকে হত্যা করে তাকে উদ্ধার করে। এই বনের কেউ টারজনের সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠে না। আমিই হচ্ছি সেই বিরাট যোদ্ধা ও শিকারী বাঁদরদলের টারজন।

দার্ণং লিখল, সে নিরাপদে আছে জেনে খুশি হলাম। আমি আর লিখতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে। এখন আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব।

টারজন লিখল, হ্যাঁ, বিশ্রাম করো। তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে আমি তোমার সঙ্গীদের কাছে দিয়ে আসব।

বেশ কিছুদিন ধরে দার্ণং তার ঘাসের বিছানায় শুয়ে কাটাল। একদিন তার জর হলো। সে ভাবল, তার ক্ষতগুলো বিষিয়ে গেছে এবং সে এতে মারা যাবে। সে তখন টারজনকে ডেকে পেন্সিল আর গাছের ছাল আনতে বলল ইশারায়। টারজন তা আনলে সে লিখল, তুমি আমার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে তাদের এখানে নিয়ে আসতে পার? আমি একটা চিঠি লিখে তাদের কাছে তোমাকে পাঠাব।

টারজন লিখল, আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু সাহস করে সেকথা তোমায় জানাতে পারিনি। এখানে বড় বড় বাঁদর-গোরিলারা প্রায়ই আসে। তারা তোমায় এখানে একা শুয়ে থাকতে দেখলে মেরে ফেলবে।

দার্ণং একথা জেনে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল। সে মরতে চায় না। কিন্তু সে বুঝল তার অবস্থা খারাপ। জরটা ক্রমশঃ বাড়ছে। সেই রাতেই সে অচেতন হয়ে পড়ল জরের ঘোরে।

তিনদিন ধরে প্রবল জরের ঘোরে ভুল বকতে লাগল দার্ণং। টারজন তার কপালে জল দিতে লাগল। তার ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে দিতে লাগল। চারদিনের দিন জরটা হঠাৎ ছেড়ে গেল। কিন্তু দার্ণং খুব দুর্বল হয়ে গেল। সে উঠে বসতে পারছিল না। টারজন তাকে ধরে উঠিয়ে কুমড়োর খোল থেকে জলপান করাচ্ছিল।

পরে দার্ণং বুঝল এ জর ক্ষতস্থান বিষিয়ে যাওয়ার জন্য হয়নি। আফ্রিকার জঙ্গলে বিদেশীদের মাঝে মাঝে এই জর হয় এবং হঠাৎ ছেড়ে যায়।

দুদিন পর দার্ণং একটু সুস্থ হলো। সে সেই ফাঁকা জায়গাটায় একটু হাঁটতে

লাগল। সে যাতে পড়ে না যায় তার জন্য টারজন তাকে ধরে রইল। এবার কিছু কথাবার্তা বলার জন্য টারজন তাকে পেন্সিল আর গাছের ছাল দিল। দার্ণৎ লিখল, তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছ। আমি কিভাবে তোমার ঋণ শোধ করতে পারি ?

টারজন লিখল, তুমি আমাকে সেই ভাষা শিখিয়ে দাও যার মাধ্যমে আমি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

সেই দিন থেকেই টারজনকে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শেখাতে শুরু করে দিল দার্ণৎ। কারণ সে ভাবল এটা তার নিজের মাতৃভাষা এবং এই ভাষাটা শেখানো সহজ হবে তার পক্ষে।

প্রথমে শব্দ ও তারপর দুদিনের মধ্যে ছোট ছোট বাক্য উচ্চারণ করতে শিখল টারজন। এইভাবে তিনদিন শেখার পর টারজন দার্ণৎকে লিখে জানতে চাইল সে এখন বেশ সুস্থবোধ করছে কি না এবং সে তাকে কেবিনের কাছে বয়ে নিয়ে গেলে তার কোন কষ্ট হবে কি না। দার্ণতের যাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। তবু সে লিখল, কিন্তু এই এতখানি পথ বনের মধ্য দিয়ে কিভাবে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে।

টারজন হাসল।

দার্ণৎকে কাঁধে করে রওনা হয়ে পড়ল। একদিন ক্লেটন ও জেন পোর্টারকে বয়ে নিয়ে যাবার সময় তারা যেমন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল তেমনি দার্ণৎও আশ্চর্য হলো টারজনের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে। টারজনও জেনকে দেখার জন্য এই ক'দিন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দার্ণতের অসুস্থতার জন্য কিছু বলতে পারেনি।

ভর দুপুরে তারা কেবিনের সামনের সেই ফাঁকা জায়গাটার কাছে এসে পৌছল। গাছ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে টারজনের অন্তরটা লাফিয়ে উঠল। জেনকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল সে।

কিন্তু তারা দেখল কেবিনে কোন লোক নেই। দার্ণৎ দেখল দুটো জাহাজের কোনটাই নেই। এক নির্জন নীরবতা নিঃসীম শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে সমস্ত উপকূলভাগ জুড়ে।

কেউ কোন কথা বলল না। টারজনই প্রথমে কেবিনের দরজা খুলল। ভিতরে কেউ নেই। দুজনেই দুজনের পানে তাকাল। দার্ণৎ ভাবল তার দলের লোকেরা ভেবেছে সে মারা গেছে। কিন্তু টারজন ভাবল শুধু জেনের কথা যে জেন তাকে ভালবেসে চুম্বন করেছে, যে তাকে কিছু না জানিয়েই চির-দিনের মত দূরে চলে গেছে। অথচ সে জেনদেরই একজন লোককে উদ্ধার করার জন্য ব্যস্ত ছিল এতদিন।

এক বিরাট তিক্ততা প্রবল হয়ে উঠল টারজনের মনে। সে আর কেবিনে কোনদিন আসবে না। আর কোন মানুষের সঙ্গে কোনদিন দেখা করবে না

সে। দার্ণৎ যা করে করবে। তার সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক রাখবে না সে।

টারজন যখন কেবিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবছিল তখন দার্ণৎ ঘরে ঢুকল। দেখল অনেক কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তার জন্য রেখে গেছে তারা। বেশ কিছু খাবার, রান্নার বাসনপত্র, একটা খাট, দুটো চেয়ার, একটা রাইফেল, অনেক গুলি আর অনেক বই ও পত্রপত্রিকা।

টেবিলটার দিকে এগিয়ে দার্ণৎ তার উপর দুটো চিঠি দেখতে পেল। দুটো চিঠিই বাঁদরদলের টারজনকে লেখা। একটা চিঠি পুরুষের লেখা এবং সেটার মুখ খোলা, আর একটা চিঠি মেয়েমানুষের হাতে লেখা এবং সেটির মুখ আঁটা। দার্ণৎ দরজার দিকে এগিয়ে টারজনকে বলল, তোমার দুটো চিঠি আছে। কিন্তু দেখল টারজন নেই, কোথায় চলে গেছে।

দার্ণৎ বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখল টারজন কোথাও নেই। সে তাহলে তাকে এখানে একা ফেলে রেখে বনে চলে গেল। কেবিনটা শূন্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে টারজনের মুখে আহত হরিণীর মত এক সকরুণ ভাব ফুটে উঠতে দেখে দার্ণৎ।

দেখে মনে হয় টারজন খুবই আঘাত পেয়েছে মনে। কিন্তু সে আঘাতের কারণ বুঝতে পারল না। তার দুর্বল দেহের উপর এক ভয়ঙ্কর নির্জনতার বিভীষিকা চাপ সৃষ্টি করে আরো দুর্বল করে দিল তার স্নায়ুগুলোকে। এই ভীষণ অরণ্যে যেখানে কোন জনমানবের চিহ্ন নেই, কথা বলার মত কেউ নেই, আছে শুধু যত সব হিংস্র জন্তু আর হিংস্র বর্বর আদিম মানুষের এক বিরামহীন ভয়, সেখানে একটা একটানা এক নির্জনতা আর নৈরাশ্যের শিকার হয়ে কত দিন থাকবে সে?

এদিকে টারজন বনের মধ্য দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। সে যাবে তার বাঁদরদলের কাছে। আসলে সে নিজের কাছ থেকেই ভয়ে যেন পালাতে চাইছে। ভীত সন্ত্রস্ত এক কাঠবিড়ালীর মত পিছন ফিরে না তাকিয়ে ছুটতে লাগল সে। গাছের উপর দিয়ে যেতে যেতে টারজন দেখল স্যাবর বা একটা সিংহী উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো যদি কোন সিংহ বা কোন বাঁদর-গোরিলা বা চিতাবাঘ কেবিনে যায় তাহলে দার্ণৎ একা কি করবে? তখন নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করল টারজন। তুমি মানুষ না সত্যি সত্যিই এক বাঁদর? যদি বাঁদর হও তাহলে তুমি একটা অসহায় মানুষকে বিপদের মধ্যে একা একা ফেলে রেখে বাঁদরদের কাছে চলে যাও, কিন্তু যদি মানুষ হও তাহলে একজন মানুষ তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে বলে অন্য একজন বিপন্ন মানুষকে ছেড়ে যাওয়া তোমার কখনই উচিত না।

কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে দিল দার্ণৎ। মনেপ্রাণে সাহসী হলেও এই নির্জনতায় ভীত না হয়ে পারল না সে। রাইফেলটায় গুলি ভরে খোলা

খামের চিঠিটা পড়তে লাগল সে। চিঠিটা দেখল ক্লেটন টারজনকে লিখেছে। বাঁদরদলের টারজন,—তোমার কেবিনটা আমরা ব্যবহার করতে পারায় তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। দুঃখের বিষয় যাবার সময় তোমাকে না পাওয়ায় মুখে ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না। আমরা তোমার কোন ক্ষতি করিনি। বরং তোমার আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বেশ কিছু জিনিস রেখে গেলাম। যে শ্বেতাঙ্গ লোকটি আমাদের সকলকে উদ্ধার করেছে, যে আমাদের অনেক খাদ্য এনে দিয়েছে, তার সঙ্গে দেখা হলে তার দয়ার কাজের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিও। আমাদের জাহাজ এখনি ছেড়ে দেবে। আর আমরা কখনো ফিরে আসব না। তবে তোমাকে ও আমাদের সেই জঙ্গলের বন্ধুকে জানিয়ে রাখছি, আমাদের মত অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য তোমরা যা যা করেছ তার জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব আমরা এবং যদি কোনদিন সুযোগ পাই তাহলে এর জন্য উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করব তোমাদের।

তাহলে ওরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। চিঠিখানা পড়েই হতাশ হয়ে খাটটার উপর বসে পড়ল দার্ণৎ। একঘণ্টা পরে দরজায় কিসের শব্দ শুনে চমকে উঠল সে। কে যেন দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কেবিনের ভিতরটা অন্ধকার। দার্ণৎ দেখল খিলটা খুলে গেল এবং দরজাটার মধ্যে একটু ফাঁক হলো। মনে হলো একটা মানুষ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। রাইফেলটা হাতে নিয়ে ঘোড়াটা টিপে দিল দার্ণৎ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সেদিন দার্ণৎকে না পেয়ে শার্পেন্তিয়ের ও ক্লেটন ফিরে এলে ফরাসী যুদ্ধজাহাজের ক্যাপ্টেন দাফ্রেন জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার মনস্থ করল। ঐ জাহাজে ক্লেটনরাও যাবে। কিন্তু একমাত্র জেন ছাড়া আর সকলেই রাজী হল কথাটায়। এখানে শুধু শুধু বসে থাকার কোন যুক্তি খুঁজে পেল না কেউ।

কিন্তু জেন ক্যাপ্টেন দাফ্রেনকে বলল, দুজন এখনো ফেরেনি। একজন আপনাদেরই এক অফিসার আর একজন এই বনেরই এক মানুষ যে আমাদের দলের সকলকে উদ্ধার করেছে। যে দুদিন আগে আমাকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে লেফটন্যাণ্ট দার্ণৎকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে গেছে। তাদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।

কিন্তু ক্যাপ্টেন দাক্রেন বলল, সে যখন এখনও ফিরে এল না তখন বুঝতে হবে দার্ণৎ খুব বেশী আহত হয়েছে অথবা যারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের সঙ্গে তাকে অনেক দূরবর্তী কোন জায়গায় যেতে হয়েছে। তাছাড়া দার্ণৎকে ওরা হত্যা করতেও পারে, কারণ দার্ণতের অনেক জিনিস সেই গাঁয়ে পাওয়া গেছে।

জেন বলল, অসভ্য বর্বরদের কথা ছেড়ে দিলাম, অনেক সভ্য লোকও বন্দীদের ব্যবহৃত জিনিস কেড়ে নিয়ে নিজেরা ব্যবহার করে। তার মানে এই নয় যে তারা তাকে হত্যা করেছে।

দাক্রেন বলল, আপনাদের সেই বনের মানুষটিও হয়ত বন্দী হয়েছে তাদের হাতে।

জেন গর্বের সঙ্গে বলল, আপনি তাকে চেনেন না।

ক্যাপ্টেন দাক্রেন হেসে বলল, তাহলে তার জন্য সত্যিই আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। তাকে দেখতে ইচ্ছা করছে আমার।

ক্যাপ্টেন দাক্রেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেলাভূমি থেকে কেবিনের দিকে এল জেন। কেবিনের সামনে তখন তার দলের লোকেরা ছাড়া সার্পেন্তিয়ের আর দুজন অফিসারও ছিল। দাক্রেন বলল, মিস পোর্টার বলছেন, দার্ণতের মৃত্যুর কোন অভ্রান্ত প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। তাছাড়া জঙ্গলের বন্ধুটি যখন এখনো ফিরে আসেনি তখন বুঝতে হবে দার্ণৎ খুবই আহত এবং অসুস্থ এবং তার সাহায্য চায়।

শার্পেন্তিয়ের বলল, যে বন্য আদিবাসীরা আমাদের আক্রমণ করেছিল ও তাদেরই দলের হতে পারে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, একথার মধ্যে যুক্তি আছে।

ফিলাণ্ডার আপত্তি জানিয়ে বলল, আমি একমত হতে পারলাম না আপনার সঙ্গে। ইচ্ছা করলে সে এর আগেই আমাদের প্রচুর ক্ষতি করতে পারত। কিন্তু যতদিন আমরা এখানে ছিলাম সে আমাদের রক্ষা করে এসেছে এবং উপকার করে এসেছে।

ক্লেটন বলল, তবে এটাও ঠিক এখান থেকে শত শত মাইলের মধ্যে বর্বর নরখাদক আদিবাসী ছাড়া আর কোন মানুষ নেই। তাছাড়া তার গায়ের গয়নাগুলোও আদিবাসীদের মত। সুতরাং তাদের সঙ্গে ওর কোন না কোন সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক।

ক্যাপ্টেন দাক্রেন বলল, এটা অসম্ভব না।

জেন প্রতিবাদের সুরে বলল, আপনারা সকলেই আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছেন। কিন্তু আমি বলতে পারি বুদ্ধি আর শক্তির দিক থেকে সে একজন সাধারণ শ্বেতাঙ্গর চেয়ে অনেক উপরে।

ক্যাপ্টেন বলল, যাই হোক, একটা লোকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য

এখানে এত লোক শত শতবার মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারবে না।

জেন বলল, আপনারা যদি সেই লোমওয়ালা বাঁদর-গোরিলাটার সঙ্গে তার লড়াইটা নিজের চোখে দেখতেন তাহলে বুঝতেন সে সাধারণ মানুষ থেকে কত উপরে। যেভাবে সে গোরিলাটাকে বধ করে তা দেখলে বুঝতেন সত্যিই সে অজেয়।

ক্যাপ্টেন দাফ্রেন বলল, ঠিক আছে, আপনিই এখন জিতলেন। আমাদের আদালত এই রায় দিল যে আমাদের জাহাজ সেই অদ্ভুত লোকটাকে আসার সুযোগ দেবার জন্য আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করবে।

এসমারাল্ডা আপত্তি জানিয়ে বলল, এখানে থেকে তাহলে তোমরা বনের যত সব হিংস্র জন্তুদের কামড় খাও।

জেন পোর্টার বলল, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত এসমারাল্ডা, সে তোমাকে দু-দুবার বাঁচিয়েছে মৃত্যুর হাত থেকে, এটাই কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নমুনা?

এসমারাল্ডা বলল, সে কি এখানে থাকার জন্য আমাদের বাঁচিয়েছে? আমরা যাতে নিরাপদে এখান থেকে চলে যেতে পারি তারই জন্য বাঁচিয়েছে আমাদের। এখানে একটা রাতও আমি কাটাতে পারব না। নীরব অন্ধকার বনভূমির যত সব বিশ্রী শব্দ আর শুনতে পারব না।

ক্লেটন বলল, তুমি ঠিক বলেছ এসমারাল্ডা।

অবজ্ঞামিশ্রিত পরিহাসের সুরে জেন বলল, তুমি আর এসমারাল্ডা আজ থেকে যুদ্ধজাহাজে গিয়ে শোবে। একবার ভাব দেখি, যদি ঐ বনবাসী লোকটার মত সারাজীবন তোমাকে থাকতে হত তাহলে কি করতে?

ক্লেটন বলল, তাহলে পাগল হয়ে যেতাম। রাত্রিতে ঐ শব্দ শুনলে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। একথা বলতে আমার লজ্জা হলেও একথা খাটি সত্যি।

শার্পেন্তিয়ের বলল, আমি সাহসী না কাপুরুষ তা আমি বলব না। কিন্তু দার্ণতের খোঁজে গিয়ে সেদিন জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটাতে গিয়ে ঐ সব শব্দ শুনে আমার মনে হয়েছিল আমি একজন ভীরু কাপুরুষ। হিংস্র জীবজন্তুর গর্জনকে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু রাত্রিতে বনের মধ্যে এমন সব শব্দ হয় যার কোন অর্থ বোঝা যায় না। অনেক শব্দ আছে যা খুবই অদ্ভুত, যা শুধু একবারই শোনা যায় এবং যা শুনে কেবলি মনে হয় কে বুঝি বা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

সকলেই চুপ করে রইল। জেন এবার বলল, আর সেই লোকটি ও দার্ণৎ রাতের পর রাত সেই বনভূমিতেই সেই সব শব্দ শুনে রাত কাটাচ্ছে। আর আমরা তাদের জন্য দু-একদিন অপেক্ষা করতে পারব না?

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম বাছা। ক্যাপ্টেন তো বলেই

দিয়েছেন ওরা আরো দু-এক দিন অপেক্ষা করবেন। আর আমিও রাজী আছি থাকতে।

ফিলাণ্ডার বলল, ইতিমধ্যে আমরা সেই ধনরত্নভরা হারানো সিন্দুকটার খোঁজ করতে পারি।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, ঠিক বলেছ, আমি ত সেটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কিছু লোকের সাহায্য নিতে পারি। বন্দী নাবিকরা আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিতে পারে।

ঠিক হলো, পরের দিন সকালেই সিন্দুকটার খোঁজ করা হবে। একজন বন্দী নাবিক জায়গাটা দেখিয়ে দেবে। তারা এখানে আর এক সপ্তাহ থাকবে। তার মধ্যে ওরা ফিরে না এলে ধরে নেওয়া হবে দার্ণৎ আর বেঁচে নেই আর বনবাসী লোকটি আর কখনো আসবে না।

কিন্তু পরের দিন সিন্দুকের খোঁজে সবাই গেলেও অধ্যাপক পোর্টার গেলেন না। জেনও রয়ে গেল তাঁর কাছে। পরে ক্লেটন হতাশ হয়ে এসে জানাল, সিন্দুকটা পাওয়া গেল না। স্নাইপের মৃতদেহটার তলায় সিন্দুকটা ছিল। কিন্তু মাটি খুঁড়ে দেখা গেল সেটা নেই।

অধ্যাপক পোর্টার আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, কিন্তু কে নিল সেটা ?

শার্পেন্তিয়ের বলল, সাধারণতঃ বন্দী নাবিকদের উপর সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু আমাদের অফিসার জেনিভারের কাছে জেনেছি জাহাজ থেকে ওরা কেউ নামবার অনুমতি পায়নি।

ক্লেটন বলল, ওরা যখন ওটা পুঁতে রাখে মাটিতে তখন হয়তো কোন আদিবাসী দেখে থাকবে। পরে সে দলবল নিয়ে এসে তুলে নিয়ে যায়। একজনে ত ওটা কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

অধ্যাপক পোর্টার হতাশ হয়ে বললেন, যেই নিক, আমার সব গেল।

জেন বুঝল তার বাবার ব্যথাটা কোথায় এবং এর ফলে তার ভাগ্যে কি ঘটবে তাও সে জানে।

এরপর দুদিন গত হতেই ক্যাপ্টেন দাফ্রেন ঘোষণা করল, পরের দিন সকালেই জাহাজ ছাড়বে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই।

এবার আর কোন আপত্তি করল না জেন। শত বিশ্বাস আর ভালবাসা সত্বেও তার মনে এবার শঙ্কা আর সংশয় জাগল। কিন্তু সে একটা চিঠি লিখে খামটা এঁটে রেখে গেল টারজনের জন্য।

তবু পরের দিন সকালে তার দলের সকলে কেবিন থেকে বেরিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলেও বিভিন্ন তুচ্ছ অজুহাতে কেবিন থেকে বার হতে দেরী করল সে। তারই অনুরোধে কেবিনে ব্যবহারযোগ্য কিছু জিনিসপত্র রেখে যাওয়া হয় দার্ণৎ আর কেবিনমালিক টারজনের জন্য। যাবার সময় তার বিছানাটার ধারে বসে ঈশ্বরের কাছে তার সেই প্রেমাস্পদ বনদেবতার জন্য প্রার্থনা করে জেন।

তারপর লকেটটাকে একবার চুম্বন করে টারজনের উদ্দেশ্যে বলে, আমি তোমাকে আজও ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি। তুমি যদি আসতে এবং তোমার সঙ্গে আমার মিলনের যদি কোন উপায় না থাকত তাহলে আমি তোমার সঙ্গে চিরদিনের মত ঐ জঙ্গলে চলে যেতাম।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কেবিনের দরজাটা ফাঁক করে একটা লোক ঢুকতে গেলেই তাকে লক্ষ্য করে রাইফেল থেকে একটা গুলি করল দার্ণৎ। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে ঘরের মেঝের মধ্যে পড়ে গেল লোকটা। দার্ণৎ আবার একটা গুলি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রথম সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে দার্ণৎ দেখল লোকটা শ্বেতাঙ্গ। পরমুহূর্তেই বুঝল সে তার পরম বন্ধু এবং রক্ষাকর্তা টারজনকে গুলি করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনার্ত চীৎকার করে নতজানু হয়ে বসে টারজনের মাথাটা কোলের উপর তুলে নিল দার্ণৎ। তার বুকে কান পেতে দেখল হৃদ্‌স্পন্দন ঠিক আছে। একটা আলো জেলে দেখল টারজনের মাথার একটা দিকের মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে গুলিটা। মাথার খুলির হাড় ভাঙ্গে নি। সে তখন জল দিয়ে টারজনের ক্ষতটা ধুয়ে দিল। আঘাতটা গুরুতর হয়নি। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে চোখ মেলে তাকাল টারজন। চোখ খুলেই দার্ণৎকে দেখতে পেল। একটা কাপড় ছিঁড়ে তাই দিয়ে মাথাটাকে বেঁধে দিল দার্ণৎ। তারপর কাগজ কলম নিয়ে টারজনকে লিখে জানাল সে না জেনে টারজনকে গুলি করে চরম ভুল করেছে এবং আঘাতটা মারাত্মক হয়নি দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

লেখাটা পড়ে টারজন হেসে ফরাসী ভাষায় বলল, এটা এমন কিছু না।

এরপর একটা কাগজে লিখে টারজন জানাল, বোলগানি, কার্চাক, টারকজ প্রভৃতি বাঁদর-গোরিলারা তার মাথায় এর থেকে অনেক বেশী আঘাত করে এবং তার চিহ্ন বোধহয় সে দেখেছে।

দার্ণৎ এবার ক্লেটন আর জেনের লেখা চিঠি দুটি তার হাতে দিল। ক্লেটনের চিঠিটা পড়ার পর মুখে একটা বিষাদ ফুটে উঠল তার। জেনের চিঠিটা খামে আঁটা থাকায় সেটা কিভাবে খুলে পড়বে তা ঠিক করতে পারছিল না। দার্ণৎ তখন আশ্চর্য হয়ে খামটা খুলে দিলে টারজন পড়তে লাগল।

জেন লিখেছে, ক্লেটনের সঙ্গে আমিও এই কেবিনটা আমাদের ব্যবহার

করতে দেওয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমায়। তোমাকে আমরা কোনদিন দেখিনি এবং তুমিও আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসনি। এজন্য আমরা দুঃখিত। আর একজন বনবাসীকেও এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। অবশ্য সে মারা গেছে এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি তার নাম জানি না। তবে সে একজন দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ যে তার গলায় একটা হীরের লকেট পরত।

যদি তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় এবং তার ভাষা বোঝ তাহলে তাকে আমার ধন্যবাদ দেবে এবং বলবে তার ফিরে আসার জন্য সাতদিন এখানে অপেক্ষা করেছি আমরা। আরো বলবে আমেরিকায় বাল্টিমোর শহরে যদি সে কখনো আসে তাহলে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাব আমরা। আমি কেবিনে তোমার একখানি চিঠি পাই। তাতে তুমি আমার প্রতি ভালবাসা জানিয়েছ। আমি বুঝলাম না আমি যখন তোমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলিনি তখন কি করে তুমি আমায় ভালবাসলে। তবে সত্যিই যদি তুমি আমায় ভালবাস তাহলে আমি দুঃখিত, কারণ আমি আগেই আর একজনকে আমার হৃদয়কে দান করেছি। তবে জেনে রেখো, আমি তোমার চিরদিনের বন্ধু।

—জেন পোর্টার

চিঠিটা পড়ে বিষণ্ণভাবে মাটির দিকে তাকিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা বসে রইল টারজন। ভাবল সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমি আর বাঁদরদলের টারজন একই ব্যক্তি তা জেন জানে না। কিন্তু সে আর একজনকে তার হৃদয় দান করেছে। তা যদি হয় সে তাহলে তাকে ভালবাসে না। সে তাহলে তাকে বন্ধুত্বের খাতিরেই চুম্বন করেছে। মানবসমাজের রীতিনীতি সে কিছুই জানে না।

আর কথা না বলে জেনের ঘাসের বিছানাটাতেই শুয়ে পড়ল টারজন। দার্ণৎ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল।

সেই থেকে কেবিনেই দুজনে রয়ে গেল। দার্ণৎ এক সপ্তাহ ধরে টারজনকে ফরাসী ভাষা শেখাল। তারপর টারজন ফরাসী ভাষায় তার সঙ্গে ভালভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগল। একদিন রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে টারজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আমেরিকা কোথায় ?

দার্ণৎ বলল, এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে সমুদ্রের ওপারে হাজার হাজার মাইল দূরে।

টারজন তৎক্ষণাৎ আলমারি থেকে একটা মানচিত্র এনে দার্ণৎকে বলল, আমাকে কোথায় কি আছে বুঝিয়ে দাও ত। আমি এসব কিছু বুঝি না।

দার্ণৎ তাকে দেখিয়ে দিল তারা আছে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে আর জেনের দেশ আমেরিকা সেখান থেকে কত দূরে। টারজন কিন্তু বুঝতে পারছিল না মানচিত্রে যেটা এত কাছে আসলে সেটা এত দূরে কেন। দার্ণৎ অনেক কষ্টে বুঝিয়ে দিল তাকে মানচিত্রে কোন জায়গার দূরত্ব কিভাবে

মাপতে হয়।

টারজন এবার জিজ্ঞাসা করল, আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ বস্তি আছে?

দার্ণৎ উত্তর দিকে দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ আছে।

টারজন আবার জিজ্ঞাসা করল, সমুদ্র পার হবার মত কোন নৌকো বা জাহাজ তাদের আছে?

দার্ণৎ বলল, হ্যাঁ আছে।

টারজন বলল, তাহলে কালই আমরা সেখানে যাব।

দার্ণৎ হেসে বলল, সেখানে আমরা পায়ে হেঁটে যেতে গেলে সেখানে পৌছবার আগেই আমরা মরে যাব।

টারজন বলল, তাহলে তুমি এখানেই চিরকাল থাকবে?

দার্ণৎ বলল, না।

টারজন বলল, তাহলে কাল আমরা দুজনেই রওনা হব। এখানে থাকলে আমি মরে যাব।

দার্ণৎ বলল, আমারও এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না। আমিও মরে যাব এখানে বেশীদিন থাকলে।

দার্ণৎ বলল, যাবার টাকা পাবে কোথায়?

টাকা কি টারজন জানে না। দার্ণৎ অনেক করে বোঝাল টাকা কিভাবে রোজগার করতে হয়।

টারজন বলল, আমিও টাকার জন্য খাটব। খেটে রোজগার করব।

দার্ণৎ বলল, ওখানে আমাদের দুজনের যাবার জন্য যা টাকা লাগবে সে টাকা আমার আছে।

পরদিন সকালেই দুজনে রওনা হলো। দুজনে একটা করে বিছানা, একটা করে রাইফেল, বেশ কিছু গুলি, কিছু খাবার আর রান্নার বাসনপত্র সঙ্গে নিল। টারজন বাসনপত্রগুলো ফেলে দিল। সঙ্গে নিল না। দার্ণৎ তাকে বোঝাল সভ্য জগতে খাদ্য রান্না করে খেতে হয়।

টারজন বলল, ওখানে গিয়ে দেখা যাবে।

ওরা সমুদ্রের উপকূল বরাবর এগিয়ে যেতে লাগল উত্তর দিকে। পথে কোন বাধা পেল না। যেতে যেতে সভ্য জগৎ সম্বন্ধে দার্ণতের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনে নিল টারজন। দার্ণৎ তাকে কাঁটা চামচ দিয়ে কিভাবে খেতে হয় তা দেখিয়ে দিল। বলল, সভ্য জগতে ভদ্রভাবে খেতে হবে।

কথায় কথায় টারজন লোহার সিন্দুকটার কথা বলল। বলল সে সেটা তুলে নিয়ে বনের সেই ফাঁকা জায়গাটায় পুঁতে রেখে দিয়েছে।

দার্ণৎ বলল, ওতে অধ্যাপক পোর্টারের ধনরত্ন আছে। ওটা তুলে এনে ভুল করেছ। যাই হোক, তুমি না জেনেই এটা করেছ।

টারজন বলল, কাল আমরা সেটা নিয়ে আসব।

দার্ণৎ বলল, সেখান থেকে আমরা তিন সপ্তার পথ হেঁটে এসেছি। সেখানে গিয়ে ফিরে আসতে এক মাসের উপর লেগে যাবে তাছাড়া যে সিন্দুকটা চারজন নাবিক বইত তা আমরা কি করে নিয়ে পথ চলব ? তার চেয়ে কোন জনপদে গিয়ে আমরা একটা নৌকো ভাড়া করে সেখানে গিয়ে সহজেই সেটা নিয়ে আসব।

টারজন বলল, ঠিক আছে, খুব ভাল কথা। আমি সিন্দুকটা একা গিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম একপক্ষকালের মধ্যেই। কিন্তু তোমাকে একা রেখে যেতে পারছি না। ভাবছি মানুষ বনের পশুর থেকেও কত অসহায়। একটা সিংহ কত মানুষ মেরে দিতে পারে।

দার্ণৎ বলল, পশুদের দৈহিক শক্তি বেশী হলেও মানুষের আছে মন, আছে যুক্তিবোধ যা পশুদের নেই। পশুদের শক্তি দেখেছ, কিন্তু মানুষের হাতে গড়া শহর, সৌধ, সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দেখনি। দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

কথায় কথায় টারজন বলল, আমার মা হচ্ছে কালা নামে এক মেয়ে বাঁদরগোরিলা।

দার্ণৎ বলল, তোমার বাবা কে ?

টারজন বলল, আমার মা কালা বলত আমার বাবা একজন সাদা বাঁদর যার গায়ে লোম নেই। অনেকটা আমারই মত।

দার্ণৎ বলল, তোমার মা কখনই বাঁদর হতে পারে না। আচ্ছা, কেবিনের মধ্যে কোন লেখা পাওনি যাতে তোমার জন্ম সম্বন্ধে কোন হদিশ পাওয়া যেতে পারে ?

টারজন তার তূণের তলা থেকে সেই ডায়েরীটা বার করে দার্ণতের হাতে দিল। বলল, এটা হয়ত তুমি পড়তে পারবে। ভাষাটা ইংরিজি নয় বলে পড়তে পারিনি।

দার্ণৎ জোরে জোরে পড়তে লাগল ডায়েরীটা আর মাঝে মাঝে টারজনের দিকে তাকাতে লাগল। একজায়গায় লেখা ছিল, আজ আমাদের ছোট্ট পুত্র-সন্তানটি ছমাসে পড়ল। আমি যে টেবিলে লিখছি তার পাশে এ্যালিসের কোলে সে বসে আছে। হাসিখুশিতে ভরা সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। আমি চাই সে বড় হয়ে উঠুক, জগতের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াক, হয়ে উঠুক দ্বিতীয় ক্লেটন, গ্রেস্টোক বংশের গৌরব বৃদ্ধি করুক। সে আবার আমার কলমটা হাত থেকে নিয়ে আমার ডায়েরীতে হিজিবিজি কাটছে, তার ছোট ছোট আঙ্গুল-গুলোর ক'টা ছাপও ফেলেছে।

পড়া শেষ করে দার্ণৎ টারজনকে বলল, বুঝতে পারছ না তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক ?

টারজন মাথা নেড়ে বলল, না, ওঁদের একটামাত্র সন্তানের কথা লিখেছেন। কিন্তু কেবিনের মধ্যে ওঁদের কঙ্কালের সঙ্গে একটি শিশুর কঙ্কালও পাওয়া যায়।

অধ্যাপক পোর্টাররা কেবিনে এসে সেই কঙ্কালগুলিকে সমাহিত করেন। আমিও প্রথমে এই কেবিনটাকে আমার জন্মস্থান ভাবতাম। কিন্তু পরে বুঝেছি এটা ভুল।

দার্নৎ তবু একথা মেনে নিতে পারল না। তার বিশ্বাস টারজনই জন ক্লেটনের ছেলে।

পথ চলতে চলতে ওরা বনের ধারে একটা গাঁয়ের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। মাঠে বেশ কিছু নিগ্রো কাজ করছিল। টারজন তার ধনুকে তীর সংযোজন করতে লাগল। দার্নৎ তাকে বাধা দিয়ে বলল, ওরা তোমার ক্ষতি করতে এলে তবে মারবে। প্রথমেই মানুষকে শত্রু করতে নেই।

টারজন তখন বলল, ঠিক আছে, চলে এস। মরবার জন্য প্রস্তুত হও।

এই বলে মাঠে নেমে গাঁয়ের দিকে মাথা উঁচু করে হাঁটতে লাগল। দার্নৎ তার পিছনে ছিল। একজন নিগ্রো তাদের দেখে ছুটে গিয়ে গাঁয়ের লোকদের খবর দিল। সবাই ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল। এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ একটা রাইফেল হাতে করে এগিয়ে এল। দার্নৎ চীৎকার করে তাকে জানাল, তারা তাদের শত্রু নয়, মিত্র।

তখন সেই শ্বেতাঙ্গ বলল, তাহলে দাঁড়াও।

দার্নৎ টারজনকে বলল, থাম টারজন। উনি ভাবছেন, আমরা শত্রু।

এবার তারা দুজনে শ্বেতাঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল। তারা কাছে এলে শ্বেতাঙ্গ ফরাসী ভাষায় বলল, কোন্ জাতীয় মানুষ?

দার্নৎ বলল, আমরা শ্বেতাঙ্গ। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

শ্বেতাঙ্গ লোকটি তার রাইফেলটি নামিয়ে তার হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর বলল, আমি হচ্ছি ফরাসী মিশনের ফাদার কনস্তানতাইন।

দার্নৎ বলল, ইনি মঁসিয়ে টারজন আর আমি পল দার্নৎ, ফরাসী নৌ-বাহিনীতে কাজ করি।

টারজন তার হাতটা ফাদারের দিকে বাড়িয়ে দিল। এইভাবে জীবনে সর্বপ্রথম সভ্য জগতের সংস্পর্শে এল টারজন। ওরা একসপ্তা সেই গাঁয়েই ফাদার কনস্তানতাইনের কাছে রয়ে গেল। টারজন তাঁর কাছ থেকে সভ্য জগতের উপযুক্ত অনেক আচার আচরণ শিখে নিল। সেই গাঁয়ের নিগ্রো মেয়েরা টারজন আর দার্নতের জন্য জামা সেলাই করে দিল।

সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করে পরের মাসে ওরা একটা বড় নদীর মুখের কাছে একটা শহরে এসে হাজির হলো। শহরটাতে অনেক বড় বড় বাড়ি ছিল। নদীটার মুখে অনেক নৌকো বাঁধা ছিল। টারজন এখন দার্নতের মত সাদা ধবধবে পোশাক পরে ভদ্র হয়ে উঠেছে। সে এখন কাঁটা চামচের সাহায্যে ভদ্রভাবে রান্না করা খাদ্য খেতে শিখেছে।

নদীতীরবর্তী সেই শহরটাতে পৌঁছেই দার্নৎ তাদের দেশের সরকারী

কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল, সে নিরাপদে আছে এবং সেই সঙ্গে তিন মাসের ছুটি চাইল। ছুটি সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরও হলো। এরপর সে তার দেশের ব্যাঙ্কে কিছু টাকা চেয়ে পাঠালো। কারণ সিন্দুকটা আনার জন্য নৌকো ভাড়া করতে হবে।

এদিকে শহরের যে অঞ্চলের একটা হোটেলে টারজনরা ছিল সে অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় নিগ্রো অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়ে গেল। ক্রমে তারা টারজনের শৌর্যবীর্যের পরিচয়ও পেল। একদিন একটি হোটেলে টারজনরা যখন বসেছিল তখন এক নিগ্রো মাতাল হঠাৎ পাগলের মত একটা ছুরি নিয়ে চারজন লোককে তাড়া করে। তারা ছুটে পালিয়ে গেলে সে টারজনকে ছুরি মারতে যায়। কিন্তু টারজন শুধু একটা হাত বাড়িয়ে তার ছুরিধরা হাতটা ধরে সেটা এমনভাবে মুচড়ে দেয় যে তার হাড় ভেঙ্গে যায়। মাতালটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে গাঁয়ে পালিয়ে যায়।

আর একদিন রাত্রিতে সেই হোটেলে সিংহ নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল। একজন বলল, সিংহ পশুরাজ হলেও আসলে ভীরু, গুলির আওয়াজে পালিয়ে যায়।

কিন্তু আর সকলে বলল, নিরাপদ আশ্রয়ে উপযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে একথা বলা যায়।

টারজন বলল, সব মানুষ যেমন সাহসের দিক থেকে সমান নয় তেমনি সিংহদের মধ্যেও স্বভাবের তারতম্য আছে। একটা সিংহ হয়ত পালিয়ে যেতে পারে তোমার ভয়ে আবার অন্য সিংহের দ্বারা তুমি প্রাণ হারাতে পার। তবে দলবল ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিংহ শিকারে গিয়ে কোন প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না। প্রাণপণ লড়াইএর মধ্য দিয়ে কোন পশু শিকার করেই আমি আনন্দ পাই।

তখন একজন বলল, যদি তুমি নগ্নদেহে একটামাত্র ছুরি নিয়ে একটা সিংহ শিকার করতে পার তাহলে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দেব।

টারজন বলল, ঠিক আছে, একটা দড়ি চাই।

দার্ণং বলল, দশ হাজার ফ্রাঁ চাই।

লোকটি বলল, তাই দেব।

টারজন সেইমুহূর্তে তার ঘর থেকে একটা দড়ি আর ছুরি নিয়ে এল। শহরের শেষ প্রান্তে বনের ধারে গিয়ে টারজন তার পোশাক খুলে রেখে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন সেই লোকটি বলল, তোমাকে যেতে হবে না, আমি তোমাকে দশ হাজার ফ্রাঁ দেব। শুধু শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ নেই।

কিন্তু টারজন শুনল না সেকথা। সে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। দশজন লোক সেখান থেকে ফিরে এসে কেবিনের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল।

এদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই গাছের উপর চড়ে ডালে ডালে এগিয়ে চলল

সিংহের সন্ধানে। বহুদিন পর আবার সে শিকারে যাওয়ার এক আরণ্যক আনন্দ আর উত্তেজনা অনুভব করল। এ আনন্দ বা উত্তেজনা সভ্য জগতের সীমাবদ্ধ গণ্ডী বা পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যায় না। তার মনে হলো এতদিন সে যেন বন্দী ছিল। আজ সে স্বাধীন মনেপ্রাণে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাসে একটা সিংহের গন্ধ পেল টারজন। তারপর সিংহটা গাছের তলায় আসতেই সে ফাঁসটা ঝুলিয়ে দিতেই সেটা সিংহের গলায় আটকে গেল। এবার সে গাছের ডালে দড়িটা বেঁধে রেখে দিলে সিংহটা মুক্ত হবার জন্য যখন ছটফট করছিল তখন টারজন তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর ছুরিটা তার পিঠের উপর বারবার আমূল বসিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে সিংহটা মরে গেলে তার মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে বিজয়ী বাঁদর-গোরিলার মত গর্জন করল।

সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল টারজন। সে দার্ণতের কাছে ফিরে যাবে না সেখান থেকে সোজা তার বাধাবন্ধহীন বন্য জীবনে ফিরে যাবে তা নিয়ে ইতস্তত: করতে লাগল সে। অবশেষে জেনের সুন্দর মুখখানা আর প্রেমময়চুম্বনের কথা ভেবে মৃত সিংহটাকে কাঁধের উপর চাপিয়ে ফিরে এল শহরে।

এদিকে সেই দশজন লোক আবার হোটেল থেকে বনের সেই প্রান্তে এসে দাঁড়াল। তারা টারজনের সেই গর্জন শুনতে পেয়েছিল। তা শুনে দার্ণতের আশা হয়। এমন সময় হঠাৎ টারজন বনের মধ্য থেকে মৃত সিংহটা নিয়ে ফিরে এলে তাদের বিস্ময় চরমে ওঠে। তারা একবাক্যে তার শক্তি ও বীরত্বের প্রশংসা করতে থাকে।

কিন্তু টারজনের এতে প্রশংসা করার কিছু নেই। কোন গরু মারার জন্য যেমন একটা কশাইকে বাহবা দেবার কিছু নেই তেমনি তার এই সিংহ শিকারের জন্যও তার প্রশংসা করার কিছু নেই, কারণ আগে সে এমন বহু সিংহ বধ করেছে।

যাই হোক, লোকটা তার কথামত দশ হাজার ফ্রা দিল। দার্ণৎ টারজনকে বলল, টাকাটা রেখে দাও।

কিন্তু টারজন জোর করে অর্ধেক টাকা দার্ণৎকে দিয়ে দিল।

পরদিন সকালেই দার্ণৎ একটা নৌকো ভাড়া করল। ওরা সমুদ্রের ধার ঘেঁষে নৌকোয় করে রওনা হয়ে পরদিন সকালেই সেই কেবিনের কাছে উপকূলভাগে পৌছল। টারজন একটা কোদাল নিয়ে একা সিন্দুকটা আনতে চলে গেল। পরদিন সে সিন্দুকটা একাই ঘাড়ে করে ফিরে এল। তাদের নিয়ে নৌকো আবার উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করল সেই শহরের দিকে।

তখন থেকে তিন সপ্তার মধ্যে একটি ফরাসী জাহাজে করে দার্ণৎ টারজনকে সঙ্গে করে প্যারিসের পথে যাত্রা করল।

প্যারিসে দার্ণতের অতিথি হিসাবে রয়ে গেল টারজন। এখান থেকে সে

আমেরিকা যাবে। কিন্তু তার আগে একদিন দার্ণৎ তার আঙুলের ছাপ পরীক্ষার জন্য এক পুলিশ অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। এইভাবে সে টারজনের জন্মরহস্যের সমাধান করতে চায়। কিন্তু টারজনকে প্রথমে সেকথা বলল না। সে আগে নিজের আঙুলগুলোর ছাপ দেবার পর টারজনকেও তার আঙুলের ছাপ দিতে বলল।

পুলিশ অফিসার বলল, মানুষের আঙুলের ছাপ বয়সের ব্যবধানে পাল্টায় না, শুধু আকারে বড় হয়। সুতরাং ছোট বয়সের কারো আঙুলের ছাপ বড় বয়সের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাকে চেনা যায়।

দার্ণৎ বলল, কোন আঙুলের ছাপ দেখে নিগ্রো বা শ্বেতাঙ্গ লোকের ছাপ কিনা তা জানা যায়?

পুলিশ অফিসার বলল, তা ঠিক যায় না, তবে সাধারণতঃ নিগ্রোদের হাতের ছাপে জালের মত অনেক জটিল চিহ্ন দেখা যায়।

ক্লেটনের ডায়েরীর যে পাতায় তার ছয় মাসের ছেলের আঙুলের ছাপ ছিল সেটা অফিসারকে দেখাল দার্ণৎ।

অফিসার একটা কাঁচ দিয়ে ভাল করে দুটো ছাপ খুঁটিয়ে দেখে মিল দেখে আশ্চর্য হয়ে হাসল।

টারজন এবার সব ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বুঝল দার্ণৎ তার জন্মরহস্য ভেদ করতে চায়।

পুলিস অফিসার বলল, ঠিক আছে। তবু আমাদের বিশেষজ্ঞ দেসকার্ককে দেখিয়ে তার মতামত নেওয়া উচিত।

দার্ণৎ বলল, তিনি ত এখন নেই। কিন্তু মঁসিয়ে টারজন আগামীকালই আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন।

অফিসার বলল, তাহলে দেসকার্ক ফিরে এলে ব্যাপারটা জেনে ওঁকে টেলিগ্রাম করে সপ্তা দুইয়েকের মধ্যেই জানিয়ে দেবেন।

ষড়বিংশ অধ্যায়

বাল্টিমোর শহরের শেষ প্রান্তে একটি পুরনো আমলের বাড়ির সামনে একদিন একটা ট্যাক্সি এসে থামল। চল্লিশ বছরের বলিষ্ঠ ও সুগঠিত চেহারার

একটি লোক ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় দিল।

একজন বৃদ্ধ এগিয়ে গিয়ে বলল, ও মিষ্টার ক্যানলার।

আগন্তুক লোকটি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, শুভ সন্ধ্যা অধ্যাপক।

অধ্যাপক বললেন, কে আপনাকে দরজা খুলে দিল?

এসমারাল্ডা।

তাহলে সে জেনকে খবর দেবে।

না, আমি শুধু আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আমি আপনার সঙ্গে জেনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই। আপনি আমার মনের কথা জানেন এবং আমার দাবি আপনি সমর্থন করেন।

অধ্যাপক পোর্টার আরাম চেয়ারের উপর বসে পড়লেন। তিনি এ ব্যাপারে বড়ই অস্বস্তিবোধ করলেন। তিনি বললেন, আমি জেনকে ঠিক বুঝতে পারি না। সে প্রতিবারই একটা না একটা অজুহাতে বাধা সৃষ্টি করে। আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

থাম থাম ক্যানলার, জেন আমার খুবই অনুগত মেয়ে। আমি তাকে যা বলব সে তাই করবে।

ক্যানলার তখন আশ্বস্ত হয়ে বলল, তাহলে আমি আপনার উপর নির্ভর করতে পারি?

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, সেবিষয়ে সন্দেহের কি আছে?

ক্যানলার বলল, ক্লেটন নামে এক যুবক আবার মাসের পর মাস ঝুলে রয়েছে। জেন অবশ্য তাকে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু সে নাকি তার বাবার তরফ থেকে মোটা রকমের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে জেনকে লাভ করা খুব একটা অসম্ভব নয় যদি না—

যদি না কি?

যদি না আপনি আমার সঙ্গে জেনের বিয়েটা এখনি সেরে ফেলেন।

আমি তাকে আগেই বলে দিয়েছি এ বাড়ি রাখা আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না।

সে কি উত্তর দিয়েছিল?

সে বলেছিল এখনি কাউকে বিয়ে করতে সে রাজী নয়। উত্তর উইস-কনসিনে তার মা তাকে যে একটা খামারবাড়ি দিয়ে গেছে সেইখানে গিয়ে বাস করার কথা বলছে। পরের সপ্তার প্রথম দিকেই আমরা সেখানে যাব। ফিলাণ্ডার আর ক্লেটন সেখানে সব ব্যবস্থা করার জন্য চলে গেছে।

ক্যানলার বলল, ক্লেটন সেখানে গেছে! আমাকে বলা হয়নি কেন? আমি গিয়ে আপনাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা করে ফেলতাম।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, জেন বলল আমরা এমনিতেই আপনার কাছে ঋণী।

ক্যানলার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জেন সহসা এসে পড়ায় সে থেমে গেল।

জেন বলল, ও আপনি? মাফ করবেন। আমি ভেবেছিলাম বাবা একা আছেন।

ক্যানলার জেনের জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, এখানে এসে একটু বসো না।

জেন বলল, আমি বাবাকে বলতে এসেছিলাম, কাল টোবে কলেজ থেকে সব বইপত্র নিয়ে যাবে। আপনি গ্রন্থাগারটা ওখানে নিয়ে যেতে পারেন।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, টোবে এখানে এসেছে?

জেন বলল, হ্যাঁ, ও এসমারাল্ডার সঙ্গে বাড়ির পিছনে কথা বলছে।

অধ্যাপক পোর্টার তখনি বেরিয়ে গেলেন। ক্যানলার জেনকে বলল, এভাবে আর কতদিন চলবে জেন? তোমার বাবার এ বিয়েতে মত আছে। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করনি। অথচ প্রতিশ্রুতিও দাওনি। আমি চাই ওখানে তোমাদের যাবার আগে আগামীকালই বিয়েটা হয়ে যাক।

জেন বলল, আপনি কি বুঝতে পারছেন না আপনি কিছু ডলারের বিনিময়ে আমাকে কিনছেন? আপনি যখন বাবাকে গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য টাকা ধার দিয়েছিলেন শুধু হাতে তখন কোন উদ্দেশ্যেই দিয়েছিলেন। কোন না কোন একটা লাভের আশাতেই দিয়েছিলেন। অন্য কোন লোক এ টাকা এভাবে ধার দিলে আমি সেটা মহৎ কাজ বলে ভাবতাম। কিন্তু আপনি গভীর জলের মাছ। আপনি ঋণের কথা উল্লেখ না করে আমাকে জোর করে বিয়ে করতে চাইছেন আমাদের বেকায়দায় ফেলে।

ক্যানলারের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, তুমি যখন সবই জান তখন তুমি যাই ভাব, তোমাকে আমার চাই।

জেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন বিয়ে না করেই ট্রেনে চড়ে উইসকনসিন স্টেশনে চলে গেল জেন। স্টেশনে ফিলাণ্ডার আর ক্লেটন একটা বড় গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। ছোটবেলায় মাত্র একবার ছাড়া তাদের খামারবাড়িতে আর কখনো যায়নি জেন। এদিকে এই ক'দিনের চেষ্টায় জেনদের ভাঙা বাড়িটাকে চুনসুরকি কাঠ প্রভৃতি দিয়ে মেরামত করে রং করে নতুন করে তুলেছে।

জেন খরচের কথা ভেবে মুষড়ে পড়ে অবাক হয়ে গেল বাড়িটা দেখে। ক্লেটন বলল, তোমার বাবাকে কিছু বলো না। তুমি না বললে তোমার বাবা এটা লক্ষ্য করবেন না। বাড়িটার অবস্থা আমরা যা দেখেছিলাম তাতে তিনি মোটেই থাকতে পারতেন না।

জেন বলল, কিন্তু কিভাবে আমরা তোমার ঋণ পরিশোধ করব? কেন

তুমি আমায় এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেললে ? অথচ আমার কত ইচ্ছা যে তোমাকে এর যোগ্য প্রতিদান দিই।

ক্লেটন বলল, কেন তুমি তা দিতে পার না ?

জেন বলল, পারি না, কারণ আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।

কে সে ? ক্যানলার ?

না।

তবে যে সে বলল তুমি তাকে বিয়ে করতে চলেছ।

জেন গর্বের সঙ্গে বলল, আমি তাকে ভালবাসি না।

তাহলে কি টাকা শোধ দিতে না পারার জন্য ?

জেন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ক্লেটন বলল, তাহলে শুধু টাকার জন্য আমি অযোগ্য প্রমাণিত হলাম ? আমার ত প্রচুর টাকা আছে। তা দিয়ে সব অভাবই মিটবে।

জেন বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি না সিসিল। আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। আমি তোমার সঙ্গে কোন কারচুপি করতে পারব না। তার থেকে যাকে আমি ঘৃণা করি তাকে বিয়ে করব। আমি তোমাদের মধ্যে যাকেই বিয়ে করি না কেন, তাকে ভালবাসতে পারব না, ফলে সে শুধু আমার কাছ থেকে ঘৃণাই পাবে। তার থেকে তুমি আমার কাছ থেকে চিরদিন শ্রদ্ধা পাবে। তোমার প্রতি আমার বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

ক্লেটন আর চাপ দিল না। একটা সপ্তাহ ভালভাবেই কেটে গেল। এক সপ্তাহ পরে ক্যানলার এসে আবার বিয়ের জন্য চাপ দিতে লাগল। অবশেষে নতি স্বীকার করে তার প্রতি ঘৃণাবশতঃ রাজী হয়ে গেল জেন। ঠিক হলো আগামীকাল সে শহর থেকে লাইসেন্স আর বিবাহের জন্য যাজককে নিয়ে আসবে। ক্লেটন চলে যেতে চাইছিল। কিন্তু জেনের মুখের দিকে তাকিয়ে যাওয়ার কথাটা তুলতে পারল না।

পরের দিন সকালে ক্যানলার শহরে চলে গেল। সেদিন সকাল থেকে পূর্ব দিকের বনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু বাতাসটা উল্টো দিক হতে বইতে থাকায় ধোঁয়াটা আসছিল না। দুপুরের দিকে জেন একাই একবার বেড়াতে বের হলো। ক্লেটন তার সঙ্গে যেতে চাইলে সে তাকে সঙ্গে নিল না।

জেন বড় রাস্তাটা ফেলে রেখে পূব দিকের জঙ্গলে কোথায় আগুন লেগেছে তা দেখার জন্য আনমনে এগিয়ে যেতে লাগল। তার মনে তখন ছিল এক চিন্তা। যাকে সে জীবনে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে তাকেই বিয়ে করতে হবে। ক্যানলারের কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার আর কোন উপায় নেই।

এমন সময় জেনের হঠাৎ নজরে পড়ল তার চারদিকেই আগুন জ্বলছে। বড় রাস্তাটায় যাবার কোন উপায় নেই। সে তখন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। একটা দিকে কিছু গাছপালা ছিল। সেদিকটায় আগুন কিছুটা

কম। কিন্তু সেদিক থেকেও ধোঁয়া আসছিল। হঠাৎ গাছের উপর থেকে দৈত্যাকার এক শ্বেতাঙ্গ যুবক লাফিয়ে পড়ে জেনকে গাছের উপর তুলে নিল। তারপর গাছে গাছে বাঁদরের মত লাফিয়ে তাকে এক নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেল। জেনের মনে পড়ল আফ্রিকার জঙ্গলের সেই বনবাসী লোকটি একদিন এইভাবেই তাকে এক বাঁদর-গোরিলাদের কবল থেকে উদ্ধার করে।

লোকটি নিরাপদ জায়গায় গিয়ে জেনকে বলল, রাস্তায় আমার গাড়ি আছে।

জেন বলল, তুমি কে?

লোকটি বলল, আমি সেই বাঁদরদলের টারজন।

জেন আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি এখানে কি করে এলে?

টারজন বলল, দার্ণংকে আমি উদ্ধার করি। সে-ই আমাকে এখানে আসার পথ বলে দেয়। তোমরা আসার সময় আমাকে যে চিঠি লিখে রেখে এসেছিলে কেবিনে তার একটিতে তোমাদের বাড়ির ঠিকানা ছিল। আচ্ছা আমি একদিন তোমাদের কেবিনে তোমার নামে একখানি চিঠি লিখে রেখে আসি। সেটা তুমি পেয়েছিলে?

জেন বলল, কিন্তু সে চিঠি ত টারজন অফ দি এপস্ বা বাঁদরদলের টারজনের যে ঐ কেবিনের মালিক এবং ঐ কেবিনের দরজার সামনে একটা নোটিশ ইংরিজিতে লিখে ঝুলিয়ে দেয়। সে ইংরিজি জানে অথচ তুমি ত কোন ভাষাই জান না।

টারজন হাসল। সে অনেক কথা। তবে জেনে রেখো আমিই তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। আমি ইংরিজি লিখতে পারতাম, কিন্তু কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু দার্ণং এখন ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছে ইংরিজির পরিবর্তে। তাতে আমার আরো খারাপ লাগছে।

এখন এস, আমার গাড়িতে গিয়ে চাপবে। তোমার বাবা এখন হয়ত খামারের কাছে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য। আমি তোমাদের শহরের বাড়িতে ও পরে খামারবাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ক্লেটন আমাকে চিনতে পারেনি।

গাড়িতে যেতে যেতে টারজন বলল, তুমি তোমার চিঠিতে লিখেছিলে তুমি অন্য একজনকে ভালবাস। তুমি হয়ত আমার কথাই বলেছিলে?

জেন বলল, হয়ত তাই।

টারজন বলল, কিন্তু বাল্টিমোরে আমি যখন তোমাদের খোঁজ করছিলাম তখন সেখানকার লোকরা বলল তোমার এখানে বিয়ে হবে।

হ্যাঁ।

তুমি তাকে ভালবাস?

না।

তুমি আমাকে ভালবাস?

জেন তার দুহাতের মধ্যে মুখটা ঢাকল। তারপর বলল, আমি একজনকে কথা দিয়েছি। তাই তোমার কথার উত্তর দিতে পারছি না।

তুমি তোমার উত্তর আগেই দিয়েছ। এখন বল কেন তুমি এমন একজনকে বিয়ে করবে যাকে তুমি ভালবাস না।

আমার বাবার কাছ থেকে সে টাকা পায়।

হঠাৎ টারজনের একটি চিঠির কথা মনে পড়ল। সে চিঠিতে রবার্ট ক্যানলারের কথা ছিল এবং একটা সমস্যার ইঙ্গিত ছিল যে সমস্যার ব্যাপারটা সে জানে না।

টারজন মৃদু হাসল। হেসে বলল, তোমার বাবার ধনরত্ন যদি না হারাত তাহলে তোমাকে এভাবে কথা দিতে বাধ্য হতে হত না।

জেন বলল, তাহলে মুক্ত হতে পারতাম।

যদি সে তোমায় মুক্তি না দিত?

আমি তাকে কথা দিয়েছি বিয়ে করব বলে।

ওরা দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। রাস্তাটা সমতল না হলেও ডানদিকের আগুনটা বেড়ে যাওয়ায় গাড়ির গতিটা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল টারজন। বাতাসের গতিটা এইদিকে থাকায় শীঘ্রই আগুনটা এই রাস্তায় এসে এই একটা মাত্র পথ অবরুদ্ধ করে দেবে।

ক্রমে বিপদসীমাটা পার হয়ে গাড়ির গতিটা কমিয়ে দিল টারজন। বলল, আমি যদি ক্যানলারকে তোমার জন্য বলি?

জেন বলল, অপরিচিত ব্যক্তির কথা শুনবে না, বিশেষ করে যে ব্যক্তি আমাকে চায়।

টারজন বলল, টারকজও তোমায় চেয়েছিল একদিন।

সেই বিরাট বাঁদর-গোরিলাটার কথা মনে পড়তেই ভয়ে শিউরে উঠল জেন। বলল, এটা আফ্রিকার জঙ্গল নয়। আর তুমি এখন আর বর্বর পশু নেই, তুমি এখন ভদ্র হয়েছ। ভদ্রলোকরা ঠাণ্ডা মাথায় কখনো কাউকে হত্যা করে না।

টারজন খুব নিচু গলায় বলল, অন্তরে আমি এখনো বন্য পশুই রয়ে গেছি।

কিছুক্ষণ আবার ওরা চুপ করে রইল, টারজন প্রথমে কথা বলল। বলল, তুমি দায়মুক্ত হলে আমাকে বিয়ে করবে?

সঙ্গে সঙ্গে কথাটার উত্তর দিতে পারল না জেন। সে ভাবতে লাগল, যে অদ্ভুত লোকটি তার পাশে বসে রয়েছে সে কে? কি তার পরিচয়? সে নিজেই বা তার নিজের সম্বন্ধে কতটুকু জানে? তার পিতামাতাই বা কে? কি তার পরিচয়? যে আফ্রিকার জঙ্গলে গাছের মাথায় মাথায় আজীবন ঘুরে বেড়িয়েছে, ভয়ঙ্কর জীবজন্তুদের সঙ্গে লড়াই করেছে, কাঁচা মাংস কামড়ে খেয়েছে, যার সঙ্গে তার জীবনের কোন মিল নেই তাকে স্বামী হিসাবে

মেনে নিতে পারবে কি ? সে কি তাদের সমাজের স্তরে উঠে আসতে পারবে অথবা সে নিজে এই লোকটির পশুসুলভ জীবনের স্তরে নেমে যেতে পারবে ? এই অদ্ভুত মিলনের ফলে ওরা কি সুখী হতে পারবে ?

টারজন বলল, তুমি উত্তর দিতে পারবে না। হয়ত আমাকে আঘাত দেবার ভয়ে উত্তর দিচ্ছ না ?

জেন বলল, কি উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছি না। আমি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারছি না।

টারজন বলল, তুমি তাহলে আমাকে ভালবাস না।

জেন বলল, আমাকে ছাড়াই তুমি সুখী হতে পারবে। এই সভ্য সমাজের বিধিনিষেধ মেনে চলতে পারবে না তুমি। কিছুদিনের মধ্যে বিরক্ত হয়ে উঠবে তুমি এবং তোমার সেই স্বাধীন বন্য জীবনে ফিরে যেতে চাইবে। আমরা দুজনেই দুজনের জীবনে অনভ্যস্ত, অযোগ্য।

টারজন এবার শান্তভাবে বলল, আমি বুঝতে পেরেছি। আর তোমাকে চাপ দেব না। আমি তোমার সুখটাকেই বড় করে দেখতে চাই। বুঝেছি তুমি একটা বাঁদরের সঙ্গে সুখী হতে পার না।

ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে জেন বলল, ও কথা বলো না। তুমি ঠিক বুঝছ না।

গাড়িটা এবার তাদের একটা বস্তীর ধারে এসে পড়ল। ক্লেটন তখন বাড়ির সকলকে ঘর থেকে বার করে এনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

গাড়িটা ক্লেটনের কাছে এসে পৌছতে জেনকে দেখতে পেয়ে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অধ্যাপক পোর্টার জেনকে দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরলেন। প্রথমে টারজনকে কেউ দেখতে পায়নি। পরে ক্লেটন তাকে গাড়ির ভিতর বসে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, কি বলে ধন্যবাদ দেব তোমায় ? তুমি আমাদের সকলকে উদ্ধার করলে। তুমি খামারবাড়িতে গিয়ে আমার নাম ধরে ডেকেছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। তাছাড়া তোমাকে এ বেশে দেখে চেনাই যায় না।

টারজন হাসল। হেসে ফরাসী ভাষায় বলল, ঠিক বলেছ মঁসিয়ে ক্লেটন।

মাপ করবে, আমি ফরাসী ভাষায় কথা বলছি, এবং তোমাদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতে পারছি না। অবশ্য আমি তা শিখেছি।

ক্লেটনও ফরাসী ভাষায় বলল, কিন্তু তুমি কে?

আমি বাঁদরদলের সেই টারজন।

কথাটা শুনে চমকে উঠল ক্লেটন।

তাদের পুরনো জঙ্গলের বন্ধুকে এবার চিনতে পেরে অধ্যাপক পোর্টার ও ফিলাণ্ডারও এগিয়ে এসে ধন্যবাদ দিল টারজনকে। তাঁদের কণ্ঠে বিস্ময় ও আনন্দ একই সঙ্গে ফুটে উঠল।

তারা সকলে এবার খামারবাড়িতে গিয়ে উঠল। ক্লেটন তাদের সকলের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। এমন সময় একটা মোটর গাড়ির আওয়াজ শুনে চমকে উঠল তারা। ফিলাণ্ডার জানালার ধারে বসেছিল। সে প্রথম গাড়িটাকে দেখতে পেয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওটা ক্যানলারের গাড়ি। আমি ভেবেছিলাম ও আগুনে পুড়ে মরেছে। তাহলে কত শান্তি পেতাম আমরা।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম ফিলাণ্ডার। কোন কথা বলার আগে দশবার তা ভেবে দেখার জন্য উপদেশ দিয়েছি আমি আমার ছাত্রদের।

ফিলাণ্ডার বলল, তা ত বুঝলাম। কিন্তু ওর সঙ্গে আবার যাজক ভদ্রলোকটি কেন আসছে?

জেনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। ক্লেটন তার চেয়ারে অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে বসল। অধ্যাপক পোর্টার চশমাটা খুলে আবার লাগিয়ে নিলেন। এসমারাল্ডা রাগে গজগজ করতে লাগল। একমাত্র টারজন কিছু বুঝতে পারল না।

এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল ক্যানলার। বলল, আমি কি ভয়ই না করেছিলাম। আমি ত একবার আসতে আসতে আগুনে পথ না পেয়ে শহরে ফিরে গিয়েছিলাম। এখানে পৌছতে পারব ভাবতেই পারিনি।

কেউ তার কথাটা গ্রাহ্য করল না। টারজন একবার ক্যানলারের দিকে তাকাল, সিংহী যেমন তার শিকারের দিকে তাকায়।

জেন ক্যানলারকে বলল, ইনি হচ্ছেন আমাদের পুরনো বন্ধু মঁসিয়ে টারজন।

ক্যানলার তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু টারজন শুধু ভদ্রতার খাতিরে মাথাটা নোয়াল। ক্যানলারের হাতটা ধরল না।

ক্যানলার জেনকে বলল, ইনি হচ্ছেন রেভারেণ্ড তুসলে।

মিস্টার তুসলে হাসিমুখে মাথাটা নত করল।

ক্যানলার আবার বলল, আমাদের বিয়েটা এখনি সেরে ফেলতে হবে জেন, যাতে আমরা মধ্য রাতের ট্রেনটা ধরতে পারি।

টারজন এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে শুধু একবার জেনের দিকে তাকাল।

জেন ইতস্তত: বোধ করতে লাগল। সমস্ত ঘরখানা স্তব্ধতায় জমাট বেঁধে রইল। সকলের দৃষ্টি জেনের উপর নিবদ্ধ হলো। জেন কি উত্তর দেয় তা দেখার জন্য সকলেই প্রতীক্ষা করতে লাগল।

জেন বলল, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলে হয় না মিস্টার ক্যানলার। আমার মাথার ঠিক নেই। আজ সারাটা দিন যা বিপদ গেছে।

তার প্রতি উপস্থিত সকলের বিরুদ্ধভাব দেখে রেগে গেল ক্যানলার। বলল, আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছ। আর আমাকে নিয়ে এভাবে লুকোচুরি খেলা চলবে না। যাজক তুসলে এসে গেছেন। সাক্ষীর অভাব হবে না। এস জেন। আসুন মিস্টার তুসলে।

এই বলে জেনের একটা হাত ধরে এগোতেই ক্যানলারের গলাটা একটা হাত দিয়ে ধরে তাকে শূন্যে তুলে ধরল টারজন।

জেন ভয়ে টারজনের দিকে ছুটে গেল। তার মনে পড়ল একদিন সুদূর আফ্রিকায় টারজন এমনি করে বাঁদর-গোরিলা টারকজকে ধরেছিল। সে বুঝল টারজনের বন্য বর্বর হৃদয়ে খুনের বেগ চেপেছে। ক্যানলারের মৃত্যুর থেকে টারজনের জন্য ভয় হচ্ছিল তার বেশী। সে ক্যানলারকে খুন করে বসলে খুনীর বিচার এখানে ঠিকই হবে।

ক্লেটন একবার টারজনের কবল থেকে ক্যানলারকে টেনে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু টারজন তাকে একঝটকায় মেঝের উপর ফেলে দিল। এবার জেন এগিয়ে টারজনকে কাতর মিনতি জানিয়ে বলল, দয়া করে আমার খাতিরে ওকে ছেড়ে দাও।

ক্যানলারের গলার উপর তার হাতটা আলগা করে দিল টারজন। বিস্মিত হয়ে জেনকে বলল, তুমি ওকে বাঁচাতে চাও?

জেন বলল, কিন্তু তোমার হাতে ওকে মরতে দিতে পারি না। আমি চাই না তুমি খুনের অপরাধে অপরাধী হও।

এবার ক্যানলারের গলাটা ছেড়ে দিয়ে টারজন তাকে বলল, বল, ওকে তুমি তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিলে। তা না হলে তোমাকে তোমার জীবন দিতে হবে।

ক্যানলার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হ্যাঁ।

টারজন আবার বলল, বল, তুমি চলে যাবে এবং আর কখনো ওকে বিরক্ত করবে না?

এবারও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল ক্যানলার।

টারজন তাকে ছেড়ে দিল। ক্যানলার টলতে টলতে একমুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার যাজকও সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

টারজন জেনকে বলল, কিছুক্ষণের জন্য নির্জনে তোমার সঙ্গে একটু কথা

বলতে পারি ?

টারজন জেনকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অধ্যাপক পোর্টার এই ঘটনায় বিশেষ বিব্রত হয়ে বললেন, যাবার আগে যা ঘটালে তার জন্য একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে স্যার। কোন্ অধিকারে তুমি আমার মেয়ে আর ক্যানলারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে ? আমাদের পছন্দ অপছন্দ যাই হোক, আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।

টারজন বলল, আমি হস্তক্ষেপ করেছিলাম এইজন্য যে আপনার মেয়ে তাকে ভালবাসে না ?

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, তুমি জান না তুমি কি করেছ। আর ও বিয়ে করতে চাইবে না এরপর।

টারজন জোর দিয়ে বলল, না, করবে না। তাছাড়া আপনার সম্মানে আঘাত লাগবে বলে আর ভয় করার কিছু নেই। আপনি এবার ওকে ঋণের টাকা শোধ করে দিতে পারবেন।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম স্যার। একথার মানে কি জান ?

টারজন বলল, আপনার হারানো ধন সব পাওয়া গেছে।

অধ্যাপক পোর্টার বললেন, থাম থাম স্যার। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

টারজন বলল, আমি লুকিয়ে দেখছিলাম নাবিকরা সিন্দুকটা কোথায় পুঁতে রাখে। তারপর সেটা কার এবং তাতে কি আছে তা না জেনেই সেটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য এক জায়গায় সেটা পুঁতে রাখি। তারপর দার্নতের সঙ্গে সেটা ফ্রান্সে নিয়ে আসি। সিন্দুকটা এখানে বয়ে আনা কষ্টকর হবে ভেবে তার মধ্যে যে সব ধনরত্ন ছিল তা দার্নং কিনে নিয়ে একটা চেক দিয়েছে। তার মোট দাম হয়েছে দু লক্ষ একচল্লিশ হাজার ডলার।

পকেট থেকে চেকটা বার করে বিস্মিত অধ্যাপক পোর্টারের হাতে দিল টারজন। বলল, ধনরত্নগুলো অনেক বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

অধ্যাপক পোর্টার আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, এর আগে আমাদের অনেক উপকার করে কৃতজ্ঞতার বোঝা চাপিয়ে দাও আমাদের ঘাড়ে। আজ আবার তার উপর নতুন এক বোঝা চাপিয়ে দিলে। আজ আমার মান সম্মান সব রক্ষা করলে তুমি।

ক্লেটন এমন সময় ঘরে ঢুকে বলল, শুনেছি আগুনটা এইদিকে এগিয়ে আসছে। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয় আমাদের পক্ষে। এখনি আমাদের শহরে চলে যেতে হবে।

একথা শুনে সকলেই আর ঘরে না দাঁড়িয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো গাড়িতে গিয়ে চাপল।

ফিলাণ্ডার আর টারজন একটা গাড়িতে চাপল। ক্লেটনের গাড়িটাতে বাকি সবাই চাপল।

টারজন বলল, আচ্ছা মিঃ ফিলাণ্ডার, কেবিনের কঙ্কালগুলো কবর দেবার সময় শিশু কঙ্কালটা দেখেছিলেন?

ফিলাণ্ডার বলল, বড় কঙ্কালদুটো মানুষের এবং স্বাভাবিক, কিন্তু ছোট কঙ্কালটা কোন মানবশিশুর নয়, একটা শিশু বাঁদর-গোরিলার।

টারজন বলল, ধন্যবাদ।

এদিকে তাদের সামনের গাড়িটায় জেন নীরবে ভাবছিল টারজনের কথা। টারজন তাকে কি কথা নির্জনে বলবে বলে ডাকছিল তা সে জানে। সেই কথার উত্তর খুঁজছিল সে তার মনের মধ্যে। টারজনকে এখন প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে জেন ভাবল আফ্রিকার জঙ্গলে তার মনে টারজন সম্বন্ধে যে প্রেমের আবেগ ছিল এখন তা আর নেই। এই গন্ধময় উইসকনসিনের জীবনে সে ভাব আর নেই। তাছাড়া বনবাসী টারজনকে তার যতখানি ভাল লেগেছিল ফরাসী যুবকের বেশে টারজনকে ততখানি আর ভাল লাগে না তার। সে কি তাকে আর ভালবাসতে পারবে?

এবার ক্লেটনের দিকে কটাক্ষে একবার তাকাল জেন। ক্লেটনের একটা সামাজিক মর্যাদা আছে। তার সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষার মিল আছে। টারজন যদি আবার এসে আগুনের হাত থেকে উদ্ধার না করত তাহলে তার কথা ভুলেই যেত। আবেগ বা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে টারজনকে বিয়ে করা তার পক্ষে উচিত হবে না।

আবার ক্লেটনের পানে তাকাল জেন। সে সুদর্শন, ভদ্র, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। এরকম স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা। এমন সময় ক্লেটন জেনকে বলল, এখন তুমি স্বাধীন। এবার কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হতে পার না? আমি সারাজীবন ধরে তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করব।

জেন চুপি চুপি বলল, হ্যাঁ।

সেদিন স্টেশনের বিশ্রামাগারের একটি ঘরে টারজন জেনকে ডেকে বলল, এখন তুমি স্বাধীন। আমি তোমাকে পাবার জন্য সুদূর আফ্রিকা হতে কত সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসেছি। তোমার জন্য অসভ্য বর্বর থেকে সভ্য মানুষে পরিণত হয়েছি। তুমি জান আমি তোমাকে ভালবাসি এবং তোমাকে সুখী করার চেষ্টা করব। বল, তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না।

জীবনে প্রথম একজন পুরুষের প্রেমের গভীরতা মাপ করে দেখল জেন। সে বুঝতে পারল তার প্রতি টারজনের ভালবাসা কত গভীর। শুধু তার প্রতি ভালবাসার খাতিরে কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বড় কাজ করেছে টারজন। ভাবতে গিয়ে দুহাতের মধ্যে মুখ ঢাকল জেন। তারপর একে একে তার সব অসুবিধার কথা খুলে বলল।

সবকিছু শুনে টারজন বলল, এখন কি করব বল। তুমি আমাকে

ভালবাস একথা স্বীকার করেছ। আমিও তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু মানবসমাজের রীতিনীতি আমি জানি না। তোমার কিসে মঙ্গল হবে তা তুমি জান। জেন বলল, তাকে বাধ দিতে পারছি না টারজন। ক্লেটনও আমায় ভালবাসে। লোক হিসাবেও সে ভাল। তার দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা উচিত হবে না। তুমি আমাকে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সাহায্য করবে।

তাদের দলের অন্য সব লোক একে একে ঘরে ঢুকতেই টারজন জানালার ধারে চলে গেল। বাইরে তাকিয়ে কিন্তু কিছুই দেখল না সে। সে শুধু দেখল এক বিশাল অরণ্যের ঢেউখেলানো অজস্র গাছের শাখা-প্রশাখার নিচে একটা মাটির ঢিবির উপর বসে থাকা এক যুবতীর পাশে এক দৈত্যাকার যুবক বসে আছে আর তাদের মাথার উপর গাছপালার ওধারে নীল আকাশ প্রসারিত হয়ে আছে।

সহসা স্টেশনের একজন কর্মচারী ঢুকে টারজনের খোঁজ করতে করতেই তার চিন্তায় বাধা পড়ল। লোকটি বলল, মঁসিয়ে টারজনের নামে প্যারিস থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

টারজন বলল, আমিই হচ্ছি মঁসিয়ে টারজন।

টারজন টেলিগ্রামটা খুলে দেখল দার্ণৎ সেটা পাঠিয়েছে। তাতে লেখা আছে, আঙুলের ছাপ এই কথাই প্রমাণ করে যে তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক। তোমাকে অভিনন্দন জানাই। ইতি দার্ণৎ।

টারজনের পড়া শেষ হতেই ক্লেটন ঘরে ঢুকল। টারজন ভাবল, এই যুবক ক্লেটনই টারজনের সব ভূসম্পত্তি লাভ করে তার প্রেমাস্পদকে বিয়ে করতে চলেছে। কিন্তু সে একটা কথা মুখ থেকে বললেই সমস্ত ব্যাপারটা অন্য হয়ে দাঁড়াবে। ক্লেটন কিন্তু তার জন্মরহস্যের কিছু জানে না।

ক্লেটন টারজনকে বলল, তুমি আমাদের জন্য যা করেছ তার জন্য ঠিকমত ধন্যবাদ জনাতে পারিনি। তুমি আমাদের সকলকে উদ্ধার করেছ। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি এখানে আসায় আমি দারুণ খুশি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তোমার মত লোক কি করে আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে পড়লে?

টারজন শান্তভাবে বলল, আমি সেখানেই জন্মেছিলাম, আমার মা ছিল এক বাঁদর-গোরিলা। আমার জন্ম সম্বন্ধে কোন কথা সে বলে যেতে পারেনি আমার বাবা কে তা আমি ানি না।

———

দি রিটার্ণ অফ দি টারজন

টারজন ফিরে এল

জাহাজে যেতে যেতে কাউন্টেস দ্য কুদ আবেগের সঙ্গে বলল, চমৎকার।

কাউন্ট তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চমৎকার ?

কাউন্টপত্নী বলল, কিছু না প্রিয়তম, আমি ভাবছিলাম নিউ ইয়র্কের আকাশচুম্বী বাড়িগুলোর কথা।

কাউন্ট একটা বই পড়তে পড়তে বইটা সরিয়ে রেখে বললেন, বড় বিরক্তি লাগছে। তাস খেললে হত।

হঠাৎ তাদের কাছ থেকে কিছু দূরে একটা চেয়ারে একজন লম্বা চেহারার যুবককে পা ছড়িয়ে অলসভাবে বসে থাকতে দেখে কাউন্টপত্নী বলল, চমৎকার।

কাউন্টপত্নী ওলগা দ্য কুদের বয়স কুড়ি। তার স্বামীর বয়স চল্লিশ। ভাগ্যের বিধানে তাদের এই বিয়ে হলেও ওলগা তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল পুরোমাত্রায়। তবে এই বিয়েতে তার যেমন খুব একটা আপত্তি ছিল না, বা তার প্রতি কোন ঘৃণার ভাব ছিল না তেমনি সে আবার তার স্বামীকে গভীরভাবে ভালবাসতে পারত না। তবে এটাও ঠিক যে এই অপরিচিত সুদর্শন ও সুগঠিত চেহারার যুবককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক মুগ্ধ বিস্ময়ের আবেগে চমৎকার বলে চীৎকার করে উঠলেও সে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যায় তার তা নয়। কোন সুন্দর বস্তুর দর্শনজনিত একটা প্রশংসাসূচক উচ্ছ্বাস ছাড়া এটা আর কিছু নয়।

কাউন্টপত্নীর চোখে চোখ পড়তেই যুবকটি উঠে ডেকের দিকে চলে গেল। কাউন্টপত্নী জাহাজের এক কর্মচারিকে বলল, এ ভদ্রলোক কে ?

কর্মচারিটি বলল, ভদ্রলোকের নাম মঁসিয়ে টারজন, আফ্রিকা যাবার জন্য টিকিট কেটেছেন।

ধূমপান ঘরের দিকে এগিয়ে যাবার সময় টারজন দেখল দুজন লোক উত্তেজিতভাবে ফিস ফিস করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তাদের মধ্যে একজন টারজনের পানে তাকাতেই তার দৃষ্টির মধ্যে একটা অপরাধচেতনার আভাস পেল টারজন। তাদের দুজনেরই গায়ের রং কালো এবং তাদের দেখে প্যারিসের থিয়েটার দেখা নাটকের শয়তান বলে মনে হলো টারজনের।

ধূমপান ঘরে ঢুকে উপস্থিত লোকদের থেকে কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে বসল টারজন। কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলার কোন প্রবৃত্তি ছিল না।

তার। সে তখন অতীতে কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর কথা ভাবতে লাগল। একথা সে আগেও অনেকবার ভেবেছে। তবে অনেক ভেবেও সে ঠিক করতে পারেনি, সে অকারণে তার জন্মগত অধিকার ত্যাগ করেনি, এ অধিকার সে ত্যাগ করেছে জেনের মুখ চেয়ে, যে ভাগ্যক্রমে ক্লেটনের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

জেন যে ক্লেটনকে ভালবাসে একথা বিশ্বাস করা বড় কঠিন তার পক্ষে। তবে জেনের সুখটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় কথা বলে সেদিন রাত্রিতে উইস-কনসিনের স্টেশনে এটা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া সভ্য জগতে এসে এই ক'দিনেই সে বুঝেছে এ জগতে টাকা আর সামাজিক মর্যাদা ছাড়া জীবনের আর কোন দাম নেই।

সে যদি জেন পোর্টারকে ক্লেটনের হাত থেকে ছিনিয়ে আনত তাহলে তার সারাজীবন দুঃখে কাটত। তাছাড়া ক্লেটনের কাছ থেকে জন্মগত অধিকারের জোরে তার সব সম্পত্তি ও পদমর্যাদা কেড়ে নিলেই যে জেন ক্লেটনকে প্রত্যাখ্যান করত একথাও ভাবতে পারে না সে। কারণ প্রেমের দিক দিয়ে সে যেমন বিশ্বস্ত তেমনি জেনও যে বিশ্বস্ত নয় একথা মনে করারও কোন যুক্তি খুঁজে পেল না সে।

অতীতের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের ভাবনাও করতে লাগল সে। যে বিশাল জঙ্গলে অজস্র হিংস্র জন্তুদের মাঝে জন্মের পর থেকে তার জীবনের বাইশটি বছর কাটিয়েছে সে, সে জঙ্গলের মধ্যে আবার ফিরে যাবার আনন্দ ও উত্তেজনার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার মন। অবশ্য সে আবার সেখানে ফিরে গেলে কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানাবে না। একমাত্র ট্যান্টর বা একটা হাতি ছাড়া তার কোন বন্ধু নেই সেখানে। এখন তার দলের বাঁদর-গোরিলারাও কোন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে না তার দিকে।

সভ্য জগতে আসার পর থেকে মানবসভ্যতা তাকে কিছুই দেয়নি ঠিক, কিন্তু এই সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছে, জীবনে চলতে হলে বন্ধু বা সঙ্গীর দরকার এবং প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গ ও ভালবাসার উত্তাপ কত মধুর। সেই সঙ্গে যে জীবনে মনের কথা, প্রাণের কথা বলার মত কোন সঙ্গী বা বন্ধু নেই সে জীবন নীরস তাও সে বুঝতে শিখেছে।

ভাবতে ভাবতে তার সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো আয়নাটায় তাস খেলতে থাকা চারজন লোকের প্রতিফলন দেখতে পেল টারজন। তার মুখে তখনো সিগারেট ছিল। সে আরো দেখল খেলতে খেলতে চারজনের মধ্যে একজন উঠে যাওয়ায় আর একজন লোক এসে স্বেচ্ছায় সে জায়গাটা পূরণ করল যে লোকটাকে ডেকের উপর একটু আগে সে দেখেছে। যে দুজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক চুপি চুপি কথা বলছিল এ লোকটা তাদের একজন। এতে টারজনের আগ্রহ খেলার প্রতি কিছুটা জাগল।

যারা তাস খেলছিল তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কারো নাম জানত না টারজন। যার নাম সে জানত তিনি হলেন কাউন্ট দ্য'কুদ। জাহাজের একজন কর্মচারি এর আগে তাকে বলে ইনি একজন কাউন্ট এবং এদের পরিবারের একজন ফরাসী দেশের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী।

সহসা টারজন দেখল, ষড়যন্ত্রকারী শয়তানসদৃশ সেই দুজন লোকের সঙ্গে আর একজন ঘরে ঢুকে কাউন্টের চেয়ারের পিছনটায় দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে লোকটা তার পকেট থেকে কি একটা জিনিস বার করে কৌশলে কাউন্টের পকেটে ভরে দিল। জিনিসটা কি তা দেখতে পেল না টারজন। এরপর কি হয় তা দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সে।

দশ মিনিট ধরে খেলা চলল। খেলতে খেলতে কাউন্ট একসময় জিতে গিয়ে যে লোকটা মাঝখানে এসে বসল তার কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করল। এমন সময় কাউন্টের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা তার বন্ধুকে ইশারায় কি বলতেই লোকটা উঠে পড়ে বলল, আমি যদি জানতাম কাউন্ট একজন পেশাদার তাসচোর তাহলে আমি খেলতে বসতাম না।

একথা কানে যেতেই কাউন্ট ও অন্য দুজন দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করল। কাউন্টের মুখটা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি বললেন, আপনি জানেন কাকে কি বলছেন?

লোকটা বলল, হ্যাঁ জানি কি বলেছি। আমি তাঁকেই একথা বলছি যিনি তাস খেলতে বসে ঠকান, তাস নিয়ে কারচুপি করেন।

কাউন্ট তখন লোকটার মুখের উপর একটা চড় বসিয়ে দিলেন। অন্য একজন লোকটাকে বলল, জান ইনি কে? ইনি হচ্ছেন ফ্রান্সের কাউন্ট দ্য কুদ।

লোকটা বলল, ভুল করে থাকলে অবশ্যই ক্ষমা চাইব। কিন্তু তার আগে কাউন্টকে বলতে হবে বাড়তি তাসগুলো গেল কোথায়। আমি দেখেছি তাসগুলো তিনি পকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছেন।

এবার যে লোকটা কাউন্টের পকেটের ভিতর সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে তাসগুলো ঢুকিয়ে রেখেছিল সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই টারজন তার পথরোধ করে দাঁড়াল। লোকটা টারজনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে গেলে টারজন বলল, থামুন। এখানে এমন একটা ব্যাপার ঘটেছে যেটা আপনি ভালই জানেন।

লোকটা তখন রেগে গিয়ে টারজনকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে যেতে চাইলে টারজন মৃদু হেসে লোকটাকে ধরে তুলে নিয়ে টেবিলের উপর বসিয়ে দিল। লোকটা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত পা ছুঁড়ছিল। লোকটা হলো নিকোলাস রোকোফ। আজ সে জীবনে প্রথম টারজনের পেশীবহুল দেহের সেই শক্তির পরিচয় পেল যে শক্তি এর আগে আফ্রিকার জঙ্গলে বহু সিংহ ও

বাঁদর-গোরিলাকে ঘায়েল করেছে।

তখন ঝগড়াঝাঁটি দেখে যাত্রীদের অনেকে এসে জড়ো হয়েছে। সকলেই কাউন্টের মুখপানে তাকিয়ে আছে। অভিযোগকারী লোকটা বলল, আমি নিজে দেখেছি কাউন্টের পকেটেই তাসগুলো আছে।

কাউন্ট বললেন, এটা একটা ষড়যন্ত্র। যাই হোক, আমি নিজেই দেখছি।

এই বলে তিনি পকেটে হাত ভরতেই তিনটে তাস নিয়ে হাতটা বেরিয়ে এল। সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। কাউন্টের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

এবার টারজন উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, ভদ্রমহোদয়গণ, এটা একটা ষড়যন্ত্র। তাঁর পকেটে তাস আছে এটা জানতেন না কাউন্ট। যে লোকটাকে আমি একটু আগে দরজার কাছ থেকে টেনে আনি সেই লোকটাই কাউন্টের পকেটে তাসগুলো তাঁর অলক্ষ্যে অগোচরে ঢুকিয়ে দেয়। সে যখন এ কাজ করছিল তখন তার প্রতিফলন আমি ঐ আয়নার উপর দেখতে পাই।

কাউন্ট তখন আশ্চর্য হয়ে বললেন, নিকোলাস, তুমি? পলভিচ, তুমি? এখন এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল।

টারজন কাউন্টকে বলল, এদের নিয়ে কি করব মঁসিয়ে? ক্যাপ্টেনের হাতে এদের তুলে দেব?

ব্যস্ত হয়ে কাউন্ট বললেন, না বন্ধু। আমি দোষ থেকে মুক্ত হয়েছি—এটাই হলো বড় কথা। ব্যাপারটার এখানেই নিষ্পত্তি করা উচিত। তবে আপনি আমার যে উপকার করেছেন কি করে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তার জন্য তা খুঁজে পাচ্ছি না। ভবিষ্যতে যদি কখনো সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই আপনার সেবা করে ধন্য মনে করব নিজেকে।

রোকোফ তার সহচর পলভিচকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় টারজনকে বলে গেল, আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য মঁসিয়েকে অনুশোচনা করতে হবে এবং তার সুযোগও প্রচুর পাবেন।

টারজন এবার তার নাম-লেখা একটা কার্ড কাউন্টের সামনে নত হয়ে তাঁর হাতে দিল।

কাউন্ট বললেন, মঁসিয়ে টারজন, ঘটনাক্রমে আমার সঙ্গে আপনার এ বন্ধুত্ব না হলেই ভাল হত। কারণ এর জন্য এমন দুটি লোক আপনার শত্রু হয়ে উঠল যারা ইউরোপের মধ্যে কুখ্যাত দুর্বৃত্ত হিসাবে পরিচিত। ওদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবেন।

টারজন হেসে বলল, আমি এর আগে এদের থেকে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখীন হয়েছি। তবু আমি অবশ্য সতর্ক হয়ে থাকব। তবে জানবেন ওরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

কাউণ্ট বললেন, কিন্তু মনে রাখবেন শয়তান নিকোলাস রোকোফ তার শত্রুকে কখনো ভোলে না বা ক্ষমা করে না।

সেদিন রাত্রিতে তার কেবিনে ঢুকেই টারজন দেখল, কে একটুকরো একটা লেখা কাগজ দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে গেছে। সে সেটা পড়ে দেখল তাতে লেখা আছে: মঁসিয়ে টারজন, আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে আপনি আজ যে অন্যায় করেছেন তার গুরুত্ব না জেনেই তা করেছেন। আমি বিশ্বাস করি আমাকে কষ্ট করার অভিপ্রায়ে সচেতনভাবে একাজ আপনি করেননি। যাই হোক, আপনি ভবিষ্যতে আমার কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না এই মর্মে যদি প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারি। তা না হলে এর প্রতিফল আপনি অচিরেই বুঝতে পারবেন।

চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে একফালি হাসি ফুটে উঠল টারজনের মুখে। সব কথা মন থেকে মুছে ফেলে শুয়ে পড়ল বিছানায়। তখন পাশের কেবিনে কাউণ্ট আর কাউণ্টপত্নীর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল।

কাউণ্টপত্নী ওলগা তার স্বামীকে বলল, মুখটা এত ভার ভার দেখাচ্ছে কেন, কি হলো তোমার?

কাউণ্ট বললেন, নিকোলাস রোকোফ এই জাহাজে আছে, দেখছ না?

কাউণ্টপত্নী বললো, কিন্তু সে ত জার্মানীতে কারারুদ্ধ আছে।

আমারও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু আজ তাকে পলভিচের সঙ্গে দেখে সে ধারণা আমার ভেঙ্গে গেল। আমি আর ওদের বদমায়েসি সহ্য করতে পারছি না। আমি এবার ওদের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব।

ওলগা কাতর অনুনয়ের সুরে বলল, না, তা করো না। আমাকে কথা দিয়েছ তুমি। তা তুমি করবে না।

কাউণ্ট এবার স্ত্রীর একটা হাত টেনে নিয়ে তার চোখপানে তাকালেন। ওলগা কেন এই লোকদুটোকে রক্ষা করতে চাইছে তার কারণটা যেন তার চোখের তারা থেকে জেনে নিতে চাইছেন। পরে বললেন, ঠিক আছে তাই হবে।

ওলগা বলল, তোমার মত আমিও ওদের ঘৃণা করি। কিন্তু জান ত, রক্ত জলের থেকে অনেক গাঢ়।

কাউণ্ট বললেন, আজ মঁসিয়ে টারজন নামে এক অপরিচিত ভদ্রলোক যদি না থাকতেন তাহলে তাস খেলার সময় ওরা আমার মান সম্মান সব পাঁচজনের সামনে ধুলোয় লুটিয়ে দিত। ওরা আমার পকেটে তাসগুলো লুকিয়ে রেখে আমাকে চোর বলে অপমানিত করে। চাক্ষুষ প্রমাণের কাছে আমার কোন কথা টিকত না। কিন্তু মঁসিয়ে টারজন নিকোলাসকে ঘাড়ে ধরে আমাদের কাছে নিয়ে এসে সব কথা বুঝিয়ে বলে।

ওলগা বলল, মঁসিয়ে টারজন? হ্যাঁ, জাহাজের এক কর্মচারি একদিন ভদ্রলোককে চিনিয়ে দেয়।

ওলগা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পাল্টে দিল। কারণ কি কারণে সে টারজনের পরিচয় জানতে চায় তা সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরদিন বিকেলের আগে আর রোকোফদের সঙ্গে একবারও দেখা হয়নি টারজনের। পরদিন বিকেলে টারজন যখন ডেকের উপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখল এক জায়গায় রোকোফ আর পলভিচ একজন অবগুণ্ঠিতা মহিলার সঙ্গে উত্তেজিতভাবে তর্ক বিতর্ক করছে। টারজন দেখল মহিলাটি দামী পোশাক পরে আছে এবং তার মুখে ঘোমটা আছে। মহিলাটির দুদিকে ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। টারজন ওদের কথার ভাষা বুঝতে না পারলেও একটা জিনিস বুঝতে পারল যে মহিলাটি ভয় পেয়ে গেছে।

রোকোফের হাবেভাবে টারজন বুঝল সে মহিলাটিকে দৈহিক পীড়নের ভয় দেখাচ্ছে। সে তাই যেতে যেতে থেমে গেল। রোকোফ টারজনকে তখনো দেখতে পায়নি। সে মহিলাটির একটা হাত ধরতে না ধরতেই টারজন তার লোহার মত শক্ত একটা হাত দিয়ে রোকোফের ঘাড়ে ধরে তাকে সজোরে ঠেলে দিল। রোকোফ এবার টারজনের মুখপানে তাকিয়ে বলল, কি চাও তুমি? তুমি কি এতই নির্বোধ যে নিকোলাস রোকোফকে আবার অপমান করছ?

টারজন বলল, এটা হচ্ছে তোমার গতকালকার চিঠির জবাব মঁসিয়ে।

এই কথা বলে টারজন রোকোফকে এমনভাবে আবার ঠেলে দিল যে সে ডেকের উপর পড়ে গেল।

রোকোফ উঠে দাঁড়িয়ে রেগে বলল, শুয়োর কোথাকার। এর জন্য তোমায় মরতে হবে।

এই বলে সে পকেট থেকে রিভলবার বার করে টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি করার জন্য উদ্যত হলো। মহিলাটি মিনতি করে বলল, ও কাজ করো না রোকোফ।

কিন্তু টারজন নির্ভয়ে এগিয়ে গেল রোকোফের দিকে। যেতে যেতে বলল, বোকার মত কাজ করো না।

রোকোফ গুলি করল। কিন্তু রিভলবারে গুলি ছিল না তখন। টারজন

তখন তার হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে রেলিং পার করে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

এবার দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। রোকোফ বলল, দু দুবার তুমি নিকোলাস রোকোফকে অপমান করলে, তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে। প্রথমবারের কাজটা আমি উপেক্ষা করেছিলাম, কারণ ভেবেছিলাম তুমি আমাকে চিনতে না। কিন্তু এবারের ঘটনাটা ত আর উপেক্ষা করা যায় না। এবার তুমি রোকোফ কে তা বুঝতে পারবে।

টারজন বলল, তুমি যে একটা কাপুরুষ তা আমি বুঝেছি।

রোকোফ মেয়েটিকে আঘাত করছে কিনা জানবার জন্য পিছন ফিরতেই সে দেখল মেয়েটি চলে গেছে সেখান থেকে। টারজন তখন সেখানে আর না দাঁড়িয়ে ডেকের উপর বেড়াবার জন্য অন্যত্র চলে গেল। মেয়েটির মুখের উপর ঘোমটা থাকার জন্য সে চিনতে পারেনি তাকে। শুধু তার আঙ্গুলে দামী কারুকার্য করা একটা আংটি দেখেছে। সে বুঝতে পারল রোকোফ মেয়েটিকে নিয়ে কি ষড়যন্ত্র করছে।

ডেকের উপর একটা চেয়ারে বসে মানুষ বনের পশুদের থেকে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার কথা ভাবতে লাগল টারজন। তার জীবনে যে সব নরহত্যা দেখেছে একে একে সব মনে পড়ল তার। তার মনে হলো সব মানুষগুলোই যেন পশুরও অধম। হানাহানি, মারামারি লেগেই আছে তাদের মধ্যে।

বসে বসে টারজন যখন এই সব কথা ভাবছিল তখন হঠাৎ সে লক্ষ্য করল পিছন থেকে একজন মহিলা তাকে দেখছে। টারজন মুখটা ঘোরাতেই তার চোখে চোখ পড়ল তার। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী। মেয়েটিকে দেখে চিনতে পারল না টারজন। তবে সে হাত দিয়ে ঘাড়ের উপর পড়া চুলটা সরিয়ে দিতেই তার হাতের আঙ্গুলে কারুকার্যখচিত সেই দামী আংটিটা দেখতে পেল যে আংটিটা কিছুক্ষণ আগে সেই অবগুণ্ঠিত মহিলাটির হাতে দেখেছিল। টারজন এবার বুঝতে পারল এই মেয়েটিকেই পীড়ন করছিল রোকোফ; কিন্তু এই ধরনের একজন সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে রোকোফের মত এক দাড়িওয়ালা কুশ্রী ব্যক্তির কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা বুঝে উঠতে পারল না।

সেদিন রাতে খাওয়া শেষ হতেই ডেকের উপর বেড়াতে বেড়াতে জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল টারজন। পরে অফিসার চলে গেলে সে একাই বেড়াতে লাগল। হঠাৎ সে রোকোফ আর পলভিচের গলার আওয়াজ পেল। ওরা তাকে দেখতে পায়নি। রোকোফ পলভিচকে অনুচ্চ স্বরে বলছে যদি সে চীৎকার করে তাহলে তার গলাটা টিপে ধরে থাকবে চুপ না করা পর্যন্ত।

কথাটা টারজনের কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক দুঃসাহসিক অভিযানের আকাঙ্খা প্রবল হয়ে উঠল তার মধ্যে। সে আড়াল থেকে রোকোফের গতিবিধি

লক্ষ্য করতে লাগল। ওরা একবার ধূমপান ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখল ওরা যার খোঁজ করছে সে ঘরের মধ্যেই আছে। এবার ওরা ফার্স্টক্লাস কেবিনের দিকে চলে গেল। ওরা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই টারজন একটা গলির মধ্যে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজায় ঘা দিতেই ভিতর থেকে এক নারীকণ্ঠ বলল, কে ?

রোকোফ বলল, আমি ওলগা,—নিকোলাস। ভিতরে আসতে পারি ?

নারীকণ্ঠ তখন আবার বলল, কেন আমাকে এভাবে পীড়ন করছ নিকোলাস ?

রোকোফ বলল, কয়েকটা কথা আছে। আমি তোমার কোন ক্ষতি করেছি কি ? বাইরে থেকে চীৎকার করে সে কথা বলা যায় না।

এবার দরজাটা ভিতর থেকে খোলার শব্দ হলো। রোকোফ ঘরে না ঢুকেই মহিলাটিকে চুপি চুপি কি বলতেই মহিলাটি বলল, না, তুমি যতই ভয় দেখাও তোমার দাবি আমি মেনে নিতে পারব না।

রোকোফ বলল, ঠিক আছে আমি ঢুকব না। তবে তোমাকে খুব শীগগিরই হার মানতেই হবে। কারণ তা না হলে তোমার বা তোমার স্বামীর মান সম্মান কিছুই বাঁচবে না।

এরপর মহিলাটি কিছু বলার আগেই রোকোফ পলভিচকে কি ইশারা করতে পলভিচ ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে তালা দিয়ে দিল। রোকোফ দরজার উপর কান পেতে রইল ভিতরের কথাবার্তা শোনার জন্য।

শোনা গেল মহিলাটি প্রথমে পলভিচকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। বলল, আমার স্বামীকে ডাকব আমি।

পলভিচ বলল, তোমার স্বামীকে খবর দেওয়া হয়েছে তুমি এক পরপুরুষকে ঘরে ডেকে এনে তার সঙ্গে ফূর্তি করছ। শুধু তাই নয়, পরদিন খবরের কাগজে এই খবরটা বার হবে। সবাই জানবে তুমি তোমার ভাই-এর চাকরকে ঘরে ডেকে এনে তাকে নিয়ে ফূর্তি করেছ।

নারীকণ্ঠ বলল, কাপুরুষ কোথাকার। তুমি বেরিয়ে যাও এখনি এবং আর কখনো আসবে না।

একমুহূর্তে সব চুপ হয়ে গেল একেবারে। তারপর নারীকণ্ঠের এক আর্ত চীৎকার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার চুপ হয়ে গেল সে কণ্ঠ।

নারীকণ্ঠ চুপ হবার সঙ্গে সঙ্গে টারজন তার গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এল। রোকোফ চমকে উঠে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু টারজন তার জামার কলারটা ধরে ফেলল। তারপর টারজন তার দানবিক শক্তির চাপ দিয়ে কেবিনের তালাবন্ধ দরজাটা ভেঙ্গে ফেলে রোকোফকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

এবার মহিলাটি মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানাল টারজনকে। বলল, আশা করি শুধু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বিচার করবেন না।

টারজন বলল, কোন সিংহকে হরিণ ধরলে সেই সিংহ দিয়ে হরিণটাকে বিচার করা চলে না। আমি এর আগেই ধূমপান ঘরে ওদের দেখেছি। এই ধরনের লোক ভাল কিছু সহ্য করতে পারে না।

মহিলাটি বলল, তাস খেলার সময় যে ঘটনা ঘটেছে তার কথা আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে সব শুনেছি। মঁসিয়ে টারজনের বীরত্ব ও শক্তির কথা আমার স্বামী সব বলেছেন। তিনি আপনার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী।

টারজন বলল, আপনার স্বামী ?

হ্যাঁ, আমার স্বামী হলেন কাউন্টি দ্য কুদ।

কাউন্টপত্নীর কিছু উপকার করতে পারার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি ম্যাডাম।

মহিলাটি বলল, হায় মঁসিয়ে, আপনি আমাকে ইতিমধ্যেই অনেক ঋণে আবদ্ধ করেছেন। আর ঋণ বাড়াবেন না।

এই বলে সে টারজনের পানে তাকিয়ে এমন এক মিষ্টি হাসি হাসল যার খাতিরে মানুষ অনেক বড় কাজ করতে পারে।

তারপর থেকে সেই মহিলার সঙ্গে আর দেখা হয়নি টারজনের। গন্তব্যস্থল এসে গেলে জাহাজ থেকে নামবার সময় মহিলা শুধু একবার টারজনের পানে তাকাল। সে দৃষ্টির কথা অনেক দিন মনে ছিল টারজনের। তার মনে হলো সমুদ্রপথে যে বন্ধুত্ব শুরু হলো সে বন্ধুত্ব যাত্রা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। মনে হলো কাউন্টপত্নী ওলগার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না তার।

তৃতীয় অধ্যায়

প্যারিসে পৌছেই দার্ণতের কাছে চলে গেল টারজন। টারজন স্বেচ্ছায় তার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি আর পদমর্যাদা ত্যাগ করার জন্য দার্ণৎ তাকে তিরস্কার করল।

দার্ণৎ বলল, তুমি নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছ বন্ধু। তুমি শুধু ধনসম্পত্তি ও পদমর্যাদা ত্যাগ করলে না, তোমার দেহের শিরায় শিরায় যে ইংলণ্ডের এক

সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সেটা জগতের সামনে প্রমাণ করার সুযোগটাও হারালে। কিন্তু একথা তারা বিশেষ করে জেন পোর্টার বিশ্বাস করল কি করে যে তুমি এক মেয়ে-বাঁদরের সন্তান ? তুমি যখন আফ্রিকার জঙ্গলে মরা সিংহের কাঁচা মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খাও তখনও আমি একথা বিশ্বাস করতে পারিনি যে কালা নামে একটা মেয়ে-বাঁদর তোমার মা। তোমার বাবার ডায়েরীতে পাওয়া তথ্য, তোমার শিশুবয়সের আঙুলের ছাপ প্রভৃতির প্রমাণ সত্ত্বেও তুমি যে সবকিছু ছেড়ে দিলে তা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হচ্ছে। এতে সারাজীবন তোমাকে নিঃস্ব হয়ে থাকতে হবে।

টারজন বলল, টারজন নামই আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে। তুমি যদি আমাকে একটা চাকরি দেখে দাও তাহলে আমাকে অন্ততঃ নিঃস্ব থাকতে হবে না।

দার্ণং বলল, আমি তা বলছি না। আমি আমার যথাসবস্বের অর্ধেক যদি তোমাকে দান করি তাহলেও তোমার ঋণের দশভাগের একভাগ শোধ হবেনা। তুমি আমাকে মবঙ্গাদের গাঁ থেকে যেভাবে উদ্ধার করেছ এবং যেভাবে আমার দেহের দুরারোগ্য ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলেছ তা আমি কখনো ভুলতে পারব না। টাকা দিয়ে তোমার ঋণ শোধের স্পর্ধা আমার নেই। তবে তোমার টাকার দরকার বলে সে দরকার মেটাতে চাই।

টারজন বলল, ঠিক আছে, আমার টাকার অভাব হবে না জানি এবং তা নিয়ে আমি আর আপত্তি করব না। কিন্তু আমি একটা কিছু করতে চাই। তাই একটা কাজ চাই। আর আমার উত্তরাধিকারের কথা যদি বলতে চাও তাহলে বলি আমার থেকে ক্লেটন এবিষয়ে বেশী যোগ্য। সে ভদ্র, শিক্ষিত, আমার মধ্যে পশুসুলভ ভাব ও বৃত্তি সুপ্ত হয়ে আছে এবং সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কিছুই জানি না। তাছাড়া আজ যদি ক্লেটনের কাছ থেকে সব সম্পত্তি ও পদমর্যাদা কেড়ে নিই তাহলে যে মেয়েটিকে আমি ভালবাসি এবং যে ক্লেটনকে বিয়ে করতে চলেছে তার অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছ ? আমার কাছে বংশ-গৌরব বা পদমর্যাদার কোন দাম নেই। কারণ মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন ত তফাৎ দেখি না আমি। আমার মা বেঁচে থাকলে আমি যেমন তাকে ভালবাসতাম তেমনি আমাকে কালা নামে যে মেয়ে-বাঁদরটি মানুষ করেছিল তাকেও ভালবাসতাম।

দার্ণং বলল, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন তুমি তোমার বংশমর্যাদা ফিরে পেয়ে আনন্দ লাভ করবে। অধ্যাপক পোর্টার ও মিস্টার ফিলাণ্ডার—একমাত্র তাঁরা দুজনেই সর্বসমক্ষে বলতে পারেন সেই কেবিনটার মধ্যে যে শিশুর কঙ্কালটা পাওয়া যায় তা কোন মানবশিশুর নয়, সেটা এক শিশু বাঁদর-গোরিলার কঙ্কাল। তাঁরা বৃদ্ধ, বেশীদিন বাঁচবেন না। আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত হলে মিস পোর্টারের মনের পরিবর্তন হবে।

টারজন বলল, তুমি মিস পোর্টারকে জান না। ক্লেটনের কিছু একটা না হলে ওর মনের পরিবর্তন কিছুতেই ঘটবে না। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে এক পরিবারে ওর জন্ম। জীবনে নিষ্ঠা আর বিশ্বস্ততাকে ওরা বড় করে দেখে।

সেই থেকে দু'সপ্তা ধরে দার্ণতের কাছে প্যারিসেই রয়ে গেল টারজন। দিনের বেলাটা সে বিভিন্ন লাইব্রেরী আর ছবির প্রদর্শনী দেখে বেড়াত। সন্ধ্যেটা সে কাটাত মদ খেয়ে আর থিয়েটার দেখে। অতৃপ্ত কামনাজনিত যে একটা গোপন দুঃখ তার বুকের মধ্যে লুকিয়েছিল, মদ আর আমোদপ্রমোদের মাধ্যমে সে দুঃখটা ভুলে থাকার চেষ্টা করত টারজন।

একদিন সন্ধ্যের পর থিয়েটার দেখার পর টারজনের হঠাৎ নজর পড়ল কোন একজন অচেনা লোকের একজোড়া সন্ধানী দৃষ্টি তাকে লক্ষ্য করছে তার অগোচরে। এবার তার হুঁস হলো, প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যের সময় সে যেখানেই যায় বা যেখানেই থাকে এইভাবে একটা লোক তার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

সে রাতে থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে অন্ধকার রাস্তাটা দিয়ে কিছুটা হেঁটে যেতেই টারজন দেখল একটা লোক ছুটে রাস্তাটা পার হয়ে অন্য দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই রাস্তার ধারের একটা তিনতলা বাড়ির দোতলার একটা ঘর থেকে নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার শুনতে পেল সে। বোঝা গেল দুর্বৃত্তদ্বারা আক্রান্ত কোন নারী পথচারীদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

আর্ত নারীকণ্ঠের চীৎকার কানে যাওয়ামাত্র টারজন ঘরটা লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। ঘরে ঢুকেই সে দেখল একজন নারী তার গলায় একটা হাত দিয়ে একধারে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কয়েকজন পুরুষ ঘোরাফেরা করছে ঘরখানায়। টারজনকে দেখে পুরুষগুলো কেউ সরে গেল না। প্রায় তিরিশ বছর বয়সের সেই নারীটি টারজনকে বলল, আমাকে বাঁচান মঁসিয়ে, ওরা আমাকে খুন করতে এসেছে।

টারজন ঘরের স্বল্প আলোয় দেখল একটা লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং সে হলো রোকোফ। রোকোফ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই একটা লোক একটা বড় দা হাতে টারজনের মাথায় মারার জন্য এগিয়েএল। বাকি লোকগুলো এবার একযোগে আক্রমণ করল টারজনকে। টারজন প্রথমে যে লোকটা তার মাথার উপর দা তুলে ধরেছিল সেই লোকটার মুখের উপর একটা জোর ঘুষি মারতেই সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। টারজন এবার অন্য লোকগুলোকে মারতে লাগল। তার কাছে এটা যেন একটা খেলার ব্যাপার। এদিকে অসমশক্তিসম্পন্ন এক বিরাট দৈত্যের কাছে পড়ে পড়ে মার খেতে লাগল সকলে। লোকগুলো সব ভয় পেয়ে গেল।

মেয়েটাও ভয়ে চীৎকার করে উঠল, হা ভগবান!

তার মনে হলো লোকটা যেন মানুষ নয়, আস্ত একটা হিংস্র জন্তু। লোকটা

শুধু তার লোহার মত শক্ত হাতদুটো দিয়ে তার প্রতিপক্ষদের মারছে না, তার সাদা বড় বড় তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে কামড়াতে যাচ্ছে।

লোকগুলোর মধ্যে অনেকেরই হাড় ভেঙ্গে গেল। তারা সবাই ঘর থেকে কোনরকমে নিজেদের মুক্ত করে পালিয়ে গেল। রোকোফ এতক্ষণ বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। সে ভেবেছিল টারজন ওদের হাতে মারা যাবে। কিন্তু সে যখন দেখল টারজন সকলকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে ঘর থেকে তখন সে পুলিশকে টেলিফোন করল। বলল, একটা দুর্বৃত্ত কোথা থেকে এসে মারপিট করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ অফিসাররা এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল ঘরের একধারে একজন যুবতী একটা নোংরা বিছানার উপর হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে আর তিনজন আহত লোক মেঝের উপর শুয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। ঘরের মাঝখানে দৈত্যাকার এক ভদ্রলোক ধবধবে সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে এখানে?

টারজন যা যা হয়েছিল সব কথা বুঝিয়ে বলল। কিন্তু সব কথা বলার পর মেয়েটির দিকে সমর্থনের আশায় তাকাতেই মেয়েটি বলল, ও মিথ্যা কথা বলছে। আসলে আমি যখন একা এই ঘরে ছিলাম তখন ও অসদুদ্দেশ্যে এসে শালীনতা নষ্ট করার চেষ্টা করে আমার। আমি সাহায্যের জন্য চীৎকার করলে এইসব ভদ্রলোকরা ছুটে আসে। কিন্তু এই লোকটা তাদের প্রত্যেককে আহত করে শুধু তার হাত আর দাঁত দিয়ে। ও মানুষ নয়, একটা পশু।

কথাটা শুনে মনে দারুণ আঘাত পেল টারজন। এবার সে রোকোফের চক্রান্তের কথাটা বুঝতে পারল।

পুলিশরা অবশ্যই মেয়েটি কি প্রকৃতির তা জানত। তার সঙ্গীদেরও চিনত। কিন্তু এক্ষেত্রে কে দোষী তা তারা ঠিক করতে না পেরে সকলকেই গ্রেপ্তার করতে চাইল। বলল, আমরা সকলকেই ধরে নিয়ে যাব।

টারজন বলল, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই মহিলার চীৎকার শুনে পথ থেকে ছুটে আসি আমি। এর আগে কখনো দেখিনি এই মহিলাকে।

পুলিশ অফিসার বলল, আপনার যা বলার আদালতে বলবেন। এখন আমাদের সঙ্গে চলুন। এই বলে টারজনের কাঁধের উপর হাত দিতেই টারজন ঘুষি মেরে ফেলে দিল তাকে। তার সাহায্যে অন্য পুলিশরা ছুটে যেতে তাদেরও এক এক ঘুষিতে ঘায়েল করে দিল টারজন। এরপর একজন অফিসার রিভলবার থেকে গুলি করতে যেতেই টারজন ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিলে ঘরখানা অন্ধকার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

এদিকে টারজন রাস্তার দিকের জানালাটা দিয়ে বেরিয়ে একটা লাফ দিয়ে

টেলিগ্রাফের পোষ্টটা ধরে তার সাহায্যে রাস্তায় নেমে পড়ল। পুলিশরা তার আগেই চলে গেছে।

অন্ধকার পথ দিয়ে হেঁটে আলোকিত একটা কাফের কাছে আসতেই একটা চলমান গাড়ি থেকে কাউন্টপত্নী ওলগা তাকে ডাকল।

টারজন মুখ ফিরিয়ে তাকে প্রতি অভিবাদন জানাতেই গাড়িটা চলে গেল। টারজন ভাবল একই দিনে রোকোফ আর কাউন্টপত্নীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্যারিস তাহলে শহর হিসাবে খুব একটা বড় নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সেদিন রু মলের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে দার্ণংকে বলল টারজন, তোমাদের প্যারিস শহর জঙ্গলের থেকে অনেক বেশী বিপজ্জনক।

দার্ণং বলল, দীর্ঘকালের বন্য জীবনযাত্রার পর মুক্তির আলোকে সভ্য জগতের বিচার করা কঠিন। তাই নয় কি বন্ধু?

টারজন প্রতিবাদের সুরে বলল, সভ্য জগং কাকে বলছ? বনে পশুরা খাদ্য আর জীবনের সঙ্গিনীর ব্যাপারে হত্যা করে। অকারণে কখনো তারা হত্যা করে না। আর এখানে অকারণে নিষ্ঠুরতার খাতিরে মানুষ পরস্পরকে হত্যা করে। তাছাড়া তারা মানুষের উদারতা আর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে তাদের কু-অভিসন্ধি চরিতার্থ করে। আমি রোকোফকে দেখার পরেও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, পরে সব বুঝলাম। কোন নারী যে এই ধরনের ছলনা করে একজন নিরীহ মানুষকে ফাঁদে ফেলতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

দার্ণং বলল, এর দ্বারা বোঝা গেল রু মল অঞ্চলটায় রাত্রিবেলায় যাওয়া মোটেই উচিত নয়।

টারজন হেসে বলল, আমি কিন্তু বুঝেছি, রাত্রিবেলাতেই ওদিকে যাওয়া উচিত। আফ্রিকা থেকে আসার পর ওখানেই আমি সেদিন এক উত্তেজনাময় অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

দার্ণং বলল, কিন্তু তুমি প্যারিসের পুলিশকে জান না। কোন অপরাধী

একবার তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা তাকে ছাড়ে না বা তার কথা ভোলে না।

টারজন বলল, টারজনকে তারা কোনদিন লৌহকারায় আবদ্ধ করতে পারবে না, এটাও তোমাকে বলে দিলাম।

দার্ণং বলল, মানবসমাজের প্রচলিত আইনকে তোমায় শ্রদ্ধা করতে হবেই টারজন, এ জগতের অনেক কিছু তোমাকে এখনো শিখতে হবে। এস, পুলিশ অফিসে গিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা যাক।

তারা দুজনে একসঙ্গে পুলিশ অফিসে গেল। দার্ণং সেই পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করল যার কাছে টারজনকে আগে একবার নিয়ে গিয়েছিল এবং তার আঙ্গুলের ছাপগুলো দেখিয়েছিল। দার্ণং প্রথমে রূ্যা মলে টারজন যা যা করেছিল তা সব বলল। সব কথা শুনে অফিসার সেই সব পুলিশদের ডেকে পাঠাল যারা রূ্যা মলের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। তারপর সে টারজনকে বলল, আপনি গতকাল ঐ সব পুলিশদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ঘোরতর অন্যায় করেছেন। আপনাকে সভ্য জগতের নিয়ম কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। পুলিশদের কাজই হলো মানুষের ধন সম্পত্তি রক্ষা করা। আপনি যে সব পুলিশদের নিগৃহীত করেছেন তাদের আমি ডেকে পাঠিয়েছি। ওরা এসে দার্ণং তাদের সব কথা বুঝিয়ে বলুক। তারপর আমি ওদেরই উপর ছেড়ে দেব। তারা যদি বলে তাহলে আপনাকে উপযুক্ত শাস্তি পেতেই হবে।

এমন সময় চারজন পুলিশের লোক আসতেই তাদের লক্ষ্য করে অফিসার বলল, এই সেই ভদ্রলোক যার সঙ্গে গতকাল রূ্যা মলে তোমাদের সঙ্গে গোলমাল বাধে। উনি নিজে থেকে এসে আমাদের হাতে ধরা দিচ্ছেন। লেফটেন্যান্ট দার্ণং ওর জীবন সম্বন্ধে সব কথা বুঝিয়ে বলছেন। তোমরা মন দিয়ে শোন, তাহলেই গতকালকার ব্যাপারটায় ওর ভূমিকার ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে তোমাদের কাছে।

দার্ণং এবার পুলিশদের বুঝিয়ে বলল, আফ্রিকার জঙ্গলে কি ধরনের জীবন-যাপন করত টারজন। পুলিশরা বুঝল বনের পশুদের মত আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই টারজন তাদের আক্রমণ করে। সে ক্ষেত্রে কোন যুক্তি-বোধ কাজ করেনি তার মনে।

দার্ণং বলল, আমি জানি আপনাদের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে, কারণ এই ভদ্রলোক একা আপনাদের সকলকে আঘাত করেছে। কিন্তু তার জন্য আপনাদের লজ্জার কোন কারণ নেই। জঙ্গলের কোন সিংহ বা গোরিলার কাছে পরাজিত হলে যেমন লজ্জা, অপমান বা অন্যায়ের কিছু নেই তেমনি এক্ষেত্রেও ওসবের কিছু নেই। যে টারজন তার অতিমানবিক শক্তির দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকা মহাদেশে জঙ্গলের ভয়ঙ্কর পশুদের হার মানিয়েছে সেই টারজনের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানায় কোন অপমান নেই।

একথায় পুলিশরা অবাক হয়ে টারজনের দৈত্যাকার চেহারাটার পানে তাকাল। তাদের মন থেকে শত্রুতার সব ভাব দূর হয়ে গেল নিঃশেষে। তারা বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে টারজনের দিকে তাদের হাতগুলো প্রসারিত করে দিতেই টারজন এগিয়ে এসে বলল, আমি যা করেছি তার জন্য দুঃখিত। এখন আমরা বন্ধু।

এইভাবে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

টারজনকে নিয়ে দার্ণং বাসায় ফিরে ক্লেটনের একটা চিঠি পেল। ক্লেটনের সঙ্গে প্রায়ই পত্র বিনিময় হত দার্ণতের। আফ্রিকায় জেনের সন্ধানকার্যের ব্যাপারে তাদের আলাপ পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তারা চিঠি লিখত পরস্পরকে। চিঠিখানা পড়ার পর দার্ণং বলল, লণ্ডনে দুমাসের মধ্যেই ওদের বিয়ে হবে।

টারজন বুঝতে পারল ওরা কারা। সে রাতে ওরা একটা নাটকাভিনয় দেখতে গেল। কিন্তু টারজনের কোন দিকে মন ছিল না। সে শুধু একমনে ভাবছিল জেনের কথা।

নাটক দেখতে দেখতে একসময় টারজন লক্ষ্য করল কাউণ্টপত্নী ওলগা ওকে দেখছে এবং তার দৃষ্টির মধ্যে আহ্বানের একটা আবেদন ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওলগা এসে তার পাশে এসে বসল। ওলগা বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা কত ভাবছিলাম আমি! আপনি আমাদের যা উপকার করেছেন তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সব কথা বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল আমার।

টারজন বলল, এ নিয়ে কিছুমাত্র ভাববেন না আপনি। ওরা কি আবার বিরক্ত করছে আপনাদের ?

ওলগা বলল, ওদের জ্বালাতনের শেষ আছে? যাই হোক, সব কথা আপনাকে খুলে বলা দরকার। তাহলে ওরা আপনার উপর প্রতিশোধ নেবার যে চক্রান্ত করেছে তার প্রতিকারের একটা পথ খুঁজে পাবেন। কিন্তু এখানে ত সে কথা বলা যায় না। তাই কাল বিকাল পাঁচটার সময় আমি আপনার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করব।

টারজন বিদায় নেবার সময় বলল, আমি আপনার কাছে অবশ্যই যাব। অন্তবর্তী সময়টা আমার কাটতেই চাইবে না।

পরদিন বেলা সাড়ে চারটের সময় একজন দাড়িওয়ালা দুষ্ট প্রকৃতির লোক কাউণ্ট দ্য কুদের প্রাসাদের পিছন দিকে বাড়ির ভৃত্যদের আসা যাওয়ার দরজার সামনে এসে ঘণ্টা বাজাতেই একজন ভৃত্য দরজা খুলে দিল। আগন্তুক লোকটাকে উপরের ঘরে নিয়ে গেল ভৃত্যটা।

তার আধ ঘণ্টা পরেই টারজন গিয়ে হাজির হলো কাউণ্টপত্নীর সামনে। ওলগা বলল, আপনি আসায় আমি বড় খুশি হয়েছি।

কিছুক্ষণ থিয়েটার ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হবার পর ওলগা বলল,

রোকোফের নির্যাতনের ব্যাপারটা দেখে আপনি হয়ত আশ্চর্য হয়েছেন। আসল কথা কি জানেন, আমার স্বামীর হাতে যুদ্ধদপ্তরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য আছে। তাঁর হাতে অনেক বিদেশী রাষ্ট্রের এমন সব গোপন নথিপত্র আছে যেগুলি হস্তগত করার জন্য সেই সব রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ও চরেরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং তার জন্য খুনোখুনি পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করে না। এই ধরনের এক গোপন নথিপত্র আমার স্বামীর হাতে আছে, সেটি হস্তগত করতে পারলে যে-কোন রুশীয় ব্যক্তির প্রচুর ভাগ্যোন্নতি ঘটবে। রুশদেশীয় রোকোফ আর পলভিচ এমনি এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হস্তগত করার জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে। ওরা তাসখেলার সময় আমার স্বামীকে প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত করতে চেয়েছিল, কারণ তাহলে ওঁকে যুদ্ধের দপ্তর থেকে বরখাস্ত করা হত। আপনি ওদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলেন। এরপর আমার নামে কলঙ্ক রটাবার চেষ্টা করে তারা। পলভিচকে তাই আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সকলের কাছে প্রমাণ করতে চাইছিল আমি সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী হয়ে স্বামীর অসাক্ষাতে গোপনে অন্য লোককে নিয়ে ফূর্তি করছি। পরে খবরের কাগজে একথাটা প্রচার করত। কিন্তু আমি তখন পলভিচের একটা গোপন অপরাধের কাজ ফাঁস করে দেবার ভয় দেখাতে সে আমার গলাটা টিপে ধরে হত্যা করতে চায় আমাকে। আপনি তখন হস্তক্ষেপ না করলে সে আমাকে খুন করত।

টারজন বলল, পশু।

ওলগা বলল, পশু নয়, শয়তান। আমার শুধু ভয় হয় ওরা আপনার উপর প্রতিশোধ নেবে। আমার জন্য আপনাকে যদি কষ্ট পেতে হয় তাহলে আমি নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে পারব না।

টারজন বলল, আমি ওদের ভয় করি না। ওদের কাছ থেকে আরো অনেক ভয়ঙ্কর শত্রুকে জব্দ করেছি আমি।

টারজন বলল, কিন্তু আপনি ঐ বদমাস দুটোকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

একটু ইতস্ততঃ করে ওলগা বলল, দুটো কারণে আমি তা পারছি না। প্রথম কারণ হলো এই যে রোকোফ আমার ভাই। ও রাশিয়ার সেনাবিভাগে কাজ করত, কিন্তু সেখান থেকে বিতাড়িত হয় কোন কারণে। পরে অনেক জঘন্য অপরাধে ও অভিযুক্ত হয়। কিন্তু ও কৌশলে জারের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের কয়েকজনকে ধরিয়ে দেওয়ায় ও ওর নিজের অপরাধের শাস্তি হতে অব্যাহতি পায়।

টারজন বলল, ও আপনার ভাই হলেও আপনাদের বিরুদ্ধে যেসব অন্যায় ও অপরাধের কাজ করেছে তার জন্য ওকে ধরিয়ে দেননি কেন?

ওলগা বলল, তার আর একটা কারণ আছে। ও আমার জীবনের এমন একটা ঘটনার কথা জানে যে কথা সে ফাঁস করে দিলে আমার বিপদ ঘটতে পারে। গোপন হলেও আমি আপনাকে সে কথা খুলে বলব। আমি যখন

কনভেন্টে পড়তাম তখন একটি লোককে আমার ভদ্র মনে হয়েছিল এবং তার প্রতি ক্রমে একটা দুর্বলতা গড়ে ওঠে আমার মনে। তখন মানবচরিত্র বা ভালবাসা সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। লোকটার পীড়াপীড়িতে আমি একদিন তার সঙ্গে পালিয়ে যাই। ট্রেনে করে তার সঙ্গে একটা জায়গায় যাচ্ছিলাম আমি। সেইখানেই আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল। কিন্তু গন্তব্যস্থলে আমরা নামতেই কোথা থেকে পুলিশ এসে লোকটাকে গ্রেপ্তার করল। তারা প্রথমে আমাকেও থানায় ধরে নিয়ে যায়। পরে আমার মুখ থেকে সব কথা শুনে আমাকে ছেড়ে দেয়। পুলিশ থেকে আমাকে আবার কনভেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং কনভেন্টের কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা আমার বাবা মাকে জানায়নি। পরে জেনেছিলাম লোকটা মোটেই ভাল নয়, সে ছিল এক পলাতক আসামী; অনেক অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। পরে নিকোলাসের সঙ্গে সেই লোকটার দেখা হতেই তার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারে এবং সে তাই কাউন্টকে সে কথা বলে দেবে বলে আমাকে ভয় দেখায়।

টারজন হেসে উঠল। বলল, আপনি এখনো বুদ্ধিতে বালিকা। আমাকে যেভাবে কথাটা বললেন সেইভাবে আজ রাত্রেই আপনার স্বামীকে কথাটা বলবেন। দেখবেন আপনার ভয়টা কত অমূলক। আপনার সুনাম তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না কিছুমাত্র। তখন আপনারা আপনার এই অমূল্য রত্নস্বরূপ এই ভাইটিকে কারারুদ্ধ করতে পারবেন।

ওলগা বলল, আমার কিন্তু বড় ভয় করে। তাই বলবার সাহস পাই না। আগে যেমন বাবা ও দাদাকে ভয় করতাম এখন তেমনি আমার স্বামীকেও ভয় করে চলি।

টারজন বলল, আমি বুঝতে পারি না সভ্য জগতের নারীরা কেন ভয় করবে পুরুষদের।

ওলগা বলল, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় বেশী দিনের নয়, কিন্তু আমি বলতে পারি পৃথিবীতে কোন নারী আপনাকে ভয় করবে না। তাছাড়া আপনার মত বলিষ্ঠ লোকের কাছ থেকে কোন মেয়ে ভয়ও পাবে না। আপনি আমার কেবিনে যেভাবে নিকোলাস ও পলভিচকে নির্জিত করেছেন তাতে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি।

আবেশভরা চোখ আর হাসিভরা মুখ নিয়ে টারজনকে বিদায় দিল সুন্দরী ওলগা। টারজনের মত এক নিঃসঙ্গ যুবকের পক্ষে ওলগার মত সুন্দরী যুবতীর প্রয়োজন ছিল।

টারজন চলে যেতেই রোকোফ এসে দাঁড়াল ওলগার সামনে। তাকে দেখে ভয়ে আঁতকে ওঠে ওলগা। বলল, কতক্ষণ এসেছ তুমি?

রোকোফ বলল, তোমার প্রেমিক আসার আগে থেকে আছি আমি।

ওলগা বলল, থাম, বোনকে একথা বলতে পারলে তুমি ?

রোকোফ বলল, ও যদি তোমার প্রেমে না পড়ে তাহলে ও নির্বোধ, কারণ তোমার প্রতিটি কথা এবং আচরণে ছিল ওর প্রতি প্রেমের আহ্বান।

ওলগা কানে হাত দিয়ে বলল, আমি আজই রাউলথকে সব কথা বলব।

রোকোফ বলল, তোমাকে বলতে হবে না। আমিই সময় হলে তোমাদেরই একজন চাকরের সাহায্যে তোমার স্বামীকে সব কথা জানাব।

পঞ্চম অধ্যায়

এরপর একমাস ধরে ক্রমাগত কাউন্টপত্নী ওলগাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগল টারজন। যদিও ওলগা তাকে ভালবাসতে চায়নি অথবা তার ভালবাসা চায়নি তথাপি টারজনের মধুর ব্যবহারের জন্য ক্রমশই তার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল সে। তার স্বামী কাউন্টের বয়স তার থেকে প্রায় কুড়ি বছর বেশী। তাই তার থেকে মাত্র দু'বছরের বড় টারজনের মত এক যুবকের বন্ধুত্ব একান্ত কাম্য ছিল তার। এক একদিন দার্ণৎ ও টারজনের সঙ্গে কাউন্টের বাড়িতে যেত।

এদিকে রোকোফ টারজন কখন কোথায় ওলগার সঙ্গে দেখা করে, কোথায় বেড়াতে যায় তা গুপ্তচরের মত লক্ষ্য করতে লাগল সব সময়। টারজন কোনদিন রাত্রিবেলায় ওলগাদের বাড়ি যায় কি না বা বেশী রাত পর্যন্ত সেখানে থাকে কি না তার জন্য অপেক্ষা করছিল রোকোফ। একদিন সন্ধ্যার সময় দুজনে একটা নাটক দেখার পর ওলগাকে সঙ্গে করে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিল টারজন। কিন্তু বাড়িতে না ঢুকে গেট থেকেই চলে গেল সে। রোকোফ এইভাবে হতাশ হলো।

হতাশ হয়ে রোকোফ পলভিচের সঙ্গে একটা চক্রান্ত করল। সে টারজন আর ওলগাকে ফাঁদে ফেলার জন্য একটা সুযোগ খুঁজতে লাগল। একদিন সে খবরের কাগজ পড়ে জেনে নিল কাউন্ট সেদিন রাত পর্যন্ত এক বিদেশী মন্ত্রীর অভ্যর্থনার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবে। সভায় কাউন্ট পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে পলভিচ ছুটে গিয়ে রোকোফকে খবরটা জানাল। তারপর রোকোফের নির্দেশে

দার্ণতের বাড়িতে টারজনকে কাউন্টপত্নীর বাড়িতে আমার জন্য বেনামে একটা টেলিফোন করল।

তারপর পলভিচ রোকোফের কাছে যেতেই রোকোফ তাকে বলল, তুমি একটা চিঠি নিয়ে এখনি কাউন্টের সভায় যাবে। তোমার সেখানে যেতে পনের মিনিট লাগবে আর কাউন্টের সেখান থেকে পৌছতে আধ ঘণ্টা লাগবে। তার মানে এখন থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে কাউন্ট তার বাড়ি ফিরে ওলগার ঘরে টারজনকে দেখতে পাবে। টারজনেরও ওলগার কাছে যেতে তিরিশ মিনিট লাগবে। তবে কথা হচ্ছে, সে যখন দেখবে ওলগা তাকে ডাকেনি তখন সে কি পনের মিনিট সেখানে থাকবে। কিন্তু ওলগা নিশ্চয় তাকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়বেন না। আমাদের পরিকল্পনাটা সত্যিই চমৎকার।

পলভিচ কাউন্টকে লেখা একটা বেনামী চিঠি নিয়ে সভায় গিয়ে একজন ভৃত্যের মাধ্যমে কাউন্টের হাতে সেটা পৌছে দিল। কাউন্ট খামটা খুলে চিঠি পড়ে দেখলেন। তাতে লেখা ছিল, 'মঁসিয়ে কাউন্ট, এ চিঠি আপনাকে এমনই একজন লিখছে যে আপনার সম্মান ও সুনাম রক্ষা করতে চায়। আপনার বাড়ির শুচিতা এখন বিপন্ন বলেই আপনাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে চাই। কোন একটি লোক মাসাবধি কাল আপনার অনুপস্থিতিকালে আপনার বাড়ি নিয়মিত যায়। এখন সে আপনার বাড়িতেই আপনার স্ত্রীর কাছে আছে। আপনি এই মুহূর্তে আপনার স্ত্রীর ঘরে গেলে তাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখতে পাবেন। ইতি—জনৈক বন্ধু।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পলভিচ ফিরে এসে রোকফেকে জানাল সে চিঠিটা কাউন্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাউন্ট হয়ত এতক্ষণে তার বাড়িতে চলে গেছে।

এদিকে টারজন ওলগাদের বাড়িতে পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে ওলগাকে না জানিয়েই জ্যাক নামে এক ভৃত্য তাকে ওলগার ঘরে নিয়ে গেল। পর্দাটা সরিয়ে টারজন ঘরে ঢুকতেই রাত্রিতে এ সময়ে তাকে দেখে চমকে উঠল ওলগা। টারজন বলল, তুমি আমাকে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ডেকে পাঠিয়েছ? ফ্রাসোঁয়া নামে তোমাদের বাড়ির এক চাকর আমাকে টেলিফোন করেছিল কিছুক্ষণ আগে।

আশ্চর্য হয়ে ওলগা বলল, এ সময় তোমাকে ডেকে পাঠাব আমি? ফ্রাসোঁয়া নামে কোন চাকর আমাদের বাড়িতে নেই।

টারজন বলল, বুঝেছি, এ তোমার ভাইএর চক্রান্ত।

ওলগা চিন্তিত হয়ে টারজনের ঘাড়ে একটি হাত রেখে বলল, কি হবে টারজন, এ খবরটা কালকের সংবাদপত্রে ও প্রকাশ করে দেবে। আমার স্বামী তা পড়বে।

ওলগার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল টারজন। ওলগা তার কাছে আরো ঘন হয়ে এল। যে টারজন তাকে আগে অনেক বিপদ হতে উদ্ধার করেছে সেই টারজন এবারও যেন এ বিপদ হতে উদ্ধার করবে—এই ধরনের একটা বিপন্ন বিশ্বাস ফুটে উঠেছিল তার চোখে। টারজন তার ঘাড়ের উপর একটা হাত রাখল। ওলগার মনটাও দুর্বল হয়ে পড়ল হঠাৎ। সেও দুহাত দিয়ে টারজনের গলাটা জড়িয়ে ধরল। এবার টারজন ওলগাকে এক নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ওলগার ঠোঁটে চুম্বন করতে লাগল বারবার।

এদিকে তারা আবেগের বশে বুঝতে পারেনি কাউণ্ট পা টিপে টিপে কখন ওলগার ঘরের দরজার কাছে এসে হাজির হয়েছে। ওলগাই প্রথম কাউণ্টকে দেখতে পায়। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে টারজনকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নেয় নিজেকে। টারজনও বুঝল হঠাৎ কে তার মাথায় ক্রমাগত লাঠি দিয়ে আঘাত করে চলেছে।

এইভাবে বারবার লাঠির ঘা খেয়ে এক পাশবিক প্রতিশোধবাসনা জেগে উঠল টারজনের মধ্যে। সে এবার সমস্ত ভদ্রতাজ্ঞান ঝেড়ে ফেলে পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কাউণ্টের উপর। নির্মমভাবে আঘাত করতে লাগল তাঁকে। ওলগা একসময় তার সামনে নতজানু হয়ে অনুনয় বিনয় করল না মারার জন্য। কিন্তু শুনল না টারজন। অবশেষে কাউণ্টের অচৈতন্য দেহটা মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লে সেই দেহটার উপর একটা পা দিয়ে বাঁদরগোরিলাদের মত বিজয়োল্লাসসূচক চীৎকার করে উঠল। সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠল সে চীৎকারে। বাড়ির সমস্ত ঝি চাকরেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল।

এবার হুস হলো টারজনের। পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল সে। ওলগা কাতর কণ্ঠে বলল, এখন আমি কি করব বলতে পার? তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছ।

টারজন এবার কাউণ্টের দেহটা একটা কোচের উপর তুলে নিয়ে তার বুকে কান পেতে দেখল তখনো জীবন আছে তাঁর মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ওলগাকে একটু ব্রাণ্ডি আনতে বলল। ব্রাণ্ডি আনা হলে ওরা দুজনে কাউণ্টের মুখটা ফাঁক করে তার কিছুটা ঢেলে দিল।

ওলগা বলল, কেন তুমি একাজ করলে?

টারজন বলল, জানি না। তবে লাঠির আঘাত খেয়ে আমার মাথার ঠিক ছিল না। যাই হোক, আমাকে ভুল বুঝো না।

ওলগা বলল, তোমাকে ভুল বুঝিনি। দোষটা আমারই। যাই হোক, তুমি এখন চলে যাও। উনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে তোমাকে যেন না দেখতে পান।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাউণ্টের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সোজা পুলিশ অফিসে গিয়ে তার সেই পরিচিত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করল। বলল,

নিকোলাস রোকোফ আর পলভিচকে চেনেন আপনারা ?

অফিসার বলল, বিলক্ষণ চিনি, তাদের নামে অনেক অভিযোগ আছে। গ্রেপ্তারের সুযোগ পাচ্ছি না শুধু।

টারজন বলল, তাদের বাসার ঠিকানা জানেন ?

অফিসার বলল, হ্যাঁ জানি।

এই বলে একটা কাগজে রোকোফের ঠিকানাটা লিখে দিল অফিসার। কাগজটা পকেটে ভরে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা রোকোফদের বাসায় চলে গেল টারজন।

রোকোফ আর পলভিচ তখন ঘরেই ছিল। তারা তখন খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের প্রতীক্ষায় ছিল। তারা এলে ওলগার ব্যভিচারের ঘটনাটা জানাবে তাদের।

কিন্তু টারজন হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই ভয়ে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল রোকোফের। বলল, কি ব্যাপার ? তুমি এখানে !

টারজন বলল, বস। আমি কেন এসেছি তা তোমরা জান। তোমাকে হত্যা করাই আমার উচিত। কিন্তু তুমি ওলগার ভাই বলে তা করব না। তবে যদি বাঁচতে চাও তাহলে তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ আজকের চক্রান্ত সম্বন্ধে তোমার এক পূর্ণ স্বীকারোক্তি লিখে দিতে হবে তোমায়। দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনার কথা কোন সংবাদপত্রে যেন প্রচার করা না হয়। তা যদি না করো তাহলে আমি এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে তোমাদের দুজনকেই হত্যা করে যাব। তোমার সামনে কাগজ কলম আছে। নাও লিখে ফেল। তোমার সঙ্গে জড়িত কোন নাম বাদ দেবে না।

পলভিচ চেয়ার থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে টারজন তাকে সজোরে ঠেলে ঘরের এককোণে ফেলে দিল।

রোকোফ কাগজ কলম নিয়ে তার স্বীকারোক্তি লিখতে শুরু করলে একটা খবরের কাগজের প্রতিনিধি এসে ঘরে ঢুকল। টারজন তাকে বলে দিল, কোন সংবাদ নেই। আপনি যেতে পারেন।

লিখতে লিখতে মুখ তুলে রোকোফ বলল, হ্যাঁ, দেবার মত কোন সংবাদ নেই, যেতে পারেন।

রোকোফের স্বীকারোক্তিটা কোটের পকেটে ভরে নিয়ে টারজন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে অবশ্যই ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতাম। কারণ একদিন না একদিন কোন না কোন কারণে আমার হাতে তোমাকে মরতেই হবে যার জন্য তোমার বোনকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

টারজন যখন দার্ণতের বাড়িতে পৌঁছল তখন রাত অনেক হয়েছে। দার্ণং ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রিতে আর জাগাল না দার্ণংকে। পরদিন সকালেই দার্ণংকে গত রাতের ঘটনার কথা সব খুলে বলল। বলল, কাউণ্টরা আমার বন্ধু। কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্বের কি প্রতিদান দিলাম আমি। তাঁকে প্রায় হত্যা করে ফেলেছিলাম। তাঁর সম্মানের উপর কলঙ্ক লেপন করেছি আমি।

আমি তাকে ভালবাসি না, সেও আমাকে ভালবাসে না। শুধু ক্ষণিকের জন্য আমরা দুজনেই এক উন্মত্ত আবেগের শিকার হয়ে উঠেছিলাম। এটাকে ভালবাসা বলে না। আসলে নারী সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আসলে ওলগার সৌন্দর্য, প্রলোভনমূলক নির্জন পরিবেশ, এক অসহায় নারীর আবেদন—সব মিলিয়ে আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়। আমি যদি আরও সভ্য হতাম তাহলে হয়ত পরিবেশের এই প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারতাম। কিন্তু আমার সভ্যতা ত বেশী দিনের নয় আর তেমন গভীরও নয়। প্যারিসের মত শহর আমার উপযুক্ত নয়। এখানে থাকলে আরও অনেক গর্তে বা ফাঁদে আমার পা পড়বে। এখানকার সমাজের বিধিনিষেধ আমার পক্ষে বিরক্তিকর। সব সময় মনে হয় আমি যেন কারাগারে বাস করছি। আমি এটা সহ্য করতে পারছি না। তাই ভাবছি আমি আমার জঙ্গলের আবাসেই ফিরে যাব। ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা।

দার্ণং বলল, তুমি যেভাবে বিপদটাকে কাটিয়ে উঠেছ তা অনেক সভ্য লোক পারত না। আর প্যারিস ত্যাগ করার কথা এখন ভেবো না, কারণ কাউণ্ট হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই এবিষয়ে কিছু বলবেন।

দার্ণতের কথাই ঠিক। কিছুদিনের মধ্যেই কাউণ্ট ফ্লবেয়ার নামে একজন লোককে টারজনের কাছে পাঠিয়ে ডুয়েল লড়ার জন্য আহ্বান জানালেন। ঠিক হলো দার্ণং টারজনের সহকারী হিসাবে সেইদিনই বিকালে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসবে।

ফ্লবেয়ার চলে গেলে টারজন বলল, আমার অনেক পাপের সঙ্গে আবার একটা পাপ বেড়ে যাবে। হয় তাঁকে মারতে হবে অথবা নিজেকে মরতে হবে।

দার্ণং বলল, ডুয়েলে কি অস্ত্র নেবে তুমি?

টারজন হেসে বলল, আমার ত বিষাক্ত তীর আর বর্শা হলে ভাল হত।

কিন্তু তা ত আর সম্ভব নয়। পিস্তলের ব্যবস্থা করো। কাউন্ট ত পিস্তল আর তরবারিতে বিশেষ পারদর্শী।

দার্ণৎ বলল, তোমাকে মেরে ফেলবে ও। তার থেকে তরবারির ব্যবস্থা করি। তাতে আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যাবে।

টারজন বলল, আমি মরতেই চাই। একদিন ত মরতেই হবে। আমি বলছি পিস্তল ব্যবহার করব আমি।

বেলা চারটের পর দার্ণৎ গিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে এল। ঠিক হলো আগামীকাল সকালে এতাম্পের কাছে একটা নির্জন জায়গায় ডুয়েলটা অনুষ্ঠিত হবে।

সে রাতে দার্ণৎ ভাল করে ঘুমোতে পারল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস কাউন্টের গুলিতে টারজন অবশ্যই মারা যাবে। কিন্তু টারজন শিশুর মত নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোতে লাগল।

পরদিন সকালে দার্ণতের গাড়িতে রওনা হলো ওরা। দার্ণৎ বলল, নিজের জীবন সম্বন্ধে তোমার এই ঔদাসিন্যটা সত্যিই বিরক্তিকর। দেখে মনে হচ্ছে তুমি কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যাচ্ছ।

টারজন বলল, আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি পল।

পথে যেতে যেতে যত সব অতীত জীবনের কথা মনে পড়ল টারজনের। আফ্রিকার সেই বিশাল জঙ্গল, উপকূলবর্তী সেই কেবিন, জেনের সঙ্গে একরাত্রির অরণ্যবাস—সব মনে পড়ল একে একে। অবশেষে গাড়িটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌছতেই নেমে পড়ল ওরা। টারজন একটা সিগারেট ধরিয়ে খেতে লাগল।

ওরা দুজনে প্রথমে দুজনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াবে। তারপর ফ্লবেয়ার নির্দেশ দিলে দুজনেই উল্টোদিকে হাঁটতে থাকবে। দশহাত হাঁটার পর দার্ণৎ সঙ্কেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনবার করে গুলি করবে। তাতে যে মরে মরবে। দুজনের কোমরে রিভলবার দুটো ঝুলছিল।

কাউন্ট ঘুরেই প্রথমে গুলি করল। টারজন একটু নড়ল। কিন্তু সে রিভলবার হাতে তুলল না। কাউন্ট আশ্চর্য হয়ে আবার গুলি করল। কিন্তু এবার টারজন নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে লাগল। কাউন্ট অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এইভাবে তিনটে গুলি কোনরকমে কাটিয়ে পরে সে ঠাণ্ডা মাথায় কাউন্টকে গুলি করে হত্যা করবে। একথা ভাবতে ভাবতে কাউন্ট আর একবার গুলি করল। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। টারজন এবারও পিস্তল ধরল না।

এবার দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকাল। টারজনের চোখে হতাশা। কাউন্টের চোখে ভয়। সহসা কাউন্টের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। দার্ণৎ ও ফ্লবেয়ার ভয় পেয়ে ওকে আটকাবার জন্য তার দিকে ছুটে যেতে

লাগল। কিন্তু টারজন হাত তুলে আসতে নিষেধ করল। বলল, ভয় পেও না, আমি ওর কোন ক্ষতি করব না।

টারজন কাউন্টের কাছে গিয়ে বলল, ম'সিয়ের রিভলবারটার হয়ত কোন দোষ আছে। অথবা আপনার মনের ঠিক নেই। আপনি আমার পিস্তলটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন।

রীতিবিরুদ্ধ এই ব্যাপার দেখে কাউন্ট আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি টারজনকে বললেন আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?

টারজন বলল, না বন্ধু। আমি মরতেই চাই। একজন নির্দোষ নারীর প্রতি যে অবিচার যে অন্যায় আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

কাউন্ট বললেন, কিন্তু কি অন্যায় আপনি করেছেন? আমার স্ত্রী ত বলল আপনি কোন অন্যায় করেননি।

টারজন বলল, তা বলছি না। কিন্তু তাঁর নামের উপর একটা কলঙ্কের ছায়া পড়তে পারে। একটা সুখের সংসার ভেঙ্গে যেতে পারে। এইজন্যই আমি মরতে চাই।

কাউন্ট বললেন, আপনি বলতে চান সব দোষ আপনার?

টারজন বলল, সব দোষ আমার। আপনার স্ত্রী সত্যিই সতী। তিনি আপনাকে ভালবাসেন। অবশ্য ওখানে ঐ সময়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার বা তাঁর কারোরই কোন দোষ ছিল না। এই কাগজটা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

টারজন পকেট থেকে রোকোফের স্বীকারোক্তিটা বার করে কাউন্টের হাতে দিল।

লেখাটা পড়ে কাউন্ট খুশি হয়ে টারজনকে বললেন, আপনি একজন প্রকৃত বীর এবং ভদ্র। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার গুলিতে আপনার মৃত্যু হয়নি।

কাউন্ট আবেগের সঙ্গে টারজনকে আলিঙ্গন করতে ফ্লবেয়ারও দার্ণথকে আলিঙ্গন করল। ডাক্তার টারজনের দেহ পরীক্ষা করে দেখল তার বাঁ কাঁধের ও বাঁ হাতের চামড়াটা একটু করে কেটে গেছে। দুটো গুলিই তার বাঁ পাশ ঘেঁষে চলে যায়। টারজন বলল, এটা কিছু না।

তবু কয়েকদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো টারজনকে। টারজন বলল, আজ তোমার জন্যই এই আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে আছি। এর থেকে আরও কত বেশী ক্ষত নিয়ে জঙ্গলে ঘাস পাতার উপর শুয়ে কাটিয়েছি।

টারজন চাকরি খুঁজতে থাকায় কাউন্ট তাকে তাঁর সঙ্গে অফিসে গিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন। ভাল হয়ে একদিন কাউন্টের অফিসে গিয়ে দেখা করতেই কাউন্ট বললেন, আপনার জন্য উপযুক্ত কাজই পেয়েছি ম'সিয়ে টারজন। এ কাজে বিশ্বস্ততা, দায়িত্বজ্ঞান, দৈহিক শক্তি এবং সাহস দরকার এবং এই গুণগুলি সবই আপনার আছে। তবে কিছুদিনের জন্য আপনাকে বাইরে যেতে হতে পারে।

কথাটা গিয়ে দার্ণৎকে জানাতেই দার্ণৎ খুশি হতে পারল না। সে টারজনকে ভালবাসত। তাই তাকে কাছছাড়া করতে চাইছিল না। সে বলল, আমাদের কয়েক মাস দেখাই হবে না দুজনের মধ্যে আর তুমি আনন্দ করছ ?

টারজন বলল, আমি সত্যিই শিশুর মত। মনে হচ্ছে যেন একটা খেলনা নিয়ে খেলতে যাচ্ছি।

পরের দিনই প্যারিস ছেড়ে আলজিরিয়ার অন্তর্গত ওরানের পথে রওনা হলো টারজন।

সপ্তম অধ্যায়

ফরাসী উপনিবেশ আলজিরিয়ার অন্তর্গত সিদি বেল আবে নামক এক জায়গায় জনৈক আমেরিকান শিকারীর ছদ্মবেশে টারজনকে পাঠানো হলো। সেখানে লেফ্‌টন্যাণ্ট জার্নয় নামে এক অফিসার ফরাসী সরকারের সৈন্যবিভাগের অধিকর্তারূপে কাজ করছিল। ছদ্মবেশে তার উপর নজর রাখার জন্য টারজনের উপর ভার পড়ল। জার্নয়ের কাজকর্ম কিছুদিন ধরে ভাল লাগছিল না ফরাসী সরকারের। সে কিছু রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজে লিপ্ত আছে এমন সন্দেহও করা হয়। সম্প্রতি এমন কিছু গোপন সামরিক তথ্য তার হস্তগত হয়েছে যা সে অন্য কোন বিদেশী শক্তির কাছে পাচার করে দিতে পারে। তাই তার কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখতে হবে টারজনকে।

আফ্রিকার নাম শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল টারজন। কিন্তু পরে দেখল এটা আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল এবং মধ্য আফ্রিকার বনাঞ্চল থেকে এর ভূপ্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে পৌঁছে প্রথম দিনটা সে এখানে সেখানে ঘুরে কাটাল। পরদিন বেল আব্বেতে গিয়ে সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তার পরিচয়পত্র দাখিল করল। সেখানকার ফরাসী ও আরব দেশীয় লোকদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা বলত টারজন। তবে কোন ইংরেজ দেখতে পেলে তার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলত, পাছে সে যে একজন ইংরেজ এটা ধরা পড়ে যায়।

অল্প দিনের মধ্যেই সেখানকার ফরাসী অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা করে

তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল টারজন। জার্নিয়ের সঙ্গেও দেখা করল। জার্নিয়ের বয়স চল্লিশ। মুখটা সব সময় ভার ভার করে থাকে এবং কারো সঙ্গে মেলামেশা করে না।

একটা মাস উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটল না। মাঝে মাঝে শহরে যেত জার্নিয়। কিন্তু কাউকে সঙ্গে নিত না। সে যে কোন বিদেশী গুপ্তচরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। টারজন ভাবত জার্নিয়ের বিরুদ্ধে যে গুজব শোনা গেছে তা মিথ্যা।

ক্যাপ্টেন জিরার্দ নামে একজন অফিসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল টারজনের। একদিন জিরার্দ টারজনকে বলল, তাদের কিছুদিনের জন্য সাহারার কাছে বু সাদা নামে একটা জায়গায় যেতে হবে। তিনজন অফিসারসহ একদল সৈন্য সেখানে যাবে। শিকারের অছিলায় টারজনও জিরার্দের সঙ্গে যেতে চাওয়ায় কারো কোন সন্দেহ হলো না বা কেউ তাকে বাধা দিল না।

যাবার সময় বুইরা নামে একটা জায়গায় টারজন দেখল ইউরোপীয় পোশাকপরা একটি লোক তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে। টারজন কিন্তু ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না।

বুইরা পর্যন্ত ওরা ট্রেনে গিয়েছিল। সেখান থেকে আর রেলপথ না থাকায় সেখান থেকে ঘোড়ায় চেপে ওরা আউমেলে গিয়ে একটা হোটেলে উঠল বিশ্রামের জন্য।

পরদিন সকাল হতেই ওরা আবার যাত্রা শুরু করল। হোটেলে প্রাতরাশ সেরে টারজনের বার হতে একটু দেরী হলো। কিন্তু হোটেল থেকে বার হবার সময় হঠাৎ টারজন দেখল খাবার ঘরের এক জায়গায় জার্নিয় বুইরাতে দেখা ইউরোপীয় পোশাকপরা সেই অচেনা লোকটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি কথা বলছে। টারজনের চোখে তার চোখ পড়তেই কথা থামিয়ে লোকটাকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। এতে জার্নির সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ জাগল তার মনে। ঐ অচেনা লোকটার সঙ্গে এমন করে লুকিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলার কি আছে এবং তাকে দেখে তারা চলেই বা গেল কেন?

যাই হোক, টারজন আবার যাত্রা শুরু করল। তার সঙ্গীরা তখন অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। সিদি এইসা নামে একটা জায়গায় তাদের সঙ্গে দেখা হলো টারজনের। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। জার্নিয় তখন সেনাদলের সঙ্গে ছিল। কিন্তু সেই অচেনা লোকটাকে আর দেখতে পেল না টারজন।

সেদিন ছিল সিদি এইসার হাটবার। হাটে কেনাবেচার জন্য চারদিকের মরু অঞ্চল থেকে উটে চেপে অনেক ক্রেতা বিক্রেতা এসেছে। এই মরুবাসীদের ভাল করে দেখার জন্য টারজন রয়ে গেল সেই বাজারটায়। তার সঙ্গীরা তখনি বু সাদা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

হোটেল থেকে আবদুল নামে আরবদেশীয় এক বিশ্বস্ত যুবককে পথ-

প্রদর্শক ও দোভাষী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল টারজন। যুবকটি খুবই বিশ্বাসী এবং সরল প্রকৃতির। একসময় আবদুল টারজনকে বলল, ঐ দেখ মালিক, কালো আলখাল্লা আর সাদা পাগড়ীপরা একটা এদেশীয় লোক আমাদের অনেকক্ষণ ধরে পিছু নিয়েছে। লোকটার উদ্দেশ্য খারাপ, কারণ ওর মুখের নিচের দিকটা ঢাকা, শুধু চোখদুটো বার করা আছে।

টারজন বলল, আমি ত আজই এখানে এসেছি, আগে কখনো এদেশে আসিনি। সুতরাং এখানে আমার কোন শত্রু থাকতে পারে না। তবে যদি ডাকাত হয় তাহলে আমরা প্রস্তুত। যত পারে লুটপাট করুক।

হোটেলে আবদুলের মাধ্যমে কাদুর বেন সাদেন নামে আরবদেশীয় এক মুসলমানের সঙ্গে আলাপ হলো টারজনের। লোকটি ভদ্র এবং একজন অশ্ব বিক্রেতা হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াত। টারজন শিকারী জেনে কাদুর তাকে তাদের দেশের অরণ্যে গিয়ে শিকার করার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। সে অরণ্যে অনেক হরিণ, বুনো শুয়োর, সিংহ প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার আছে।

কাদুর চলে গেলে টারজনরা কিছু দূরে একটি হোটেলের সামনে এক নাচের আসর দেখে সেখানে গিয়ে বসল। সেখানে আউলেদ নাইন নামে এক সুন্দরী তরুণী নাচছিল। টারজনকে দেখেই মেয়েটি তার কাছে এসে তার ঘাড়ের উপর একটা সিল্কের রুমাল নাড়তে লাগল। টারজন তাকে একটা মুদ্রা দিল। মেয়েটি নাচতে নাচতে একবার একটু সরে গিয়ে দুজন আরবের সঙ্গে ফিস ফিস করে কি কথা বলল। তারপর আবার টারজনের কাছে এল। এবারও সে তাকে একটা মুদ্রা দিল। কয়েকজন আরবী দর্শক বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে চীৎকার করতে লাগল।

এবার মেয়েটি টারজনের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ভাষায় বলল, তুমি এখনি চলে যাও এখান থেকে। বাইরে দুজন তোমার ক্ষতি করার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাকে ওদের হাতে ধরিয়ে দেব বলে প্রথমে কথা দিয়েছিলাম আমি। পরে দেখলাম তুমি দয়ালু এবং বড় ভদ্র। তাই বলছি, চলে যাও, ওরা দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

টারজন বলল, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

কিন্তু সেখান থেকে চলে গেল না টারজন। আবদুলও তার পাশে বসে রইল। এমন সময় একজন গোমরামুখো আরব এসে তাদের ভাষায় গালাগালি করতে লাগল টারজনকে। আবদুল বলল, লোকটা দারুণ পাজী।

টারজন আবদুলকে বলল, ওকে বলে দাও, আমি ওর কোন ক্ষতি করিনি। ও যেন এখান থেকে চলে যায়।

আবদুল আরবী ভাষায় লোকটাকে তাই বললে সে টারজনকে কুকুর বলে গাল দিল। বলল, তার বাবা কুকুর আর তার মা হায়েনা। একথা শুনে উপস্থিত অন্যান্য আরবরা হাসতে লাগল। তাতে বোঝা গেল লোকটার প্রতি

তাদের সমর্থন আছে।

যে লোকটা গালাগালি করছিল তার মুখে একটা জোর ঘুষি মেরে ফেলে দিল টারজন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছোট বড় আরবরা ছুটে এল শ্বেতাঙ্গ টারজনকে মারার জন্য। সবাই একবাক্যে বলতে লাগল, নাস্তিক কাফেরকে মার। আবতুল বিশ্বস্ততার সঙ্গে টারজনের পাশে রয়ে গেল। তার হাতে একটা খোলা ছুরি ছিল।

টারজন আর আবতুলকে আক্রমণ করার জন্য একসঙ্গে এত লোক এসে তাদের সামনে ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়েছিল যে কোন অস্ত্রচালনা সম্ভব ছিল না অথবা ঘর থেকে তারা বার হতেও পারছিল না। হঠাৎ টারজন একটা আরব যুবককে ধরে তার হাত থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে তাকে ঢাল হিসাবে তুলে ধরে সামনে পথ করে দুজনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর অন্ধকার উঠোনটার একপ্রান্তে গিয়ে তারা দাঁড়াতেই ওরা দেখল দুজন আরব রিভলবার থেকে গুলি করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই টারজন তাদের উপর লাফিয়ে পড়ল। একটা লোকের একটা হাতের কব্জি ভেঙ্গে যেতে সে পড়ে গেল। আর একটা লোকের পেটে ছুরি মেরে আবদুল তার নাড়ীভুঁড়ী বার করে দিল।

সহসা টারজনের পিছন থেকে আউলেদ নামে সেই নাচিয়ে মেয়েটি তাদের ডেকে ঘরের ভিতর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছাদের ঘরের উপর নিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল আরব সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে লাগল। বাড়িটার নিচে তখন অনেক লোক জড়ো হয়ে টারজনদের লক্ষ্য করে গালাগালি করছে। কিন্তু একসঙ্গে অনেক লোক তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে পুরনো সিঁড়ি অত লোকের ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙ্গে গেল। অনেক লোক পড়ে গিয়ে আহত হলো।

আউলেদ বলল, এখানে বেশীক্ষণ আমাদের থাকা চলবে না! এখনি ওরা এসে পড়বে। ওরা ছাড়বে না। আমাকেও পালাতে হবে। কারণ ওরা জেনে গেছে আমি তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি।

টারজন বলল, ভেবো না, তুমি যেখানে যেতে চাও, আমি সেখানে পাঠিয়ে দেব নিরাপদে।

আউলেদ বলল, আসলে আমি বন্দী।

টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, বন্দী!

আউলেদ বলল, হাঁা, এদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের বাড়ি। আমাকে দুর্বৃত্তরা বাড়ি থেকে চুরি করে এনে এই হোটেলওয়ালার কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই এই হোটেলে নাচিয়ের কাজ করতে দেয় আমাকে। আমার বাবার নাম কাদুর বেন সাদেন।

টারজন বলল, তিনি ত এই শহরেই আছেন। কিছুক্ষণ আগেই তাঁর সঙ্গে

আমার পরিচয় হয়।

টারজন এবার ছাদে উঠে গিয়ে পাশের বাড়ির একটা ছাদে চলে গেল। এদিকে উঠোনে বিক্ষুব্ধ জনতার অনেকে একে একে হতাশ হয়ে চলে যেতে লাগল। বাড়ির পাশে রাস্তার দিকে তাকিয়ে টারজন দেখল রাস্তাতেও লোক নেই। এইভাবে বেশকিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর টারজন সেই বাড়ির জানালা ও পাইপ বেয়ে আউলেদকে কাঁধে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল। আবদুলও তার মত নামল।

এরপর টারজন আউলেদ আর আবদুলকে নিয়ে কাদুর যে হোটেলে ছিল সেই হোটেলে তার খোঁজে গেল। গিয়ে দেখল কাদুর বাইরে গেছে। কিছুক্ষণ পরে আসবে। তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাদুর এসে তার হারানো মেয়েকে দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরল। চোখে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। বলল, আল্লা কত দয়ালু।

তার মেয়ের কাছে তার উদ্ধারকর্তা টারজনের সব কথা শুনে কাদুর বলল, কাদুর বেন সাদেনের যথাসর্বস্ব, এমন কি তার জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেবে তোমার কাছে।

হোটেলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে ওরা শেষ রাতের দিকে ঘোড়ায় করে বু সাদার পথে রওনা হলো। ভাবল সন্ধ্যের আগেই ওরা সেখানে গিয়ে পৌছবে। টারজন আর আবদুল ছাড়া শেখ কাদুরের সঙ্গে চারজন সশস্ত্র সহচর ছিল। ওদের কাছে মোট সাতটা বন্দুক ছিল।

পথটা বড় খারাপ। বন্ধুর পাথুরে মাটি। মাঝে মাঝে একটা করে ছোট পাহাড়। কোথাও কোন জনপদ বা লোকালয় নেই। চারদিকে শুধু দিগন্ত-জোড়া শূন্য প্রান্তর আর পাহাড়। শুকনো বাতাসে ঠোঁটদুটো চড়চড় করছিল টারজনের।

যেত যেতে প্রায়ই পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল আবদুল। তার ধারণা শত্রুরা পিছু নিতে পারে তাদের। বিকেলের দিকে দেখা গেল তার ধারণাই ঠিক। দেখা গেল তাদের পিছনে অনেক দূরে একদল অশ্বারোহী আসছে।

টারজন তখন কাদুরকে বলল, আপনারা যান। আমাদের জন্য আপনাদের বিপদাপন্ন হতে হবে না। আমরা শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অপেক্ষা করব।

কাদুর বলল, তা হয় না, আমরাও থাকব। যা হয় হবে।

কাদুর পিছনে ভাল করে লক্ষ্য করে বলল, ওরা এখন আসছে না। সন্ধ্যের জন্য অপেক্ষা করছে।

ঠিকই তাই। গোধূলির ছায়া নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবদুল দেখল সেই অশ্বারোহীরা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

অনেক করে বুঝিয়ে শেখ কাদুর আর আউলেদকে পাঠিয়ে দিল টারজন।

আবদুল তার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়ল না। বু সাদা আর বেশীদূরের পথ নয়। টারজন আবদুলকে নিয়ে পথের ধারে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

আরব অশ্বারোহীরা কাছে আসতেই টারজন চীৎকার করে উঠল, থাম, না হলে গুলি করব।

প্রথমে অশ্বারোহীরা একটু থেমে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে টারজনদের ঘিরে ফেলল। তারপর গুলি করতে লাগল তাদের লক্ষ্য করে। তাদের গুলির আগুন দেখে অন্ধকারে টারজনরাও গুলি চালাতে লাগল। টারজনরা পাথরের আড়াল থেকে গুলি চালাতে থাকায় তাদের গায়ে একটা গুলিও লাগল না। কিন্তু টারজনদের গুলিতে ছয়জন মারা গেল। এমন সময় বু সাদার দিক থেকে একদল আরব অশ্বারোহী এসে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকায় অবশিষ্ট চারজন অশ্বারোহী ভয়ে পালিয়ে গেল। আসলে কাদুর সাদেনই বু সাদা শহর থেকে তাদের দলের লোকদের নিয়ে আসে টারজনদের সাহায্যের জন্য।

টারজনদের গায়ে কোন আঘাত লাগেনি দেখে কাদুর খুশি হলো। তারা একসঙ্গে বু সাদার দিকে রওনা হলো। সেখানে দুদিন থাকার পর কাদুর তার মেয়েকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে একদিন যাত্রা করল। টারজনকে তাদের সঙ্গে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করল। আউলেদও অনেক পীড়াপীড়ি করল তার ত্রাণকর্তা টারজনকে। কিন্তু টারজন বলল, তার কাজ আছে। কাদুরের মত আরবদেরও খুব ভাল লেগে গেল টারজনের। ইউরোপীয় সভ্য জগতের সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রা না মিললেও তাদের প্রাণ আছে। বন্য জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে তাদের জীবনে। তারা দুর্ধর্ষ, অথচ সরল এবং অকপট। মেয়েলী সভ্যতায় সভ্য মানুষদের মত তারা পদে পদে ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় না।

কাদুরদের বিদায় দিয়ে টারজন হোটেল দু পেতিতে সাহারায় চলে এল সোজা। তার দলের লোকেরা তখন এই হোটেলেই ছিল। খাবার ঘরে ঢুকে টারজন দেখল জার্নয় একজন অপরিচিত আরবের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলছে। টারজন দেখল আরবটা তার সাদা আলখাল্লার মধ্যে একটা ভাঙ্গা হাত ঝোলানো অবস্থায় লুকিয়ে রেখেছে। সেখানে না দাঁড়িয়ে হোটেলের অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল টারজন।

অষ্টম অধ্যায়

সেইদিনই দার্ণতের একখানা চিঠি পেল টারজন। চিঠিতে লেখা ছিল, 'প্রিয় জা', তোমাকে আগের চিঠিখানি লেখার পর আমি একটি কাজে একবার

লণ্ডনে গিয়েছিলাম। সেখানে তিনদিন ছিলাম। প্রথম দিনেই হেনরিয়েটা স্ট্রীটে তোমার ফিলাণ্ডার নামে এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তাঁর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে তাঁদের হোটেলে যাই। সেখানে গিয়ে আমি অধ্যাপক পোর্টার, জেন পোর্টার ও এসমারাল্ডাকে দেখতে পাই। পরে ক্লেটনও সেখানে এসে উপস্থিত হয়। ওদের বিয়ে হবেই এবং বিয়ের দিনটা যেকোন দিন ঘোষিত হবে। ক্লেটনের বাবা মারা যাওয়ায় উৎসবে বিশেষ জাঁকজমক হবে না।

আমি যখন ফিলাণ্ডারের সঙ্গে একা ছিলাম তখন ভদ্রলোক আমাকে কতকগুলো গোপন কথা বললেন। তিনি বললেন, মিস পোর্টার এর আগে তিনবার বিয়েটা স্থগিত রাখে। তাঁর মতে মিস পোর্টার আসলে ক্লেটনকে বিয়ে করতে মোটেই উৎসাহী নয়।

তাঁরা অবশ্য সকলেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তবে আমি তোমার কথামত তোমার জন্মের ব্যাপারে কোন কথা বলিনি। শুধু বর্তমানে তুমি কোথায় আছ বা কি করছ সেকথাই বলেছি। মিস পোর্টারকে অবশ্য তোমার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী দেখা গেল এবং তোমার সম্বন্ধে সে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করল। আমি তোমার জঙ্গলে ফিরে যাওয়ার বাসনার কথা বললাম। বলে আনন্দ পেলাম। পরে যখন দেখলাম যে তোমার সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে সে দুঃখ পাচ্ছে তখন আমিও দুঃখ পেলাম। সে বলল, জঙ্গলে শত দুঃখজনক ও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার উপাদান থাকলেও একদিন আমি বেশ কিছু সময় পরম সুখে কাটাই এবং সেখানেই আমি ফিরে যেতে চাই। একথা বলার সময় এক গভীর বিষাদের ছায়া ফুটে উঠল তার মুখে। সে ধরতে না পারলেও আমি তার অন্তরের কথাটি জেনে ফেললাম। সে অন্তর অপরের দ্বারা পরে অধিকৃত হলেও তার মধ্যে তোমার স্মৃতি সযত্নে রক্ষিত হবে চিরদিন। এটাই তার মনের কথা।

তোমার কথা আলোচিত হবার সময় ক্লেটন যেন ঘাবড়ে গেল। তার মুখে চোখে ছিল উদ্বেগের ছাপ। তবু তোমার প্রতি সে তার মমতার পরিচয় দেয় এবং তোমার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে কি তোমার সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যটা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে?

গত পরশু আমি প্যারিসে ফিরে এসেছি। গতকাল কাউণ্ট ও কাউণ্টপত্নীর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁরা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তোমার সম্বন্ধে কাউণ্টের মনে কোন বিদ্বেষভাব নেই। সেদিনের ঘটনায় ওলগা একটা শিক্ষা পেয়েছে যার দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে সে সব সময় একটা সংযম আর ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে পারবে। ওলগা বললেন, নিকোলাসকে তিনি কুড়ি হাজার ফ্রাঁ দিয়েছেন। সে প্যারিস ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেছে। আমাদের নৌবাহিনীর জাহাজ আগামী দুদিনের মধ্যেই যাত্রা শুরু করবে। তুমি এই জাহাজের ঠিকানায় চিঠি দিলেই আমি পেয়ে যাব যথাসময়ে। আমিও সুযোগ

পেলেই তোমাকে আবার চিঠি দিচ্ছি। ইতি তোমার বন্ধু
পল দার্ণৎ।

চিঠিটা শেষ করে টারজন আপন মনে বলে উঠল, ওলগা কুড়ি হাজার ফ্রাঁ জলে ফেলে দিয়েছে। জেনের কথাটা পড়ার পর এক সকরুণ আনন্দের অনুভূতি জাগল তার মনে।

এরপর তিনটি সপ্তা ধরে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটল না। জার্নয় তাকে আগের থেকে বেশী করে এড়িয়ে চলত। সেই রহস্যময় অচেনা আরবটাকে দুদিন দেখতে পায়। বু সাদার জঙ্গল এলাকায় শিকার করে বেড়াতে লাগল টারজন। সে যে আসলে একজন শিকারী একথা যেন সবাই বুঝতে পারে। জার্নয়ের সঙ্গে রে কোফ জড়িত আছে কি না এবং রোকোফ তার উপর তার পুরনো অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায় কি না তা বুঝতে পারল না সে। তা যদি হয় তাহলে এবার থেকে দুটো শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করে চলতে হবে তাকে। তবে এখানে সারাদিন শিকার করে বেড়ালেও শিকারে তেমন আনন্দ পাচ্ছিল না সে। কারণে অকারণে শুধু হত্যার খাতিরে বা খেলার ছলে পশু হত্যা করে কোন আনন্দই পায় না সে। সম্মুখ লড়াইয়ে কোন ব্যক্তি বা জন্তুকে পরাস্ত করাতেই সে পায় চরম আনন্দ।

সেদিন জঙ্গলে একটা পাহাড়ের ধারে শিকার করতে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেল টারজন। ঘোড়ায় চড়ে সে যখন একটা জায়গায় যাচ্ছিল তখন একটা গুলি হঠাৎ তার মাথার শিরস্ত্রানটাকে অল্প ছুঁয়ে চলে যায়।

সে রাত্রিতে তার বন্ধু ক্যাপ্টেন জিরার্দ টারজনকে খাবার সময় বলল, বুঝেছি এখানে শিকার করে তোমার সুখ হচ্ছে না। আমি আর জার্নয় একশোজন সৈনিক নিয়ে দেলফা যাচ্ছি আগামীকাল। ওখানকার একটা জেলায় ব্যাপকভাবে শান্তিভঙ্গ হওয়ায় সরকার আমাদের সেখানে যাবার আদেশ দিয়েছে। তুমি সেখানে সিংহ শিকার করতে চাও ত যেতে পার আমাদের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে রাজী হয়ে গেল টারজন। জার্নয় কাছেই ছিল। সে কিন্তু এতে মোটেই খুশি হতে পারল না।

পরদিন সকালে রওনা হবার সময় টারজন দেখল তাদের সেনাদলের সঙ্গে দুজন আরব ওদের সঙ্গ নিল। টারজনের এক প্রশ্নের উত্তরে জিরার্দ বলল, আমাদের সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। ওরা এমনি সঙ্গে যাবে আমাদের।

টারজন আরবদের প্রকৃতি জানত। তারা বিদেশীদের মোটেই পছন্দ করে না। তারা কখনো বিনা কারণে ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে যাচ্ছে না। তার মনে সন্দেহ জাগায় সে তাদের উপর কড়া নজর রাখতে লাগল। আরবগুলো সেনাদলের শেষে অনেকটা পিছনে পিছনে আসছিল। টারজনের মনে হলো ওরা ভাড়াটে হত্যাকারী। আলজিরিয়ার জঙ্গলে তাকে হত্যা করলে কারো মনে

কোন সন্দেহ জাগবে না।

দেলফাতে শিবির স্থাপন করে দুদিন কাটানোর পর ঠিক হলো ওরা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যাবে কারণ সেখানে লুণ্ঠনকারীরা পাহাড়ের পাদদেশের অধিবাসী উপজাতিদের ধনপ্রাণ হানি করছে। এই মর্মে খবর আসায় ক্যাপ্টেন জিরার্দ সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু যাবার সময় টারজন দেখল সেই দুজন আরব তাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। অথচ আধঘণ্টা আগেও জার্নয় সেই সব আরবদের একজনের সঙ্গে কথা বলেছে।

সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করে একটা শিবিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। সেখানে ক্যাপ্টেন জিরার্দ তার সেনাদলকে দুদলে বিভক্ত করে দুদিকে যাবার আদেশ দিল। একটা দলের নেতৃত্ব করবে সে নিজে আর একটা দলের সঙ্গে থাকবে জার্নয়। টারজন কোন্ দলে যাবে তা জিজ্ঞাসা করলে জার্নয় বলল, মঁসিয়ে টারজন আমার সঙ্গে চলুন।

টারজন তাতে রাজী হয়ে গেল। জার্নয়ের পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে যেতে লাগল টারজন। প্রথম প্রথম জার্নয় টারজনের প্রতি খুব আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখালেও পরে সে কেমন বিরূপ হয়ে উঠল। দুপুরের দিকে একটা ছোট নদীর ধারে নেমে ওরা খাওয়া সেরে নিল। সেখানে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করার পর আবার যাত্রা শুরু করল।

এবার ওরা একটা উপত্যকায় এসে পড়ল। চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়। জার্নয় টারজনকে বলল, এবার আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ব। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাক।

টারজন বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। দরকার হলে লড়াই করব।

কিন্তু জার্নয় বলল, তুমি আমার অধীন। আমার আদেশ মেনে চলতে হবে তোমাকে।

এই বলে সে তার দলবল নিয়ে চলে গেল। টারজন একা সেখানে রয়ে গেল। তখন বিকেল হয়ে গেছে। টারজন একটা গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে নিজে দাঁড়িয়ে রইল। সে রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখল তাতে গুলি ভরা আছে। ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও জার্নয় ফিরে এল না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল টারজন। তবে সে ভাবল অন্ধকারে সে পশুদের মত অনেকটা দেখতে পায় এবং বাতাসে গন্ধ শুঁকে কোন মানুষ বা জন্তু জানোয়ারের উপস্থিতির কথা জানতে পারে। তাছাড়া তার কর্ণেন্দ্রিয়ও খুব তীক্ষ্ণ হওয়ায় যেকোন পদশব্দ দূর থেকে শুনতে পায় সে।

ভাবতে ভাবতে অল্প সময়ের মধ্যেই গাছে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল টারজন। কিন্তু হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল টারজনের। টারজন দেখল ঘোড়াটা দড়ির বাঁধন ছেঁড়ার জন্য ছটফট করছে এবং অদূরে একটা কালো সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সারা উপত্যকাটা প্লাবিত করে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

বহুদিন পর সামনাসামনি একটা সিংহ দেখে ভয়ের পরিবর্তে আনন্দের রোমাঞ্চ জাগল টারজনের মধ্যে। কিন্তু এখন কোন বর্শা বা বিষাক্ত তীর নেই তার হাতে। তাই রাইফেল নিয়ে তৈরী হলো সে।

একটা গুলি খেয়েই ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁপ দিল সিংহটা। কিন্তু টারজনও জানত এক্ষেত্রে কিভাবে কি করতে হয়। এক আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সব বিপদকে কাটিয়ে পর পর তিন চারটে গুলি করল সে। অবশেষে সিংহটা মরে গেল। তখন মরা সিংহটার গায়ের উপর পা দিয়ে চাঁদের দিকে মুখ তুলে এমন জোরে বাঁদরগোরিলাদের মত গর্জন করে উঠল যে আধ মাইল দূরে একদল আরব তা শুনতে পেয়ে চমকে উঠল।

টারজন বুঝল জার্নয় আর আসবে না। এটা তার একটা চক্রান্ত। তাই সে সেখান থেকে হাঁটতে লাগল। কারণ সিংহটা গুলি খেয়ে লাফ দেবার সময় ঘোড়াটা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। চারদিকের নির্জনতা, নৈশ কীটপতঙ্গদের ডাক, তার অবাধ স্বাধীনতা, যেকোন মুহূর্তে যেকোন বন্য জন্তুর সাক্ষাতের সম্ভাবনা—সব মিলিয়ে বেশ লাগছিল টারজনের।

সহসা একজন মানুষের চাপা পদশব্দ শুনে চমকে উঠল টারজন। কারা যেন তার পিছন দিক থেকে আসছে। চাঁদের আলোয় সে দেখল সাদা আলখাল্লা পরা একজন আরব হাতে লম্বা একটা বন্দুক নিয়ে আসছে তার দিকে। টারজন ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল তারা কি চায়। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের একটা গুলি এসে তার কপালটা একটু ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল টারজন। আরবরা খোঁজ নিয়ে দেখল কাছে একটা গাছের তলায় সিংহ মরে পড়ে আছে। তারা বুঝল এই শ্বেতাঙ্গ দৈত্যাকার লোকটাই মেরেছে সিংহটাকে।

আরবরা টারজনের কাছে এসে দেখল সে তখনো মরেনি। চেতনা হারিয়ে ফেলেছে শুধু। তাদের মধ্যে একজন বলল, একে মেরে ফেল মাথায় ঘা মেরে। কিন্তু আর একজন বলল, না, জীবিত অবস্থায় একে ধরে নিয়ে যেতে পারলে বেশী পুরস্কার পাওয়া যাবে।

তারা সকলে এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করল। তখন তারা টারজনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে একটা ঘোড়ার উপর চাপিয়ে দিল। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাত্রা শুরু করল। এইভাবে ছ ঘণ্টা মরুভূমির উপর দিয়ে দ্রুতবেগে যাবার পর পরদিন দুপুরে ওরা একটা আরবদের বস্তীতে গিয়ে উঠল। বস্তীটা ছোট, মাত্র কুড়িটা তাঁবুতে ভরা। একটা আরব সর্দারের বাড়িতে গিয়ে বন্দী টারজনকে নিয়ে উঠল ওরা। বন্দী দেখে বস্তীর ছেলে মেয়েরা এসে সবাই আনন্দ করতে লাগল। অনেকে লাঠি দিয়ে বা ঢেলা ছুঁড়ে মারতে লাগল টারজনকে।

এমন সময় একজন বুড়ো শেখ এসে সবাইকে বলল, কেউ বন্দীর গায়ে হাত

দেবে না। আলি বেন আমেদ বলেছে, ও একজন বীর ; একটা সিংহ মেরে পাহাড়ের ধারে একা বসেছিল। বন্দী যেই হোক, একজন বীর পুরুষ এবং

তাকে আমরা শ্রদ্ধা করব যতক্ষণ সে আমাদের এখানে থাকবে। ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী একটা তাঁবুর মধ্যে বন্দী টারজনকে রেখে তাকে কিছু খাবার

দেওয়া হলো। দরজার কাছে পাহারাদার বসিয়ে দেওয়া হলো। ওদের কথা শুনে টারজন বুঝল যে সব আরব ওকে ধরে এনেছে তারা তাকে একজন লোকের হাতে তুলে দেবে। সেই লোকটার দ্বারাই একাজে নিযুক্ত হয় তারা।

গোধূলি বেলায় একদল আরব টারজনের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন টারজনের কাছে আসতেই টারজন তাকে চিনতে পারল। সে হচ্ছে নিকোলাস রোকোফ। রোকোফ বলল, কি মঁসিয়ে টারজন, ওঠ, আমাকে অভ্যর্থনা করো কুকুর কোথাকার!

এই বলে সে পর পর কয়েকটি লাথি মারল টারজনকে। মারতে মারতে বলতে লাগল, আমাকে তুমি সেদিন যা মেরেছিলে আজ তার পুরস্কার দিচ্ছি।

টারজন কোন কথা বলল না। তখন সেই বুড়ো শেখ সর্দার এগিয়ে এসে বলল, পরে যা করো করবে, আমার সামনে কোন বীর পুরুষকে মারতে বা অপমান করতে দেব না কাউকে। আমি তাহলে ওর বাঁধন খুলে দেব। তখন দেখব তুমি কেমন মার ওকে।

রোকোফ শেখকে চটাতে চাইল না। সে থেমে গেল। বলল, ঠিক আছে, পরে আমি ওকে খুন করব।

শেখ বলল, আমার বাড়ির সীমানার মধ্যে নয়। আগামীকাল সকালে তুমি একে নিয়ে মরুভূমিতে গিয়ে যা পার করবে। তবে যাই করো আমাদের গাঁয়ের সীমানা পার হবার আগে নয়।

রোকোফ তাতেই রাজী হয়ে চলে গেল সেখান থেকে। যাবার সময় টারজনকে বলে গেল, ভালভাবে ঘুমোও আর প্রার্থনাটা সেরে রেখো।

দারুণ জলপিপাসা পেয়েছিল টারজনের। পাহারাদারদের কাছে সে জল চাইল। কিন্তু সে গ্রহণ করল না তার কথা। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। তাঁবুতে একা পড়ে রইল টারজন। হঠাৎ সিংহের ডাক শুনতে পেয়ে চমকে উঠল সে। বস্তীটার বাইরে কিছু দূরে একটা সিংহ গর্জন করছিল। ক্রমে সেই সিংহটা তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। টারজন ভাবতে লাগল সে ত আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাঁচবে। তাতে যদি সিংহের হাতে প্রাণ যায় ত যাবে।

তাঁবুর ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার। সে অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। সহসা টারজন বুঝতে পারল তাঁবুটা সরিয়ে এক পাশ থেকে কে ঢুকছে। ওর মনে হলো রাতের অন্ধকারে নির্জনে তাকে হত্যা করতে আসছে রোকোফ। কিন্তু এক নারীকণ্ঠ তার নাম ধরে ডাকতেই টারজন বলল, হাঁা আমি। কিন্তু তুমি কে?

নারীকণ্ঠ উত্তর করল, আমি সিদি এইসার আউলেদ নাইন।

সঙ্গে সঙ্গে টারজন দেখল আউলেদ তার ছুরি দিয়ে তার বাঁধনগুলো কেটে দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল টারজন।

টারজন বলল, তুমি কেন এখানে এলে? কি করে জানলে আমি এখানে

বন্দী হয়ে পড়ে আছি ?

আউলেদ বলল, আমি আজ রাতে অনেক পথ পার হয়ে অনেক দূর থেকে আসছি। আমাদের এখন অনেক পথ পার হয়ে তবে বিপদসীমার বাইরে যেতে হবে। চলে এস আমার সঙ্গে।

তাঁবু থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল তারা।

আউলেদ বলল, আজ কালো সিংহটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি খুব ভয়ে ভয়ে এসেছি। আমি দুটো ঘোড়া এক জায়গায় ছেড়ে রেখে হেঁটে এসেছি।

টারজন বলল, সত্যিই তুমি বড় সাহসী। একজন বিদেশীকে বাঁচাবার জন্য কত বিপদ মাথায় নিয়েছ তুমি।

আউলেদ বলল, আমি কাদুর বেন সাদেনের মেয়ে। আমাকে যে একদিন উদ্ধার করেছে তার জন্য আমার জীবনকে বিপন্ন করব সে আর বেশী কথা কি ?

টারজন বলল, কিন্তু কেমন করে তুমি জানলে যে আমি বন্দী হয়েছি ?

আচমেত তয়েব নামে আমার এক জ্ঞাতি ভাই তার কোন বন্ধুর সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছিল। তোমাকে এখানে যারা ধরে এনেছিল তাদেরই একজন তার বন্ধু। সে গিয়ে আমাদের বলে একজন ফরাসীকে অন্য একজন ফরাসীর হাতে তুলে দেবার জন্য তারা বন্দী করে আনে। তার বিবরণ থেকে আমি বুঝতে পারি তুমিই সেই ফরাসী। তখন আমার বাবা বাড়িতে ছিল না। আমি কারো সাহায্য না পেয়ে একাই দুটো ঘোড়া নিয়ে চলে আসি এখানে। কাল সকালে আমরা আমাদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছব। তখন আমার বাবা এসে যাবে। তখন দেখব ওরা কেমন করে কাদুরের বন্ধুকে ছিনিয়ে আনে তার কাছ থেকে।

এক জায়গায় এসে আউলেদ সভয়ে বলল, আমি ত ঠিক এইখানে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে রেখে যাই। কিন্তু এখানে নেই ত।

টারজন বলল, সিংহ দেখে ঘোড়া দুটো বোধ হয় ছুটে পালিয়ে গিয়েছে।

অগত্যা আবার হাঁটতে লাগল ওরা। এখানকার পথঘাট আউলেদের সব চেনা। বেশকিছুটা মরুপথ পার হয়ে আসার পর কতকগুলো পাহাড়ী উঁচু নিচু পথে হাঁটতে গিয়ে চলার গতি কিছুটা কমাতে হলো ওদের।

সহসা একসময় একটা কালো সিংহ ওদের পথরোধ করে সামনে এসে দাঁড়াল। তার হলুদ চোখ দুটো জলছিল। আউলেদ হতাশ হয়ে বলল, সব শেষ।

টারজন আউলেদের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে তাকে বলল, তুমি চলে যাও। আমি দেখছি।

আউলেদ চলে গেল না। শুধু একটু সরে দাঁড়াল। সিংহটা এবার

টারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। সিংহের সঙ্গে কিভাবে লড়াই করতে হয় টারজন তা জানত। সে সিংহটার পিছন দিক দিয়ে এক

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার পিঠের উপর উঠে পড়ে তার কেশরগুলো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তারপর তার হাতের ছুরিটা বারবার সিংহটার গলায় ও পাঁজরে

আমূল বসিয়ে দিতে লাগল। অবশেষে সিংহটা নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার মৃতদেহের উপর পা তুলে দিয়ে চাঁদের দিকে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের ভঙ্গিতে এক বিকট গর্জন করে উঠল।

আউলেদ ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হলো টারজন যেন পাগল হয়ে গেছে। আউলেদ বলল, কি ধরনের মানুষ তুমি। তুমি যেভাবে সিংহটাকে মারলে তা ভাবাই যায় না। এমন কথা কখনো শুনিনি আমি। কিন্তু ওভাবে চীৎকার করলে কেন তুমি ?

টারজন বলল, যখন আমি কাউকে হত্যা করি তখন আমি যেন মানুষ থাকি না, আমি যেন পশু হয়ে যাই।

আবার তারা যাত্রা শুরু করল। পাহাড়ী পথ পার হয়ে মরুপথে গিয়ে পড়ল। কিছুদিন যাবার পর ওরা একটা ছোট্ট নদীর ধারে এসে দেখল ঘোড়া দুটো চরছে। সেই ঘোড়াদুটোতে দুজন চেপে ওরা যখন কাদুর বেন সাদেনের বাড়িতে পৌঁছল তখন বেলা ন'টা বাজে। কাদুর তখন বাড়ি ফিরে তার মেয়েকে দেখতে না পেয়ে পঞ্চাশজন সশস্ত্র লোক নিয়ে মেয়ের খোঁজে বার হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় মেয়েকে দেখতে পেয়ে তাকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরল। মেয়ের মুখ থেকে সব কথা শুনে টারজনের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল কাদুরের। টারজন শুধু একটা ছুরি দিয়ে একটা সিংহকে বধ করেছে একথা শুনে আরবরা সবাই টারজনকে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে দেখতে লাগল। আরবরা সিংহ বধকারী শিকারীকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

প্রবীণ শেখ কাদুর টারজনকে তাদের কাছে চিরদিন সেখানেই থেকে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করল। কিন্তু টারজন তাতে রাজী হলো না। তবে সে এক সপ্তাহ কাদুরের বাড়িতে অতিথি হিসাবে রইল। তারপর সে বিদায় নেবার সময় কাদুর পঞ্চাশজন সশস্ত্র আরবকে সঙ্গে নিয়ে টারজনের সঙ্গে বু সাদা পর্যন্ত গেল। টারজন এখন ওখানে গিয়ে তার দলের সঙ্গে মিলিত হবে।

টারজন বু সাদায় গিয়ে প্রথমে তার হিতাকাঙ্খী বন্ধু ক্যাপ্টেন জিরার্দের সঙ্গে দেখা করল। জিরার্দ ভেবেছিল টারজন মারা গেছে। জার্নয় ফিরে এসে বলেছিল, টারজনকে পাহাড়ের উপর এক জায়গায় তারা অন্যত্র গেলে তাকে সিংহ এসে খেয়ে ফেলে। তার ঘোড়াটাও পাওয়া যায়নি।

টারজন বলল, সে হারিয়ে গিয়েছিল ; তারপর কাদুর বেন সাদানের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

টারজন কাদুরের কাছে জেনে নিল মুখে কালো দাড়িওয়ালা এক শ্বেতাঙ্গ একটা ভাঙ্গা হাত নিয়ে আরবের বেশে ঘুরে বেড়ায়। সে বু সাদার একটা গোপন জায়গায় থাকে। মাঝে মাঝে কোথায় চলে যায়। কাদুরের কাছ থেকে তার ঠিকানাটা নিয়ে টারজন একাই তার সন্ধানে বার হলো।

অনেক অন্ধকার গলিপথ পার হয়ে একটা বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়

উঠে গেল। দেখল ঘরটার মধ্যে আলো জ্বলছে। আর একটা টেবিলের ধারে রোকোফ আর জার্নয় দুজনে বসে কথা বলছে। জার্নয় বলছে, রোকোফ, তুমি একটা শয়তান। তোমার জন্যই আমি সব সম্মান খুইয়েছি। তোমার জন্য টারজনকে খুন করেছি আমি। পলভিচ আমার সব গোপন ব্যাপার জানে তাই, তা না হলে আমি তোমাকে এই মুহূর্তে হত্যা করতাম।

রোকোফ বলল, তাহলে পলভিচ তোমাদের সরকারকে সব কথা বলে দিয়ে তোমাকে আমার খুনের জন্য দায়ী করবে। তার থেকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বল। আমরা বন্ধু। এখন আরো কিছু টাকা দাও, আর দরকারী কাগজগুলো দিয়ে দাও। আমি তোমার কাছ থেকে কোন টাকা চাইব না।

জার্নয় বলল, কিন্তু কেন তুমি টাকা আর দরকারী কাগজপত্র দুটোই একসঙ্গে চাইছ?

রোকোফ বলল, তা যদি না দাও তাহলে আজ রাতেই তোমার কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠাব। তাতে তোমার সম্মান যাবে এবং তোমার পতন সুনিশ্চিত হবে। আমি তোমাকে মাত্র তিন মিনিট সময় দিচ্ছি।

জার্নয় কিছুটা ইতস্তত: করার পর দুটো কাগজ বের করে রোকোফের হাতে দিয়ে বলল, এই নাও, আর কিছু চাইবে না। তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

রোকোফ বলল, আরো কিছু টাকা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলে আর কিছু চাইব না আমি।

জার্নয় বলল, কুকুর কোথাকার, আর কখনো চাইবে না। এবার এলে আমি গুলি করব তোমাকে।

জার্নয় এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টারজন ঘরের বাইরে দেওয়ালে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইল। জার্নয় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলে সে ঘরে ঢুকল। রোকোফ তখন চেয়ারে বসেছিল। টারজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তার মুখটা শুকিয়ে গেল। হাপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি?

হ্যাঁ আমি।

কি চাও তুমি? আমাকে হত্যা করতে এসেছ কি? তাহলে ওরা তোমাকে গিলোটিনে চড়িয়ে ফাঁসি দেবে।

আমি তোমাকে খুন করলে পলভিচ বলবে জার্নয় খুন করেছে তোমায়।

রোকোফের গলাটা খুব জোরে টিপে ধরার পর সহসা ছেড়ে দিল। টারজন বলল, এবারও তোমাকে হত্যা করব না। শুধু সেই সদাশয়া মহিলার খাতিরে তোমাকে মারব না। তার দুর্ভাগ্য যে সে তোমার সহোদর বোন হয়ে জন্মেছে। কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি তুমি যেন আর কখনো আমার বা তোমার বোনের পিছনে লাগবে না।

একথা বলার পর টেবিলের উপর থেকে জার্নয়ের দেওয়া কাগজ দুটো কুড়িয়ে

নিল। রোকোফ তা দেখল, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেল না।

পরদিন সকালে একটা ঘোড়ায় চেপে বুইরা ও আলজিয়ার্সের পথে রওনা

হলো। জার্নয় যে হোটেলে ছিল, তার সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখল হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জার্নয়। টারজন হাত তুলে নমস্কার করতে

জার্নিয়ও যন্ত্রচালিতের মত প্রতিনমস্কার জানাল। তার মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন ফুটে ছিল।

সিদি এইসাতে টারজন পৌঁছতেই এক ফরাসী অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টারজনের। অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করল, আজ সকালেই বু সাদা ত্যাগ করেছ? জার্নিয়কে দেখেছিলে?

টারজন বলল, হ্যাঁ, কি ব্যাপার?

জার্নিয় আজ সকাল আটটার সময় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।

দুদিন পর সেখান থেকে আলজিয়ার্স শহরে গিয়ে পৌঁছল টারজন। এখান থেকে সে সরকারের নির্দেশে একটা জাহাজে করে কেপ টাউন শহরে যাবে। সেখানে কি তাকে করতে হবে তা সে জানে না। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে যেতে হবে। যাবার আগে সে কর্তব্যভার গ্রহণ করার পর থেকে যা যা ঘটেছে তার একটা পূর্ণ বিবরণ লিখল। কিন্তু সে বিবরণের সঙ্গে রোকোফের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সেই কাগজদুটো জুড়ে দিল। স্থির করল সে পরে প্যারিসে গিয়ে সেই কাগজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে।

টারজন জাহাজে ওঠার সময় দেখল দুজন সৌখীন পোশাকপরা লোক তাকে লক্ষ্য করছে বিশেষভাবে। দুজনেরই মুখ দাঁড়ি কামানো। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এক ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিল টারজন। জাহাজে যাত্রাকালে তার নাম হবে কডওয়েল, লণ্ডন।

সেদিন রাত্রিতে জাহাজে এক তরুণীর সঙ্গে আলাপ হলো। তরুণীটির সঙ্গে তার মা ছিল। তরুণীর নাম হেজেল স্ট্রং। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল টারজনের এই হেজেল স্ট্রংকে উদ্দেশ্য করেই জেন পোর্টার একখানি চিঠি লিখেছিল তার কেবিনে থাকাকালে। হেজেল জেনের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু।

নবম অধ্যায়

কয়েক মাস আগে টারজন যখন উইসকনসিন স্টেশনে জেনদের কাছ থেকে বিদায় নেয় তার কিছু পরে টারজনের কাছে পাঠানো দার্ণতের টেলিগ্রামটা পায় ক্লেটন। সেখানে অন্য কেউ ছিল না। টেলিগ্রামটায় লেখা ছিল, 'তোমার আঙুলের ছাপ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক।'

এই কথাগুলি পড়েই মুহূর্তে টারজনের জন্মরহস্যটা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে

ক্লেটনের কাছে। বুঝতে পারল সে নিঃস্ব। তার কিছু নেই। যে বিরাট ভূসম্পত্তি ও লর্ড উপাধি সে ভোগ করছে আসলে তা সব টারজনের। কিন্তু জেন তাকে বিয়ে করতে চায়নি বলেই সব জেনেও সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অজানার পথে চলে গেছে সে।

জেনরা ক্লেটনকে ডাকতেই প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গেল। ক্লেটন ওদের জিজ্ঞাসা করল, টারজন কোথায়?

জেন বলল, ও তার গাড়িতে করে চলে গেছে। ও এখান থেকে নিউ ইয়র্ক যাবে।

ক্লেটন তখন টেলিগ্রামটার কথা কাউকে বলল না। ভয় করল কথাটা বললে জেন হয়ত তাকে আর বিয়ে করবে না। তাছাড়া টারজনও হয়ত তার জন্মগত উত্তরাধিকার মেনে নেবে না।

বাল্টিমোরে পৌঁছে ক্লেটন তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইল। বলল, আমি লণ্ডনে ফিরে যাব। বিয়ের পর তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

জেন বলল, এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। এখনো একমাস দেরী হবে।

কিন্তু একমাস গত হলেও আর একটা অজুহাত দেখিয়ে বিয়েটা স্থগিত রাখল জেন। ফলে বাধ্য হয়ে একাই লণ্ডনে ফিরে গেল ক্লেটন। সেখানে গিয়ে অধ্যাপক পোর্টারকে সপরিবারে অর্থাৎ জেন ও এসমারাল্ডাকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে গিয়ে কিছুকাল থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। ভাবল জেন সেখানে গেলে ও কিছুদিন থাকলে তার মনের পরিবর্তন হতে পারে।

কিন্তু বাবার সঙ্গে লণ্ডনে আসার পরেও জেনের মতের পরিবর্তন হলো না। বিয়েটা সে কিছুতেই সেরে ফেলতে চাইল না। এমন সময় টেনিংটন নামে এক ভদ্রলোক অধ্যাপক পোর্টারের কাছে জলজাহাজে আফ্রিকা ভ্রমণের এক প্রস্তাব আনতেই রাজী হয়ে গেল জেন। জেন তখন একটা অজুহাত পেয়ে গেল। ক্লেটনকে বলল, আমাদের ফিরতে অন্তত একবছর লাগবে। তার আগে বিয়েটা সম্ভব নয়। টেনিংটনের জাহাজটা প্রথমে ভূমধ্য সাগর হয়ে লোহিত সাগরে যাবে। সেখান থেকে ভারত মহাসাগর। আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর যাবার পথে বড় বড় বন্দরগুলোতে থামবে।

একদিন জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে দুটো জাহাজ ছাড়ল। দুটোর গতিপথ একই দিকে। অপেক্ষাকৃত ছোট জাহাজটাতে বসে জেন তখন আফ্রিকার জঙ্গল আর জঙ্গলে সেই মানুষটার কথা ভাবছিল। ভাবছিল আর মাঝে মাঝে তার গলায় হীরকখচিত লকেটটা দেখছিল। সে মানুষটা কি এতদিনে আবার জঙ্গলে ফিরে এসেছে?

এদিকে বড় জাহাজটা যখন জেনদের ছোট জাহাজটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন তার ডেকে কড্ডওয়েল নামধারী টারজন স্ট্রং-এর সঙ্গে কথা বলছিল।

কথা প্রসঙ্গে একসময় টারজন বলল, আমি আমেরিকা সত্যিই ভালবাসি। এই আমেরিকাতে আমার পরিচিত এমন দুজন আছেন যাদের কথা আমি কখনো ভুলব না। তাঁরা হলেন জেন পোর্টার আব অধ্যাপক পোর্টার।

হেজেল আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি জেন পোর্টারকে চেনেন? সে ত আমার সারা জগতের মধ্যে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি বোনের মত। কিন্তু এখন আমি তাকে হারাতে বসেছি।

টারজন বলল, তার মানে ওঁর কি বিয়ে হয়ে গেছে?

হেজেল বলল, সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন, ও যাকে ভালবাসে তাকে ও বিয়ে করছে না। ও শুধু কর্তব্যের খাতিরে বিয়ে করছে অন্য একজনকে। আমি তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি এটা খুব খারাপ। যার জন্য আমি তার বিয়েতে যাবও না।

ক্লেটন নিজে না চাইলে অথবা তার মৃত্যু না হলে ও তাকে বিয়ে করবে। ও ভাবছে খুব বড় কাজ করছে তাকে বিয়ে করে।

টারজন বলল, আমি তার জন্য দুঃখিত।

হেজেল বলল, আমি দুঃখিত সেই মানুষটির জন্য যাকে ও ভালবাসে এবং যে ওকে ভালবাসে। আমি তাকে জীবনে কখনো দেখিনি, কিন্তু জেনের কাছে শুনেছি সে এক অদ্ভুত মানুষ। আফ্রিকার জঙ্গলে তার জন্ম হয় এবং ভয়ঙ্কর বাঁদর গোরিলাদের দ্বারা লালিত পালিত হয়। সে ওদের সকলকে কয়েকবার মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে এবং আরো কত উপকার করে। সে জেনের প্রেমে পড়ে যায় এবং জেনও তাকে ভালবাসে একথা সে ক্লেটনকে বিয়ে করার কথা দেওয়ার আগে পর্যন্ত জানতে পারেনি।

হেজেলের মুখ থেকে জেনের কথা শুনতে ভাল লাগছিল টারজনের। কিন্তু যখন সে কথার মধ্যে তার নাম এসে পড়ল তখন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল টারজন। তাই প্রসঙ্গটা পাল্টে দেবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

এরপর কয়েকদিন ভালভাবেই কেটে গেল। আকাশটা পরিষ্কার এবং আবহাওয়া ভাল থাকায় জাহাজটা ভালভাবেই চলতে লাগল। টারজন তার ক্যামেরা নিয়ে হেজেলের সঙ্গে কয়েকটা ছবি তুলল।

একদিন টারজন দেখল মঁসিয়ে থুরান নামে জাহাজের এক যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছে হেজেল। হেজেল তার সঙ্গে থুরানের পরিচয় করিয়ে দিল। থুরানকে দেখে টারজনের মনে হলো সে যেন কোথায় তাকে দেখেছে এর আগে। অথচ ঠিক মনে করতে পারছে না। জাহাজের ডেকের উপর যেখানে কথা হচ্ছিল সেখানে কড়া রোদ এসে পড়ায় হেজেল থুরানকে চেয়ারটাকে সরিয়ে নিতে বলল। থুরান চেয়ারটাকে সরাতে গেলে টারজন লক্ষ্য করল তার বাঁ হাতটা ভাঙ্গা; তাই চেয়ার সরাতে তার অসুবিধা হচ্ছে। এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল রোকোফই দাড়ি কামিয়ে থুরানের নাম ধরে বেড়াচ্ছে।

কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে রোকোফ সেখান থেকে চলে যেতে টারজনও তার সঙ্গে গেল। একসময় রোকোফের কাঁধে একটা হাত রেখে টারজন বলল, এখানে কি খেলা খেলছ রোকোফ ?

রোকোফ বলল, আমি তোমার কথামতই ত ফ্রান্স ত্যাগ করেছি।

টারজন বলল, তা ত দেখছি। কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করে এ জাহাজে নিশ্চয় বিনা মতলবে আসনি।

রোকোফ বলল, ছদ্মনাম তুমিও ত ধারণ করেছ। সুতরাং আমারও এতে অধিকার আছে।

টারজন বলল, সে যাই হোক, আমি বলে দিচ্ছি মিস স্টংএর কাছ থেকে দূরে থাকবে। ও ভাল এবং ভদ্র ঘরের মেয়ে। যদি তুমি আমার কথা না মান তাহলে তোমাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব।

রোকোফের মুখটা লাল হয়ে গেল।

এরপর ক'দিন রোকোফকে আর দেখতে পেল না টারজন। কিন্তু টারজন তাকে দেখতে না পেলেও চুপ করে বসে ছিল না রোকোফ। সে পলভিচের সঙ্গে সব সময় টারজনের উপর চরম প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছিল। একদিন সে বলল, যে দরকারী কাগজগুলো ও আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেগুলো একবার হাতে এলেই ওকে আমি সমুদ্রের জলে ফেলে দেব।

একদিন ওরা দেখল টারজন তার কেবিনের দরজায় চাবি না দিয়েই বেরিয়ে কোথায় গেল। রোকোফ পাহারায় দাঁড়িয়ে থেকে পলভিচকে পাঠিয়ে দিল তার কেবিনে। পলভিচ অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর টারজনের একটু আগে ছাড়া একটা কোটের পকেট থেকে একটা খামেভরা কাগজগুলো পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সেদিন রাত্রিতে ডেকের উপর কোন লোক ছিল না। টারজন একা রেলিং ধরে আনমনে দাঁড়িয়েছিল। ঝড়বৃষ্টি কিছু না হলেও আকাশটা মেঘলা থাকায় চাঁদ দেখা যাচ্ছিল না। ডেকের উপরটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল। টারজন আনমনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকায় সে বুঝতে পারেনি দুজন লোক পা টিপে টিপে চুপিসারে এগিয়ে আসছে তার দিকে।

রোকোফ আর পলভিচ দুজনে অতর্কিতে টারজনের দুটো পা পিছন থেকে ধরে টারজন কিছু বুঝতে পারার আগেই তাকে জলে ফেলে দিল।

জাহাজের যাত্রীরা কেউ জানতে পারল না ব্যাপারটা। একমাত্র হেজেল স্টং তার কেবিন থেকে জলের উপর একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শুনতে পেল। মনে হলো কে যেন জলে ঝাঁপ দিল। কিন্তু ব্যাপারটাকে তেমন কোন গুরুত্ব দিল না সে। কেবিন থেকে বেরিয়ে কোন খোঁজ খবর নিল না।

প্রতিদিন হেজেলের সঙ্গে প্রাতরাশ খেত টারজন। কিন্তু এই ঘটনার

পরদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে এল না টারজন।

এবার জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ব্যাপারটা জানাল হেজেল। ক্যাপ্টেন সঙ্গে

সঙ্গে কডওয়েল নামধারী একজনকে টারজনের খোঁজ করার হুকুম দিল। কিন্তু কোথাও কডওয়েলকে পাওয়া গেল না। হেজেল শুধু বলল, গতরাতে জলে ঝাঁপ

দেওয়ার মত একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এর বেশী কিছু জানে না। ক্যাপ্টেন জানতে চাইল জাহাজের আর কোন্ কোন্ যাত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল এবং কার কার সঙ্গে সে মিশত। কিন্তু তাও বলতে পারল না হেজেল। তার কি কোন শত্রু ছিল? হেজেল তাও জানে না।

দু'দিন দুশ্চিন্তায় কেবিন থেকে বার হলো না হেজেল। তার চোখে মুখে গভীর উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। চোখের কোণে কোণে কালি পড়েছিল। একদিন সে ডেকের উপর বার হতেই মঁসিয়ে থুরান নামধারী রোকোফ এসে তাকে বলল, আমিও ব্যাপারটা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না মিস স্ট্রং।

হেজেল বলল, আমি যদি তখন চেঁচামেচি করতাম তাহলে হয়ত তাঁকে বাঁচানো যেত।

থুরান বলল, আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। আপনি কি করে জানবেন যে একজন মানুষ জলে পড়ে গেল।

থুরানের কথায় আশ্বস্ত হলো হেজেল। এরপর থেকে হেজেলের কাছে কাছে থাকত সে। টারজনের অনুপস্থিতিতে থুরানই বন্ধু হয়ে উঠল হেজেলের। থুরান জানতে পারল হেজেল আমেরিকার বাল্টিমোর শহরে এক বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। একথা জানার পর থেকে তার প্রতি আসক্তি আরো বেড়ে গেল থুরানের। তাকে বিয়ে করতে পারলে একটা মোটা সম্পত্তি হাত করা যাবে।

থুরান দরকারী কাগজগুলো হাত করার পর ভেবেছিল জাহাজটা এরপর যে বন্দরে নামবে সেখানেই নেমে পড়বে সে। তারপর সোজা চলে যাবে রাশিয়ার পিটার্সবার্গ শহরে। কিন্তু হেজেলের কথা ভেবে তার মত পাল্টে হেজেলদের সঙ্গে কেপ টাউনেই নামবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। বলল, আমার একটা কাজ আছে সেখানে। হেজেল বলল, কেপ টাউনে তার মামা আছে। সেখানে কয়েক মাস থাকবে তারা।

থুরানের প্রতিও ক্রমে আসক্ত হয়ে উঠল হেজেল। কিন্তু হেজেলের মা খুব একটা পছন্দ করত না। একদিন হেজেলকে তার মা বলল, লোকটাকে অবিশ্বাস করার অবশ্য কিছু নেই এবং দেখে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। কিন্তু ওর চোখগুলো কেমন যেন সব সময়ই ঘোরে। তা দেখে আমার কেমন ভয় লাগে।

হেজেল হেসে মার কথাটা উড়িয়ে দিল।

পরদিন একটা গয়নার দোকান থেকে বার হবার সময় হঠাৎ জেনকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল হেজেল। বলল, কোথা থেকে এলে তুমি? আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

জেন হেজেলকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার মনের অবস্থাও ঠিক তাই।

হেজেল ক্রমে জানতে পারল টেরিংটনের জাহাজে করে জেনরা আফ্রিকা ভ্রমণে বার হয়েছে। একসপ্তা কেপ টাউনে থাকার পর জাহাজটা আবার রওনা হয়ে পশ্চিম উপকূল হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবে।

দুই বান্ধবীতে ক'দিন ধরে খুব আনন্দে কাটাল। হেজেল তার মামার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল জেনকে। কয়েকটা জায়গায় একসঙ্গে বেড়াতে গেল। ওদের সঙ্গে থুরানরূপী রোকোফও গেল।

একদিন টেনিংটন তার জাহাজে হেজেল, তার মা আর থুরানকে নিমন্ত্রণ করল। মিসেস স্ট্রং অর্থাৎ হেজেলের মা বলল, আমার ত কেপ টাউন ভালই লাগছে। কিন্তু বাল্টিমোর থেকে আমার এ্যাটর্নী চিঠি দিয়েছে, একটা বিশেষ কাজে আমাকে আমেরিকা ফিরে যেতে হবে।

থুরান বলল, ভালই হবে। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

হেজেলের মা থুরানকে এড়িয়ে যেতে চাইলেও মুখে বলল, ঠিক আছে। তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে ভালই হবে।

টেনিংটন বলল, তাহলে আমাদের জাহাজেই ইংলণ্ড পর্যন্ত চলুন। আমরা ত এক সপ্তার মধ্যেই রওনা হচ্ছি।

অবশেষে ঠিক হলো হেজেলরাও একই জাহাজে জেনদের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবে। ক্লেটন হেজেলদের তাদের বাড়িতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

কেপ টাউন ছাড়ার দুদিন পর জাহাজে একদিন হেজেলের কেবিনে জেন বসে কথা বলছিল হেজেলের সঙ্গে। হেজেল তাকে কতকগুলি ছবি দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ছবি জেনকে দেখাতে গিয়ে হেজেল বলল, ইনি হচ্ছেন জন কডওয়েল। ইনি বলেছিলেন ইনি তোমাকে চেনেন। জাহাজে আমার পথে আলাপ হয়। ভদ্রলোক একদিন সমুদ্রের জলে পড়ে মারা যান।

ছবিটা দেখেই টারজনকে চিনতে পারল জেন। কাতরভাবে বলতে লাগল, মারা গেছে ও কথা বলো না হেজেল। বল, তুমি ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে।

এই কথা বলে মূর্ছিত হয়ে মেঝের উপর পড়ে গেল জেন। হেজেলের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনের জ্ঞান ফিরে এলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার মুখপানে তাকিয়ে রইল হেজেল। ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত বলল, তুমি জন কডওয়েলকে এমন অন্তরঙ্গভাবে ভালবাসতে তা আমি জানতাম না জেন।

জেন বলল, ও জন কডওয়েল নয় হেজেল। ও ছবি হচ্ছে টারজনের। ও ছবি আমার মনের মধ্যে গাঁথা রয়ে গেছে।

হেজেল বলল, উনি বলতেন, আফ্রিকায় ওঁর জন্ম, ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেন।

জেন বলল, হ্যাঁ, তাই।

হেজেল বলল, তাহলে উনি জন কডওয়েল ছদ্মনাম নিয়ে জাহাজে ভ্রমণ

করছিলেন। প্যারিসে কেনা ওঁর মালপত্রে জে. সি. টি. এই তিনটি অক্ষর লেখা ছিল। টি-টা টারজনের আদি অক্ষর।

জেন হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, যে লোকটা ছিল স্বাস্থ্য ও প্রভূত প্রাণশক্তির প্রতীক সে এই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে ডুবে প্রাণ হারাল। ওঃ কী ভয়ঙ্কর কথা!

চারদিন তার কেবিনে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রইল জেন। সে ঘর থেকে একবারও বার হত না। একমাত্র হেজেল আর এসমারাল্ডা ছাড়া তার ঘরে ঢুকতে পেত না কেউ। কারো সঙ্গে কথা বলত না সে। চারদিন পর ঘর থেকে বেরিয়ে যখন ডেকের উপর বসল জেন তখন তাকে দেখে অন্যান্য সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। এই চারদিনের মধ্যে জেন যেন বদলে গেছে একেবারে। তাকে চেনাই যায় না। একেবারে ম্লান হয়ে গেছে তার দেহসৌন্দর্য। অথচ তার অসুখটা কি তা কেউ জানে না।

জেনের অসুখের পর একটার পর একটা করে বিপর্যয় দেখা দিতে লাগল জাহাজে। প্রথমে জাহাজের এঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। এঞ্জিনের মেরামত চলাকালে দু'দিন জাহাজটা আপনা থেকে ভেসে বেড়াতে লাগল মাঝ সমুদ্রে। একদিন হঠাৎ একপশলা বৃষ্টি ও ঝড় এসে ডেকের উপর থেকে অনেক জিনিসপত্র উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর একদিন দুজন নাবিক ঝগড়া ও মারামারি করতে লাগল। একজন অন্যজনকে ছুরি মারল। একজন আহত হলো আর একজনকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। কোন এক রাত্রিতে একটা নাবিক সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে গেল। অনেক খুঁজেও তার মৃতদেহ পাওয়া গেল না।

তখন নাবিকরা বলাবলি করতে লাগল, জাহাজ ছাড়ার সময় ওরা কুলক্ষণ দেখতে পায়। কপালে আরো কষ্ট আছে ওদের।

সত্যিই সে কষ্টের জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না ওদের। জাহাজের কলকব্জাগুলো কেমন যেন সব বিগড়ে গিয়েছিল। একদিন বেলা একটার সময় জাহাজের গায়ে একটা ফাটল দেখা দিল। জাহাজটা হঠাৎ কাৎ হয়ে গেল অনেকখানি। এমন সময় একজন নাবিক তলা থেকে ছুটে এসে খবর দিল, জাহাজে জল ঢুকছে, আর কুড়ি মিনিটের বেশী ভেসে থাকতে পারবে না জাহাজটা।

জাহাজের মালিক টেনিংটন ও সব যাত্রীরা তখন ডেকের উপর জড়ো হয়েছে। টেনিংটন সবাইকে সাহস দিয়ে বলল, ভয়ের কিছু নেই। মহিলারা জিনিসপত্র নিয়ে সব তৈরী হয়ে নিন। যে চারখানা নৌকো আছে তা প্রস্তুত করো।

একজন অফিসারকে ভালভাবে তদন্ত করার জন্য পাঠিয়ে দিল টেনিংটন। অফিসার ফিরে এসে বলল, একটা গরু ঢোকার মত ফুটো হয়েছে জাহাজের

তলায়। জল ঢুকছে। বারো মিনিটের বেশী জাহাজটা আর ভাসতে পারবে না।

চারখানা নৌকো যাত্রী বোঝাই হয়ে সমুদ্রে নেমে পড়ল। ওদের চোখের সামনে জাহাজটা ধীরে ধীরে ডুবে গেল। লর্ড টেনিংটনের চোখ দুটো থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল নীরবে। অর্থহানির কথা ভেবে নয়। তার সবচেয়ে বড় দুঃখ তার জীবনের বহুদিনের সাথী এক পুরনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর জীবনাবসান ঘটল যেন অকস্মাৎ।

নৌকোর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল জেন। পরদিন সকাল হবার অনেক পরে কড়া রোদ উঠতে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল নৌকোর উপর রয়েছে সে, ক্লেটন, মঁসিয়ে থুরান আর তিনজন নৌকোর মাঝি। অন্য নৌকোগুলোর কোন চিহ্ন দেখতে পেল না কোথাও। চারদিকে ধু ধু করছে শুধু আটলান্টিক মহাসাগরের অনন্ত জলরাশি।

দশম অধ্যায়

সে রাতে জাহাজ থেকে জলে পড়ার পর টারজনের হুঁস হলো। বুঝল কত সহজে রোকোফের হাতে বোকা বনে গেছে সে। হাত দিয়ে জল কেটে সাঁতার কেটে যেতে লাগল সে। দেখল জাহাজের আলোটা ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। একবারও সাহায্যের জন্য চীৎকার করল না। জীবনে কখনো সে সাহায্য চায়নি কারো কাছে। তবু নিজের শক্তি আর বুদ্ধির সাহায্যেই সব বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে নিজেকে। এবার বুঝতে পারল টারজন, কোট, জামা আর জুতো পরে সাঁতার কাটতে অসুবিধা হচ্ছে তার। অথচ কোন কূল পাওয়ার আগে কত সাঁতার যে কাটতে হবে তাকে তার কিছু ঠিক নেই।

এতক্ষণে হঠাৎ মনে পড়ল টারজনের তার কোটের পকেটে রোকোফের কাছ থেকে নেওয়া সেই কাগজগুলো নিশ্চয় আছে। কিন্তু হাত দিয়ে দেখল পকেটে কোন কাগজ নেই। এবার সে বুঝতে পারল সেই কাগজগুলো তার কেবিনের মধ্যে অন্য এক কোটের মধ্যে আছে। সেই কাগজগুলো হাত করার জন্যই তাকে অতর্কিতে জলে ফেলে দিয়েছে রোকোফ। তার উপর প্রতিশোধ নেওয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

সকালের আলো দিগন্তে ফুটে উঠতেই টারজন দেখল দূরে একটা ভাঙ্গা জাহাজের একরাশ কাঠ ভেসে যাচ্ছে। টারজন কোনরকমে তার উপর উঠে বসল যাতে সাঁতার না কেটেই বিনা আয়েসে বেশ কিছুক্ষণ যাওয়া যায়। সেই ভাঙ্গা কাঠগুলোর উপর চেপেই অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল টারজন।

ঘুম ভাঙ্গতেই দুটো জিনিস চোখে পড়ল তার। সে দেখল যে স্তূপাকৃত কাঠগুলো ভেসে চলেছিল তার পাশে তার মাঝখানে একটা লাইফবোট আছে। আর দূর দিগন্তে বনগাপে ঘেরা একটা উপকূল দেখা যাচ্ছে। তার খুব পিপাসা পেয়েছিল। সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশ দিয়ে লাইফবোটটাতে চেপে বসল। সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলে সে কিছুটা শীতল হলো। পিপাসাটা কিছু নিবারিত হলো।

নৌকোটা পরীক্ষা করে দেখল সেটা ঠিকই আছে। সেটাতে চেপে সে কূলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বিকালবেলায় সে কূলের কাছাকাছি গিয়ে পৌছল। কূলের গাছপালাগুলো তার অনেক দিনের চেনা মনে হলো। অনেকদিন পরে তার প্রিয় কেবিনটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল টারজন। কতরকমের পাখি ডাকছে। বড় বড় গাছ থেকে ঝুলতে থাকা লতায় ফুল ফুটেছে। দূরে কোথায় একটা সিংহ গর্জন করছিল আর সেই ডাক শুনে একটা বাঁদর-গোরিলা গর্জন করছিল।

নৌকো থেকে নেমে প্রথমে সেই নদীটাতে গিয়ে জল খেয়ে পিপাসা মেটাল। তারপর তার কেবিনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। দেখল যেখানে যা ছিল সব ঠিক আছে—টেবিল, বিছানা, আলমারি, তার কিছুই নড়চড় হয়নি। দু'বছর আগে এই ঘর থেকে দার্ণংকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গিয়েছিল।

টারজনের খিদে পেয়েছিল। ঘরে কোন খাবার নেই। কোন অস্ত্রও নেই। সে দেখল দেওয়ালে তার দড়িটা ঝোলানো আছে। কিন্তু কোন ছুরি, বর্শা বা তীর নেই। শুধু দড়িটা কাঁধে ঝুলিয়ে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সে ঘর থেকে। জঙ্গলে ঢুকেই একটা গাছের উপর চড়ল টারজন। গাছে গাছে এগিয়ে গিয়ে একটা নদীর ধারে এসে একটা গাছের উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল। তখন দিনের আলো শেষ হয়ে ছায়া-ছায়া অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে বনে। এখানে পশুরা জল খেতে আসে সন্ধ্যার সময়।

এমনি করে এক ঘণ্টা কাটার পর টারজন দেখল একটা হোর্তা বা বনশুয়োর আসছে জল খেতে। এদিকে আবার একটা সিংহ ঝোপের ভিতরে ওৎ পেতে বসে আছে। শুয়োরটা গাছের তলায় আসতেই ফাঁসওয়ালা দড়িটা তার মুখের কাছে ফেলে দিয়ে ফাঁসটা তার গলায় আটকে দিল। দড়ি ধরে শুয়োরটাকে গাছের উপর তোলার সময় সিংহটা ঝাঁপ দিল তাকে ধরার জন্য। কিন্তু শুয়োরটাকে সিংহের নাগালের বাইরে গাছের উপর তুলে নিল টারজন। শুয়োরটা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেলে টারজন ছুরি না থাকার জন্য তার

ধারাল দাঁত দিয়ে নরম মাংসগুলো ছিঁড়ে খেতে লাগল। পেট ভরে মাংস খাবার পর মৃতদেহটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে গাছে গাছে আবার কেবিনে ফিরে গেল সে।

কেবিনের বিছানায় শুয়ে পরদিন দুপুর পর্যন্ত ঘুমোল টারজন। উঠে নদীতে জল খেয়ে সমুদ্রে স্নান করে এসে আবার কিছুটা শুয়োরের মাংস খেল। তারপর ফাঁসওয়ালা দড়িটা নিয়ে আবার শিকারে বার হয়ে গেল। কিন্তু এবার আর পশু শিকার নয়, এবার অস্ত্রের জন্য মানুষ শিকার করতে হবে।

কিন্তু কোথাও কোন মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেল না। গাছে গাছে মবঙ্গাদের গাঁয়ে চলে গেল টারজন। কিন্তু গিয়ে দেখল তারা উঠে গেছে সেখান থেকে। চাষের মাঠে আগাছা গজিয়ে উঠেছে। গাঁয়ের কুঁড়েগুলো সব ভাঙ্গা। কোথাও কিছু অস্ত্র পাওয়া যায় কি না দেখল। কিন্তু একটা অস্ত্রও পাওয়া গেল না।

সেখান থেকে অন্য এক জনবসতির সন্ধানে এগিয়ে চলল টারজন। পথে বাঁদর-গোরিলাদের মত পড়ে থাকা পচা কাঠের গায়ে গজিয়ে ওঠা কিছু ব্যাঙের ছাতা তুলে খেল সে। সে রাতটা গাছের উপর ঘুমিয়ে কাটাল টারজন। পরদিন দেখল বনটা পাতলা হয়ে অদূরে কয়েকটা পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। পাহাড়ের মাঝখানে উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। সেখানে কত হরিণ আর জেব্রা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সহসা দূরাগত মানুষের গন্ধ পেল সে বাতাসে। টারজন একটা গাছের উপর ওৎ পেতে বসে রইল। দেখল একজন নিগ্রো যোদ্ধা বর্শা ও তীর ধনুক হাতে সেই দিকেই আসছে। তার গলায় ফাঁস লাগাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল টারজন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, সভ্য জগতের মানুষরা কম বেশী কোন না কোন অজুহাত ছাড়া কখনো কাউকে হত্যা করে না। তাই এই মানুষটাকে হত্যা করবো না। এই মানুষটাকে হত্যা করা ঠিক হবে না তার পক্ষে। তার অস্ত্রগুলো অবশ্য দরকার তার। কিন্তু তাকে হত্যা না করেও তার অস্ত্রগুলো সে পেতে পারে।

এমন সময় একটা সিংহ সেই কৃষ্ণকায় লোকটাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। কিন্তু সিংহটা লোকটাকে লক্ষ্য করে পা তুলে ঝাঁপ দিতেই তার গলাটায় টারজনের ফেলে দেওয়া ফাঁসটা আটকে গেল। টারজন দড়ি ধরে সিংহটাকে তুলতে গিয়ে তার ভার সামলাতে না পেরে হঠাৎ পড়ে গেল গাছ থেকে। সিংহটা এবার এক নতুন শত্রু পেয়ে টারজনের উপর ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু নিগ্রোটা তখন তার হাতের বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল সিংহটাকে লক্ষ্য করে। বর্শাটা সিংহের বাঁ দিকে ঘাড়টাকে বিদ্ধ করল। সময় পেয়ে টারজন তার হাতের দড়িটা গাছের গুঁড়িতে শক্ত করে বেঁধে নিল। নিগ্রোটা এবার এক বিষাক্ত তীর মারল সিংহটার পাঁজরে। টারজন তার হাত থেকে ছুরিটা

নিয়ে সিংহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বার বার সেটা বসিয়ে দিতে লাগল তার গায়ে। পরে সিংহটা মরে গেলে দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। দুজনেই দুজনকে তাদের উদ্ধারকর্তা হিসাবে মেনে নিল। দুজনে দুজনকে ধন্যবাদ দিল আপন আপন ভাষায়।

সিংহের সঙ্গে ওরা যখন লড়াই করছিল তখন সিংহের গর্জন শুনে গ্রামবাসীরা সেদিকে ছুটে আসতে থাকে। সিংহটা মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভিড় করে দাঁড়াল টারজন আর সেই শিকারীটার চারদিকে। তারা প্রথমে টারজনকে সেখানে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু নিগ্রোটা তার গ্রামবাসীদের সব কথা বুঝিয়ে বলার পর তারা মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে টারজনকে প্রচুর খাতির করতে লাগল। তারা তাকে গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে অনেক উপহার দিল। টারজন অস্ত্র চাইলে তারা বর্শা তীর প্রভৃতি অনেক অস্ত্র দিল। সেই নিগ্রো শিকারীটি তার ছুরিটা টারজনকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দিল।

সে রাতে টারজনের সম্মানে এক নাচগানের উৎসব করল গ্রামবাসীরা। নাচের সময় টারজন দেখল তারা নরখাদক নিগ্রো নয়। অনেক মেয়ের গায়ে সোনার বড় বড় গয়না রয়েছে। তারা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের অধিবাসী। রাত্রিতে টারজনকে তাদের গাঁয়ের ভিতর একটা বড় কুড়েতে থাকতে বলল। কিন্তু টারজন জঙ্গলে গিয়ে একটা গাছের উপর ঘুমিয়ে রাত কাটাল। পরদিন সকালে আবার সেই গাঁয়ে ফিরে এল টারজন। তখন গাঁয়ের লোকেরা তাকে দেখে আনন্দে চীৎকার করতে লাগল। গাঁয়ের শিকারীদের সঙ্গে জঙ্গলে শিকার করতে গেল টারজন। শিকারে তার পারদর্শিতা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল গাঁয়ের শিকারীরা। তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল।

টারজন তাদের কাছে সেই গাঁয়েই রয়ে গেল। ক্রমে সে তাদের ভাষায় কথা বলতে শিখল। গাঁয়ের সর্দার বাসুলি টারজনকে বন্ধুভাবে তাদের জাতির পূর্ব ইতিহাস সব শোনাল। বাসুলি বলল বহু বছর আগে তারা উত্তরাঞ্চলে বাস করত। তারা তখন সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল। তারা ছিল এক শক্তিশালী উপজাতি। কিন্তু ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা বন্দুক নিয়ে ক্রমাগত আক্রমণ ও পীড়ন চালিয়ে তাদের শক্তি ও গৌরবের অনেকখানি নষ্ট করে দেয়। তারা বারবার আক্রমণ চালিয়ে তাদের লোকদের হত্যা করে মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। এক এক সময় হাতির দাঁতের সন্ধানেও তাদের গাঁয়ের উপর আক্রমণ চালাত। তখন ছিল চৌআম্বি নামে এক সর্দার। চৌআম্বির নির্দেশেই তারা তাদের আগেকার বসতি ছেড়ে এখানে চলে আসে। এখন তাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বর্শা আর তীর ধনুক দিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে বা তাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারত না তারা। তাই অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এখানে আসতে হয় তাদের।

টারজন বাসুলিকে বলল, আক্রমণকারীরা এখানে আসেনি কখনো ?

বাসুলি বলল, বছরখানেক আগে একবার একদল আরব এখানে আসে। কিন্তু আমরা লড়াই করে তাদের তাড়িয়ে দিই। তাদের অনেকে মারা যায়। বাকি সামান্য একটা অংশ পালিয়ে যায়।

কথা বলার সময় টারজন লক্ষ্য করল বাসুলির বাঁ হাতে একটা সোনার তাগা রয়েছে। টারজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, এই হলুদ ধাতু কোথায় পাও তোমরা ?

আগে সোনা বা কোন মূল্যবান ধাতু সম্বন্ধে কোন আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না টারজনের। সভ্য জগতে যাওয়ার পর সে বুঝেছে এই সোনার কত দাম, কত শক্তি।

বাসুলি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এখান থেকে একপক্ষকালের পথ একটা জায়গায়।

টারজন বলল, সেখানে কখনো গেছ তুমি ?

বাসুলি বলল, আমি যাইনি। আমার যখন যুবক বয়স ছিল তখন আমাদের জাতির একদল লোক এখানে বসতি স্থাপন করার পর জনপদের সন্ধানে এক জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানকার অধিবাসীরা এই হলুদ ধাতুর গয়না পরত। তাদের বর্শা আর তীরেও সোনার পাত লাগানো থাকত। তারা সোনার পাত্রে রান্না করত। তারা পাথরের তৈরী ঘরে বাস করত এবং তাদের গাঁটা একটা পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। তারা বড় দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। আমাদের লোকরা সংখ্যায় কম ছিল বলে তাদের গাঁয়ে সরাসরি ঢুকতে পারেনি। সেই গাঁয়ের কাছে একটা পাহাড়ে তারা লুকিয়ে থেকে রাত্রিতে সেই গাঁয়ে কিছু লোককে হত্যা করে তাদের গা থেকে বেশকিছু সোনার গয়না নিয়ে আসে। সে গাঁয়ের লোকগুলো তোমাদের মত শ্বেতকায় বা আমাদের মত কৃষ্ণকায় নয়। তারা অদ্ভুত রকমের দেখতে। বাঁদর-গোরিলাদের মত বড় বড় লোম আছে তাদের গায়ে।

টারজন বলল, তোমাদের মধ্যে যারা তখন সেখানে গিয়েছিল তাদের কেউ আছে এখন ?

বাসুলি বলল, আমাদের বৃদ্ধ সর্দার ওয়াজিরি তখন বয়সে যুবক ছিল। সে তখন চৌআম্বির সঙ্গে গিয়েছিল সেখানে।

এবার ওয়াজিরিকে সেই গাঁয়ের কথা জিজ্ঞাসা করল টারজন।

ওয়াজিরি বলল, আমরা আমাদের এই গাঁয়ের পাশের নদীটা ধরে দশদিন হাঁটতে থাকি। তারপর একটা ঝর্ণা পাই, সেই ঝর্ণা থেকে এই নদীটা বেরিয়েছে। ঝর্ণাটা পার হয়ে আবার আমরা হাঁটতে থাকি। প্রায় দশদিন পর আমরা কতকগুলো পাহাড় দেখতে পাই। পাহাড়গুলোর ওপারে একটা

ছোট নদী ছিল। আমরা রাত্রির মত সেই পাহাড়গুলোর একটার উপর রইলাম। ঠিক করলাম পরদিন এই পাহাড়ের সীমানা পার হয়ে ওপারের দেশটা একবার দেখব। এর থেকে ভাল কোন জায়গা না পেলে আমরা ফিরে গিয়ে বলব, এর থেকে ভাল জায়গা আর কোথাও নেই। পরদিন সেই পাহাড়টার চূড়ায় উঠে দেখলাম সেই পাহাড়ের তলায় একটা উপত্যকা রয়েছে আর সেই উপত্যকার একধারে পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা গাঁ রয়েছে। সে গাঁয়ের সব ঘরগুলো পাথর দিয়ে তৈরী।

এরপর ওয়াজিরি যা বলল, বাসুলি টারজনকে এর আগেই তা বলেছে।

ওয়াজিরি বলল সে অনেক দূরের পথ। তাছাড়া আমি এখন বৃদ্ধ। তবে যদি একান্তই যেতে চাও তোমাকে এই বর্ষাকালটা কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বর্ষা গেলে নদীগুলোর জল অনেক কমে যাবে। তখন আমি আমার কিছু যোদ্ধা নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব।

পরের দিন একদল শিকারী এসে খবর দিল এক জায়গায় অনেকগুলো দাঁতওয়ালা হাতি চড়ে বেড়াচ্ছে বনের ভিতরে। এই সব হাতি শিকার করতে পারলে দাঁতগুলো পাওয়া যাবে। তাই পরের দিন হাতি শিকারে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল ওরা।

পরদিন সকাল হতেই ওয়াজিরি ও বাসুলিসহ পঞ্চাশজন যোদ্ধা শিকারে বার হলো। তাদের মধ্যে টারজনও ছিল। তাদের কালো চকচকে গাগুলোর মাঝখানে টারজনের সাদা গাটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। রওনা হবার আগে ওদের প্রথামত ওদের সঙ্গে টারজনও খানিকটা নাচল, ধ্বনি দিল। টারজন যেন ওদেরই একজন হয়ে গেছে। ওদের মতই গায়ে গয়না পরেছে। বেশভূষা ওদের মতই ধারণ করেছে। পথে হঠাৎ দার্ণতের কথাটা মনে পড়ে গেল টারজনের। যে দার্ণৎ বলেছিল টারজনের দেহমনের উপর থেকে বন্য বর্বরতার শেষ চিহ্নটুকুও দূর করে দেবে সে দার্ণৎ আজ টারজনকে এ বেশে এই মুহূর্তে দেখলে কি বলবে তা জানতে ইচ্ছা করল তার।

দু ঘণ্টা হাঁটার পর ওরা বনের সেই জায়গাটাতে পৌছল গতকাল যেখানে হাতির পাল দেখা গিয়েছিল। সেখানে হাতির পালটা দেখতে না পেয়ে ওরা আরো এগিয়ে চলল। হাতির দলটা হয়ত একটু সরে গেছে। ওরা এখানে সেখানে খোঁজ করে হাতির পাল দেখতে না পেলেও টারজন বাতাসে গন্ধ শুঁকে বলল, আর বেশী দূরে যেতে হবে না। কাছাকাছিই আছে হাতির পালটা। কিন্তু ওদের তা বিশ্বাস হলো না। তখন টারজন ওদের একজন লোককে একটা উঁচু গাছের মাথা থেকে দেখাল অদূরেই রয়েছে পালটা।

ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখল দল থেকে আলাদা হয়ে দুটো দাঁতওয়ালা পুরুষ হাতি গাছের পাতা খাচ্ছে। তখন তীর ধনুক আর বর্শা নিয়ে ওরা হাতি দুটোকে আক্রমণ করল। টারজন গাছের উপর থেকে সব দেখতে লাগল।

দরকার হলে ও নেমে সাহায্য করবে ওদের।

একটা হাতির গায়ে ও বুকে অস্ত্রগুলো লাগায় সে পড়ে মারা গেল। কিন্তু অন্য হাতিটার গায়ে তেমন অস্ত্র না লাগায় সে ক্ষেপে গিয়ে শুড় উঁচিয়ে তেড়ে গেল ওদের দিকে। হাতিরা পাগলা হয়ে গেলে বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাই তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারল না ওরা। টারজন উপর থেকে দেখল আর একটু হলেই বাসুলিকে ধরে ফেলবে হাতিটা। তাই আর দেরী না করে বাসুলি আর হাতিটার মাঝখানে হঠাৎ গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল টারজন।

হাতিটা এবার তার শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার ফলে একবার থমকে দাঁড়িয়ে টারজনকেই আক্রমণ করল। কিন্তু তার আগেই টারজন একটু ঘুরে গিয়ে তার হাতের বর্শাটা হাতিটার বুকে বিঁধিয়ে দিল। বর্শার ফলকটা তার বুকে আমূল বসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হাতিটা। তখন সব নিগ্রো শিকারীরা টারজনের চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। টারজন হাতির মৃতদেহটার উপর দাঁড়িয়ে মুখ তুলে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জন করে উঠল। বাঁদর-গোরিলাদের কণ্ঠের গর্জনের মত এই গর্জন শুনে ওরা ভয় পেয়ে গেল। ওদের মনে হলো যেন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি ভর করেছে টারজনের উপর।

যাই হোক, টারজন এবার মুখ নামিয়ে ওদের পানে হাসিমুখে তাকাতেই আশ্বস্ত হলো ওরা।

এরপর আবার ওরা হাতি শিকার শুরু করতেই টারজন ওদের পিছনে দূরে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, বন্দুকের আওয়াজ। তোমাদের গাঁ আক্রমণ করেছে কারা।

ওয়াজিরিরা তখন দলবল নিয়ে গাঁয়ের দিকে ছুটতে লাগল।

একাদশ অধ্যায়

ওরা যেখানে হাতি শিকার করতে এসেছিল সেখান থেকে ওদের গাঁ হলো পাঁচ মাইল পথ। ওরা যখন সবেমাত্র তিন মাইল পথ পার হয়েছে এমন সময় বারোজন গ্রাম্য মহিলা গাঁ থেকে পালিয়ে এসে তাদের সামনে হাজির হলো। সে দলে কিছু বালিকা আর যুবতীও ছিল। তারা এসে জানাল আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অগণ্য। তাদের মধ্যে কিছু আছে আরব আর বাকি সব তাদের নর-খাদক ক্রীতদাস। তাদের সকলের হাতেই বন্দুক আছে। তারা গাঁয়ের

অনেককেই হত্যা করেছে। অনেককে বন্দী করে বেঁধে রেখেছে। অনেকে এদিকে সেদিকে পালিয়ে গেছে। বৃদ্ধ ওয়াজিরির স্ত্রীকে ওরা মেরে ফেলেছে। কিছু পরে আবার একশোজন পুরুষ গাঁ থেকে পালিয়ে এল।

এবার ওরা ধীর গতিতে সাবধানে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলল। গাঁয়ের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। ওয়াজিরিরা সবাই মিলে গাঁয়ে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল আক্রমণকারীদের উপর। কিন্তু টারজন বলল, সে আগে গাছে গাছে গিয়ে দেখে আসবে ওরা সংখ্যায় কতজন আছে এবং কি করছে।

টারজন কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছের উপর থেকে প্রকৃত ব্যাপারটা দেখে এসে ওদের জানাল, আরবরা আছে সংখ্যায় পঞ্চাশজন আর নরখাদক ক্রীতদাসরা আছে প্রায় দুশোজন। নরখাদক ক্রীতদাসরা আবার গাঁয়ের লোকদের মৃতদেহগুলো খাবার উদ্যোগ করছে।

টারজন বলল, এখনি আক্রমণ করা চলবে না। আমার একটা পরিকল্পনা আছে।

ওয়াজিরির স্ত্রী নির্মমভাবে নিহত হওয়ায় তার মাথার ঠিক ছিল না। সে একশোজন যোদ্ধা নিয়ে গাঁয়ের গেটের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আরবদের গুলিতে ওয়াজিরি আর বারোজন নিগ্রো যোদ্ধা মারা গেল। সবাই তখন ছুটে পালিয়ে এল। আরবরা গুলি ছুঁড়তে লাগল। জঙ্গলে ওরা সবাই পালালে আরবরাও ওদের তাড়া করতে লাগল। টারজন তখন বলল, এবার আমার কথা শোন। আমি তোমাদের জিতিয়ে দেব। তোমরা সবাই ছড়িয়ে পড়ে গাছের আড়াল থেকে তীর ও বর্শা ছোঁড়। তোমরা ছড়িয়ে পড়লে আক্রমণকারীরাও ছড়িয়ে পড়বে।

টারজন গাছের উপর উঠে দেখল সব আরব ও ক্রীতদাসেরা গাঁ ছেড়ে ওয়াজিরিদের সন্ধানে জঙ্গলে চলে গেছে। গাঁয়ের মধ্যে আছে শুধু বন্দীরা আর একজন বন্দুকধারী পাহারাদার। টারজন চুপি চুপি গাঁয়ের ভিতরে উল্টো দিক দিয়ে গেল। পাহারাদারটা বনের দিকে তাকিয়ে থাকায় সে টারজনকে দেখতে পায়নি। অথচ বন্দীরা তাকে দেখে আশ্বস্ত ও আশান্বিত হয়ে ওঠে। টারজন পাহারাদারটার পিঠের উপর একটা বিষমাখা তীর ছুড়তেই তীরটা তার পিঠ ভেদ করে বুকের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। টারজন তখন তার বন্দুক আর গুলিভর্তি বেল্টটা ছিনিয়ে নিয়ে বন্দীদের কাছে গেল। টারজন দেখল পঞ্চাশজন নারী আর কিছু যুবককে একটা লম্বা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

টারজন দেখল এখন শিকল খুলে ওদের মুক্ত করার সময় নেই। তাই ওদের নিয়ে সে বনের ভিতরে চলে গেল। তখনও বনের ভিতরে আরবরা লড়াই করতে থাকায় তার দলের লোকদের সঙ্গে দেখা করতে পারল না সে। কিন্তু দিনের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবরা তাদের দলবল নিয়ে আবার গাঁয়ের

ভিতরে চলে গেল।' টারজনের মুখে জয়ের হাসি ফুটে উঠল। একবার সে ভাবল গাঁয়ের ভিতরে প্রচুর হাতির দাঁত ছিল। সেগুলো বন্দীদের আনার সময় নিয়ে এলে ভাল হত। কিন্তু আবার ভাবল ওগুলো আরবরা কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং সেগুলো এখন গাঁয়ের ভিতরে থাকাই ভাল।

যেখানে ওরা আজ সকালে হাতি দুটো মেরেছিল সেখানে যখন বন্দীদের নিয়ে পৌঁছল টারজন তখন রাত প্রায় দুপুর। ধীর গতিতে ওদের যেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। সেখানে ওদের দলের লোকেরা অপেক্ষা করছিল। তারা তখন শীতে ও সিংহের ভয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল। দলের লোকেরা তাদের হারানো আত্মীয়-স্বজনদের বন্দী অবস্থায় ফিরে পেয়ে দারুণ খুশি হলো। তারা ভেবেছিল যারা বন্দী হয়েছে তারা সবাই আরবদের হাতে মারা গেছে।

টারজন সকলকে বলল, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও। পরদিন সকালে আবার লড়াই শুরু করতে হবে। কিন্তু মেয়েরা তাদের স্বামী ও সন্তানদের মৃত্যুর জন্য শোকে দুঃখে কাঁদছিল। টারজন বলল, তোমরা চুপ করো, তা না হলে আরবরা শুনতে পেয়ে এখানে এসে সকলকে মেরে ফেলবে।

পরদিন সকালে টারজন তার দলের যোদ্ধাদের নিয়ে তাদের গাঁয়ের চারদিকে একটু দূরে দূরে থেকে গাছের আড়ালে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। তার আগে কুড়িজন পুরুষ যোদ্ধার সঙ্গে নারী ও শিশুদের বনের আরো গভীরে পাঠিয়ে দেয়।

টারজনের নির্দেশমত তার দলের যোদ্ধারা গাছের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়তে থাকায় আরবরা ও তাদের নিগ্রো যোদ্ধাদের অনেকেই সেই তীরের আঘাতে ঘায়েল হতে লাগল। অথচ তারা তাদের শত্রুদের কাউকে দেখতে পেল না বা গুলি করতে পারল না।

ওরা একবার বনের দিকে তাকাল। ভাবল বন থেকে কারা তীর ছুঁড়ছে। কিন্তু ওরা বনের ভিতরে ঢুকে কোন শত্রুর চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে আবার গাঁয়ে ফিরে এল। পঞ্চাশজন আরবের মধ্যে কুড়িজন মারা গেছে। বেশকিছু ক্রীতদাস যোদ্ধাও মারা গেছে। এবার ক্রীতদাসরা আরবদের গাঁ ছেড়ে যাবার অনুরোধ করল। এমন করে ভয়ে ভয়ে তারা যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা মালিকদের অনুরোধ করতে লাগল।

আরবরাও গাঁ ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছিল। তারা গাঁয়ের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিল। এমন সময় টারজন একটা গাছ থেকে এমন জোরে ঘরটাকে লক্ষ্য করে একটা বর্শা ছুঁড়ল যে বর্শাটা খড়ের চাল ভেদ করে আরবদের একজনের মাথায় গিয়ে পড়ল। যন্ত্রণার একটা আর্তনাদ নিজের কানে শুনল টারজন। সে তাদের দেখিয়ে দিতে চাইল ঘরে ও বাইরে কোথাও তারা আর নিরাপদ নয়। আরবরাও তখন চলে যাবার কথা ভাবল। কিন্তু হাতির দাঁতগুলোর বোঝা নিয়ে কিভাবে যাবে তাই চিন্তা করতে লাগল।

এদিকে টারজনের দলের লোকেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। তাদের যখন একজনও আহত হলো না তখন শত্রুদের অনেকেই তাদের তীরের ঘায়ে ঘায়েল হলো। আনন্দের আবেগে তারা এবার সদলে গাঁয়ে গিয়ে সরাসরি শত্রুদের আক্রমণ করতে চাইছিল। কিন্তু টারজন বাধা দিয়ে বলল, তোমরা যদি আমার কথা না শোন তাহলে আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব।

তখন তারা শান্ত হয়ে বলল, তুমি যা বলবে তোমার কথাই শুনব।

টারজন বলল, এবার তোমরা সেই শিবিরে চলে যাও। আজ আর কিছু করতে হবে না। ওরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে আর ভয়ে ভয়ে থাকুক। টারজনও ওদের সঙ্গে শিবিরে গেল। মরা হাতিটার মাংস খেয়ে দুপুর রাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে একাই একসময় বেরিয়ে পড়ল সে।

টারজন গাঁয়ের প্রান্তে একটা গাছের উপর থেকে দেখল একজন পাহারাদার গেটের কাছে ঝিমোচ্ছে। তাকে শুধু হাতে গলা টিপে মারার জন্য সে শুধু হাতে যাবে। এই ভেবে গাছের উপর তার বন্দুক ও তীর ধনুক সব রেখে দিল। তারপর চুপি চুপি পিছন থেকে গিয়ে পাহারাদারটার গলাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। তারপর তার বন্দুক আর গুলিগুলো নিয়ে তার মৃতদেহটা কাঁধে করে সেই গাছে গিয়ে উঠল। সেখান থেকে আরবরা যে ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরটা লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়ল। গুলিটা আরবগুলোর গায়ে লাগল। তাতে দু-একজন আহত হয়ে চীৎকার করতে লাগল।

গুলির শব্দে আর চীৎকারে আরবরা ও তাদের ক্রীতদাসরা সব কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ছোটাছুটি করতে লাগল। আরবরা দেখল গাঁয়ের গেটের কাছে পাহারাদার নেই। তখন গেটের কাছ থেকে পর পর গুলি করতে লাগল। কিন্তু কোথাও কোন শত্রু দেখতে পেল না। টারজন যখন দেখল তার গাছের তলায় রাস্তায় অনেক নিগ্রো ক্রীতদাস ভিড় করে গেটের দিকে একমনে তাকিয়ে আছে তখন সে গাছ থেকে একটা গুলি করল এবং তাতে একজন ক্রীতদাস মারা গেল।

আরবরা এবার গেট থেকে গাঁয়ের ভিতরে চলে এল। কোথাও কোন শত্রুর দেখা পেল না। এমন সময় টারজন ভীত সন্ত্রস্ত ক্রীতদাসগুলোর মধ্যে সেই মৃতদেহটা গাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই অন্য গাছে সরে গেল।

আরবরা দেখল মৃতদেহটা তাদের পাহারাদারের এবং তার গলায় একটা দাগ ছাড়া অন্য অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই। তা দেখে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্রীতদাসরা আরো ভয় পেয়ে গেট পার হয়ে জঙ্গলের দিকে পালাতে লাগল। আরবরা যে গাছ থেকে মৃতদেহটা পড়েছিল সেই গাছটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু টারজন অনেক আগেই সে গাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

বাকি ক্রীতদাসরা তাদের মালিকদের বলল, তারা আর এখানে থাকবে না। আরবরা তখন তাদের বুঝিয়ে বলল, তোমরা কোনরকমে আজকের রাতটা

কাটিয়ে দাও। কাল সকালে আমরা চলে যাব এখান থেকে।

পরদিন সকালে টারজন তার দলের যোদ্ধাদের নিয়ে গাঁয়ের কাছে বনটায় এসে দেখল আরবরা তাদের দলবল নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। গাঁয়ের ভিতরে যেসব হাতির দাঁত পেয়েছিল তা কয়েকটা বস্তায় বেঁধে সেই বস্তার বোঝাগুলো বেশকিছু ক্রীতদাসের মাথায় চাপিয়ে দিল তারা।

যাবার আগে গাঁয়ের সব কুঁড়েঘরগুলো পুড়িয়ে দিতে চাইল আরবরা। তাদের হুকুমে তাদের একজন ক্রীতদাস একটা মশাল নিয়ে একটা ঘরে আগুন ধরাতে গেলে টারজন দূরে গাছের আড়াল থেকে আরবী ভাষায় চীৎকার করে বলল, ঘর পুড়িও না। তাহলে তোমাদের খুন করব।

একথা শুনে ক্রীতদাসটা মশাল ফেলে দিল। তখন আরবরা চারদিকে তাকিয়ে কে একথা বলল তাকে খুঁজে পেল না। কোন মানুষকে দেখতে পেল না। তখন একজন আরব নিজে একটা জলন্ত মশাল তুলে নিয়ে একটা ঘরে আগুন ধরাতে গেল। এমন সময় টারজনের একটা বিষাক্ত তীর দূর থেকে এসে তার বুকটাকে বিদ্ধ করল। এতে আরবরা ভয় পেয়ে আর ঘর পোড়াল না।

এরপর আরবদের নির্দেশে হাতির দাঁতের বোঝাগুলো ক্রীতদাসরা মাথার উপর একে একে তুলে নিতে গেলে টারজন আবার তাদের উদ্দেশ্যে বলল, হাতির দাঁতগুলো নিও না, মৃত লোকের হাতির দাঁতে কোন প্রয়োজন নেই।

এবারও কার কণ্ঠস্বর তা কিছু বুঝতে পারল না ওরা। ক্রীতদাসরা এবারও অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। কিন্তু আরবরা তাদের গুলি করে মারার ভয় দেখাতে তারা বোঝাগুলো তুলে নিল।

এবার আরবরা সদলে বনের ভিতর দিয়ে উত্তর মুখে এগিয়ে যেতে লাগল ধীর গতিতে। তাদের পথের দুধাবে তাদের অদৃশ্য শত্রুরা গাছের আড়ালে ওৎ পেতে ছিল। পথের দুধারে ঝোপেঝাড়ে ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা টারজনের লোকেরা মাঝে মাঝে শত্রুদের লক্ষ্য করে একটা করে তীর ছুঁড়ে মারছিল আর বনপথে অদৃশ্যভাবে শত্রুদের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলছিল।

শত্রুদের তীর ও বর্শার ঘায়ে অনেকগুলো ক্রীতদাস মারা গেল। রাত্রিকালে বনের মধ্যে একটা জায়গায় একটা শিবির গড়ে রাত কাটাতে লাগল আরবরা। কিন্তু একটা রাইফেলের গুলিতে একডজন পাহারাদারদের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। ক্রীতদাসরা বারবার ভয়ে পালিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আরবরা তাদের ভয় দেখিয়ে অতিকষ্টে থাকতে বাধ্য করল।

পরদিন সকালে ক্রীতদাসরা আবার বোঝা কাঁধে তুলতে অস্বীকার করলে আরবরা তাদের দুজনকে গুলি করে মারল। তখন সুযোগ বুঝে টারজন গাছের আড়াল থেকে ক্রীতদাসদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, তোমরা হাতির দাঁতের বোঝা তুলো না। তাহলে তোমরা মারা পড়বে। তোমরা তার থেকে তোমাদের নিষ্ঠুর মালিকদের হত্যা করো। তোমাদের প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক

আছে। আমরা তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। আমরা তাহলে আমাদের গাঁয়ে তোমাদের নিয়ে গিয়ে খাইয়ে তোমাদের দেশে পাঠিয়ে দেব।

ক্রীতদাসরা এই কণ্ঠস্বর শোনার পর পরস্পরের মুখপানে তাকাতে লাগল। আরবরা তখন সংখ্যায় মাত্র তিরিশজন ছিল আর ক্রীতদাসরা ছিল দেড়শো জন।

আরবরা বিদ্রোহের আভাস পেয়ে এক জায়গায় জড়ো হলো। তাদের সর্দার যাত্রা শুরু করার জন্য হুকুম দিল ক্রীতদাসদের। কিন্তু ক্রীতদাসরা বোঝা তুলে যাত্রা শুরু না করায় সে রাইফেল তুলে গুলি করতে গেল ওদের লক্ষ্য করে। এমন সময় একজন ক্রীতদাস তার রাইফেলটা অতর্কিতে কেড়ে নিয়ে আরবদের লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগল। তখন সব ক্রীতদাসরা একযোগে আক্রমণ করল আরবদের। দেখতে দেখতে সব আরবরা একে একে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

টারজন এবার গাছের আড়াল থেকে বলল, এবার হাতির দাঁতের বোঝাগুলো তুলে নিয়ে আমাদের গাঁয়ে নিয়ে চল।

ক্রীতদাসরা বলল, গাঁয়ে তোমরা আমাদের খুন করবে না তা কি করে জানব? তুমি কে কথা বলছ?

টারজন তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এই দেখ আমি। তোমরা আমাদের কথা শুনলে আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। আরবরাই আমাদের শত্রু।

ক্রীতদাসরা টারজনকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে শ্বেতাঙ্গ হলেও তার চেহারাটা দৈত্যের মত, আরবদের মত নয়।

টারজন বলল, আমাকে তোমরা বিশ্বাস করতে পার।

ক্রীতদাসরা আর কথা না বাড়িয়ে বোঝাগুলো তুলে নিয়ে গাঁয়ের পথে চলতে লাগল।

যেদিন ক্রীতদাসরা হাতির দাঁতের সব বোঝা নিয়ে গাঁয়ে গিয়ে পৌছল সেইদিন রাতেই গাঁয়ের লোকরা নাচগানসহ এক বিজয়োৎসব করল। তারা সর্বসম্মতিক্রমে টারজনকে তাদের সর্দার নির্বাচিত করল।

দ্বাদশ অধ্যায়

জেন যে নৌকোটাতে ছিল তাতে যাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে জেনেরই প্রথমে ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে জেন দেখল আর নৌকো

তিনটের কোন দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। যেদিকেই তাকায় অন্তহীন বিশাল মহাসমুদ্রের দিগন্তজোড়া অনন্ত জলরাশি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না সে। তার মাঝে নিজের অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতা এত প্রকট হয়ে উঠল তার মনে যে ভবিষ্যতের সব আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হলো সে।

ক্রমে ক্লেটনেরও ঘুম ভাঙল। সে জেনকে বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমরা একসঙ্গে আছি।

জেন তখন বলল, দেখ অন্য নৌকোগুলো কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

ক্লেটন তখন মাঝিদের জিজ্ঞাসা করতে একজন মাঝি বলল, হয়ত পিছিয়ে পড়েছে। একসঙ্গে সব নৌকোগুলো থাকার কোন দরকার নেই। ঝড় উঠলে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

কিন্তু মাঝিরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে লেগে গেল। দুজন নৌকো বাইতে বাইতে দাঁড় ছেড়ে বসে রইল। মাঝিরা ক্লেটনের কাছ থেকে খাবারের টিন আর জলের ফ্লাস্কগুলো চাইল। ক্লেটন তখন খাবারের একটা টিন মাঝিদের হাতে দিয়ে দিল।

জেন তখন মাঝিদের বলল, তোমরা কেন সবাই মিলে চেঁচামেচি করছ? তোমরা নিজেদের মধ্যে একজনকে ক্যাপ্টেন বা নেতা হিসাবে বেছে নাও। তারপর তার কথামত কাজ করো। খাবারের মোট চারটে টিন আছে আর আমরা নৌকোতে মোট ছ'জন আছি। সুতরাং দুটো দুটো করে নাও।

জেনের কথায় চুপ করল মাঝিরা। তার কথামতই কাজ করল। আবার নৌকোর দাঁড় টানতে লাগল মাঝিরা। কিন্তু খাবারের টিনগুলো দেখা গেল তেলে ভর্তি। জলের ফ্লাস্কগুলো দেখা গেল গানপাউডারে ভর্তি। মাঝিরা এতে রেগে গেল।

ক্রমে অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মাঝিরা পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চামড়া খেতে লাগল। তাতে ওরা অসুস্থ হয়ে পড়ল। টমকিন নামে এক মাঝি মারা গেল। তার মৃতদেহটা নৌকোর পাটাতনে পড়ে রইল সারাদিন। ক্ষিদে আর পিপাসায় ওরা প্রত্যেকেই কাতর হয়ে উঠল। ওদের গলা শুকিয়ে গেল। তার উপর সারাদিন ধরে কড়া রোদ ভোগ করে করে ওদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠল।

জেন মৃতদেহটাকে আর সহ্য করতে পারছিল না। সে ক্লেটনকে বলল, ওটাকে জলে ফেলে দাও। ক্লেটন মৃতদেহটাকে একা সরাতে পারছিল না। তাছাড়া সে সেটাকে সরাতে গেলে উইলসন নামে এক মাঝি তাকে বাধা দিল। রোকোফ বা মঁসিয়ে থুরান ক্লেটনের সাহায্যে এগিয়ে গেলে উইলসন বলল, ও ত মারা গেছে, আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। ওকে সরিও না।

এ কথার অর্থ বুঝতে পারল ক্লেটন। অর্থাৎ পেটের জ্বালায় ওরা নরমাংস খেতে চায়। অবশেষে অন্য এক মাঝি স্পাইডার ক্লেটনদের সঙ্গে একমত হলে

উইলসন আর আপত্তি করল না। মৃতদেহটাকে ক্লেটন আর রোকোফ দু'জনে মিলে নৌকো থেকে তুলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

রাত্রিতে ক্লেটনের চোখে যখন ঘুম জড়িয়ে ধরেছিল তখন সে একসময় দেখল উইলসন কেমন অদ্ভুতভাবে তার পানে তাকাচ্ছে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে দেরী হলো না তার। ভয়ে গা শিউরে উঠল তার। কতক্ষণ ঘুমে অচেতন হয়ে ছিল সে তা সে জানে না। কিন্তু একটা খসখস আওয়াজ শুনে তার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চাঁদের আলোয় সে চোখ মেলে দেখল, উইলসন গুড়ি মেরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ক্লেটন তার মুখটা সরিয়ে নিল। তার মুখ থেকে জিবটা বেরিয়ে পড়ে ঝুলছিল। তার চোখদুটো জ্বলছিল।

জেনও জেগে উঠেছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। তার চীৎকারে থুরান ও স্পাইডারও জেগে উঠল। ততক্ষণে দুর্বল ক্লেটনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে তার গলাটাকে ছেঁড়ার চেষ্টা করছে উইলসন। অবশেষে তিনজনে মিলে উইলসনকে টেনে সরিয়ে নৌকোর পাটাতনের উপর ফেলে দিল। উইলসন পাগলের মত হাসতে হাসতে নৌকো থেকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল।

পরদিন সকালে রোকোফ ওরফে থুরান ক্লেটনের কাছে তার একটা প্রস্তাব রাখল। বলল, আমাদের এখন ক'দিন এভাবে যেতে হবে তার ঠিক নেই। আরো চার পাঁচদিনের আগে কূল পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এভাবে চললে আমাদের সবাইকে মরতে হবে। তার থেকে আমাদের মধ্যে যেকোন একজনকে মরতে হবে যাতে আর সবাই দিনকতক বাঁচতে পারে। তাই আমি ভাগ্যপরীক্ষা করতে চাই।

একথার মানে বেশ বুঝতে পারল ক্লেটন। এ কথায় জেন বা ক্লেটন কেউই রাজী হলো না। তখন সুচতুর রোকোফ বলল, মিস পোর্টার এই লটারী বা ভাগ্য পরীক্ষা থেকে বাদ, কারণ তিনি মেয়েমানুষ। বাকি তিনজনের মধ্যে বেশীর ভাগ যা চাইবে তাই হবে। তখন মাঝি স্পাইডারও রোকোফের মতে সায় দিল। ক্লেটন নিরুপায়। রোকোফের কিছু তাস ছিল। সে তাসের খেলা জানত। একটা নম্বরের কথা জানিয়ে নিজে তোলার পর বাকি দু'জনকে একে একে তাস তুলতে বলল রোকোফ। এই তাসের লটারীতে ক্লেটন হেরে গেল। রোকোফ হয়ত তাই চেয়েছিল।

জেন তখন অচেতন হয়ে পড়েছিল, তিনদিন সে কোন কথা বলেনি। ক্লেটন বলল, এখন বিকেল, সন্ধ্যে হোক। জেন যেন দেখতে না পায়।

রোকোফ তার পায়জামার পকেট থেকে একটা ছুরি বার করল। তার লোভাতুর চোখদুটো ক্লেটনের উপর সদা সর্বদা নিবদ্ধ ছিল। না খেয়ে খেয়ে সেও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যে হতেই দুর্বলতায় ক্লেটনও শুয়ে পড়ল। সে একপাও নড়তে পারছিল না। তার কথা বলারও ক্ষমতা ছিল না।

রোকোফ ক্লেটনকে বলল, তুমি আমার কাছে এস।

ক্লেটন উঠে বসে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারল না। টলে পড়ল। টলতে টলতে অসার হয়ে শুয়ে পড়ল। রোকোফ বলল, তুমি তোমার দায় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ। আমার সঙ্গে ছলনা করছ।

ক্লেটন বলল, না ছলনা করছি না। তুমি এস, আমি প্রস্তুত।

রোকোফ ফিস ফিস করে বলল, হ্যাঁ, আমিই যাচ্ছি।

অবশেষে ক্লেটন বুঝতে পারল রোকোফ তার খুব কাছে এসে পড়েছে। সে রোকোফের ক্রুর হাসির শব্দ শুনতে পেল। কে যেন মুখটা তার চেপে ধরল। তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেই রাত্রিতে নতুন ওয়াজিরি সর্দার হিসাবে টারজন যখন নাচ গানে মত্ত ছিল তখন তার একমাত্র প্রেমিকা জেন তার কাছ থেকে উত্তরে দুশো মাইল দূরে ভাসমান এক নৌকোয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে ছিল।

পরদিন টারজন তার প্রতিশ্রুতিমত আরবদের বন্দী ক্রীতদাসদের গাঁয়ের উত্তর সীমান্তে পৌছে দিল। টারজন তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল তারা যেন ভবিষ্যতে আর কখনো এই ধরনের অভিযানে অংশগ্রহণ না করে। এই ধরনের অভিযানে তাদেরও আর ইচ্ছা ছিল না। তাছাড়া টারজনের রণকৌশল দেখে তাদের যুদ্ধপিপাসা মিটে গিয়েছিল।

এবার সোনার সন্ধানে সেই নগরীতে এক অভিযানে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল টারজন। যারা তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় যেতে চায় এমন শক্ত সমর্থ পঞ্চাশজন যোদ্ধাকে বেছে নিল সে। তারপর কোন এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে পঞ্চাশজন কৃষ্ণকায় যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াজিরিসর্দার ও টারজন রওনা হল সেই রহস্যময় নগরীর সন্ধানে। কত পাহাড়, প্রান্তর, বন, নদী পার হয়ে পঁচিশ দিন পর তারা এক পাহাড়ের ধারে এসে এক শিবির স্থাপন করল। সেই পাহাড়টার উপর থেকে সেই আশ্চর্য নগরটাকে দেখার আশায় পরদিন সকালেই ওরা পাহাড়টার চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টার পর টারজন একা

পাহাড়টার চূড়ার উপর উঠে দাঁড়াল। পিছনে তাদের অতিক্রান্ত পথটার পানে একবার তাকাবার পর সামনের দিকে তাকাল টারজন। সামনে দেখল এক বিরাট উপত্যকা প্রসারিত হয়ে আছে। তাতে এখানে সেখানে কিছু কিছু কাঁটাগাছের ঝোপ আর দু'একটা গাছ রয়েছে। সেই উপত্যকার শেষ প্রান্তে একটা উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক বিরাট নগরী রয়েছে মনে হলো। টারজনের মনে হলো বিধ্বস্তপ্রায় এক প্রাচীন নগরীর পরিবর্তে সেখানে আছে অসংখ্য সৌধমালা ও প্রশস্ত রাজপথ সমন্বিত এক আধুনিক সভ্য শহর।

পাহাড় থেকে নেমে এসে টারজন তার দলের লোকদের নিয়ে সেই নগরীর দিকে এগিয়ে চলল। উপত্যকায় পৌছবার পর তারা চলার গতি বাড়িয়ে দিল যাতে দিনের আলো থাকতে থাকতে তারা পৌছতে পারে তাদের গন্তব্যস্থলে।

অবশেষে সেই নগরপ্রাচীরের বাইরে গিয়ে হাজির হলো ওরা। পাঁচিলটা পঞ্চাশ ফুট উঁচু। তার উপর ওঠা ব. সেটা পার হওয়া সত্যিই এক কঠিন ব্যাপার।

সেই পাঁচিলটার বাইবেই রাতটা কাটাবার জন্য এক শিবির স্থাপন করল টারজন। শোবার সময় নগরীর ভিতরে অদ্ভুত এক তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে ভয় পেয়ে গেল ওয়াজিরিরা। চীৎকারটা মানুষের আর্তনাদের মত শোনালেও ঠিক বুঝতে পারল না তারা।

পরদিন সকালে পাঁচিলটা পার হয়ে ভিতরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো টারজন। ওয়াজিরিরা ভয়ে যেতে চাইল না ভিতরে। তারা বাড়ি ফিরে যাবার মনস্থ করেছিল। কিন্তু টারজন তখন বলল, তারা না গেলে সে একাই যাবে সেখানে। তখন আর কোন আপত্তি বা অমত করল না ওয়াজিরিরা।

পাঁচিলটার এক জায়গায় একটু ফাঁক ছিল। সেইদিকে ঢুকে তারা দেখল ভিতরে সেই ধরনের আর একটা পাঁচিল রয়েছে। দুটো পাঁচিল পার হয়ে ভিতরে গিয়ে টারজনরা দেখল সামনে একটা ফাঁকা জায়গায় অনেক বড় বড় পাথর ও ভগ্ন সৌধমালার অনেক ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে। ফাঁকা মাঠটার ওদিকে মন্দিরের মত একটা বড় বাড়ি রয়েছে। ওদের মনে হলো আধো অন্ধকার সেই মন্দিরের মধ্যে ছায়ামূর্তির মত কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্ততঃ

টারজন যতদূর বুঝল নগরীটা প্রাচীন এবং বিধ্বস্তপ্রায়। তার হঠাৎ মনে পড়ল সেই ফরাসী বইয়ে পড়েছিল আফ্রিকার জঙ্গলের গভীরে প্রাচীন এক শ্বেতাঙ্গ জাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যে সভ্যতাকে সেই বিলুপ্ত জাতি বন্য বর্বর পরিবেশের মধ্যে গড়ে তুলে বাঁচিয়ে রেখেছিল দীর্ঘ দিন ধরে সেই সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ নিজের চোখে দেখতে চাইল টারজন।

টারজন তখন তার লোকদের ডাক দিল, এস, ভিতরে কি আছে দেখা যাক।

কিন্তু তার দলের লোকেরা যেতে চাইছিল না তার সঙ্গে। তারা তখনি

ফিরে যেতে চাইছিল নিজেদের দেশে। কিন্তু টারজন যখন নীরবে এগিয়ে গেল তখন তারা তার অনুসরণ না করে পারল না।

একটা বড় বাড়িতে ঢুকল টারজন। তার মনে হলো কারা যেন তাকে দেখছে। অথচ কোন জীবন্ত মানুষ দেখতে পেল না। তবু তাদের মনে হতে লাগল অসংখ্য ছায়ামূর্তি যেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওয়াজিরিরা টারজনকে একসময় বলল, ফিরে চল মালিক, কোন লাভ নেই এতে। এই শহরটা অনেকদিন আগে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু মৃত লোকদের প্রেতাত্মাগুলো ছেয়ে আছে গোটা শহরটাকে।

টারজন দেখল বাড়িটার মধ্যে একটা ঘরের মেঝে মার্বেল পাথরের। দেওয়ালগুলোতে অনেক মানুষ ও পশুর ছবি আঁকা আছে। সেই পাথুরে দেওয়ালের মাঝে মাঝে সোনার ফলক বসানো আছে। সেই সব ফলকের উপর কি সব লেখা আছে। এই ধরনের কয়েকটা ঘর একের পর এক করে পার হয়ে চলল টারজন। একটা ঘরের স্তম্ভগুলো সব সোনার। টারজন দেখল তার সহচরেরা সবাই তার চারপাশে জড়ো হয়ে আছে ভয়ে।

টারজন তাদের দেখে বলল, বন্ধুগণ, তোমরা যদি চাও সূর্যালোকে বাইরের জগতে ফিরে যেতে পার, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব খুঁটিয়ে দেখব আমি। দেখব কোথায় সোনা আছে। নিশ্চয় কোন ঘরে আছে সোনার ভাণ্ডার যেখান থেকে আমরা অনেক সোনা বয়ে নিয়ে যেতে পারি। সোনা না পাই এই সব সোনার ফলকগুলোও উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

টারজনের দলের লোকেরা ইতস্ততঃ করতে লাগল। একদিকে তাদের সর্দারের প্রতি আনুগত্য আর একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক অজানা ভয়ের চাপ তাদের মনগুলোকে অন্তর্দ্বন্দ্বে দোলাতে লাগল। তারা কি করবে কিছু ভেবে পেল না। এমন সময় গতকাল রাতে যে অদ্ভুত চীৎকারটা শুনেছিল সেই চীৎকারটা তাদের কানের কাছে ধ্বনিত হয়ে উঠল তীক্ষ্ণভাবে। অথচ কে এই চীৎকার করছে তা তারা জানতে পারল না। চীৎকারটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাসুলি সমেত দলের সবাই ছুটে পালিয়ে গেল। টারজন একা সেই শূন্য হল ঘরটায় দাঁড়িয়ে রইল।

চীৎকার থেমে যেতেই আবার সব স্তব্ধ হয়ে গেল। টারজন একা তখন মন্দিরের আরো ভিতরে চলে গেল। একটা রুদ্ধদ্বার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল টারজন। কিন্তু দরজাটা ঠেলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই চীৎকারটা ধ্বনিত হয়ে উঠল। টারজন ভাবল এই ঘরটাই হয়ত সোনার ভাণ্ডার তাই তাকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। হয়ত এবার অদৃশ্য শত্রুরা তার সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপরে।

তবু টারজন তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজাটা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরটা দারুণ অন্ধকার। ঘরের মধ্যে কোন জানালা নেই। টারজন

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো হাত ধরে ফেলল টারজনকে। টারজন তার বর্শাটা মেঝের উপর ঠুকে দেখতে লাগল সেখানে কি আছে।

যে হাতগুলো টারজনকে ধরেছিল প্রচুর লড়াই করে সেগুলোর থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও তা পারল না টারজন। হাতগুলো সংখ্যায় ছিল অগণ্য এবং তারা টারজনকে বেঁধে ফেলল। কিন্তু সেগুলো কাদের হাত, কারা তাকে বাঁধল তা বুঝতে পারল না টারজন।

টারজনের হাত পা শক্ত করে বেঁধে তারা তাকে তুলে ঘরগুলো পার করে একটা ফাঁকা উঠোনে নিয়ে গেল। সেখানে তাকে তারা চিৎ করে শুইয়ে রেখে দিল। টারজন দেখল জায়গাটা চারদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মাথার উপর নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। একধারে কিছু গাছের পাতা দেখল। কিন্তু গাছগুলো পাঁচিলের এধারে না ওধারে তা বুঝতে পারল না। টারজন দেখল তাকে যারা বেঁধে এনেছিল সেই লোকগুলোর গায়ের রং সাদা। তাদের মাথার জটা বুকের উপর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাগুলো ছোট এবং মোটা। হাতগুলো লম্বা লম্বা আর পেশীবহুল।

টারজন বাঁধনের দড়িগুলো পরীক্ষা করে দেখল। কিন্তু সে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করল না। তখন বেলা দুপুর।

কিছুক্ষণ পর টারজন দেখল কিছু লোক এসে পাঁচিলের ধারে গ্যালারীতে এসে বসে পড়ল। আর কুড়িজন লোক হাতে খাঁড়া নিয়ে এক ধর্মীয় গান গাইতে লাগল। সেই গানটা উপস্থিত সকলেই গাইতে লাগল। তারপর সেই কুড়িজন লোক খাঁড়া উঁচিয়ে তাকে বধ করার জন্য এগিয়ে এল। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একজন নারী খাঁড়া হাতে এসে সেই লোকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিয়ে তাদের কি বলতে তারা থেমে গেল এবং টারজনকে ঘিরে নাচতে লাগল। তাদের ভাষা টারজন কিছুই বুঝতে পারল না।

সেই মেয়েটি এবার টারজনের সব বাঁধন কেটে দিল। তারপর তাকে উঠে দাঁড়াতে বলল ইশারায়। এরপর তার গলায় দড়ি বেঁধে তাকে সেখান থেকে মন্দিরের অভ্যন্তরে একটা বেদীর কাছে নিয়ে গেল। টারজন দেখল বেদীর চার পাশে মানুষের রক্তের দাগ রয়েছে এবং দেওয়ালে অনেক মানুষের মাথার খুলি রয়েছে। সে বুঝতে পারল এই বেদীর সামনে তাকে বলি দেওয়া হবে।

এরপর টারজন দেখল পূব দিকের একটা ঘরের দরজা দিয়ে একদল মেয়ে ঘর ঢুকে বেদীর কাছে এসে লম্বা হয়ে সার দিয়ে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের হাতে দুটো করে সোনার পানপাত্র ছিল। তারা সবাই পূজারিণী। তাদের পরনে ছিল পশুর চামড়া। তবে সোনার বেল্ট দিয়ে সেগুলো আঁটা ছিল। পুরুষ পূজারীর একটি দল মেয়েদের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে মেয়েদের হাত থেকে একটি করে সোনার কাপ নিয়ে নিল। পুরুষদের মত মেয়েদের গায়ে ও পায়ে

গয়না ছিল।

এরপর বেদীর উল্টো দিকের একটি অন্ধকার পথ দিয়ে এক যুবতী পূজারিণী একা এসে হাজির হলো সেখানে। টারজন বুঝল সেই যুবতীই হলো প্রধানা পুরোহিত। তার গায়ের সোনার গয়নাগুলো হীরকখচিত ছিল। তার মুখটা ছিল বেশী বুদ্ধিদীপ্ত।

পূজারী ও পূজারিণীরা যে ধর্মীয় গান গাইছিল দুদিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে প্রধানা পূজারিণী বা পুরোহিত আসতেই তা বন্ধ হয়ে গেল। তার সামনে সবাই নতজানু হলো। প্রধানা পুরোহিত এবার এক প্রার্থনার স্তোত্র পাঠ করল। তারপর সে বন্দী টারজনকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে তাকে কি জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু টারজনের ভাষা বুঝতে পারল না। টারজনও তার ভাষা বুঝতে না পেরে বলল, আমি তোমার ভাষা জানি না।

টারজন বুঝতে পারল এই সুন্দরী যুবতী কিভাবে একটু পরে রক্তপিপাসু ঘাতকীতে পরিণত হবে। এবার পূজারীরা গোলাকার হয়ে নাচতে লাগল। প্রধানা পুরোহিতের নির্দেশে তারা নাচ থামিয়ে টারজনকে তুলে বেদীর উপর শুইয়ে দিল। প্রধানা পুরোহিত ছুরি হাতে তৈরী হতেই পূজারী ও পূজারিণীরা আবার সারবন্দীভাবে কাপ হাতে দাঁড়াল। বন্দীর দেহে ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তারা সবাই আপন আপন কাপে রক্ত নিয়ে পান করবে।

এমন সময় পূজারীদের মধ্যে একটা তর্কাতর্কি শুরু হলো। কে প্রথমে দাঁড়াবে কে পরে দাঁড়াবে এই নিয়ে বিবাদ বাঁধল। গোরিলার মত একটা বর্বর লোক একটা বেঁটে লোককে সরিয়ে তার জায়গায় দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। বেঁটে লোকটা তখন প্রধানা পুরোহিতের কাছে নালিশ জানাতে প্রধানা পুরোহিত লোকটাকে সবচেয়ে শেষে দাঁড়াবার হুকুম দিল। তারপর সে একটা মন্ত্র বলতে বলতে তার হাতের ছুরিটা টারজনের বুকের উপর তুলে ধরল।

এমন সময় সেই বিক্ষুব্ধ পূজারীটা কোন অনুশাসন না মেনে তার পাশের এক পূজারীকে একটা লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করল। তখন জোর গোলমাল শুরু হলো এবং টারজন শুয়ে শুয়ে সেদিকে তাকাল। প্রধানা পুরোহিতও অসন্তুষ্ট হয়ে সেদিকে তাকাল। এদিকে সেই বিক্ষুব্ধ পূজারীটা তখন সহসা ক্ষেপে গিয়ে বিক্ষুব্ধ বাঁদর-গোরিলাদের মত যাকে দেখল তাকেই আক্রমণ করে কামড়াতে ও আঘাত করতে লাগল। সকলেই যে যেদিকে পারল ভয়ে পালাতে লাগল। বিক্ষুব্ধ পূজারীটা তার হাতের খাঁড়া নিয়ে সবাইকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। কয়েকজনকে খাঁড়ার ঘায়ে বধ করল।

ক্রমে জনশূন্য হয়ে উঠল সমস্ত জায়গাটা। শুধু বেদীতে শায়িত টারজন, প্রধানা পুরোহিত আর সেই বিক্ষুব্ধ উন্মত্তপ্রায় পূজারীটা ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। এবার সেই উন্মাদ পূজারীটা প্রধানা পুরোহিতের কাছে গিয়ে নিচু গলায় বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় কি বলল। টারজন সে ভাষা বুঝল,

কারণ এই ভাষাতেই তার দলের বাঁদর-গোরিলারা কথা বলত। এরপর সে প্রধানা পুরোহিতের দিকে তার বর্বর হাত দুটো বাড়িয়ে দিল তাকে ধরার জন্য। প্রধানা পুরোহিত প্রবল আপত্তির সঙ্গে সরে গেল। সে বন্দী টারজনের কথা ভয়ে সব ভুলে গেল।

এমন সময় টারজন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তার হাতের বাঁধন খুলে ফেলল। কিন্তু তখন দেখল সেই বিক্ষুব্ধ পূজারীটা প্রধানা পুরোহিতকে জোর করে ধরে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চীৎকার শুনে পালাবার কথা ভুলে সেই চীৎকারের শব্দ শুনে একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলো টারজন। স্বল্প আলোয় আলোকিত সেই ঘরটায় গিয়ে টারজন দেখল মেঝের উপর প্রধানা পুরোহিতকে ফেলে সেই বর্বর লোকটা দুহাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে তাকে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করছে। তার হলুদ বড় বড় দাঁতগুলো চকচক করছিল বাঁদর-গোরিলাদের মত।

টারজন এবার লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা দুহাত দিয়ে সজোরে ধরে তাকে শ্বাসরোধ করে তার প্রাণহীন দেহটা মেঝের উপর ফেলে দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে এক বিজয়সূচক চীৎকার করল। এদিকে প্রধান পুরোহিত তাদের দুজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার আক্রমণকারী বর্বর লোকটা মরে যেতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল একটি দরজা দিয়ে। এমন সময় টারজন তার একটা হাত ধরে বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় বলল, থাম।

প্রধানা পূজারিণী বলল, কে তুমি, আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলছ?

টারজন বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের অধিপতি টারজন।

যুবতী বলল, কি চাও তুমি? কেন তুমি আমাকে রক্ষা করলে?

আমি নারীহত্যা চাইনি।

কিন্তু এখন কি চাও?

যুবতী টারজনকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, তুমি এক আশ্চর্য মানুষ। একটু আগে আমি তোমাকে বধ করতে গিয়েছিলাম নিজের হাতে আর এখন তুমিই আমাকে বাঁচালে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে।

টারজন বলল, আমি তোমাকে কোন দোষ দিই না, কারণ তুমি যা করেছ তা তোমাদের ধর্মীয় প্রথার বশবর্তী হয়েই করেছ।

যুবতী তখন বলতে লাগল, আমার নাম লা, আমি এখানকার প্রধানা পুরোহিত ও পূজারিণী। এই নগরীর নাম ওপার। আজ হতে প্রায় দশ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা খনি থেকে সোনা তুলে এনে এখানে সভ্যতার পত্তন করে এবং এক বিরাট নগরী গড়ে তোলে। এখানে অনেক বড় বড় অট্টালিকা গড়ে ওঠে। কিন্তু তারা বছরের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস থাকত এখানে। কিছু লোককে এখানে রেখে তারা বছরের বেশীর ভাগ সময়

উত্তরাঞ্চলে তাদের আদি জন্মভূমিতে বাস করত। একবার তারা ফিরে না আসায় এখানকার লোকরা খোঁজ নিয়ে জানে তাদের গোটা দেশটা সমুদ্র গ্রাস করে ফেলেছে। সেই থেকে ক্রমাগত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষ্ণকায় উপজাতিদের আক্রমণে আমাদের সভ্যতার পতন ঘটতে থাকে এবং আমাদের জাতির সামান্য কিছু লোক বেঁচে থাকে এবং এই নগরীর চারদিকে বিরাট পাঁচিল তুলে কোনরকমে বাস করতে থাকে। এখানে কোন বিদেশী এলে আর ফেরে না। আমাদের সঙ্গে কিছু বাঁদর-গোরিলাও বাস করত। তাদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণ ঘটে। তবে আমাদের জাতির পতন ঘটার সময় আমাদের সমাজে অনেক নারী রয়ে গিয়েছিল এবং এ অঞ্চলের দেহ-মনের দিক থেকে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও যোগ্য পুরুষদের বাছাই করে তাদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত। তাই আমাদের মত মেয়েদের রক্তে এখনো কিছু প্রাচীন সভ্যতার অংশ বিরাজ করছে। আমাদের পুরোহিতরা সবাই ধার্মিক লোক, ধর্মের কাজে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তারা সব যোগ্য লোক। তা ছাড়া আর যারা আছে তারা বাজে লোক।

টারজন বলল, কিন্তু আমার কি হলো? আমাকে পথ দেখিয়ে দাও।

লা বলল, আমরা জলন্ত দেবতা সূর্যের উপাসক। তিনি তোমাকে তাঁর বলি হিসাবে বেছে নিয়েছেন। তোমাকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই। তা হলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে। একটু পরে ওরা চারদিকে তোমার খোঁজ করবে। তবে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা আমি করব। কিন্তু এখন সব পথ বন্ধ। এখন তোমাকে একটা ঘরে লুকিয়ে রাখব। সন্ধ্যা হলে আমি এসে তোমায় গুপ্ত পথ দিয়ে বাইরে নিয়ে যাব। আমি ওদের বলব, আমি অচৈতন্য হয়ে যাবার পর বন্দী পালিয়ে গেছে।

একটা অন্ধকার ঘরে টারজনকে লুকিয়ে রেখে লা চলে গেল।

চতুর্দশ অধ্যায়

ক্লেটন যেন স্বপ্নের মধ্যে দেখল বিশুদ্ধ বৃষ্টির জল প্রাণভরে পান করছে সে। সহসা জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে দেখল মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সে হাঁ করে কিছু বৃষ্টির জল পান করে একটু সুস্থ হলো। চোখ মেলে দেখল থুরান তার উপর অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তার পায়ের কাছে জেন হতচেতন অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে আছে। তার মনে হলো জেন মারা গেছে।

ক্লেটন কোনরকমে একটু উঠে একটা চাদরের আঁচল জলে ভিজিয়ে জেনের ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক করে তার মধ্যে একটু জল ঢেলে দিল। শুকনো গলাটা ভিজতেই চোখ মেলে তাকাল জেন। বলল, জল। আমরা কি বেঁচে গেছি?

ক্লেটন বলল, বৃষ্টি পড়ছে। অন্ততঃ আমরা কিছু জল পান করতে পারি।

জেন ভয়ে ভয়ে বলল, মঁসিয়ে থুরান কোথায়? সে তোমায় মারেনি?

ক্লেটন বলল, ঐ দেখ ঐখানে পড়ে আছে। না মরলে বৃষ্টির জল পেয়ে জ্ঞান ফিরে পাবে। দেখি ওকে বাঁচাতে পারি কি না।

কিন্তু জেন হাত বাড়িয়ে তাকে নিষেধ করল। বলল, না, ওকে বাঁচিও না। ও তোমাকে খুন করবে। ওর কাছে আমি থাকতে পারব না।

মানবতার খাতিরে থুরানকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত। অথচ জেন যা বলছে সে কথাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভাবতে লাগল ক্লেটন। ভাবতে ভাবতে একসময় সামনে চোখ ফেলতেই আনন্দে চীৎকার করে উঠল সে, জেন, ঐ দেখ কূল।

জেন তাকিয়ে দেখল মাত্র একশো গজ দূরে সমুদ্রের বেলাভূমি সোনার মত চকচক করছে। তার ওপারে অসংখ্য গাছপালায় ভরা এক বিশাল জঙ্গল। জেন বলল, এবার ওকে জাগাতে পার।

ক্রমে নৌকোটা বেলাভূমির কাছে এসে ভিড়ল। ক্লেটন আগে নেমে পড়ে নৌকোর দড়িটা একটা গাছে বেঁধে দিল যাতে নৌকোটা স্রোতের টানে ভেসে যেতে না পারে। তারপর সে জঙ্গলে গিয়ে কিছু ফল নিয়ে এসে সবাই মিলে ভাল করে খেল।

আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করার পর থুরানের চেতনা ফিরিয়ে আনে ক্লেটন। ফল খেয়ে সবাই একটু সুস্থ হলে তারপর সবাই নৌকো থেকে নেমে বেলাভূমি পার হয়ে সেই গাছটার তলায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিল।

দিনকতক সেই কূলের মাটিতেই বাস করতে লাগল ওরা। পরে ক্লেটন ও থুরান দুজনে মিলে দুটো পাশাপাশি গাছের উপর একটা বড় মাচা তৈরী করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটা বাসা নির্মাণ করল। তাতে ওঠার জন্য একটা মইও তৈরী করে ফেলল। এর আগে টারজনের কেবিনে থাকাকালে জঙ্গল-জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে সে। সারা দিন তারা জেনকে মাচায় রেখে আহারের সন্ধান করে বেড়াত। রাত্রিতে সেই মাচাটাতে শুয়ে ঘুমোত। বড় মাচাটাকে দুভাগ করে একটাতে ক্লেটন আর থুরান শুত আর একটাতে জেন শুত।

কিছুদিনের মধ্যে থুরানের আসল চরিত্র ধরা পড়ল ওদের কাছে। তার জঘন্য স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা, অভদ্রতা, নারীলোলুপতা দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠল ওদের কাছে। থুরানের কাছে জেনকে একা রেখে কোথাও যেতে সাহস পেত না ক্লেটন। থুরানের অশালীন আচরণের জন্য এক একসময় তার সঙ্গে

ক্লেটনের ঘুষোঘুষি ও মারামারি পর্যন্ত হত।

একদিন থুরানের কাছে জেনকে রেখে নদীতে জল আনতে যেতে বাধ্য হয়েছিল ক্লেটন। থুরান তখন জেনকে একা পেয়ে অসম্মানসূচক কি একটা কথা বলতেই জেন বলল, আজ যদি টারজন এখানে থাকত তাহলে তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিত।

থুরান রেগে গিয়ে বলল, সেই শুয়োরটাকে তুমি চেন?

জেন বলল, হ্যাঁ, সেই মানুষটিকে চিনি যে একজন সত্যিকারের মানুষ, যার মত মানুষ জীবনে আর কোথাও কখনো দেখিনি আমি।

থুরান বলল, টারজনটা একটা কাপুরুষ। একজন বিবাহিতা নারীর সতীত্ব নষ্ট করার পর তার স্বামীর রোষ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সব দোষ সেই নারীর উপর চাপিয়ে দেয়। তারপর ফ্রান্স ত্যাগ করে একটা জাহাজে করে ছদ্ম নাম ধারণ করে পালিয়ে যেতে থাকে। সেই জাহাজে আমি আর স্ট্রিংও ছিলাম। আমি তাকে চিনতে পারি এবং পরদিন ছুরি নিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করব বলি। কারণ সেই নারী আমার আপন বোন। তাই সে ভয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেয়।

জেন হাসতে লাগল থুরানের কথা শুনে। বলল, যারা তোমাকে ও টারজনকে দেখেছে তারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।

ওরা যখন এইভাবে কথা বলছিল তখন ওরা কেউ জানত না ওদের এই বাসা থেকে উপকূলভাগের মাত্র পাঁচ মাইলের মধ্যে টারজনের কেবিন আর তারই কিছুদূরে বাকি তিনটি হারানো নৌকোর যাত্রীরা সবাই নিরাপদে উপকূলবর্তী জঙ্গলেই বাস করছে। তবে ডুবে যাওয়া জাহাজের মালিক টেনিংটনের নৌকোয় সব অস্ত্র থাকায় শিকারের বস্তু আর, নিরাপত্তার কোন অভাব ঘটেনি তাদের। তাছাড়া তাদের নৌকোগুলোও সোজা পথে অল্পদিনের মধ্যেই কূল পেয়ে যায়। ফলে ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালায় তাদের তেমন কষ্ট পেতে হয়নি অথবা কোন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়নি।

জঙ্গলে বাস করতে করতে মাঝে মাঝে যখন হিংস্র জন্তু আর থুরানের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে জেন তখনি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই টারজনের কথা মনে পড়ে যায় তার। কোন বন্য জন্তু বা থুরানের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার মত ক্ষমতা নেই ক্লেটনের। আজ যদি তার সেই বহুআকাঙ্খিত বনদেবতা টারজন তার কাছে থাকত।

সেদিন টারজনের অভাবটাকে আরো ভালভাবে বুঝল জেন। সেদিন কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে থুরান যখন মাচার উপর ঘাসের বিছানায় শুয়েছিল তখন ক্লেটন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিল। জেন মাচার নিচে দাঁড়িয়ে কি করছিল। হঠাৎ ক্লেটন ছুটে এসে বলল, জেন, পালাও, মাচায় যাও।

জেন দেখল তার পিছনে একটা সিংহ। কিন্তু সে ছুটে পালাল না।

নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগল। যখন দেখল সিংহটা ক্লেটনের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যোগ করছে তখন সে তাদের প্রাণের সব আশা ত্যাগ করল। থুরান তা দেখে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। এমন সময় জেন দেখল বনের ভিতর থেকে অদৃশ্য কোন এক মানুষের হাত থেকে ছোঁড়া বর্শা এসে সিংহটার বুকটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সিংহটা।

জেন ক্লেটনকে বলল, দেখ দেখ।

ক্লেটন উঠে দাঁড়াল। জেন উঠে দাঁড়াতেই সে টলতে লাগল। ক্লেটন তাকে ধরে ফেলল। তারপর তাকে কাছে টেনে এনে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে মুখটা নত করে চুম্বন করতে গেল। কিন্তু জেন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলল, না, ও কাজ করো না ক্লেটন। কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু একটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির খাতিরে আর আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। গত কয়েক মুহূর্ত আমায় এই শিক্ষাই দিয়েছে যে আর আমার পক্ষে নিজেকে ও তোমাকে প্রতারিত করে যাওয়া উচিত হবে না। আমি তোমার স্ত্রী হতে কোনদিনই পারব না।

ক্লেটন বলল, কেন জেন, কি বলতে চাইছ তুমি? আমার প্রতি তোমার প্রেমানুভূতির পরিবর্তনের কারণ কি?

জেন বলল, একটা বছর পর এই মুহূর্তে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আমার মনের আসল কথা বুঝতে পেরেছি। এই মুহূর্তটি যে বীরপুরুষ একদিন আমায় প্রেম নিবেদন করে আমায় সম্মানিত করেছিল তার কথা স্মরণ করিয়ে দিল আমায়। আমি তখন বুঝতে না পেরে তাকে বিদায় দিয়েছিলাম। আমার কাছ থেকে দূরে তাকে সরিয়ে নিয়েছিলাম। তবে প্রেমের প্রতিদানের জন্য আমার অন্তরও প্রেমের পশরা নিয়ে তার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল তা আমি বুঝতে পারিনি এতদিন। এখন সে মৃত। তাই আমি কোনদিন কাউকে বিয়ে করতে পারব না জীবনে। তার থেকে কম বীরত্বসম্পন্ন কোন পুরুষকে বিয়ে করলে তাকে সারাজীবন ঘৃণাই করে যাব আমি। বুঝলে?

ক্লেটন লজ্জায় মাথা নত করে বলল, বুঝেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার পর প্রধানা পূজারিণী লা টারজনের ঘরে ঢুকল। তার হাতে কোন আলো ছিল না। সে টারজনের জন্য কিছু খাবার

এনেছিল। অন্ধকারের মাঝেই লাকে চিনতে পারল টারজন।

লা বলল, তারা ক্ষেপে উঠেছে তোমাকে না পেয়ে। এর আগে কখনো কোন বলি হাতছাড়া হয়ে যায়নি এভাবে। তাই এরই মধ্যে পঞ্চাশজন লোক তোমার খোঁজ করতে বেরিয়ে গেছে। এই ঘরটা ছাড়া মন্দিরের সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছে তোমায়।

টারজন বলল, কিন্তু এ ঘরে আসতে ভয় পায় কেন তারা?

লা বলল, কারণ এ ঘর মৃতদের ঘর। যেসব লোককে বলি দেওয়া হয় তাদের আত্মারা মৃত্যুর পর এ ঘরে এসে উপাসনা করে। জীবিত কোন লোক এ ঘরে এলে মৃতরা তাদের ধরে। যে বেঁচে রয়েছে তাকে বলি দেয় তারা। এইভাবে তারা তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। এইজন্য এ ঘরে কেউ ঢোকে না।

টারজন বলল, কিন্তু তুমি ঢুকলে কি করে?

লা বলল, আমি প্রধানা পূজারিণী। আমি মৃতদের হাত থেকে নিরাপদ।

তাহলে আমাকে মুক্তির ব্যাপারে তোমার সাহায্য করার একমাত্র ভয় হলো এই যে ওরা তোমার চাতুরী ধরে ফেলবে। তাই নয় কি?

লা বলল, হ্যাঁ। আমি ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনরকমে এই খাবারটুকু নিয়ে এসেছি তোমার জন্য। কিন্তু বারবার তা করা চলবে না। এখন এস।

লা টারজনকে নিয়ে বলির বেদীর তলদেশে যে একটা অন্ধকার ঘর ছিল তার মধ্যে নিয়ে গেল। তারপর অনেকগুলো অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে আবার একটা ঘরের রুদ্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। লা একটা চাবি বার করে তালাটা খুলে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, আগামীকাল রাত পর্যন্ত তুমি এই ঘরের মধ্যেই থাকবে।

কথাটা বলেই সে ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে গেল। নরকের দেশের মত অন্ধকার ঘরখানায় একা দাঁড়িয়ে রইল টারজন। তার দৃষ্টিতে পশুসুলভ এক তীক্ষ্ণতা থাকা সত্ত্বেও ঘরের মধ্যে কিছুই দেখতে পেল না সে। তবু অন্ধকারের মাঝেই ঘরের দেওয়ালগুলো একে একে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ঘরখানায় মাত্র একটা দরজা আছে আর কোন জানালা নেই।

টারজন দেখল একই মাপের বড় বড় পাথর দিয়ে দেওয়ালগুলো তৈরী। সহসা হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে সে দেখল দরজার উল্টোদিকের দেওয়ালটা আলগা করে গাঁথা। একটু চেষ্টা করতেই পাথরখণ্ডগুলো একটা একটা করে খুলে যেতে লাগল। টারজনের দেহটা বার হবার একটা পথ হয়ে গেল। ওপারে গিয়ে টারজন আবার পাথরখণ্ডগুলো যথাস্থানে বসিয়ে যেমন ছিল তেমনি করে দিল।

ওপারে গিয়ে টারজন দেখল মাথার উপর ছাদের মাঝখানে এক জায়গায় গোলাকার একটা ফাঁক রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে ঝরেপড়া এক ঝলক চাঁদের

আলোয় টারজন দেখল সেখানে একটা জলের কুয়ো রয়েছে। কুয়োটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তার মনে হলো এই পথটা নিশ্চয় বাইরে যাবার একটা গোপন পথ যেটা মন্দিরের লোকরা ব্যবহার করে না। এ পথে সে বাইরে যেতে শেষ পর্যন্ত না পারলেও অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। এগিয়ে গিয়ে দেখল সামনের দেওয়ালে আগের দেওয়ালটার মত আলগা করে পাথর গাঁথা একটা পথ রয়েছে। ওপারে গিয়ে আগের মত পাথরগুলো ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল। এরপর একটা সুড়ঙ্গপথ পেল সে। সে পথে কিছুদূর যাবার পর খিল আঁটা একটা কাঠের দরজা পেল সে। খিলটা জোর করে খোলার সময় একটা জোর আওয়াজ হলো। টারজন কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে দেখল এই শব্দের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না।

এরপর একটা বড় ঘরে গিয়ে দেখল সারা ঘরখানা তাল তাল ধাতুতে ভর্তি। তালগুলো অদ্ভুত আকারের কিন্তু একই মাপের। সেগুলো ভারী, কিন্তু সোনার কি না তা অন্ধকারে বুঝতে পারল না। একটা তাল নিয়ে উল্টো দিকের আর একটা দরজা দিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেল টারজন।

ঘর থেকে বেরিয়ে অনেকটা পথ যাবার পর উপরে ওঠার পাথরের সিঁড়ি পেল। তারপর সেখান থেকে দেখল একটা বড় পাথর রয়েছে। তার ওপারেই নগরপ্রান্তের সেই বিরাট উপত্যকা। এবার মাথার উপর মুক্ত আকাশ থেকে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল। সে আলোয় টারজন দেখল তার হাতের ধাতুর তালটা সোনার।

আপন মনে ভাবল টারজন, এই সেই প্রাচীন ওপার নগরী, সেই ভয়ঙ্কর সোনার দেশ। বিভীষিকা আর মৃত্যুর দেশ। উপত্যকার ওপারে সেই খাড়াই পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে যে পাহাড় হয়ে তারা গতকাল সকালে এখানে আসে। পা চালিয়ে উপত্যকাটা পার হয়ে সেই পাহাড়ের মাথায় উঠতে রাত কেটে গেল। সকাল হতেই পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে টারজন দেখল পাহাড়ের পাদদেশে ধোঁয়া উঠছে। কিন্তু কারা আছে তা বুঝতে পারল না।

পাহাড় থেকে নেমে ধীরপায়ে সাবধানে এগিয়ে গেল টারজন। কিছুদূর গিয়ে গাছপালা দিয়ে তৈরী একটা ঝুপড়ি বা শিবির দেখতে পেল। তারপর পিছন থেকে তার দলের লোকদের চিনতে পারল। টারজন এবার জোরে হাঁক দিয়ে বলল, কইগো আমার ছেলেরা, তোমাদের রাজাকে অভ্যর্থনা করো।

ওয়াজিরিরা চমকে উঠে টারজনকে দেখতে পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বলল, আমরা তোমার কথাই ভাবছিলাম মালিক। ভাবছিলাম এখনি তোমাকে উদ্ধার করতে যাব ওখানে।

টারজন বলল, পঞ্চাশজন লোককে, এদিকে দেখেছ? তারা আমায় খুঁজছে।

বাসুলি বলল, বাঁদর-গোরিলাদের মত দেখতে ছোট ছোট পায়ে হাঁটতে

হাঁটতে পঞ্চাশজন লোকের একটা দল এই পথেই গেল। আমরা ওদের দেখা দিইনি।

দিনটা সেইখানে কাটিয়ে তার দলের সবাইকে নিয়ে রাত্রিতে আবার সেই গোপন পথটা দিয়ে সেই ঘরটায় গিয়ে পঞ্চাশজন লোকের প্রত্যেকের হাতে দুটো করে সোনার তাল তুলে দিল টারজন। তারপর তারা দেশের পথে রওনা হলো। সোনার তালগুলো নিয়ে পথ চলতে তাদের দেরী হচ্ছিল। এইভাবে প্রায় একমাস চলার পর ওরা ওদের দেশের সীমানায় এসে পৌছল। কিন্তু এবার উত্তর দিকে ওদের গাঁয়ে না গিয়ে পশ্চিম দিকের উপকূলভাগে যাবার মনস্থ করল। ওদের বলল, তোমরা সোনাগুলো বনের এক জায়গায় রেখে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে যাও।

ওরা জিজ্ঞাসা করল, তুমি?

টারজন বলল, আমি দিনকতক এখানে আমার বাসায় থাকব। পরে তোমাদের ওখানে যাব।

তার দলের লোকেরা চলে গেলে টারজন আগে যেখানে অধ্যাপক পোর্টারের সিন্দুকটা পুঁতে রেখেছিল মাটিতে এবং যেখানে কোদালটা পড়ে ছিল তখনো সেইখানে একটা বড় খাল করে সব সোনার তালগুলো পুঁতে রাখল।

রাতটা সেইখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে কেবিনের পথে যাত্রা শুরু করল টারজন। কিছুদূর যাওয়ার পর বাতাসে মানুষের গন্ধ পেল। একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ আর সেই সঙ্গে একটা সিংহেরও গন্ধ পেয়ে গেল। একটা গাছের উপর থেকে টারজন দেখল একটা মই লাগানো মাচার নিচে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে আর একজন ছেঁড়া ময়লা পোশাকপরা শ্বেতাঙ্গ পুরুষ হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। তার থেকে মাত্র তিরিশ হাত দূরে একটা ক্ষুধিত সিংহ তার উপর ঝাঁপ দেবার উদ্যোগ করছে। টারজন দেখল ধনুকে তীর লাগিয়ে ছোঁড়ার সময় নেই। একমুহূর্ত দেরী হলে লোকটাকে আর বাঁচানো যাবে না। তাই সে তার বর্শাটা দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সিংহটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা সিংহটার পিঠের উপর দিয়ে ঢুকে পেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

টারজন দেখল মেয়েটি তার প্রেমাস্পদ জেন। সে যেন নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সে দেখল যে লোকটি ধীরে ধীরে চোখ মেলে মরা সিংহটার পানে তাকাল সে হচ্ছে ক্লেটন। জেনও এবার উঠে দাঁড়াল। তারপর ক্লেটন জেনকে কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করতে গেল। সহসা মাথায় খুন চেপে গেল টারজনের। সে তার ধনুকে একটা তীর সংযোজন করল। কিন্তু কি মনে হলো, তীরটা ছুঁড়ল না। তারপর গাছ থেকে কেবিনে না গিয়ে ওয়াজিরিদের গাঁয়ের দিকে পা চালিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে জেন ও ক্লেটন কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর জেন প্রথমে

কথা বলল, কে এই বর্শাটা ছুঁড়ল।

ক্লেটন বলল, ঈশ্বর জানেন।

জেন বলল, নিশ্চয় সে আমাদের বন্ধু। কিন্তু দেখা দিল না কেন? জঙ্গলের জগৎ সত্যিই রহস্যময়। এখানে কে শত্রু কে মিত্র চেনাই যায় না।

ক্লেটন এবার ডাকল। কিন্তু কারো কোন সাড়া শব্দ পেল না। তারপর জেনকে বলল, তুমি মাচায় চলে যাও। আমি ত তোমাকে রক্ষা করতে পারব না।

জেন বলল, তুমি আমায় ভুল বুঝবে না। তোমার দেহে যে অতিমানবিক শক্তি নেই সেটা তোমার দোষ নয়। তবে একটা কথা, আমাদের দুজনের বোঝা দরকার যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি না।

ক্লেটন বলল, বুঝেছি। আর একথা উত্থাপন করে লাভ নেই।

পরের দিন থুরানের অবস্থা আরো খারাপ হলো। ক্লেটন সিংহটার মৃতদেহ থেকে বর্শাটা তুলে নিয়ে জঙ্গলে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে গেল। জেন মাচা থেকে নেমে গাছের নিচে ঘোরাফেরা করতে লাগল। সে জঙ্গলের দিকে পিছন ফিরে থাকায় দেখতে পায়নি বাঁদর-গোরিলাদের মত দেখতে কতকগুলো বর্বর-জাতীয় লোক চুপিসারে ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ঘাসের খসখস শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু তার মুখ চেপে ধরে তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল ওরা।

জেন চেতনা ফিরে পেয়েই দেখল সে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। তখন রাত্রিকাল। কাছেই একটা বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল। তাতে একটা পাত্রে মাংস সিদ্ধ হচ্ছিল। তার থেকে কিছু ঝোল তুলে জেনকে খেতে দিল ওরা। কিন্তু নাকে একটা দুর্গন্ধ আসতে ঘৃণায় চোখ বন্ধ করল জেন।

দিনের পর দিন ধরে বনপথের মধ্য দিয়ে জেনকে নিয়ে হাঁটিয়ে যেতে লাগল ওরা। ক্রমে নিবিড় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল তার দেহ। পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। তাকে অনেক সময় টানতে বা ঠেলা দিতে লাগল ওরা। মারের ভয় দেখাল। কিন্তু জেন যখন আর কিছুতেই হাঁটতে পারল না তখন তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে লাগল ওরা।

অবশেষে একটা প্রাচীর ঘেরা এক প্রাচীন নগরীতে গিয়ে ঢুকল। ওরা ঢুকতেই জেনকে দেখে নারী পুরুষ সবাই জেনকে ঘিরে দাঁড়াল। মেয়েগুলোকে দেখে জেনের একটু আশা হলো, কারণ তাদের মুখগুলোকে দেখে কম নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু মেয়েগুলো তাকে দেখে একটা সহানুভূতির কথাও বলল না। জেনকে মাটির তলায় একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে দুটো পাত্রে কিছু জল ও খাবার দেওয়া হলো। এই ঘরটাতেই এক সপ্তাহ রাখা হলো তাকে। রোজ একজন করে মেয়ে এসে তাকে খাবার আর জল দিয়ে যেত। এক সপ্তাহ এইভাবে যাবার পর গায়ে একটু বল পেল

জেন। কিন্তু সে জানত না এরপর জ্বলন্ত দেবতা সূর্যের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হবে তাকে।

এদিকে বর্শা ছুঁড়ে সিংহটাকে মারার পর মনের দুঃখে ওয়াজিরিদের গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল টারজন। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হলো সে আর সে গাঁয়ে গেল না। ভাবল সে আর কোন মানুষের সমাজে ফিরে যাবে না। জঙ্গলের মাঝেই একা রয়ে যাবে সে।

একথা ভাবতে ভাবতে টারজন বনের মধ্যে আগে যেখানে তার দলের বাঁদরগুলো নাচগানের উৎসব করত সেইখানে থাকতে লাগল। একদিন সেখানে একদল বাঁদল-গোরিলা ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলো। টারজন আগে থেকে বাতাসে ওদের গন্ধ পেয়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ে। ওরা কাছে আসতে সে দেখল এই দলের সঙ্গেই একদিন থাকত সে। সে দেখল একদিন যেসব শিশু গোরিলাগুলোর সঙ্গে ছোটবেলায় খেলা করেছে আজ তারা বড় হয়ে দলের নেতা হয়েছে। দলের মধ্যে অনেক শিশু ও মেয়েগোরিলাও ছিল।

টারজন গাছের উপর থেকে শুনতে পেল তারা নিজেদের মধ্যে দলের নতুন অধিপতি নির্বাচনের কথা বলছে। কারণ তাদের আগের অধিপতি সম্প্রতি মারা গেছে। দলের কয়েকজনকে চিনতে পেরে টারজন গাছের উপর থেকে তাদের ভাষায় নাম ধরে ডেকে বলল, আমাকে চিনতে পারছ? আমার নাম বাঁদরদলের টারজন। একদিন তোমাদের রাজা কার্চাককে মেরে আমিই তোমাদের রাজা হয়েছিলাম। পরে চলে যাই।

পুরনো দিনের কথা ভেবে বয়স্ক গোরিলারা টারজনকে তাদের দলের একজন হিসাবে মেনে নিল। ফলে টারজন সেই থেকে বাঁদরদলেই রয়ে গেল। একসঙ্গে শিকার করতে লাগল। শিকারে টারজনের দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে অবাক হয়ে গেল তারা। তার বুদ্ধির জন্য তাকেই তারা রাজা নির্বাচিত করল।

একদিন দলের একটা বাঁদর অন্য কোথায় চলে গিয়েছিল ঘুরতে। দলের মধ্যে কোন সঙ্গিনী না পেয়ে সে দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গিনী খুঁজতে গিয়েছিল। সে বলল, পঞ্চাশজন অদ্ভুত ধরনের লোক একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

টারজন আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করল, লোকগুলো বাঁদরের মত দেখতে আর তাদের চেহারাগুলো বেঁটে বেঁটে? তাদের পাগুলো বাঁকা বাঁকা?

বাঁদর-গোরিলাটা বলল, হ্যাঁ।

তারা কি সিংহ আর চিতাবাঘের চামড়া পরেছিল?

হ্যাঁ, তাদের পরনে তাই ছিল।

তারা হলদে রঙের অনেক গয়না পরেছিল?

হ্যাঁ।

তারা যে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তার গায়ের চামড়াটা খুব সাদা ?

হ্যাঁ। তার মাথায় অনেক চুল ছিল। তাকে ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

টারজন বলল, হা ভগবান। কোথায় দেখেছ ?

গোরিলাটা দক্ষিণ দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টারজন লাফ দিয়ে গাছে উঠে তীরবেগে দক্ষিণ দিকে চলে গেল।

ষোড়শ অধ্যায়

ক্লেটন শিকার থেকে ফিরে এসে দেখল জেন মাচার উপর নেই। দেখল থুরান তখন ভালই আছে, তার জ্বর ছেড়ে গেছে হঠাৎ। তবু জেন কোথায় তা কিছু সে বলতে পারল না। সে তখনো অত্যধিক দুর্বল থাকার জন্য শুয়েই ছিল ঘাসের বিছানার উপর।

জেনের কথা থুরানকে জিজ্ঞাসা করতে সে আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি ত জানি না। কোন শব্দও শুনতে পাইনি।

ক্লেটন একাই বনের মধ্যে জেনের খোঁজ করে বেড়াতে লাগল। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। কোথাও জেনের কোন সন্ধান না পেয়ে তার নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। তার ডাক শুধু একটা সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সিংহ দেখে কাছাকাছি একটা গাছের উপর উঠে পড়ল সে। সিংহটা চলে গেলেও অন্ধকারে ভয়ে গাছ থেকে নামল না।

পরদিন সকালে গাছ থেকে নেমে এসে দুজনের আহারের সন্ধানে বার হলো ক্লেটন। এদিকে থুরানের জ্বর ছেড়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল সে। এমন সময় ক্লেটন হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেল। দিনে দিনে তার জ্বর বাড়তে লাগল। কোন কিছু খেতে পারত না সে। কিন্তু তার জলপিপাসা দিনে দিনে বাড়তে লাগল। কিন্তু থুরান এবার বাইরে বেরিয়ে তার জন্য আহার সংগ্রহ করতে পারলেও ক্লেটনকে সে কিছুই দিত না। প্রথম প্রথম ক্লেটন কোনরকমে নিজেই উঠে নদী থেকে একটা পাত্র ভরে খাবার জল নিয়ে আসত। একদিন সে আর উঠতে পারল না। সে থুরানের কাছে একটু জল চাইল।

কিন্তু থুরান একপাত্র জল নিজে ক্লেটনের সামনে পান করে বাকি জলটা

ফেলে দিল। কিন্তু ক্লেটনকে দিল না। বলল, তুমি একা ভোগ করার জন্য জেনকে লুকিয়ে রেখেছ। তুমি তার সামনে আমাকে অপমান করতে।

ক্লেটন ক্ষীণকণ্ঠে বলল, সে আর বেঁচে নেই। তার কথা আর বলো না।

এই বলে সে চুপ করে রইল।

পরদিন থুরান তাকে একা ফেলে রেখে ক্লেটনের বর্শাটা নিয়ে জনপদের আশায় উত্তর দিকে রওনা হলো। মাইলকতক দূরে গিয়ে উপকূলের কাছে একটা কেবিন দেখতে পেল থুরান। সে যদি জানত এটা যার কেবিন সে এখনো বেঁচে আছে তাহলে সে ছুটে পালিয়ে যেত সেখান থেকে। কিন্তু সে তার কিছুই জানত না বলে সেই কেবিনটাতেই দিনকতক রয়ে গেল। তাছাড়া কেবিনটাতে আবার উপভোগের বেশ কিছু উপকরণ থাকায় সে ভালভাবেই রয়ে গেল কিছুদিন। তারপর আবার উত্তর দিকে রওনা হলো।

এদিকে টেনিংটন তার দলবল নিয়ে কেবিনটা থেকে মাইলকতক দূরে সমুদ্রের ধারেই একটা জায়গায় বাস করছিল। তারা একটা অস্থায়ী শিবির গড়ে তুলেছিল সেখানে। তারা রোজ বলত হারানো নৌকোটা একদিন তাদের কাছে কূলে এসে ভিড়বে।

সকলেই জেন, ক্লেটন আর থুরানের জন্য খুবই ভাবতে লাগল। অধ্যাপক পোর্টার ফিলাণ্ডারের সঙ্গে বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনায় সবসময় মশগুল হয়ে থাকতেন। টেনিংটন একদিন মিস হেজেল স্ট্রংকে বলল, আপনি কি থুরানকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছেন?

হেজেল বলল, না, ভদ্রলোককে আমি পছন্দ করতাম. বড় ভাল লাগত। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবিনি। সেভাবে দেখিনি তাকে।

একদিন যখন হেজেলের সঙ্গে কথা বলছিল তখন অদূরে একজন দাড়িওয়ালা ছেঁড়া ময়লা পোশাকপরা একটা লোককে আসতে দেখে রিভলবার থেকে গুলি করতে যাচ্ছিল টেনিংটন। কিন্তু লোকটা কাছে আসতে দেখল সে ম'সিয়ে থুরান। থুরানকে অন্যান্য যাত্রীদের সম্বন্ধে সবাই প্রশ্ন করতে সে বলল, আমরা পথ হারিয়ে নৌকোতে প্রচুর খাদ্যাভাব ও জলকষ্ট পাই। তিনজন নাবিক একে একে মারা যায়। তারপর কূলে উঠে একটা মাচা তৈরী করে বাস করছিলাম। আমি যখন একদিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে ভুল বকছিলাম তখন কোন বন্য জন্তু তুলে নিয়ে যায় জেনকে। ক্লেটন জ্বরে মারা যায়।

জেন সেই অন্ধকার ঘরখানায় কতদিন বন্দী ছিল তা বলতে পারবে না সে। কারণ মাটির তলায় সেই অন্ধকার ঘরখানায় দিবারাত্রি সমান ছিল তার কাছে। দিনকতক পরে একদল মেয়ে এসে তাকে নিয়ে কি একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করল। তারপর তাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে একটা ফাঁকা উঠোনে আনল। মন্দিরের বেদীর সামনে তাকে থামতে বলল। বেদীতে রক্তের দাগ দেখে ভয় পেল জেন।

এরপর জেনকে যখন বেদীর উপর শুইয়ে দেওয়া হলো এবং প্রধানা পূজারিণী তার বুকের উপর একটা ছুরি ধরে রইল তখন জেনের ভয় আরো বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

এদিকে টারজন বনটা পার হয়ে ওপার নগরীর দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। বনের ভিতরটা গাছে গাছে এসেছে। তারপর থেকেই ছুটতে শুরু করেছে। একে একে পাহাড় আর উপত্যকা পার হয়ে সে সামনের দিকে না গিয়ে গুপ্ত পথ দিয়েই প্রবেশ করল ওপার নগরীতে।

সুড়ঙ্গপথ দিয়ে সে মন্দিরের বেদীর দিকে যতই এগোচ্ছিল ততই সে পূজারীদের নাচগানের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। সে বুঝতে পারল বলির বস্তুকে এবার বেদীতে শোয়ানো হয়েছে। একটু পরেই প্রধানা পূজারিণীর ছুরিটা জেনের বুকের উপর আমূল বসে যাবে।

টারজন দেখল মন্দিরের কোন ঘরে কোন পূজারী বা পূজারিণী নেই। সবাই নরবলি দেখতে গেছে। বেদীর সামনে উঠোনঠায় গিয়ে টারজন যখন অকস্মাৎ এক উন্মত্ত সিংহের মত উপস্থিত হল তখন সকলেই ভয় পেয়ে গেল। প্রধানা পুরোহিত লা-এর হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেল। এদিকে একজন পূজারীর হাত থেকে একটা খাঁড়া কেড়ে নিয়ে যাকে তাকে বধ করে যেতে লাগল টারজন। সকলেই ভয়ে পালাতে লাগল।

লা দেখল এর আগে যে শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষটিকে মনে মনে স্বামী হিসাবে কামনা করেছিল, যাকে চিরদিনের জন্য এই ওপার নগরীর মন্দিরে রেখে দিতে চেয়েছিল, অথচ যে তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সেই মানুষটিই হঠাৎ ফিরে এসে তার পূজারীদের নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে।

টারজন এবার লা-এর কাছে গিয়ে বলল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমি এই নারীকে নিয়ে যাব। একে উদ্ধার করার জন্যই এসেছি। যদি তুমি আমাকে বাধা দাও অথবা আমায় অনুসরণ করো তাহলে তোমাকেও হত্যা করব।

লা ভয়ে ভয়ে বলল, কে এই নারী?

টারজন বলল, এ আমার স্ত্রী।

এই বলে অচৈতন্য জেনকে কাঁধে তুলে নিয়ে যে গুপ্তপথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই চলে গেল টারজন। লা-এর সব আশা সব স্বপ্ন নির্মূল হয়ে যাওয়ায় হতাশায় ও বেদনায় সেইখানেই বসে পড়ল সে। তার দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল নীরবে।

প্রথমে ভয়ে সবাই পালালেও পরে আবার দল বেঁধে পূজারীরা ফিরে এল। তারা বলাবলি করতে লাগল মন্দিরের পিছন দিকের যে পথ দিয়ে ওরা পালিয়েছে সে পথে ওরা পালাতে পারবে না। ওদের আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেলেও টারজন যখন ফিরে এল না

তখন ওরা আবার পঞ্চাশজন লোককে টারজনের খোঁজে পাঠাল।

ওপার নগরীটাকে পিছনে ফেলে এক মাইলের উপর উপত্যকাটা দিয়ে এগিয়ে যাবার পর টারজন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একদল লোক তার পিছনে আসছে। তারা ওকে দেখে আনন্দে নাচতে লাগল। ভাবল অনায়াসে ওকে ধরে ফেলবে, কারণ ওর কাঁধে বোঝা আছে। কিন্তু টারজন কত দ্রুত হাটতে পারে তা জানত না তারা।

চোখের নিমেষে উপত্যকাটা পার হয়ে পাহাড়টার মাথার উপরে অবলীলাক্রমে উঠে গেল টারজন। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়টার ওপারে।

পাহাড়টার উপরে ওরা উঠে টারজনকে আর দেখতে পেল না। ওরা পাহাড়ের উপরে উঠতে উঠতে ততক্ষণে টারজন পাহাড় থেকে নেমে বনে ঢুকে গাছের উপর দিয়ে যেতে শুরু করেছে। এই পাহাড়টাই ওদের শেষ সীমানা, আর এগোবার প্রয়োজনবোধ করল না ওরা। এর আগের বারেও বন্দীর খোঁজে গিয়ে দেখা পায়নি তারা। এবারও তাকে যখন আর দেখতে পাচ্ছে না তখন আর তাকে ধরতে পারবে না। এই ভেবে সেখান থেকেই ফিরে গেল তারা।

এদিকে টারজন যখন দেখল তাকে আর অনুসরণ করছে না ওরা তখন এক-সময় গাছ থেকে নেমে একটা নদীর ধারে গিয়ে জেনকে নামিয়ে তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিল টারজন। তারপর বলল, কথা বল জেন

জেন এবার ধীরে ধীরে চোখ মেলে বলল, টারজন তুমি?

টারজন বলল, হ্যাঁ, ঠিক সময়েই আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তাই তোমায় বাঁচাতে পেরেছি।

জেন বলল, তার মানে আমরা ত দুজনেই মৃত।

টারজন হেসে বলল, না জেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা দুজনেই জীবিত।

জেন বলল, হেজেল আর মঁসিয়ে থুরান যে বলল, মাঝ সমুদ্রে তুমি পড়ে গিয়ে মারা গেছ।

টারজন বলল, মঁসিয়ে থুরান আমাকে অতর্কিতে জলে ফেলে দিয়েছিল। পরে তোমাকে সব কথা বলব।

জেন এবার পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, জাহাজডুবির পর থেকে ক'মাস ধরে এত কষ্ট পাবার পর আবার এত সুখ ভোগ করব। আমার মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি এবং এ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেই খাঁড়ার ঘা পড়বে আমার উপর।

টারজনের কাঁধের উপর একটা হাত রাখল জেন। দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। বিভীষিকাময় এক ভয়ঙ্কর অতীতের সব কথা ভুলে গেছে তারা। ভবিষ্যতের কথা কিছুই ভাবতে চায় না তারা। বর্তমানের এই মিলনমধুর আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তটি একান্তভাবে তাদেরই।

জেন বলল, এখন কোথায় যাবে, কি করবে?

টারজন বলল, বল কোথায় যেতে চাও তুমি?

হঠাৎ ক্লেটনের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় টারজন বলল, তোমার স্বামী কোথায়? তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

জেন বলল, ক্লেটনকে স্পষ্ট তোমার প্রতি আমার ভালবাসার কথা জানিয়ে দিই। জানিয়ে দিই তাকে দেওয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতিটা আর রক্ষা করতে পারব না আমি। আমি তাকে বিয়ে করতে পারব না।

এবার টারজনের মুখপানে তাকিয়ে জেন বলল, টারজন, তুমিই নিশ্চয় সেদিন সেই বর্শাটা ছুঁড়ে আমাদের প্রাণ বাঁচাও।

লজ্জায় মুখটা নামাল টারজন।

জেন বলল, কেমন করে তুমি আমাকে ফেলে পালালে?

টারজন বলল, ঈর্ষাজনিত এক রাগে ফেটে পড়ে আমি তখন চলে এসেছিলাম। কিন্তু জান না জেন, তখন থেকে কি বিরাট এক অন্তর্জালায় জলে পুড়ে মরতে থাকি আমি। কিছু মনে করো না। আমি ভেবেছিলাম জীবনে আর কখনো কোন মানুষের মুখ দেখব না।

তারপর টারজন কিভাবে সমুদ্র থেকে ওয়াজিরিদের সঙ্গে মেশে এবং বাঁদর-গোরিলাদের দলে যোগ দেয় সে সব কথা একে একে বলল। ফ্রান্সে সে কি করেছিল তাও সব খুলে বলল। তার মনের মধ্যে কোন কুণ্ঠা ছিল না এবং সব সময় জেনের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। তাই বলতে কোন দ্বিধা অনুভব করল না সে।

জেন বলল, আমি থুবানের কথা বিশ্বাস করিনি। ওঃ, লোকটা কি ভয়ঙ্কর!

টারজন বলল, তাহলে তুমি আমার উপর রাগ করনি?

জেন বলল, ওলগা কি খুব সুন্দরী?

টারজন হেসে জেনকে চুম্বন করল। তারপর বলল, তোমার সৌন্দর্যের দশ-ভাগের একভাগ সৌন্দর্যও তার নেই।

জেন এবার টারজনের গলাটা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করল।

সে রাত্রিতে টারজন একটা গাছের উপর মাচা তৈরী করে ঘাসের বিছানা পেতে জেনকে শুতে বলল। তারপর নিজে তার পায়ের তলায় শুয়ে রইল।

পরের দিন তারা উপকূলভাগের দিকে যাত্রা শুরু করল। যেখানে রাস্তাটা ভাল সেখানে জেন টারজনের হাত ধরে পাশাপাশি হেঁটে চলল আর বন যেখানে গভীর আর ঝোপেভরা সেখানে টারজন তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গাছের ডালে ডালে এগিয়ে চলল। এইভাবে কয়েকটা দিন কেটে গেল।

একদিন টারজন গাছের উপর থেকে তাদের দিকে অগ্রসরমান একদল মানুষের গন্ধ পেল বাতাসে। লোকগুলো কাছে এলে টারজন দেখল তারা

তারই দলের লোক আর তাদের সঙ্গে বাসুলী রয়েছে। তাদের দেখে তাদের সামনে জেনকে নিয়ে নেমে পড়ল। বাসুলিরা তাদের নেতা টারজনকে ফিরে পেয়ে আনন্দে নাচতে লাগল। জেনকে তার সঙ্গে দেখে তার কথা বাসুলি জিজ্ঞাসা করায় টারজন বলল, এর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

তখন জেনকে ঘিরেও ওরা নাচতে লাগল। তারপর তার দলের ওয়াজিরিদের সঙ্গে নিয়ে টারজন জেনরা যেখানে থাকত সেই মাচাটায় গিয়ে হাজির হলো।

টারজন দেখল ক্লেটনের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। তার দেহটা বিছানায় মিশে গেছে। চোখগুলো কোটরে ঢুকে গেছে। বাসুলিকে নদী থেকে জল আনতে বলল। ক্লেটনের অবস্থা দেখে জেনের চোখে জল এল। টারজন বলল, আমাদের আসতে বড় দেরী হয়ে গেছে। যাই হোক, দেখি কি করতে পারি।

বাসুলি জল নিয়ে এলে সেই জল ক্লেটনের চোখে মুখে ও কপালে দিয়ে কিছুটা জল তার মুখের ভিতরে ঢেলে দিল। ক্লেটন এবার চোখ মেলে তাকিয়ে টারজনকে দেখতে পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। টারজন বলল, আর ভয় নেই। আমরা তোমাকে আবার ভাল করে তুলব।

ক্লেটন বলল, আর আমি ভাল হব না। খুব দেরী হয়ে গেছে। আমি মারা যাব। তবু তোমরা এসেছ ভালই হয়েছে।

জেন জিজ্ঞাসা করল, থুরান কোথায়?

ক্লেটন বলল, শয়তানটা আমাকে একা ফেলে রেখে চলে গেছে। প্রবল জ্বরের ঘোরে তার কাছে আমি একটু পিপাসার জল চেয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার সামনে নিজে জল খেয়ে বাকি জলটা ফেলে দেয়।

সহসা উত্তেজনার বশে কনুইএর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল একবার ক্লেটন। বলল, হ্যাঁ বাঁচব। তাকে মেরে তবে মরব।

টারজন বলল, তার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। আমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া করব।

ক্লেটন আবার বিছানায় ঢলে পড়ল।

সন্ধ্যের দিকে ক্লেটন জেনকে ডেকে বলল, আমি তোমাদের উপর অবিচার করেছি জেন। তোমার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমার অন্যায় আশা করি ক্ষমা করবে তুমি। যেকথা অনেক আগে তোমায় বলা উচিত ছিল আমার সেকথা একটি বছর ধরে বলিনি তোমায়।

এই বলে সে তার কোটের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার করে জেনের হাতে দিল। তার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। জেন তার মাথাটা তার হাতের উপর তুলে নিল। কিন্তু মাথাটা ঢলে পড়ল, তার দেহটা শক্ত ও স্থির হয়ে গেল।

ক্লেটনের মৃতদেহটার দুপাশে দুজনে নতজানু হয়ে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করল

তারপর দুজনেই উঠে দাঁড়াল। টারজনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। চোখে জল নিয়েই জেন কাগজটা খুলে দেখল সেটা একটা টেলিগ্রাম। দার্ণৎ সেটা ফ্রান্স থেকে টারজনকে পাঠিয়েছিল। তাতে লেখা আছে, তোমার আঙ্গুলের ছাপগুলো এই কথাই প্রমাণ করে যে তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক।—ইতি

দার্ণৎ

কাগজটা টারজনের হাতে দিয়ে জেন বলল, কথাটা সে জানলেও তোমাকে বলেনি ?

টারজন বলল, আমি একথা জানতাম জেন। উইসকনসিনের স্টেশনেই আমি এই টেলিগ্রামটা পাই। আমি সেখানেই এটা ফেলে এসেছিলাম। পরে ক্লেটন এটা পায়।

জেন বলল, কিন্তু এটা জানার পর তুমি আমাদের বলেছিলে এক বাঁদর-গোরিলা তোমার মা আর তুমি তোমার বাবা কে তা জান না।

টারজন বলল, বলেছিলাম কারণ তোমাকে ছাড়া পদমর্যাদা ও ভূসম্পত্তির কোন প্রয়োজন অনুভব করিনি আমি। ভেবেছিলাম একথা বললে তোমাকে ক্লেটনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরেই আমি তা চাইনি। তোমার সুখটাকেই আমি তখন সবচেয়ে বড় করে দেখেছিলাম।

জেন আবার দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল টারজনকে। তার হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

পরদিন সকালে তার কেবিনের পথে যাত্রা শুরু করল টারজন। চারজন ওয়াজিরি ক্লেটনের মৃতদেহটাকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। টারজনের ইচ্ছা কেবিনের ধারে তার পিতার সমাহিত কঙ্কালের পাশে ক্লেটনকে সমাহিত করা হোক। জেনেরও ইচ্ছা তাই।

টারজনের মানবতাবোধ ও মমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল জেন। যে উচ্চবংশের মানবতাবোধ, মমতা ও উদারতা একমাত্র সভ্য মানবসমাজেই আশা করা যায়, সারাজীবন বন্য বর্বরদের মধ্যে থাকলেও কিছুমাত্র অভাব নেই তার টারজনের মধ্যে।

মাইল তিনেক পথ অতিক্রম করেই কেবিনের কাছাকাছি এসে পড়ল ওরা। সহসা টারজনের দলের লোকেরা একজন বুড়ো লোকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল টারজনের। ইতিমধ্যে জেন বুড়ো লোকটিকে চিনতে পেরে ছুটে গেল তার দিকে। 'বাবা' বলে চীৎকার করতে লাগল সে।

জেনের কণ্ঠস্বর শুনে তার পানে তাকালেন অধ্যাপক পোর্টার। হারানো মেয়েকে দীর্ঘদিন পরে ফিরে পেয়ে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। তারপর টারজনকে সশরীরে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। তিনি বুঝতে পারলেন না তাঁর মাথা ঠিক আছে কি না। কারণ অনেক আগেই তিনি জেনের বনদেবতা টারজনের মৃত্যুসংবাদ শুনেছেন।

ক্লেটনের মৃত্যুসংবাদ শুনে সত্যিই দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন অধ্যাপক পোর্টার। তিনি বললেন, মঁসিয়ে থুরান অনেকদিন আগেই খবরটা দিয়েছিল আমাদের।

টারজন বলল, থুরান কোথায় ?

অধ্যাপক বললেন, কেবিনে। সে-ই ত আমাদের কেবিনে নিয়ে যায়। সে তোমাদের দেখে খুব খুশি হবে।

টারজন বলল, চরম বিস্মিতও হবে।

এবার ওরা কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল সবাই মিলে। কেবিনে তখন অনেক লোক আনাগোনা করছে। টারজন সেখানে গিয়েই প্রথমে দার্ণৎকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, পল, একি তুমি এখানে কি করছ ?

দার্ণৎ বুঝিয়ে বলল, কিভাবে এই উপকূলভাগের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেবিনটা দেখে নেমে পড়ে। কেবিনটাকে দেখার বড় ইচ্ছা হয় তার।

জেন টারজনকে একসময় বলল, মঁসিয়ে থুরান যাকে রোকোফ বলছ, মিস্টার টেনিংটনের সঙ্গে সে বেড়াতে গেছে, তোমাকে দেখে সে দারুণ বিস্মিত হবে।

টারজন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কিন্তু তার বিস্ময়টা বড়ই ক্ষণস্থায়ী হবে।

তার এই কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেয়ে গেল জেন। বলল, জঙ্গলের নিয়ম আর সভ্য জগতের নিয়মকানুন এক নয় প্রিয়তম। ওকে তুমি নিজে না মেরে ক্যাপ্টেন দাফ্রেনের হাতে তুলে দাও। আইনে ওর যা শাস্তি হয় হবে। তুমি নিজের হাতে ওকে মারলে সবাই তোমাকে দোষ দেবে, গ্রেপ্তার করতে বলবে। আমি তোমাকে আর হারাতে পারব না।

জেনের কথাটা মেনে নিল টারজন। এমন সময় জঙ্গল থেকে টেনিংটন আর থুরান নামধারী রোকোফ বেড়াতে বেড়াতে ফিরছিল কেবিনের দিকে। টারজনকে প্রথম টেনিংটন দেখল। টারজনের চোখে চোখ পড়তেই রোকোফের মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেল।

টেনিংটন কিছু বুঝতে পারার আগেই রোকোফ তার বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে টারজনকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল। তার হাতটা টলতে থাকায় গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে টারজনের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয়বার গুলি করার জন্য রোকোফ প্রস্তুত হতেই টারজন এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল।

গুলির আওয়াজ শুনে কেবিন থেকে সবাই বেরিয়ে এল। টারজন নীরবে ক্যাপ্টেন দাফ্রেনের হাতে রোকোফকে সমর্পণ করল। রোকোফের সব কথা আগেই ক্যাপ্টেনকে বলে রেখেছিল।

জেন এবার জাহাজমালিক লর্ড টেনিংটনের সঙ্গে টারজনের পরিচয় করিয়ে দিল। টারজনই লর্ড গ্রেস্টোক এ কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল লর্ড টেনিংটন। দার্ণং তাকে টারজনের পূর্বজীবনের সব কথা বুঝিয়ে বলল।

বিকেলের দিকে কেবিনের পাশে টারজনের বাবা জন ক্লেটনের সমাধির কাছে ক্লেটনকে সমাহিত করা হলো। সকলের উপস্থিতিতে তিনবার গুলি করে মৃতের প্রতি সম্মান জানানো হলো।

সেইদিনই ক্লেটনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর টারজন ক্যাপ্টেন দাফ্রেনকে দিন-কতক অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করল। বলল, দূর বনের ভিতরে তার কিছু জিনিসপত্র আছে। সেগুলো সে ওয়াজিরিদের সাহায্যে নিয়ে আসবে।

এই বলে তখনি চলে গিয়ে পরদিন বিকালেই এসে পড়ল টারজন। ওয়াজি-রিদের সাহায্যে সোনার তালগুলো সব মাটির তলা থেকে নিয়ে এসে জাহাজে তুলে দিল। খাঁটি সোনার তালগুলো দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কোথা থেকে কি করে পেয়েছে তা কাউকে বলল না টারজন।

পরদিন জাহাজ ছাড়ার কথা ছিল। দার্ণংরা যে জাহাজে করে এসেছিল সেই সামরিক জাহাজটা করেই ওরা সবাই আপাততঃ ফ্রান্সে যাবে।

কিন্তু তার আগে টারজন জেনকে একসময় বলল, আমার বড় ইচ্ছা, কেবিনেই আমাদের বিয়েটা অনুষ্ঠিত হোক। এই কেবিনেই আমার জন্ম হয়, এখানেই আমার বাবা মা দুজনেই মারা যান। এখানেই আমার কৈশোর আর যৌবনের অনেকখানি কেটেছে। এটাই আমার বাড়ি।

জেন বলল, খুব ভাল হবে। আদিম অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আমার আকাঙ্খিত বনদেবতার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

একথা শুনে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করল তাদের।

টারজনের সঙ্গে জেনের বিয়েটা হয়ে যাবার পর টেনিংটনের একান্ত ইচ্ছা-নুসারে হেজেলের সঙ্গে তার বিয়েটাও হয়ে গেল। লর্ড টেনিংটন হেজেলের মার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করায় তিনি রাজী হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে।

অবশেষে প্রস্থানসময় উপস্থিত হলো। নব দম্পতিদের ও আর সকলকে নিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। ওয়াজিরিরা কূলে দাঁড়িয়ে বর্শাধরা হাত নাড়িয়ে তাদের

মালিক দম্পতিকে বিদায় দিল। টারজনও জেনকে পাশে নিয়ে জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে তার বিশ্বস্ত ওয়াজিরিবন্ধু ও সহচরদের হাত নেড়ে বিদায় জানাল। তারপর জেনকে বলল, আমি যে চিরকালের জন্য এদেশ ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে এক নতুন জগতে চলে যাচ্ছি সেকথা ভাবতেও পারছি না জেন।

এই কথা বলে মুখটা নামিয়ে জেনকে চুম্বন করল টারজন।
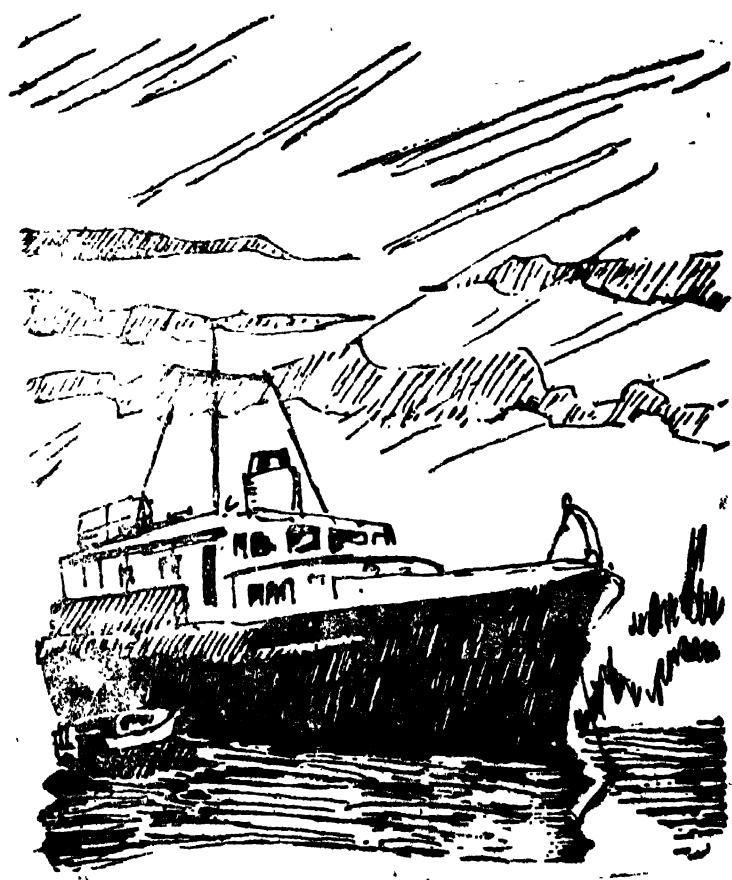
দি বীস্টস অফ টারজন

টারজনের পশুসঙ্গীরা

দার্ণৎ বলল, সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যে ঢাকা। আমি ভালভাবে জেনেছি পুলিশ অথবা সামরিক বিভাগের জেল কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা কি করে ঘটল তার কিছুই জানতে পারেনি। তারা শুধু জানে নিকোলাস রোকোফ জেল থেকে পালিয়েছে।

লর্ড গ্রেস্টোক একদিন যে 'বাঁদরদলের রাজা' নামে পরিচিত ছিল তখন প্যারিসে তার বন্ধু লেফট্ন্যান্ট পল দার্ণতের বাড়িতে বসে ছিল। সে তখন ভাবছিল তার শত্রু রোকোফের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। তারই সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এই রোকোফের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এই রোকোফ অতীতে একদিন কিভাবে তার জীবননাশের চেষ্টা করেছিল সেকথাও মনে পড়ল তার। কিন্তু আগে সে তার যে ক্ষতি করেছিল এখন মুক্ত হয়ে তার থেকে অনেক বেশী ক্ষতি করবে সে।

সম্প্রতি বর্ষার অসুবিধাটা এড়াবার জন্য টারজন তার স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে তার আফ্রিকার ওয়াজিরি অঞ্চলের জমিদারি থেকে লণ্ডনের বাড়িতে নিয়ে আসে। লণ্ডনের বাড়ি থেকে সে দু-একদিনের জন্য তার পুরনো বন্ধু দার্ণতের সঙ্গে একবার দেখা করতে আসে। এসেই রোকোফের পালিয়ে যাবার খবরটা শোনে সে। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তার এক কালো ছায়ায় মুখটা ভরে ওঠে তার। সে তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলে।

টারজন বলল, আমি নিজের জন্য ভাবি না পল। অতীতে তার অনেক কু-অভিসন্ধিই ব্যর্থ করেছি আমি। কিন্তু আমি ভাবছি আমার স্ত্রীপুত্রের কথা এবং আমার যতদূর মনে হয় সে আমাকে কায়দা করতে না পেরে আমার স্ত্রী পুত্রের মাধ্যমেই আমার উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে এখন। তাই আমাকে ফিরে গিয়ে বাড়িতে থাকতে হবে রোকোফ আবার ধরা না পড়া পর্যন্ত।

টারজন যখন এইভাবে তার বন্ধুর সঙ্গে প্যারিসে বসে কথা বলছিল ঠিক সেই সময়ে লণ্ডনের এক বাড়িতে দুজন কুটিলদর্শন লোক কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। তাদের মধ্যে একজনের মুখে ছিল বড় দাড়ি আর একজনের মুখে ছিল মাত্র কয়েকদিনের অল্প দাড়ি।

কম দাড়িবিশিষ্ট লোকটি দাড়িওয়ালা লোকটিকে বলল, তোমার দাড়িটা কামিয়ে ফেলতে হবে এ্যালেক্সি। তা না হলে ওরা তোমায় চিনে ফেলবে। এখন আমাদের এখানেই ছাড়াছাড়ি হবে। এরপর যখন আমাদের কিনসেন্ড জাহাজে দেখা হবে তখন আমাদের সম্মানিত অতিথি দুজনও এসে পড়বেন যাদের জন্য আমাদের এই সমুদ্রযাত্রার পরিকল্পনা।

এ্যালেক্সি বলল, দুঘণ্টার মধ্যেই আমি একজনকে নিয়ে ডোভারের পথে রওনা হব। আর আমার কথামত যদি কাজ করো তাহলে আগামীকাল রাত্রিতেই আর একজনকে পাবে।

রোকোফ বলল, আমাদের চেষ্টা সফল হলে তাতে আমাদের লাভ আর আনন্দ দুই-ই হবে। ফরাসীরা কী বোকা। আমার পালিয়ে যাবার খবরটা জেল কর্তৃপক্ষ গোপন রেখেছে। তার ফলে আমার প'রিকল্পনাটা কার্যকরী করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি আমি। এখন আমার পথে আপাততঃ কোন বাধাই দেখি না। এখন বিদায়।

এর তিন ঘণ্টা পরই প্যারিসে পল দার্ণতের বাসায় একখানা টেলিগ্রাম এসে হাজির হলো। দার্ণতের এক চাকর টেলিগ্রামটা টারজনের হাতে এনে দিল। টারজন সেটা পড়ে দার্ণতের হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ পল।

পল পড়ে দেখল, তাতে লেখা আছে, নতুন চাকরের যোগসাজসে কে আমাদের বাগানবাড়ি থেকে জ্যাককে চুরি করে নিয়ে গেছে। অবিলম্বে চলে এস।—জেন।

লণ্ডনের বাড়িতে গিয়ে টারজন শুনল, সেদিন বাগানে জ্যাকের ধাত্রী জ্যাককে তার গাড়িতে চাপিয়ে গাড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় বাগানের পাশের রাস্তায় একটা ট্যাক্সি এসে থামে। ট্যাক্সি থেকে কোন লোক নামেনি এবং তার এঞ্জিনটা চালু ছিল। ঠিক এই সময় তাদের বাড়ির নতুন চাকর কার্ল বাড়ি থেকে ছুটে এসে ধাত্রীকে বলে তোমায় গিন্নীমা ডাকছেন, তুমি বাচ্চাকে আমার হাতে দিয়ে যাও। ধাত্রী বাড়িতে ঢোকার সময় পিছন ফিরে দেখে কার্ল জ্যাকের গাড়িটা ট্যাক্সির কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে জ্যাককে ট্যাক্সি থেকে বেরিয়ে আসা একটা লোকের হাতে তুলে দেয় এবং কার্লও সেই লোকটার সঙ্গে ট্যাক্সিটাতে উঠে পড়ে। তারা ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাপারটা দেখে ধাত্রী বাড়ি থেকে চীৎকার করতে করতে ছুটে আসে। ট্যাক্সির ভিতর থেকে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে ধাত্রী। কিন্তু কার্ল জোর করে ধাত্রীকে সরিয়ে দেয়। গাড়িটা তীরবেগে ছুটে যায়। জেনও ততক্ষণে ছুটে যায় এবং আরো লোকজন ছুটে আসে। কিন্তু গাড়িটা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে যায়।

টারজন তার স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ এখন কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ তাদের লাইব্রেরী ঘরের টেলিফোনটা

বেজে উঠল।

ওদিক থেকে ফোনে বলে উঠল, কে লর্ড গ্রেস্টোক ?

টারজন বলল, হ্যাঁ।

আপনার ছেলে চুরি হয়েছে ? আমি আপনার ছেলের উদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি। আমি জানি কারা তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আসল কথা কি, আমিও প্রথমে ওদের দলে ছিলাম, কিন্তু পরে ওরা আমাকে লাভের অংশ ফাঁকি দেবার জন্য দল থেকে বাদ দেয়। তবে একটা শর্তে আমি আপনার ছেলেকে উদ্ধার করে দেব। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে জড়াবেন না।

টারজন বলল, আপনি যদি ছেলের কাছে আমাকে নিয়ে যান তাহলে আমার কাছ থেকে ভয়ের কিছু নেই।

ওপার থেকে লোকটি আবার বলল, ঠিক আছে। তবে আপনি কিন্তু একা আসবেন। সঙ্গে কোন পুলিশের লোক বা আত্মীয় বন্ধুকে আনবেন না। আমি কারো কাছে নিজের পরিচয় দিতে চাই না।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় এবং কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে ?

ওপার থেকে উত্তর এল, ডোভারের বন্দরের কাছে নাবিকদের বিশ্রামাগারে। আজ রাত্রেই দশটার সময় চলে আসুন। আপনার ছেলে ততক্ষণ নিরাপদেই থাকবে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগকে কোন কথা জানাবেন না এবং এবিষয়ে আমি লক্ষ্য রাখব। যদি আপনার সঙ্গে কেউ থাকে তাহলে আমি দেখা করব না আপনার সঙ্গে এবং তার ফলে আপনার সন্তানের উদ্ধারের শেষ আশাটিও নির্মূল হয়ে যাবে।

কথাটা তার স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে জানাল টারজন। তার স্ত্রী জেন তার সঙ্গে যাবার জন্য জেদ ধরল। কিন্তু টারজন বলল, অচেনা লোকটি বারবার আমাকে একা যেতে বলেছে।

কথাটা বলেই তৎক্ষণাৎ ডোভারের পথে রওনা হলো টারজন। সে চলে যাওয়ার পর জেন তাদের লাইব্রেরী ঘরে চিন্তিত মনে পায়চারি করতে লাগল। তার কেবলি ভয় হতে লাগল ছেলে উদ্ধারের নাম করে টারজনকে আবার বিপদে ফেলবে না ত ? বলা যায় না, তার স্বামী আর সন্তান একই সঙ্গে দুজনকেই শয়তান রোকোফের কবলে ফেলার চক্রান্ত চলছে না ত ?

জেন ভাবল এতক্ষণ টারজন ডোভার যাবার ট্রেনটা ধরে ফেলেছে। জেন আর স্থির থাকতে পারল না। সে ঠিক করল টারজনের পিছু পিছু সেও যাবে ডোভারে। নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে সেও খোঁজ করবে।

এই ভেবে ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলে বেরিয়ে পড়ল জেন।

ডোভারে সমুদ্রের কাছে সেই নির্দিষ্ট বাড়িটায় গিয়ে টারজন যখন পৌঁছল তখন রাত্রি নটা পঁয়তাল্লিশ বাজে। দুর্গন্ধময় একটা ঘরে টারজন ঢুকতেই একটা লোক এসে টারজনকে বলল, আসুন স্যার।

লোকটাকে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে হলো না টারজনের। লোকটা যে আসলে ছদ্মবেশী রোকোফের সহকারী ও সহচর পলভিচ সেকথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি টারজন। লোকটা তাকে সঙ্গে করে অন্য একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গেল।

টারজন বলল, আমার ছেলে কোথায় ?

লোকটা বলল, ঐ যে একটা ছোট জাহাজে আলো দেখা যাচ্ছে ঐটাতে আছে। জাহাজটার নাম কিনসেড। ওটাতে আর কোন লোক নেই। আমরা স্বচ্ছন্দে যেতে পারি সেখানে।

টারজন বলল, ঠিক আছে চল সেখানে।

টারজনকে সঙ্গে করে কিনসেড নামের ছোট জাহাজটাতে নিয়ে গিয়ে লোকটা বলল, ডেকের তলায় এই ঘরটাতে আছে। আপনি নেমে যান ঘরটার মধ্যে। আমি গেলে আমার কাছে আসবে না। আমি এইখানে দরজার মুখে দাঁড়াচ্ছি।

টারজন তার ছেলেকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার মধ্যে নেমে গেল আর মুহূর্তের মধ্যে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে শিকল দিয়ে দিল লোকটা। টারজন এবার বুঝতে পারল ছলনা করে তাকে ঘর থেকে টেনে এনে বন্দী করল রোকোফ। কিন্তু আগে এর সম্ভাবনাটা একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। এখন আর কোন উপায় নেই।

এমন সময় টারজন দেখল জাহাজটা ছেড়ে দিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নারীকণ্ঠের এক ভয়ার্ত চীৎকার শুনে টারজনের মত সাহসী লোকের বুকেও হিমশীতল ভয়ের একটা শিহরণ খেলে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

টারজন সেই লোকটার সঙ্গে কিনসেড জাহাজে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেন একটা গাউন পরে আর মাথায় ওড়না দিয়ে নাবিকদের সেই বাড়িটাতে হাজির হলো। গিয়ে দেখল দশ বারোজন নাবিক সেখানে বসে জটলা পাকিয়ে গল্প করছে। জেন তাদের একজনকে বলল, ভাল পোশাকপরা লম্বা একজন ভদ্রলোক এখানে এসে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন ?

নাবিকটি বলল, হ্যাঁ কিছুক্ষণ আগে তিনি একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঐ জাহাজটার দিকে চলে গেলেন।

জেন তার সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে লোকটার হাতে একটা মুদ্রা দিতে লোকটা আগ্রহের সঙ্গে নিয়ে গেল। যেতে যেতে বলল, জাহাজটা এখনি ছেড়ে দিচ্ছে।

জেনও দেখল দুটো লোক একটা নৌকোয় করে জাহাজটায় গিয়ে উঠেছে। তখন সে লোকটাকে বলল, তুমি আমাকে একটা নৌকোয় করে ঐ জাহাজটায় নিয়ে চল। তোমাকে আমি দশ পাউণ্ড দেব।

লোকটা একটা নৌকোয় জেনকে চাপিয়ে জাহাজটার কাছে নিয়ে গিয়ে তার টাকাটা দাবি করল। জেন তাড়াহুড়ো করে একতাড়া ব্যাঙ্কনোট লোকটার হাতে দিয়ে দিল। লোকটা দেখল তার যা দাবি তার থেকে অনেক বেশী পেয়ে গেছে। সে তখন জেনকে যত্ন করে জাহাজের মইয়ের উপর উঠিয়ে দিল।

জেন জাহাজটার উপর উঠতেই জাহাজটা ছেড়ে দিল। জেন জাহাজের ডেকের উপর উঠে দেখল জাহাজে কোন যাত্রী নেই। সে তখন একটার পর একটা করে কেবিনের দরজা খুলে দেখল তার ভিতরে কোন লোক নেই। অবশেষে শেষ প্রান্তে একটা কেবিনের দরজা একটু ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে একজন লোক ছিল। সে জেনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জোর করে তাকে ঘরে টেনে এনে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

জেন চিনতে পারল লোকটা নিকোলাস রোকোফ। জেনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল, নিকোলাস রোকোফ। মঁসিয়ে থুরান!

সঙ্গে সঙ্গে জেন জোরে চীৎকার করে উঠল এবং সেই ভয়ার্ত চীৎকারটা টারজন তার ঘর থেকে শুনে চমকে উঠল।

রোকোফ বলল, এখন নয়, জাহাজটা কূল থেকে অনেকটা দূরে চলে গেলে তবে চীৎকার করবেন।

এই বলে সে জেনের ঠোঁটের উপর তার হাতটা চাপা দিল। মাথাটা নত করে বলল, আমি হচ্ছি আপনার ভক্ত এবং গুণগ্রাহী।

রোকোফের কথায় কান না দিয়ে জেন বলল, হায়, আমার ছেলে, সে কোথায়? এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হতে পারলে নিকোলাস রোকোফ? বল সে কোথায়? সে কি জাহাজেই আছে? আমাকে আমার ছেলের কাছে দয়া করে নিয়ে চল।

রোকোফ বলল, আমার কথামত আপনি যদি কাজ করেন তাহলে আপনার ছেলের কোন ক্ষতি হবে না। তবে মনে রাখবেন নিজের দোষেই আপনি নিজে জড়িয়ে পড়েছেন। আপনি নিজে থেকে যখন এসে পড়েছেন এখানে তখন তার ফল আপনাকে ভোগ করতেই হবে। আমার ভাগ্য যে এত ভাল হবে সেকথা আমি ভাবতেই পারিনি।

এই কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা তালাবন্ধ করে দিল। এরপর পর পর দুদিন রোকোফকে দেখতে পায়নি জেন। এই সময়ের মধ্যে জেন শুধু একটা সুইডেনবাসী লোককে দেখতে পেল। লোকটা খাবার সময় তাকে খাবার দিয়ে যেত। লোকটার একটা লম্বা মোচ ছিল আর নখগুলো ছিল বড বড় আর ময়লা। সেই নখগুলো ঝোলের মধ্যে ডুবে যেত বলে ঘৃণায় ঝোল খেত না জেন। তবু সে যখন খাবার নিয়ে আসত তখন তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে ধন্যবাদ দিত। কিন্তু ভাল করে জেনের চোখের দিকে তাকাত না লোকটা।

জেনের মনে তখন একটা চিন্তাই ঘুরে ঘুরে আসত। সে চিন্তা হলো তার স্বামী আর সন্তানকে নিয়ে। তারা এখন কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে।

টারজন তখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেনি জেনও এই জাহাজেই বন্দী হয়ে আছে। যে নাবিকটা জেনকে খাবার দিয়ে যেত, সেই নাবিকটাই টারজনকেও খাবার দিত। টারজন লোকটা তার ঘরে এলেই তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করত। তার ছেলে এই জাহাজেই আছে কি না তার কাছ থেকে তা জানার চেষ্টা করত। কিন্তু কোনক্রমেই কোন কথা বলত না লোকটা।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু বন্দীরা কেউ বুঝতে পারল না তাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে কি করা হবে।

জেনকে সেই ঘরটায় বন্দী করে তালাবন্ধ করে রাখার কয়েকদিন পর রোকোফ একদিন দেখা করল জেনের সঙ্গে। বলল, আমাকে যদি একটা মোটা অঙ্কের চেক দাও তাহলে তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে তোমায় ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।

কিন্তু জেন বলল, তুমি আমার ছেলে ও স্বামীকে যদি কোন সভ্য দেশের বন্দরে নামিয়ে দাও তাহলে তুমি যা চাইছ তার দ্বিগুণ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দেব। তা করার আগে তোমাকে একটা কপর্দকও দেব না, তাতে তুমি যাই করো না কেন।

রোকোফ বলল, আমার কথামত যদি চেক না দাও তাহলে তুমি বা তোমার স্বামী বা সন্তান কেউ কোন সভ্য দেশে কোনদিন নামতে পারবে না।

জেন বলল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। তুমি যে টাকা নিয়েও তোমার খুশিমত কাজ করে যাবে না এবং তোমার এই প্রতিশ্রুতি পালন করবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

রোকোফ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে যা বলছি তাই করো। মনে রেখো, তোমার ছেলে আমার হাতে। যদি তুমি তোমার ছেলের আর্ত চীৎকার শোন তাহলে বুঝতে পারবে তোমার গোঁড়ামির জন্যই তোমার ছেলে কষ্ট পাচ্ছে।

জেন বলল, না না, তুমি তাকে পীড়ন করবে না। তুমি শয়তানের মত

নিষ্ঠুর হতে পার না।

রোকোফ বলল, আমি নিষ্ঠুর হচ্ছি না, তুমিই নিষ্ঠুর হচ্ছ। শুধু কিছু টাকার জন্য তুমি তোমার ছেলেকে কষ্ট থেকে মুক্ত করছ না।

অবশেষে জেন একটা মোটা টাকার চেক লিখে রোকোফের হাতে দিল আর রোকোফ মুখে এক তৃপ্তির হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

পরদিন পলভিচ টারজনের ঘরে গিয়ে দেখা করল তার সঙ্গে। সে টারজনকে বলল, লর্ড গ্রেস্টোক, আপনি দীর্ঘকাল ধরে রোকোফের সঙ্গে শত্রুতা করে আসছেন এবং তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আপনার জন্যই তাকে অনেক টাকা খরচ করে এই জাহাজ ভাড়া করতে হয়েছে। সুতরাং এর খরচ আপনাকেই বহন করতে হবে। রোকোফের ন্যায়সঙ্গত দাবি যদি আপনি মেনে নেন তাহলে আপনার স্ত্রী ও সন্তান তাদের অশুভ পরিণাম থেকে মুক্ত হবে এবং আপনাকেও মুক্তি দেওয়া হবে।

টারজন বলল, কত টাকা তোমরা চাও? তোমরা যে তোমাদের চুক্তি মেনে চলবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তোমাদের মত শয়তানকে বিশ্বাস করাও ত মুস্কিল।

পলভিচ বলল, আমাদের এভাবে অপমান করবেন না। আমরা কথা দিচ্ছি এটাই যথেষ্ট। আমরা আপনাকে এখনি হত্যা করতে পারি, কিন্তু তাতে আপনাকে শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

টারজন বলল, একটা কথার উত্তর দাও। আমার ছেলে কি এই জাহাজেই আছে?

পলভিচ বলল, না, আপনার ছেলে অন্যত্র নিরাপদেই আছে। আপনি আমাদের দাবি মানতে অস্বীকার না করলে আপনার ছেলেকে হত্যা করা হবে না। আপনি আমাদের দাবি না মানলে আপনাকে হত্যা করা হবে আর আপনাকে হত্যা করা হলেই আপনার ছেলেকেও হত্যা করতে হবে। সুতরাং আমার কথামত চেকটা লিখে দিয়ে আপনার নিজের জীবন ও আপনার ছেলের জীবন রক্ষা করুন।

টারজন বলল, ঠিক আছে।

সে বুঝল পলভিচ যা বলেছে সত্যিই তাই করবে ওরা। কুকর্মের দিক থেকে ওরা না পারে এমন কোন কাজ নেই। সুতরাং ওর কথামত চেকটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। তাই সে তার পকেট থেকে চেক বইটা বার করে পলভিচকে বলল, কত টাকা চাও?

পলভিচ বিরাট একটা টাকার পরিমাণ বলল। টারজন মৃদু হেসে টাকার পরিমাণটা কমাতে বলল। কিন্তু পলভিচ জেদ ধরে রইল। মোটেই কম করল না। টারজন তখন চেকে একটা মোটা টাকার অঙ্ক লিখে দিল। কিন্তু অত টাকা তার ব্যাঙ্কে ছিল না।

টারজন চেকটা পলভিচের হাতে দিয়েই বাইরে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল অদূরে জঙ্গলঘেরা তীর দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে জাহাজটা উপকূলে গিয়ে ভিড়ল। দেখা গেল যেখান থেকে কূল শুরু হয়েছে সেখান থেকেই গড়ে উঠেছে এক গভীর জঙ্গল।

জঙ্গলটার দিকে তাকিয়ে পলভিচ বলল, ওইখানে আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

টারজন বুঝল যদি তাকে ঐ জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে নিঃসন্দেহে সভ্য জগতে চলে যেতে পারবে।

পলভিচ টারজনের হাত থেকে চেকটা নিয়ে তাকে বলল, নাও, তোমার পোশাকটা খুলে ফেল। কারণ জঙ্গলে পোশাকের কোন দরকার হবে না।

টারজন সত্যি সত্যিই পোশাক খুলে ফেলল। জাহাজ থেকে একটা নৌকোয় করে টারজনকে নামিয়ে দেওয়া হলো। একজন সশস্ত্র নাবিক টারজনকে নৌকোয় করে জঙ্গলাকীর্ণ উপকূলে রেখে আবার ফিরে এল কিনসেভ জাহাজে। নাবিকরা টারজনকে কূলে রেখে জাহাজে ফিরে আসার জন্য নৌকোটা ছেড়ে দেবার সময় টারজনের হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। নৌকোটা চলে গেলে টারজন কূলে দাঁড়িয়ে দেখল জাহাজের ডেকে রোকোফ তার ছেলেকে দুহাতে করে মাথার উপর তুলে ধরে টারজনকে দেখাচ্ছে। টারজন তখন বুঝল সে ভুল করেছে। ভেবেছিল জাহাজে তার ছেলে নেই। একথা জানলে সে কিছুতেই তার ছেলেকে ছেড়ে নিজের মুক্তির জন্য জাহাজ ছেড়ে এখানে চলে আসত না। শত বিপদ ও নিপীড়ণ সহ্য করেও সেই জাহাজেই থেকে যেত সে। টারজন একবার নৌকোর মাঝিদের ডাকল। কিন্তু তারা আসবে না।

টারজনকে কূলে রেখে যাওয়ার জন্যই তাদের পাঠানো হয়েছে। টারজনের পিছনে তখন কতকগুলো ছোট বাঁদর কিচমিচ করছিল। টারজন আপন মনে বলল, থাক, একটা সান্ত্বনা, জেন এখন লণ্ডনে আছে। এই সব শয়তানদের কবলে সে এখনো পড়েনি।

দীর্ঘকাল বন থেকে বহু দূরে লণ্ডন শহরে থাকায় তার নাক কানের ইন্দ্রিয় অনেকখানি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি সে যখন রোকোফের দেওয়া চিঠিটা খুলে পড়তে যাচ্ছে তখন একটা লোমশ বাঁদর-গোরিলা তার কুটিল দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

নাবিকের দেওয়া চিঠিটা প্রথমে কোন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি টারজনের মনে। পরে সে চিঠিটা খুলে যতই পড়তে লাগল ততই রোকোফদের চক্রান্তের ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। চিঠিটাতে লেখা ছিল, তোমার সম্বন্ধে আমার আসল মতলবটা কি তা এই চিঠিটা পড়ে বুঝতে পারবে। তুমি একদিন জঙ্গলে জন্তু জানোয়ারের মত নগ্নদেহে বাস করতে। কিন্তু তোমার সন্তান তা

করবে না। সে প্রথম থেকে মানুষের সমাজে মানুষের মতই বেড়ে উঠত। কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না। সে নরখাদক এক বর্বর আদিবাসীদের সমাজে পরনে কৌপীন, পায়ে তামার গয়না আর নাকে আংটি পরে তাদের মত বেড়ে উঠবে। আমি তোমাকে হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু তাতে যে শাস্তি তুমি ভোগ করেছ এতদিন আমার হাতে সে শাস্তি দীর্ঘায়িত হত না এতখানি। তাছাড়া তুমি জীবনে বেঁচে থেকে তোমার ছেলের দুরবস্থার কথা প্রতিমুহূর্তে কল্পনা করে মৃত্যুযন্ত্রণার থেকেও কষ্ট পাবে। অথচ এমন একটা জায়গায় তোমাকে নির্বাসন দেওয়া হলো যেখান থেকে তুমি তোমার ছেলেকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টাই করতে পারবে না। রোকোফের বিরুদ্ধে যাওয়ার এই হলো শাস্তি। ইতি—নিকোলাস রোকোফ।

পুনঃ—তোমার বাকি শাস্তিটা ভোগ করবে তোমার স্ত্রী। সে শাস্তির রকমটা কি হবে তা তোমার কল্পনার উপরেই ছেড়ে দিলাম।

চিঠিটা পড়া শেষ করেই নিজের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল টারজন। এবার তার ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ হয়ে উঠল আগের মত। সে ঘুরে দেখল এক দুর্ধর্ষ পুরুষ বাঁদর-গোরিলা তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে উঠেছে। সে একা নয়।

টারজন দেখল শুধু একটা নয় প্রায় ডজনখানেক বাঁদর-গোরিলা তার পিছনে রয়েছে। কিন্তু সে বুঝল সব বাঁদর-গোরিলাগুলো একসঙ্গে আক্রমণ করবে না। তাদের দলের রাজা হিসাবে একটা গোরিলাই তাকে আক্রমণ করবে। কিন্তু টারজনের রণকৌশল আগের থেকে অনেক পাল্টে গেছে। তার হাতে কোন অস্ত্র না থাকলেও সে শুধু বুদ্ধির জোরে সম্মুখীন হবে ওদের।

আক্রমণকারী বাঁদর-গোরিলাটা তাকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতেই টারজন আগের মত সরাসরি তাকে না ধরে সে তার তলপেটে একটা জোর ঘুষি মেরে দিল। গোরিলাটা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। সে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াতেই টারজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টারজন এবার তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো গোরিলাটার লোমশ ঘাড়ের উপর বসিয়ে দিল। গোরিলাটা কামড়াতে এলে টারজন এমন একটা জোর ঘুষি মেরে দিল যে তার মুখটা ভেঙ্গে গেল।

অন্য গোরিলাগুলো টারজনের চারপাশে দাঁড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে তাদের লড়াই দেখতে লাগল। অবশেষে টারজন যখন তাদের রাজার ঘাড়টা মটকে দিল তখন তার শব্দটা শুনতে পেল তারা। তাদের রাজার দর্পিত মাথাটা ঢলে পড়ল তার বুকের উপর। তখন তার নিস্পন্দ দেহটার উপর দাঁড়িয়ে উপর দিকে মুখ তুলে চীৎকার করে তার বিজয়-উল্লাস প্রকাশ করল টারজন।

টারজন বুঝল, এরপর গোরিলাদের মধ্য থেকে আর একজন তার কাছে এসে যুদ্ধের আহ্বান জানাবে। হলোও ঠিক তাই। একজন বলিষ্ঠ যুবক

গোরিলা টারজনকে লক্ষ্য করে গর্জন করতে লাগল। টারজন কিন্তু এগিয়ে গেল না তাকে আক্রমণ করার জন্য, সেইখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তার আক্রমণের জন্য।

গোরিলাটা টারজনের দিকে এগিয়ে এসে গর্জন করতে থাকলে টারজন তাকে বলল, কে তুমি, বাঁদরদলের রাজা টারজনকে ভয় দেখাচ্ছ?

গোরিলাটা বলল, আমি হচ্ছি আকুৎ। মোনাক মারা গেছে। এখন আমিই হচ্ছি রাজা। এখান থেকে চলে যাও, তা না হলে খুন করব তোমায়।

টারজন বলল, তুমি দেখেছ কত সহজে আমি মোনাককে মেরেছি। আমি যদি রাজা হতে চাইতাম তাহলে আমি তোমাকেও মারতে পারতাম। কিন্তু টারজন আকুৎদের দলের রাজা হতে চায় না। আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে শান্তিতে এদেশে বাস করতে চাই। টারজন তোমাদের সাহায্য করবে এবং তোমরাও তাকে সাহায্য করবে

আকুৎ বলল, তুমি আকুৎকে মারতে পারবে না। এখানে আকুতের সমান শক্তিশালী কেউ নেই, তুমি যদি মোনাককে না মারতে তাহলে আকুৎ তাকে মেরে রাজা হত।

একথার কোন উত্তর না দিয়ে টারজন আকুতের একটা হাতের কব্জি ধরে হাতটা জোরে ঘুরিয়ে তাকে ফেলে দিল এবং তার ঘাড়টা ধরে চাপ দিতে লাগল তার উপর। টারজন তাকে প্রাণে বধ না করে হার মানাতে চাইল শুধু। তাই সে ঘাড়টার উপর চাপ দিয়ে বলল, কা গোদা? অর্থাৎ হার মানছ?

আর একটু চাপ দিলেই আকুতের ঘাড়টা ভেঙ্গে যেত। আকুৎ বলল, কা গোদা অর্থাৎ হার মেনেছি।

টারজন তার ঘাড়টা এবার ছেড়ে দিয়ে বলল, যাও, আমি রাজা হব না, তুমিই হবে রাজা। যদি তোমাকে কেউ বাধা দেয় তাহলে তোমাকে সাহায্য করব আমি।

আকুৎ ধীরে ধীরে উঠে তার দলের কাছে চলে গেল। সে ভাবল দলের মধ্যে কেউ হয়ত আবার লড়াই করতে আসবে তার সঙ্গে। তার প্রভুত্বকে অস্বীকার করবে। কিন্তু দেখল কেউ কিছু বলল না। তার মানে তারা নীরবে মেনে নিল তার প্রভুত্বকে। তারা সবাই চলে গেল সেখান থেকে।

এবার টারজন দেখল তার একটা অস্ত্র চাই। সে তাই একটা ছোট লম্বা ধরনের পাথর কুড়িয়ে নিয়ে তাকে ঘষে ছুরির মত করে তুলল। তাই দিয়ে একটা গাছের ডাল কেটে তার ধার পরীক্ষা করে দেখল।

এমনি করে ছুরিটা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন জিনিস কেটে তার ধার পরীক্ষা করতে লাগল। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে গোধুলি হয়ে এল। তখন দারুণ খিদে পেল টারজনের। টারজন গাছের উপর থেকে দেখল একটা হরিণ সেই গাছের তলা দিয়ে আসছে। সে তৎক্ষণাৎ হরিণটার উপর লাফিয়ে

পড়ে তার ঘাড়টা মটকে ভেঙ্গে দিয়ে তার দুটো পা ধরে গাছের উপর তুলে নিল। কারণ সে আগেই দেখেছিল একটা সিংহ তাদের লক্ষ্য করে পিছন থেকে এগিয়ে আসছে।

টারজন হরিণটাকে ধরে গাছের উপর উঠে পড়তেই সিংহটা তার পা লক্ষ্য করে একটা লাফ দিল। কিন্তু ধরতে পারল না তাকে। সিংহটা মাটিতে পড়ে যেতেই টারজন আরও উপর ডালে উঠে গেল। এরপর সে তার পাথরের ছুরিটা দিয়ে হরিণের রক্তমাখা মাংস কেটে খেয়ে সেই গাছটার উপর ডালে একটা মাচা বেঁধে আশ্রয় তৈরী করে ঘুমিয়ে পড়ল।

তৃতীয় অধ্যায়

এরপর দিনকতক ধরে অস্ত্র তৈরীর কাজে মন দিল টারজন। মরা হরিণের চামড়া দিয়ে তার ধনুকের ছিলা তৈরী করল আর তার কৌপীন তৈরী করতে লাগল। সেই সঙ্গে শুকনো ঘাস দিয়ে একটা লম্বা দড়ি তৈরী করল। সে একটা তূণ আর বেল্টও তৈরী করল।

সমুদ্রের উপকূল ধরে সমান্তরালভাবে বরাবর কখনো পায়ে হেঁটে কখনো গাছে চড়ে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। সে বুঝতে পারল না সে এখন কোথায় আছে আর কিনসেড জাহাজটা কোন্ সমুদ্রের উপর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। যে সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজটা যাচ্ছে সে সমুদ্রটা ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর না সুয়েজ খাল তা সে বুঝতে পারল না।

একদিন পথে যেতে যেতে টারজন গাছের উপর বসেছিল কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ সে বাতাসে একজন বাঁদর-গোরিলার গন্ধ পেল। আবার দেখল যে গাছটায় সে বসে আছে সেই গাছেরই নিচের ডালে একটা চিতাবাঘও আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে টারজন দেখল বাঁদর-গোরিলাদের দলটা সেই গাছটার কাছে এসে পড়েছে এবং তাদের নেতা আকুৎ সেই গাছের তলায় গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। ঠিক সেই সময় চিতাবাঘটা আকুতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হচ্ছে।

আর একমুহূর্ত দেরী করলে আকুতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত চিতাবাঘটা। কিন্তু চিতাটা সামনের পা দুটো তুলতেই টারজন তার পাথরের ছুরিটা তার গায়ে বসিয়ে দিয়ে তার ঘাড়ে একটা জোর কামড় দিল। আকুৎ উপর দিকে তাকাতেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। এখন চিতাটা আর টারজন দুজনেই গাছ থেকে মাটিতে

পড়ে গেল। টারজন তখন তার পাথরের ছুরিটা বারবার বসাতে লাগল চিতাটার গায়ে। অবশেষে লুটিয়ে পড়ে গেল চিতাটা। তার উপর দাঁড়িয়ে টারজন বিজয়গর্বে একটা বিকট চীৎকার করে উঠল।

টারজন এবার আকুৎকে লক্ষ্য করে বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। বিরাট শক্তিশালী যোদ্ধা। কিছুদিন আগে আকুতের প্রাণ নিতে নিতে বাঁচিয়ে দিই। আজ চিতার কবল থেকে তাকে রক্ষা করলাম। তোমরা বিপদে পড়লে টারজনকে ডাকবে। আর টারজন যদি কখনো বিপদে পড়ে তোমাদের ডাকে তাহলে তোমরা যেন সবাই ছুটে আসবে। বুঝলে ত?

আকুৎ ও তার দলের সবাই একযোগে বলল, হুঁ।

এরপর তখনকার মত ওদের সঙ্গেই রয়ে গেল টারজন। একযোগে সকলে মিলে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

টারজনের মনে হলো রোকোফ হয়ত তাকে একটা দ্বীপের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে গেছে। সে তাকে একটা জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে জাহাজটা নিয়ে গিয়ে মূল আফ্রিকা মহাদেশের কোন কূলে নামবে। সেখানে নেমে কোন নরখাদক আদিবাসীদের বস্তীতে গিয়ে তার ছেলেকে তুলে দেবে তাদের হাতে। তার ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয়ে আঁতকে উঠল টারজন।

কিন্তু জেন? অনির্দিষ্টকাল ধরে কত পীড়ন তাকে সহ্য করে যেতে হবে। জেনের অবস্থার তুলনায় তার অবস্থা অনেক ভাল। তাছাড়া সে জানে না তার স্বামী ও সন্তান কোথায়।

বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে পুরো একটা সপ্তা কাটিয়ে টারজন একদিন সকাল-বেলায় উত্তর দিকে একাই রওনা হয়ে পড়ল। সে দেখতে চায় এটা কোন দ্বীপ না মূল মহাদেশের একটা অংশ।

একদিন পথে যেতে যেতে টারজন দেখল একটা বিরাট গাছ পড়ে গেছে আর তার একটা বড় ডালের নিচে একটা চিতাবাঘ চাপা পড়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। ডালটার চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ছটফট করছে সে, কিন্তু পারছে না।

টারজন ইচ্ছা করলেই চিতাটাকে মেরে ফেলতে পারত তখনি। কিন্তু সে ভাবল সে যখন একটু চেষ্টা করলেই তাকে তার জীবন আর স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে পারে তখন কেন সে তা করবে না? এই ভেবে সে তার তীরধনুক নামিয়ে রেখে কাঁধটা লাগিয়ে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে গাছের ডালটা তুলে ধরল। টারজন কাছে যেতেই মুক্তির আশায় তার পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল চিতাটা। টারজনের চেষ্টায় ডালটা তার দেহের উপর থেকে উঠে যাওয়ায় সে এবার মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

টারজন ভেবেছিল, চিতাটা মুক্ত হয়েই হয়ত আক্রমণ করবে তাকে দাঁত বার করে। সে তাই পাশের একটা গাছে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ার কথা ভেবে

রেখেছিল। কিন্তু টারজন তার পাশ দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিল তখন সে কিন্তু তাকে কামড়াতে এল না। উল্টে তার পিছু পিছু পোষা কুকুরের মত আসতে লাগল। তখনও টারজনের মনে সন্দেহ ছিল। সে ভাবছিল এখন তাকে চিতাটা আক্রমণ না করলেও পরে সে ক্ষুধার্ত হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর। কিন্তু সে ভুল ভেঙে গেল টারজনের। সে বুঝতে পারল চিতাটা কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এখন বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করছে তার প্রতি।

বিকালের দিকে চিতাটা টারজনের কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বসেছিল। টারজন ছিল একটা গাছের ডালে বসে। দুজনেই ছিল শিকারের আশায়। গাছের তলায় একটা হরিণকে আসতে দেখেই টারজন তার ঘাসের দড়ির ফাঁসটা হরিণটার গলায় আটকে দিল। তারপর 'শীতা শীতা' বলে চিতাবাঘটাকে ডাকতে লাগল। বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় চিতাবাঘকে শীতা বলে।

টারজনের ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝোপঝাড় ভেঙে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল চিতাটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণটার উপর। হরিণটা মরে গেলে টারজন গাছ থেকে নেমে এসে দুজনে মিলে তার মাংস খেতে লাগল। এরপর থেকে তাদের দুজনের একজন কোন শিকার পেলেই আর একজনকে তা না দিয়ে খেত না। আবার অনেক সময় দুজনে একসঙ্গে মিলেমিশে শিকার করত।

একদিন যখন টারজন আর তার নতুন বন্ধু চিতাবাঘটা মিলে একটা বন-শুয়োর মেরে তার মাংস খাচ্ছিল তখন একটা সিংহ তাদের আক্রমণ করতে এলে চিতাবাঘটা পাশের একটা ঝোপে সরে গেল আর টারজন পাশের একটা গাছের ডালে উঠে পড়ল। সেখান থেকে দড়ির ফাঁসটা ঝুলিয়ে দিয়ে সিংহের গলাটা আটকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘটাকে ডাক দিল টারজন। চিতাবাঘটা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহটার উপর। আর টারজনও গাছ থেকে নেমে সিংহটার গায়ে তার ছুরিটা বসিয়ে দিল বারবার। তারপর দুজনে মিলে সিংহের মৃতদেহটার উপর দাঁড়িয়ে বিকট চীৎকার করে তাদের বন্য বিজয় উল্লাস প্রকাশ করল।

চতুর্থ অধ্যায়

সিংহটাকে দুজনে মিলে মারার পরদিনই টারজন আর তার সঙ্গী চিতাবাঘটা পথে যেতে যেতে আকুতের গোরিলাদলটার কাছে এসে পড়ল। চিতাবাঘটাকে

দেখেই আকুৎরা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু টারজন তাদের সাহস দিয়ে ডাকতেই কাছে এল তারা। বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে চিতাবাঘটার মিলন ঘটিয়ে মজা পাচ্ছিল টারজন।

টারজন তার ফাঁসটা চিতাটার গলায় আলগা করে পরিয়ে দড়িটা হাতে ধরে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তার হাতে একটা লম্বা লাঠিও ছিল। তাই দিয়ে চিতাটাকে শাসন করত সব সময়। সাধারণতঃ ওরা একসঙ্গে দলবেঁধে শিকার করে বেড়াত। মাঝে মাঝে আবার ওরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একাও শিকার করতে যেত।

একদিন একদিকে চিতাবাঘটা আর একদিকে আকুৎ তার দলবল নিয়ে শিকার করতে গিয়েছিল। টারজন তখন একা একা সমুদ্রের ধারে বেলাভূমির উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল। সে একমনে কি ভাবছিল।

এমন সময় কোথা থেকে একদল নিগ্রো যোদ্ধা টারজনের কাছে এসে পড়ে তাকে লক্ষ্য করতে থাকে। বাতাসের গতিটা অন্যদিকে থাকায় তাদের উপস্থিতির কোন আভাস পায়নি টারজন। তারা খুব কাছে এসে পড়ায় তাদের পদশব্দ শুনে চমকে উঠে পড়ে সে। নিগ্রো যোদ্ধারাও তাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়ে ওঠে।

টারজন উঠেই তার হাতের লাঠিটা দিয়ে মাথায় জোর আঘাত করে একজন নিগ্রোকে মেরে ফেলল। তখন অন্যান্য নিগ্রোরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে সরে গেল কিছুটা। কিন্তু এরপর ওরা টারজনকে তিন দিক হতে ঘিরে ফেলে তার উপর একসঙ্গে অনেকগুলো বর্শা ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল।

টারজন দেখল তার পিছনেই সমুদ্র এবং একমাত্র এই দিকটা দিয়েই পালাতে পারে সে। কিন্তু হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে জোরে অদ্ভুত একটা শব্দ করে কাদের ডাকতে লাগল। নিগ্রো যোদ্ধারা তখন নেচে নেচে বর্শা হাতে টারজনকে মারার জন্য এগিয়ে আসছিল। শব্দটা শুনে তার অর্থ বুঝতে না পেরে ওরা একবার থমকে দাঁড়াল।

এমন সময় কোথা থেকে ঝোপঝাড় ভেঙ্গে একদল বাঁদর-গোরিলা আর একটা চিতাবাঘ ছুটে এসেই একযোগে আক্রমণ করল নিগ্রোদের। নিগ্রোদের বর্শার ঘায়ে কয়েকটা বাঁদর-গোরিলা মারা গেল। কিন্তু ক্ষতি হলো নিগ্রোদেরই বেশী। আকুৎ আর দলের গোরিলারা তাদের অনেককে ঘায়েল করল। চিতাটা অনেকের গলা কেটে দিল দাঁত দিয়ে। টারজন একই সঙ্গে ওদের উৎসাহ দিতে লাগল আর ছুরি দিয়ে নিগ্রোদের আঘাত করেও যেতে লাগল।

টারজন অবশেষে দেখল, মাত্র একজন নিগ্রো যোদ্ধা নিরাপদে পালিয়ে গেল সমুদ্রের কূলের দিকে। সেখানে একটা নৌকো ছিল। বাকি সব নিগ্রো যোদ্ধা মারা গেছে। তাদের মৃতদেহগুলো চিতাটা আর বাঁদর-গোরিলাগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছিল।

টারজনের কি মনে হতে পলাতক নিগ্রোযোদ্ধাটার পিছু পিছু গিয়ে অনুসরণ করতে লাগল তাকে। লোকটা নৌকোটার কাছে যেতেই পিছন থেকে টারজন তার কাছে গিয়ে তার ঘাড়ের উপর হাত রাখল। নিগ্রোটা লড়াই করার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই টারজন তার একটা হাতের কব্জি ধরে তাকে ফেলে দিল। তারপর টারজন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ভাষায় তাকে বলল, কে তুমি?

নিগ্রো উত্তর করল, ওয়াগাম্বি উপজাতির নেতা আমি হচ্ছি মুগাম্বি।

টারজন বলল, আমি তোমাকে মারব না যদি তুমি আমাকে এই দ্বীপটা থেকে অন্যত্র চলে যেতে সাহায্য করো। কি বলছ বল।

মুগাম্বি বলল, হ্যাঁ, সাহায্য করব। কিন্তু তুমি আমার দলের সব লোকদের মেরে ফেলেছ। দাঁড় বাইবার জন্য কোন লোক নেই। কি করে নৌকো নিয়ে যাব?

টারজন দেখল লোকটার স্বাস্থ্যটা খুবই বলিষ্ঠ এবং দৈত্যের মত। তাকে হাতে রাখতে পারলে অনেক কাজ হবে তাকে দিয়ে। সে তাকে বলল, এখন এস আমার সঙ্গে।

মুগাম্বি যখন দেখল টারজন তাকে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুগুলোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে ভয়ে পিছু হটতে লাগল। কিন্তু টারজন তাকে বুঝিয়ে দিল তার সামনে তারা তার কোন ক্ষতি করবে না।

মুগাম্বি সেখানে গিয়ে দেখল তার দলের মৃতদেহগুলোকে তখনো টারজনের পশুসঙ্গীরা সব খাচ্ছে। মুগাম্বি কাছে যেতে ত'রা দাঁত বার করে তেড়ে এল। কিন্তু টারজন তাদের সকলকে শান্ত করে মুগাম্বির ভয় ভাঙিয়ে দিল। শীতার গলায় আবার ফাঁসটা লাগিয়ে দিয়ে দড়িটা ধরে রইল নিজের হাতে।

সেদিন টারজন, মুগাম্বি, শীতা আর আকুৎ এই চারজনে মিলে একটা হরিণ শিকার করল। মুগাম্বি আগুন জেলে তার ভাগের মাংস পুড়িয়ে খেল। কিন্তু টারজন ও আর সকলে কাঁচা মাংস খেল। তারপর মুগাম্বিকে নিয়ে এখান থেকে মূল মহাদেশে যাবার একটা পরিকল্পনা খাড়া করল টারজন।

টারজনের কথায় মুগাম্বির হুঁস হলো। সে বুঝতে পারল, এ জায়গাটা আসলে একটা ছোট দ্বীপ। সারা দ্বীপটাই জঙ্গলে ভরা। তবে মূল মহাদেশটা এই দ্বীপটা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ওরা ওদের গাঁয়ের কাছে যে উগাম্বি নদী আছে তাতে নৌকোয় করে বেড়াতে বেড়াতে নদীর মোহানার মধ্য দিয়ে সমুদ্রে এসে পড়ে। সেখানে ওদের নৌকোটা ঝড়ের মুখে পড়ে ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপের কূলে এসে ঠেকে।

টারজন ঠিক করে ফেলল মুগাম্বি আর তার কিছু পশু অনুচরদের সঙ্গে করে নৌকোটায় করে মূল মহাদেশে চলে যাবে। কারণ এখানে থাকলে তার উদ্ধারের কোন আশা বা সম্ভাবনা থাকবে না। এদিকে কখনো কোন জাহাজ বা সভ্য জগতের কোন মানুষ আসবে না।

টারজন তার পশুসঙ্গীদের নৌকোযাত্রার সঙ্গে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য দিনকতক ধরে তাদের নৌকোয় চাপিয়ে কূলের কাছে কিছুটা করে ঘোরাতে লাগল। অবশেষে একদিন সে মুগাম্বি, আকুৎ, তার বারোজন বাঁদর-গোরিলা আর শীতা বা চিতাবাঘটাকে সঙ্গে করে নৌকোটা ভাসিয়ে দিল সমুদ্রে।

টারজন, মুগাম্বি আর আকুৎ এই তিনজনে দাঁড় বাইতে লাগল। শীতা টারজনের পায়ের কাছে বসে রইল। আর বাকি বাঁদর-গোরিলাগুলো নৌকোর মাঝখানে বসে চারদিকে তাকাতে লাগল। অনুকূল পশ্চিমা বাতাস পেয়ে নৌকোটা ভেসে চলল নিরাপদে। ক্রমে সেই খাড়িটা পার হয়ে মূল সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউএর আঘাতে নৌকোটা খুব জোর দুলতে থাকায় বাঁদর-গোরিলাগুলো অশান্তভাবে এদিক ওদিক করতে থাকায় একসময় নৌকোটা উল্টিয়ে যাবার উপক্রম হলো। টারজন আর আকুৎ অতি কষ্টে শান্ত করল তাদের। এরপর তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

যাই হোক, এইভাবে ক্রমাগত দশ ঘণ্টা যাওয়ার পর ওরা বনভূমি ঘেরা কূল দেখতে পেল। কিন্তু তখন সন্ধ্যার অন্ধকার অনেকটা ঘন হয়ে ওঠায় ওরা উগাম্বি নদীর মোহানাটা দেখতে পেল না।

নৌকোটা কূলে ভিড়তেই ওরা নেমে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল নৌকোটাকে। রাত তখন গভীর। মুগাম্বি আগুন জ্বালাল বনের ধারে একটা জায়গায়। বাঁদর-গোরিলাগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে রইল। কিন্তু টারজন শীতাকে নিয়ে শিকারে বেরিয়ে গেল অন্ধকার বনভূমির মধ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বুনো মোষ দেখতে পেল। শীতা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোষটার উপর আর টারজন তখন মোষটার একপাশে ছুরিটা বসিয়ে দিতে লাগল বারবার। অবশেষে মোষটা মরে গেলে টারজন আর শীতা দুজনে মিলে পেট ভরে তার মাংস খেয়ে এক জায়গায় শুয়ে পড়ল। শীতার নরম পেটটার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল টারজন।

সকালে উঠে মরা মোষটার দেহ থেকে আরো কিছুটা মাংস খেয়ে ওরা সমুদ্রকূলে ওদের দলের কাছে চলে গেল। সেখান থেকে সবাইকে এনে মোষের মৃতদেহটার মধ্যে যে মাংস অবশিষ্ট ছিল তাদের দেখিয়ে দিল। ওরা সবাই মিলে পেট ভরে মাংস খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

টারজন কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে পারল না। সে মুগাম্বিকে সঙ্গে নিয়ে উগাম্বি নদীটা খুঁজতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা একটা বড় নদী দেখতে পেল। সেখান থেকে মাইলখানেক গিয়ে ওরা সেই মোহানাটা দেখতে পেল যেখানে নদীটা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

মোহানার কাছে গিয়ে টারজন গতকালকার সেই নৌকোটা দেখতে পেল যেটাকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মুগাম্বি বলল, এইটাই আমাদের

উগান্বি নদী। নদীতে তখন ভাটা চলছিল। তবু ওরা নৌকোটাতে উঠে উজান বেয়ে অতি কষ্টে মোহানার উল্টো দিকে এগিয়ে গেল। টারজন ভাবল আগে প্রথমে ওর দলের কাছে গিয়ে দলের সবাইকে নৌকোয় উঠাব। তারপর মুগাম্বিকে নিয়ে ওদের গাঁয়ে গিয়ে রোকোফের খোঁজ করবো। তার ধারণা রোকোফ বেশীদূর জাহাজে করে তার ছেলেকে নিয়ে যাবে না। সে এই মূল মহাদেশের কোন উপকূলভাগে নেমে কাছাকাছি কোন আদিবাসী বস্তীতে ছেলেটাকে কারো হাতে তুলে দিয়ে হালকা করে তুলবে নিজেকে।

গতকাল যে জায়গায় তার দলের সবাই ছিল সেখানে গিয়ে টারজন দেখল আকুৎ তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করছে। শীতা নেই। দেরী না করে সবাইকে নৌকোয় গিয়ে উঠতে বলল টারজন। টারজন শীতাকে অদ্ভুতভাবে চীৎকার করে বারকতক ডাকতেই শীতা এসে হাজির হলো। টারজনের কথামত নৌকোয় গিয়ে উঠল। কিন্তু আকুৎদের দলে দুজন গোরিলার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। টারজন বুঝল তারা স্বেচ্ছায় পালিয়েছে। কারণ নৌকোয় করে সমুদ্রযাত্রার সময় সবচেয়ে অস্বস্তি অনুভব করছিল। এই ভয়েই তারা হয়ত পালিয়েছে।

যাই হোক, সকলকে নিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠল টারজন। নৌকো ছেড়ে দেওয়া হলো। দুপুরের দিকে আহার আর বিশ্রামের জন্য বনের ধারে নদীতীরে এক জায়গায় নৌকো থামানো হলো। ওরা যখন নৌকো থেকে নেমে আহারের সন্ধান করছিল তখন কিছুটা দূরে গাছের আড়াল থেকে একটা নগ্ন আদিবাসী ওদের দেখেই ছুটে ওদের গাঁয়ে গিয়ে খবর দেয়। বলে, আবার একজন শ্বেতাঙ্গ একটা নৌকোয় করে কয়েকজন যোদ্ধা নিয়ে আমাদের গাঁয়ের দিকে আসছে।

ওদের গাঁয়ের নেতার নাম ছিল কাভিরী। এই গাঁয়েই কিছুদিন আগে দাড়িওয়ালা এক শ্বেতাঙ্গ অর্থাৎ রোকোফ এসে খুব খারাপ ব্যবহার করে যায়। তাই আর কোন শ্বেতাঙ্গকে ওদের গাঁয়ে আসতে দিতে চায় না কাভিরী। সে ঢাক বাজিয়ে গাঁয়ের যোদ্ধাদের ডাক দিতে বলল। তারপর বড় বড় বর্শা আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যোদ্ধারা সাতটা ডিঙ্গিতে গিয়ে উঠল। কাভিরী উঠল অন্য একটা ডিঙ্গিতে।

কিছুদূর নদীপথে যাওয়ার পর কাভিরী তার নৌকো থেকে টারজনদের নৌকোটাকে দেখতে পেল। তারা ভেবেছিল অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের মত টারজনেরও একদল নিগ্রো সহচর আছে আর তার সঙ্গে রাইফেল আছে। তবু তারা সংখ্যায় তাদের থেকে অনেক বেশী থাকায় তাদের হারিয়ে দেবে সহজে।

কিন্তু কাভিরী যখন তার নৌকো থেকে টারজন আর তার পশুসঙ্গীদের দেখল তখন সে ভয় পেয়ে গেল। সে তখন নিরাপদে গাঁয়ে ফিরে যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তার এই অভিযান সম্বন্ধে সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলল সেই মুহূর্তে। কিন্তু এখন যুদ্ধ না করে ফিরে যাবার কোন উপায় নেই।

দেখতে দেখতে কাভিরীদের নৌকোগুলো টারজনের নৌকোর কাছাকাছি এসে পড়ল। কাভিরীর নিগ্রো যোদ্ধারা টারজনের বিকটকায় পশুসঙ্গীদের দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তবু তাদের নৌকোগুলো চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল টারজনদের নৌকোটাকে।

নিগ্রোদের নৌকোগুলো টারজনের নৌকোটার খুব কাছে আসতেই টারজন আকুৎ আর শীতাকে কি বলল। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিগ্রোদের দুটো নৌকোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা কয়েকজন নিগ্রো যোদ্ধাকে কামড়ে ঘায়েল করে দিল। কয়েকজন মারা গেল। অনেকে পালিয়ে গেল।

টারজন বুঝতে পারল কাভিরীই নিগ্রো যোদ্ধাদের দলনেতা। সে তাই তাকে প্রাণে মারতে চাইল না। সে বেঁচে থাকলে তার থেকে কিছু খবরাখবর পাওয়া যেতে পারে। কাভিরী আহত ও অচেতন হয়ে নৌকোর পাটাতনের উপর পড়ে গেলে সে তার হাত পা বেঁধে ফেলল। যে কয়জন নিগ্রো যোদ্ধা বন্দী হয়েছিল তাদেরও হাত পা বেঁধে দিল।

কাভিরীর চেতনা ফিরে এলে সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল তার পাশে দৈত্যাকার এক নগ্নপ্রায় শ্বেতাঙ্গ আর একটা বিরাট আকারের চিতাবাঘ থাবা গেড়ে বসে আছে। টারজন তাকে বলল, তোমার লোকদের কাছ থেকে জানতে পারলাম তোমার নাম কাভিরী এবং তুমি বহুসংখ্যক আদিবাসীর নেতা।

কাভিরী বলল, হ্যাঁ।

টারজন বলল, কেন তুমি আমাদের আক্রমণ করতে এলে? আমি ত শান্তি চাই।

কাভিরী বলল, কিছুদিন আগে অন্য এক শ্বেতাঙ্গ আমাদের গাঁয়ে আসে। আমরা তাকে অনেক উপহার দিয়ে খাতির করলেও সে তার বন্দুক দিয়ে আমাদের কিছু লোককে হত্যা করে এবং আমাদের গাঁয়ের কয়েকজন পুরুষ ও নারীকে ধরে নিয়ে যায়।

টারজন বলল, সেই শ্বেতাঙ্গটা দেখতে কেমন?

কাভিরী বলল, লোকটা দেখতে খারাপ এবং মুখে দাড়ি আছে।

টারজন আবার জিজ্ঞাসা করল, তার সঙ্গে একটা ছেলে ছিল?

কাভিরী বলল, না মালিক। একটা শ্বেতাঙ্গ ছেলে ছিল অন্য দলে।

টারজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, অন্য দল। কোন্ দল?

কাভিরী বলল, দুর্বৃত্ত শ্বেতাঙ্গটা আসার তিনদিন আগে আর একটা দল এসেছিল। সেই দলে ছিল একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা, একটা ছেলে আর ছ'জন মুসলমান নাবিক। তারা মনে হয় সেই দুর্বৃত্ত শ্বেতাঙ্গটার দল থেকে পালিয়ে আসে। তাই দুর্বৃত্ত শ্বেতাঙ্গটা তাদের খোঁজ করছিল। এই দল একটা নৌকো করে এই নদী দিয়ে পালিয়ে যায়।

টারজন বুঝতে পারল পলাতক দলটির মধ্যে যে ছেলেটি ছিল সে-ই জ্যাক। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মহিলা কে তা বুঝতে পারল না। তার মনে হলো শ্বেতাঙ্গ পুরুষটি বোধহয় রোকোফেরই একজন সহকারী এবং এই মহিলাটির সহযোগিতাতেই জ্যাককে চুরি করে আনে তারা। পরে হয়ত তারা রোকোফের দল থেকে বেরিয়ে এসে মোটা টাকা মুক্তিপণ নিতে চায়। যাই হোক, টারজনের ভয় হলো রোকোফ হয়ত তাদের ধরে ফেলবে এবং নরখাদক কোন আদিবাসী বস্তীতে গিয়ে ছেলেটাকে তুলে দেবে তাদের হাতে।

টারজন আর কাভিরীর নৌকো দুটো তখনও নদীতে ভেসে চলেছিল। কাভিরীদের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনজন বাঁদর-গোরিলা মারা যায়। আকুৎকে নিয়ে তারা ছিল সংখ্যায় মোট ন'জন। কাভিরীদের গাঁয়ের কাছে এসে পড়তেই নৌকো থেকে নেমে পড়ল তারা। কাভিরীদের গাঁয়ে এসে টারজন কিছু খাবার খেয়ে কাভিরীর কাছ থেকে তার নৌকো চালিয়ে যাবার জন্য ডজনখানেক লোক চাইল।

কাভিরী বলল, লোক দেব কি বাওনা, আমি ছাড়া গাঁয়ে আর একটি লোকও নেই।

কাভিরী টারজনের সব কথা মেনে নিতে রাজী ছিল, কারণ সে ভাবছিল টারজন তার যত সব ভয়ঙ্কর সঙ্গীদের নিয়ে যত তাড়াতাড়ি তাদের গাঁ থেকে চলে যায় ততই ভাল। কিন্তু টারজনের পশুসঙ্গীদের দেখে গাঁয়ের সবাই জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল গাঁ ছেড়ে। যাওবা দু'চারজন কাভিরীর কাছে ছিল তারাও টারজনের কথা শুনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। অর্থাৎ টারজনের নৌকোতে সেই সব ভয়ঙ্কর জন্তুদের কাছে দাঁড় বাইতে কেউ সাহস করল না।

টারজন বলল, ঠিক আছে কাভিরী, আমি তোমার পাশে লোকদের সব এনে দিচ্ছি।

এই বলে সে মুগাম্বিকে কাভিরীর কাছে রেখে শীতা আর বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল।

আধ ঘণ্টা চুপচাপ কেটে গেল। মুগাম্বি আর কাভিরী সেইখানে চুপ করে বসে রইল। তারপর হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে টারজনের জন্তুদের ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহু ভয়ার্ত নরনারীর চীৎকার শুনতে পেল কাভিরী আর মুগাম্বি।

কাভিরী ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, এটা কিসের শব্দ?

মুগাম্বি বলল, এটা হচ্ছে মালিক টারজন আর তার পশুসঙ্গীদের গর্জন। তবে তারা কি করছে তা ঠিক বলতে পারছি না। মনে হয় যারা পালিয়ে গিয়েছিল তোমার সেই সব লোকদের জঙ্গল থেকে বাইরে নিয়ে আসছে।

এরপর যতই জন্তুদের গর্জন আর সমবেত নরনারীর ভয়ার্ত চীৎকারটা এগিয়ে আসতে লাগল ততই কাভিরী ভয় পেয়ে গেল। অবশেষে কাভিরী

উঠে পড়ল পালিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু মুগাম্বি তাকে ধরে ফেলল। কারণ টারজন তাকে এই নির্দেশই দিয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল টারজন পালিয়ে যাওয়া লোকদের ভেঁড়ার পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে এল। এবার কাভিরীর সামনে টারজন দাঁড়িয়ে বলল, তোমার সব লোক এসে পড়েছে। এবার তুমি আমার সঙ্গে কারা যাবে তাদের বাছাই করে দাও।

কাভিরী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে তার লোকদের ডাকল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না তার ডাকে।

টারজন তখন কাভিরীকে বলল, তোমার কথায় কেউ রাজী না হলে ওদের বলে দাও আমি আবার জন্তুদের লেলিয়ে দেব তাদের পিছনে।

এই কথা শুনে গাঁয়ের অনেক লোক কাভিরীর চারপাশে এসে দাঁড়াল। কাভিরী তাদের মধ্যে থেকে বারোজন লোককে বাছাই করে তাদের যেতে বলল টারজনের সঙ্গে। লোকগুলো অনিচ্ছা সত্ত্বেও টারজনের নৌকোয় গিয়ে বসল।

তিন দিন তারা উগাম্বি নদীর উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। দিনে দুবার করে তারা নৌকোটা নদীর ঘাটে রেখে শিকার আর খাওয়া দাওয়ার জন্য থামত। একবার এক ফাঁকে বারোজন নিগ্রো নাবিকের মধ্যে তিনজন লুকিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু বাঁদর-গোরিলারা ক্রমে নৌকোর কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠায় কোন অসুবিধা হয়নি টারজনের।

নদীর দুধারে যে সব আদিবাসী বস্তী ছিল সেই সব বস্তীর লোকগুলো টারজনের ভয়ঙ্কর পশুসঙ্গীদের নৌকোর উপর দেখে ভয়ে পালাতে লাগল। ফলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে কোন খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারল না।

একদিন নৌকো থেকে নদীর ধারে নেমে টারজন মুগাম্বি আর আকুৎকে তার পরিকল্পনার কথাটা বুঝিয়ে বলল। বলল, একজন শ্বেতাঙ্গ নৌকোয় করে এই পথেই পালাচ্ছে। তাকে ধরতে চায় সে। কিন্তু আদিবাসীরা তাদের দেখে পালাচ্ছে বলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। তাই সে একাই ওদের গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ করতে চায়।

ওদের কূলের উপর রেখে টারজন বলল, দু-একদিনের মধ্যেই তোমাদের কাছে ফিরে আসব আমি।

এই বলে বনের মধ্যে দিয়ে একাই চলে গেল টারজন। পথে যেতে যেতে যে দু-একটা গাঁ দেখতে পেল, সেই গাঁয়ে একটা লোকও দেখতে পেল না। পরে সন্ধ্যার দিকে একটা গাঁ দেখতে পেল যার মধ্যে লোক ছিল। টারজন গাঁয়ের ধারে একটা গাছের উপর থেকে দেখল গাঁয়ের মেয়েরা খাবার তৈরী করছে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে।

টারজন ভেবে পেল না কিভাবে গাঁয়ে গিয়ে যোগাযোগ করবে লোকগুলো

সঙ্গে। অবশেষে সে একটা বুদ্ধি খাটাল। গাছের উপর পাতার আড়াল থেকে চিতাবাঘের মত জোর একটা গর্জন করল সে। তখন গাঁয়ের লোকেরা গেটের কাছে ছুটে এসে গাছটার দিকে তাকাতে লাগল। টারজন তখন গাছ থেকে নেমে আদিবাসীদের ভাষায় বলল, আমাকে তোমাদের গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে দাও। আমি একজন শ্বেতাঙ্গ, তোমাদের বন্ধু। অন্য যে একজন শ্বেতাঙ্গ এখানে এসে তোমাদের উপর অত্যাচার করেছিল তাকে ধরে আমি শাস্তি দিতে চাই।

গাঁয়ের লোকগুলো তখন আপন আপন ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারা সন্ধ্যার পর কোন জন্তু জানোয়ারের ডাক শুনে ভয় পেয়ে যায়। তার উপর টারজনের মত এক দৈত্যাকার নগ্ন শ্বেতাঙ্গকে দেখে তাকে অপদেবতা বলে মনে হচ্ছিল তাদের।

টারজন ওদের অনেক ডাকাডাকি করতে লাগল। প্রথমটায় কেউ বেরোল না। পরে একজন বৃদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, আমরা তোমাকে ঢুকতে দিতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমাকে শীতাকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

টারজন বলল, ঠিক আছে, সে গাছের উপর আছে। আমি তাড়িয়ে দিয়ে আসছি।

এই বলে গাঁয়ের শেষে সেই গাছটায় চলে গেল টারজন। সে গ্রামবাসীদের মনে একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়কে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সেখানে গিয়ে চিতা-বাঘের মত গর্জন করতে লাগল। কিছু পরে ফিরে এসে বলল, চলে গেছে। এবার আমাকে ঢুকতে দাও।

গাঁয়ের গেটটা খুলে দিতেই টারজন ভিতরে ঢুকে গাঁয়ের সর্দারকে রোকোফের কথা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু সে যা বলল তার সঙ্গে কাভিরীর কথা মিলল না। গাঁয়ের সর্দার বলল, রোকোফ নামে শ্বেতাঙ্গটা তাদের গাঁয়ে একমাস ছিল। তবে দ্বিতীয় দলটার কথা দুজনেরই এক হলো। রোকোফের আগেই একটা দল আসে। সে দলে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা, একজন শিশু আর কয়েকজন মুসলমান মালবাহী কুলী ছিল।

গাঁয়ের সর্দার রাতে শোবার জন্য একটা কুঁড়ে ঘর ছেড়ে দিতে চাইল। কিন্তু টারজন বলল, আমি গাঁয়ের বাইরে ঐ গাছতলাটায় ঘুমোব। তবে আমার দলের লোকরা আগামীকাল নৌকোয় করে এখানে এসে পড়বে। দলে কতকগুলো জন্তু থাকলেও তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। তাদের ভালভাবে অভ্যর্থনা করবে। সঙ্গে মুগাম্বি নামে একজন নিগ্রো আদিবাসীও থাকবে।

টারজন কিন্তু ঘুমোল না গাছতলাটায়। সেই রাতেই উগাম্বি নদীর ধারে ধারে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। পরের দিন সকালে কিছুটা ঘুমিয়ে নিল। দুপুরের দিকে আবার যাত্রা শুরু করল। পথে দু-একটা আদিবাসী বস্তী দেখতে পেল। তাদের কাছ থেকে জানতে পারল রোকোফ এই পথেই গেছে।

দুদিন এইভাবে যাওয়ার পর উগাম্বি নদীর ধারে একটা বড় গাঁয়ে এসে

উঠল টারজন। কিন্তু সে গাঁয়ের সর্দারকে দেখে নরখাদক বলে মনে হলো তার। আপাত বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে সে অভ্যর্থনা জানাল টারজনকে। লোকটাকে দেখে ভাল না লাগলেও অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ায় কিছু আহার ও বিশ্রামের জন্য কয়েক ঘণ্টা কাটাতে চাইল সে সেখানে। তবে সে বুঝল সর্দারটা মুখে তাকে খাতির করলেও ভিতরে ঘৃণা অনুভব করছে তার প্রতি। কারণ সে নগ্নপ্রায় একজন নিঃস্ব শ্বেতাঙ্গ। তার ভাল পোশাক, সঙ্গে দলবল, অস্ত্রশস্ত্র বা আদিবাসীদের উপহার দেবার মত কিছুই নেই।

টারজন অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা কুঁড়ে ঘরের পাশের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সর্দার টারজনের এই উপস্থিতির ব্যাপারটা একেবারে গোপন রাখল গাঁয়ের লোকদের কাছে। কাছে দু-একজন যারা ছিল তাদের সাবধান করে দিল অতিথির যেন কেউ ঘুম না ভাঙ্গায়। তারপর সে গোপনে জনকতক লোককে রোকোফকে খবর দেবার জন্য নদীর ধার দিয়ে পূব দিকে পাঠিয়ে দিল।

সর্দার নিজে নদীর ধারে গিয়ে বর্শা হাতে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই কতকগুলো ডিঙ্গি এগিয়ে আসতে লাগল গাঁয়ের ঘাটের দিকে। সর্দার হাতের বর্শাটা সঞ্চালিত করে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। একটা নৌকোতে ছিল রোকোফ আর তার পাঁচজন শ্বেতাঙ্গ সহচর।

রোকোফ নৌকো থেকে নেমেই সর্দারকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার লোকরা যার কথা বলল, সেই শ্বেতাঙ্গ কোথায়?

সর্দার বলল, আমাদের গাঁয়েতেই আছে। ঘুমোচ্ছে। সে তোমার বন্ধু না শত্রু জানি না। তবে সে তোমার খোঁজ করছিল।

সর্দারের পিছু পিছু রোকোফ আর তার দলের লোকেরা পা টিপে টিপে টারজন যেখানে ঘুমোচ্ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলো। সর্দার গিয়ে দেখল টারজন তখনো ঘুমোচ্ছে। রোকোফ দেখেই চিনতে পারল টারজনকে। এক কুৎসিত শয়তানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সর্দার যখন বুঝতে পারল ঘুমন্ত টারজন রোকোফের শত্রু তখন সে তার লোকদের টারজনকে বেঁধে ফেলার জন্য হুকুম দিল।

টারজন জেগে ওঠার আগেই তার হাত পা বেঁধে ফেলা হলো। টারজনকে রোকোফ বলল, শুয়োর কোথাকার। রোকোফের পথ থেকে দূরে সরে দাঁড়াবার মত সুবুদ্ধি এখনো আসেনি তোর মাথার মধ্যে?

এই কথা বলে টারজনের মুখে একটা লাথি মারল রোকোফ।

টারজন বলল, তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যই সে বুদ্ধি আমার মাথায় আসেনি।

রোকোফ বলল, ঠিক আছে, আজ রাতে আমার নরখাদক ইথিওপ বন্ধুরা তোকে খেয়ে ফেলার আগেই তোর স্ত্রী ও ছেলের কি অবস্থা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে তা বলব তোকে।

পঞ্চম অধ্যায়

যে গাঁটায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় বন্দী ছিল টারজন সেই গাঁয়ের দিকে অন্ধকার বনভূমি নিঃশব্দ পদক্ষেপে পার হয়ে একটি চিতাবাঘ তার জ্বলন্ত চোখ দুটো নিয়ে আসতে লাগল। গাঁয়ের ভিতরে নিঃশব্দে নীরবে ঢুকে চিতাটা পরিচিত কিসের একটা গন্ধ শুঁকতে লাগল। গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে একটা কুঁড়ে ঘরের বাইরে এসে হাজির হলো। তারপর ঘরটার চালের উপর উঠে খড়পাতার ছাউনি সরিয়ে কিছুটা ফাঁক করে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

টারজনও এতক্ষণ একটা পরিচিত গন্ধ পেয়ে সচকিত হয়ে ওঠে। মেঝের উপর লাফিয়ে পড়ার পর টারজনের গা-টা শুঁকতে লাগল শীতা। টারজন তাকে তার হাত পায়ের বাঁধনগুলো খুলে ফেলতে বলল। কিন্তু সে কথা বুঝতে পারল না শীতা।

এমন সময় একজন নিগ্রো যোদ্ধা বাইরে উৎসবের জায়গাটা থেকে টারজনকে সেখানে তুলে নিয়ে যাবার জন্য ঘরে এসে ঢুকল। বাইরে তখন উৎসবের জন্য এক বিরাট প্রস্তুতি চলছিল গ্রামবাসীদের। গাঁয়ের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা খুঁটো পোতা হয়েছে। টারজনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখা হবে। গাঁয়ের মেয়েরা আগুন জ্বালিয়ে একটা পাত্রতে জল গরম করতে দিয়েছে। নাচের জন্য ঢাক আনা হয়েছে। একটু পরেই মৃত্যুর নাচ শুরু হবে আর নিগ্রো যোদ্ধারা তাদের সর্দার শুরু করলেই একে একে টারজনের গায়ে বর্শা মারতে শুরু করবে। তারপরেই টারজনের দেহ থেকে মাংস নিয়ে সিদ্ধ করে তা খাবে।

এমন সময় একজন আদিবাসী হাতে একটা বর্শা নিয়ে টারজনকে নিয়ে যাবার জন্য ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে সে চিতাবাঘটাকে দেখতে পায়নি। সে বর্শা দিয়ে টারজনের গায়ে একটা আঘাত করতেই টারজন চীৎকার করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে চিতাটা আদিবাসীটার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা কামড়ে ধরল। লোকটা রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। চিতাটার গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আহত লোকটার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে উৎসব ছেড়ে বাইরের লোকরা ছুটে আসতে লাগল।

প্রথমে রোকোফের দলের দুজন শ্বেতাঙ্গ একটা টর্চ নিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে লাগল। আদিবাসীরা ঘরের ভিতরে তাদের একজনকে রক্তাক্ত ও ছিন্ন-ভিন্ন দেহে মরে পড়ে থাকতে দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তারা ভয়ে ঘরের ভিতরে কেউ ঢুকল না। এদিকে ঘরের দরজায় সামনে অনেক লোক দেখে

চিতাটা গর্জন করতে করতে লাফ দিয়ে চালের উপর উঠে সেই ফাঁকটা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

রোকোফ তখন সর্দারকে বলল, এস, ওকে এবার বাইরে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাজ শেষ করে ফেলি। তা না হলে আবার কোন বিপদ ঘটতে পারে।

চারজন নিগ্রো যুবক টারজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই নাচের জায়গাটায় একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল দাঁড় করিয়ে। রোকোফ এবার একজন আদিবাসীর হাত থেকে একটা বর্শা নিয়ে টারজনের দেহে আঘাত করতে গেল। কিন্তু সর্দার তার হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে বলল, আমাদের প্রথামত নাচ না হওয়া পর্যন্ত কিছু করা চলবে না। তাছাড়া বন্দীকে যা মারার আমরা মারব। আমাদের বিধিমত না চললে তোমারও ঐ অবস্থা করব।

রোকোফ সরে গেল। সে টারজনকে বলল, ঠিক আছে, নাচ হয়ে গেলে আমি নিজে তোমার হৃৎপিণ্ডটা খাব। তোমার ছেলের ভবিষ্যতে কি হবে তা আগেই বলেছি। এবার তোমার স্ত্রীর কথা ভাব। তুমি ভাবছ তোমার স্ত্রী লণ্ডনের বাড়িতে নিরাপদে আছে! সে এখন এক দুর্বৃত্ত ও নোংরা লোকের হাতে পড়েছে। তার ভাগ্যে কি আছে তা বুঝতেই পারছ।

এবার নরখাদক আদিবাসীদের নাচ শুরু হলো। টারজনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে মুখে গায়ে রংমাখা নরখাদক আদিবাসীরা নাচতে লাগল ঢাকের তালে তালে। নাচ শেষ হয়ে এলে ওদের সর্দার প্রথমে তার বর্শার ফলা দিয়ে একটা খোঁচা দিল টারজনের গায়ে। কিন্তু এরপর দ্বিতীয়বার অন্য একজন বর্শা নিয়ে টারজনকে খোঁচাতে যাবার আগেই যে ঘরটায় সে বন্দী ছিল সেই ঘরের দরজার কাছ থেকে শীতা গর্জন করতে লাগল। সেই সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে কারু একটা চীৎকার শুনে টারজনও সাড়া দিল সেইভাবে।

আদিবাসীরা ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিনসেভ জাহাজ থেকে টারজনকে যখন নামিয়ে নৌকোয় করে জঙ্গলাকীর্ণ সেই দ্বীপটায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন একটা কেবিনের জানালা দিয়ে তা দেখতে পায় ক্লেটন। কিন্তু জায়গাটার নাম কি, কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় তা সে জানতে পারল না কোনক্রমেই। একমাত্র সেভেন এ্যাণ্ডারসন নামে একজন সুইডেনবাসী

রাঁধুনী ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। এ্যাণ্ডারসন রোজ দুবার করে খাবার দিয়ে যেত জেনের কেবিনে। তাকে জেন কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু ইংরিজিতে একটা কথাই বলত, 'আমার মনে হয় এরা শীগগির একটা অঘটন ঘটাবে।'

জেন বুঝল, লোকটা ঐ কথা ছাড়া আর কোন ইংরিজি জানে না।

টারজনকে সেই দ্বীপটায় নামিয়ে দেবার তিনদিন পর কিনদেড জাহাজটা সমুদ্র থেকে উগাম্বি নদীর মুখে গিয়ে পড়ল। ঐ মুখের কাছেই নামতে চায় রোকোফ।

সেইদিনই সেখানে জাহাজটাকে থামিয়ে রোকোফ জেনের কেবিনে এসে বলল, আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে এসে পড়েছি প্রিয়তমা। এবার তোমাকে সহজেই মুক্তি আর নিরাপত্তা দুইই দেব। তোমার দুঃখে অন্তর আমার বিগলিত হয়ে উঠেছে এবং আমি আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোমার স্বামী ছিল একটা অসভ্য জঙ্গলী। তুমি ভাবনা চিন্তা না করেই তাকে ভুলবশতঃ বিয়ে করে ফেল্ল। কিন্তু তার তুলনায় আমি অনেক ভদ্র, মার্জিত এবং সংস্কৃতিবান। আমি তোমাকে ভালবাসি জেন। তুমি শুধু একবার হ্যাঁ বললেই তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেব।

এ্যাণ্ডারসন তখন জেনের জন্য দুপুরের খাবার এনেছিল। সে কেবিনের বাইরে নীরবে দাঁড়িয়ে রোকোফের সব কথা শুনতে লাগল।

এবার জেন রোকোফকে বলল, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি তোমার কথা শুনে। তুমি যদি তোমার কু-অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য বলপ্রয়োগ করতে তাহলে আমি মোটেই আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু বোকার মত ভাবছ আমি টারজনের মত লোকের স্ত্রী হয়ে আমাব প্রাণ বাঁচানোর জন্য স্বেচ্ছায় ধরা দিতে এসেছি তোমাব হাতে। এতদিন তোমাকে একজন কাপুরুষ আর শয়তান বলে ভাবতাম, কিন্তু এখন দেখছি তুমি নির্বোধ।

রোকোফের চোখদুটো ছোট হয়ে গেল। রাগে আর লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার মুখখানা। সে জেনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ভীতি প্রদর্শনের স্বরে বলল, শেষে দেখা যাবে কে বোকা। তোমার সামনে যখন তোমার ছেলের বুকের ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা উপরে নেওয়া হবে তখন বুঝবে নিকোলাস রোকোফকে অপমান করার অর্থ কি।

জেন রোকোফের কাছ থেকে সরে গিয়ে বলল, তুমি কি করবে না করবে তা বলে লাভ কি? তুমি ভয় দেখিয়ে আমাকে বশীভূত করতে পারবে না। আমার সম্মান ও সতীত্বের বিনিময়ে যদি আমার ছেলের জীবন রক্ষা করি তাহলে সে ছেলে বড় হয়ে সে তার মাকে ক্ষমা করতে পারবে না এবং সে তার সারা জীবনে এ কলঙ্কের কথা ভুলতে পারবে না।

জেনের অনমনীয় মনোভাব দেখে আরো রেগে গেল রোকোফ। সে ভাবল

সে যদি জেনের ও তার ছেলের প্রাণের ভয় দেখিয়ে জোর করে তাকে বশীভূত করতে পারত তাহলে প্রতিশোধবাসনা পূর্ণ হত। সে তাহলে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে গর্বের সঙ্গে বলে বেড়াত লর্ড গ্রেস্টোকের স্ত্রীকে রক্ষিতা হিসাবে কাছে রেখে দিয়েছে।

রোকোফ কিন্তু দমে গেল না। কামনা ও ক্রোধের আগুনে জ্বলছিল তার সর্বাঙ্গ। উত্তেজনায় কাঁপছিল সে। জেনের দিকে সে ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে গিয়ে তার দুহাত দিয়ে গলাটা টিপে ধরল।

এমন সময় কেবিনের দরজাটা ঠেলে এ্যাণ্ডারসন জেনের খাবার নিয়ে ভিতরে ঢুকল। রোকোফ তাকে দেখেই বাধা পেয়ে চীৎকার করে উঠল, বিনা অনুমতিতে কেন তুমি ঘরে ঢুকলে?

রোকোফের দিকে একবার তাকিয়ে সে খাবারটা টেবিলের উপর নীরবে সাজিয়ে রাখতে লাগল।

রোকোফ আবার বলল, বেরিয়ে যাও, তা না হলে তোমাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

এই কথা বলে রোকোফ তার দিকে ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে যেতেই এ্যাণ্ডারসন তার পোশাকের ভিতরে লুকিয়ে রাখা ছুরিটা তার একটা হাত দিয়ে ধরতে গেল।

রোকোফ তা দেখে জেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আগামীকাল পর্যন্ত সময় দিলাম ভেবে দেখার জন্য। পলভিচ আর আমি ছাড়া এ জাহাজে ইতিমধ্যে আর কেউ থাকবে না। সকলকেই কূলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমরা ছাড়া এ জাহাজে থাকবে তুমি আর তোমার ছেলে।

রোকোফ কথাগুলো বলল ফরাসী ভাষায়। ভাবল এ্যাণ্ডারসন তা বুঝতে পারবে না। কথাটা বলেই কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রোকোফ। এ্যাণ্ডারসন তখন জেনকে বলল, ও ভাবে আমি বোকা। কিন্তু আসলে ও-ই বোকা।

জেন আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি ওর কথা বুঝতে পেরেছ?

এ্যাণ্ডারসন বলল, হ্যাঁ। আমি বাইরে থেকেও ওর সব কথা শুনেছি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ও আমাকেও কুকুরের মত জ্ঞান করে। আমি আপনাকে সাহায্য করব।

জেন বলল, কিন্তু কিভাবে আমাকে সাহায্য করবে তুমি?

এ্যাণ্ডারসন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, হ্যাঁ, আমি সাহায্য করতে পারি।

কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে না পারলেও লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ জাগল জেনের। এত সব শত্রুদের মাঝে অন্তত সহানুভূতিশীল একটা বন্ধুকে এতদিনে খুঁজে পেল সে।

সেদিন আর রোকোফের দেখা পেল না জেন। সন্ধ্যের সময় সেজেগুজে

এ্যাণ্ডারসন খাবার দিতে এল। তার উদ্ধারের ব্যাপারে জেন তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাইলেও সেভেন কিছু বলল না তখন। কিন্তু কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার সময় সে জেনকে বলল, আপনি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবেন, আমি এলেই বেরিয়ে পড়বেন।

জেন বলল, কিন্তু আমার ছেলে? তাকে ছাড়া আমি ত যেতে পারব না।

সেভেন বলল, আমি আপনাকে সাহায্য করছি। এর বেশী কিছু জানতে চাইবেন না।

জেন একবার ভাবল তার হয়ত সেভেনের সঙ্গে এইভাবে যাওয়া ঠিক হবে না। হয়ত এর থেকে বেশী সংকট ও দুরবস্থার মধ্যে পড়বে সে। কিন্তু আবার ভাবল সেভেন আর যাই হোক, রোকোফের থেকে ভাল, তার মন অতখানি শয়তানিতে ভরা নয়। এই ভেবে সে তার কম্বলটা গুটিয়ে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা ঠেলে সেভেন এসে হাজির হলো। তার হাতে একটা পুঁটলি আর এক হাতে কাপড়ে ঢাকা কি একটা জিনিস। সেভেন সেটা জেনের হাতে দিয়ে বলল, এই নিন আপনার ছেলে। কোন শব্দ করবেন না।

কাপড়ঢাকা ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরল জেন। আনন্দে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ থেকে। আর দেরী না করে কেবিন থেকে বেরিয়ে মই বেয়ে জাহাজ থেকে নেমে নৌকোতে উঠে পড়ল। নৌকোতে উঠেই নৌকো ছেড়ে দিল সেভেন। নৌকোটা তীরবেগে ছুটে চলল উগাম্বি নদীর উপর দিয়ে। নদীর দুধারে ঘন বনের নৈশ ছায়া জমাট বেঁধে আছে। জ্যোৎস্না রাত হলেও আকাশে তখন মেঘ ছিল।

একসময় মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ দেখা গেল আকাশে। চাঁদের আলোয় দেখা গেল উগাম্বি নদী থেকে বাঁদিকে একটা ছোট নদী চলে গেছে। সেভেন এ্যাণ্ডারসন নৌকোর মুখটা ঘুরিয়ে বাঁদিকে সেই ছোট উপনদীটার মধ্যে গিয়ে পড়ল। তারপর সেইদিকে নৌকো চালনা করতে লাগল।

আকাশে চাঁদ থাকলেও নদীর দুধারে বড় বড় গাছের ছায়াগুলো নদীর বুকে পড়ায় নদীর বুকটাকে অন্ধকার দেখাচ্ছিল। গাছের উপর লম্বা লম্বা লতা ঝুলছিল। নদীর মধ্য থেকে মাঝে মাঝে এক একটা কুমীর আর জলহস্তী জলের উপর মাথা তুলে আবার ডুবে যাচ্ছিল।

কাপড় জড়ানো ছেলেটাকে বুকের উপর চেপে নৌকোর উপর এক জায়গায় বসেছিল জেন। মাঝে মাঝে সিংহ, চিতাবাঘ, হায়েনা প্রভৃতি অদৃশ্য জন্তু জানোয়ারের ডাক নৈশ বনভূমির রহস্যকে বাড়িয়ে তুলছিল আরো। জেন জানে না তারা কোথায় যাচ্ছে, কি তার ভাগ্যে আছে। দিনের আলো না ফুটে ওঠা পর্যন্ত সে তার ছেলের মুখটাকেও একবার দেখতে পাবে না।

রাত তিনটের সময় নদীর ধারে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় কতকগুলো কুঁড়ে ঘরের একটা আদিবাসী বস্তী দেখে সেইখানে নৌকো ভেড়াল এ্যাণ্ডারসন। জেনকে নৌকো থেকে নামিয়ে নৌকোটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল। তারপর দুজনে ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে এল।

এ্যাণ্ডারসন আগে থেকে আদিবাসীদের সর্দারকে কিছু টাকা দিয়ে তাদের আসার কথা জানিয়ে দিয়েছিল। সর্দারও তাকে সাহায্য করার কথা দিয়েছিল। তাই এ্যাণ্ডারসন বারকতক ডাকাডাকি করতেই সর্দার আর তার স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাঁয়ের গেট খুলে দিল। এ্যাণ্ডারসন আদিবাসীদের ভাষায় সর্দারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। সর্দারের স্ত্রী তাদের থাকার জন্য একটা ঘর দিতে চাইল। কিন্তু ঘরটা নোংরা হবে ভেবে সে বলল, তারা বাইরেই শোবে।

এ্যাণ্ডারসন সেই ঘরের উঠোনে জেনের শোবার জন্য একটা কম্বল পেতে দিয়ে তাকে শুতে বলল। তারপর জেনের কাছ থেকে একটু দূরে নিজে একটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিবশতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল জেন।

সকালে ঘুম ভাঙলে জেন দেখল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। আদিবাসী মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে তার চারদিকে। আদিবাসীরা একটা কুমড়োর খোলে করে কিছুটা দুধ দিল খেতে। কিন্তু সেটা খাবার জন্য মুখের কাছে তুলতেই কিসের একটা দুর্গন্ধ পেয়ে বমি আসতে লাগল জেনের। সে খেতে পারল না। এ্যাণ্ডারসন সেটা তুলে নিয়ে তার থেকে কিছুটা দুধ খেল। তারপর সৌজন্যবশতঃ আদিবাসী মেয়েদের কিছু নীল পুঁতির মালা দিল।

সর্দারের নির্দেশে আদিবাসীরা সবাই সরে গেল জেনের কাছ থেকে। এ্যাণ্ডারসন কিছুটা দূরে কথা বলতে লাগল সর্দারের সঙ্গে। জেন বুঝল এ্যাণ্ডারসনকে এর আগে যতখানি অযোগ্য ভেবেছিল ততখানি অযোগ্য সে নয়। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে তার যোগ্যতা আর বিচক্ষণতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া তার সততা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় নেই জেনের মনে। তার মনে কোন কুমতলব থাকলে বোঝা যেত এতক্ষণ। জেন দেখল ইংরিজি, ফরাসী আর পশ্চিম উপকূলের আদিবাসীদের ভাষায় ভালভাবেই কথা বলতে পারে সে। সামান্য একজন রাঁধুনি হিসাবে আগে একটা বোকা-বোকা ভাব দেখালেও সে মোটেই বোকা নয়।

এমন সময় জেনের কোলে ছেলেটা কেঁদে উঠতেই কাপড়টা সরিয়ে তার মুখটা দেখল জেন। কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত চমকে উঠল ভয়ে। তারপরই সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

সপ্তম অধ্যায়

নিগ্রো যোদ্ধারা তখন সবাই ধরটার পানে তাকিয়ে দেখল একটা চিতাবাঘ গর্জন করতে করতে এইদিকে আসছে। তার উপর টারজনের গলার স্বর শুনে একদল বাঁদর-গোরিলা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের দিকে আসছে। গাঁয়ের সর্দারই প্রথমে গোরিলাদের নেতা আকুৎকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজে জঙ্গলের দিকে ভয়ে ছুটে পালাতে থাকে তার দেখাদেখি গাঁয়ের অন্য সব লোকেরাও প্রাণভয়ে ছুটতে থাকে। তারা একসঙ্গে এতগুলি ভয়ঙ্কর বাঁদর-গোরিলা আর একটা চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবে না।

আকুৎ তার দলের গোরিলাদের নিয়ে টারজনের পাশে ছুটে এসে দাঁড়াল। তখন শীতাও এসে পড়েছে ওদের আক্রমণে এর আগেই বেশ কয়েকজন নিগ্রো যোদ্ধা মারা গেছে। টারজন তখন তার তুই পায়ের বাঁধনগুলো থেকে মুক্ত হতে চাইছিল। কিন্তু ওর কথা বাঁদর-গোরিলারা বা শীতা বুঝতে পারছিল না কেউ।

সারাটা রাত এইভাবে কেটে গেল। টারজন হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। গাঁ থেকে সব লোক পালিয়ে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। সকাল হতেই তারা আবার গাঁয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তারা গাঁয়ের দিকে আসতেই শীতা আর বাঁদর-গোরিলারা আবার তাদের আক্রমণ করল। নিগ্রো যোদ্ধাদের বিষাক্ত বর্শার ঘায়ে তিনজন বাঁদর-গোরিলা মারা গেল। কিন্তু আদিবাসী নিগ্রোরা গাঁয়ে ঢুকতে পারল না। তু-দলের ভীষণ লড়াই চলতে লাগল। টারজন ক্রমশঃ হতাশ হয়ে উঠল। হাত পায়ের বাঁধনটা কেউ খুলে দিলে লড়াইএর গতিটা হঠাৎ অন্য দিকে মোড় ফিরত।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে মুগাম্বি এসে হাজির হলো। মুগাম্বি এসেই ছুরি দিয়ে টারজনের সব বাঁধন কেটে দিল। টারজন তখন মুগাম্বিকে সঙ্গে নিয়ে একটা মৃত আদিবাসীর বর্শাটা নিয়ে আদিবাসীদের তেড়ে গেল। আদিবাসীরা আগের থেকে আরো বেশী ভয় পেয়ে গেল। কয়েকজন আদিবাসী বন্দী হলো টারজনের হাতে।

তাদের কাছে টারজন জানতে পারল রোকোফ আগের দিন রাত্রিবেলাতেই তার শ্বেতাঙ্গ সহচরদের নিয়ে পালিয়ে গেছে। সর্দার তাকে বন্দুকের গুলি চালাতে বলেছিল। কিন্তু তার ভয় আরো বেশী। তাই সে তার সঙ্গীদের নিয়ে নৌকোয় করে পালিয়ে গেছে।

টারজন আর বৃথা লড়াই করল না। সে তার দলের সবাইকে নিয়ে নৌকোয় করে রোকোফের খোঁজে চলে গেল।

এবারেও টারজন দেখল কোন গাঁয়ে গেলে পশুসঙ্গীদের ভয়ে কোন আদিবাসী কথা বলছে না তার সঙ্গে। পলাতক রোকোফের কোন খবর পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না কারো কাছ থেকে। সে তাই এক জায়গায় তার দলের সবাইকে মুগাম্বির হাতে ছেড়ে রেখে একাই বেরিয়ে পড়ল রোকোফের খোঁজে।

একদিন বনপথে যেতে যেতে একটা দৃশ্য দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টারজন। একটা ঝোপের মধ্যে একজন অসুস্থ ও রুগ্ন শ্বেতাঙ্গ শুয়ে ছিল আর একজন নিগ্রো যোদ্ধা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। এর আগেই নিগ্রোটার একটা তীরে শ্বেতাঙ্গের বুকটা বিদ্ধ হয়। নিগ্রোট' আবার একটা বর্শা ছুঁড়তে যাচ্ছিল।

টারজন নিগ্রোটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার হাতের বর্শাটা কেড়ে নিল। তখন দুজনের মধ্যে হাতে হাতে লড়াই চলতে লাগল। নিগ্রোটা আত্মসমর্পণ না করায় টারজন তাকে মেরে ফেলল। তারপর শ্বেতাঙ্গটার দিকে নজর দিল। দেখল এই শ্বেতাঙ্গটাই রোকোফের কিনসেড জাহাজে রাঁধুনীর কাজ করত। তাকে খাবার এনে দিত। টারজন তাই ভাবল এও নিশ্চয় রোকোফের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল এবং সব খবর জানে। লোকটার নাম সেভেন এ্যাণ্ডারসন।

টারজন তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, আমার স্ত্রী আর ছেলে কোথায়?

সেভেন কাশছিল। তার বুকে তীরটা তখনো বিঁধে ছিল। তার বুক থেকে রক্ত ঝরছিল। কাশিটা থামলে সেভেন বলল, আমি তোমার স্ত্রী আর ছেলেকে রোকোফের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য পালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু রোকোফ এসে আমাদের ধরে ফেলে। আমাকে এইখানে ফেলে রেখে তারা চলে যায়। তোমার স্ত্রী ও ছেলে আবার ধরা পড়েছে তার হাতে। তুমি তার খোঁজে চলে যাও।

একটু আগে রাগের মাথায় তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিল টারজন। কিন্তু এখন এবার সব কথা শুনে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে বলল, আমি তোমাকে সারিয়ে তুলব।

এই বলে সেখানে বসে তার কোলে সেভেনের মাথাটা তুলে নিল টারজন। কিন্তু সেভেন একবার জোর কেশে তখনি মারা গেল।

টারজন ছোটখাটো একটা কবর খুঁড়ে এ্যাণ্ডারসনকে কবর দিল। তারপর আবার রোকোফের খোঁজে এগিয়ে যেতে লাগল একা একা। তার আগে আগে কারা গেছে বাতাসে গন্ধ শুঁকে তা বোঝার চেষ্টা করল সে। কিন্তু তার মনে হলো কিছুক্ষণ আগে জনকতক কৃষ্ণকায় নিগ্রো গেছে এই পথে। কোন শ্বেতাঙ্গ গেছে বলে মনে হলো না।

সেদিন সন্ধ্যা হতেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। সাতদিন ধরে ঝড়বৃষ্টি সমানে চলতে লাগল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল। টারজন একটা গাছের উপর আশ্রয় নিয়ে রইল। কোন জায়গায় খোঁজ করতে পারল না। তার

দলবলেরও দেখা পেল না। বুঝল তারা ঝড় জলের জন্য বাতাসে তার গন্ধ শুঁকে আসতে পারেনি তার কাছে।

সাতদিনের দিন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠল আকাশে। কিন্তু টারজন কোন্ দিকে রোকোফের খোঁজে যাবে তা ঠিক করতে পারল না। সে ঠিকমত দিক নির্ণয় করতে পারছিল না। টারজন দেখল এখানে নদীটা এত ছোট যে নৌকো চালনা সম্ভব নয়। রোকোফ নিশ্চয় এখানে কোথাও নৌকোটা ছেড়ে দিয়ে নদীর ধারে ধারে পায়ে হেঁটে পালিয়ে যাচ্ছে অথবা আবার উগাম্বি নদীতে ফিরে গেছে। তার স্ত্রী আর ছেলেকে কোথায় এখন রেখেছে সে তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না টারজন।

অনেক ভাবার পর অবশেষে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। পরের দিন সে একটা আদিবাসী গাঁয়ে গিয়ে পৌছল। কিন্তু তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের লোকেরা ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু টারজনও ছাড়ল না। সে তাড়া করে একজন যুবককে ধরে ফেলল। যুবকটা তাকে দেখে এতখানি ভয় পেয়ে গেল যে সে তার হাত থেকে সব অস্ত্র ফেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল টারজনের পায়ের কাছে।

টারজন তাকে বোঝাল অনেক করে যে সে তার কথার ঠিক ঠিক জবাব দিলে তার কোন ক্ষতি করবে না।

টারজনের অনেক প্রশ্নের উত্তরে নিগ্রো যুবকটি যা যা বলল তার থেকে বুঝতে পারল টারজন দিনকতক আগে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ এসেছিল। তারা বলে গেছে এক ভয়ঙ্কর শ্বেতাঙ্গ শয়তান পরে তাদের গাঁয়ে আসবে। তার সঙ্গে থাকবে একদল হিংস্র জন্তু।

কিন্তু টারজনের সঙ্গে কোন হিংস্র জন্তু জানোয়ার না দেখে সাহস হলো যুবকটির। সে আরো বলল, শ্বেতাঙ্গরা তাদের বলেছে যদি সেই শ্বেতাঙ্গ শয়তানটাকে হত্যা করতে পারে তাহলে তাদের তারা অনেক মোটা রকমের পুরস্কার দেবে।

টারজন যুবকটিকে সঙ্গে করে তাদের গাঁয়ে চলে গেল। গাঁয়ে গিয়ে সে সবাইকে বলতে লাগল, এই শ্বেতাঙ্গ আমাদের কোন ক্ষতি করবে না বলে কথা দিয়েছে। ওর কথার উত্তর দিলে ও কিছুই করবে না।

ওদের সর্দারকে ডেকে আনাল টারজন। সে দেখল সর্দার লোকটা বেঁটে এবং বলিষ্ঠ চেহারার। তার মুখটা কুটিল প্রকৃতির। টারজন বুঝল এরাও নরখাদক। টারজনের প্রশ্নের উত্তরে সর্দার যা বলল তার থেকে বোঝা গেল একজন শ্বেতাঙ্গ দিনকতক আগে তাদের গাঁয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন নারী বা শিশু ছিল না। এতে টারজনের সন্দেহ হলো সর্দার ঠিক বলছে না। তবু টারজন সে রাতটা তাদের গাঁয়েই কাটাবার কথা বলল।

সর্দার এ কথায় উৎসাহিত হয়ে তার একটা ঘর ছেড়ে দিল। কিন্তু সে ঘরে

আর এক বুড়ী স্ত্রী ছিল। সর্দারের অনেকগুলো স্ত্রী আছে এবং সে তার যুবতী স্ত্রীদের নিয়ে অন্য ঘরে থাকে। বুড়ীকে রাত্রিতে ঘর থেকে বার করে দিলে ঠাণ্ডায় কষ্ট হবে তার একথা ভেবে টারজন সেই ঘরে রইল না। সে অন্য ঘরে থাকার জন্য জেদ ধরলে তাকে অন্য একটা ঘর দেওয়া হলো। টারজন সর্দারকে তার কাছে দু-একজন যুবককে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করল। তারা সারারাত তারই কাছে শোবে।

'কিন্তু সর্দার বলল, তাদের গাঁয়ের কয়েকজন ভাল শিকারীর সম্মানে আজ এক নাচের উৎসব হবে গাঁয়ে। তাই যুবকরা থাকতে চাইছে না। তাকে একাই থাকতে হবে ঘরে।

সন্ধ্যার পর যখন ওদের নাচ শুরু হলো এবং গাঁয়ের সবাই যখন উৎসবে মেতে ছিল তখন টারজন সেই কুঁড়ে ঘরটার মধ্যে একা বসে ভাবছিল। এমন সময় একটা বুড়ী চুপি চুপি সেই অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে টারজনকে চুপি চুপি বলল, আমার নাম তম্বুদজা। আমি সর্দার মগনওয়াসামের প্রথমা স্ত্রী। কিন্তু ও আমাকে দেখে না। তুমি আমার ঘর থেকে আমাকে বার করে দিতে চাওনি, তাই তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার কথা শোন। ওরা তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। আমার স্বামী ওদের যা যা বলছিল আমি শুনেছি। তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই ওরা তোমাকে হত্যা করবে। নাচ শেষ হয়ে গেলে কয়েকজন হত্যাকারী তোমার কাছে এসে বসে থাকবে। ওরা সে শ্বেতাঙ্গটাকে খবর দিয়ে আনাবে। তাহলে সে ওদের মোটা পুরস্কার দেবে।

টারজন বলল, শ্বেতাঙ্গরা ত অনেক দূরে চলে গেছে গাঁ ছেড়ে। তাহলে তাদের খবর দেবে কি করে ?

বুড়ী তম্বুদজা বলল, ওরা দূরে চলে যায়নি, গাঁ থেকে বেশ কিছু দূরে শিবির গেড়ে আছে এক জায়গায়।

টারজন বলল, জায়গাটা কোথায় আমাকে বলতে পার ?

তম্বুদজা বলল, বলতে পারব না, তবে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি, তুমি যদি যাও আমার সঙ্গে।

টারজন তখনি বুড়ীকে নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের বাইরে গিয়ে অন্ধকার বনপথ ধরল। সর্দারের বুলাউ নামে একটা ছেলে সর্দারকে গিয়ে খবর দিল বুড়ী তম্বুদজা শ্বেতাঙ্গটার সঙ্গে কি সব কথা বলছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মূর্ছিত জেন চেতনা ফিরে পেয়ে দেখল ছেলেটাকে কোলে করে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ্যাণ্ডারসন। তার মুখখানা বিষাদে ভরা।

জেন বলল, আমার ছেলে কোথায়? এ ছেলে আমার নয়। তুমি তা জানতে। তুমিও রোকোফের মতই শয়তান।

এ্যাণ্ডারসন আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনার নয়? রোকোফ ত বলত এটাই আপনার ছেলে।

জেন বলল, এই ধরনের আর একটা ছেলে জাহাজে ছিল। এটা আমার ছেলে নয়।

এ্যাণ্ডারসন বলল, তা ত জানি না। তাহলে নিশ্চয় দুটো ছেলে ছিল। কিন্তু আমি তার কিছুই জানতাম না।

তার কথা শুনে জেন বুঝতে পারল আসলে এ্যাণ্ডারসনের সততায় কোন সংশয় নেই। সে ঠিকই বলেছে।

এমন সময় এ্যাণ্ডারসনের কোলের মধ্যে শিশুটা কেঁদে উঠল। সে দুহাত বাড়িয়ে জেনের কোলে যেতে চাইল। জেন তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। শিশুটা তার নিজের সন্তান না হলেও তার মাতৃসত্তা জেগে উঠল। অপরিসীম করুণায় অন্তরটা বিগলিত হয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে এ্যাণ্ডারসনের কাছ থেকে সেই অসহায় শিশুটাকে নিজের কোলে তুলে নিল জেন। হতাশার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একটা আশা জাগল, হয়ত বা শেষ মুহূর্তে তার ছেলে জ্যাককে কেউ উদ্ধার করেছে রোকোফের হাত থেকে। হয়ত এই ছেলেটাকেই তাদের ছেলে ভেবে ভুল করে নিয়ে এসেছে রোকোফ।

এ্যাণ্ডারসন বলল, এখন তাহলে কি করব আমরা? আমি কিনসেড জাহাজে ফিরে গেলে রোকোফ আমাকে গুলি করে মারবে। কিন্তু আপনি সেখানে ফিরে যেতে পারেন।

জেন বলল, না, আমি মৃত্যুবরণ করব, তবু তার কাছে আর ফিরে যাব না। তার থেকে এই অসহায় শিশুটাকে নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে।

সুতরাং আবার তারা এগিয়ে যেতে লাগল। একটা আদিবাসী বস্তী থেকে তাদের তাঁবু ও মালপত্র বইবার জন্য দুজন কুলী যোগাড় করল এ্যাণ্ডারসন। ক্রমে অনেকখানি সহজ হয়ে উঠল জেন তার সন্তানের ব্যাপারে। তার আশাহত ব্যথাহত বাৎসল্য জাগিয়ে তুলে তার মনে তার আপন সন্তানের শূন্য স্থানটা গ্রহণ করল এই অসহায় শিশুটা।

দু-একজন পথচারীর কাছ থেকে ওরা জানতে পারল একটি দল তাদের সন্ধানে তাদের পিছনে পিছনে আসছে। তবে এখনো দূরে আছে। এ্যাণ্ডারসন জেনের জন্য বেশী দ্রুত পথ হাঁটতে পারছিল না। ছেলেটাকে নিজে কোলে করে পথ হাঁটত সব সময়। যতদূর সম্ভব সব ব্যাপারে জেনের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করত সে। রাত্রিতে সে সবচেয়ে ভাল এবং সুবিধাজনক জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করত। নিজে কষ্ট করে জেনের জন্য সব রকমের সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা করত।

একদিন একটা গাঁ থেকে নৌকো ভাড়া করে নদীপথে এগিয়ে চলল তারা। পরে যখন শুনল রোকোফ তাদের থেকে খুব একটা বেশী দূরে নেই তখন আবার নৌকো ছেড়ে বনের ভিতর দিয়ে পথ হাঁটতে লাগল।

এ্যাণ্ডারসনের ভদ্রতা আর উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গেল জেন।

একদিন হঠাৎ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ল শিশুটা। যদিও তখন তাদের না থেমে দিনরাত এগিয়ে চলা উচিত ছিল তবু নদীর ধারে শিবির স্থাপন করল এ্যাণ্ডারসন। শিশুটার সেবা করে চলল জেন অক্লান্তভাবে। মালবাহী কুলীরা রোকোফের ভয়ে একদিন তাদের ছেড়ে চলে গেল।

জেনকে নিয়ে আবার এগিয়ে চলল এ্যাণ্ডারসন। সারাদিন পথ চলার পর সেদিন বিকালের দিকে ওরা শুনতে পেল ওদের পিছনে একদল লোক আসছে। এ্যাণ্ডারসন বুঝতে পারল ওরা রোকোফেরই দল।

এ্যাণ্ডারসন বলল, মাইলখানেকের মধ্যেই একটা গাঁ আছে। আপনি সেখানে ছেলেটাকে নিয়ে চলে যান। গাঁয়ের সর্দারকে আপনি সব কথা বলবেন। সে আপনাকে জাহাজের ব্যবস্থা করে দেবে যাতে আপনি সভ্য জগতে চলে যেতে পারেন। আমি এইখানে থাকব। রোকোফকে বলব, আপনি মারা গেছেন। তাহলে ও আর আপনার খোঁজ করবে না। বিদায়, আপনি চলে যান। আমার এই রাইফেলটা আর গুলিগুলো নিয়ে যান।

জেন বলল, তুমি রোকোফকে একথা বলে জাহাজে গিয়ে দেখা করবে না কেন সেভেন ?

এ্যাণ্ডারসন বল, স্তা আর হবে না।

জেন বলল, বুঝেছি, রোকোফ তোমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি তোমাকে এভাবে একা ফেলে রেখে যাব না। যা হয় হবে।

এ্যাণ্ডারসন বলল, ছেলেটার জন্য আপনাকে যেতে হবে। রোকোফ এলে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নেবে আপনার কাছ থেকে আর তার ফলে তার মৃত্যু হবে।

এই বলে রোকোফের হাতে ধরা দেবার জন্য সেখান থেকে চলে গেল সেভেন এ্যাণ্ডারসন।

জেন কিছুক্ষণ ভাবল সেখানে বসে। কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পেয়ে গেল। ছেলেটার জ্বরটা অনেক বেড়েছে। আগুনে পুড়ে যাচ্ছে যেন তার গা-টা। সে রাইফেলটা সেখানে ভুলে ফেলে রেখেই গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

আধ ঘণ্টা পরে গাঁটায় পৌছল সে। তাকে দেখে ঘিরে ধরল গাঁয়ের মেয়েরা। ছেলেটা যে দারুণ অসুস্থ সেকথা তাদের কোনরকমে বোঝাল জেন। তারা একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে আগুন জ্বালাল। তাদের যাদুকর বৈদ্যকে ডাকল। সে অনেক ঝাড় ফুঁক করল। মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিল। কিন্তু

কিছুতেই কিছু হলো না। মাঝরাতের দিকে জেনের কোলের মধ্যেই মারা গেল শিশুটা।

এমন সময় গাঁয়ের সর্দার মগনওয়াজাম এসে জেনকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। লোকটাকে দেখে কুটিল প্রকৃতির বলে মনে হলো জেনের। কথায় কথায় সে জেনকে বলল, তার স্বামী মারা গেছে। কিন্তু ক্রমাগত দুঃখের আঘাতে জেনের মনটা পাথর হয়ে গেছে যেন।

জেন শুনতে পেল গাঁয়ের গেটের কাছে কারা যেন এসেছে বাইরে থেকে। কথাবার্তার শব্দ আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনের কাছে এসে তার নাম ধরে কে ডাকল।

মুখ তুলে আগুনের আলোয় দেখল জেন, তার সামনে রোকোফ দাঁড়িয়ে আছে।

রোকোফ এসেই বলল, ছেলেটাকে এখানে আনার জন্য এত কষ্ট করে এখানে এলে কেন? তার থেকে আমাকে বললেই ত হত। আমি ত এখানেই আনতে চেয়েছিলাম। এখন দাও ওকে আমার হাতে। আমি ওকে ওর ভাবী পালক পিতার হাতে তুলে দিই।

জেন নীরবে তার হাত থেকে ছেলেটাকে তুলে দিল রোকোফের হাতে। বলল, ওর আর কোন ক্ষতি তুমি করতে পারবে না। ও তোমাদের সব পীড়নের বাইরে চলে গেছে।

ছেলেটার মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে রোকোফ দেখল, সত্যি সত্যিই ছেলেটা মারা গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠল রোকোফ। তার প্রতিশোধবাসনার একটা বড় অংশ ব্যর্থ হয়ে গেল একেবারে।

তার রাগ দেখে জেন বুঝল এটা যে জেনের ছেলে নয় রোকোফ তা জানে না। না জানাটাই ভাল, তাহলে তার ছেলে যেখানেই থাক নিরাপদে থাকতে পারবে। জেন তাই রোকোফকে সে বিষয়ে কিছুই বলল না।

রোকোফ বলল, আমার কাছ থেকে ছেলেটাকে ছিনিয়ে নিয়েছ। তা নাও, এবার তোমার পালা। আগে আমি তোমার দেহটাকে ভোগ করব। তারপর নরখাদক মগনওয়াজামের হাতে তুলে দেব তোমাকে। তুমি হবে নরখাদকের স্ত্রী। এখন চল আমার শিবিরে।

জেন বলল, ছেলেটাকে কবর দেবার ব্যবস্থা করো।

রোকোফের লোকরা মাটি খুঁড়ে দিলে জেন কবরের ভিতরে ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে মাটি চাপা দিয়ে তার জন্য প্রার্থনা করল।

তারপর রোকোফ তাকে সঙ্গে করে একজন আদিবাসীকে নিয়ে গাঁ পার হয়ে তার শিবিরের পথে যেতে লাগল। আপাততঃ কোন উপায় না দেখে রোকোফের শিবিরেই চলল জেন।

পথের দুধারে ঘন অন্ধকার। বনের ভিতর থেকে সিংহ, হায়েনা প্রভৃতি জন্তুর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। আদিবাসীরা জলন্ত মশাল হাতে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

শিবিরে গিয়ে জেন দেখল সেখানে কিসের গোলমাল চলছিল। রোকোফ গিয়ে শুনল, তার দলের আরো কিছু লোক তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে শিবির থেকে। এর আগেই কিছু লোক চলে যায়। কথাটা শুনে রাগে চেঁচামিচি করতে লাগল রোকোফ। পরে জেনের হাত ধরে টানতে টানতে তার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল রোকোফ। জেন তার হাতটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। রোকোফের দুজন লোক তা দেখে কুৎসিতভাবে হাসছিল।

রোকোফ জেনকে কোনরকমে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে তার খাটের উপর শুইয়ে দেবার চেষ্টা করল। জেন বাধা দিলে তার মুখে একটা ঘুষি মেরে দিল রোকোফ।

হঠাৎ এই সময় ঘরের বাইরে কিসের গোলমাল হতে রোকোফ জেনের উপর থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে বাইরে সেই দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। সেই অবসরে জেন চোখের পলকে রোকোফের বন্দুকটা টান মেরে হাতে নিয়ে তার বাঁট দিয়ে রোকোফের মাথায় দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল রোকোফ। তার মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। জেন তখন রোকোফের কোমর থেকে লম্বা ছুরিটা দিয়ে তাই নিয়ে তাঁবুর পিছনের খানিকটা কেটে তার পালাবার পথ করে নিল।

বাইরে তখনো রাত্রির অন্ধকার বিরাজ করছিল সমস্ত বনভূমি জুড়ে। জেন দেখল শিবিরের বাইরে একটা প্রহরী তন্দ্রাহত অবস্থায় ঝিমোচ্ছিল। সামনে শ্বাপদসংকুল ভয়ঙ্কর বনভূমি, ভিতরে মনুষ্যরূপী শয়তান নরপশু। দুদিকেই সাক্ষাৎ মৃত্যু অপেক্ষা করছে তার জন্য। কিন্তু সামনের বনভূমিতে বন্যজন্তুর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হলেও সে মৃত্যুর মধ্যে একটা সম্মান আছে, কিন্তু ভিতরে থাকলে মানুষরূপী পশুর কামড়ে যে মৃত্যুবরণ করতে হবে সে মৃত্যুর মত লজ্জা-জনক বা অপমানকর আর কিছু হতে পারে না। এই ভেবে সে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

নবম অধ্যায়

এদিকে বুড়ী তম্বুদজা টারজনকে সঙ্গে করে রোকোফের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বুড়ো হয়ে যাওয়ায় বেশী দ্রুত পথ চলতে পারছিল না সে।

রোকোফের তাঁবুতে গিয়ে দেখল সেখানে খুব গোলমাল চলছে।

সেইদিন সকালে জেন চলে যাওয়ার পর রোকোফের জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখে সে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এতক্ষণ এবং জেন অনেক আগেই পালিয়ে গেছে শিবির থেকে। সে তখন রাইফেল হাতে তার নিগ্রো প্রহরীদের মারতে যায়। তখন রোকোফের শ্বেতাঙ্গ সহচরেরা তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে তাকে নিবৃত্ত করে। কারণ এর আগেই রোকোফের দুর্ব্যবহারে অনেক ভৃত্য চলে গেছে। এমন সময় মগনওয়াজামের গাঁ থেকে দূত মারফৎ খবর আসে টারজন ঐ গাঁয়ে আটক ছিল এবং আজ রাতেই তাকে হত্যা করা হত, কিন্তু সে পালিয়ে যায় এবং হয়ত এই শিবিরেই সে আসবে রোকোফের সন্ধানে।

এই খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোকোফের শিবিরে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এক ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হলো সকলের মধ্যে। রোকোফের নিগ্রো ভৃত্যরা সব টারজনের আসার খবর পেয়েই শিবির থেকে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেল। শিবিরে রয়ে গেল শুধু রোকোফ আর তার সাতজন শ্বেতাঙ্গ নাবিক।

এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য রোকোফ কিন্তু তার শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের দায়ী করতে লাগল। নিজের দোষের জন্য সে পরকেই সব সময় দায়ী করে। তার এই স্বভাবসিদ্ধ ধারার বশবর্তী হয়ে সে তাদের শাসাতে লাগল। তখন নাবিকরা দারুণ রেগে গেল তার উপর। একজন নাবিক বিদ্রোহী হয়ে প্রকাশ্যে তার রিভলবার থেকে গুলি করল রোকোফকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলিটা তার গায়ে না লাগলেও ভয় পেয়ে গেল রোকোফ। নাবিকরা সবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠায় সে শিবির ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঠিক করে ফেলল। সে তখন নিরস্ত্র অবস্থায় শিবিরের দিক দিয়ে যে পথে জেন পালিয়ে গিয়েছিল সেই পথে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। শিবির থেকে বার হবার সময় সে দেখতে পায় শিবিরের সামনে দিয়ে টারজন তারই খোঁজে আসছে। তাতে তার ভয় আরো বেড়ে যায়।

এদিকে বুড়ী তম্বুদজার সঙ্গে শিবিরে এসে টারজন দেখল রোকোফ বা জেন কেউই সেই শিবিরে নেই। নাবিকদের কাছ থেকে জানতে পারল, বন্দিনী মহিলাটি আগেই পালিয়ে যায়। রোকোফ পালায় তার পরে। টারজন ভাবল রোকোফ হয়ত মগনওয়াজামদের গাঁয়ে তারই খোঁজে গেছে। তাই শিবিরে আর বৃথা সময় নষ্ট না করে মগনওয়াজামদের গাঁয়ের দিকে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে চলে গেল। তম্বুদজা ধীর গতিতে তার পিছু পিছু আসতে লাগল।

গাঁয়ে গিয়ে টারজন দেখল সেখানে রোকোফ বা জেন কেউ নেই। সে তাই আবার রোকোফের শিবিরে ফিরে এল। সেখানেও তাদের দেখতে না পেয়ে যে পথে তারা পালিয়েছে সেই পথ ধরে বেরিয়ে পড়ল সে তাদের খোঁজে।

টারজন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে পথে যাচ্ছিল সেই পথেই তার সামনে অনেক দূরে জেন তখন একা উগাম্বি নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে চলছিল। যেতে যেতে

পরিচিত এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল সে। তার মনে পড়ে গেল এইখানটাতেই এ্যাণ্ডারসন তাকে ছেড়ে যায় এবং তাকে একটা রাইফেল দিয়ে যায়। কিন্তু ছেলেটার অসুখের ব্যাপারে মনটা তার চঞ্চল থাকায় সে সেটা নিতে ভুলে যায়। জায়গাটায় একটু খোঁজ করতেই রাইফেলটা পেয়ে গেল জেন।

সে রাতটা একটা গাছের উপরে কাটাল জেন। পরদিন সকালে গাছ থেকে নেমে কিছুটা এগোতেই ফাঁকা জায়গার উল্টো দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঁদর-গোরিলাকে দেখতে পেল। সে তখন একটা বড় ও ঘন ঝোপের মাঝে রাইফেল হাতে বসে রইল লুকিয়ে। দেখল একটা নয়, একে একে পাঁচটা বাঁদর-গোরিলা সেখানে এসে হাজির হলো। কিছুক্ষণ পর একটা চিতাবাঘ এসে পড়ল সেখানে। জেন আশ্চর্য হয়ে দেখল চিতাবাঘটার পিছু পিছু একটা নিগ্রো যোদ্ধা এসে ঐ দলটার সঙ্গে মিশে গেল। অথচ কেউ কাউকে আক্রমণ করছে না; এক অদ্ভুত সদ্ভাব এবং সখ্যতা বিরাজ করছে তাদের মধ্যে। তবু তাদের সামনে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারল না জেন। একরকম রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল সে। কেবলি ভাবতে লাগল বাতাসের গতি অন্য দিকে থাকায় তারা এখনো তার কোন গন্ধ পায়নি, কিন্তু বাতাসের গতিটা একবার ঘুরে গেলেই আর রক্ষা থাকবে না।

যাই হোক, সেই ভয়ঙ্কর দলটা অন্য দিকে চলে গেল আর জেনও তখন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আবার ছুটতে লাগল নদীর দিকে। নদীর পারে যখন এসে পৌঁছল জেন তখন রোকোফও সেইদিকে যাচ্ছিল এবং সে সেখান থেকে খুব একটা বেশী দূরে ছিল না।

নদীর ঘাটে গিয়ে জেন দেখল একটা নৌকো কাছেই একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। দড়িটা খুলে দিয়ে অতি কষ্টে সেটাকে টানাটানি করে কাদা-জল থেকে তুলল জেন। তারপর সেটাকে জলে ঠেলে দিয়ে তার উপর চেপে বসল সে। কিন্তু নৌকোতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখে পড়ল রোকোফ নদীর পাড়ে এসে পড়েছে এবং সে তাকে থামতে বলছে এবং ভয় দেখাচ্ছে না থামলে তাকে গুলি করে মারবে। অথচ জেন দেখল সে একা এবং তার কাছে কোন অস্ত্র নেই।

এই নদীপথে কোথায় সে যাবে তা সে জানে না, তবু রোকোফের হাতে পড়ার থেকে সমুদ্রে ভেসে যাওয়া বা ডুবে মরা অনেক ভাল। তাছাড়া কোন রকমে এই নদী থেকে সমুদ্রের মুখে একবার গিয়ে পড়তে পারলে কোন জাহাজের দেখা পেয়ে যেতে পারে সে। তখন সভ্য জগতে ফিরে যাওয়া খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার হবে না তার পক্ষে।

কিন্তু তার নৌকোটা নদীর স্রোতের টানে ছুটে যেতে শুরু করতেই জেন দেখতে পেল রোকোফ কোথা থেকে একটা ছোট ডিঙি নৌকো বার করল ঘাটের পাশ থেকে। ঐ নৌকোটা করেই সে তাদের খোঁজে এসেছিল জাহাজ থেকে। জেন

বুঝতে পারল রোকোফ ঐ নৌকোটা করে ধরতে আসবে তাকে। সুতরাং এত করেও কোন ফল হলো না। ভয়ে রক্ত তার হিম হয়ে আসতে লাগল। তবু মনে জোর এনে প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় বাইতে লাগল জেন।

দশম অধ্যায়

মগনওয়াজামদের গাঁ আর রোকোফের শিবির থেকে বেরিয়ে বনপথে উগাম্বি নদীর দিকে আসতে আসতে মাঝপথে তার দলের সঙ্গে দেখা হলো টারজনের। কিন্তু তারা জেন বা রোকোফের কথা কিছু বলতে পারল না। অথচ টারজন বাতাসের গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারল কিছু আগে জেন আর রোকোফ দুজনেই এই পথে নদীর দিকে গেছে। তবে দুজনে একসঙ্গে নয়, আগে জেন, পরে রোকোফ।

ওরা অতটা খেয়াল করেনি। তাছাড়া ওদের দেখে হয়ত ভয় পেয়ে পাশের ঝোপে লুকিয়ে পড়েছিল ওরা। তাছাড়া ওরা তখন একমনে টারজনের খোঁজ করতে থাকায় শুধু তারই গন্ধ বাতাসে খুঁজে চলেছিল। ফলে অন্য কোন দিকে মন দিতে পারেনি।

যাই হোক, ওদের সঙ্গে করে নদীর ধারে এল টারজন। ওদের দলে ছিল আকুৎসহ পাঁচজন বাঁদর-গোরিলা, শীতা আর মুগাম্বি। টারজন, জেন আর রোকোফের পায়ের ছাপ দেখতে পেল নদীর কোলে কাদায়। নদীর পারে একটা গাছের উপর চড়ে টারজন দেখতে পেল দূরে একটা ছোট নৌকোয় রোকোফ একটা দাঁড় বাইছে। টারজন তখন নদীর ধারে ধারে রোকোফকে লক্ষ্য করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। রোকোফের কাছাকাছি এসে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তার দলের সবাই নদীর ধারে ধারে এগিয়ে চলল।

তার প্রবল প্রতিশোধবাসনাটা মনের মধ্যে চেপে রেখে দিতে পারছিল না টারজন। তাই সে ভাবল সাঁতার কেটে রোকোফের নৌকোটাকে ধরে তাকে শাস্তি দেবে নিজের হাতে। এদিকে টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত মনে হতে লাগল রোকোফের। সে দেখল টারজনের সঙ্গে সেই সব ভয়ঙ্কর জন্তুগুলোও রয়েছে।

নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে রোকোফের নৌকোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। নৌকোর কাছে গিয়ে নৌকোটাকে হাত বাড়িয়ে ধরতেই রোকোফ

দাঁড়ের কাঠটা দিয়ে টারজনের মাথায় জোর একটা ঘা দিল আর এমন সময় একটা কুমীর টারজনের একটা পা ধরে তাকে জলের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। রোকোফ দেখল টারজন হঠাৎ জলে ডুবে গেল। সে তখন নৌকোটাকে জোরে চালাতে লাগল। তবু তার ভয় গেল না। কারণ নদীর পাড় দিয়ে ক্রমাগত সেই জন্তুগুলো আর একটা নিগ্রো যোদ্ধা তাকে ভয় দেখাতে দেখাতে ছুটছিল তার নৌকোটাকে লক্ষ্য করে।

ক্রমে রোকোফের নৌকোটা কিনসেড জাহাজের কাছে এসে পড়ল। জাহাজটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে আশা হলো তার। সে আসার সময় নাবিকদের কয়লা আনতে পাঠিয়ে দেয় জাহাজের ভার পলভিচের হাতে দিয়ে। তাই সে ভাবল পলভিচ এখনো জাহাজে আছে এবং সে দূর থেকে ডাকলেই সে জাহাজটাকে এগিয়ে এনে তাকে উদ্ধার করবে।

ক্ষিপ্র হাতে দাঁড় বেয়ে জাহাজের কাছে এসে নৌকোর উপর থেকে ডাকতে লাগল পলভিচকে। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না। মনে হলো জাহাজে কোন লোক নেই। এদিকে নদীর পাড়ে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুগুলো তখনো গর্জন করছিল। তার ভয় হলো নিগ্রোটা হয়ত নৌকো যোগাড় করে জাহাজে গিয়েও তাকে ধরবে।

কিন্তু কোথায় গেল পলভিচ? তবে কি ওরা জাহাজে কেউ নেই। জাহাজটাকে ফেলে রেখে সবাই পালিয়ে গেছে? তবে কি টারজনকে কুমীরে খেলেও তার ভয়ঙ্কর জন্তুগুলো জাহাজে এসে একা পেয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে তাকে?

তবু সাহসে ভর করে জাহাজের কাছে দাঁড় বেয়ে গিয়ে জাহাজের গায়ে লাগানো মইটাকে ধরে ফেলল রোকোফ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ডেকের উপর থেকে রাইফেল হাতে জেন চীৎকার করে বলল, খবরদার, জাহাজে ওঠার চেষ্টা করলেই গুলি করে মারব। রোকোফ এবার জেনকে কোনরকমে ভয় না দেখিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করল। কিন্তু তাকে কিছুতেই জাহাজে উঠতে দিল না জেন।

রোকোফ তখন কোন উপায় না দেখে নৌকোটাকে কোনরকমে জাহাজের কাছে ফেলে রেখে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে অর্থাৎ যেদিকে টারজনের পশু সঙ্গীরা আর মুগাম্বি দাঁড়িয়েছিল তার উল্টো দিকের কূলে চলে গেল।

এর আগে রোকোফ জেনের নৌকোটা ধরার জন্য খুব জোরে দাঁড় বাইতে থাকলেও জেন তার থেকে দু ঘণ্টা আগেই অপেক্ষমান কিনসেড জাহাজটাতে গিয়ে ওঠে। সেও জাহাজটাকে দেখে আশান্বিত হয়ে ওঠে। ভাবে রোকোফ এখন সে জাহাজে না থাকায় নাবিকদের টাকা দিয়ে বশ করে সে জাহাজটাকে সভ্যজগতের কোন বন্দরে নিয়ে যেতে বলবে।

কিন্তু জাহাজটার কাছে গিয়ে সে জোর গলায় ডাকাডাকি করলেও কেউ

সাড়া দিল না। ডেকের কাউকে দেখতেও পেল না। অথচ জাহাজের উপর থেকে একটা নৌকো নামিয়ে না দিলে সে উঠতে পারবে না। নদীর এ জায়গাটা সমুদ্রের কাছে বলে দারুণ স্রোত। এই স্রোতের টানে নৌকোটা ভেসে যাবে। এখানে দাঁড় বেয়ে নৌকোটাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব।

নৌকো থেকেই জাহাজের গায়ে ঝুলতে থাকা শিকলটা ধরে ফেলল জেন। তারপর নৌকোটাকে ছেড়ে দিয়ে কোনরকমে মইটাতে উঠে পড়ল। সোজা ডেকের উপর উঠে গিয়ে জেন দেখল সারা জাহাজটার মধ্যে দুজন নাবিক ছাড়া আর কেউ নেই। তারা মদ খেয়ে নেশার ঘোরে একটা কেবিনের মধ্যে ঘুমোচ্ছিল। জেন দরজায় শিকল তুলে দিয়ে ডেকের উপর বসে রাইফেল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

রোকোফ সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর হাফ ছেড়ে বাঁচল জেন। সে রান্নাঘরে গিয়ে যা খাবার ছিল তা খেয়ে বেশ কিছুটা সুস্থ হলো। সে ভাবল নাবিকদুটোকে ভয় দেখিয়ে বশীভূত করে জাহাজটাকে নিরাপদ কোন জায়গায় চালিয়ে নিয়ে যেতে বলবে।

একঘণ্টা নিরাপদে কেটে গেল। তারপর জেন দেখল রোকোফ একটা নৌকো করে আবার কূল থেকে জাহাজের দিকে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু এবারও সে রোকোফের বুকটা লক্ষ্য করে রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরল। ফলে রোকোফ আর এগিয়ে আসার সাহস পেল না। জেন ভাবল রোকোফ একা কিছুতেই নৌকো বেয়ে জাহাজে আসতে পারবে না। কিন্তু এমন সময় জেন দেখল কিনসেড জাহাজের যে সব নাবিক কয়লা আনার জন্য কূলে গিয়েছিল তারা কূল থেকে একটা নৌকোয় করে উজান বেয়ে জাহাজের দিকে আসছে। তাদের দলে পলভিচও ছিল। জেন এবার ভয় পেয়ে গেল।

জেন আরও দেখল নদীর অপর পার হতে একটা নৌকোয় করে জঙ্গলে দেখা সেই পাঁচটা ভয়ঙ্কর বাঁদর-গোরিলা, একটা চিতা বাঘকে সঙ্গে করে একটা নিগ্রো যোদ্ধা এদিকেই আসছে।

এখানে আর থাকা যুক্তিসঙ্গত নয় ভেবে নাবিকদুটোকে কেবিন থেকে মুক্ত করে জাহাজ ছেড়ে দেবার কথা বলল। তার কথা না শুনলে তাদের গুলি করবে বলে ভয় দেখাল। নাবিকদুটোও রাজী হয়ে গেল তার কথায়। তারা জাহাজ ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলে জেন আবার ডেকে এসে পাহারা দিতে লাগল।

এদিকে নাবিকদুটো যখন জাহাজের উপর থেকে দেখল তাদের মালিক আর অন্য নাবিকরা একটা নৌকোয় করে জাহাজের দিকে আসছে তখন তারা সাহস পেল। তারা দেখল জেন ডেকের উপর আনমনে বসে আছে। তখন তারা অতর্কিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল।

একাদশ অধ্যায়

টারজন যখন দেখল একটা কুমীরে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন সে সাধারণ মানুষের মত আশা ছাড়ল না। সে কুমীরের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। সে তার পাথরের ছুরিটা কুমীরের পেটটার নরম অংশ দেখে তার মধ্যে বারবার ঢুকিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু কুমীরটা খুব তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নদীর গায়ে তটভূমির নিচে একটা গুহার মধ্যে নিয়ে ছেড়ে দিল। টারজন দেখল গুহাটা বড় এবং তাতে ঐ ধরনের দশটা কুমীর থাকতে পারে।

টারজন দেখল কুমীরটা তার ছুরির আঘাতে হাঁপাচ্ছে এবং কিছু পরেই তার দেহটা শক্ত হয়ে গেল। সে যখন বুঝল কুমীরটা মারা গেছে তখন সে গুহা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পথ খুঁজতে লাগল। কোনরকমে গুহাটা থেকে বেরিয়ে জলের মধ্যে উঠে পড়তেই দেখল আরো দুটো কুমীর তেড়ে আসছে। টারজন তখন নদীর ধারে যে গাছের একটা ডাল জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল সেটা ধরে সেই গাছটার উপর উঠে পড়ল। আর একটু দেরী হলেই একটা কুমীর তার একটা পা আবার ধরে ফেলত। গাছের উপর উঠেই সে দেখল তার পায়ের যেখানটা কুমীরটা ধরেছিল সেখানে একটা ক্ষত হয়েছে এবং তার থেকে রক্ত ঝরছে। তাতে যন্ত্রণা হচ্ছে, তবে হাড় ভাঙ্গেনি।

গাছটার উপর কিছুক্ষণ বসে থেকে বিশ্রাম করতে লাগল টারজন। সে দেখল নদীর যে পার থেকে সে ঝাঁপ দিয়েছিল জলে সেই পারেই সে উঠেছে। তবে রোকোফের নৌকোটাকে আর দেখতে পেল না। গাছ থেকে নেমে কিছু ঘাস থেঁতো করে পায়ের ক্ষতস্থানটায় লাগিয়ে দিল। তবে ব্যথার জন্য পথ হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তার দলের কাউকেও দেখতে পেল না।

নানারকমের চিন্তা হচ্ছিল তখন তার মনে। তম্বুদজা তাকে কথায় কথায় একসময় বলেছিল তাদের গাঁয়ে জেনের কোলে যে একটা বাচ্চা ছেলে ছিল সেটা মারা যায়। টারজন ভাবল সেটা হয়ত তারই ছেলে। আবার ভাবল আসলে হয়ত সে জেন নয় এবং ছেলেটাও তার নয়। জেন হয়ত রোকোফের হাতে ধরা পড়েনি এবং সে এখনো লণ্ডনের বাড়িতেই আছে।

নদীর পার ধরে বরাবর মোহানার দিকে এগিয়ে চলল টারজন। পায়ে ব্যথা সত্ত্বেও যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে পথ হাঁটতে লাগল সে। এইভাবে অনেক দূর যাওয়ার পর সন্ধ্যা হয়ে এল। কূল থেকে টারজন দেখল সমুদ্রের কাছে নদীর

বুকের উপর রোকোফের কিনসেড জাহাজটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। সে বেশ বুঝতে পারল রোকোফ এতক্ষণে নিশ্চয় জাহাজটায় উঠে গেছে।

এমন সময় পর পর দুটো গুলির শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চীৎকার শুনে আর থাকতে পারল না টারজন। সে কুমীরের কথা ভুলে গিয়ে নদীর জলে আবার ঝাঁপ দিল। অন্ধকারে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজটাকে লক্ষ্য করে সাঁতার কেটে যেতে লাগল টারজন।

আসলে তখন ডেকের উপর রাইফেল হাতে পাহারা দিতে দিতে জেন রোকোফকে তার নাবিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নৌকোটা করে জাহাজের দিকে আসতে দেখে পর পর দুটো গুলি করে। তাতেই রোকোফের দুজন লোক মারা যায়। সে নৌকোয় পলভিচও ছিল। তারা কয়লা নিয়ে যে নৌকোয় করে ফিরছিল সেই নৌকোটা দেখতে পেয়ে রোকোফ তাদের ডাকতে থাকে। তখন তারা তাকে তুলে নেয়। পরে একসঙ্গে একটা নৌকোতে সকলে মিলে জাহাজের দিকে আসতে থাকে। ওদিকে জাহাজের যে নাবিকদুটোকে ভয় দেখিয়ে বশীভূত করে রেখেছিল তারা তাদের মালিক ও অন্য নাবিকদের দেখতে পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। জেন ডেকের উপর সামনের দিকে মুখ করে আনমনে পাহারা দেবার সময় পিছন থেকে তারা তাকে ধরে ফেলে। জেন চীৎকার করে ওঠে।

এদিকে রোকোফ যখন তার দলবল নিয়ে নৌকোয় করে কিনসেড জাহাজের দিকে আসছিল তখন সে অন্য একটা নৌকোতে মুগাম্বি আর তার ভয়ঙ্কর পশু সঙ্গীগুলোকে দেখতে পায়। তারা আসছিল নদীর অন্য পার হতে। নৌকোদুটো কাছাকাছি হলে চিতাবাঘটা আবার হাঁ করে তাদের নৌকোয় ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করে। রোকোফ তখন গুলি করতে বলে। গুলিটা অবশ্য কারো গাঁয়ে লাগেনি। তবে নৌকোর ভিতর যে একজন আদিবাসী মেয়ে ছিল সে চীৎকার করে ওঠে ভয়ে। এই চীৎকারটা আর গুলির শব্দ শুনতে পায় টারজন।

মুগাম্বি যখন কিনসেড জাহাজে যাবার জন্য একটা নৌকোর খোঁজ করতে থাকে তখন নদীর ঘাটে আদিবাসীদের একটা নৌকো পেয়ে যায়। কিন্তু তারা নৌকোয় উঠেই এক আদিবাসী মেয়েকে তার মধ্যে শুয়ে থাকতে দেখতে পায়। মুগাম্বি শীতা আর বাঁদর-গোরিলাদের কোনরকমে শান্ত করে রাখে। তা না হলে তারা তাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খেত। মেয়েটি বলে তার বাবা একটা বুড়ো লোকের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে যাচ্ছিল বলে সে পালিয়ে আসে বাড়ি থেকে। নদীর ধারে একটা গাঁয়ে তাদের বাড়ি।

বিদ্রোহী নাবিকদুটো যখন জেনের কাছ থেকে রাইফেলটা কেড়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি করছিল তখন টারজন মই বেয়ে জাহাজের উপর উঠে পড়ে। সে তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে বুঝতে পারে এই জাহাজেই একজন শ্বেতাঙ্গ নারী আছে। গোলমাল শুনে সে ছুটে গিয়ে দেখে দুজন নাবিক জেনের সঙ্গে

লড়াই করছে। সে গিয়ে সরাসরি নাবিক দুটোকে বলে 'এ সব কি হচ্ছে?'

এই কথা বলে সে নাবিক দুটোকে ধরে ডেকের উপর থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। তারপর জেনকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোকোফ, পলভিচ আর জনাছয়েক নাবিক সেখানে গিয়ে হাজির হলো। রোকোফ টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার হুকুম দিল। টারজন জেনকে পাশের একটা কেবিনে ঢুকিয়ে দিয়ে রোকোফকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে গেল। রোকোফের পিছনে তার লোকেরা ছিল। রোকোফের দুজন লোক গুলি করল তাদের রাইফেল থেকে। কিন্তু তাদের হাত তখন কাঁপছিল ভয়ে। কারণ তাদের পিছন দিক থেকে একদল ভয়ঙ্কর জন্তু এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। প্রথমে এল পাঁচজন বাঁদর-গোরিলা, তারপর একটা চিতাবাঘ আর সবশেষে এক দৈত্যাকার নিগ্রোযোদ্ধা। রোকোফের লোকরা গুলি করার কোন অবকাশ পেল না।

রোকোফ ভয়ে পালিয়ে গিয়ে সামনের দিকে একটা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। টারজনের বাঁদর-গোরিলারা মুগাম্বির নেতৃত্বে রোকোফের লোকদের আক্রমণ করল। রোকোফের লোকদের মধ্যে চারজন পালিয়ে গিয়ে রোকোফ যে ঘরে ছিল সেখানে চলে গেল। কিন্তু রোকোফ বিপদের মুখে তাদের ফেলে চলে আসায় তার উপর রেগে গিয়ে তাকে ঘর থেকে ঠেলে বার করে দিল।

টারজন রোকোফকেই খুঁজছিল। পরে সে দেখল রোকোফ তার নাবিকদের তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

কিন্তু তাকে দেখতে পেয়ে টারজন তার দিকে এগিয়ে যাবার আগেই শীতা ছুটে গেল তার দিকে। তার উপর শীতা ঝাঁপিয়ে পড়তেই রোকোফ চিৎ হয়ে পড়ে গেল। এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধবাসনায় সর্বাঙ্গ জ্বলছিল টারজনের। কিন্তু সে যখন দেখল শীতা তাকে সে প্রতিশোধ গ্রহণের কোন সুযোগ না দিয়ে রোকোফকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে, তখন সে শীতাকে বারকতক ডাকল। কিন্তু শীতা তার প্রভুর কথা শুনল না। শীতা রোকোফের মুখে একটা জোর কামড় বসিয়ে তার বুকটা কামড়াচ্ছিল।

টারজন রোকোফের দেহটাকে শীতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু জেন তাকে পিছন থেকে ডাকল। বলল, আমাকে একা ফেলে যেও না। আমার ভয় করছে।

আকুতের বাঁদর-গোরিলাগুলো তখন ভয়ঙ্করভাবে ঘোরাঘুরি করছিল জাহাজে। তারা জেনকে চিনতে না পেরে তার দিকেও দাঁত বার করে এগিয়ে আসছিল। টারজন তখন তাদের জেনের পরিচয়টা দিতে তারা শান্ত হলো।

জেন টারজনকে বলল, রোকোফের মৃতদেহের অবশিষ্টটুকু যেন প্রথামত কবর দেওয়া হয়।

কিন্তু তখন দেখা গেল রোকোফের দেহের শুধু হাড়গুলো ছাড়া আর কিছুই

অবশিষ্ট নেই।

রোকোফের দলের মধ্যে শুধু পলভিচকে পাওয়া গেল না। যে চারজন ঘরের মধ্যে ঢুকে ছিল তাদের প্রাণে না মেরে বন্দী করে রাখল টারজন। তারা নাবিক, জাহাজ চালনার কাজে লাগতে পারে। বাকি সবাই লড়াইয়ে নিহত হয়েছে।

সেদিন বাতাসে খুব জোর থাকায় জাহাজ ছাড়া হলো না। ঠিক হলো আজকের রাতটা কেটে গেলে পরদিন সকালে জাহাজ ছাড়া হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সেদিন সন্ধ্যায় জেন আর টারজন যখন কিনসেড জাহাজের ক্যাপ্টেনের কেবিনের মধ্যে বসে পরস্পরের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিল তখন তাদের অলক্ষ্যে অগোচরে কূলের উপর দাঁড়িয়ে একটা লোক এক উন্মত্ত প্রতিহিংসায় জাহাজটার পানে তাকিয়েছিল। লোকটা হলো পলাতক পলভিচ। সে তখন পাগলের মত রোকোফের মৃত্যু আর তার চরম পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করছিল। কিন্তু সে প্রতিশোধ কিভাবে নেবে তা ভেবে পাচ্ছিল না।

অনেক ভাববার পর সে অবশেষে ঠিক করল কোনরকমে একটা নৌকো যোগাড় করে রাত্রির অন্ধকারে কিনসেড জাহাজে গিয়ে তাদের দলের নাবিকদের টাকা দিয়ে বশ করে টারজন আর তার স্ত্রীকে জলে ফেলে দিয়ে আর তার জন্তুগুলোকে বধ করে জাহাজটাকে কোন বন্দরে নিয়ে যাবে। জাহাজে তার কেবিনে অনেক অস্ত্রশস্ত্রও আছে। তাছাড়া রাশিয়া থেকে তার নিজের হাতে তৈরী এমন একটা মারণাস্ত্র গোপনে লুকোন আছে তার ঘরে যা দিয়ে জাহাজের প্রতিটি প্রাণীকে হত্যা করা যাবে।

এই ভেবে নিকটবর্তী একটা আদিবাসী গাঁয়ে চলে গেল পলভিচ। গাঁয়ের সর্দারের কাছে গিয়ে একটা নৌকো চাইল। কিন্তু তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রেগে উঠল সর্দার। কারণ তাকে ও রোকোফকে চিনত সে। সর্দার পলভিচকে বলল, এখনি যদি আমাদের গাঁ থেকে চলে না যাও তাহলে তোমাকে খুন করে ফেলব। আর কোনদিন এ গাঁয়ে ঢোকবার চেষ্টা করবে না।

এই বলে সে দশ বারোজন যোদ্ধাকে পলভিচকে গাঁয়ের বাইরে বার করে দিতে বলল। নিরুপায় হয়ে গাঁ থেকে বেরিয়ে আবার নদীর ধারে এসে হাজির

হলো পলভিচ। কিভাবে একটা নৌকো পাওয়া যায় তার কথা ভাবতে লাগল সে। এমন সময় সে দেখল একটা নৌকো ঘাটের কাছে এসে ভিড়ল। তাতে মাত্র একজন আদিবাসী যুবক ছিল। সে নৌকোটাকে ঘাটে ভিড়িয়ে তার উপর শুয়ে রইল। সে ঘুমিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। তার হাতে তীর ধনুক ছিল। পলভিচ তার কাছে চুপি চুপি এগিয়ে গেল। তার বুক লক্ষ্য করে তার রিভলবার থেকে একটা গুলি করল। গুলিটা তার বুক বিদ্ধ করল।

পলভিচ তখন নৌকোর উপর একলাফে উঠে নৌকো থেকে মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে নৌকোটা তীর গতিতে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। সে বুঝল রাত্রির মধ্যে ঝড়টা থেমে গেলেই ভোরের দিকে জাহাজটা ছেড়ে দেবে টারজন।

কিনসেড জাহাজের কাছে গিয়ে মইটাতে ওঠার আগে কান পেতে অপেক্ষা করল পলভিচ। কিন্তু দেখল কোন শব্দ আসছে না। জাহাজের মধ্যে তখন সবাই ঘুমিয়ে আছে। তাই মই বেয়ে বিনা বাধায় ডেকের উপরে উঠে গেল পলভিচ।

উপরে গিয়ে দেখল একটা ছাড়া সব কেবিনের দরজা বন্ধ। টারজনের সঙ্গী জন্তু জানোয়ারগুলো কেউ এখন নেই। একটা কেবিনের মধ্যে আলো জ্বলছে। ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পলভিচ দেখল তাদেরই দলের এক নাবিক একটা পত্রিকা পড়ছে মন দিয়ে।

পলভিচ তার নাম ধরে ডাকল। নাবিকটি তাকে দেখেই রেগে গেল। বলল, শয়তান আবার এসেছ? আমরা ত ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ। তোমার গুরু ত মারা গেছে। এখনি চলে যাও জাহাজ থেকে তা না হলে আমি লর্ড গ্রেস্টোককে জানাব।

পলভিচ বলল, আমি তোমাদের ঐ ইংরেজ শয়তানটা আর তার জন্তুদের কবল থেকে মুক্ত করতে এসেছি। তোমরা যদি আমার কথা শোন তাহলে আমরা টারজন, তার স্ত্রী আর মুগাম্বিকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই মেরে ফেলতে পারব। তারপর জন্তুগুলোকে শেষ করে ফেলতে বেশী কিছু কষ্ট হবে না। জন্তুগুলো কোথায়?

নাবিকটি বলল, নিচেরতলায় একটা ঘরে ভরা আছে। কিন্তু তোমরা অকারণে ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষেপিয়েছ, আর পারবে না। আমরা তোমাদের শয়তানির কথা সব বুঝতে পেরেছি। অন্য নাবিকরা তোমাকে দেখতে পেলে মেরে ফেলবে। এখন মানে মানে মোটা রকমের বেশ কিছু টাকা নিয়ে সরে পড় আর তা না হলে আমি ইংরেজ ভদ্রলোককে জাগাব।

পলভিচ বলল, ঐ ইংরেজ ভদ্রলোক তোমাদের ফাঁসি দেবে।

নাবিকটি বলল, তোমাদের থেকে ইংরেজ ভদ্রলোক অনেক ভাল। উনি আমাদের কিছুই করবেন না। উনি বলে দিয়েছেন তাঁর যত শত্রুতা শুধু

রোকোফ আর তোমার বিরুদ্ধে।

নাবিকদের বশ করার কোন উপায় না দেখে পলভিচ বলল, ঠিক আছে, আমি চলে যাব। কিন্তু আমার মূল্যবান জিনিসপত্রগুলো ঘর থেকে নিয়ে যেতে দাও।

নাবিকটি নিজেও পলভিচের সঙ্গে তার ঘরে গেল। পলভিচকে ভিতরে একা ঢুকতে দিয়ে নাবিকটি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে ঢুকে প্রথমে লণ্ঠনের একটা আলো জ্বালল পলভিচ। তারপর একটা কালো বাক্স বার করে খুলল সেটা। তার মধ্যে দুটো ঘর ছিল। একটা ঘরের উপর একটা ঢাকনা চাপা ছিল। আর একটা ঘরে টাইমপীস ঘড়ির মত একটা যন্ত্র ছিল। তাতে দম দেওয়ার একটা চাবি ছিল। একটা তার অন্য ঘরটার সঙ্গে যোগ করা ছিল। পলভিচ চাবি ঘুরিয়ে দম দিল। তারপর কালো বাক্সটার উপর একটা কাপড়ের ঢাকনা দিয়ে বাক্সটা টেবিলের তলায় যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নাবিককে বলল, নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমাকে যেতে দাও।

নাবিকটি তখন পলভিচের ভিতরকার পকেটে হাত দিয়ে মোটা একতাড়া ব্যাঙ্কনোট তুলে নিয়ে বলল, জঙ্গলে এগুলো তোমার কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু লণ্ডনে গেলে আমার মত একজন গরীব নাবিকের অনেক কাজে লাগবে।

বেশী কিছু বলল না পলভিচ। কারণ সে জানত কিছুক্ষণ পরে যা ঘটবে তারপর সে আর লণ্ডনে কথনো যেতে পারবে না, তার টাকা নিয়ে ভোগ করতে পারবে না।

সকাল হওয়ার কিছু পরে ঘুম থেকে জেগে উঠল টারজন। সে দেখল ঝড় থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার সুতরাং জাহাজ ছাড়ার পথে আর কোন বাধা নেই। প্রথমে তারা এই জাহাজে করে সেই জঙ্গলে ঘেরা দ্বীপটায় যাবে যেখানে রোকোফ নামিয়ে দেয় টারজনকে। তারপর জাহাজটা সোজা যাবে লণ্ডনে। জঙ্গলদ্বীপে টারজন তার পশুসঙ্গীদের নামিয়ে দেবে।

টারজন নাবিকদের জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিল। রোকোফের দলের যে চারজন নাবিক জীবিত ছিল, টারজন তাদের বুঝিয়ে দিল তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা করা হবে না। লণ্ডনে গিয়েই মুক্তি পাবে তারা। তারাও খুশী মনে কাজ করতে লাগল। যে সব বাঁদর-গোরিলা আর শীতাকে রাত্রিতে নিচেকার একটা ঘরে ভরে রাখা হয়েছিল সকালে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল জাহাজের ডেকের উপর।

জাহাজটা অবশেষে চলতে শুরু করল। উগাম্বি নদীর মোহানা পার হয়ে সেটা আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়ল। টারজন আর জেনের মনে তখন শুধু একটাই দুঃখ, তাদের ছেলেটার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

টারজন আর জেন ডেকের উপর দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে দূর দিগন্তে সমুদ্রের ভিতর থেকে দ্বীপটি মাথা তুলে উঠল।

এমন সময় হঠাৎ একটা প্রবল বিস্ফোরণে একটা কেবিনের ছাদ উড়ে গেল। সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকাল সেইদিকে। কিন্তু এই বিস্ফোরণের কারণ কি তা বুঝতে পারল না। এই বিস্ফোরণে কেউ অবশ্য আহত হলো না। কিন্তু সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। একমাত্র টারজনই সাহস দিতে লাগল সকলকে। একমাত্র একটা নাবিক বুঝতে পারল এ হলো শয়তান পলভিচের কাজ। রাত্রিবেলায় পলভিচ তার কেবিনে ঢুকে জিনিসপত্র নেবার সময় কোন বিস্ফোরক পদার্থ রেখে যায়। কিন্তু সে কথা ভয়ে আর প্রকাশ করতে পারল না নাবিকটা।

টারজন দেখল তাদের বিপদ কাটেনি। জাহাজের কাঠে আগুন ধরে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা জাহাজটা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। পাম্প করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল আগুন কমার থেকে বেড়ে যাচ্ছে আরো। এঞ্জিনঘরেও আগুন ধরে গেছে। চাপ চাপ ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

তখন টারজন নাবিকদের বলল, জাহাজটাকে আর বাঁচানো যাবে না। সুতরাং এখানে থেকে আর লাভ নেই। তার যে দুটো নৌকো আছে জাহাজে তা নামিয়ে দাও। এখান থেকে কূল বেশী দূরে নয়।

দুটো নৌকোয় করে সকল মালপত্র নিয়ে বেলাভূমির দিকে এগিয়ে গেল ওরা। মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকুতের দলের বাঁদর-গোরিলারা আর শীতা ছুটে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল।

টারজন তাদের লক্ষ্য করে বলল, বিদায় বন্ধু, তোমরা ছিলে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। তোমাদের ভুলতে পারব না জীবনে কখনো।

জেন বলল, ওরা কি আবার ফিরে আসবে?

টারজন বলল, আসতে পারে, আবার নাও আসতে পারে।

উপকূলের উপর নেমে দেখল কিনসেড জাহাজটা তখন সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলছে। এইভাবে দুঘণ্টা জ্বলার পর জাহাজটা ডুবে গেল একেবারে।

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বীপের মধ্যে টারজনের প্রথম কাজ হলো ভাল জলের জায়গার কাছাকাছি শিবির স্থাপন করা। কোথায় জল আছে তা সে জানত এবং সেই জায়গায়

শিবির স্থাপন করল। দলের নাবিকরা যখন শিবির স্থাপনের কাজ করছিল টারজন তখন মুগাম্বি আর সেই আদিবাসী মেয়েটিকে জেনের কাছে রেখে বনের মধ্যে শিকার করতে গেল।

দলের মধ্যে কি কি কাজ করবে তা সব ভাগ করে দিল টারজন। ঠিক হলো সারাদিন শিবিরের কাছে একটা বড় পাথরের উপর থেকে একজন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকবে, কোন জাহাজ আসছে কি না তা দেখবে। কোন জাহাজ দেখতে পেলেই পাহারাদার নাবিকদের কাছ থেকে নেওয়া একটা লাল জামা উড়িয়ে সংকেত দেখাবে। রাত্রিতে সেখানে শুকনো ডালপালা দিয়ে একটা আগুন জ্বালিয়ে রাখা হলো।

কিন্তু কয়েক দিন কেটে গেলেও দিগন্তে সমুদ্রের উপর কোন জাহাজ দেখতে পাওয়া গেল না। টারজন তখন বলল, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে একটা বড় নৌকো তৈরী করতে হবে। তাই দিয়ে ওরা এই দ্বীপ থেকে মূল মহাদেশে গিয়ে উঠবে। সেখানে কোন জাহাজের দেখা পাওয়া যেতে পারে। টারজন নৌকো তৈরী কিভাবে করতে হয় তা জানে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্য লোকের দরকার। এ কাজে প্রচুর পরিশ্রম আর লোকের দরকার। এ ব্যাপারে সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করতে গিয়ে বন্দী নাবিকরা ক্রমে অসন্তুষ্ট হয় উঠল। টারজন দেখল অর্ধ-বর্বর ঐ সব নাবিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে মনে মনে এবং তাদের সেই ক্ষোভ তাদের আচরণের মধ্যেও কিছু কিছু প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সেই জন্য সে জেনকে এই সব নাবিকদের কাছে একা রেখে কখনো বনে যেত না।

টারজনদের শিবিরে যখন এই রকম গোলমাল চলছিল তখন তাদের উত্তর-পূর্ব দিকে কিছু দূরে কাউরি নামে একটা ছোট জাহাজ উপকূলভাগের একটা খাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে শুরু করে। কারণ এই জাহাজের দশজন নাবিক কিছু মুক্তোর লোভে সহসা বিদ্রোহী হয়ে উঠে অফিসারদের হত্যা করে। অফিসারদের পক্ষে কিছু অনুগত নাবিক যোগদান করলে তাদেরও হত্যা করা হয়। বিদ্রোহী নাবিকদের নেতা ছিল তিনজন, গাণ্ট নামে এক সুইডিশ, মমুলা মাওরি নামে এক নিগ্রো আর কাইশাং নামে একজন চীনদেশীয় লোক।

একদিন কাইশাংই কাউরি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তার কেবিনে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করার পর মমুলা মাওরি হত্যা করে ক্যাপ্টেনের প্রহরীকে। গাণ্ট আবার ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেও কখনো হত্যার ঝুঁকি নিতে চায় না। সব হত্যার সঙ্গে যে সব বিপদের ঝুঁকি জড়িয়ে থাকে তার ভার অন্যদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে বাইরে থেকে ফল ভোগ করতে চায় গাণ্ট।

ক্যাপ্টেনের হত্যার পর গাণ্ট নিজে জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে চাইল। সে নিহত ক্যাপ্টেনের জিনিসপত্রগুলোও ভোগ দখল করতে লাগল। কারণ এক-

মাত্র সে-ই সমুদ্রপথে দক্ষতার সঙ্গে জাহাজ চালাতে পারত। মাওরি বা কাই-শাং এতে রাজী না হলেও কাইশাং এই জন্যই চটাতে চাইল না গান্টকে। কারণ গান্ট না থাকলে তাদের কেউ দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপের কাছাকাছি কোন বন্দরে তাদের নিয়ে যেতে পারবে না যেখানে তারা মুক্তোগুলোকে বিক্রি করতে পারবে।

যেদিন এই জঙ্গলদ্বীপের উপকূলভাগের খাড়ির মধ্যে কাউরি জাহাজটাকে ওরা লুকিয়ে রাখে তার আগের দিনেই ওরা দক্ষিণ দিগন্তে একটা যুদ্ধজাহাজের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে। যুদ্ধজাহাজটাকে দেখে ওদের ভয় হয়। ওরা ভাবে ওদের বিদ্রোহ ও অফিসার হত্যার খবর পেয়েই হয়ত যুদ্ধজাহাজটা খোঁজ করছে ওদের।

কাইশাং আর মাওরি গান্টকে তাদের জাহাজটা ছেড়ে দিতে বলল ধরা পড়ার ভয়ে। কিন্তু গান্টের মনে এক কু-অভিসন্ধি থাকায় সে জাহাজ ছাড়তে চাইছিল না। সে বলল, ও জাহাজ আমাদের ধরতে আসবে কেন? আমাদের বিদ্রোহের কথা কেউ জানে না।

গান্ট এই সুযোগই খুঁজছিল। সে চাইছিল মাওরি আর কাইশাং দুজনে বনে শিকার করতে গেলে সেই অবসরে ও একাই জাহাজটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে চোরাই মুক্তোগুলো সব সে একাই পেয়ে যাবে। কিন্তু কোন-দিন ও কাইশাং আর মাওরিকে শিকারে পাঠাতে পারছিল না। শিকারের কথা বললেই গান্টকেও ওরা সঙ্গে নিতে চাইছিল।

একদিন কাইশাং মাওরিকে জাহাজ ছাড়ার জন্য গান্টকে চাপ দিতে বলল গান্টকে ওরা দুজনেই অবিশ্বাস করে।

মাওরি গান্টকে কথাটা বলতেই গান্ট অন্য যুক্তি দেখাল। বলল, এখন জাহাজ ছাড়া ঠিক হবে না। ওরা আমাদেরই খুঁজছে। কিন্তু আমাদের জাহাজটা এখনো দেখতে পায়নি। জাহাজটা ছাড়লেই আমাদের দেখে ফেলবে।

মাওরি বলল, কিন্তু আমাদের বিদ্রোহ আর অফিসার হত্যার ব্যাপারটা ত ওরা জানে না।

গান্ট বলল, তুমি একজন নির্বোধ নিগ্রো। জান না ওরা বেতারে খবর পেয়েছে।

তাকে নিগ্রো বলাতে রাগে লাফিয়ে উঠে তার ছুরিটা ধরে মাওরি বলল, আমি নিগ্রো নই।

গান্ট তখন বলল, আমি ঠাট্টা করছিলাম। আমি তোমার পুরনো বন্ধু। কাইশাং যখন মুক্তোগুলো একা হাত করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে তখন তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারি না। এখন জাহাজ ছাড়লেও ও যেকোন-ভাবে আমাদের শেষ করে মুক্তোগুলো দখল করবে।

মাওরি বলল, কিন্তু বেতারের কথা কি বললে? বেতারে আমাদের খবর জানবে কি করে?

গাণ্ট বলল, তুমি কাইশাংকে জিজ্ঞাসা করে দেখগে, যেকোন যুদ্ধজাহাজের মধ্যেই বেতার আছে।

বেতারে তারা বহু দূরের যেকোন জাহাজের সঙ্গে কথা বলতে পারে এবং তাদের খবরাখবর জানতে পারে। আমাদের জাহাজটাকে ওরা না চিনলেও বা তার নাম না জানলেও ওরা ঠিক জানে একটা জাহাজের নাবিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে তাদের অফিসারদের সব হত্যা করেছে। তাই তারা আমাদের জাহাজটাকে খুঁজছে। আমরা জাহাজ ছাড়লেই ওরা এসে ধরবে জাহাজটাকে।

মাওরি বলল, কাইশাং ও আরো একজন তুমি জাহাজ না ছাড়লে তোমাকে ছুরি মেরে খুন করবে। তুমি যদি কালকের মধ্যে জাহাজ না ছাড় তাহলে তোমাকে ছুরি খেয়ে খুন হতে হবে।

গাণ্ট বলল, তুমি তাদের আমার কথা বলগে। তাছাড়া তারা জানে আমি মরে গেলে কেউ এখান থেকে জাহাজ চালিয়ে তাদের শত শত মাইল দূরের কোন বন্দরে নিয়ে যেতে পারবে না।

মাওরি কাইশাংএর কাছে গিয়ে বেতারের কথাটা বলতেই কাইশাংও স্বীকার করল যেকোন যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে বেতার থাকে।

কিন্তু এই জঙ্গলজীবন আর ভাল লাগছিল না। তাই সে সব ঝুঁকি নিয়েও জাহাজ ছাড়ার কথা ভাবছিল। সে বলল, জাহাজ চালাবার মত যদি একটা কোন লোক পেতাম তাহলে এখনি আমি জাহাজ ছেড়ে দিতাম।

সেদিন বিকালেই মাওরি তার সঙ্গে আর দুজন নিগ্রোকে নিয়ে শিকার করতে গেল বনে। কাইশাং রয়ে গেল শিবিরে। তারা গেল দক্ষিণ দিকে। কিছুটা যাওয়ার পর তারা জনাকতক মানুষের কথা বলার শব্দ শুনতে পেল। মাওরি প্রথমে ভাবল এই জঙ্গলদ্বীপে যখন কোন মানুষ বাস করে না তখন নিশ্চয় যারা কথা বলছে তারা প্রেতাত্মা। নিহত অফিসারদের প্রেতাত্মাগুলোই তাদের ধরতে আসছে। কিন্তু কুসংস্কারের সঙ্গে কৌতূহল মাওরির মনে কাজ করায় সে পালিয়ে না গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল। তার সঙ্গী দুজনকেও তাই করতে বলল। মাওরি দেখল, তারা আসলে কোন প্রেতাত্মা নয়, তারা দুজন শ্বেতাঙ্গ।

আসলে এই শ্বেতাঙ্গ দুজন হলো টারজনের দলের দুজন বন্দী নাবিক। তাদের নাম হলো স্নাইদার আর স্মিথস।

স্নাইদার স্মিথসকে বলেছিল, ওদের কথা বাদ দাও। আমরা তিনজনে একটা ছোটখাটো নৌকো তৈরী করে এখান থেকে চলে যেতে পারি। কিন্তু ওদের জন্য ক্রীতদাসের মত খাটব কেন? তার থেকে আমরা সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়ে চলে যেতে পারি।

স্মিথস বলল, আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

স্নাইদার বলল, মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যেতে পারলে মোটা টাকা পাওয়া যেতে পারে। কোন সভ্য বন্দরে ওকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে ও আমাদের নিশ্চয় একটা মোটা টাকা দেবে। পরে টাকাটা আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।

স্মিথস বলল, আমি রাজী আছি।

মাওরি ওদের কথাগুলো সব শুনল। অনেক জাহাজে কাজ করায় অনেক ভাষা ও বুঝতে পারে। ও তাই ওদের কথা বুঝতে পেরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। সে বলল, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমাদের কথা সব শুনেছি। আমি সে কথা কাউকে বলব না। বরং তোমাদের সাহায্য করব। তোমরাও আমাকে সাহায্য করতে পার।

এরপর স্নাইদারকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি জাহাজ চালাতে পার, কিন্তু জাহাজ নেই, আমাদের একটা জাহাজ আছে। তুমি আমাদের একটা বন্দরে নিয়ে যেতে পার। তুমি যে মেয়েটার কথা বললে তাকে নিয়ে যেতে পার সঙ্গে। আমরা কিছু বলব না। ঠিক আছে?

স্নাইদার আরো কিছু জিজ্ঞাসা করে অনেক কিছু জানতে চাইল। তারপর মমুলা মাওরি স্নাইদার আর স্মিথসকে সঙ্গে করে তাদের শিবিরে গিয়ে কাইশাংকে গিয়ে সব বলল। স্নাইদারকে শিবিরের বাইরে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে কাইশাংকে তার কাছে ডেকে নিয়ে এল। কাইশাং স্নাইদারের সঙ্গে কথা বলল। স্নাইদারকে দেখে কাইশাং বুঝতে পারল লোকটা একটা শয়তান। তবু তাকে দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে বলে তার কথা মেনে নিল।

স্নাইদার ও স্মিথস কাইশাংএর সঙ্গে কথা বলার জন্য টারজনের শিবিরে চলে গেল। তারা ঠিক করল শুধু জেনকে নিয়ে যাবে না। তার সঙ্গে সেই আদিবাসী মেয়েটিকেও নিয়ে যাবে।

এদিকে কাইশাং আর মাওরি স্নাইদারের সঙ্গে কথা বলে তাদের শিবিরে চলে গেল। তারা বুঝল জাহাজ চালানোর জন্য আর গান্টের প্রয়োজন নেই। তারা ঠিক করল শিবিরে গান্টকে পেলেই তার অবাধ্যতার জন্য তাকে হত্যা করবে।

কিন্তু ওরা শিবিরে গিয়ে দেখল গান্ট ঘরে নেই। গান্ট তখন ছিল রান্নার ঘরে। সেও রান্নার ঘর থেকে কাইশাং আর মাওরির ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারল তাকে ওরা হত্যা করতে চায়। তারা হয়ত এখন অন্য কোন নাবিকের সন্ধান পেয়েছে। গান্ট তাই চুপি চুপি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। জঙ্গলকে সে ভয় করত ঠিক, কিন্তু তার শয়তান সঙ্গীদের কুটিল প্রতিহিংসা শ্বাপদসংকুল জঙ্গলের থেকে আরও অনেক ভয়ঙ্কর। মাওরির ছুরি

আর কাইশাং-এর ফাঁসের দড়ি সত্যিই ভয়াবহ।

যেদিন স্নাইদার স্মিথস আর কাইশাং-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সেদিন তারা হঠাৎ ভাল হয়ে উঠে টারজনের কাছে তাদের আগের অবাধ্যতা আর চাপা বিক্ষোভের জন্য ক্ষমা চায়। টারজন তখন খুশি হয়ে তাদের দুজনকে জঙ্গলে ঘুরতে যাবার অনুমতি দেয়। স্নাইদার তখন টারজনকে কোথায় একপাল হরিণ দেখে তার কথা বলে। টারজন সে কথা শুনে দুপুরের দিকে হরিণ শিকার করতে যায় মুগাম্বিকে শিবিরে রেখে। মুগাম্বির সঙ্গে জোনস আর সালিভান নামে দুজন অনুগত নাবিকও ছিল।

কাইশাং ও তার দলের পাঁচজন লোককে শিবিরের কাছে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে স্নাইদার হঠাৎ একসময় ব্যস্ত হয়ে শিবিরে গিয়ে মুগাম্বিকে বলে তার সঙ্গী স্মিথসকে বাঁদর-গোরিলারা ধরেছে। তাকে মেরে ফেলবে। তুমি এখনি জোনস আর সালিভানকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে যাও।

মুগাম্বির হাতে শিবির রক্ষার ভার থাকায় সে যেতে চাইছিল না। কিন্তু কথাটা শুনে জেন নিজে মুগাম্বিকে যেতে বলল।

স্নাইদার শিবিরে রয়ে গেল। মুগাম্বি ছুটে চলে গেল।

মুগাম্বি শিবির ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই স্নাইদার কাইশাং-এর কাছে চলে গেল। বলল, চলে এস, শিবির ফাঁকা। কাইশাং আর মাওরি চার পাঁচজন লোক নিয়ে শিবিরে চলে গেল। তাদের সঙ্গে স্মিথসও ছিল। এদিকে গাস্টও তাদের পিছু পিছু গোপনে অনুসরণ করে সব কিছু দেখছিল।

কাইশাং সদলবলে টারজনদের শিবিরে গিয়ে দেখল জেন আর আদিবাসী মেয়েটি বসে রয়েছে বন্দরের দিকে পিছন ফিরে।

কাইশাং গিয়ে প্রথমে জেনকে বলল, চলে এস আমাদের সঙ্গে।

জেন কিছু বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। জেন উঠেই স্মিথসকে দেখতে পেল। বুঝল একটা দারুণ ষড়যন্ত্র চলছে। সে স্মিথসকে বলল, এর মানে কি ?

স্মিথস বলল, আমরা একটা জাহাজ পেয়েছি। এখন আমরা এখান থেকে মুক্তি পেতে পারি।

জেন স্নাইদারকে বলল, তুমি তাহলে মুগাম্বিকে কোথায় পাঠালে ?

স্নাইদার বলল, তারা আসবে না।

কাইশাং বলল, চলে এস।

তখন কাইশাং-এর লোকজনরা জেন আর আদিবাসী মেয়েটিকে তুলে নিয়ে কাউরি জাহাজটার দিকে চলে গেল। কিছুটা দূরে থেকে গাস্ট সব দেখল।

এদিকে মুগাম্বি যখন স্নাইদারের কথামত নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দেখল স্মিথস বা কোন বাঁদর-গোরিলা নেই, তখন সে বুঝতে পারল এর পিছনে কোন একটা চক্রান্ত আছে। তখন সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে শিবিরে ফিরে এল।

ফিরে এসে দেখল শিবির শূন্য।

এমন সময় হরিণ না পেয়ে টারজন ফিরে এলে তার জ্রূদুটো কুঁচকে উঠল।

মুগাম্বি রাগের মাথায় জোনস আর সানিভানকে মারতে যাচ্ছিল। সে ভাবছিল ওরাও হয়ত এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়েছিল। ওরা হয়ত জানত স্নাইদার এই রকম করবে। কিন্তু ওরা বলল, স্নাইদারের সঙ্গে ওদের মোটেই ভাব ছিল না। ওরা এ সবের কিছুই জানত না। তাছাড়া ওরা ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকলে ওরাও তাদের সঙ্গে যেত।

টারজন ওদের ছেড়ে দিতে বলল।

টারজন বলল, কিন্তু জঙ্গলে ওরা জেনকে নিয়ে যাবে কোথায়? পালাবার জাহাজই বা পাবে কোথায়? এখন এস, ওদের খোঁজ করা যাক। ওরা কোন্ পথে পালিয়েছে তা আগে জানা দরকার।

ওরা শিবির থেকে বার হতেই গাণ্ট এসে টারজনের সামনে দাঁড়াল। টারজন দেখল একজন অচেনা শ্বেতাঙ্গ তাকে কি বলতে চায়।

গাণ্ট সরাসরি টারজনকে বলল, তোমাদের মেয়েদের ওরা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। যদি তাদের ধরতে চাও ত তাড়াতাড়ি এস আমার সঙ্গে। তা না হলে কাউরি জাহাজটা এখনি ছেড়ে দেবে।

টারজন বলল, কে তুমি? আমার স্ত্রীর অপহরণের কথা তুমি কি করে জানলে?

গাণ্ট বলল, আমি নিজে দেখেছি আমাদের দলের কাইশাং আর মমুলা মাওরি তোমাদের দলের দুজন লোকের সঙ্গে চক্রান্ত করছিল। তাদের কথা আমি সব শুনেছি। কাইশাং আর মাওরি আমাকে তাদের শিবির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওরা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি পালিয়ে এসেছি শিবির থেকে।

গাণ্ট তাদের পথ দেখিয়ে উপকূলের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু সামান্য একটুর জন্য দেরী হয়ে গেছে। কাউরি জাহাজটা এইমাত্র ছেড়ে দিয়েছে। ওরা দেখল জাহাজটা পূব দিকে এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। জীবনে কখনো কোন ক্ষেত্রে হার মানেনি, আশা হারায়নি টারজন। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম যেন হতাশার বেদনা অনুভব করল সে। সে বেদনা ঢাকার জন্যই যেন মুখটা দুহাতের উপর রেখে বসে পড়ল। এখন সে কি করবে তা ভেবে পেল না।

টারজন যখন তার শিবিরে ফিরে গেল সবার সঙ্গে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। তখন চলছিল জোর গুমোট গরম। গাছের একটা পাতাও নড়েনি। টারজনরা ওদের শিবিরের বাইরে বেলাভূমির কাছে বসেছিল।

হঠাৎ অন্ধকার বনভূমির মধ্যে একটা চিতাবাঘের ডাক শুনতে পেল ওরা। সে ডাক শুনে টারজনও জন্তুদের মত অদ্ভুতভাবে চীৎকার করে উঠল। আবার চিতাবাঘটা ডাকল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শীতা এসে হাজির হলো টারজনের

সামনে টারজন তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

হঠাৎ সমুদ্রের উপর উপকূলভাগের কাছাকাছি একটা আলো দেখতে পেয়ে টারজন বলল, দেখ দেখ, আলো। নিশ্চয় ও আলোটা কাউরি জাহাজের। জাহাজটা এখন দাঁড়িয়ে আছে শান্ত হয়ে। একটা নৌকো যোগাড় করো কোনরকমে। আমরা ওই জাহাজে হানা দিয়ে জাহাজটা দখল করে নেব।

গাণ্ট বলল, কিন্তু ওদের সকলের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র আছে। কিন্তু আমরা মাত্র পাঁচজন।

টারজন তার চিতাবাঘটার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার এই শীতা কুড়িটা সশস্ত্র লোকের সমান। এরপর যারা আসবে তারা সব একশোজন লোকের কাজ করবে।

এই বলে টারজন দাঁড়িয়ে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের মত একটা জোর আওয়াজ করল। কিছুক্ষণের মধ্যে আকুতের সঙ্গে ভয়ঙ্কর একদল বাঁদর-গোরিলা সেখানে এসে গেল। গাণ্ট তাদের ভয়ে কাঁপতে লাগল।

এবার ওরা সেই নৌকো দুটোর খোঁজ করতে লাগল যে দুটো নৌকোয় করে ওরা কিনসেড জাহাজটা থেকে নেমে আসে।

একটু খুঁজতেই বেলাভূমির উপর কিছু দূরে সরে যাওয়া নৌকো দুটো পেয়ে গেল তারা। আকুৎ ও তার দলের সবাই আর শীতা নৌকোতে গিয়ে উঠল। এছাড়া ছিল গাণ্ট, টারজন, মুগাম্বি, সানিভাল আর জোনস। গাণ্ট দাঁড় বাইতে লাগল। তার সঙ্গে আকুৎ আর অন্য সব বাঁদর-গোরিলাগুলোও খুব জোরে জোরে দাঁড় বাইতে লাগল। সমুদ্রের শান্ত জলের উপর দিয়ে কাউরি জাহাজের আলোটা লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটে যেতে লাগল নৌকো দুটো।

টারজন যা ভেবেছিল ঠিক তাই। কাউরি জাহাজটাই তখন দাঁড়িয়ে ছিল। ডেকের উপর একটা নাবিক ঝিমোচ্ছিল।

জাহাজের নিচের তলায় একটা কেবিনে তখন স্নাইদার জেনকে বশীভূত করার চেষ্টা করছিল। যে ঘরে জেনকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেই ঘরের একটা টেবিলের ড্রয়ারে একটা রিভলবার পেয়ে গিয়েছিল জেন। স্নাইদারের হাতে তখন কোন অস্ত্র না থাকায় স্নাইদারকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে বেকায়দায় ফেলেছিল জেন।

এমন সময় ডেকের উপর থেকে একটা গোলমালের আওয়াজ আসতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে জেন আর সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারটা কেড়ে নেয় স্নাইদার।

ডেকের উপর যে লোকটা পাহারা দিচ্ছিল সে ঝিমোতে ঝিমোতে একটা অচেনা লোককে জাহাজের মই বেয়ে উঠতে দেখে চীৎকার করে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি করে তার রিভলবার থেকে। এই শব্দ শুনেই চমকে ওঠে জেন।

কিন্তু প্রহরীর গুলিটা কারো গায়ে লাগেনি বলে সে ভয়ে চীৎকার করে

জাহাজের লোকজনদের ডাকতে থাকে। জাহাজের নাবিকরা তখন রিভলবার, ছোরা, কুড়ুল প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে ডেকের দিকে ছুটে আসতে থাকে। কিন্তু তার আগেই টারজন আর তার জন্তুজানোয়ারগুলো ডেকের উপর উঠে ঘুরে বেড়াতে থাকে ভয়ঙ্করভাবে।

কাউরি জাহাজের সশস্ত্র নাবিকরা জন্তুজানোয়ারগুলোকে দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তারা কম্পিত হাতে গুলি ছুঁড়লেও সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে স্বাভাবিকভাবে। আকুতের বাঁদর-গোরিলাগুলো তাদের দু-একজনের গলা টিপে ধরতেই তারা ভয়ে পালিয়ে সামনের ঘরটাতে গিয়ে আশ্রয় নিল। বাকি সব নাবিকরা আর কাইশাং ধরা পড়ল জন্তুদের হাতে। টারজন জেনের খোঁজ করতে থাকায় জন্তুরা অবাধে ইচ্ছামত তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল।

কাইশাং ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু শীতা একটা নাবিককে শেষ করার পর কাইশাংকে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহের সব মাংস খেয়ে ফেলল সে।

এদিকে স্নাইদার যখন নিচের তলার কেবিনটার মধ্যে জেনের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে জেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার রিভলবার কেড়ে নিতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল টারজন। আদিবাসী মেয়েটি তখন ভয়ে নতজানু হয়ে জেনের কাছে বসেছিল।

কিছু না বলে পিছন থেকে স্নাইদারের গলাটা টিপে ধরল টারজন। স্নাইদার মুখ তুলে টারজনকে দেখেই ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। টারজন এত জোরে গলাটা তার টিপে ধরেছিল যে কোন কথা বলা বা কোন অনুনয় বিনয় করার সুযোগ পেল না। তার জিবটা বেরিয়ে আসতে লাগল। মুখটা নীল হয়ে গেল। জেন একবার টারজনকে থামাবার চেষ্টা করল তার হাতে হাত রেখে।

কিন্তু টারজন বলল, আর না, এর আগে শত্রুদের ক্ষমা করে শুধু ঠকেছি। তাদের বাঁচিয়ে রেখে তাদের কাছ থেকে তার প্রতিদানে পেয়েছি শুধু ক্ষতি, শঠতা আর প্রতারণা।

স্নাইদারের নিষ্প্রাণ দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জেন আর আদিবাসী মেয়েটিকে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল টারজন। এসে দেখল সব লড়াই শেষ। মাত্র চারজন ছাড়া শত্রুদের সবাই খতম হয়েছে। একটা কেবিনের মধ্যে ঢুকে নিজেদের কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছে মাত্র চারজন। তারা হলো স্মিথ, মাওরি আর তাদের দলের দুজন নিগ্রো নাবিক।

টারজন তাদের ঘর থেকে বার করে আনল। পরে তাদের আইনগত শাস্তি হবে। তাদের একেবারে মুক্তি দেওয়া হবে এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়েই আপাততঃ তাদের ক্ষমা করল। বলল, হয় জাহাজে নাবিকের কাজ করো, না হয় মৃত্যু বরণ করো।

তারা সবাই নাবিকের কাজ করতে লাগল। গাণ্টকেও জাহাজে রেখে-

দিল টারজন। সেও সাহায্য করতে লাগল নাবিকদের।

টারজনের নির্দেশমত জাহাজটাকে আবার জঙ্গলদ্বীপের উপকূলে একবার আনা হলো। ঐ উপকূলে জন্তুগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা আবার জঙ্গলে চলে গেল। তারপর আবার জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হলো। এবার জাহাজ চলল লণ্ডনের পথে।

তিনদিন পর শোরওয়াটার নামে একটা বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের সংস্পর্শে এল কাউরি। সেই জাহাজের বেতারের মাধ্যমে লর্ড গ্রেস্টোক তার লণ্ডনের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করল। জানল, তার ছেলেকে রোকোফ নিয়ে আসতে পারেনি। তার সহকারীদের বিশ্বাসঘাতকতা আর লোভলালসার জন্য ছেলেটা তাদের বাড়িতেই আছে। মোটা টাকার লোভে ছেলেটাকে রোকোফের হাতে তুলে না দিয়ে বা জাহাজে না নিয়ে গিয়ে পলভিচ অন্য একজনের কাছে রাখে ছেলেটাকে। ঠিক করে মোটা টাকার ঘুঁষ নিয়ে ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেবে। তাই সে জ্যাকের পরিবর্তে একই রকমের অন্য একটি ছেলেকে জাহাজে নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় রোকোফের হাতে। আফ্রিকার কোন এক আদিবাসীদের গাঁয়ে জেনের কোলে মারা যায় সেই ছেলেটি। কিন্তু পলভিচও কোন টাকা পয়সা পায়নি ছেলেটার জন্য। সে যার কাছে রেখেছিল সে টারজনের এ্যাটর্নীকে তার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়ে মোটা টাকা নেয়।

টারজন আর জেন বাড়ি গিয়ে দেখল বুড়ী নিগ্রো নার্স এসমারাল্ডাই জ্যাককে মানুষ করছে পরম যত্নের সঙ্গে। জ্যাক যখন চুরি যায় তখন এসমারাল্ডা আমেরিকায় গিয়েছিল ছুটি নিয়ে। পরে সে ফিরে আসে এবং জ্যাককে ফিরিয়ে দেবার সময় সে তাকে দেখে সনাক্ত করে।

টারজনের সঙ্গে ছিল তার বিশ্বস্ত সহচর মুগাম্বি আর সেই আদিবাসী তরুণীটি যাকে একদিন একটা নৌকোর পাটাতনে শুয়ে থাকতে দেখে। মেয়েটি পরিষ্কার বলে দেয় সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না। কারণ বাড়ি গেলেই তার বাবা বার-তার সঙ্গে বিয়ে দেবে। সে টারজনদের বাড়িতেই থেকে যাবে।

টারজন বলল, সুযোগ পেলেই সে মুগাম্বি আর আদিবাসী তরুণীটিকে আফ্রিকায় ওয়াজিরিদের দেশে তাদের যে খামারবাড়ি আছে সেখানে পাঠিয়ে দেবে। টারজনের এখন একমাত্র জীবিত শত্রু পলভিচ যে এখন আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দি সন অফ টারজন

টারজনের পুত্র

একটা লম্বা নৌকো সেদিন উগাম্বি নদীর উপর দিয়ে ভাটার টানে মোহানার দিকে ভেসে চলেছিল। ভাটার স্রোত প্রবল থাকায় মাঝিদের দাঁড় বাইতে হচ্ছিল না। তারা অলসভাবে পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে কূলের দিকে তাকিয়ে ছিল।

এমন সময় তারা দেখল নদীর পাড় থেকে ভূতের মত অস্থিচর্মসার একটা লোক হাত বাড়িয়ে তাদের ডাকছে, নৌকো থামাতে বলছে। তার ডাক শুনে মাঝিরা নৌকোটা নদীর মাঝখান থেকে কূলের কাছে নিয়ে যেতে লোকটা তাদের অনুনয় বিনয় করে তাকে নৌকোতে তুলে নিতে বলল। লোকটাকে তুলে নিয়ে নৌকোটা আবার ভাটার টানে মোহানার দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে সমুদ্রের মুখে ম্যাজোরি নামে একটা জাহাজ অপেক্ষা করছে নৌকা-আরোহীদের জন্য।

ওরা সবাই জাহাজে উঠলে অচেনা লোকটি তার দুঃখ কষ্টের এক সকরুণ কাহিনী ব্যক্ত করল তাদের কাছে। তখন হতে দশ বছর আগে সে আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একদল নরখাদক উপজাতির হাতে ধরা পড়ে। তারা তাকে তাদের গাঁয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখে। বিদেশীদের বধ করে তাদের মাংস তারা খায়। কিন্তু লোকটিকে তারা বধ না করে তাকে পীড়ন করত। বেশ কয়েকবার জ্বরে আক্রান্ত হয় সে। ক্রমাগত দৈহিক পীড়ন ও রোগভোগ করে তার শরীর ভেঙ্গে যায়। সে বলল, জাতিতে সে রুশ এবং তার নাম সবরোভ। কিন্তু কিভাবে এবং কেন সে আফ্রিকার জঙ্গলে আসে তা সে বলল না। সে একবার বসন্ত রোগের কবলেও পড়ে এবং তার মুখে দাগ হয়ে যায়।

আসলে লোকটা তার আসল নাম গোপন করে উদ্ধারকারীদের কাছে। আসলে সে হলো নিকোলাস রোকোফের সহচর পলভিচ। দশ বছর আগে রোকোফ যখন টারজনের হাতে ধরা পড়ে তখন পলভিচ জঙ্গলের গভীরে পালিয়ে যায়। পরে রোকোফ টারজনের পশুসঙ্গীদের কবলে পড়ে নিহত হওয়ায় সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তারপর দশ বছর ধরে ক্রমাগত পীড়ন ও রোগভোগ করে সে এত রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়ে যে তার বয়স মাত্র তিরিশ হলেও তাকে আশী বছরের বুড়ো বলে মনে হতে থাকে।

ম্যাজোরি জাহাজে আশ্রয় পেয়ে ও ওদের সেবাযত্ন লাভ করে কিছুদিনের

মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠে পলভিচ। ক্রমে গায়ে জোর পেতে লাগল। এখন আর তার মনে কারো প্রতি কোন প্রতিশোধবাসনা নেই। এখন শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই সে মনে। আজ গোটা মানবসমাজটাই ঘৃণার বস্তু তার কাছে। আর টারজনের প্রতি, রোকোফের প্রতি, যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে এতদিন তাদের প্রতি, সকলের প্রতিই একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করে চলে সে।

ম্যাজোরি জাহাজটা ভাড়া নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে এসে এক বিশেষ কাঁচামালের সন্ধান করতে থাকে একদল ধনী ব্যবসায়ী। তাদের সঙ্গে একদল বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। জাহাজে একটা ছোটখাটো গবেষণাগারও ছিল। আগে তাদের এই কাঁচামাল চড়া দামে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনতে হত। তারা জানতে পারে আফ্রিকার এক উপকূল থেকে কিছু দূরে একটা দ্বীপে নাকি এই কাঁচামাল প্রচুর পাওয়া যায়। তাই ম্যাজোরি জাহাজটাকে তারা সেই দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছিল।

পলভিচকে নিয়ে ম্যাজোরি জাহাজটা অবশেষে সেই দ্বীপের কূলে গিয়ে ভিড়ল। দ্বীপটা নানারকম সারবান গাছের জঙ্গলে ভরা। কয়েক সপ্তাহ ধরে জাহাজটা কূলের কাছেই নোঙর করে রইল। জাহাজের আরোহীরা জাহাজ থেকে জঙ্গলে গিয়ে ঘোরাফেরা করত। তারা কখনো মাছ ধরত আর জঙ্গলে গিয়ে শিকার করে বেড়াত। বৈজ্ঞানিকরা সেই কাঁচামালের সন্ধান করতে করতে বনের ভিতরে অনেক দূর চলে যেত। পলভিচ একঘেয়েমি কাটাবার জন্য তাদের সঙ্গে বনে যেত।

একদিন পলভিচ বনে শিকারীদের সঙ্গে গিয়ে একটা গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময় কার স্পর্শে জেগে উঠল সে হঠাৎ। উঠে দেখে একটা বিরাট বাঁদর-গোরিলা তার পাশে বসে তার মুখটা খুঁটিয়ে দেখছে। পলভিচ ভয় পেয়ে গেল। দেখল নাবিকরা তার কাছ থেকে একটু দূরে এগিয়ে গেছে। পলভিচ উঠে নাবিকদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে বাঁদরটাও তার সঙ্গে যেতে লাগল তার একটা হাত ধরে। পলভিচ দেখল বাঁদর-গোরিলাটা তার কোন ক্ষতি করছে না, সে মানুষের সাহচর্যে অভ্যস্ত। তাই সে ভাবল একে যদি কোন শহরে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তাকে বিক্রি করে অথবা খেলা দেখিয়ে অনেক টাকা পাওয়া যাবে।

নাবিকরা পলভিচের সঙ্গে একটা বিরাটকায় বাঁদর দেখে তাদের দিকে ছুটে এল। কিন্তু বাঁদরটা ভয় পেল না। বরং সে নাবিকদের প্রত্যেকেরই কাঁধে একবার করে হাত দিয়ে তাদের মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। পরে মুখের উপর হতাশার একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে পলভিচের পাশে ফিরে এল।

নাবিকরা সবাই আনন্দ করতে লাগল। তারা পলভিচকে বাঁদরটা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। বাঁদরটাকে কোথায় সে পেল, কি করে এল—এই

সব কত রকমের প্রশ্ন। কিন্তু পলভিচ শুধু সব সময় একটা কথা বলতে লাগল, বাঁদরটা আমার। এটা আমার।

নাবিকগুলো এবার বাঁদরটাকে নিয়ে মজা করতে লাগল। সিম্পসন নামে একটা নাবিক বাঁদরটার পিঠে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিতেই বাঁদরটা তার লম্বা হাত বাড়িয়ে সিম্পসনকে ধরে তার ঘাড় কামড়ে দিল। তখন অন্যান্য নাবিকরা একযোগে বাঁদরটাকে আক্রমণ করল। কিন্তু বাঁদরটা লাফাতে লাফাতে সকলকেই ঘুষি মেরে ফেলে দিতে লাগল।

জাহাজের ক্যাপ্টেন দূর থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে রিভলবার উঁচিয়ে ছুটে এল ঘটনাস্থলে। পলভিচ কি করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। একবার ভাবল বাঁদর-গোরিলাটা ভয়ঙ্কর এবং তাকে পোষ মানাতে পারবে না। ক্ষেপে গেলে মেরে ফেলবে সে। সুতরাং তাকে মেরে ফেলাই ঠিক। কিন্তু আবার ভাবল সে তার কোন ক্ষতি করছে না এবং ভালবাসা ঠিকই বোঝে। সুতরাং তাকে নিয়ে কোনরকমে একবার লণ্ডনে পৌছতে পারলে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে।

ক্যাপ্টেন পলভিচকে বলল, সরে যাও, ওকে গুলি করব।

বাঁদরটা পলভিচের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। ক্যাপ্টেন পলভিচকে সরে যেতে বললে সে বলল, ওর কোন দোষ নেই ক্যাপ্টেন। অকারণে ও কাউকে আক্রমণ করেনি। নাবিকরাই প্রথমে গোলমাল বাঁধায় এবং ওদের মধ্যে একজন ওর ঘাড়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়।

তখন ক্যাপ্টেন জানতে চাইল কে এই কাজ করেছে। নাবিকরা সিম্পসনের নাম করল। সবকিছু শুনে ক্যাপ্টেন বাঁদরটাকে সঙ্গে করে জাহাজে নিয়ে গেল। জাহাজে গিয়ে অন্যান্য নাবিকদের মুখগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল বাঁদরটা। কিন্তু প্রতিবারই হতাশ হলো। দেখে মনে হলো ও যেন ওর আকাঙ্খিত কাকে খুঁজছে। সব মানুষকে তাই ও খুঁটিয়ে দেখতে চায়। জাহাজের সবাই মিলে বাঁদরটার নাম দিল 'এ্যাজাক্স।'

তারা দেখল এ্যাজাক্সের বয়স হয়েছে। কিন্তু বয়সে বুড়ো হলেও তার গায়ে তখনো শক্তি প্রচুর। তার বুদ্ধিও প্রখর। যে কোন ব্যাপার তাকে শেখালে সে শিখে নিতে পারে তাড়াতাড়ি।

অবশেষে ইংলণ্ডে গিয়ে জাহাজ ভিড়তেই জাহাজের অফিসার ও বৈজ্ঞানিকরা মিলে চাঁদা করে কিছু টাকা তুলে পলভিচের হাতে দিল। টাকাটা পেয়ে নিঃস্ব নিঃসম্বল পলভিচের বড় উপকার হলো। সে লণ্ডনে গিয়ে বাঁদরটার প্রশিক্ষণের জন্য একজন ওস্তাদের কাছে গেল। ওস্তাদ পলভিচের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে এ্যাজাক্সের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিল। তবে বলল, পরে তাকে দিয়ে যা রোজগার হবে তার একটা মোটা অংশ তাকে দিতে হবে। পলভিচ তাতে রাজী হয়ে গেল।

সপ্তম অধ্যায়

হারেল্ড মূর নাম এক গৃহশিক্ষক কোন এক বৃটিশ লর্ডের বাড়িতে তার ছেলেকে পড়াত। মূর বয়সে যুবক এবং পড়াশুনোয় ভাল ছিল। কিন্তু শত চেষ্টাতেও সে ছেলেটির পড়ার কোন উন্নতি ঘটাতে পারছিল না। তাই সে একদিন ছেলেটির মার কাছে তার সম্বন্ধে অভিযোগ করল।

মূর তার ছাত্রের মাকে বলল, ওর যে বুদ্ধি নেই তা নয়। ওর বুদ্ধি যথেষ্টই আছে এবং ওর পড়া ঠিকই তৈরী করে। কিন্তু কোন পাঠ্য বিষয়েই ওর কোন আগ্রহ ও আন্তরিকতা নেই। ও এত তাড়াতাড়ি ওর সব পড়া শেষ করে ফেলে তা দেখে মনে হয় পড়ার কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলতে পারলেই ও বাঁচে। ওর আসল আগ্রহের বস্তু হলো দৈহিক শক্তির চর্চা আর জঙ্গল ও অসভ্য বর্বর জঙ্গলীদের জীবনযাত্রার কাহিনী। আফ্রিকার জঙ্গলের আবিষ্কার সম্বন্ধে কোন বই পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্ট ধরে নিবিষ্ট মনে পড়ে যাবে। আমি কোন এক রাত্রিতে ওকে কার্ল হেগেলবেকের জন্তু জানোয়ার সম্বন্ধে একটি বই দুবার পড়তে দেখেছি।

ছেলের মা বলল, আপনি নিশ্চয় এ সব বই পড়তে দেন না?

মূর বলল, দেব না কি, একবার এই ধরনের একটা বই ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই সে গোরিলা সেজে আমাকে তুলে তার বিছানায় ফেলে আমার গলা টিপে হত্যা করার ভান করে আমার উপর দাঁড়িয়ে বাঁদর-গোরিলাদের বিজয়োল্লাসের মত গর্জন করে উঠল। তারপর আমাকে আবার তুলে নিয়ে দরজার বাইরে বার করে দিয়ে ঘরটা বন্ধ করে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দিল।

ছাত্রটির মা বলল, যেমন করেই হোক আপনাকে ওর মন থেকে এই সব মনোভাব ও বাতিকগুলো দূর করতে হবে।

কিন্তু ওরা যার সম্বন্ধে আলোচনা করছিল সেই ছেলেটি ঘরের পাশে একটি গাছের ডালে চেপে বাঁদরের মত 'হুপ' করে একটা শব্দ করে উঠল। তার মা ও গৃহশিক্ষক তাকে দেখে জানালার কাছে যেতে না যেতে সে গাছ থেকে বারান্দায় লাফিয়ে পড়ে ঘরে চলে এল।

ছেলেটি তার বয়স অনুপাতে লম্বা এবং তার চেহারাটি বেশ সবল ও সুগঠিত। ঘরে ঢুকেই সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বোর্ণিও থেকে একটা বনমানুষ এসেছে শহরে।

এরপর সে নাচতে নাচতে বলল, শহরের মিউজিক হলগুলোতে একটা আশ্চর্য বাঁদর-গোরিলাকে দেখানো হচ্ছে। কথা বলা ছাড়া সে মানুষের মত

অনেক কিছুই করতে পারে। সে সাইকেলে চাপতে ও তা চালাতে পারে, কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে পারে, দশ পর্যন্ত গুণতে পারে। আরো কত কি সব আশ্চর্যজনক কাজ করতে পারে। আমি আজ গিয়ে দেখব মা? দয়া করে আমাকে যাবার অনুমতি দাও।

মা ছেলেটির গাল ধরে আদর করে বলল, না জ্যাক, তুমি ত জান, এসব প্রদর্শনীতে যাবার অনুমতি আমি কখনো দিই না।

ছেলেটি বলল, কেন, অন্য সব ছেলেরা ত চিড়িয়াখানা ও কত সব জায়গায় যায়। বাবা, আমি যাব?

হঠাৎ দরজা ঠেলে ছেলেটির বাবা এসে ঘরে ঢুকল।

ছেলেটির বাবা বলল, কোথায়?

মা বলল, ও একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঁদর-গোরিলা দেখতে একটা মিউজিক হলে যেতে চায়।

ছেলেটির বাবা বলল, কে, এ্যাজাক্স?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

তার বাবা বলল, তাহলে তোমাকে ত দোষ দিতে পারি না। আমি নিজেও যেতে পারি। সবাই বলছে বাঁদরটা আকারে বিরাট বড় এবং আশ্চর্যজনক। জেন, তুমিও চল না।

জেন ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে গৃহশিক্ষক মূরকে স্মরণ করিয়ে দিল, এখন তাকে পড়ার ঘরে গিয়ে জ্যাককে আবৃত্তি শেখাতে হবে।

মূর আর জ্যাক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে জেন তার স্বামী টারজনকে বলতে লাগল, দেখ জন, যেমন করে হোক জ্যাকের মন থেকে তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রবৃত্তিগুলো দূর করে ফেলতে হবে যাতে বন্যজীবনের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা দানা বেঁধে উঠতে না পারে। এ আকাঙ্ক্ষা আজও তোমার মধ্যে আছে এবং এই কয় বছর কত কষ্ট করে সে আকাঙ্ক্ষা তুমি দমন করে রেখেছ তা তুমি জান।

টারজন উত্তর করল, বন্যজীবনের প্রতি একটা আসক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার মধ্যে কোন সত্যিকারের বিপদ আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া এ আসক্তি পিতার রক্ত থেকে পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এটাও আমি মনে করি না। জীবজন্তুর প্রতি তার এই আসক্তি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটা বাঁদর দেখার ইচ্ছা তার মত একটা স্বাস্থ্যবান ছেলের পক্ষে স্বাভাবিক। সে এ্যাজাক্সকে দেখতে চাইছে মানে এই নয় যে সে একটা বাঁদরকে বিয়ে করতে যাচ্ছে।

স্ত্রীকে চুম্বন করে টারজন আবার বলতে লাগল, আমার পূর্ব জীবনের কথা তাকে কিছুই বলনি। তাহলে জঙ্গলের প্রতি সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষের মনে যে একটা ভীতি আছে সেটা কেটে যেত। আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে ও

লাভবান হতে পারত।

জেন বলল, না জন, জ্যাকের মনে বন্যজীবনের প্রতি কোন আসক্তি কোনভাবে সঞ্চারিত করে কাজ নেই। সে জীবন থেকে ওকে আমরা সব সময় দূরেই রাখতে চাই।

সন্ধ্যের সময় জ্যাক আবার তার বাবার কাছে এ্যাজাক্সকে দেখতে যাবার কথাটা তুলল। কিন্তু টারজন বলল, তোমার মা যখন এটা চায় না, আমি তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না। তোমার যাওয়া হবে না।

জ্যাক তবু বলল, আমার মত অনেক ছেলেই যাচ্ছে।

টারজন বলল, তোমার সরলতায় আমি খুশি। কিন্তু এ কথা না শুনলে আমি তোমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হব যা কোনদিন তোমায় দিইনি।

গৃহশিক্ষক মূরের ঘরটা ছিল জ্যাকের ঘরের পাশেই। সে রাতে মূরকে জ্যাকের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছিল। সে যেন ঘর থেকে না বেরোয়।

সন্ধ্যের পর একসময় হঠাৎ মূর জ্যাকের ঘরের পাশ থেকে দেখল জ্যাক পোশাক পরে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মূর দরজার কাছে গিয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ জ্যাক ?

জ্যাক বলল, আমি এ্যাজাক্সকে দেখতে যাচ্ছি।

মূর বলল, আমি তোমার ব্যবহারে লজ্জিত।

মূর এ কথা বলতে না বলতেই জ্যাক তাকে জোর করে তুলে নিয়ে তার বিছানার উপর শুইয়ে দিল। তারপর একটা বিছানার চাদর দিয়ে দড়ি করে মূরের হাত পা বেঁধে ফেলল খাটের সঙ্গে। তার দাঁতের ভিতর দড়ি ঢুকিয়ে মাথার পিছন দিকে বেঁধে দিল যাতে সে কাউকে ডাকতে না পারে। তারপর দরজায় ভিতর থেকে তালাবন্ধ করে দিয়ে জানালা দিয়ে পাইপ বেয়ে নিচে নেমে গেল।

এদিকে মূর অনেক চেষ্টা করেও হাত পায়ের বাঁধন খুলতে বা ছিঁড়তে পারল না। সে শুধু খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়ে মেঝের উপর জুতোপরা একটা পা ঠুকতে লাগল বাড়ির লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। সে যে ঘরে আছে তার নিচেরতলার ঘরে টারজন আর তার স্ত্রী বসে আছে। কিন্তু কি ভাবে তাদের ডাকবে বা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা কিছু খুঁজে পেল না মূর। ক্রমে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

কিছু পরে বাড়ির একজন চাকর এসে দরজায় ঘা দিয়ে জ্যাককে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে চলে গেল। তারপর টারজন ও জেন এসে দরজায় ঘা দিয়ে জ্যাককে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে টারজন তার দানবিক শক্তির চাপ দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলল। ঘরে ঢুকে দেখল হাত পা বাঁধা অবস্থায় মূর্ছিত হয়ে ঘরের মেঝের উপর পড়ে আছে মূর।

মুখে চোখে জল দিতেই মুর চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়েই বলে উঠল, আমি গৃহশিক্ষকতার পদ থেকে অব্যাহতি চাইছি। আমি আপনার ছেলেকে আর পড়াতে পারব না। তার জন্য কোন ব্যায়ামবিদকে গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করবেন।

টারজন বলল, কিন্তু টারজন কোথায় ?

মুর বলল, সে আমাকে এইভাবে বেঁধে রেখে এ্যাজাক্সকে দেখতে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার গাড়ি বার করতে বলল টারজন। তারপর সোজা মিউজিক হলের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

এদিকে জ্যাক তখন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মিউজিক হলে গিয়ে বক্সে বসে এ্যাজাক্সের খেলা দেখছিল। জ্যাকের সুন্দর মুখখানা দেখে এ্যাজাক্সের প্রশিক্ষক তাকে তার কাছে যেতে বলল। এ্যাজাক্স জ্যাকের কাছে গিয়ে তার মুখপানে খুঁটিয়ে তাকাতে লাগল সব অচেনা মানুষকে যেমনভাবে সে দেখে। দর্শকরা মজা দেখতে লাগল। কিন্তু তারা যখন দেখল ছেলেটি কিছুমাত্র ভয় পেল না বাঁদর-গোরিলাটাকে কাছে দেখে তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল।

এদিকে এ্যাজাক্স যখন জ্যাককে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চাইছিল না তখন তার শিক্ষক, মালিক পলভিচ আর হলের ম্যানেজার সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এ্যাজাক্স এতদিন ধরে যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে না পেলেও জ্যাক যেন অনেকটা তার মত। তাই তাকে ছাড়ছে না এ্যাজাক্স। তখন এ্যাজাক্সের শিক্ষক চাবুক হাতে তাকে প্রহার করার জন্য এগিয়ে এলে তার দিকে দাঁত বার করে এগিয়ে গেল এ্যাজাক্স। জ্যাকও তার সমর্থনে তার পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ার ছুঁড়ে মারতে গেল শিক্ষককে।

এমন সময় মিউজিক হলে ঢুকেই টারজন বলল, জ্যাক কোথায় ?

টারজন ভেবেছিল রোকোফ ষড়যন্ত্র করে তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে।

টারজনকে দেখে তার মনের মানুষকে খুঁজে পেয়ে তাদের ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করতে করতে এ্যাজাক্স ছুটে গেল তার দিকে। টারজনও তাকে চিনতে পেরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ থেকে শুধু একটা কথা বেরিয়ে এল, আকুৎ তুমি ?

টারজনকে বাঁদরের ভাষায় এ্যাজাক্সের সঙ্গে কথা বলতে দেখে জ্যাক আশ্চর্য হয়ে তার বাবার মুখপানে তাকাতে লাগল। শিক্ষকের হাতের চাবুক হাতেই রয়ে গেল। সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

আকুৎ বলল, দীর্ঘদিন ধরে তোমাকেই খুঁজছি টারজন। তোমাকে যখন পেয়ে গেছি তখন আমি তোমাকে নিয়ে আবার জঙ্গলে গিয়ে বাস করব তোমার সঙ্গে।

টারজন নীরবে আকুতের মাথায় হাত বোলাতে লাগল। আফ্রিকার জঙ্গলের

সব ঘটনা মনে পড়ল তার একে একে। তার অন্যান্য পশুসঙ্গীদের সঙ্গে এই আকুৎ একদিন তার কত উপকার করেছে, তার শত্রুদের সঙ্গে কত লড়াই করেছে, সব মনে পড়ল তার। সবুজ গাছপালা ও লতাপাতায় ভরা আফ্রিকার সুবিশাল অরণ্যের সুদূরপ্রসারী মায়া তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। কিন্তু তার এই সভ্য জগতের ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব, সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, সন্তান এই সব কিছুর কথা ভেবে সে ডাকে এখন আর সাড়া দিতে পারল না টারজন। সে আকুৎকে বলল, তুমি আজ ওদের সঙ্গেই যাও আকুৎ। কাল আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আকুৎ যেখানে থাকে সেখানকার ঠিকানা নিয়ে জ্যাককে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে গেল টারজন। যাবার পথে তার পূর্বজীবনের সব কথা সংক্ষেপে বলল জ্যাককে।

পরদিন পলভিচ আর আকুৎ যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে দেখা করল টারজন। পলভিচের চেহারাটা একেবারে খারাপ হয়ে যাওয়ায় আর তার পরনের পোশাক খুব খারাপ থাকায় তাকে চিনতে পারল না সে। সে শুধু আকুৎকে টাকা দিয়ে কিনতে চাইল। পলভিচ তার উত্তরে বলল, কথাটা ভেবে দেখব।

টারজন বাড়ি ফিরে জেনকে বলল, আমি ভাবছি আকুৎকে কিনে নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে পাঠিয়ে দেব।

জ্যাক বলল, ওকে কিনে আমাদের বাড়িতে রেখে দাও। আমার বন্ধু হিসাবে থাকবে ও এখানে।

একথা জেন বা টারজন কেউই সমর্থন করতে পারল না। তারা দুজনেই বলল, জঙ্গলের জীব এই শহরের পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারবে না।

জ্যাক তখন আকুৎকে দেখতে যাবার অনুমতি চাইল। কিন্তু সে অনুমতি তার বাবা মা কেউ দিল না।

তখন জ্যাক একদিন কোনরকমে ঠিকানা যোগাড় করে খুঁজে খুঁজে শহরের একপ্রান্তে পলভিচের আস্তানায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে পলভিচকে কিছু টাকা দিয়ে জ্যাক বলল, আমার বাবাকে একথা বলো না। আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে ওকে দেখে যাব। ওর জন্য আমি তোমাকে কিছু করে টাকা দেব।

জ্যাক যখন বলল সে টারজনের ছেলে এবং টারজন এখন লর্ড গ্রেস্টোক এবং তার টাকার অভাব হবে না তখন পলভিচের মাথায় ষড়যন্ত্রের একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। সে ভাবল টারজন রোকোফকে হত্যা করেছে, তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। নিজের শয়তানির কথা ভুলে গিয়ে তার বর্তমানের দুরবস্থার জন্য টারজনকেই দায়ী করল। তাই তার ছেলের মধ্যে দিয়ে টারজনের উপর প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে।

দিন দুইয়েকের মধ্যেই টারজনের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে আকুৎকে বিক্রি করতে রাজী হয়ে গেল পলভিচ। ঠিক হলো দুদিন পর ডোভার থেকে আফ্রিকাগামী একটা জাহাজে তুলে দেওয়া হবে আকুৎকে। দুটো কারণে আকুৎকে বিক্রি করতে চাইল সে। প্রথমতঃ তার হাতে টাকা নেই। একটা মোটা টাকা হাতে এসে পড়বে এতে। দ্বিতীয়ত টারজনকে দেখার পর থেকে আকুৎ আর খেলা দেখাতে চাইছে না। সে আর মিউজিক হলে যায় না। সুতরাং তাকে বসে বসে খাওয়ানো আর সম্ভব নয় তার পক্ষে।

পরদিন সকালেই পলভিচের কাছে গিয়ে টাকা দিয়ে কিনে নিল আকুৎকে। তবে আকুৎ আপাততঃ তার কাছেই রয়ে গেল। পরের দিন সে ডোভারে আকুৎকে নিয়ে তুলে দিয়ে আসবে জাহাজে। পাঠাবার খরচ টারজনই দেবে।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই জ্যাক এসে বেশ কিছু টাকা পলভিচের পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, তোমাকে আর কষ্ট করে ডোভারে যেতে হবে না। আমিই আকুৎকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আজই সন্ধ্যায় আমার স্কুলবোর্ডিংএ যাবার কথা। সুতরাং আমি ওভাবে গেলে তাতে বাবার কোন সন্দেহ হবে না। ডোভারে আকুৎকে পৌঁছে দিয়েই আমি স্কুলে চলে যাব। সুতরাং আজই আমি আমার ট্রেন ছাড়ার সময় স্টেশান থেকে সোজা এখানে চলে আসব।

পলভিচ মনে মনে শয়তানির হাসি হেসে রাজী হয়ে গেল জ্যাকের কথায়। তার প্রতিশোধবাসনা চরিতার্থ করার এই হলো স্বর্ণ সুযোগ।

সেদিন বিকালেই টারজন আর জেন স্টেশানে তাদের ছেলেকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে এল। জ্যাক সোজা তার স্কুল বোর্ডিংএ চলে যাবে। এতদিন সে ছুটিতে বাড়িতে ছিল।

কিন্তু তার বাবা মা স্টেশান ছেড়ে চলে গেলেই সে ট্রেন থেকে নেমে সোজা পলভিচের বাসায় চলে গেল। গিয়ে দেখল আকুৎকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে বিছানার উপর ফেলে রাখা হয়েছে। পলভিচ ঘরের মধ্যে অশান্তভাবে পায়চারি করছে। জ্যাককে সে বলল, বাঁদরটা যেতে চাইছিল না বলেই তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

পলভিচ এবার জ্যাককে বলল, তুমি আমার কাছে এসে পিছন ফিরে দাঁড়াও। বাঁদরটা পথে তোমার কথা না শুনলে কি করে তাকে শায়েস্তা করবে তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

জ্যাক বলল, তার আর দরকার হবে না। ওর সঙ্গে আমার এই ক'দিনেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

পলভিচ বলল, আমার কথা না শুনলে বাঁদরটার সঙ্গে তোমাকে ডোভারে যেতে দেব না।

জ্যাক তখন বাধ্য হয়ে তার সামনে এসে পিছন ফিরে দাঁড়াল। সে সেই-ভাবে দাঁড়াতেই পলভিচ তার পিছন থেকে একটা মোটা দড়ির ফাঁস তার দুটো

হাতের কব্জিতে শক্ত করে লাগিয়ে দিল। মুহূর্তমধ্যে পলভিচের মুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল। সে ভয়ঙ্করভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে অতর্কিতে জ্যাককে মেঝের উপর চিৎ করে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর বসল। তারপর দুটো হাত দিয়ে তার গলাটা টিপে ধরে বলল, তোর বাবা আমার সর্বনাশ করেছে। এইভাবে আমি তার প্রতিশোধ নেব। আমি তোকে গলা টিপে মারব। পরে বাঁদরটাকে ছেড়ে দিয়ে তোর বাবার কাছে গিয়ে বলব বাঁদরটা তোর গলা টিপে মেরেছে।

শয়তানির হাসি ফুটে উঠল পলভিচের মুখে। জ্যাক কিন্তু চীৎকার করল না। সে হাত নাড়তেও পারল না। অসহায়ভাবে শুয়ে রইল সে আর তার গলাটা ধরে টিপতে লাগল পলভিচ।

এদিকে আকুৎ হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে সবকিছু দেখছিল। সে এবার তার বন্ধুর অবস্থা দেখে গর্জন করতে লাগল। বাঁধন খোলার জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা করতে লাগল সে। টানাটানি করতে করতে সে বাঁধনগুলো একেবারে খুলতে না পারলেও অনেকটা আলগা করে ফেলল উঠতে পারার মত। এবার সে পলভিচ জ্যাকের শ্বাসবন্ধ করতে পারার আগেই লাফ দিয়ে উঠে পলভিচের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে ভয়ে সাদা হয়ে গেল পলভিচ। আকুৎ এক-ঝটকায় জ্যাকের উপর থেকে পলভিচকে ফেলে দিয়ে নখ দিয়ে তার গাটাকে চিরে দিয়ে তার গলায় দাঁত বসিয়ে এক সাংঘাতিক কামড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে পলভিচের প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

অনেক কষ্টে জ্যাকের হাতের বাঁধনগুলো খুলে দিল আকুৎ। জ্যাক উঠে দাঁড়িয়ে দেখল তাকে বাঁচাবার জন্য আকুৎ পলভিচকে হত্যা করেছে। অবশ্য ঘরের দরজাটা বন্ধ থাকায় কেউ তা দেখতে পায়নি। তাই সে আর অপেক্ষা না করে আকুৎকে সঙ্গে করে নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে। সে সোজা ডোভারের পথে চলে গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাইকেল সবরোভ এই নামে পলভিচের মৃত্যু আর আকুতের রহস্যজনক অন্তর্ধানের খবরটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো একদিন। এই ঘটনার সঙ্গে

তার নামটা যাতে জড়িয়ে না পড়ে তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করল টারজন। সেই সঙ্গে জ্যাকের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে পারেনি সে। সে জানে জ্যাক স্কুলে গিয়ে পড়াশুনো করছে।

মাসখানেক পর টারজন খবর পেল স্কুল থেকে, জ্যাক সেখানে যায়নি। কোথায় গেছে তার কোন খোঁজ পেল না। আকুতের সঙ্গে সে চলে গেছে এটাও সে বুঝতে পারল না। খোঁজ নিয়ে একটা কথা শুধু জানতে পারল তারা জ্যাককে স্কুলে যাওয়ার জন্য ট্রেনে তুলে দেওয়ার পর ট্রেন ছাড়ার আগেই সে ট্রেন থেকে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করে পলভিচের বাসায় আসে। সে গাড়ির গাড়োয়ান একথা স্বীকার করল টারজনের কাছে। টারজনও এ নিয়ে আর কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করল না।

পলভিচের মৃত্যুর পরদিনই ডোভার থেকে একটি ছেলে তার অসুস্থ বুড়ী ঠাকুরমাকে রোগীর গাড়িতে করে জাহাজে চাপিয়ে একসঙ্গে যাত্রা করল। বুড়ী তার কেবিন থেকে একবারও বার হত না। কারো সঙ্গে কোন কথাও বলত না। কিন্তু ছেলেটি জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব করে ফেলল। এই ছেলেটিই হলো জ্যাক আর আকুৎকে সে বুড়ী ঠাকুরমা সাজিয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে জাহাজে চাপিয়েছে।

যাত্রীদের মধ্যে কণ্ডন নামে একজন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলোতে অপরাধমূলক কাজ করে বেড়াত। লোকটা দুষ্ট প্রকৃতির। সে একদিন জ্যাকের হাতে বড় একতাড়া ব্যাঙ্ক নোটের গোছা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। লোভের বশে তা চুরি করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

জ্যাককে একদিন তাসের জুয়োখেলায় ডাকে কণ্ডন। কিন্তু জ্যাক খেলতে চায়নি। এমন সময় জাহাজটা আফ্রিকার জঙ্গলবর্তী এক ছোটখাটো বন্দরে দু-একদিনের জন্য নোঙর করে। এই সময় জ্যাকের বাড়ির জন্য সহসা মন খারাপ করে ওঠে। বাবা মার কাছে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলে সে। সে তাই সেই বন্দরে নেমে ইংল্যাণ্ডগামী জাহাজে করে বাড়ি যাবার ঠিক করে। আকুৎকে সে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেবে।

বুড়ী ঠাকুরমাবেশী আকুৎকে চেয়ারে করে জাহাজ থেকে নামাবার সময় জ্যাকের পকেট থেকে নোটের তাড়াটা কখন পড়ে যায় তা সে দেখতেই পায়নি। ছোটখাটো একটা হোটেলে একটা ঘরভাড়া নিয়ে জ্যাক বন্দরের অফিসে জিজ্ঞাসা করে। ইংল্যাণ্ড যাবার জাহাজ কখন আসবে জানতে চাইল।

অফিসের লোকরা বলে, যে কোন সময় এসে যেতে পারে।

সে রাত্রিতে জ্যাক আকুৎকে বুঝিয়ে বলল, তুমি জঙ্গলে চলে যাও আকুৎ, আমি বাড়ি ফিরে যাব এখান থেকে।

আকুৎ নীরবে মেনে নিল জ্যাকের কথাটা। কথাটা বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাক। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল বিছানায়। আকুৎ দেশের

উপর শুল।

জ্যাকরা ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকল কণ্ডন। বাইরে চাঁদের আলো থাকলেও ঘরের ভিতর অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জ্যাকের প্যান্টের পকেট থেকে নোটগুলো বার করে নেওয়া। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে জ্যাকের জামা প্যান্ট খোলা ছিল। সে শুধু পায়জামা পরে শুয়েছিল। জামা ও প্যান্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কণ্ডন দেখল তার মধ্যে কোন টাকা নেই। তারপর সে জ্যাকের মাথার বালিশের তলাটা খুঁজল। সেখানেও কোন নোট পেল না। এবার সে জ্যাকের গলাটা ধরল। কিন্তু তার গলাটা টিপে ধরতেই জ্যাক জেগে উঠে চোখ মেলে তাকাল। সেও তখন উঠে বসে কণ্ডনের হাতের কব্জিটা চেপে ধরল।

এদিকে কণ্ডন এতক্ষণ বুঝতে পারেনি ঘরের মধ্যে অন্ধকারে কে খুব নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল অশান্তভাবে। এবার তার লোমশ হাতদুটো কণ্ডনের ঘাড়ের উপর পড়তেই সে চমকে উঠল। কিন্তু এ ত জ্যাকের বুড়ী ঠাকুরমা নয়।

কণ্ডন এবার তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জ্যাকের মুখের উপর একটা ঘুষি মারল। সঙ্গে সঙ্গে আকুৎ তাকে বিছানা থেকে টেনে এনে মেঝের উপর ফেলে দিল। কণ্ডন একটা অদ্ভুত গর্জন শুনতে পেল। তার গলাটা কে এক হাতে ধরে তার মুণ্ডুটা ঘোরাচ্ছে. ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতেই চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে সব চেতনা হারিয়ে ফেলল সে আর তার প্রাণহীন দেহটা মেঝের উপর ঢলে পড়ল।

এবার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল জ্যাক। সে বুঝতে পেরেছিল আকুৎ তাকে রক্ষা করার জন্য কণ্ডনকে বধ করেছে। কিন্তু মৃতদেহটাকে কিভাবে সামলাবে সে। এই মৃত্যুর জন্য তার ও আকুতের শাস্তি হবে, প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

জ্যাক একবার ভাবল তার কাছে অনেক টাকা আছে। টাকা দিয়ে হোটেলের লোকদের বশ করে আকুৎকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। তারপর আকুৎকে বনে ছেড়ে দিয়ে সে ইংলণ্ডের জাহাজ এলেই তাতে করে দেশে ফিরে যাবে। তাই সে এবার তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটের তাড়াটার খোঁজ করতে লাগল। সেখানে না পেয়ে বিছানা, ঘরের মেঝের সর্বত্র খুঁজে বেড়াল। কিন্তু কোথাও কোন টাকার সন্ধান পেল না।

হতাশ হয়ে এবার তার পরিণামের কথা ভাবতে লাগল জ্যাক। তার কাছে একটা কপর্দকও নেই। কণ্ডন টাকাটা চুরি করতে এসেছিল বটে, কিন্তু সে টাকা পায়নি। টাকাটা অন্য কারো মারফৎ চালান করে দিতেও পারেনি। টাকাটা কোথায় কিভাবে পড়ল তা সে বুঝতে পারল না কিছুই।

এবার মহা বিপদে পড়ল জ্যাক। একে ঘরের মধ্যে মৃতদেহ। মাথায়

উপর ঝুলছে খুনের দায়। তার উপর হাতে একটা কপর্দক নেই। হোটেল ভাড়া মেটাবে তারও কোন উপায় নেই। বাড়ি ফিরবে তার জাহাজ ভাড়াও নেই। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জ্যাক দেখল ঘরের পাশে একটা গাছ রয়েছে, তার ওপাশ থেকেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। তার পরনে একটা মাত্র পাতলা জামা আর পায়জামা ছিল। সে আকুৎকে তার অনুসরণ করতে বলে জানালা থেকে বিড়ালের মত লাফ দিয়ে গাছটার ডালে গিয়ে উঠল। তারপর সেখান থেকে মাটিতে নেমে পড়ল। তার দেখাদেখি আকুৎও তাই করল।

পরের দিন সকালে হোটেলের মালিক জ্যাকের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ভিতর থেকে খিল দেওয়া দরজাটা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। কণ্ডনের মৃতদেহটাকে মেঝের উপর পড়ে থাকতে দেখে ভয় আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না তার। দেখল ঘরের মধ্যে যে দুজন বাসিন্দা ছিল তাদের পোশাকআশাক থাকলেও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। স্থানীয় লোকদের সাহায্যে আশেপাশে খোঁজ করেও তাদের কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না।

চতুর্থ অধ্যায়

ফরাসী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আর্মন্দ জ্যাকৎ নামে একজন অফিসার মরুভূমির মাঝখানে একটা তালগাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসেছিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করছিল সে। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে খেতে খেতে দেখল তার একজন খানসামা তার রাতের খাবার তৈরী করছে। আর তার দলের অন্যান্য অফিসার ও সৈনিকেরা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা করে একটানা পরিশ্রমের পর অবকাশটা উপভোগ করছিল। সেনাদলের কাছে সাদা পোশাকপরা পাঁচজন আরবদস্যু বন্দী অবস্থায় বসেছিল।

এই সব দস্যু ও লুণ্ঠনকারীদের বন্দী করতে পারায় একটা তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল তার মুখে। বন্দীদের মধ্যে তাদের সর্দার আচমেত বেন হুদিনও ছিল। এই দস্যুদের ধরার জন্য একসপ্তা ধরে প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে আর্মন্দ জ্যাকৎকে। তাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তার দুজন সৈনিককে হারাতে হয়েছে। দস্যুদের মধ্যে দুজন পালিয়ে গেছে লড়াইয়ের সময়।

এবার বন্দীদের কথা ছেড়ে দূরের কোন সৈন্যনিবাসের অন্তর্গত তার বাড়ির কথা ভাবতে লাগল ক্যাপ্টেন আর্মন্দ। সেখানে তার স্ত্রী আর তার ছোট্ট মেয়ে তার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গণনা করছে। আগামীকালই ফিরে যাবে সে সেখানে।

সহসা বাধা পড়ল ক্যাপ্টেনের চিন্তায়। একজন প্রহরী এসে একজন সার্জেন্টকে খবর দিল দূর দিগন্তে দেখা যাচ্ছে একদল লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকেই আসছে। কথাটা শুনেই নিজের চোখে তা দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল সে। সত্যিই দূর দিগন্তের পটে কয়েকটা কালো বিন্দু উঠছে আর নামছে আর ক্রমশঃ বড় হয়ে এগিয়ে আসছে।

একদল আরব ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা ফরাসী সেনাদলের শিবিরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। একজন ফরাসী সার্জেন্ট এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক দলের প্রধানের সঙ্গে কথা বলে তাকে সঙ্গে করে ক্যাপ্টেন আর্মন্দের কাছে নিয়ে এল।

সার্জেন্ট ক্যাপ্টেনের কাছে আগন্তুকের নাম ঘোষণা করে বলল, শেখ অমর বেন খাতুর।

লোকটা সামনে এলে দেখা গেল তার চেহারাটা খুব লম্বা এবং তার বয়স ষাট বা ষাটের বেশী হবে।

আর্মন্দ বলল, বল কি ব্যাপার ?

আর্মন্দ এ অঞ্চলের প্রায় সব আরব প্রধানদের চেনে।

খাতুর বলল, আচমেত বেন হুদিন আমার বোনের ছেলে। তুমি যদি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও তাহলে সে আর কখনো এ কাজ করবে না।

ক্যাপ্টেন বলল, তা সম্ভব নয়। তাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তবে দেওয়ানী আদালতেই যথাযথভাবে তার বিচার হবে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে মরতেই হবে।

শেখ খাতুর এবার তার আলখাল্লার ভিতর থেকে একটা থলে বার করে কতকগুলো স্বর্ণমুদ্রা তার থেকে বার করে দেখাল ক্যাপ্টেন আর্মন্দকে।

কিন্তু আর্মন্দ সে ধরনের লোক ছিল না। সে শেখের মুখের উপর সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল তার ঘুষ।

যাবার সময় শেখ বলে গেল আজ রাতেই আমার বোনের ছেলে পালাবে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে সার্জেন্টকে ডাকল আর্মন্দ। বলল, এই কালো কুকুরটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে। ওর দলের কাছে দিয়ে এস ওকে। আর রাত্রিবেলায় শিবিরের কাছে কোন আরবকে দেখামাত্র গুলি করবে।

থলেটা তুলে শেখ খাতুর ক্যাপ্টেনকে দেখিয়ে বলল, আচমেত বেন হুদিনের মৃত্যু হলে এর থেকে অনেক বেশী তোমায় দিতে হবে। এ ছাড়া তুমি আমায় কুকুর বলে গাল দিয়েছ, তার জন্য তোমায় তার থেকে বেশী দিতে হবে।

আর্মন্দ গর্জন করে উঠল, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, তা না হলে তোমায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।

এই ঘটনাটা ঘটে তিন বছর আগে। তখন আচমেত হুদিনের বিচার হয় এবং তাতে তার প্রাণদণ্ড কার্যকরী হয়। আর তার একমাস পরেই ক্যাপ্টেন আর্মন্দের সাত বছরের মেয়ে জাঁ জ্যাকৎ রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হয়। আরবরা তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। অনেক খুঁজেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। মেয়ের জন্য মোটা টাকা ঘোষণা করে ক্যাপ্টেন আর্মন্দ।

সেই পুরস্কারের লোভে অনেক দুঃসাহসিক শিকারী শিকারের অছিলায় বিভিন্ন আরব ও আদিবাসী বস্তিতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির খোঁজ করতে থাকে। একসময় কার্ল জেনসেন আর সেভেন মলবিন নামে দুজন সুইডেনের শিকারী এই পুরস্কারের লোভে তিন বছর ধরে মেয়েটার খোঁজ করার পর ব্যর্থ হয়ে হাতির দাঁতের লাভজনক কারবারে মন দেয়। তারা সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলে একটি জেলায় হাতির জন্য নিষ্ঠুরভাবে অনেক হাতি মারতে থাকে এবং অনেক আরব বস্তী অকস্মাৎ আক্রমণ করে হাতির দাঁত লুণ্ঠন করতে থাকে। তাদের লোভ আর নিষ্ঠুরতার কথা তাদের ইউরোপীয় সরকারকে জানানো হয়। তখন তাদের সরকারের পক্ষ থেকেও তাদের ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা ধরা না দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। হাতির দাঁত লুণ্ঠনই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। তখন তাদের ধরার জন্য একশোজন নিষ্ঠুরপ্রকৃতির আরব আর কিছু নিগ্রো ক্রীতদাস সহ এক বিরাট দল গঠন করে তাদের সন্ধান চলতে থাকে।

একটি উপনদীর ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তালপাতার ছাউনিওয়ালা কুড়িটি কুঁড়ে ঘরে ভরা একটি গাঁ ছিল। সেই কুঁড়েগুলোর মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় আধডজন চামড়ার তাঁবুতে কতকগুলো আরব অস্থায়ীভাবে বাস করত। কারবার আর লুণ্ঠনের কাজে ঘুরতে ঘুরতে তারা এখানে এসে আশ্রয় নেয়।

আরবদের সেই তাঁবুগুলির একটিতে সেদিন দশ বছরের একটি মেয়ে তার পুতুলের জন্য একটি ঘাসের জামা তৈরী করছিল। তার চোখদুটি এবং মাথার চুল ছিল কালো এবং গায়ের রংটা ছিল ফর্সা। তার নাম ছিল মিরিয়েম। মবুলু নামে একটা কালো দাঁতফোঁকলা বুড়ী তার দেখাশোনা করত। বুড়ীটা মাঝে মাঝে তার গায়ে চিমটি কেটে অথবা গায়ে গরম লোহার ছেঁকা দিয়ে তার উপর অকারণে পীড়ন চালাত। সেই তাঁবুর মালিক একজন আরব শেখকে মেয়েটি তার বাবা বলে জানত। কিন্তু এই বুড়ো শেখকে মেয়েটি বেশী ভয় করত। কারণ শেখ অকারণে তাকে বকত আর মারত। সেই গাঁটার চারদিকে ঘন জঙ্গলে সারাদিন বাঁদর আর পাখিদের কিচমিচ শব্দ শোনা যেত আর রাত্রিবেলায় সিংহরা গর্জন করে বেড়াত। সারাদিন তাঁবুটার সামনে বসে বসে কাঠ আর হাতির দাঁতে গড়া পুতুলটাকে নিয়ে খেলা করত মিরিয়েম।

পুতুলটার নাম রেখেছিল গীকা।

সেদিন এইভাবে যখন পুতুল নিয়ে খেলা করছিল মিরিয়েম তখন হঠাৎ বুড়ো শেখ আসতেই ভয়ে সে সরে গেল। কিন্তু তার আগে তাকে একটা লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিল শেখ। শেখ চলে যেতেই মিরিয়েম তাঁবুর ভিতর এক-কোণে পুতুলটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল। মার খেয়ে জোরে কাঁদতে পায় না সে, কারণ তার কান্নার শব্দ শুনতে পেলেই তাকে আরো মারবে ওরা। মিরিয়েম বুঝতে পারত না অকারণে কেন ওরা তার প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে।

একদিন মিরিয়েম হঠাৎ গাঁয়ের মধ্যে গোলমাল শুনতে পেল। কিন্তু শেখের ভয়ে সে বাইরে বেরিয়ে গেল না। ক্রমে দেখল গোলমাল তাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। দেখল কয়েকজন আরবের সঙ্গে দুজন শ্বেতাঙ্গ লোক তাদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে শেখের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। গাঁয়ের লোকেরা বলল, ওরা দুজন হলেও গাঁয়ের বাইরে তাঁবুতে ওদের আরো লোকজন আছে ওরা শেখের কাছ থেকে হাতির দাঁতের খোঁজ করতে এসেছে। কারণ এটাই ওদের ব্যবসা।

শেখ বলল, তার কাছে হাতির দাঁত নেই।

এমন সময় তাঁবুর দরজার কাছে এসে বিদেশীদের দিকে তাকাতেই তারা চমকে উঠল তাদের দেখে শেখ তাদের মুখের ভাবগতিক দেখে এর কারণ বুঝতে পারল। সে আবার গম্ভীরভাবে বলল, আমি হাতির দাঁতের কারবার করি না, তোমরা যাও।

এই বলে সে বিদেশীদের একরকম ঠেলে দিয়ে উঠোন থেকে বার করে দিল।

বিদেশীরা চলে গেলে মিরিয়েমকে মারতে লাগল শেখ। বলল, বিদেশীদের সামনে আসতে নিষেধ করেছি না। কেন তুই এলি? ফের যদি কখনো কোন বিদেশীর সামনে বেরোবি তবে তোকে খুন করব।

এই দুজন শ্বেতাঙ্গ বিদেশী কার্ল জেনসন আর সেভেন মলবিন। তারা হাতির দাঁতের নাম করে ক্যাপ্টেন আর্মন্দের হারানো মেয়ের খোঁজ করতে এসেছিল শেখের কাছে। শিবিরে ফিরে গিয়ে কার্ল তার সঙ্গী মলবিনকে বলল, দেখলে মলবিন, ঐ মেয়েটিই হলো সেই, যাকে আমরা এতদিন খুঁজে চলেছি। কিন্তু এত পুরস্কার পাবে জেনেও মেয়েটাকে কেন ফিরিয়ে দিচ্ছে না শেখ?

মলবিন বলল, ওরা টাকার থেকে প্রতিশোধটাকে বেশী বড় মনে করে

সেইদিনই ওরা আরবদের মধ্যে একজনকে কিছু সোনা দিয়ে বশীভূত করে মিরিয়েমকে তাদের হাতে এনে দিতে বলল। মেবিদা নামে লোকটা তাদের কথা দিল আজ রাতেই তাকে এনে দেব তোমাদের হাতে।

ঠিক হলো মেয়েটাকে পেলেই শিবির তুলে দিয়ে রওনা হবে তারা।

কিন্তু রাত্রিবেলায় মিরিয়েমের পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতক মেবিদার মৃতদেহটাকে

বন্তায় ভরে দিয়ে গেল গাঁয়ের লোকেরা অগত্যা ব্যর্থ হয়ে শিবির গুটিয়ে সেখান থেকে চলে গেল কার্লরা।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনে প্রথম আফ্রিকার জঙ্গলে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাটা কখনো ভুলতে পারবে না জ্যাক। কোন হিংস্র জীবজন্তুর দেখা পায়নি সে রাতের মধ্যে। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় তখনো আচ্ছন্ন করে ছিল তার মনটাকে। সে তাই ঠিক করল উল্টো দিক থেকে কোন উপকূলবর্তী বন্দরে গিয়ে সে দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে। রাত্রিতে তার শীত লাগছিল।

সকালে সূর্য উঠতে তার মনে আশা জাগল নতুন করে। রাত্রিতে একটা গাছের ডালে আকুতের গায়ে গা দিয়ে রাত কাটিয়েছে। রাত্রিতে ঘুম হয়নি বললেই চলে। সকাল হতেই জ্যাক আকুৎকে ডেকে বলল, ওঠ, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খাবারের সন্ধান করতে হবে।

তাদের সামনে বনের মধ্যে একটা ফাঁকা মাঠ পড়ে ছিল। জ্যাক গাছ থেকে নেমে পড়ল। মাঠের রোদ গায়ে লাগলে আরাম হলো তার। আকুৎ কিন্তু গাছের উপর থেকে চারদিকে তাকিয়ে তবে নামল। সে জ্যাককে শিক্ষা দিল জঙ্গলে থাকাকালে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে। গাছ থেকে নামার আগে চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখে তবে নামবে। চোখ, নাক, কান সবসময় সজাগ রাখবে। জঙ্গলে চোখে বেশী দূর দেখা যায় না। তাই কান আর নাক সব সময় সজাগ রাখতে হয়।

এগিয়ে যেতে যেতে পথে কিছু ডিম পেয়ে গেল ওরা। তাই কাঁচা খেয়ে ফেলল জ্যাক। আকুৎ তাকে কিছু গাছের শিকড় তুলে এনে দিল। পচা কাঠে লেগে থাকা পোকামাকড় খায় না জ্যাক।

পথের ধারে একটা ছোট খালে কিছু ময়লা জল ছিল। জেব্রারা দল বেঁধে জল খেতে এসেছিল সেখানে। জ্যাক পিপাসা দমন করতে না পেরে সেই ময়লা জলই খেয়ে নিল।

আকুৎ বাতাসে গন্ধ শুঁকে বলল, ঐ ঝোপটার মধ্যে সিংহ আছে। তবে ও একটা মড়া জিনিসের উপর বসে আছে এবং ওর পেট ভর্তি বলে এখন আমাদের আক্রমণ করতে চাইবে না। দেখতে চাও ত সাবধানে আমার পিছু পিছু এস।

আকুৎ আগে আগে চলল। তার পিছু পিছু গিয়ে জ্যাক দেখল, সত্যিই একটা ঝোপের মধ্যে একটা সিংহী একটা মৃত জন্তুর উপর বসে আছে। তার একটা উৎকট গন্ধ জ্যাকের নাকে এসে লাগল। সে বুঝল ভবিষ্যতে তার কাছাকাছি কোন সিংহ এলে বাতাসে তার গন্ধ পেয়ে সে সাবধান হয়ে যেতে পারবে।

এদিকে জ্যাককে দেখতে পেয়েই সিংহীটা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে একদৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। আকুৎ তার আগেই পাশের একটা গাছে উঠে পড়েছে। সে সিংহীটার দৃষ্টি জ্যাকের কাছ থেকে সরিয়ে অন্যদিকে ফেরাবার জন্য তাকে নানারকম গাল দিতে লাগল আর বিদ্রূপাত্মক অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। সে জ্যাককে বলল, গাছে উঠে পড়।

কিন্তু জ্যাক লাফ দিয়ে গাছে উঠতেই সিংহীটাও একটা লাফ দিয়ে তাকে ধরতে গেল। সিংহীটার নখে লেগে তার পায়জামার আধখানা ছিঁড়ে গেল। সিংহীটা আর একবার লাফ দিতে না দিতেই গাছটার উপর ডালে উঠে গেল জ্যাক। সিংহীটা তার নাগাল পেল না। অবশেষে অনেকক্ষণ পর সিংহীটা সেখান থেকে চলে গেলে পর ওরা গাছ থেকে নেমে আবার পথ হাঁটতে লাগল।

আকুৎ জ্যাককে বকতে লাগল। বলল, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলে কেন? বনে আরো সতর্ক হয়ে সবকিছু করতে হয়।

দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগল জ্যাক। সে চায় কোন না কোন একটা জনপদে যেতে। মানুষের দেখা পেলে হয়ত বা তার দেশে ফেরার একটা কিনারা হবে। আকুৎকে সে কথা খুলে বলেনি এখনো। কারণ তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না কখনো। টারজনকে না পেয়ে তার ছেলেকে পেয়েই খুশি সে, তার ইচ্ছা যে কোন বাঁদর-গোরিলাদলে জ্যাককে নিয়ে গিয়ে তাকে তাদের রাজা বানিয়ে দেবে। একদিন টারজন যেমন বাঁদরদলের রাজা ছিল তেমনি তার ছেলেও একদিন রাজা হবে তাদের। প্রথম দেখার পর থেকে জ্যাককে ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলেছে আকুৎ।

একদিন জ্যাক যখন একটা নদীতে নেমে আকুতের সঙ্গে জলক্রীড়া করছিল তখন নদীর ধারে ছেড়ে রাখা তার ছেঁড়া পায়জামাটা গাছ থেকে হঠাৎ একটা বাঁদর নেমে সেটা নিয়ে পালিয়ে যায়। এবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটতে হলো জ্যাককে।

উলঙ্গ অবস্থায় প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগলেও পরে জ্যাক বুঝতে পারল আধখানা পায়জামা পরার থেকে উলঙ্গ হয়ে থাকা অনেক ভাল। তাছাড়া বন্যজীবনের অবাধ উদ্দাম স্বাধীনতার পক্ষে তার দেহের এই নগ্নতাটা খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত।

একদিন নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তারা একটা আদিবাসীদের গাঁয়ের সামনে এসে হাজির হলো। কতকগুলো ছেলেমেয়ে গাঁয়ের সামনেই

ফাঁকা জায়গাটায় খেলা করছিল। একটা মাস কোন মানুষের মুখ দেখতে না পেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল জ্যাক। সে তাই মানুষ দেখতে পেয়ে আনন্দে ছুটে যেতে চাইল তাদের কাছে। আকুৎ তাকে কিন্তু নিষেধ করল। কিন্তু জ্যাক তার সে নিষেধ মানল না।

জ্যাক হাসিমুখে আনন্দে ছেলেগুলোর পানে ছুটে গেল। কিন্তু ছেলেগুলো জ্যাককে দেখেই ভয়ে গাঁয়ের ভিতর তাদের মায়ের কাছে ছুটে পালিয়ে গেল। তাদের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে গাঁয়ের পুরুষ যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে এল। জ্যাক চীৎকার করে হাত তুলে তাদের বোঝাতে লাগল সে তাদের বন্ধু। কিন্তু তারা তার কথা বুঝল না। উল্টে জ্যাককে লক্ষ্য করে দূর থেকেই বর্শা ছুঁড়তে লাগল।

ব্যাপার দেখে আকুৎ একটা গাছের উপর উঠে পড়েছে। সে জ্যাককে পালাতে বলল, জ্যাকও হতাশ হয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। নিগ্রো যোদ্ধারাও তাকে তাড়া করল। কিন্তু জ্যাক গাছের উপর উঠেই আকুতের সঙ্গে গাছের ডালে ডালে জঙ্গলের গভীরে চলে গেল। নিগ্রোরা জঙ্গলের ভিতরে অনেক দূরে গিয়ে তাদের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু তারা গাছের উপর দিকে তাকাল না। ফলে তাদের না পেয়ে গাঁয়ের দিকে ফিরতে লাগল তারা। জ্যাক গাছের উপর থেকে লক্ষ্য করতে লাগল তাদের। সে আকুতের সঙ্গে না গিয়ে গাছে গাছে তাদের অনুসরণ করতে লাগল। সে যখন দেখল নিগ্রো যোদ্ধারা অনেকটা এগিয়ে পড়েছে এবং তাদের একজন একা পিছিয়ে পড়েছে তখন সে গাছের উপর থেকে হঠাৎ লোকটার ঘাড়ের উপর অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তার বুকের উপর বসে তার গলাটা জোরে টিপে ধরল। শ্বাসরোধ হয়ে লোকটা মারা গেলে সে তার সবকিছু কেড়ে নিয়ে আবার গাছের উপর উঠে পড়ল। তার বর্শাটা হাতে নিল। পরনের চামড়ার কৌপীনটা পরল। ছুরিটা কোমরে নিল। তারপর আকুতের কাছে সেই বেশে গিয়ে হাজির হয়ে গর্বের সঙ্গে বলল, আমি শুধু আমার হাত আর দাঁত দিয়ে একটা লোককে খুন করেছি। আমি তাদের কাছে বন্ধুভাবে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমায় শত্রুভাবে তেড়ে এল।

বর্শাটা হাতে পেয়ে প্রচুর খুশি হলো জ্যাক। দিনকতক সে বর্শাটা অনবরত গাছের পাতায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে লক্ষ্য ঠিক করতে লাগল। দিনে দিনে শক্তি বাড়তে লাগল জ্যাকের। তার হাতদুটো আগের থেকে অনেক বেশী পেশীবহুল হয়ে উঠল। এখন আর সে সিংহকে ভয় করে না আগের মত।

জ্যাকের আজকাল সাহস বেড়ে যাওয়ায় সে প্রায়ই পায়ে হেঁটে পথ চলত। অথচ আকুৎ সব সময় গাছের উপর ডালে ডালে যেত। পথে দু-একটা সিংহের সঙ্গেও দেখা হয়ে যায় জ্যাকের। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সিংহগুলোর পেট ভর্তি থাকায় তারা আক্রমণ করেনি জ্যাককে।

কিন্তু একদিন পথে যেতে যেতে একটা ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে পড়ে গেল জ্যাক। সে চীৎকার করে আকুৎকে বলল, তুমি গাছে উঠে পড় আকুৎ। আমার ডানদিকের ঝোপে একটা 'নুমা' রয়েছে। আকুৎ গাছের উপর উঠে গেলেও জ্যাক দাঁড়িয়ে রইল। সে বর্শাটা হাতে করে সিংহের সামনে দাঁড়াল। আকুৎ তাকে গাছে উঠে পড়তে বলল। কিন্তু তার কাছে শুধু একটা কাঁটা গাছ ছিল।

সিংহদের মধ্যে সাধারণতঃ একটা যুক্তিবোধ কাজ করে। তারা শিকারের উপর লাফ দেবার আগে ভাবে কিছুক্ষণ। জ্যাকের উপর লাফ দেবার আগে যখন ভাবছিল সিংহটা তখন সেই অবসরে জ্যাক একটা লাফ দিয়ে কাঁটা-গাছটার উপরে উঠে গেল। উঠতে গিয়ে তার গায়ের অনেক জায়গা কাঁটায় ছিঁড়ে গেল। সিংহটা লাফ দিয়ে ধরতে পারল না জ্যাককে।

সিংহটা অনেকক্ষণ গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকার পর চলে গেল। জ্যাক অতি কষ্টে গাছ থেকে নামল। নামতে গিয়েও তার গায়ের কিছুটা আবার ছিঁড়ে গেল।

জ্যাকের গায়ে কয়েক জায়গায় ঘা হয়ে গেল কাঁটার আঘাতে। আকুৎ সেই ঘাগুলো জিব দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দিতে লাগল। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই সেরে গেল ঘাগুলো। ঘাগুলো ভাল হয়ে যেতেই আবার যাত্রা শুরু করল ওরা।

কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ কিসের গন্ধ পেল বাতাসে। ওরা তখন এক জটিল বনপথের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। গন্ধ শুঁকে জ্যাক বুঝতে পারল একদল মানুষ আসছে। তার মনে হলো শ্বেতাঙ্গরা নিশ্চয় কোন বন্দরের দিকে যাচ্ছে। এবং তার ঠিকানা জানে। আনন্দে অন্তরটা লাফিয়ে উঠল জ্যাকের। শ্বেতাঙ্গরা তার স্বজাতি এবং তারা নিশ্চয় কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের মত শত্রুভাবাপন্ন হবে না। এই ভেবে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল আনন্দের আবেগে। আকুৎ তবু আপত্তি করল। সে বুঝতে পারল জ্যাক তার দেশে ফিরে যেতে চাইছে। এটা বুঝতে পেরে মনটা তার দুঃখে ভরে গেল।

ধীর গতিতে এগিয়ে আসা দলটাকে জ্যাকই প্রথমে দেখতে পেল। গাছের উপর থেকে সে দেখল সামনে একদল নিগ্রো যোদ্ধা আসছে আর তাদের পিছনে একদল পিঠে মালের বোঝা নিয়ে ধীরগতিতে পথ হাঁটছে। মালবাহী লোক-গুলোর দুধারে দুজন ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ হাতে চাবুক নিয়ে তাদের সঙ্গে হাঁটছে আর মাঝে মাঝে চারদিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। বোঝার ভারে কৃষ্ণকায় লোকগুলো মাঝে মাঝে পড়ে গেলে বা তাদের গতি খুব ধীর হয়ে গেলে শ্বেতাঙ্গরা নির্মমভাবে তাদের চাবুক মারছে। তা দেখে জ্যাকের খুব দুঃখ হলো।

জ্যাক আকুৎকে বলল, শ্বেতাঙ্গরা আমাদের বন্ধু এবং স্বজাতি হলেও আমি

ওদের সঙ্গে যাব না। ওরা বড় নিষ্ঠুর, আমার সামনে ওরা কৃষ্ণকায় মালবাহীদের চাবুক মারলে আমি ওদের খুন করব। তবে আমি ওদের কাছ থেকে কাছাকাছি কোথাও কোন বন্দর আছে কি না তা জেনে নিতে পারি।

আকুৎ কোন উত্তর দিল না। জ্যাক এগিয়ে গেল শ্বেতাঙ্গদের লক্ষ্য করে। জ্যাককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভীতিসূচক এক চীৎকারে ফেটে পড়ল একজন শ্বেতাঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে সে রাইফেল উঁচিয়ে জ্যাককে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা গাছের ডালে লাগল। তার পরমুহূর্তেই ওদের দলের যাদের হাতে বন্দুক ছিল তারা সবাই গুলি করতে লাগল জ্যাককে লক্ষ্য করে।

ব্যাপার দেখে জ্যাক গাছের আড়ালে সরে গিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ল। আসলে ঐ দুজন ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ হলো কার্ল জেনসেন আর সেভেন মলবিন। ওরা হাতির দাঁতের অনেক বোঝা নিয়ে আরবদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পথ হাঁটছিল। জ্যাককে মলবিন প্রথমে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে ওঠে। পরে ওরা খোঁজ করে কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার এগিয়ে যেতে থাকে।

শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে এইরকম শত্রুসুলভ ব্যবহার পেয়ে খুব দুঃখ পেল জ্যাক। আকুৎ ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, মানুষের সমাজে গিয়ে কাজ নেই। ওরা সবাই সমান। তার থেকে আমাদের বাঁদরদের দলে চল। তুমি আমার বন্ধু, তার উপর টারজনের ছেলে। দলের বড় বড় বয়স্ক বাঁদররা তোমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। সেখানে অনেক খাতির পাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেখদের গাঁ থেকে কার্ল জেনসেন আর মলবিন শিবির গুটিয়ে চলে যাবার পর থেকে দুবছর কেটে গেছে। তখন শেখ বাড়িতে ছিল না। কি একটা কাজে বিদেশে গেছে। মিরিয়েম একদিন শেখের তাঁবুর সামনে বসে তার পুতুলটাকে নিয়ে খেলা করছিল। কিন্তু সে দেখেনি একজন অদৃশ্য লোকের একজোড়া কৌতূহলী চোখের অপলক দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ আছে।

এদিকে জ্যাক আর আকুৎ ক্রমাগত বাঁদর-গোরিলাদের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল বনের মধ্যে। জ্যাক বর্শা ছোঁড়া শিখে বর্শা দিয়ে চিতাবাঘ,

হরিণ, জেব্রা প্রভৃতি শিকার করতে লাগল। পথে যেতে যেতে এইভাবে শিকারের অভিজ্ঞতা বেড়ে যেতে লাগল তার।

একদিন রাত্রিবেলায় একটা বিরাট গাছের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল ওরা দুজনে। এমন সময় জয়ঢাকের শব্দে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল, আকুৎ বলল, বাঁদর-গোরিলাদের ঢাকের শব্দ। ওরা দমদম নাচ নাচছে। এস কোরাক, আমাদের জাতির লোকদের কাছে এস।

কিছুদিন হলো জ্যাকের এক নতুন নাম রেখেছে আকুৎ। জ্যাককে আজকাল কোরাক বলে ডাকে। আকুৎদের ভাষায় 'কোরাক' শব্দের মানে হলো হত্যাকারী। আকুতের কথায় কোরাক উঠে বসল গাছের ডালে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে তার মুখের উপর পড়ল। আকুৎ প্রথমে গাছ থেকে নামল। তারপর কোরাকও নেমে দুজনে একসঙ্গে এগিয়ে চলল। ওরা দমদম নাচের বাজনার শব্দ অনুসরণ করে এগোচ্ছিল। কিছুটা গিয়ে ওরা আবার গাছের উপর উঠে ডালে ডালে যেতে লাগল।

নাচের জায়গাটার কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। আকুৎ ঠিক করল নাচটা শেষ হয়ে গেলে ও গিয়ে দেখা করবে ওদের সঙ্গে। নাচ হচ্ছিল একটা ফাঁকা জায়গায়। তার উপর ছড়িয়েপড়া চাঁদের আলোয় কোরাক দেখল কালো কালো লোমওয়ালা বিরাটকায় বাঁদর-গোরিলাগুলো নাচছে আর তিনটে বুড়ী বাঁদর মাটি আর চামড়া দিয়ে তৈরী জায়ঢাকগুলো বাজাচ্ছে। এ দৃশ্য জীবনে প্রথম দেখে সমস্ত দেহটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল কোরাকের। আকুৎ বলল, এটা ওদের রাজা নির্বাচনের উৎসব।

ওদের নাচ থেমে গেলে ওরা খেতে লাগল। ওদের খাওয়া হয়ে গেলে আকুৎ এগিয়ে গেল। সে ভাবল এবার কোরাককে নিয়ে গিয়ে টারজনের ছেলে হিসাবে তার পরিচয় করিয়ে দেবে। ওদের খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেলে আকুৎ দেখল বাঁদর-গোরিলারা এক একটা গাছের তলায় বসে ঝিমোচ্ছে। আকুৎ কোরাককে বলল, আমার পিছু পিছু এস।

আকুৎ একটা শব্দ করতেই বাঁদর-গোরিলাদের রাজা এগিয়ে এল। অন্য বাঁদর-গোরিলারা তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। আকুৎ বাঁদরদলের রাজাকে বলল, আমি হচ্ছি আকুৎ, বাঁদরদলের রাজা ছিলাম। আর এর নাম কোরাক, এর বাবা টারজন বাঁদরদলের রাজা ছিল। আমরা তোমাদের দলেই থাকব, তোমাদের সঙ্গে শিকার করে বেড়াব, শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করব। আমরা দুজনেই শিকারী হিসাবে বড়। আমরা শান্তিতে থাকতে চাই তোমাদের সঙ্গে।

বাঁদরদলের নবনির্বাচিত রাজা আকুৎ ও কোরাককে একবার দেখে নিল। তাদের দেখে মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল তাদের শক্তি দেখে। ভাবল, এরা দলে থাকলে তার প্রভুত্বে ভাগ বসাতে পারে। ওদের দেখে মনে মনে ভয় হলো

তায়। সে গর্জন করতে করতে বলল, তোমরা চলে যাও, তা না হলে তোমাদের মেরে ফেলব।

কোরাকের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে আকুতের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে চীৎকার করে বলল, আমি কোরাক। আমি হচ্ছি মহা হত্যাকারী। আমি বন্ধুভাবে তোমাদের সঙ্গে বাস করতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। আমি চলে যাব ঠিক, তবে যাবার আগে আমি দেখিয়ে দিয়ে যাব আমি আমার পিতা টারজনের মতই শক্তিশালী এবং আমি তোমাদের বা তোমাদের রাজাকে ভয় করি না।

বাঁদর-গোরিলাদের রাজা কোরাকের কথা শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কোরাকের দিকে গর্জন করতে করতে এগিয়ে এল। কোরাকের সাহায্যে আকুৎ এগিয়ে এল। কোরাক একটা জোর লাফ দিয়ে বাঁদররাজাকে আক্রমণ করল। সে হাত দুটো বাড়িয়ে কোরাকের গলাটা ধরতে এলে দুটো হাতের ঘুষি সজোরে একসঙ্গে রাজার তলপেটে মারল। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে সে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব বাঁদর-গোরিলাগুলো তাদের রাজাকে মারার জন্য কোরাককে একযোগে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগল। আকুৎ তখন কোরাককে কাঁধে চাপিয়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। তারপর ডালে ডালে লাফিয়ে বনের গভীরে চলে গেল। বাঁদর-গোরিলাগুলো কিছুক্ষণ ধরে তাদের পিছু পিছু তাড়া করে গেলেও তাদের ধরতে পারল না।

কোরাক এবার সত্যিই হতাশ হয়ে উঠল। আকুতের মন থেকেও সব আশা ভরসা নির্মূল হয়ে গেল এবার। প্রতিশোধের এক নিষ্ফল বাসনায় অন্তরটা জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল কোরাকের।

বনের মধ্যে দিয়ে গাছে গাছে এগিয়ে যেতে যেতে বাতাসে কিসের গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। গাছের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগল ওরা। ওরা মানুষের গন্ধ পেয়েছে। নিকটে নিশ্চয় কোন জনবসতি আছে। কানে মানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল। হাতের বর্শাটা শক্ত করে ধরে কিছুটা এগিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে কোরাক অদূরে একটা গাঁ দেখতে পেল। গাঁ মানে কিছু তাঁবুর ঘর। আকুৎ বলল, আবার কালো মানুষ।

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে বর্শা হাতে সেইদিকে এগিয়ে গেল কোরাক। মানুষের প্রতি বিরাগ ও বিতৃষ্ণার অন্ত নেই তার। সে ঠিক করল যেকোন মানুষকে দেখতে পেলেই বর্শার আঘাতে মেরে ফেলবে তাকে। অবশেষে একটা মানুষের পিঠ দেখতে পেয়ে একটা গাছের ডালে পাতার আড়ালে বসে বর্শা ছোঁড়ার জন্য তৈরী হয়ে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

কিন্তু কোরাক দেখল একটা তাঁবুর সামনে একটি শ্বেতাঙ্গ বালিকা বসে একটা পুতুল নিয়ে খেলা করছে আপন মনে। তা দেখে মুখে হাসি ফুটে উঠল

কোরাকের, হাতের উদ্ধত বর্শাটা নামিয়ে নিল। মুহূর্তে নরম হয়ে উঠল মুখের নিষ্ঠুর কঠোরতাটা। কিন্তু মেয়েটির মুখটা দেখতে পেল না কোরাক। শুধু পিছন ফিরে বসে থাকা মেয়েটির পিঠের উপর একঢাল চুলকে ছড়িয়ে থাকতে দেখছিল। মেয়েটি কখনো আরবী ভাষায় ঘুম পাড়ানি গান গাইছিল, কখনো পুতুলটাকে মায়ের মত বকছিল। মাতৃসুলভ ভঙ্গিতে আপন মনে কথাবার্তা বলছিল পুতুলটার সঙ্গে।

কোরাক বুঝতে পারল না সে মেয়েটির কাছে গেলে সে তাকে দেখে ছুটে পালাবে কিনা। তাকে দেখে হয়ত মেয়েটি চীৎকার করবে আর গাঁয়ের লোকেরা বর্শা নিয়ে ছুটে আসবে। তবু তার মনে হলো মেয়েটি সুন্দরী এবং তার স্বজাতি অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ। এই সব ভাবতে ভাবতে সে যখন গাছের উপর তন্ময় হয়ে পড়েছিল তখন হঠাৎ দেখল গাঁয়ের বাইরে কিসের গোলমাল শোনা যাচ্ছে। দেখল গাঁয়ের সর্দার একজন বুড়ো আরব শেখ লোকজন ও উটসমেত দীর্ঘদিন পর গাঁয়ে ফিরল বলে গাঁয়ের লোকরা সবাই ছুটে দেখতে যাচ্ছে তাকে।

কোরাক দেখল, একজন বৃদ্ধ শেখ কুঁড়েটার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মনে হলো ঐ শেখই হয়ত মেয়েটির বাবা এবং দীর্ঘদিন পর বাবাকে দেখে মেয়েটি প্রচুর আনন্দ পাবে। মেয়েটির বাবাকে এইভাবে ফিরতে দেখে এবং তাদের মিলনের আনন্দ কল্পনা করে নিজের বাবা মার কথা মনে পড়ে গেল তার।

কিন্তু কোরাক যা ভেবেছিল তা আর হলো না। শেখ এসেই মেয়েটিকে লাথি মেরে ফেলে দিল। তারপর তার অভ্যাসমত সে মেয়েটিকে আবার ধরে হাত উঁচিয়ে মারতে গেল। অকারণে নির্দোষ মেয়েটির উপর এইভাবে অত্যাচার করতে দেখে রাগে ও দুঃখে অন্তরটা ভরে উঠল তার। সে আর স্থির থাকতে পারল না। গাছ থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে শেখের পাশে এসে দাঁড়াল। তার বাঁ হাতে বর্শা থাকা সত্ত্বেও সে শুধু তার ডান হাত দিয়ে সজোরে একটা ঘুষি মারল শেখের মুখে। অচৈতন্য ও রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শেখ।

এবার মেয়েটির দিকে তাকাল কোরাক। মেয়েটিও তার মুখপানে তাকাল। বুঝল সে তার উদ্ধারকর্তা, সে-ই শেখের পীড়ন থেকে উদ্ধার করেছে তাকে। মেয়েটি কোরাককে বলল, ও চেতনা ফিরে পেলেই আমাকে মেরে খুন করবে।

সে আরবী ভাষায় কথাটা বলল। কোরাক তা বুঝতে পারল না। তখন মেয়েটি শেখের ছুরিটা নিয়ে বুকে ঠেকিয়ে ইশারা করে দেখাল। তারপর কোরাকের কাছে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। কোরাক বুঝতে পারল না অকারণে কেন মেয়েটিকে মারবে শেখ। মেয়েটির চোখে জল দেখে বিচলিত হয়ে সে মেয়েটির গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, এস আমাদের সঙ্গে। তুমি আমাদের সঙ্গে জঙ্গলেই বাস করবে। কোরাক তোমাকে রক্ষা করবে।

মানুষের সমাজ থেকে জঙ্গল অনেক ভাল।

কোরাকের ভাষা মেয়েটি বুঝতে না পারলেও তার ভাবভঙ্গি দেখে সে কথার মানেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না তার। কোরাক তাকে কোলে তুলে নিতেই সে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। কোরাক তাকে নিয়ে গাছে উঠে এগিয়ে যেতে লাগল। আকুৎ একটু দূরে ছিল।

আকুৎ দেখল কোরাক একটা মেয়েকে কাঁধে করে বয়ে আনছে। কোরাক আকুতের কাছে এসে বলল, এ আমাদের সঙ্গে যাবে।

কিন্তু আকুতের কাছে এসেই ভয় পেয়ে গেল মিরিয়েম। কিন্তু যখন দেখল আকুৎ তাদের কোন ক্ষতি করছে না তখন আর ভয় করল না তাকে। ওরা মিরিয়েমকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগল। একবার গাছের উপর মিরিয়েমকে লুকিয়ে রেখে ওরা শিকার করতে গেল। শিকার করে একটা মরা জন্তুর মাংস কেটে মিরিয়েমকে দিলে সে তা খেল না। তখন কোরাক গাছ থেকে ফল পেড়ে এনে দিলে সে তা খেল।

রাত্রি হলে মিরিয়েমের শোয়ার ব্যাপারটা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল কোরাকের কাছে। সে দেখল গাছের ডালে শুয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে ঘুমোতে পারবে না সে। সে তাই সারারাত মিরিয়েমকে কোলের উপর রেখে ঘুমোতে লাগল। আকুৎও পাশেই রইল। অর্ধেক রাত পর্যন্ত ভয়ে ঘুমই হলো না মিরিয়েমের তারপর ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেল তার এবং ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম ভাঙলে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল কোরাক তার দিকে চেয়ে আছে। এদিকে আকুৎ মিরিয়েমকে নিয়ে মজা করার জন্য হাত বাড়িয়ে তাকে ভয় দেখাতে লাগল। কোরাক গর্জন করে উঠল। ভাবল আকুৎ হয়ত সত্যি সত্যিই ধরতে যাচ্ছে মিরিয়েমকে। সে তাই একটা ঘুষি মেরে আকুৎকে ফেলে দিল গাছ থেকে।

কিন্তু আকুৎ কোরাকের ঘুষির আঘাতে টাল সামলাতে না পেরে গাছ থেকে পড়ে যেতেই একটা চিতাবাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিতাবাঘটা আকুতের পিঠে চড়তেই মিরিয়েমকে ছেড়ে দিয়ে ছুরি নিয়ে চিতাবাঘটার উপর লাফিয়ে পড়ল কোরাক। কোরাক এবার বাঘটার ঘাড় কামড়ে দিয়ে তার পাঁজরে ছুরিটা বার বার বসিয়ে দিতে লাগল।

এদিকে চিতাবাঘ আকুৎকে ছেড়ে দিয়ে তার নতুন শত্রু কোরাককে আক্রমণ করতেই গাছের উপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল আকুৎ। কিন্তু গাছ থেকে যখন দেখল তাকে বাঁচাবার জন্য কোরাক লড়াই করছে চিতাবাঘটার সঙ্গে তখন সে আবার লাফিয়ে পড়ে নতুন করে আক্রমণ করল বাঘটাকে. অবশেষে কোরাকের ছুরিতে চিতাবাঘটা মারা গেলে তার উপর দাঁড়িয়ে আকুৎ বাঁদর-গোরিলাদের মত বিজয়সূচক চীৎকারে ফেটে পড়ল।

সপ্তম অধ্যায়

এরপর কয়েক মাস ওদের তিনজনের জীবনে বিচিত্র কোন কিছু ঘটল না। প্রথম প্রথম অসুবিধা হলেও মিরিয়েম আজকাল বন্যজীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। আকুৎকে দেখে তার আর ভয় হয় না। তবে আকুৎ তার কাছে বড় একটা যেত না।

মিরিয়েম যাতে কিছুটা আরামে ও নিরাপদে ঘুমতে পারে তার জন্য কোরাক একটা মাচা তৈরী করেছিল একটা গাছের উপর। মাচা তৈরীর পর থেকে মিরিয়েমের জন্য একটা জায়গাতেই বাস করতে হত কোরাকদের। ওরা আর অন্য কোন দূর জায়গায় যেতে পেত না।

ওরা দিনের বেলায় যখন শিকার করতে যেত তখন মিরিয়েম তার পুতুল-টাকে নিয়ে একা একা খেলা করত আর বনের যত সব ছোট ছোট বাঁদরগুলো তার চারদিকে কিচমিচ করত। তাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমে উঠেছিল মিরিয়েমের।

একদিন কোরাক আর আকুৎ যখন শিকার করতে গিয়েছিল তখন সে একা একাই খেলা করছিল বাঁদরগুলোর সঙ্গে। দিনের শেষে কোরাকরা যখন ফিরে আসে শিকার থেকে তার কিছু আগে মিরিয়েম দেখল সামনের গাছগুলো খুব জোরে দুলছে এবং কারা দুজন আসছে তার দিকে। তার মনে হলো কোরাক আর আকুৎ আসছে। সে ভাবল আজ ঘুমিয়ে থাকার ভান করে সে ঠকাবে কোরাককে।

মিরিয়েম তাই চুপচাপ শুয়ে রইল চোখ বন্ধ করে। ভাবল, কোরাক এসে তাকে ডাকবে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না তার এই কপট ঘুমের সুযোগ নিয়ে দুটো বাঁদর-গোরিলা চুপিসারে তাকে ধরতে আসছে। মিরিয়েম মনে করল কোরাক তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। কিন্তু চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মিরিয়েম দেখল একটা বাঁদর-গোরিলা তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে আসছে। তার পিছনে আর একটা বাঁদর-গোরিলা। সে তখন লাফ দিয়ে উপরের ডালে উঠে গিয়ে এ-ডাল ওডাল করে বেড়াতে লাগল। বাদর গোরিলা দুটোও তাকে ধরার জন্য পিছু পিছু তাড়া করল।

এইভাবে এডাল ওডাল করে ধরতে গিয়ে একবার একটা সরু ডাল মিরিয়েম ধরতেই ডালটা ভেঙ্গে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিরিয়েম মাটিতে পড়ে গেল। গাছ থেকে এর আগে অনেকবার খেলার ছলে মাটিতে লাফিয়ে পড়েছে সে।

তাই তার খুব একটা বেশী লাগল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা বাঁদর-গোরিলা তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার কোমরে হাত দিল।

এমন সময় অন্য গোরিলাটা এসে বন্দিনী মিরিয়েমকে ছিনিয়ে নিতে চাইল। যে গোরিলাটা প্রথম মিরিয়েমকে ধরেছিল সে ছিল আকারে বড় এবং বেশী শক্তিমান। মিরিয়েমকে সে অন্য এক জায়গায় রেখে দিয়ে অপর গোরিলাটার সঙ্গে মারামারি করতে লাগল। এই অবসরে মিরিয়েম পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন ওদের মধ্যে বড় বাঁদর-গোরিলাটা মিরিয়েমকে ধরে কয়েকটা ঘুষি মারতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল। এবার আবার দুজনে লড়াই করতে লাগল। অবশেষে বড় গোরিলাটা অন্য গোরিলাটাকে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর তার নিস্পন্দ দেহটার উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল।

এরপর সেই বড় গোরিলাটা মিরিয়েমের পাশে বসে পরীক্ষা করে দেখল তার মধ্যে তখনো জীবন আছে। তখন সে তার অচেতন দেহটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে চলে গেল। তার পিছু পিছু ছোট ছোট বাঁদরগুলো চেঁচামিচি করতে করতে যেতে লাগল।

শিকার থেকে ফিরে এসে কোরাক দেখল গাছের মাচার উপর মিরিয়েম নেই। শুধু তার পুতুলটা পড়ে আছে। আর তার চারদিকে বাঁদরগুলো কিচিমিচি করছে। কতকগুলো বাঁদর বনের একটা দিকে ছোটাছুটি করছে। কোরাক বুঝল বাঁদরগুলো মিরিয়েমের বন্ধু। তারা যেদিকে ছুটছে সেইদিকে নিশ্চয় কেউ মিরিয়েমকে নিয়ে পালিয়েছে।

কোরাকও সেইদিকে গাছে গাছে তীরবেগে যেতে লাগল। কিছু দূর গিয়ে দেখল বাঁদর-গোরিলা মিরিয়েমের অচেতন দেহটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। কোরাক জোর চীৎকার করতেই গোরিলাটা পিছন ফিরে তাকাল। কোরাক দেখল এই গোরিলাটা সেই বাঁদর-গোরিলাদের রাজা যাদের কাছে তারা একদিন থাকতে গিয়েছিল বন্ধুভাবে আর একেই সে মেরে অচেতন করে পালিয়ে আসে।

কোরাককে দেখে বাঁদর-গোরিলাটাও চিনতে পারল। বুঝল কোরাক তার শিকার ছিনিয়ে নিতে এসেছে। সে তাই মিরিয়েমের অচেতন দেহটাকে মাটির উপর নামিয়ে রেখে কোরাককে আক্রমণ করল। কিন্তু তার আগেই কোরাক অতর্কিতে তাকে ধরে তার ঘাড়ে একটা জোর কামড় বসিয়ে দিয়েছে। সে তার বর্শা আর ছুরির কথাটা ভুলেই গিয়েছিল।

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ঘাড়ে কামড় আর কয়েকটা ঘুষি খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়েছিল বাঁদর-গোরিলাটা। এমন সময় মিরিয়েম চেতনা ফিরে পেয়ে কোরাককে দেখেই চীৎকার করে উঠল আনন্দে। বলল, কোরাক, আমার কোরাক, ওকে মেরে ফেল। ও আমাকে নিয়ে পালাচ্ছিল।

মিরিয়েম কিন্তু ভয়ে পালাল না বা কোন গাছের উপর চড়ল না। সে পাশে ফেলে রাখা কোরাকের বর্শাটা তুলে নিয়ে তার ফলাটা তার গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে গোরিলাটার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বাঁদর-গোরিলাটা আগেই ঘায়েল হয়েছিল। এবার সে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কোরাক এবার আনন্দে মিরিয়েমের দিকে তাকাল। তার মনে হলো মিরিয়েম আর সেই ছোট মেয়েটি নেই। সে বেশ লম্বা আর আগের থেকে অনেক সুন্দরী হয়ে উঠেছে। কোরাক তার কাছে গিয়ে তার একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, মিরিয়েম।

এই বলে কোরাক তাকে বুকের উপর চেপে ধরে একটা চুম্বন করল। মিরিয়েমও কোরাকের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুম্বন করল। কোরাক বুঝল সারা জগতের মধ্যে মিরিয়েমই একমাত্র তার আপনজন। সে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। বাঁদর-গোরিলাটা তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে পালাতে না পারায় সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। এতক্ষণে আকুৎও তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোরাক মিরিয়েমকে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আকুৎ তাকে ইশারায় কোন শব্দ না করতে বলল। কোরাক বুঝল এটা এক বিপদের সতর্কবাণী। ওরা তিনজন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। ওরা কাদের পদশব্দ শুনতে পেল। প্রথমে দেখল একটা বাঁদর-গোরিলা অদূরে একটা ঝোপের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে কি দেখছে। তারপর আর একটা গোরিলাও তাই করল। এইভাবে প্রায় চল্লিশটা পুরুষ ও মেয়েগোরিলা একে একে এসে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। কোরাক বুঝল যে বাঁদর-গোরিলাটাকে ও মেরেছে এরা তারই দলের।

আকুৎ ওদের লক্ষ্য করে বলল, শক্তিশালী কোরাক তোমাদের রাজাকে হত্যা করেছে। এখন সে-ই তোমাদের রাজা। তোমাদের দলে তার থেকে শক্তিশালী আর কে আছে?

একথা শুনে বাঁদর-গোরিলারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে লাগল। তারপর এক যুবক শক্তিশালী বাঁদর-গোরিলা এগিয়ে এল কোরাকের কাছে। সে বোঝাতে চাইল সে এদের দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং তাই যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে কোরাককে।

বাঁদর-গোরিলাটাই প্রথমে আক্রমণ করল। কোরাক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গোরিলাটা তার কাছে হাত বাড়িয়ে তার গলাটা ধরতে এলেই কোরাক জোরে তার মুখে একটা ঘুষি মারল। এরপর গোরিলাটা আবার এগিয়ে এলে তার মুখে আর একটা জোর ঘুষি মারল। তার চোয়াল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল এবং সে পড়ে গেল মাটিতে। এরপর গোরিলাটা যতবার উঠতে চেষ্টা করতে লাগল ততবারই কোরাক একটা করে ঘুষি মারতে লাগল। অবশেষে একেবারে কায়দা হয়ে পড়লে তার ঘাড় ধরে কোরাক বলল,

'কাগোদা' অর্থাৎ হার মেনেছ ?

এবার বাঁদর-গোরিলাটা বলল, কাগোদা। অর্থাৎ হ্যাঁ, হার মেনেছি।

কোরাক তখন বলল, তাহলে উঠে চলে যাও। যারা আমাকে একবার দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের দলে গিয়ে আর রাজা হতে চাই না আমি। তবে আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে রইলাম। কিন্তু তোমাদের দলে একসঙ্গে বাস করব না।

এবার এক বুড়ো বাঁদর-গোরিলা এগিয়ে এসে বলল, তুমি আমাদের রাজাকে বধ করেছ। এরপর যে আমাদের রাজা হতে পারত তাকেও পরাজিত করেছ। এখন আমরা কি করব ?

কোরাক আকুতের দিকে তাকিয়ে ওদের বলল, এই হবে তোমাদের রাজা।

আকুৎ দীর্ঘদিন পর তার মনের মত এক দল খুঁজে পেয়ে তাদের দলের সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সে বলল, কোরাককে ছেড়ে কোথাও যাবে না। সে তাদের রাজাও হবে না। সে কোরাককে ঐ দলের সঙ্গে থাকতে বলল। কিন্তু কোরাক মিরিয়েমের কথা ভেবে রাজী হলো না। তার অনুপস্থিতিতে বাঁদর-গোরিলারা মিরিয়েমকে মারতে পারে। মিরিয়েমও তাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে নাও পারতে পারে।

কোরাক তাই বলল, তুমি ওদের সঙ্গে যাও আকুৎ। আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকব। তোমরা যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। তবে দলে থাকব না।

ফলে আকুৎই ওদের দলের রাজা হলো। মৃত রাজার স্ত্রীকে আকুৎ স্ত্রী হিসাবে পেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকুৎ তার দলের সঙ্গে ধীরে ধীরে চলে গেল। তারা চলে গেলে মিরিয়েমকে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল কোরাক। সে মিরিয়েমকে কাছে টেনে নিয়ে আবার চুম্বন করল। কিন্তু এমন সময় তার পিছনে একদল মানুষের চীৎকার শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একদল সশস্ত্র কৃষ্ণকায় মানুষ তাকে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। মিরিয়েমের হাতে তখনো বর্শাটা ধরা ছিল।

যে গাঁ থেকে কোরাক আর আকুৎ পালিয়ে আসে এই নিগ্রোরা হলো সেই গাঁয়ের লোক। এদের সর্দার ছিল কভুণ্ডু। ওরা কোরাকদের খোঁজে অনেক দূর এগিয়ে আসে। মিরিয়েমকে দেখে কভুণ্ডু তার লোকদের বলল, আমি যখন একদিন আরব বস্তীতে এক শেখের ক্রীতদাস ছিলাম তখন শেখের বাড়িতে এই মেয়েটাকে দেখেছি। একে ধরে শেখকে দিতে পারলে মোটা পুরস্কার দেবে। সুতরাং ওকে আমরা ধরে নিয়ে যাব।

এই বলে সে পর পর দুটো তীর মারল কোরাককে লক্ষ্য করে। তীরদুটো তার ঘাড়ে আর একটা পায়ে লাগল। কোরাক পড়ে যেতেই নিগ্রোদের সর্দার কভুণ্ডু কোরাককে বধ করে মিরিয়েমকে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে এল।

কিন্তু এমন সময় তাদের চীৎকার ও হৈ চৈ শুনে আকুৎ তার দলবলকে নিয়ে ছুটে এল। বাঁদর-গোরিলাদের এক বিরাট দল দেখে কভুগু কোরাককে ছেড়ে দিয়ে শুধু মিরিয়েমকে কাঁধে তুলে নিয়ে তার লোকজনদের পালিয়ে যেতে বলল। বাঁদর-গোরিলারা তাদের তাড়া করল এবং তাদের একজনকে হত্যা এবং আরো কয়েকজনকে আহত করল। কিন্তু তারা মিরিয়েমকে নিয়ে পালিয়ে গেল। আকুৎ তখন আহত কোরাককে নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে মিরিয়েমকে নিয়ে পালাতে পারত না তারা।

আকুৎ প্রথমে কোরাকের ঘাড় আর পা থেকে তীরদুটো তুলে ফেলল। তারপর ক্ষতস্থানদুটো জিব দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দিল। মিরিয়েম গাছের উপর যে মাচাটায় থাকত সেই মাচাটার উপর কোরাককে শুইয়ে দিল আকুৎ সেখান থেকেই তার সেবা শুশ্রূষা করতে লাগল।

কিন্তু দিনে দিনে কোরাকের দেহটা সুস্থ হয়ে উঠলেও মনটা মিরিয়েমের জন্য দিনরাত অশান্ত ও চঞ্চল হয়ে থাকত। সে ঠিক করল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে ও গায়ে একটু জোর পেলেই সে কভুগুদের গাঁয়ে একাই তার খোঁজ করতে যাবে। ওরা মিরিয়েমের কি অবস্থা করবে, তাকে ওরা হত্যা করবে কি না তা ভেবে দারুণ কষ্ট পেতে লাগল মনে।

অষ্টম অধ্যায়

সেদিন কার্ল জেনসেন আর সেভেন মলবিন জঙ্গলের মধ্যে তাদের যে শিবির ছিল তার কাছাকাছি একটা নদীর ধারে ঘোরাফেরা করছিল। তারা একটা জীবন্ত বেবুন ধরার জন্য একটা ফাঁদ পেতেছিল। প্রতি বছরই তারা জঙ্গলের আদিবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য আসে। কখনো বা তাদের কাছ থেকে হাতির দাঁত লুণ্ঠন করে পালায়। কখনো বা শিকার অথবা ফাঁদ পেতে কোন জীবজন্তু ধরার জন্যও আসে।

এবার ওরা আরবদের বস্তী আর কভুগুদের গাঁয়ের কাছাকাছি বনের মধ্যে এক জায়গায় শিবির গেড়েছিল। এবার ওরা এসেছে ইউরোপের কোন চিড়িয়াখানার জন্য এক জীবন্ত বেবুন বা বনমানুষ ধরতে। বনের এদিকটায় বেবুনরা প্রায়ই দল বেঁধে আসে। বেবুনরা বাঁদর-গোরিলাদের মত দেখতে এবং তাদের ভাষাতেই কথা বলে।

একসঙ্গে অনেকগুলো চেঁচামিচি শুরু করে দিলে কার্লরা ভাবল নিশ্চয় তাদের পাতা ফাঁদের মধ্যে এক বা একাধিক বেবুন ধরা পড়েছে। কার্ল জেনসেন আর সেভেন মলবিন রাইফেল হাতে খাঁচার দিকে এগিয়ে যেতেই বেবুনরা বাধা দিল। কার্লরা তখন গুলি করল। একটা গুলিতে ওরা সরল না। কিন্তু আরো দুটো গুলি করতেই বেবুনরা ফাঁদ বা খাঁচাটার কাছ থেকে সরে গিয়ে একটু দূর থেকে দেখতে লাগল।

এদিকে কার্ল বা বেবুনরা দেখতে পায়নি, তাদের কাছাকাছি একটা গাছের উপর পাতার আড়ালে কোরাক একা বসেছিল। সে কার্লদের দেখে চিনতে পারে। তার মনে আছে তাদের কাছে সে বন্ধুভাবে যেতে চাইলে তারা তাকে গুলি করে। কোরাক তাই কার্লদের ব্যর্থ করে দেবার জন্য বেবুনদের লক্ষ্য করে তাদের ভাষায় পাতার আড়াল থেকে বলতে লাগল, আমি একজন শক্তিশালী হত্যাকারী, এই শ্বেতাঙ্গরা তোমাদের ও আমাদের শত্রু। তোমাদের দলের রাজাকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমি তোমাদের সাহায্য করব। আমরা একযোগে ওদের তাড়িয়ে দেব।

তখন ছত্রভঙ্গ বেবুনরা দলবেঁধে এসে কোরাকের উদ্দেশ্যে বলল, আমরা তোমার কথামত কাজ করব।

এই কথা শুনে কোরাক একটা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়তেই তিনশো বেবুন একযোগে কার্লদের আক্রমণ করল। ওরা তখন কোরাক ও সামনের বেবুনদের লক্ষ্য করে পর পর দুটো গুলি করল। কিন্তু জোর গোলমালের ফলে তাদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তখন কোরাক বর্শা হাতে বেবুনদের সঙ্গে করে তেড়ে এল কার্লদের। কার্লরা তখন বেগতিক দেখে তাদের শিবিরে পালিয়ে গেল।

কার্লরা চলে যেতে কোরাক খাঁচা থেকে বেবুনদের সর্দারকে মুক্ত করে দিল। এরপর সে বেবুনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কভুগুদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল।

২

কিছুদূর যাবার পর পথে একদল হাতি দেখতে পেল। একটা হাতি শুঁড় উঁচু করে তাকে তেড়ে এলে সে বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় বলল, শান্ত হও ট্যান্টর, আমি একজন টার্মাঙ্গানী।

হাতিটা তখন শুঁড়টা নামিয়ে নিল। কোরাক তখন হাতির দলের মাঝখান দিয়ে চলে গেল।

অবশেষে কোরাক যখন কভুগুদের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকরা তখন এখানে সেখানে জটলা পাকিয়ে এক একটা জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসেছিল। মেয়েরা রান্না করছিল। কোরাক গাঁয়ের পিছন দিক দিয়ে গিয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে মিরিয়েম কোন্ ঘরে বন্দী আছে তার খোঁজ করছিল। অবশেষে একটা ঘরের কাছে গিয়ে সে বুঝল এই ঘরেই বন্দী আছে মিরিয়েম।

অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে ঘরটার সামনের দিকে এসে কোরাক দেখল ঘরখানার ভিতরে হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে মিরিয়েম আর ঘরের দরজার উপর একটা নিগ্রো বসে পাহারা দিচ্ছে। সে তন্দ্রার ঘোরে প্রায়ই ঢুলছিল। কোরাক দেখল পাহারাদারটাকে ঘায়েল করতে না পারলে সে ঢুকতে পারবে না ঘরে।

কোরাক তাই নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে অতর্কিতে লোকটার গলাটা এমন জোরে টিপে ধরল যে সে হাত পা ছুঁড়তে থাকলেও মুখে একবারও চীৎকার করতে পারল না। ক্রমে তার দেহটা অসাড় হয়ে ঢলে পড়ল। কোরাক তখন ঘরে ঢুকেই মিরিয়েমের হাত-পায়ের সব বাঁধন কেটে দিল। মিরিয়েম ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, কোরাক, আমার কোরাক, তুমি এসেছ?

কিন্তু কোরাক নিঃশব্দে মিরিয়েমকে কাঁধের উপর তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা কুকুর পাহারাদারের মৃতদেহটাকে শুঁকতে শুঁকতে কোরাককে দেখেই ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তখন সেই শব্দে গাঁয়ের লোকরা সচকিত হয়ে ছুটে এল ঘরখানার দিকে। ততক্ষণে কোরাক মিরিয়েমকে কাঁধে নিয়ে বাইরে গিয়ে গাঁয়ের পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে।

গ্রামবাসীরা ঘরখানার সামনে এসে পাহারাদারের মৃতদেহটা দেখেই ঘাবড়ে গেল। তারপর ঘরের মধ্যে বন্দিনীকে দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল তারা। এরপর তারা কোরাক যে পথে গিয়েছিল সেই পথে তাড়া করল তাকে। কাঁধে বোঝা নিয়ে বেশী জোরে যেতে পারছিল না বা ছুটতে পারছিল না কোরাক। কভুণ্ডুর লোকরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলল তাদের। তারা মিরিয়েমকে ছিনিয়ে এক জায়গায় তাকে ঘিরে রাখল অনেক লোক মিলে। কোরাক তবু একা বর্শা নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছিল অনেকের সঙ্গে। কভুণ্ডু তাদের লোকদের বলল, আমাদের দরকার শুধু মেয়েটাকে, ওকে কেড়ে নিয়ে লোকটাকে তাড়িয়ে দাও। ওকে মারার দরকার নেই।

অবশেষে কোরাক যখন দেখল এখন কোন উপায় নেই তখন সে মিরিয়েমকে বলল, বিদায় মিরিয়েম, এখন আমি যাচ্ছি, তবে আবার আমি ফিরে আসব। এসে তোমাকে উদ্ধার করব।

এই বলে চলে গেল কোরাক। মিরিয়েমের হাত পা বেঁধে আবার ওকে ওরা গাঁয়ের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাদের সর্দার কভুণ্ডুর ঘরের মধ্যে রেখে দিল। কোরাকের পথ চেয়ে বসে রইল মিরিয়েম। দেখতে দেখতে রাত কেটে গেল। পরের দিনও কোরাকের দেখা পেল না মিরিয়েম।

মিরিয়েম বুঝতে পারল না কভুণ্ডু তাকে নিয়ে কি করবে। ও শুনেছে ওরা মানুষ খায়। কিন্তু তাকে যদি খেত তাহলে এতদিন তাকে ধরে রেখেছে কেন, এতদিন তাকে খায়নি কেন। বরং তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। এদের থেকে শেখ তার উপর অনেক বেশী নিষ্ঠুর ব্যবহার করত।

কিন্তু মিরিয়েম জানত না কুভুগু তাকে আর গাঁয়ের মধ্যে বেশী দিন রাখতে চায় না। সে শেখের কাছে দূত পাঠিয়েছে। মিরিয়েমকে তার হাতে তুলে দিলে সে কি পুরস্কার তাদের দেবে একথা জানতে চেয়েছে।

এদিকে কভুগু জানতে পারেনি তার দূত কার্ল জেনসেন আর মলবিনের হাতে ধরা পড়ে। কার্লদের ক্রীতদাসদের কাছে কভুগুর দূতটা মিরিয়েমের কথাটা ফাঁস করে দেয়। ক্রীতদাসরা আবার কথাটা তাদের প্রভুদের জানিয়ে দেয়। পরে দূতটা পালাতে গেলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলে ওরা। এরপর কার্লরা মিরিয়েমকে পাবার জন্য কভুগুদের গাঁয়ের দিকে রওনা হলো। তারা ভাবল তাদের সঙ্গে শত্রুতা না করে তাদের নানারকম উপহার দিয়ে বশীভূত করে মিরিয়েমকে লাভ করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু ওদের গাঁয়ে গিয়ে বন্দিনী মিরিয়েম সম্পর্কে কিছু বলল না কার্লরা। তবে কভুগুর সঙ্গে একথা সেকথা বলতে গিয়ে মলবিন শেখের মৃত্যুখবরটা দিয়ে ফেলল। কভুগু আশ্চর্য হয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। মলবিন বলল, সেকি! তুমি জান না? শেখ ত এক পক্ষকাল আগে মরেছে। ও ঘোড়ায় করে কোথায় যাবার সময় ঘোড়ার পা হঠাৎ গর্তে ঢুকে যায়। তখন শেখ পড়ে যায় আর তার ঘোড়াটাও তার উপর পড়ে যায়। এতেই মারা যায় শেখ।

কভুগু দেখল বন্দিনী মেয়েটার আর দাম নেই। শেখের হাতে মোটা পুরস্কারের বিনিময়ে তুলে দেবার জন্যই ও রেখেছিল মেয়েটাকে। সে তাই কার্লদের বলল, তোমরা কিনবে মেয়েটাকে?

জেনসেন বলল, পথে ওকে নিয়ে যেতে আমাদের কষ্ট হবে। তাছাড়া মেয়েটা বুড়ী।

মেয়েটির প্রতি ওরা কোন আগ্রহ দেখাল না।

কভুগু বলল, আমি তোমাদের দেখাব। ও মোটেই বুড়ী নয়, তরুণী এবং সুন্দরী।

এই বলে কভুগু ওদের ঘরটার মধ্যে নিয়ে গিয়ে মিরিয়েমকে দেখাল। তার বাঁধন খুলে দিল। ওরা তখন বলল, অবশ্য মেয়েটা বুড়ী নয়, তবে পথে ও একটা আমাদের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া আমাদের মেয়ের কোন দরকার নেই।

মলবিন আরবী ভাষায় মিরিয়েমকে বলল, আমরা তোমার বন্ধু, আমাদের সঙ্গে যাবে?

মিরিয়েমকে বলল, আমি মুক্ত হয়ে কোরাকের কাছে ফিরে যেতে চাই।

মলবিন তখন কভুগুকে বলল, ও আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে না।

কভুগু বলল, আমি তাকে বিক্রি করব তোমাদের কাছে। তোমরা পুরুষ, ওকে জোর করে নিয়ে যাবে।

এই বলে কম্ভুণ্ডু মিরিয়েমকে বিক্রি করে ওদের শিবিরে পাঠিয়ে দিল। তার ইচ্ছা রাত্রি শেষ হলে পরদিন সকালেই কার্লরা ওকে নিয়ে উত্তর দিকে রওনা হবে

কম্ভুণ্ডু বলল, বেশী দেরী করো না। ওর স্বামী একবার ওকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। আবার সে আসতে পারে। তাই যত তাড়াতাড়ি পার ওকে নিয়ে যাও।

এদিকে মিরিয়েম কোরাকের আশায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করল। কিন্তু সকাল হলেও কোরাক এল না। অবশেষে কার্লরা তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে শুধু গলায় একটা শিকল বেঁধে তাকে তাদের সঙ্গে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। তারা গাঁ থেকে রওনা হয়ে উত্তর দিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

একদিন মিরিয়েমকে একা পেয়ে মলবিন তার একটা হাত ধরে তাকে চুম্বন করতে গেল। মিরিয়েম তার মুখে একটা ঘুষি মারল। এমন সময় কার্ল জেনসেন এসে মলবিনকে বলল, কি করছিলে?

জেনসেনকে দেখে মলবিন সরে গেল। জেনসেন বলল, তুমি ভুলে যেও না আমাদের উদ্দেশ্যের কথা। ওকে আমরা ফিরিয়ে দিয়ে ঘোষিত টাকাটা নেব।

মলবিন বলল, আমি ত একটা কাঠের মানুষ নই। তুমি যে খুব ভাল হয়ে গেলে।

কার্ল বলল, চুপ করো। তুমি যদি ওর কোন ক্ষতি করো তাহলে তোমাকে আমি গুলি করে মারব।

ওদের কথাবার্তা মিরিয়েম বুঝতে না পারলেও একটা কথা বুঝতে পারল। বুঝল মলবিন লোকটা খারাপ এবং তার কবল থেকে জেনসেন তাকে উদ্ধার করেছে। জেনসেন তাকে বলল, যদি ও কখনো তোমার কোন ক্ষতি করতে যায় তাহলে আমাকে চীৎকার করে ডাকবে।

মিরিয়েম তখন জেনসেনকে বন্ধু ভেবে বলল, আমাকে মুক্ত করে দাও, আমি কোরাকের কাছে যাব।

কিন্তু জেনসেন বলল, তুমি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলে শাস্তি পাবে।

মিরিয়েম তখন হতাশ হয়ে কোরাকের আশায় মুহূর্ত গণনা করতে লাগল। রাত্রিটা শিবিরে কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা।

এইভাবে তিন দিন কেটে গেল। কিন্তু কোরাক না আসায় মিরিয়েম হতাশ হয়ে পড়ল। একদিন পথের ধারে বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপন করল ওরা। শিবিরে মিরিয়েমকে রেখে জেনসেন আর মলবিন শিকার করতে গেল। তারা দুজনে দুদিকে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর মলবিন একাই তাঁবুতে ফিরে এসে মিরিয়েমের ঘরে ঢুকল।

তাকে দেখে ভয়ে চমকে উঠল মিরিয়েম। মলবিন তাকে ধরতে গেলে জেন-সেনের নির্দেশ মত সে জেনসেনকে ডাকতে লাগল চীৎকার করে। কিন্তু জেনসেন তখন দূরে চলে যাওয়ায় তার ডাক শুনতে পেল না। এই সুযোগে মলবিন মিরিয়েমকে জোর করে ধরে মাটির উপর শুইয়ে দিল। মিরিয়েম হাত পা ছুঁড়ে তাকে বাধা দিতে লাগল। মলবিনও ঘুসি মেরে যাচ্ছিল তাকে।

এমন সময় কার্ল জেনসেন শিকার থেকে ফিরল। মিরিয়েমের আর্ত চীৎকার সে শুনতে পেয়েছিল। যা ভয় করেছিল সে তাই হলো। মলবিন যখন শিকারে বেরিয়ে তার সঙ্গে না গিয়ে অন্য দিকে যায় তখনি সন্দেহ হয়েছিল তার।

জেনসেনকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল মলবিন। সে তার রিভলবারটা বার করে গুলি করল জেনসেনকে লক্ষ্য করে। জেনসেনও গুলি করল একই সঙ্গে। জেনসেন তার দিকে এগিয়ে যাবার আগেই পর পর আরো দুটো গুলি করল মলবিন। দুটো গুলিই জেনসেনের গায়ে লাগল। জেনসেন লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। তার হাত থেকে রিভলবারটা পড়ে গেল। এরপর মলবিন আবার একটা গুলি করল। জেনসেনের দেহ থেকে প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

এবার মলবিন অবাধে মিরিয়েমকে আবার ধরতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভিতরে একজন লম্বা চেহারার অচেনা শ্বেতাঙ্গ ঢুকেই মলবিনের ঘাড়ের উপর হাত রাখল। মলবিন তার রাইফেলটা ধরতে যেতেই আর একজন তার হাতটা ধরল।

শ্বেতাঙ্গ লোকটি বনের মধ্যে শিকার করতে থাকাকালে মিরিয়েমের আর্ত চীৎকার শুনে এই তাঁবুতে এসে হাজির হয়। তার সঙ্গে কিছু সশস্ত্র নিগ্রো যোদ্ধা ছিল। সে মিরিয়েমকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা কি?

মিরিয়েম আরবী ভাষায় বলল, এরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমাকে আমার সঙ্গী কোরাকের কাছে যেতে দিচ্ছে না।

এরপর মলবিনকে দেখিয়ে বলল, এই লোকটা আমার ক্ষতি করতে যাচ্ছিল। যে লোকটা এইমাত্র মারা গেছে সে এই লোকটাকে বাধা দিতে গেলে তাকে হত্যা করে এই বদ লোকটা।

অপরিচিত শ্বেতাঙ্গ লোকটি মলবিনকে বলল, মৃত্যুই তোমার যোগ্য শাস্তি। অবশ্য আমি তোমায় এখন মারব না। তবে তোমাকে এখনি আমাদের এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। না গেলে আমি তোমাকে ছাড়ব না। তখন আইনটা আমি নিজের হাতে নেব। বুঝেছ? তোমাদের নাম আমি এর আগেই শুনেছি। তোমাকে চিনতে পেরেছি। তোমরা এ অঞ্চলে অনেক কুকীর্তি করেছ। এখন চলে যাও। এরপর দেখা হলে বুঝবে আমি কে?

মলবিন চলে গেলে সেই অপরিচিত শ্বেতাঙ্গ মিরিয়েমকে বলল, তুমি একা এই জঙ্গলে কোথায় খুঁজবে তোমার সাথীকে। তার চেয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে

আমার বাড়িতে চল। সেখানে আমার স্ত্রীর কাছে থাকবে। সে তোমাকে পেয়ে খুশি হবে।

মিরিয়েম বলল, আমি জঙ্গলকে ভয় করি না। আমি কোরাককে খুঁজে বার করবই।

অবশেষে অনেক বলাবলির পর মিরিয়েম শ্বেতাঙ্গের সঙ্গেই তাদের বাড়ি যেতে চাইল। শ্বেতাঙ্গ তাকে বলল তোমার গলায় যে শিকল রয়েছে তার চাবি কোথায়?

মিরিয়েম বলল, যে লোকটি মরে গেছে তার কাছেই চাবি থাকত।

তখন জেনসেনের মৃতদেহটার কাছে খোঁজ করে সেই চাবি নিয়ে শ্বেতাঙ্গ লোকটি মিরিয়েমের গলার শিকলটা খুলে দিল। তারপর তাকে আর তার দলবল নিয়ে তার বাড়ির পথে রওনা হলো শ্বেতাঙ্গটি।

অবশেষে তারা একটা খামার বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলো। খামারটার সামনে একটা বাংলো-বাড়ি ছিল। সামনে সাজানো ফুলবাগান। তারা যেতেই একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা বেরিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা করল। শ্বেতাঙ্গ মিরিয়েমকে বলল, এ হলো আমার স্ত্রী।

শ্বেতাঙ্গ তার স্ত্রীকে মিরিয়েমের সব কথা বলল। তার স্ত্রীও মিরিয়েমকে আদর করে ঘরে নিয়ে গেল। তাদের আদরযত্ন ও স্নেহভালবাসা পেয়ে মিরিয়েমও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগল। সে তাদের বাড়িতেই সেদিন থেকে রয়ে গেল। তবে কোরাকের আশা সে ত্যাগ করল না। তার বিশ্বাস ওরা একদিন কোরাককে খুঁজে বার করবেই অথবা কোরাক নিজেই খুঁজতে খুঁজতে একদিন এখানে এসে পড়বে।

নবম অধ্যায়

রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহে কোরাক জঙ্গলের মধ্যে এসে বেবুনদের খোঁজে এগিয়ে যেতে লাগল। সে জানত বেবুনরা কোথায় থাকে। তাদের কাছাকাছি গিয়ে সে তাদের রাজাকে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে বেবুনদের রাজা বেরিয়ে এলে কোরাক বলল, আমি হচ্ছি হত্যাকারী কোরাক। আমি নিজে খাঁচা খুলে দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়েছি। টারমাঙ্গানী বা শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে তোমাকে ও তোমাদের দলের লোকদেরও বাঁচিয়েছি। আমি তোমার বন্ধু।

বেবুনদের রাজা কোরাককে চিনতে পেরে বলল, হ্যাঁ, আমার নাক, কান, চোখ বলছে তুমি কোরাক। এস আমরা একসঙ্গে শিকার করব। আমি তোমার বন্ধু।

কোরাক বলল, আমি এখন শিকার করতে পারব না। গোমাঙ্গানী অর্থাৎ নিগ্রোরা আমার মিরিয়েমকে চুরি করে নিয়ে গেছে, তারা তাকে বেঁধে রেখেছে। আমি একা তাদের গাঁয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারব না। তুমি তোমার দলবল নিয়ে মিরিয়েমকে উদ্ধার করবে যেমন একদিন তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম আমি।

বেবুনদের রাজা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, কিন্তু ওদের অনেক বিষাক্ত তীর আছে।

কোরাক বলল, টারমাঙ্গানীদেরও নলওয়ালা বন্দুক ছিল যা অনেক দূর থেকে মারতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম।

রাজা তখন তার দলের বেবুনদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারপর সে কোরাককে বলল, আমরা সংখ্যায় খুবই কম। এখান থেকে কিছু দূরে এক পাহাড়ী এলাকায় অনেক বেবুন আছে। তারা ভীষণ দুর্ধর্ষ এবং সংখ্যায় অনেক বেশী, দু-তিন হাজার হবে। তাদেরও আমাদের সঙ্গে যেতে বলব। তাহলে আমরা একযোগে সব গোমাঙ্গানীদের মেরে ফেলব।

কোরাক এতে রাজী হলে [illegible] বেশকিছু বেবুনকে রেখে ওদের রাজা একদল বেবুনকে সঙ্গে নিয়ে পার্বত্য বেবুনদের সন্ধানে যাত্রা করল। কোরাকও ওদের সঙ্গে গেল।

দুদিন ক্রমাগত বনের মধ্য দিয়ে কখনো গাছে গাছে, কখনো পায়ে হেঁটে চলার পর তারা সেই পাহাড়টার কাছে গিয়ে পৌঁছল। কোরাক দেখল তার দলের বেবুনরা চীৎকার করে তাদের আগমন সংবাদ জানাল। পার্বত্য বেবুনদের [illegible] জোর শব্দ করে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। তারপর কোরাক দেখতে পেল বেবুনদের এক বিরাট দল এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। কোরাকের মনে হলো তারা সংখ্যায় অনেক হাজার হবে।

পার্বত্য বেবুনদের রাজা [illegible] কোরাকের [illegible] এসে [illegible] কোরাককে শুঁকে [illegible] তারপর [illegible] চুলকে [illegible] বেবুনদের বন্ধু [illegible] কোরাক [illegible] আমার কানের [illegible] বলল [illegible] এসে [illegible] সামনে দাঁড়াল [illegible] বেবুনদের রাজাকে বলল, [illegible] গোমাঙ্গানীরা আমার [illegible] থেকে মিরিয়েমকে ধরে নিয়ে গেছে। তারা তোমাদেরও শত্রু। তোমরা কাজেই আর

শক্তিমান। চল আমরা একযোগে গোমাঙ্গানীদের গাঁ আক্রমণ করে মিরিয়েমকে উদ্ধার করি।

তাদের ভাষায় একজন শ্বেতাঙ্গ বাঁদরকে কথা বলতে দেখে পার্বত্য বেবুনরা খুশি হলো। তারা তাকে সাহায্য করতে রাজী হলো।

তখন একযোগে তারা সকলে মিলে কভুণ্ডুদের গাঁয়ের দিকে যাত্রা শুরু করল। পার্বত্য বেবুনদের সংখ্যা প্রায় দু-তিন হাজার হবে। প্রথমে বন ও পরে অনেক প্রান্তর পার হয়ে একদিন পর ওরা কভুণ্ডুদের গাঁয়ের কাছে গিয়ে পৌছল। তখন ভর দুপুর।

বেবুনদের চীৎকার শুনে কভুণ্ডুদের গাঁয়ের নিগ্রোরা বেরিয়ে এল। মেয়েরা তাদের ছেলেদের নিয়ে গাঁ ছেড়ে ভয়ে পালাতে লাগল। দুই বেবুনরাজাকে সঙ্গে করে কোরাক গাঁয়ের পথে এগিয়ে যেতে লাগল বীর বিক্রমে। কভুণ্ডুরা তার দলের যোদ্ধাদের ডেকে উত্তেজিত করছিল। তারা কয়েকটা বর্শা ছুঁড়ল। কিন্তু কয়েক হাজার বেবুন বা বনমানুষকে এত কাছে দেখে ভয়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ল। বর্শাগুলো কারো গায়ে লাগল না। তারা ধনুকে তীর সংযোজন করতে না করতে বেবুনরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। তাদের ঘাড়ে কামড়ে দিতে লাগল।

কভুণ্ডুদের লোকরা সব গাঁ ছেড়ে পালাতে লাগল। কোরাক প্রতিটা ঘর খুঁজে দেখল। কিন্তু মিরিয়েমকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তার ধারণা হলো ওরা তাকে হত্যা করেছে। এ কথা মনে পড়তে তার রাগ আরো বেড়ে গেল। সে উন্মত্ত হয়ে যত পারল কভুণ্ডুদের ক্ষতি করল। ওদের লোকদের ক্ষতবিক্ষত করল। কভুণ্ডুরা ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

বেবুনরাও তখন ক্লান্তদেহে এক জায়গায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল। অবশেষে মিরিয়েমকে না পেয়ে হতাশ হয়ে কিছু নিগ্রোকে বন্দী করে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

দশম অধ্যায়

নতুন বাড়িতে এসে মিরিয়েমের দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল। বাড়ির মালিক যে তাকে উদ্ধার করেছে তাকে সে আরবী ভাষায় 'বাওনা' বলে ডাকত। মালিক ও তার স্ত্রী ইংরিজিতে কথা বলত। একদিন কথায় কথায়

ফরাসী ভাষায় ওরা একটা কথা বলতে মিরিয়েম সে কথা বুঝতে পারল। ওরা বুঝল মিরিয়েম ফরাসী জানে। অথচ এ ভাষা কি করে জানল তা মিরিয়েম নিজেই বুঝতে পারল না। শেখের বাড়িতে কি করে এল, তার ছেলেবেলা কোথায় কিভাবে কেটেছে তা কিছুই মনে করতে পারল না সে। শেখের বাড়ি থেকে সে কি ভাবে জঙ্গলে আসে এবং জঙ্গলে সে কি ভাবে জীবনযাপন করে তার কথা সে ওদের সব বলল।

একদিন ওরা তাকে জানাল জনাকতক ইংরেজ ওদের বাড়িতে এসে কিছু-দিন থাকবে। এখান থেকে তারা শিকার করবে। কথাটা শুনে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল মিরিয়েম। কিন্তু ওরা যখন এল তখন সব অস্বস্তি কাটিয়ে সহজ-ভাবে মেলামেশা করতে লাগল সে। অতিথিরা ছিল সংখ্যায় মোট পাঁচজন। তিনজন পুরুষ আর বাকি দুজন মহিলা। দুজন বয়স্ক লোক, তাদের স্ত্রী আর মরিসন বেনেস নামে এক অবিবাহিত যুবক। বয়স্ক ভদ্রলোক দুজন তাদের স্ত্রীদের নিয়ে প্রায় সব সময় ব্যস্ত থাকত বলে মিরিয়েম বেনেসের সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় কথাবার্তা বলত ও গল্পগুজব করত। ওরা যখন বনের মধ্যে শিকার করতে যেত তখন মিরিয়েম থাকত বেনেসের সঙ্গে। বেনেসের মুখচোখ ও চেহারা ভাল। মিরিয়েমের দেহসৌন্দর্য দেখে বেনেসও মুগ্ধ হয়ে গেল। তার সাহচর্য খুবই ভাল লাগল বেনেসের।

একদিন ওরা সবাই মিলে যখন শিকার করতে গেল তখন মিরিয়েমও ওদের সঙ্গে গেল। বনের মধ্যে গিয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সে। জঙ্গলের মধ্যে এলেই মিরিয়েমের মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। কোরাকের কথা মনে পড়ে যায়। যে অবাধ উদ্দাম স্বাধীনতার সঙ্গে জঙ্গলে জীবনযাপন করত সে একদিন আজ আবার সেই স্বাধীনতার কিছুটা আস্বাদ পেল সে জঙ্গলের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে।

গাছের উপর উঠে ডালে ডালে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল মিরিয়েম। কিছুদূর যাবার পর একটা নদীর ধারে একটা ছাগলের ডাক শুনতে পেল সে। গাছ থেকে সে দেখল কোন শিকারী কোন হিংস্র জন্তু শিকার করার জন্য ছাগলটাকে বেঁধে রেখেছে। সে ভাবল নিকটে নিশ্চয় কোন শিকারী লুকিয়ে আছে। ছাগলটার অসহায় অবস্থা দেখে মায়া হলো মিরিয়েমের। সে অকারণে পশু শিকার বা পশুহত্যা পছন্দ করে না। তবু অদৃশ্য কোন শিকারীর ভয়ে সে ছাগলটাকে মুক্ত করতে যেতে পারছিল না।

ছাগলটা ক্রমাগত চীৎকার করতে থাকায় আর থাকতে পারল না সে। গা থেকে স্কার্টটা খুলে গাছের উপর রেখে দিয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে সে ছুরি হাতে এগিয়ে গেল ছাগলটার দিকে। ছুরি দিয়ে তার বাঁধন কেটে দিতেই ছাগলটা ছুটে পালিয়ে গেল। এমন সময় একই সঙ্গে একটু অদূরে ঝোপের ধারে একটা সিংহ আর একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে দেখতে পেল। দাড়িওয়ালা

শিকারীটাকে কোথায় দেখেছে যেন সে। কিন্তু ঠিকমত মনে করে উঠতে পারল না।

এদিকে সিংহটা তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সিংহটা এমন জায়গায় ছিল যেখানে গুলি করলেই মিরিয়েমের গায়ে লাগতে পারে বলে শিকারী তার রাইফেল থেকে গুলি করতে পারছিল না। অবশ্য তার দরকারও হলো না। কারণ সিংহটা মিরিয়েমের উপর ঝাঁপ দেবার আগেই একটা গাছের উপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল মিরিয়েম। সিংহটা লাফ দিয়ে তাকে ধরতে না পেরে গর্জন করতে করতে চলে গেল। শ্বেতাঙ্গ শিকারীরাও তাদের শিবিরে চলে গেল। তার শিবিরে ফিরে গিয়েই তার মুখের লম্বা দাড়িটা আধ ঘণ্টার মধ্যেই কেটে ফেলল সে। ফলে তার মুখের চেহারাটা হঠাৎ এমনভাবে বদলে গেল যে তার দলের লোকেরাই তাকে চিনতে পারছিল না।

এদিকে মিরিয়েমকে দেখতে না পেয়ে তার দলের লোকেরা বাংলোর পথে এগিয়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। একমাত্র মরিসন বেনেস তার ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলের ভিতরে যেদিকে এগিয়ে গিয়েছিল মিরিয়েম সেইদিকে তাকিয়েছিল।

অবশেষে গাছ থেকে তার স্কার্টটা নিয়ে মিরিয়েম যখন ফিরে যাবার কথা ভাবছিল তখন সে হঠাৎ একদল বেবুন দেখতে পেয়ে প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। ফলে তার ফিরতে দেরী হয়ে গেল। ঘোড়াটা ধীরে ধীরে তার কাছে ফিরে যাওয়ায় বেনেসের ভয় হতে লাগল। তবে কি কোন বিপদ ঘটল মিরিয়েমের? ভাবতে ভাবতে জঙ্গলের দিকে কিছুটা এগোতেই দূরে গাছপালার ফাঁকে মিরিয়েমকে দেখতে পেল বেনেস। কিন্তু তার কাছে একদল বেবুনকে দেখতে পেয়ে আবার চিন্তা হতে লাগল তার। কিন্তু বেনেস দেখল বেবুনদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দভাবে তাদের ভাষায় কি সব কথা বলছে মিরিয়েম। সে মোটেই তাদের ভয় পাচ্ছে না আর বেবুনরাও তার কথা বুঝতে পারছে। ব্যাপারটা দেখে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল বেনেস। তাছাড়া তার আগে একটা গাছ থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামতে দেখেছে সে মিরিয়েমকে। তাতেও কম আশ্চর্য হয়নি সে।

মিরিয়েম কাছে এসে তার ঘোড়ায় চাপলে দুজনে [illegible] মাঠটার উপর [illegible] [illegible] দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মিরিয়েম দেখল বেনেসের মুখে দুশ্চিন্তা [illegible] [illegible]। [illegible] তাই বেনেসকে বলল, এখন তো সূর্য অস্ত যাচ্ছে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] তুমি থামছ কেন?

বেনেস বলল, ঐ ভয়ঙ্কর বনমানুষগুলোর মাঝে তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তুমি আবার ওদের সঙ্গে কি করে কথা বলছিলে ওদের ভাষায় তা এখনো ভেবে পাচ্ছি না আমি।

মিরিয়েম হেসে বলল, এ তো খুব সোজা ব্যাপার। আমি যখন [illegible]

বাড়ি আসার আগে কোরাক আর আকুতের সঙ্গে জঙ্গলে বাস করতাম তখন বাঁদরদের ভাষায় কথা বলতে পারতাম। বাঁদর ও বাঁদর-গোরিলারা যে ভাষায় কথা বলে ওরাও সে ভাষা জানে। ওদের মাঙ্গানী বলে।

বেনেস বলল, মাঙ্গানী কি ?

মিরিয়েম বলল, ওদের ভাষায় বাঁদর-গোরিলাদের মাঙ্গানী বলে, নিগ্রোদের গোমাঙ্গানী আর শ্বেতাঙ্গদের টারমাঙ্গানী বলে, যেমন ধর তুমি একজন টার-মাঙ্গানী।

ওরা আবার নীরবে এগিয়ে চলল। একসময় বেনেস বলল, আচ্ছা কোরাক ও আকুৎ কে ?

মিরিয়েম বলল, কোরাক একজন মাঙ্গানী বা পুরুষ-গোরিলা আর কোরাক একজন তোমার মতই টারমাঙ্গানী। কোরাক একটা উঁচু গাছের উপর আমার শোবার জন্য একটা মাচা তৈরী করে দিয়েছিল।

বেনেস বলল, কিন্তু কোরাক তোমার কে ? কি সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ? সে কি তোমার ভাই ?

মিরিয়েম উত্তর করল, না ভাই না। সে আমার—

বেনেস জোর দিয়ে বলল, তোমার কে ? স্বামী ?

মিরিয়েম বলল, না, আমি এখন বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না। কোরাক ছিল কোরাক। এই বলে হাসতে লাগল সে।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাংলোর বারান্দাতে বেনেস আর মিরিয়েম এক-জায়গায় বসেছিল দুজনে। বেনেস ধনী অভিজাত ঘরের ছেলে। সে লণ্ডনে থাকে। তার বংশপরিচয় ও সামাজিক মর্যাদা খুব বেশী। সেদিন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে মিরিয়েমের যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে সে বুঝেছে মিরিয়েম এর আগে জঙ্গলে বাস করেছে, সে গাছে চড়তে পারে এবং সে কখনই বড় ঘরের মেয়ে নয়। তাকে সে কখনই বিয়ে করতে পারবে না। অথচ তার দেহসৌন্দর্যকে অস্বীকার বা তুচ্ছজ্ঞান করতে পারছে না সে।

সেদিন সন্ধ্যায় টেনিস খেলার পর বারান্দায় মিরিয়েমকে একা পেয়ে তাদের পরিবার ও সমাজজীবনের অনেক গল্প শোনাল বেনেস। সে সব গল্প রূপকথার মত শোনাচ্ছিল মিরিয়েমের কানে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিল মিরিয়েম।

একসময় মিরিয়েমের কোমরটা একটা হাত দিয়ে ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বেনেস বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি।

ভালবাসার অর্থ মিরিয়েম ঠিক জানত না।

বেনেস বলল, বল তুমি আমায় ভালবাস কিনা।

মিরিয়েম বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না আমি তোমাদের লণ্ডনে গিয়ে সুখী হব কি না। তাছাড়া আমার এখন সে বয়সও হয়নি।

মিরিয়েম উঠে পড়ল। কোরাকের মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সহসা। সে বলল, চলি, শুভরাত্রি।

একাদশ অধ্যায়

সেদিন মিরিয়েম আর বাওনা বাংলোর বারান্দাতে বসেছিল এমন সময় দূরে একজন শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহীকে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল বাওনা এতে আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ আগে থাকতে খবর না নিয়ে বা তার অনুমতি না নিয়ে কোন শ্বেতাঙ্গ তার কাছে আসে না। বাওনা তাই কপালে হাত দিয়ে মুখটাকে আড়াল করে আগন্তুকের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

শ্বেতাঙ্গ আগন্তুক বাংলোর গেটের কাছে এসেই বাওনাকে অভিবাদন জানিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। বাওনা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল: আগন্তুকের দাড়ি গোঁফ কামানো এবং তার পোশাকপরিচ্ছদ ভাল। আগন্তুক বলল, আমি দক্ষিণ থেকে আসছি। কোন বস্তী বা গাঁ দেখতে পাইনি। শিকার আর ব্যবসার জন্য আফ্রিকার এ অঞ্চলে এসেছি আমি। আমার লোকজন দক্ষিণাঞ্চলে এক শিবিরে আছে। আজ আপনার এই খামার থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে তাদের শিবিরে রেখে একাই আমি ঘোড়ায় করে ধোঁয়া লক্ষ্য করে চলে এলাম। আমি আপনার নাম শুনেছি। আপনার অনুমতি ছাড়া এখানে কেউ শিকার করতে পায় না। আমি কয়েক সপ্তাহ এ অঞ্চলে শিবির স্থাপন করে শিকার করতে চাই।

বাওনা বলল, আপনি তাহলে নদীর ধারে আমার খামারের কাছাকাছি শিবির স্থাপন করতে পারেন এবং সেখান থেকে শিকার করে বেড়াতে পারেন।

আগন্তুক বলল, আমার শিবির যেখানে আছে সেখানেই থাক, কারণ আমার লোকরা বড় ঝগড়াটে।

আগন্তুক তার নাম বলল, হ্যানসন।

কথা বলতে বলতে তারা বাংলোর কাছাকাছি এসে পড়ল। বাওনা মিরিয়েম আর তার স্ত্রীর সঙ্গে হ্যানসনের পরিচয় করিয়ে দিল। কিন্তু মেয়েদের কাছে হ্যানসন অস্বস্তিবোধ করতে থাকায় বাওনা তাকে নিয়ে তার পড়ার ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল।

ক্রমে হ্যানসন পরিবারের বন্ধু হয়ে দাঁড়াল সে। তাদের সঙ্গে কয়েকদিন শিকার করতেও গেল। শিকারে তার বেশ অভিজ্ঞতা আছে এবং শিকারের প্রতিটি ব্যাপারে সে বেশ কুশলী এটা প্রমাণ হয়ে গেল সকলের কাছে।

হ্যানসন প্রায়ই বাংলোর ফুলবাগানে এসে একা একা বেড়াত। বলত সে খুব ফুল ভালবাসে।

একদিন রাত্রিবেলায় ঘুম আসছিল না মিরিয়েমের। আজ সন্ধ্যার সময় মরিসন বেনেস তার কাছে তার প্রেমের কথাটা আবার তোলে। ফলে সে কথা ভাবতে গিয়ে ঘুমোতে পারেনি সে। সে তাই একা একা বাগানে চলে আসে। এসে দেখে হ্যানসন বাগানে এক জায়গায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল মিরিয়েম। দেখল বেনেস ঘোড়ায় চেপে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মিরিয়েম বলল, আমার ঘুম আসছে না। চল জঙ্গলে গিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।

রাত্রিতে জঙ্গলে যাবার ইচ্ছা ছিল না বেনেসের। কিন্তু মিরিয়েমের পীড়াপীড়িতে সে রাজী হয়ে গেল। দুজনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে বাংলোর সামনেকার মাঠটার উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। ওরা দেখতে পায়নি ততক্ষণে হ্যানসনও উঠে তার ঘোড়ায় চেপে দূর থেকে তাদের অনুসরণ করছে।

ফাঁকা মাঠ পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে মিরিয়েম বলল, চল বনের ভিতরে যাই, বনের এদিকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা, কোন অসুবিধা হবে না।

বেনেসের ভয় লাগলেও সে বলল, হ্যাঁ, তাছাড়া এ অঞ্চলে মানুষখেকো সিংহের বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না। কারণ অন্য শিকার প্রচুর থাকায় মানুষের দিকে নজর দেবার দরকার হয় না তাদের। তার উপর যাও বা দু-একটা সিংহ ছিল তা শিকারীদের হাতে মারা পড়েছে।

মিরিয়েম ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। বেনেস ঘোড়া থেকে নামতে চাইছিল না। কিন্তু মিরিয়েম নেমে পড়ায় সেও নামল। দুজনে বনের মধ্যে এক-জায়গায় পাশাপাশি বসল। তাদের ঘোড়া দুটো ছাড়া রইল। তারা দেখতে পায়নি একটা বুড়ো সিংহ অদূরে একটা ঝোপের মাঝে ওৎ পেতে আছে তাদের জন্য। ওদিকে হ্যানসনও আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে। সে কয়েকদিন ধরে মিরিয়েমকে নিয়ে পালাবার মতলব আঁটছিল। সে তাই ভাবল এখানে কোন বিপদ দেখা দিলে সেই ঘটনাটাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারবে।

যে জায়গাটায় বসে মিরিয়েম আর বেনেস কথা বলছিল সে জায়গাটায় চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। কথা বলতে বলতে একসময় বেনেস মিরিয়েমকে বলল, আমার সঙ্গে লণ্ডনে চল।

মিরিয়েম বলল, কিন্তু আমাদের বিয়েটা ত এখানেই হতে পারে। ওখানে যেতে হবে কেন? বাওনা ত আপত্তি করবে না।

বেনেস বলল, আমি এখানে বিয়ে করতে পারি না. এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে, যা ওখানে না গেলে হবে না। আমি আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে চাই না

মিরিয়েম বলল, তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাস?

বেনেস বলল, আমি তোমার জন্য সবকিছু দিতে পারি।

মিরিয়েম বলল, ঠিক আছে, আমি যাব তোমার সঙ্গে।

বেনেস এবার মিরিয়েমকে কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করতে গেল। তখন একটা হাতি গাছের ফাঁক থেকে মুখ বার করে দেখল। সিংহটা তখনো ওদের জন্য ওৎ পেতে বসে আছে। সেই হাতিটার পিঠে কোরাক বসে ছিল মিরিয়েমরা কিন্তু হাতিটাকে দেখতে পেল না।

কোরাক দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু মেয়েটি যে মিরিয়েম এটা বুঝতে পারল না। সে যাই হোক, মেয়েটিকে ক্ষুধার্ত সিংহের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হাতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে এবার সিংহটা হঠাৎ গর্জন করে উঠতেই তার উপর চোখ পড়ল তাদের।

মিরিয়েম ছুটে গিয়ে তার ঘোড়াটার উপর চাপতেই সিংহটা লাফ দিল তাকে ধরার জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে কোরাকও হাতির পিঠ থেকে একটা বর্শা ছুঁড়ে সিংহের একটা কাঁধ বিদ্ধ করল। মিরিয়েম ততক্ষণে ঘোড়ার পিঠ থেকে এক-লাফে গাছের উপর উঠে পড়েছে। বেনেসও তার ঘোড়ার উপর চড়ে তীর বেগে পালিয়ে গেল। মিরিয়েম কোরাককে দেখতে পেল না। কোরাক বর্শাটা ছুঁড়েই হাতির পিঠে চড়ে চলে গেছে।

এদিকে সিংহটা আহত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল মিরিয়েমকে। কিন্তু সে গাছের উপর উঠে যাওয়ায় তার আর নাগাল পেল না। সিংহটা তবু আবার লাফ দিতেই তার পিছন থেকে হ্যানসন তার রাইফেল থেকে একটা গুলি করল সিংহটাকে লক্ষ্য করে। গুলিটা সিংহটার পাঁজরে লাগল। সিংহটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে পড়ে গিয়ে মরে গেল।

হ্যানসন তখন মিরিয়েমের নাম ধরে ডাকতেই মিরিয়েম গাছের উপর থেকে সাড়া দিল। বলল, এই যে, আমি এখানে। সিংহটা মরেছে?

হ্যানসন বলল, হ্যাঁ, নেমে এস। খুব বেঁচে গেছ। রাত্রিতে জঙ্গলে আর বেড়িও না। তোমার এতে শিক্ষা হওয়া উচিত।

সিংহটা মরে যেতে বেনেস ওদের কাছে এগিয়ে এল। তখন তিনজনে বাংলোর পথে রওনা হলো।

ওরা সবাই চলে গেলে কোরাক গাছের আড়াল থেকে আবার এসে মরা সিংহটার ঘাড় থেকে বর্শাটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

এদিকে ওদের জন্য বাংলোর বারান্দাতে তখন বাওনা অধীর আগ্রহে এবং গভীর উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল। হ্যানসনের রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে তার হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যায়। উঠে দেখে বাড়িতে মিরিয়েম বা মরিসন কেউ নেই। তাদের ঘোড়াদুটোও নেই। বাংলোর গেট খোলা।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা তিনজন বাংলোতে এসে পড়ল। হ্যানসন ঘটনার যে বিবরণ দিল তাতে সন্তুষ্ট হলো না বাওনা। মিরিয়েম দেখল বাওনা খুব রেগে গেছে। বাওনা তাকে বলল, তোমার ঘরে যাও মিরিয়েম।

তারপর বেনেসকে বাওনা বলল, আমার পড়ার ঘরে এস, একটা কথা আছে।

এই বলে বাওনা হ্যানসনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি কোথায় এবং কি করে দেখলে হ্যানসন?

হ্যানসন বলল, আমি রাত্রিতে মাঝে মাঝে ফুলবাগানে গিয়ে বসে থাকি। আজও ছিলাম। এমন সময় দেখি ওরা ঘোড়ায় চেপে দুজনে বেরিয়ে গেল। এত রাতে এভাবে বেড়াতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তবু আমি ওদের ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে আমিও ঘোড়ায় করে অনুসরণ করতে লাগলাম ওদের। তারপর ওরা যখন বনের ধারে একজায়গায় বসে গল্প করছিল তখন হঠাৎ একটা সিংহ ওদের আক্রমণ করে। আমি তখন সিংহটাকে গুলি করে মারি। অথচ বেনেস মেয়েটিকে একা ফেলে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যায়।

হ্যানসনের কথা শেষ হলে দুজনেই চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। হ্যানসন আবার বলতে লাগল। সন্ধ্যের সময় প্রায়ই বাগানে আসায় ওদের অনেক কথাই শুনতে পাই। বেনেস মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার একটি পরিকল্পনা করছিল। আমি বলি কি, আগামীকাল সকালে আমি যখন এখান থেকে উত্তরাঞ্চলে চলে যাচ্ছি তখন আপনি ওকেও আমার সঙ্গে যেতে বলুন। আমি আপনার খাতিরে আমাদের সঙ্গে ওকে নিয়ে যাব।

বাওনা বলল, শুধু এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বেনেসের উপর আমি কোন অভিযোগ আনতে পারি না। সে আমার অতিথি। তাকে চলে যেতেও বলতে পারি না। তবে সে অবশ্য এর আগে বাড়ি যাবার কথা বলছিল। যাই হোক, দেখি কি হয়। তুমি কাল আবার একবার দেখা করে যেও। ঠিক আছে, যাও।

এরপর পড়ার ঘরে গিয়ে বেনেসকে বলল বাওনা, কাল সকালে হ্যানসন উত্তর দিকে রওনা হচ্ছে। সে বলছিল তুমি যদি তার সঙ্গে যাও ত সে খুশি হবে। ঠিক আছে বেনেস। এখন যাও।

পরদিন বেনেস হ্যানসন না যাওয়া পর্যন্ত বাওনার নির্দেশমত তার ঘরের মধ্যেই কাটাল। এ নিয়ে মিরিয়েমকে আর কোন কথা বলল না বাওনা।

এদিকে হ্যানসন যখন বেনেসকে সঙ্গে করে তার শিবিরের দিকে নিয়ে

যাচ্ছিল তখন বেনেস এক নীরব গাম্ভীর্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর হ্যানসনই প্রথমে কথাটা তুলল। বলল, উনি কিন্তু অকারণে তোমার উপর খুবই রূঢ় আচরণ করলেন। তোমাকে তাড়িয়ে দিয়ে মেয়েটার প্রতি অবিচার করলেন উনি। কারণ মেয়েটির বিয়ে ত একদিন দিতেই হবে। কিন্তু তোমার মত ভাল ছেলে পাওয়া যাবে না তখন।

বেনেস ভেবেছিল কথাটা চেপে রাখবে। কিন্তু হ্যানসন কথাটা তুলতে সে বলল, আমিও দেখে নেব। লণ্ডনের বাড়িতে ও যখন যাবে তখন আমিও ছাড়ব না।

হ্যানসন বলল, আমি হলে মেয়েটাকে কিছুতেই ছাড়তাম না। তবে এ ব্যাপারে আমার সাহায্যের যদি দরকার হয় তাহলে বলবে। মেয়েটি যদি তোমাকে ভালবাসে তাহলে অবশ্যই সে তোমার সঙ্গে যাবে।

বেনেস বলল, এখানে তা সম্ভব নয়। এখানে চারদিকে শত শত মাইল ধরে ওর রাজত্ব। চারদিকে ওর লোকজন পাহারায় আছে। ধরে ফেলবে আমাদের।

হ্যানসন বলল, না, ধরতে পারবে না। আমিও এ অঞ্চলে দশ বছর ধরে ব্যবসা করছি। আমারও জানাশোনা কম নেই এখানে। আমি বলছি তুমি একটা চিঠি লিখে দাও। আমি একটা লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি মেয়েটিকে লিখে দাও ও এসে পত্রপাঠ যেন দেখা করে তোমার সঙ্গে। কারণ ওকে তুমি বিদায় জানাতে পারনি। তারপর একদিন রাত্রিবেলায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ওকে আসতে বলবে। আমার নাম করে বলবে সেখানে থাকব আর তুমি শিবিরে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য। কারণ রাত্রিকালে এখানকার পথঘাট চিনতে পারবে না তুমি।

কথাটা মানতে মন চাইছিল না বেনেসের। তবু সে বুঝল হ্যানসন ঠিকই বলেছে। রাত্রিতে জঙ্গলের পথঘাট কিছুই চিনতে পারবে না সে। সুতরাং হ্যানসনের কথায় রাজী হয়ে গেল বেনেস। সে তখনি একটা চিঠি লিখল মিরিয়েমকে। একটা লোক মারফৎ চিঠিটা পাঠিয়ে দিল হ্যানসন। তারপর আবার এগিয়ে চলল ওরা।

পথের ধারে একটা গাছ থেকে ওদের দেখে চিনতে পারল কোরাক। সে বুঝতে পারল বেনেস নামে ইংরেজ যুবকটাকে মিরিয়েমের মত দেখতে সেই মেয়েটির সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে সে। মেয়েটা দেখতে ঠিক মিরিয়েমের মত। তাকে দেখলেই মিরিয়েমকে মনে পড়ে যায় তার। তাই মেয়েটার কথা ভুলতে পারল না কিছুতেই। কোরাক তাই ভাবল এই যুবকরা কোথায় শিবির স্থাপন করে তা সে লক্ষ্য রাখবে। সেই শিবিরে সেই মেয়েটা অবশ্যই আসবে একদিন না একদিন।

এদিকে মিরিয়েম সেদিন সন্ধ্যায় বাংলোর বারান্দাতে অশান্তভাবে পায়চারি করছিল আর বেনেসের কথা ভাবছিল। সে তার বাওনার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং

তাকে সত্যিই সে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাকে কিছু না বলে বেনেসকে এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত হয়নি বাওনার। তার মনে হলো সে যত অপরাধই করুক তাকে কোন কথা না বলে বা না জানিয়ে এভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত হয় নি। আজ প্রথম মনে হলো মিরিয়েমের এত সুখ স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সে যেন বন্দী আছে এ বাড়িতে।

চাঁদের আলোয় বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বেড়ার কাছে চলে গেল। সহসা কার চাপা পদশব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। সে চাঁদের আলোয় দেখতে পেল একটা নিগ্রো বেড়ার ওধার থেকে একটা চিঠি দিয়ে চলে গেল। চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটা পড়ে দেখল মিরিয়েম। তাতে বেনেস লিখেছে, তোমার সঙ্গে একবার দেখা না করে আমি যেতে পারছি না। কাল সকালে বনের ধারে ফাঁকা জায়গাটায় এস। আমার সঙ্গে দেখা করে বিদায় দেবে। একা আসবে।

চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হলো মিরিয়েমের।

পরদিন সকাল না হতেই শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ল বেনেস ঘোড়ায় করে। বেলা ন'টার সময় সে সেই ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে পৌছল। এদিকে কোরাকও তাকে গাছে গাছে অনুসরণ করে সেই জায়গায় পৌছল। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল বেনেস। কোরাকও গাছের উপর সমানে বসে রইল। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় সেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

অবশেষে মিরিয়েমের ঘোড়াটা দেখা গেল বাংলোর গেটের কাছে। ক্রমে সে এগিয়ে এল। তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দুটি মানুষ। সে কাছে এলেও তার মাথার টুপীতে মুখটা অনেকটা ঢাকা থাকার জন্য তাকে ঠিক চিনতে পারছিল না কোরাক।

কোরাক গাছের উপর থেকে দেখল কাছে আসতেই মেয়েটির হাত ধরে তাকে বুকের উপর চেপে ধরল বেনেস। তারপর এক নিবিড় চুম্বনে মিলিত হলো তাদের ঠোঁটদুটো। এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। বেনেস বোধহয় মেয়েটিকে তখনি তার সঙ্গে যাবার জন্য বলছিল। কিন্তু মেয়েটি বলল, এখন নয়, তবে আজ রাত্রিতে।

বেনেস বিদায় নেবার সময় আর একবার চুম্বন করল মেয়েটিকে। তারপর জঙ্গলের কিনারায় গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বেনেসের দিকে তাকিয়ে বলল, আজ রাতে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মুখটা পুরো দেখতে পেয়ে তাকে চিনতে পারল কোরাক। সে-ই মিরিয়েম। তার বুকটাকে যেন কে বিদ্ধ করল। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠল তার মন। মিরিয়েম তাহলে বেঁচে আছে, মরেনি। এ কথনই সত্য হতে পারে না। অথচ সে নিজের চোখে যা দেখেছে তা কথনো মিথ্যা হতে পারে না। একবার ভাবল একটা বিষাক্ত তীর মেরে ইংরেজ যুবকটির

প্রাণনাশ করবে সে। কিন্তু তার হাতটা অবশ হয়ে রইল। মিরিয়েম যাকে ভালবাসে তাকে হত্যা করবে না সে কখনো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেনেস ঘোড়া ছুটিয়ে তার শিবিরের দিকে চলে গেল। কোরাকও তাকে অনুসরণ করে শিবিরের কাছে একটা গাছের উপর উঠে বসে রইল। সে ভাবল আজ রাতে বেনেস আবার সেই ফাঁকা জায়গাটায় মিরিয়েমকে আনতে যাবে। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই সে দেখল বেনেসের পরিবর্তে অন্য এক শ্বেতাঙ্গ এক নিগ্রো ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো। বেনেস সিগারেট খেতে খেতে অশান্তভাবে পায়চারি করতে লাগল শিবিরের মুখটায় একটা সিংহ অদূরে গর্জন করতেই সে একটা রাইফেল নিয়ে এল।

কোরাক ভাবতে লাগল যে লোক সামান্য একটা সিংহের গর্জন শুনে ভয় পায় সে কেমন করে মিরিয়েমকে রক্ষা করবে এই গভীর অরণ্যের শত সহস্র বিপদের হাত থেকে। তবে কি সে তাকে নিয়ে সভ্য জগতে চলে যাবে?

এদিকে হ্যানসন বনের শেষ প্রান্তে এসে তার ভৃত্যটাকে ঘোড়া থেকে নামতে বলল। তারপর তাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে তার ঘোড়াটা নিয়ে সে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে মিরিয়েমের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত্রি প্রায় ন'টার সময় মিরিয়েম তার ঘোড়ায় চেপে হ্যানসনের কাছে এল। বেনেসকে দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সে। হ্যানসন বলল, বেনেস ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়েছে। আজ রাতটা সে বিশ্রাম করবে। তাই আমাকে পাঠিয়ে দিল। নাও, তাড়াতাড়ি করো, তা না হলে আমরা ধরা পড়ে যাব।

হ্যানসনের পিছু পিছু ঘোড়া চালিয়ে যেতে লাগল মিরিয়েম। সারারাত পথেই কেটে গেল তাদের। সকালে এক জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে হ্যানসন বলল, এখানে আমরা একটু বিশ্রাম করব।

মিরিয়েম বলল, শিবিরটা এত দূরে তা আমার ধারণা ছিল না।

হ্যানসন বলল, আজ সকালেই তারা শিবির ছেড়ে রওনা হয়েছে। আমরা কালই তাদের পথে ধরে ফেলব।

কিন্তু সেদিন সারারাত এবং পরের দিন অনেক পথ অতিক্রম করেও কোন দলের দেখা পেল না ওরা। এবার সন্দেহ জাগল মিরিয়েমের মনে। সে প্রতিবাদ জানাল। হ্যানসন বলল, আমি আগে বুঝতে পারিনি ওরা এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।

পরের দিন দুপুরের দিকে ওরা বন পার হয়ে একটা নদীর ধারে এসে পৌছল। নদীর ওপারে একটা শিবির দেখা গেল। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা। হ্যানসন তার রিভলবার থেকে একটা আওয়াজ করতেই শিবির থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। দুটো নৌকো ওপার থেকে নিয়ে এল তারা।

শিবিরটা দেখে মনে আশা হলো মিরিয়েমের। নদীটা পার হয়ে মিরিয়েম

বলল, বেনেস কোথায় ?

হ্যানসন শিবিরের একটা ঘর দেখিয়ে বলল, ঐ ঘরে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে বেনেসকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়ে গেল মিরিয়েম। হ্যানসনের মুখে এক ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, সে নেই, আমি আছি। আমি তার থেকে অনেক বেশী যোগ্য।

মিরিয়েম বুঝতে পারল হ্যানসন তাকে ঠকিয়েছে। হ্যানসন ক'দিন ধরে দাড়ি কামায়নি বলে তার মুখে বেশ দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। এবার তার মুখপানে তাকিয়ে মিরিয়েম বেশ বুঝতে পারল আসলে এই হ্যানসনই শয়তান মলবিন যে একদিন এমনি একটা শিবিরে ধর্ষণ করতে এসেছিল তাকে এবং জেনসেন তাকে উদ্ধার করতে এলে তাকে গুলি করে হত্যা করে এবং যার কবল থেকে বাওনা এসে উদ্ধার করে তাকে।

মলবিন মিরিয়েমকে ধরে মেঝের উপর ফেলে দিল। কিন্তু আজ কোন বাওনা উদ্ধার করতে আসবে না তাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

যে নিগ্রো ভৃত্যটিকে বনের প্রান্তে দাঁড় করিয়ে রেখে মিরিয়েমের সঙ্গে দেখা করতে যায় মলবিন সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। রাত গভীর পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সে যখন দেখল তার মালিক হ্যানসন ফিরে এল না তখন সে একটি গাছের উপর উঠে পড়ল। উঠেই একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল সে। দেখল সিংহটা একটা মরা হরিণ খাচ্ছে। সারারাত সেই গাছের উপর কাটিয়ে সকাল হতে গাছ থেকে নেমে শিবিরের দিকে রওনা হলো সে।

এদিকে মলবিন [illegible] সারারাত একটুও ঘুমোতে পারেনি। হ্যানসনের [illegible] গভীর উদ্বেগ [illegible] ভোগ করে ক্লান্ত হয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙতেই শিবিরের [illegible] ভৃত্যদের সর্দার তাকে ঘুম থেকে [illegible]। [illegible] শিবির তুলে দিয়ে উত্তর দিকে রওনা হতে হবে। তা না হলে হয়ত ওমবার লোকজন তাদের এসে ধরে ফেলবে। [illegible] বুঝতে পারল মেয়েটির জন্য [illegible] তাদের খোঁজ করবে এবং ধরতে পারলে তাদের [illegible] হবে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবির তুলে দিয়ে রওনা হতে রাজী হলো।

ওরা তখনি রওনা হলো। ধীর গতিতে এগিয়ে চলল ওরা। দুপুরের দিকে হ্যানসনের সঙ্গী সেই নিগ্রো ভৃত্যটি ঘর্মাপ্ত দেহে ওদের কাছে এসে হাজির হলো। এসেই সে অন্যান্য নিগ্রো ভৃত্যদের হ্যানসনের শয়তানির কথা সব বলল। বলল তাকে কিভাবে বিপদের মাঝে ফেলে রেখে মেয়েটাকে নিয়ে অন্য শিবিরে পালিয়ে গেছে। সে গাছের উপর উঠে না পড়লে একটা সিংহ খেয়ে ফেলত তাকে।

তার কথা শুনে সবাই হ্যানসনের উপর রেগে গেল। তারা সবাই হ্যানসনের ব্যবহারে আগে থেকেই চটে ছিল। বেনেস সব কথা শুনে হ্যানসনের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা বুঝতে পারল। বুঝল সে তাকে আপন কুমতলব সিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে চালিত করেছে। তাকে এতখানি বিশ্বাস করা উচিত হয়নি। মিরিয়েমের অবস্থা কি হবে তা ভেবে দুঃখে কাতর হয়ে উঠল সে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যানসনের উপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্যও প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে।

সেই নিগ্রো ভৃত্যটিকে ডেকে বেনেস বলল, তোমার মালিক কোথায় গেছে তা তুমি জান?

ভৃত্যটি বলল, হ্যাঁ জানি। অনেক দূরে একটা বড় নদীর ধারে সে তার কিছু লোককে পাঠিয়ে দিয়ে এক নতুন শিবির গড়ে তুলেছে।

বেনেস বলল, সেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

ভৃত্যটি বলল, হ্যাঁ পারব মালিক।

এরপর বেনেস সর্দারকে বলল, তোমরা উত্তর দিকে যাও। আমি পরে ফিরে যাব।

নিগ্রো সর্দার তখন কিছু না বললেও সে ভাবল বেনেস চলে গেলেই সে তার দলবল নিয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এমন জায়গায় চলে যাবে যেখানকার খবর কেউ জানে না।

বেনেস ভৃত্যটিকে নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গেলে অন্যান্য ভৃত্যদেরও নিয়ে সর্দার উত্তরদিকে রওনা হলো।

এদিকে কোরাক যখন গাছের উপর উঠে দেখল ইংরেজ যুবক বেনেস সকাল-বেলায় উল্টো দিকে যাত্রা করল তখন সে একাই মিরিয়েমকে দেখার জন্য সেই বনের ধারে ফাঁকা জায়গাটার কাছে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেখানে মিরিয়েমকে দেখতে পেল না। ভাবল গত রাতে তার প্রেমিক যুবকটি না আসায় সে চলে যেতে পারেনি।

কিছুক্ষণ পর কোরাক দেখল খাকি কোট প্যান্টপরা এক শ্বেতাঙ্গ একদল সশস্ত্র লোক নিয়ে সেই ফাঁকা প্রান্তরের কাছাকাছি গোটা বনটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার মুখচোখে এক প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে সঙ্গে এক কঠিন সংকল্প ফুটে উঠেছিল। কিছুক্ষণ বৃথা খোঁজ করার পর সে তার দলের লোকদের নিয়ে উত্তর দিকে যেতে কোরাকও সেখান থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেল।

বেনেস একটা দিন ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার পর ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। এ ধরনের বনপথে চলার তার অভ্যাস না থাকায় তার পা ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে লাগল। সর্বাঙ্গে ব্যথা করতে লাগল। রাতটা লতাপাতা দিয়ে তৈরী একটা ঝোপ বা আশ্রয়ে কাটানোর পর সকালে উঠতে পারছিল না। তবু সে এক কঠিন সংকল্প নিয়ে পথ হাঁটতে থাকে। হ্যানসনকে খুঁজে বার করতেই হবে। তার উপর প্রতিশোধ সে নেবেই। ভৃত্যটিও তাকে সোজা পথে নিয়ে যেতে লাগল।

মিরিয়েম মলবিনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে হঠাৎ তার রিভলবারটা হাতে পেয়ে যায়। মলবিনের বুক লক্ষ্য করে গুলি করে। কিন্তু রিভলবারে কোন গুলি ছিল না। তখন মলবিন তাকে আবার ধরে ফেলে। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মলবিনের রাইফেলটা তুলে নিয়ে তার বাঁট দিয়ে মাথায় সজোরে আঘাত করতেই অচেতন হয়ে পড়ে যায় সে।

সঙ্গে সঙ্গে শিবির থেকে বেরিয়ে বনের দিকে ছুটতে থাকে মিরিয়েম। গাছে গাছে অনেকটা এগিয়ে যায় বাঁদরদের মত। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় মলবিনের রিভলবারটা সে নিয়ে এলেও তাতে কোন গুলি নেই। গুলি থাকলে বনের মধ্যে পথচলা ও শিকার করা সহজ হত। সে আবার তার বাওনার কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু সে অনেক দূরের ও অনেক দিনের সে পথে যেতে হলে একটা অস্ত্র থাকলে ভাল হত।

এই ভেবে সে আবার শিবিরের পথে ফিরতে লাগল। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় সত্ত্বেও আত্মরক্ষার ব্যবস্থার জন্য এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাছাড়া সে ভাবল মলবিনের জ্ঞান আর ফিরবে না। সে মারা গেছে। কিন্তু শিবিরের কাছাকাছি গিয়ে গাছ থেকে সে দেখল মুখ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছে মলবিন। সে তার লোকদের বকাবকি করছে।

মিরিয়েম দেখল মলবিন তার সব লোক নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে গেল। শিবিরে কেউ নেই দেখে সে সোজা শিবিরের মধ্যে চলে গেল। মলবিনের ঘরে গুলির খোঁজ করতে লাগল। তাঁবুর কোণে একটা বাক্সের মধ্যে কিছু গুলি, একটি বাচ্চা মেয়ের ফটো আর কিছু খবরের কাগজের কাটা টুকরো পেল। ফটোটা লক্ষ্য করে দেখল এটা তারই ছোটবেলাকার ফটো। এই সব কিছু তার পকেটে ভরে নিল সে। কিন্তু তার এই ছেলেবেলাকার ফটোটা মলবিনের কাছে কি করে এল, কি করেই বা তা খবরের কাগজে ছাপা হলো তা বুঝতে পারল না।

মিরিয়েম যখন এই রহস্যের কথা ভাবছিল তখন সে মলবিনের গলা শুনতে পেল। ও তাঁবুর দিকে ফিরে আসছে। মিরিয়েম দেখল আর পালাবার পথ নেই। তাঁবু থেকে উঠোনে বার হলেই ওদের সামনে পড়ে যাবে। তখন সে

তাঁবুর পিছন থেকে ত্রিপলটা উঠিয়ে গুঁড়ি মেরে বাইরে চলে গেল। তারপর ভৃত্যদের ঘরের পাশে যে একটা বড় গাছ ছিল তার উপর উঠে পড়ল।

সেখান থেকে লক্ষ্য করল মিরিয়েম নদীর ঘাটে দু-তিনটে ছোট ডিঙ্গি নৌকো রয়েছে। নদীর ওপারে ঘন বন। নদীটা পার হয়ে সেই বনে যেতে পারলে সে অনেকটা নিরাপদ হবে। ভাবল এখন দিনের শেষ। অন্ধকার হলেই নদীটা পার হবে সে।

সে দেখল মলবিন আর একবার তার খোঁজ করে তার লোকদের নিয়ে দুটো নৌকোয় করে ওপারে চলে গেল। একটা নৌকো রয়ে গেল। সে ভাবল এটা তার পক্ষে একটা সুযোগ। এই ভেবে সে গাছ থেকে নেমে নৌকোয় গিয়ে উঠে নৌকো ছেড়ে দিল।

ওদিকে মলবিন ওপারে গিয়ে লক্ষ্য রাখছিল নৌকোটার উপর। সে জানত আজ হোক কাল হোক ঐ নৌকোটা করে মিরিয়েম নদী পার হয়ে পালাবে। এ ছাড়া পালাবার অন্য কোন পথ নেই তার। হঠাৎ সে দেখল সত্যিই মিরিয়েম নৌকোয় করে নদীর প্রায় মাঝখানে এসে পড়েছে। এত তাড়াতাড়ি সে নৌকোয় উঠবে ভাবতেই পারেনি সে।

তৎক্ষণাৎ মলবিন তার লোকদের নিয়ে নৌকোয় চেপে মিরিয়েমের নৌকোটাকে ধরতে গেল। মিরিয়েমের নৌকোটা তখন কূলের পারের কাছাকাছি চলে গেছে। নৌকো থেকে নেমেই মিরিয়েম জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল। মলবিন যখন দেখল মিরিয়েমকে ধরার আর কোন উপায় নেই তখন সে তার রাইফেলটা নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করল। কিন্তু গুলি করার সময় মলবিনের নৌকোটা একটা আধডোবা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় তার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মিরিয়েম জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জঙ্গলের পথে আদিবাসীদের একটা পরিত্যক্ত গাঁ দেখতে পেল মিরিয়েম। দেখল গাঁয়ের কুঁড়েঘরগুলো সব খালি। চাষের মাঠে আগাছা গজিয়ে উঠেছে। সে গাঁয়ের পথ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল।

এদিকে বেনেস সেই ভৃত্যকে নিয়ে নদীটার ধারে এসে পড়ল। ওপারেই মলবিনের শিবির। ভৃত্যটি বলল, আমরা এসে পড়েছি মালিক। কিছুক্ষণ আগেই তারা মলবিনের রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। নদীর ধারে এসে বেনেস বলল, নদীটা পার হব কি করে?

নিগ্রো ভৃত্যটি তখন নদীর কোণের কাছে একটা গাছের তলায় একটা ছোট ডিঙি নৌকো দেখতে পেল। নৌকোটা একটু আগে এখানে কে ছেড়ে রেখে চলে গেছে। ওরা দুজনে নৌকোটায় উঠতেই নৌকোটা তীর বেগে ছুটে যেতে লাগল ওপারের দিকে। নদীর মাঝখানে গিয়ে বেনেস দেখতে পেল ওপারের ঘাটে একটা নৌকো থেকে কয়েকজন লোক নামছে। প্রথমে যে নামল সে হলো মলবিন।

এবার মলবিনও দেখতে পেল মাঝ নদীতে একটা নৌকোতে করে দুজন লোক তাদের দিকে আসছে। কিন্তু ওরা কারা? মলবিন দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন নিগ্রো। তার লোকেরা বেনেসকে চিনতে পেরে মালিককে বলল। কিন্তু সামান্য একজন নিগ্রো ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে এতদূরের বনপথ পার হয়ে কি করে এখানে আসতে পারে বেনেস তা তার উদ্ধত কল্পনারও অতীত।

তাই মলবিন চীৎকার করে বলল, কি চাও?

বেনেস উত্তরে বলল, শয়তান কোথাকার, কি চাই?

এই বলে সে রিভলবার থেকে গুলি করল মলবিনকে লক্ষ্য করে। মলবিনও তার রাইফেল থেকে গুলি করল বেনেসকে লক্ষ্য করে। দুজনেই পড়ে গেল। কিন্তু আঘাতটা গুরুতর হয়নি কারোরই। মলবিন উঠে আবার গুলি করল। বেনেসও গুলি করল। মলবিনের একটা গুলি বেনেসের নিগ্রো ভৃত্যটির কপালে বিদ্ধ হওয়ায় সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। বেনেসের নৌকোটা স্রোতের টানে ভেসে চলল। বেনেস আবার গুলি করল এবং তার আঘাতে নদীর ঘাটে পড়ে গেল মলবিন।

ক্রমে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল বেনেসের নৌকোটা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গাঁয়ের পথ অর্ধেকটা পার হবার আগেই কতকগুলো সাদা পোশাকপরা নিগ্রো পাশের কুঁড়েগুলো থেকে অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠল। মিরিয়েম পালাবার চেষ্টা করতেই একজন তাকে ধরে ফেলল। মুখ ঘুরিয়েই মিরিয়েম দেখল তার সামনে সেই বুড়ো শেখ দাঁড়িয়ে আছে।

ভূত দেখে যেন চমকে উঠল মিরিয়েম। সেই পুরনো ভয়, অতীতের সেই বিভীষিকাময় জীবনের সব কথা আবার মনে পড়ে গেল তার। সে কাঁপতে লাগল।

শেখ বলল, তাহলে আবার ফিরে এসেছ তুমি আমার কাছে। এসেছ খাদ্য আর আশ্রয়ের সন্ধানে।

মিরিয়েম বলল, না, আমি কিছুই চাইনা। আমি শুধু আমার বড় বাওনার কাছে ফিরে যেতে চাই।

শেখ বলল, বড় বাওনার কাছেই তুমি তাহলে এতদিন ছিলে? বড় বাওনাই নদী পার হয়ে এখন তোমাকে খুঁজতে আসছে।

মিরিয়েম বলল, না, যে সুইডিস লোকটাকে তুমি একদিন গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে এবং যে একদিন আমাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য মবিদার সঙ্গে চক্রান্ত করেছিল ও হচ্ছে সেই।

সঙ্গে সঙ্গে শেখ তার লোকদের হুকুম দিল তারা যেন নদীর ধারে গিয়ে আশেপাশে লুকিয়ে থাকে এবং মলবিনকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাকে মেরে ফেলে।

কিন্তু শেখ সদলবলে নদীর দিকে এগিয়ে যাবার আগেই মলবিন পালিয়ে যায়। সে মরেনি। বেনেসের নৌকোটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সে উঠেই শেখকে দেখতে পায়। শেখকে সে দারুণ ভয় করত। তাই মুহূর্তের মধ্যে গা-ঢাকা দেয়।

মলবিনকে না পেয়ে শেখ মিরিয়েমকে বন্দী করে তার গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আসলে শেখ মিরিয়েমের খোঁজে আসেনি। সে তার দলের লোকদের সঙ্গে ব্যবসার কাজে এই নদীটার ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। নদীতে জল ভরতে গিয়ে তার একজন লোক মিরিয়েমকে দেখতে পেয়ে শেখকে বলে। শেখ তখন তার লোকদের নিয়ে সেই পরিত্যক্ত গাঁয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মিরিয়েমকে ধরার জন্য।

দুদিন ক্রমাগত পথ চলার পর শেখ তার গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছল। সারাটা পথ মিরিয়েমকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল শেখ। অথচ ইচ্ছা করলেই তার কোন লোকের একটা ঘোড়া দিতে পারত মিরিয়েমকে।

গাঁয়ে যেতেই অনেক লোক ভিড় করে এল মিরিয়েমকে দেখার জন্য। মিরিয়েম এখন অনেকটা বড় হয়েছে, তার পোশাক অন্য ধরনের। শেখের বাড়িতে ফোকলা বুড়ী মবুলুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেল মিরিয়েম। শেখের বাড়িতে আবদুল কামাক নামে কুড়ি বাইশ বছরের একটি ছোকরাকে দেখল মিরিয়েম। একে আগে কখনো দেখেনি। সে মিরিয়েমের প্রতি কিছুটা বেশী আগ্রহ দেখালে শেখ তাকে তাড়িয়ে দিল।

শেখের বাড়ি থেকে সকলে চলে গেলে তার ঘরের বাইরে দরজার কাছে একা একা বসে রইল মিরিয়েম। বাড়ির সামনেই একটা গাছ ছিল। গাছটা কেটে দিয়েছে শেখ, কারণ এই গাছ দিয়েই একদিন কোরাক এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নির্জনে দেখার জন্য তার জামার পকেট থেকে তার ছেলেবেলার ফটোটা বার করল সে। দেখল ছেলেবেলায় তার গলায় একটা লকেট ছিল।

সহসা পিছন থেকে কে এসে তার ঘাড়ের উপর একটা হাত রাখল। মিরিয়েম ভাবল শেখ। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখল কামাক। কামাক তাকে

বলল, আমি তোমার বন্ধু। তুমি যেমন শেখকে ঘৃণা করো, আমিও তেমনি শেখকে ঘৃণা করি। আমি তোমাকে উদ্ধার করব। মরুভূমির মাঝে আমাদের গাঁ আছে। আমার বাবাও একজন শেখ অর্থাৎ আরব সর্দার। তুমি ঐ ফটোটা একবার দেখতে দাও। ওটা তোমার ছেলেবেলাকার ফটো বেশ বোঝা যায়।

মিরিয়েম ভাবল, ফটোটা না দিলে ওটার কথা শেখকে বলে দিতে পারে কামাক। সে তাই ফটোটা কামাকের হাতে দিল। কামাক সেটা খুঁটিয়ে দেখে বলল, এ ফটো কোথায় তোলা হয়? কোথায় পেলে?

মিরিয়েম বলল, কোথায় তোলা হয় তা জানি না। আমি এটা মলবিনের কাছ থেকে পেয়েছি।

এবার মিরিয়েমের হাতে থাকা পুরনো খবরের কাগজের টুকরোটার উপর চোখ পড়ল কামাকের। সে সেটা পড়ে বলল, এটা পড়েছ?

মিরিয়েম বলল, আমি ফরাসী জানি না।

কামাক ফরাসী জানে। সে লেখা পড়ে বুঝল মিরিয়েম যদি তার হাতে থাকে তাহলে তাকে দিয়ে তার এক বড় উদ্দেশ্য সাধিত হবে। সে মিরিয়েমের কাঁধে হাত দিয়ে আবার বলল, যাবে আমার সঙ্গে?

মিরিয়েম কিছুটা সরে গিয়ে বলল, তুমি আমার প্রতি এখানে প্রথম দয়া দেখিয়েছ, আমি কৃতজ্ঞ সেজন্য, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসতে পারি না।

কামাক বলল, আমার এই কথা শেখকে বলো না যেন। আমি শেখকে ঘৃণা করি।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক থেকে ঘরে ঢুকেই শেখ বলল, তুমি শেখকে ঘৃণা করো?

কামাক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, তাকে ঘৃণা করি।

এই বলে শেখের মুখে জোর একটা ঘুষি মারল কামাক। শেখ ঘুরে পড়ে গেল। এই অবসরে কামাক ছুটে পালিয়ে গেল। গাঁয়ের বাইরে এক জায়গায় তার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল। সে শিকার করতে এসে এই গাঁয়ের শেখের বাড়িতে সাময়িকভাবে আতিথ্য গ্রহণ করেছিল। গাঁয়ের গেটের মুখে যে দুজন পাহারাদার ছিল তারা কামাককে আটক করার চেষ্টা করলে কামাক গুলি করে তাদের মেরে ফেলে। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে তীর বেগে চলে যায় জঙ্গলের মধ্যে।

কামাকের খোঁজে লোক পাঠিয়ে শেখ মিরিয়েমের কাছে এসে বলে, কোন্ ফটোর কথা হচ্ছিল? সেটা কোথায়? কোথায় পেলি এটা?

মিরিয়েম বলল, কামাক সেটা তার পাগড়ীতে ঢুকিয়ে রেখেছে। মলবিনের তাঁবুতে পেয়েছি।

এবার খবরের কাগজের টুকরোটা দেখে শেখ বলল, এতে কি লেখা আছে?

মিরিয়েম বলল, আমি ফরাসী ভাষা জানি না।

একথা শুনে আশ্বস্ত হলো শেখ।

অচৈতন্য বেনেসকে নিয়ে নৌকোটা স্রোতের টানে ভেসে চলছিল। চেতনা ফিরে পেয়ে বেনেস দেখল তখন রাত্রিকাল। আহত অবস্থায় নৌকোতে সে সম্পূর্ণ একা। তখন সব ঘটনা মনে পড়ল তার একে একে। তবে সে আঘাতটা তেমন বেশী নয়। তার গায়ের একটা জায়গার কিছুটা মাংস কেটে বেড়িয়ে গেছে গুলির আঘাতে। কিন্তু আর রক্ত পড়ছে না। আকাশের তারার পানে তাকিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল বেনেস। নিজের জীবনের থেকে মিরিয়েমের নিরাপত্তার জন্য বেশী চিন্তা করছিল সে। মিরিয়েমের এত সব দুঃখ কষ্টের জন্য একমাত্র সে-ই দায়ী। সে তার কামনা চরিতার্থ করার জন্যই মিরিয়েমকে ঘরছাড়া করে আনে। যাই হোক, সে তার জীবন দিয়েও উদ্ধার করবে তাকে।

অন্ধকারে নদীর দুদিকের কোন তীরই দেখা যাচ্ছে না। নৌকোটা যাচ্ছে নদীর মাঝখান দিয়ে। একদিকের জঙ্গলে একটা কালো ছায়া দেখতে পেল বেনেস। সে কোনরকমে একটু বসে হাত দিয়ে জল কেটে নৌকোটাকে কূলের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু বনের কাছে কোনরকমে যেতেই একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল সে। তার মনে হলো সিংহটা নদীর পাড়ে যেন তারই জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কূলের কাছে একটা গাছের ডাল দেখতে পেয়ে নৌকোর উপর থেকে ডালটা ধরে ফেলল বেনেস। কিন্তু নৌকোটা থেকে পা দুটো তুলতেই নৌকোটা স্রোতের টানে চলে গেল। কিন্তু দুর্বলতার জন্য গাছের উপর উঠতে পারল না বেনেস। সে ঝুলতে লাগল। একবার ভাবল নদীতেই সে ঝাঁপ দেবে। কিন্তু পায়ের কাছে একটা কুমীরের হাঁ দেখে ভয়ে হিম হয়ে গেল সে। অথচ ডাল ধরে গাছের উপরে উঠতেও পারছে না। এমন সময় তার মনে হলো অন্ধকারে কি একটা জন্তু যেন সেই ডালটার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপরই তার হাতের উপর একটা মাংসল বস্তু অনুভব করল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাকে ধরে গাছের উপর তুলে নিল।

এদিকে কোরাক বনের মাঝে হাতির দল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই গাছটার উপর শুয়েছিল। নদীর ধারে এই জায়গাটাতেই দিনকতক ধরে বাস করছিল সে। এই নদীতে দিনের বেলায় মাছ ধরে কাঁচা মাছ খেত আর রাত্রিবেলায় গাছের উপর শুত। সেদিন সে এই গাছটার উপর যখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন একটা সিংহের ডাকে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে দেখতে পায় নদীর পাড়ে একটা সিংহ গর্জন করছে আর নদীর উপর সেই গাছটার একটা ডাল ধরে একটা লোক ঝুলছে। লোকটা অসহায় ভেবে সে তাকে গাছের উপর তুলে নেয়।

বেনেস ভাবল একটা উলঙ্গ গরিলা তাকে ধরেছে। সে রিভলবারটা খাপ থেকে বার করে গুলি করতে যাচ্ছিল এমন সময় কে তাকে মানুষের

ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি?

বেনেস বলল, হা ভগবান! তুমি মানুষ? আমি ত ভেবেছিলাম তুমি গোরিলা।

কোরাক বলল, তুমি কে?

বেনেস বলল, আমি একজন ইংরেজ। নাম বেনেস। কিন্তু তুমি কে?

কোরাক বলল, আমাকে ওরা কোরাক বলে, তার মানে হত্যাকারী। আকুৎ আমাকে এই নামটা দিয়েছে। আচ্ছা তুমিই কি সেই লোক যে বনের ধারে ফাঁকা জায়গাটায় একটি মেয়েকে চুম্বন করছিলে আর ঠিক তখনি একটা সিংহ তোমাদের আক্রমণ করে?

বেনেস বলল, হ্যাঁ।

এখানে কি করছিলে?

মেয়েটিকে চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি।

কোরাক আশ্চর্য হয়ে বলল, কে তাকে চুরি করেছে?

হ্যানসন নামে এক সুইডিস ব্যবসায়ী। আমি খোঁজ করতে যাওয়ায় সে আমাকে গুলি করে আহত করেছে।

কোথায় সে?

কোরাককে তখন সব কথা খুলে বলল বেনেস। হ্যানসনের শিবিরটা কোথায় তাও বলল।

কোরাক তখন বলল, আমি তার শিবিরে যাচ্ছি।

বেনেস বলল, আমিও যাব, এটা আমার কর্তব্য।

কোরাক বলল, তুমি আহত। আমি খুব তাড়াতাড়ি যাব।

এই বলে কোরাক রওনা হয়ে পড়ল গাছ থেকে নেমে। কোরাক অনেক দূর চলে গেলে বেনেস তার পিছু পিছু যেতে লাগল। বেনেস হঠাৎ তার পিছনে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল। পাশের একটা ঝোপে লুকিয়ে রইল বেনেস। আড়াল থেকে দেখল সাদা আলখাল্লা পরা একটা আরব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল উত্তর দিকে। কিছুক্ষণ পর আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ পেল। এবার অনেকগুলো ঘোড়া। কিন্তু এবার আর পথের ধারে লুকোবার মত কোন ঝোপ বা আড়াল খুঁজে পেল না। এবারেও একদল আরব ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। মনে হলো তারা আগে চলে যাওয়া আরবটাকে ধরতে যাচ্ছে।

বেনেস যখন পথ থেকে সরে যাচ্ছিল তখন আরবরা ঘোড়া থেকে নেমে তাকে ধরে ফেলল। তারা আরবী ভাষায় বেনেসকে কি বলল। কিন্তু বেনেস তা বুঝতে পারল না। তখন আরবদের সর্দার দুজনকে হুকুম দিল তারা যেন বেনেসকে বেঁধে শেখের বাড়িতে নিয়ে যায়। বাকী আরব অশ্বারোহীরা কোরাকের খোঁজে চলে গেল।

ততক্ষণে বেনেসের নির্দেশমত কোরাক সেই নদীটার ধার দিয়ে চলতে চলতে হ্যানসনের শিবিরটার উল্টো দিকে এসে পড়েছে। নদীটা পার হলেই শিবির পাবে। কিন্তু নদীটা পার হবে কি করে? এমন সময় একটা হাতির ডাক শুনতে পেয়ে তাকে ডাকল কোরাক।

হাতিটা কাছে এলে কোরাক বলল, আমাকে নদীটা পার করে ঐ শিবিরে নিয়ে চল।

কোরাককে শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে শিবিরে গিয়ে হাজির হলো হাতিটা।

সব বাধা ভেঙ্গে হুড়মুড় করে একটা হাতির পিঠে অর্ধ উলঙ্গ এক শ্বেতাঙ্গকে চাপিয়ে শিবিরে আসতে দেখে হ্যানসনের ভৃত্যরা ছুটে পালাতে লাগল।

হ্যানসন তখন আহত ও সেই অবস্থায় একটা খাটের উপর তার ঘরের বাইরে শুয়ে ছিল। হাতিটা তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে সে ভয় পেয়ে গেল।

কোরাক হাতিটাকে সেখানে থামতে বলে পিঠের উপর থেকে হ্যানসনকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি কোথায়?

হ্যানসন শুয়ে শুয়েই বলল, এখানে কোন মেয়ে নেই। শুধু আমার চাকরদের স্ত্রীরা আছে। তুমি কি তাদের একজনকে চাও?

কোরাক বলল, না, শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি কোথায়? মিথ্যা কথা বলো না। তুমি তাকে তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে ভুলিয়ে এনেছ। সে তোমার কাছেই আছে।

মলবিন বলল, আমি নই, বেনেস নামে একজন ইংরেজ তাকে চুরি করে লণ্ডনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। মেয়েটিও যেতে চেয়েছিল। তুমি তার কাছে যাও।

কোরাক বলল, আমি তার কাছ থেকেই আসছি। মেয়েটি তার কাছে নেই। সে আমাকে পাঠিয়েছে মেয়েটিকে নিয়ে যাবার জন্য। মিথ্যা কথা বলো না।

এই কথা বলে হাতির পিঠ থেকে নেমে মলবিনের কাছে এগিয়ে গেল ভীতি-বিহ্বল ভঙ্গিতে।

মলবিন বলল, আমার কোন ক্ষতি করো না, আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলছি। মেয়েটিকে আমি এখানেই এনেছিলাম। কিন্তু সে নদী পার হয়ে পালিয়ে যায়। পরে শেখের হাতে ধরা পড়ে। আমি তাকে উদ্ধার করতে গেলে শেখ আমাকে তাড়িয়ে দেয়। শেখ তাকে বন্দী করে তার গাঁয়ে নিয়ে গেছে। সেখানে সে ছোট শেখের মেয়ে হিসাবেই বাস করছে। আমি তার সব কথা জানি।

কোরাক আশ্চর্য হয়ে বলল, সে তাহলে শেখের মেয়ে নয়?

তাহলে সে কার মেয়ে ?

মলবিন বলল, তুমি তাকে আগে খুঁজে বার করো। তারপর আমি সব বলব। তবে তাকে ধরে তার বাবার হাতে তুলে দেবার জন্য যে পুরস্কার পাওয়া যাবে তার থেকে অর্ধেক আমাকে দিতে হবে। কিন্তু আমাকে যদি মেরে ফেল তাহলে তার কথা কিছুই জানতে পারবে না। মেয়েটি নিজেও তার জন্মবৃত্তান্ত জানে না। শেখ জানলেও তা বলবে না।

কোরাক বলল, তুমি যদি আমাকে সত্য কথা বল তাহলে তোমাকে আমি বধ করব না। আমি এখন শেখের গাঁয়ে যাব। সেখানে সে না থাকলে ফিরে এসে তোমাকে হত্যা করব।

এই বলে কোরাক মলবিনের তাঁবুটা একবার খুঁজে দেখার জন্য শিবিরের ভিতরে ঢুকল। কোরাক ঘরে ঢুকলে হাতিটা এগিয়ে গিয়ে মলবিনের গাটা শুঁকে কি দেখল। মলবিনকে দেখার প্রথম দিন থেকেই তার মনে সন্দেহ জাগে। তখন সে তার দেহটা শুঁকে বুঝতে পারল এই লোকটাই কয়েক বছর আগে তার সাথীকে হত্যা করে। হাতিরা কখনো তাদের শত্রুকে ভোলে না, ক্ষমাও করে না। সে তাই একবার রাগে গর্জন করে মলবিনের দেহটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে তুলে নিল। মলবিন ভয়ে চীৎকার করে কোরাককে ডাকতে লাগল। বলল, আমাকে বাঁচাও, মেরে ফেলল।

কোরাক ছুটে এসে হাতিটাকে বিরত করার চেষ্টা করতেই হাতিটা তার শুঁড় থেকে মলবিনকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল। তারপর তার রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটা তাঁবুর উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কোরাক এবার হাতিটাকে ডাকলে সে তাকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে চলে গেল। মলবিনের ভৃত্যরা তাদের চোখের সামনে তাদের মনিবের এই হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল।

চতুর্দশ অধ্যায়

শেখের বাড়িতে বেনেসকে বেঁধে তার লোকেরা ধরে নিয়ে গেলে শেখ রেগে গেল। বলল, একে নিয়ে কি হবে ? এ একটা কপর্দকহীন নিঃস্ব ব্যবসায়ী।

শেখ বেনেসকে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি ?

বেনেস বলল, আমি লণ্ডনের মরিসন বেনেস।

শেখ বলল, তুমি আমার দেশে কি করছিলে?

বেনেস বলল, তার বাড়ি থেকে অপহৃতা এক তরুণীর খোঁজ করছিলাম আমি। আমি অপহারকের শিবিরে গেলে সে আমাকে আহত করে। পরে আমি আবার সেই শিবিরে যাচ্ছিলাম। পথে তোমার লোকরা আমাকে ধরে।

শেখ বলল, তরুণী? তবে কি এই মেয়েটা?

মিরিয়েম তখন তাদের পিছনের সেই তাঁবুরই একদিকে বসেছিল। তাকে চিনতে পেরে বেনেস ডাকল, মিরিয়েম।

মুখ ঘুরিয়ে মিরিয়েম বলল, মরিসন!

বেনেস বলল, যেখানে আছ সেখানেই থাক। শান্ত হও।

শেখ বলল, তুমি একটা খৃস্টান কুকুর, আমার মেয়েকে চুরি করেছিলে।

বেনেস আশ্চর্য হয়ে বলল, তোমার মেয়ে?

হ্যাঁ আমার মেয়ে। কোন নাস্তিক ওকে পাবে না। তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে তোমার জীবনের জন্য উপযুক্ত উপঢৌকন দিলে তোমাকে ছেড়ে দেব।

বেনেস বুঝতে পারল না মিরিয়েম হ্যানসনের কাছ থেকে এখানে কিভাবে এল। সে শেখকে বলল, কত টাকা তুমি চাও?

শেখ যে পরিমাণ টাকার কথা বলল বেনেস যা ভেবেছিল তার থেকে তা অনেক কম। সে আরো বেশী দিতে পারত। আসলে বেনেস ভেবেছিল সে কোন টাকাই শেষ পর্যন্ত দেবে না। টাকা আনবার নাম করে সে সময় নেবে। তার মধ্যে সে মিরিয়েমকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে।

শেখ তাকে বলল, আলজিরিয়ায় যে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত আছে তাকে একটা চিঠি লিখে দাও। তারা যোগাযোগ করবে তোমার বাড়ির সঙ্গে।

বেনেস বলল, তাহলে দেরী হবে। তার থেকে কাছাকাছি কোন উপকূলবর্তী শহরে দূত পাঠিয়ে আমার বাড়িতে টেলিগ্রাম করো টাকা পাঠাবার জন্য।

কিন্তু শেখ তাতে রাজী হলো না। সে তার লোকদের বেনেসকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখার হুকুম দিল। তারা হাত দুটো বেঁধে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝের উপর ফেলে দিল। সেখানে শুধু শুকনো ঘাসের বিছানা পাতা ছিল। তার থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। ঘরখানা একধরনের ছোট ছোট পোকা আর ইঁদুরে ভর্তি। তারা বেনেসের গায়ে উঠে কামড়াচ্ছিল। তার হাত পা বাঁধা থাকায় সে ঠিকমত তাড়াতে পারছিল না।

এমন সময় বেনেস শুনতে পেল তার পাশের ঘরে একজন পুরুষ আর একজন নারী কথা বলছে। গলার আওয়াজ শুনে সে ভাবল এ নারী মিরিয়েম। বেনেস চীৎকার করে বলল, বিদায় মিরিয়েম, ঈশ্বর যদি আমার উপর দয়া করেন

তাহলে আমি কাল সকাল হবার আগেই মরব আর যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমার অবস্থা মৃতের থেকেও খারাপ হবে।

এরপরেই বেনেস শুনতে পেল সেই ঘরটায় একজন পুরুষের সঙ্গে মিরিয়েমের জোর কথা-কাটাকাটি আর ধবস্তাধবস্তি চলছে। তা শুনে আর থাকতে পারল না বেনেস। সে অনেক চেষ্টা করার পর একটা হাতের বাঁধন খুলে ফেলল। তারপর আর একটা হাত এবং পায়ের বাঁধনও খুলল। কিন্তু পাশের ঘরে যাবার জন্য ঘর থেকে বার হতেই একটা নিগ্রো প্রহরী তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

এদিকে কোরাক তার সেই হাতির পিঠে চেপে মিরিয়েমের খোঁজে শেখের গাঁয়ের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। গাঁয়ের গেটের কাছে এসে হাতির পিঠ থেকে নেমে পড়ল কোরাক। তার কাছে একটা লম্বা দড়ি আর একটা ছুরি ছাড়া আর কিছু ছিল না। গেটটা বন্ধ থাকায় সে পাঁচিল দিয়ে উঠে লাফ দিয়ে গাঁয়ের ভিতরে গিয়ে পরল। তারপর মিরিয়েমের খোঁজে আরবদের তাঁবুগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। তখন অনেক আরব খাওয়ার পর তামাক খাচ্ছিল তাঁবুর ভিতরে বসে। তামাকের গন্ধ আসছিল।

শেখ তখনও ঘুমোয়নি। খাওয়ার পর মিরিয়েমকে ডাকল শেখ। মিরিয়েম মবুলুর কাছে শোবার উদ্যোগ করছিল। শেখের কাছে তখন আলি বেন কাদিন নামে তার এক সৎ ভাই ছিল। শেখের পিতার ঔরসে এক নিগ্রো ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্ম হয় আলি বেন কাদিনের। তার চেহারা ভয়ঙ্কর রকমের ছিল।

শেখ মিরিয়েমকে বলল, আমি বুড়ো হয়েছি। আর বেশী দিন বাঁচব না। আমি তাই তোমাকে আমার ভাই আলি বেন কাদিনের হাতে তুলে দিচ্ছি। তুমি এবার থেকে তারই কাছে থাকবে।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আলি বেন মিরিয়েমকে টানতে টানতে তার ঘরে নিয়ে গেল। আলি বেন মিরিয়েমকে ধরে তার শালীনতা নষ্ট করার চেষ্টা করছিল। মিরিয়েম প্রাণপণে তাকে বাধা দিচ্ছিল।

বেনেস তার ঘর থেকে বার হতেই একজন নিগ্রো প্রহরী তাকে বাধা দিল। বেনেস তার গলাটা টিপে ধরতেই সে একটা ছুরি দিয়ে বেনেসের কাঁধে বারবার আঘাত করতে লাগল। বেনেস তখন হাতের কাছে একটা পাথর পেয়ে তাই দিয়ে প্রহরীটার মাথায় আঘাত করতে থাকায় সে পড়ে গেল। বেনেস তার মাথাটা ভেঙ্গে ফেলল পাথর দিয়ে। তারপর মিরিয়েম যে তাঁবুতে ছিল সেই-দিকে এগিয়ে গেল।

কোরাক তার আগেই সেই তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। আলি বেন তখনো মিরিয়েমের হাতটা ধরে ছিল। মেঝের উপর তিনজন ক্রীতদাসী শুয়েছিল।

মিরিয়েম কোরাককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। সে আশ্চর্য হয়ে বলল, কোরাক তুমি!

কোরাক নীরবে আলি বেনের গলাটা ধরে বুকের উপর ছুরি মারল। আলি বেনের নিষ্প্রাণ দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। নিগ্রো ক্রীতদাসীরা ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। এমন সময় রক্তাক্ত দেহে টলতে টলতে বেনেস ঘরে ঢুকল। তখন শেখের লোকজন খবর পেয়ে তাঁবুর দিকে ছুটে আসছিল।

কোরাক বেনেসকে দেখে চিনতে পারল। বলল, তোমরা পালিয়ে যাও। আমার দড়িটা নাও। এটা দিয়ে পাঁচিল পার হয়ে জঙ্গলে চলে যাও।

মিরিয়েম বলল, আর তুমি?

কোরাক বলল, শেখের সঙ্গে আমার কথা আছে। তার কাছে দরকার আছে। পরে যাব আমি।

এই বলে যারা তাঁবুতে আসছিল তাদের সঙ্গে একা লড়াই করতে লাগল কোরাক। বেনেস মিরিয়েমকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে আরবরা এসে ঘিরে ধরল কোরাককে। সে একা অনেকক্ষণ ধরে লড়াই করল অনেকের সঙ্গে। কিন্তু ক্রমে সংখ্যায় ওরা অনেক বেড়ে যাওয়ায় আর পেরে উঠল না। তখন ওরা ওর হাত পা বেঁধে শেখের কাছে ধরে নিয়ে গেল।

আলি বেনের হত্যায় খুব একটা বিচলিত হয়নি শেখ। তার পিতার এই অবৈধ সন্তানটাকে সে ঘৃণা করে চলত। কোরাকের উপর রাগের সবচেয়ে বড় কারণ সে একদিন তার মুখে ঘুষি মেরে তাকে অচৈতন্য করে ফেলে দেয় এবং মিরিয়েমকে নিয়ে পালায়। আজ আবার সে মিরিয়েমকে মুক্ত করে।

শেখ তার লোকদের বলল, ওকে পুড়িয়ে মার। কাঠের গাঁদার কাছে খুঁটি আছে। ওখানে নিয়ে গিয়ে বাঁধ। কাঠের গাদায় আগুন লাগিয়ে দাও।

একজন আরব শেখকে খবর দিল গাঁয়ের বাইরে গেটের কাছে একটা হাতি ঘোরাফেরা করছে। এমন সময় কোরাক একবার চীৎকার করল অদ্ভুতভাবে এবং হাতিটাও তার উত্তর দিল। ওরা কেউ কিন্তু এর মানে বুঝতে পারল না। গাঁয়ের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা খুঁটি পোঁতা ছিল। ক্রীতদাসদের মাঝে মাঝে তাকে বেঁধে চাবুক মারা হত। তাতেই তাদের মৃত্যু ঘটত।

কোরাককে সেই খুঁটিতে বেঁধে তার পাশের কাঠের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কোরাক আবার চীৎকার করে হাতিটাকে সঙ্কেত জানাল। হাতিটা ততক্ষণে প্রবল গর্জন করতে করতে কাঠের গেটটা জোরে ঠেলা দিতে গেটটা ভেঙে গেল। তারপর উন্মত্তভাবে কোরাকের কাছে গেল। তারপর শুঁড় দিয়ে খুঁটিটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে ছুটে এসে গাঁ

থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। শেখ একটা রাইফেল তুলে হাতিটার সামনে পথের উপর দাঁড়িয়ে গুলি করল হাতিটাকে। কিন্তু গুলিটা লাগল না। তখন হাতিটা রেগে গিয়ে শেখকে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে গেল। শেখের দেহটা একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে গেল।

বেনেস আর মিরিয়েম গাঁয়ের বাইরে গিয়ে কোরাকের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা একসময় দেখল হাতিটা কোরাককে পিঠে চাপিয়ে ছুটে পালাচ্ছে আর গাঁয়ের লোকগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। এই অবসরে, তারা সুযোগ বুঝে দুটো ঘোড়া নিয়ে তার উপর চেপে সোজা বড় বাওনার বাংলোর দিকে যেতে লাগল।

মিরিয়েম বলল, আমি বাওনার বাড়িতেই ফিরে যাব।

বেনেস খুবই আহত হয়েছিল। সে স্বীকার করল মিরিয়েমের কাছে, আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি মিরিয়েম। তুমি আমাকে শাস্তি দাও। তোমাকে আমি প্রথমে লণ্ডনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু বিয়ে করার মন ছিল না। তখন ঠিক তোমাকে ভালবাসতে পারিনি। হ্যানসনকে বিশ্বাস করে তোমাকে আনার ভার তার উপর দিয়েও ভুল করি আমি। তোমার এত দুঃখ কষ্টের জন্য আমিই দায়ী। হ্যানসন তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার পর বুঝলাম ভালবাসা কি জিনিস।

মিরিয়েম বলল, যাই হোক, তুমি যখন তোমার অন্যায় অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছ তখন তোমাকে আর কাপুরুষ বলা যায় না।

ওরা দুজনে দুজনকে যা যা ঘটেছিল সে বিষয়ে আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা সব বলল। মিরিয়েম বলল, আমি বাওনার কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে কোরাকের খোঁজ করব।

ওরা উত্তরদিকে ক্রমাগত সারারাত ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। সকাল হতেই দেখল বড় বাওনা নিজেই একদল নিগ্রো যোদ্ধা নিয়ে তাদের খোঁজে এগিয়ে আসছে। বেনেসকে দেখেই রাগে কুঞ্চিত হয়ে উঠল বাওনার ভ্রূদুটো। কিন্তু মিরিয়েমের মুখ থেকে সব কথা না শোনা পর্যন্ত মুখে কিছু বলল না।

মিরিয়েমের কাছ থেকে সব কথা শুনে বাওনা কোরাকের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠল। সে একরকম বেনেসের কথা ভুলে গেল। সে বেনেস আর মিরিয়েমকে একে একে জিজ্ঞাসা করল, কোরাককে তোমরা দেখেছ?

দুজনেই বলল, হ্যাঁ।

বাওনা আবার বলল, তাকে দেখতে কেমন? তার বয়স কত?

বেনেস বলল, আমারই বয়সের এক ইংরেজ যুবক। আমার থেকে কিছুটা বড় হতে পারে। সে আরও বলিষ্ঠ আর গায়ের রংটা তামাটে।

বাওনা আবার বলল, তার মাথার চুল আর চোখ দেখেছ তোমরা?

মিরিয়েম বলল, হ্যাঁ দেখেছি, তার মাথার চুল কালো আর চোখের তারা

ধূসর রঙের।

বাওনা তখন তার প্রধান ভৃত্যকে বলল, মিরিয়েম আর বেনেসকে বাংলোতে নিয়ে যাও। আমার ঘোড়াটাও নিয়ে যাও। আমি জঙ্গলে যাচ্ছি।

মিরিয়েম বলল, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল বাওনা। আমি জানি তুমি কোরাকের খোঁজে যাচ্ছ।

কিন্তু নীরবে জঙ্গলের মধ্যে পায়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল বাওনা।

মিরিয়েম তার ক্লান্ত আরবী ঘোড়াটার উপর চাপল। বেনেসের গায়ে দারুণ জ্বর। তাই তার জন্য একটা পালকি আনা হলো।

মিরিয়েম প্রথমে তার ঘোড়ায় করে বাওনার লোকদের সঙ্গে বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু কোরাকের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারল না সে। সে নিগ্রো ভৃত্যদের সর্দারকে বলল, আমি বাওনার সঙ্গে জঙ্গলে যাচ্ছি।

কিন্তু সর্দার আপত্তি জানাল। বলল, না, তোমায় বাংলোয় নিয়ে যাবার জন্য হুকুম দিয়েছে।

কিন্তু মিরিয়েমের ঘোড়াটা একটা গাছের কাছে আসতেই মিরিয়েম গাছের ডালটা ধরে উঠে পড়ল। গাছে গাছে তীরবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। সর্দার তার লোকজন নিয়ে অনেক খোঁজ করেও তার কোন সন্ধান পেল না।

মিরিয়েম উর্ধ্বশ্বাসে শেখের গাঁয়ের দিকে গাছে গাছে যেতে লাগল। অনেক দূর যাওয়ার পর সে বাতাসে হাতির গন্ধ পেল। সে তখন ভাবল সে ঠিক পথেই যাচ্ছে। কিন্তু সে কোরাকের নাম ধরে জোরে ডাকল না। ভাবল একেবারে কাছে গিয়ে তাকে অবাক করে দেবে। তাক লাগিয়ে দেবে।

মিরিয়েম দেখল কোরাক হাতির পিঠে চেপে তার পথেই আসতে। কাছে আসতে গাছের উপর থেকে ডাকল কোরাককে। কোরাক হাতিটাকে তাকে নামিয়ে দিতে বলল। তার হাতে পায়ে তখনো বাঁধন থাকার জন্য অস্বস্তিবোধ করছিল। কোরাক নামতেই মিরিয়েম তার দিকে ছুটে গেল তার বাঁধন খোলার জন্য। কিন্তু হাতিটা শত্রু ভেবে শুঁড় উঁচিয়ে তেড়ে এল তাকে। কোরাক চীৎকার করে বলল, চলে যাও মিরিয়েম, ও তোমাকে মেরে ফেলবে।

হাতিটা কোন মানুষকেই যেতে দেবে না তার বন্ধু কোরাকের কাছে। শেখের গাঁয়ে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা লাভের পর সব মানুষকেই শত্রু ভাবছে সে। মিরিয়েম হাতিটাকে একবার বলল, আমি মিরিয়েম ট্যান্টর, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার পিঠে কত খেলা করেছি।

কোরাক মিরিয়েমকে বলল, তোমার কাছে ছুরি আছে?

কোরাক আবার বলল, তুমি এখন চলে যাবার ভান করো। আমি হাতিটাকে নদী থেকে জল আনতে পাঠাব। তখন তুমি এসে আমার বাঁধন খুলে দেবে।

হাতিটা প্রথমে চলে গেল। কিন্তু ওরা তীরের চালায় [illegible]

পর দেখল মিরিয়েম গাছ থেকে নেমে কোরাকের কাছে এল। হাতিটা যেতে যেতে হঠাৎ থেমে একবার অপেক্ষা করল। তারপর মিরিয়েমের দিকে ছুটে গেল। মিরিয়েম প্রাণভয়ে গাছটার দিকে ছুটে যেতে লাগল। কিন্তু হাতিটা উন্মত্ত হয়ে ছুটতে লাগল। কোরাক দেখল মিরিয়েমকে এখনি ধরে ফেলবে হাতিটা। তার বাঁচার আর কোন আশা নেই। সে হাতিটাকে বারবার থামতে বলল। কিন্তু সে তার কথাই শুনল না।

এমন সময় একটা গাছ থেকে এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ হাতিটার সামনে নেমে পড়ে হাত বাড়িয়ে থামতে বলল তাকে। হাতিটা মন্ত্রমুগ্ধের মত থেমে গেল। মিরিয়েম নিরাপদে গাছে উঠে পড়ল। মিরিয়েম শ্বেতাঙ্গকে চিনতে পেরে বলে উঠল, বাওনা।

এই বলে বাওনার কাছে চলে এল মিরিয়েম। হাতিটা তাকে দেখে একবার গর্জন করে উঠল। কিন্তু বাওনা তাকে চুপ করতে বললে হাতিটা চুপ করে গেল।

বাওনা এবার কোরাকের দিকে মুখ করে বলল, জ্যাক।

কোরাক বলল, বাবা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এসে পড়েছিলে। তুমি ছাড়া আর কেউ হাতিটাকে থামাতে পারত না।

এবার টারজন নিজের হাতে জ্যাকের হাত পায়ের বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিল। তারপর মিরিয়েমকে বলল, আমি তোমাদের বাংলোতে যেতে বলেছিলাম।

মিরিয়েম বলল, তুমি বলেছিলে আমি যাকে ভালবাসি তার কাছে যেতে।

এই বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কোরাকের দিতে তাকাল মিরিয়েম।

এমন সময় হাতিটা চীৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওরা সবাই দেখল বনের একদিক থেকে কতকগুলো বাঁদর-গোরিলা টারজনের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের সকলের সামনে আছে আকুৎ। আকুৎ অভিবাদন জানাল টারজনকে। তাদের ভাষায় বলল, জঙ্গলের রাজা টারজন আবার ফিরে এসেছে।

বাঁদর-গোরিলাদের রাজা আকুৎ টারজনকে রাজা হিসাবে খাতির করছে দেখে অন্যান্য গোরিলারাও আনন্দে লাফাতে লাগল টারজনের চারদিকে।

কোরাক তার বাবার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, টারজন একজনই হতে পারে। আর কোন দ্বিতীয় টারজন হতে পারে না।

বাংলোর কাছাকাছি সেই মাঠটায় পৌঁছতে ওদের দুদিন লেগে গেল। যেখানে একটা গাছের উপর টারজন তার সভ্য জগতের সব পোশাক খুলে রেখে অর্ধ উলঙ্গবেশে জঙ্গলে গিয়েছিল।

ওরা দেখতে পেল বাংলোর রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে।

কোরাক টারজনকে বলল, আমার পোশাক এনে দাও, আমি এ বেশে মার কাছে যেতে পারব না।

মিরিয়েমও কোরাকের কাছে রয়ে গেল। টারজন একা বাংলোয় চলে গেল।

বাংলোতে গিয়ে টারজন তার স্ত্রী জেনকে সুখবর দিয়ে বলল, এত বড সুখবর সহ্য করতে পারবে ত?

হেসে জেন বলল, আনন্দে মানুষ মরে না।

টারজন বলল, ছেলে আর মেয়ে দুটোকেই পাওয়া গেছে। ওরা বনের ধারে অপেক্ষা করছে, ওদের জন্য পোশাক নিয়ে যেতে হবে।

হারানো ছেলে আর মেয়ের মত মিরিয়েমকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল জেন। জেন জ্যাকের পুরনো পোশাকগুলো বার করে আনল। টারজন বলল, তোমার ছেলে এখন আর সেই ছোটটি নেই। এখন আমার পোশাক ওর ঠিক হবে।

ওদের জন্য দুটো ঘোড়া পাঠিয়ে দিল টারজন।

কোরাক আর মিরিয়েম আসতে দুহাত দিয়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরল জেন। তারপর মিরিয়েমকে বলল, একটা দুঃখের বিষয় বেনেস সেই অসুখেই মারা গেছে।

কথাটা শুনে খুব একটা বিচলিত হলো না মিরিয়েম। মিরিয়েম বলল, লোকটি একটা বিরাট অন্যায় করেছিল। কিন্তু মৃত্যুর আগে নিজের মুখে ও সে অন্যায় স্বীকার করে গেছে এবং সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েই ওকে প্রাণ দিতে হয়। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ওকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তখন ভালবাসা কি বস্তু জানতাম না। যখন জানতে পারলাম কোরাক বেঁচে আছে তখন জীবনে প্রথম বুঝতে পারলাম ভালবাসা কি বস্তু।

জেন একবার তার ছেলের দিকে তাকাল। তার ছেলেই একদিন লর্ড গ্রেস্টোক হবে। মিরিয়েমের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই তার। সে শুধু জানতে চায় জ্যাক মিরিয়েমকে সত্যিই ভালবাসে কি না।

কিন্তু জ্যাকের চোখেই এ কথার উত্তর খুঁজে পেল জেন। ততক্ষণে জ্যাক আর মিরিয়েম দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে।

জেন বলল, আজ আমি আমার সত্যিকারের মেয়েকে পেলাম।

নিকটবর্তী কোন চার্চে বিয়েটা সারার পরই ওরা দেশে ফিরল। ওরা লণ্ডনের বাড়িতে ফিরলে পর টারজনের বন্ধু দার্ণতের চিঠি নিয়ে একদিন জেনারেল আর্মান্দ জ্যাকং এসে দেখা করল টারজনের সঙ্গে।

জেনারেল জ্যাকং একটা ফটো দেখিয়ে টারজনকে তার মেয়ে চুরি যাওয়ার ঘটনার কথা সব বলল। তারপর বলল, সপ্তাহখানেক আগে আবদুল কামাক নামে এক আরব তার কাছে গিয়ে বলে তার মেয়েকে মধ্য আফ্রিকায় এক

আরব শেখ তার ঘরে বন্দিনী করে রেখেছে। তাই আমার মেয়ের উদ্ধারের ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

ফটোটা দেখে টারজন মিরিয়েমকে তাদের কাছে ডেকে পাঠাল

মিরিয়েম তাদের কাছে এলে জ্যাকং তাকে চিনতে পারল। বলল, কিন্তু ও হয়ত আমায় চিনতে পারবে না।

এই বলে মিরিয়েমকে বলল, আমার মেয়ে, তুই আমার মেয়ে।

মিরিয়েমও এবার তার বাবাকে চিনতে পেরে বলল, আমার বাবা ... বার আমি চিনতে পেরেছি। সব কথা মনে পড়েছে আমার।

এই বলে সে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরল। তখন জ্যাক আর জেনও এসে পড়েছে। মিরিয়েম তার বাবা মাকে ফিরে পাওয়ায় তারা সবাই খুশি হলো।

কথায় কথায় টারজন জানতে পারল, জ্যাকং শুধু একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার নয়, এক বড় জমিদার। রাজ-পরিবারের সন্তান। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী বলে সে বংশগত উপাধি ব্যবহার করত না।

মিরিয়েম হেসে জ্যাককে বলল, দেখলে ত, তুমি তাহলে সামান্য এক আরব মেয়েকে বিয়ে করনি।

জ্যাক বলল, আমি আমার সেই ছোট্ট মিরিয়েমকে বিয়ে করেছি। সে আরব মেয়েই হোক আর এক টার্মাঙ্গানীই হোক তাতে কিছু যায় আসে না।

জেনারেল আর্মন্দ বলল, ও কোনটাই নয় বাছা, বংশগত দিক থেকে ও এক রাজকুমারী।

টারজন এ্যাণ্ড দি জুয়েলস অফ ওপার

টারজন ও ওপার-এর রত্নভাণ্ডার

একদিন সন্ধ্যায় কঙ্গোর এক ঘাঁটিতে বেলজিয়াম সেনাবাহিনীর লেফট্‌ন্যাণ্ট আলবার্ট ওয়ারপার ক্যাপ্টেনের কাছে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। এক গুরুতর অপরাধের জন্য আজ হতে ছ'মাস আগে কঙ্গোর এই অরণ্য অঞ্চলে নির্বাসিত হয়। কোনরকমে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়ে নির্বাসনদণ্ড লাভ করে সে।

এখানে তার উর্ধ্বতন অফিসার এক ক্যাপ্টেন আর কিছু নিগ্রো সৈন্য ছাড়া মেলামেশার কোন লোক নেই। আনন্দ উৎসবের কোন ব্যবস্থা নেই। চারদিকে শুধু নিবিড় নির্জন অরণ্যের অখণ্ড নীরবতা। এখানে তাই প্রায়ই বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্‌এ কাটানো আনন্দোচ্ছল অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে তার। সঙ্গে সঙ্গে যারা তার এই শাস্তি বিধানের জন্য দায়ী, যারা জড়িয়ে আছে এ ব্যাপারে সেই সব অফিসারদের প্রতি একটা নিস্ফল আক্রোশে প্রচণ্ড হয়ে উঠতে থাকে। তার কাছে যে ক্যাপ্টেন বসে আছে সেই ক্যাপ্টেনও সেই সব অফিসারদের মধ্যে একজন। অন্য সব অফিসারদের না পেয়ে ওয়ারপারের সব রাগ সব আক্রোশ এই ক্যাপ্টেনের উপরেই কেন্দ্রীভূত হয়।

ক্যাপ্টেন আর ওয়ারপার দুজনেই নীরবে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। তাদের দুজনের মধ্যে যে অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছিল তা কেউই ভঙ্গ করতে চাইছিল না। দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এসে ঘন হয়ে উঠছিল চারদিকের জঙ্গলে। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আনমনে তার জীবনের কথা ভাবছিল ওয়ারপার।

ক্যাপ্টেন গম্ভীর প্রকৃতির লোক হলেও তার অধীনস্থ সৈন্যরা সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু তার শাস্তির জন্য ক্যাপ্টেন দায়ী এই ভেবে ক্রমশই তার প্রতি ঘৃণাটা প্রবল হয়ে উঠতে লাগল ওয়ারপারের মনে। অবশেষে সে ক্যাপ্টেনকে বলল, তুমি আমাকে অপমানিত করেছ। আমি একজন অফিসার এবং ভদ্রলোক।

এই বলে উঠে দাঁড়াল ওয়ারপার। তাকে দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন তার এই অধীনস্থ অফিসারের আকস্মিক ঔদ্ধত্যে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে ওয়ারপারের কাঁধের উপর শান্তভাবে একটা হাত রাখল। কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না।

ক্যাপ্টেনের এই হিমশীতল নীরবতায় তার প্রতি ঘৃণার ভাবটা আরও বেড়ে গেল ওয়ারপারের। সে তার রিভলবারটা ক্যাপ্টেনের বুকের উপর তুলে ধরল। তারপর ঘোড়াটা টিপে দিল। বুকে সরাসরি গুলটা লাগায় ক্যাপ্টেন পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন তার গুলির আঘাতে পড়ে যেতেই হুঁস হলো ওয়ারপারের। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে সৈনিকদের মধ্যে উত্তেজনাময় কথাবার্তা শুনতে পেল। তারা এইদিকেই ছুটে আসছে দেখতে পল। তারা এখনি এসে ধরে ফেলবে তাকে। তারপর কঙ্গোর সদর দপ্তরে নিয়ে যাবে তারা; সামরিক আইনের বিচারে অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে তার।

কিন্তু মরতে চায় না ওয়ারপার। অথচ তার এই অকারণ অপরাধের কোন যুক্তিও খুঁজে পেল না। তাই সে হাতে গুলিভর্তি রিভলবারটা নিয়ে উঠোন পার হয়ে সোজা গেটের কাছে চলে গেল। গেটের প্রহরী তার পথরোধ করে দাঁড়ালে কোন কথা না বলেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। সঙ্গে প্রহরীর রাইফেল আর গুলির বাক্সটাও নিয়ে গেল।

সারারাত্রি ধরে জঙ্গলের গভীর হতে গভীরতর প্রদেশে ছুটে পালাতে লাগল ওয়ারপার। মাঝে মাঝে সিংহের ডাক কানে আসতে লাগল তার। তবু সে একবারও না থেমে রাইফেলটা উঁচু করে ছুটতে লাগল। হিংস্র জন্তুর থেকে তার সন্ধানকারী মানুষদের বেশী ভয় করে সে। তাই সে সব ক্লান্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলে গিয়ে শুধু ছুটতে থাকে। অবশেষে সকাল হতে চলার সব শক্তি যখন হারিয়ে ফেলে একেবারে তখন এক জায়গায় বসে পড়ে।

এমন সময় আরব সর্দার আচমেত জেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। আচমেতের লোকেরা বর্শা ছুঁড়ে আঘাত করতে যাচ্ছিল ওয়ারপারকে। কিন্তু আচমেত ইশারায় নিষেধ করল তাদের। বেলজিয়ানরা তার শত্রু হলেও সে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু খবর জানতে চায়।

ওয়ারপারের কাছে গিয়ে আচমেত বলল, আমার নাম আচমেত জেক। তুমি কে? তোমার সেনাদলই বা কোথায়?

ওয়ারপারের তখন কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণা আর ক্লান্তিতে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল সে। আচমেত জেক তার লোকদের হুকুম দিল তারা যেন ওয়ারপারকে শিবিরের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নিয়ে গিয়ে আচমেতের লোকেরা কিছু খাবার ও মদ দিল। সেগুলো খেয়ে প্রাণ ফিরে পেল যেন ওয়ারপার।

চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকিয়ে ওয়ারপার দেখল সে আচমেত জেকের কবলে পড়েছে। কুখ্যাত গলাকাটা দুর্বৃত্ত আচমেত জেককে সে চিনত। সব ইউরোপীয়দের বিশেষ করে বেলজিয়ানদের ভীষণ ভাবে ঘৃণা করত আচমেত। বেলজিয়াম ও কঙ্গোর সামরিক বাহিনী বছরের পর বছর ধরে আচমেতের বিরুদ্ধে সন্ধানকার্য চালিয়েও তাকে ধরতে পারেনি।

বেলজিয়ানদের প্রতি আচমেতের ঘৃণার মধ্যে একটা আশার আলো খুঁজে পেল ওয়ারপার। সে দেখাতে চাইল বেলজিয়ানবাহিনী থেকে সে বিতাড়িত। এখন বেলজিয়ানবাহিনী আচমেতের মত তারও শত্রু। সে তাই আচমেতকে বলল, আমি তোমার কথা শুনেছি। তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম। আমার দলের লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছে। তারা আমাকে ঘৃণা করে। আমি জানতাম তুমি আমাকে রক্ষা করবে। তারা আমাকে হত্যা করার জন্য খুঁজছে। আমি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক। আমি তোমার হয়ে লড়াই করব। তোমার যারা শত্রু, তারা আমারও শত্রু।

আচমেত জেক নীরবে একবার দেখে নিল ওয়ারপারকে। সে ভাবল লোকটা মিথ্যা বলছে না। শ্বেতাঙ্গরা সাধারণতঃ সামরিক কাজে কুশলী হয়। আচমেত একটু ভেবে নিয়ে গর্জন করে বলে উঠল, যদি তুমি মিথ্যা বলো অর্থাৎ বেলজিয়ানরা তোমাকে না তাড়ায় এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো তাহলে তোমাকে আমি যেকোন সময়ে হত্যা করব। তুমি এখানে কাজ করার জন্য কি নেবে?

ওয়ারপার বলল, আপাততঃ খাদ্য আর আশ্রয় পেলেই হবে। পরে আমার যোগ্যতা প্রমাণিত হলে দুজনে মিলে একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

সত্যি ওয়ারপারের তখন একমাত্র চিন্তা ছিল নিজের প্রাণটা কোনরকমে বাঁচানো। বেতন বা কোন লাভের কথা সে সত্যিই ভাবছিল না। তার কথায় রাজী হয়ে গেল আচমেত। এইভাবে কুখ্যাত হাতির দাঁত ও ক্রীতদাস ব্যবসায়ী আচমেত জেকের দলের সদস্য হয়ে গেল ওয়ারপার।

মাসের পর মাস ধরে ওয়ারপার এক বর্বরোচিত উদ্যমের সঙ্গে লড়াই করে যেতে লাগল। তার লড়াইয়ের ধরণ দেখে খুব খুশি হলো আচমেত। ক্রমশঃ তাকে বিশ্বাস করতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই এইভাবে আচমেতের খুবই বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠ সহকারী হয়ে উঠল।

অনেকদিন ধরে আচমেত তার একটা গোপন পরিকল্পনার কথা ওয়ারপারকে বলব বলব মনে করছিল। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিল না। একদিন সুযোগ বুঝে ওয়ারপারকে বলল, লোকে যাকে টারজন বলে তুমি তাকে চেন?

ওয়ারপার বলল, আমি তার কথা শুনেছি বটে, কিন্তু তাকে চিনি না।

আচমেত বলল, সে না থাকলে আমরা ব্যবসায় অনেক লাভ করতে পারতাম। বছরের পর বছর ধরে সে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে করে আমাদের সবচেয়ে ভাল জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে আমাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। তার কাছে অনেক সোনা আছে। তার কাছ থেকে কিছু সোনা পেলে আমাদের খুব ভাল হয়। আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তার কিছুটা পূরণ হয়।

ওয়ারপার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তার কাছ থেকে টাকা আদায়ের তোমার কোন পরিকল্পনা আছে ?

আচমেত বলল, তার স্ত্রী খুব সুন্দরী। সে যদি সহজে টাকা বা সোনা না দেয় তাহলে তার স্ত্রীকে উত্তরাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে।

ওয়ারপার মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল। আচমেত তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আচমেতের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাটার কথা শুনে চুপ করে ভাবতে লাগল। একজন শ্বেতাঙ্গ নারীকে মুসলমান হারেমে তুলে দিতে তার মন চাইছিল না। যতই হোক সে নিজেও একজন শ্বেতাঙ্গ। কিন্তু আবার ভাবল, সব শ্বেতাঙ্গই যখন তার শত্রু এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজ থেকে সে বিতাড়িত তখন একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখানোর কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া আচমেতের হাতে তার প্রাণের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। তার পরিকল্পনা সিদ্ধ করার ব্যাপারে সাহায্য করতে না চাইলে আচমেত তাকে হত্যা করতে পারে যেকোন সময়ে।

আচমেত বলল, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ।

ওয়ারপার বলল, একাজ কিভাবে হাঁসিল করা যায় আর আমি কি পুরস্কার পাব একাজে সেই কথাই শুধু ভাবছি। আমি একজন ইউরোপীয়, সুতরাং তাদের বাড়িতে আমি সহজেই যেতে পারব। তোমার আর কোন লোক তা পারবে না। একাজে বিরাট বিপদের ঝুঁকি আছে। আমাকে মোটা রকমের পারিতোষিক দেওয়া উচিত আচমেত।

আচমেতের মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। সে ওয়ারপারের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, ঠিক বলেছ ওয়ারপার! তুমি মোটা পুরস্কারই পাবে। এখন বসে পরিকল্পনার কথাটা পাকা করা যাক।

এরপর অনেক রাত পর্যন্ত বসে তারা একটা পরিকল্পনা খাড়া করল। সব পদ্ধতিগুলো খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হল ওরা দুজনে।

পরদিন সকালে সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত হয়ে শিকারীর বেশে ঘোড়ায় চেপে সঙ্গে একদল লোক নিয়ে বার হয়ে গেল ওয়ারপার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুসপ্তাহ পরে জন ক্লেটন লর্ড গ্রেস্টোক, ওরফে টারজন একদিন তার আফ্রিকার বিরাট জমিদারী তদারক করে ফিরে আসার পরই বাংলো থেকে দেখতে পেল

একদল লোক জঙ্গলপ্রান্তের ফাঁকা মাঠটা পার হয়ে তার বাংলোর দিকেই এগিয়ে আসছে।

টারজন প্রথমে দেখতে পেল দলটার সামনে একজন শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী সবচেয়ে আগে আগে আসছে। লোকটার মাথায় যে শিরস্ত্রাণ ছিল তার উপর সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছিল। তার মনে হলো কোন এক শ্বেতাঙ্গ শিকারী তার আতিথ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার বাংলোতে আসছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্‌ নামে একজন ভদ্রলোক টারজনের বাংলোতে এসে বলল, আমি জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার ভৃত্যদের সর্দার এ অঞ্চলে কখনো আসেনি। আমার ভাগ্যবলে আমি ঈশ্বরের বিধানে এখানে এসে পড়েছি। আপনার দেখা না পেলে কি যে করতাম তা ভেবে পাচ্ছি না।

ঠিক হলো মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্‌ তার লোকজন নিয়ে কিছুদিন এই বাংলোতে থেকে বিশ্রাম করবে। তারপর টারজনের লোকেরা তাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসবে। এইভাবে একজন ভদ্র শিকারীর ছদ্মবেশে টারজনকে ঠকিয়ে আশ্রয় পেয়ে গেল তার বাংলোতে। কিন্তু অতিথি হিসাবে টারজন ও তার স্ত্রীর অনুগ্রহ লাভ করলেও তার মতলব সিদ্ধির কোন উপায় খুঁজে পেল না ওয়ারপার।

লেডী গ্রেস্টোক কখনো একা একা ঘোড়ায় চড়ে বাংলো থেকে বেশী দূরে বেড়াতে যায় না। তাছাড়া টারজনের অনুচরদের মধ্যে যে সব ওয়াজিরি যোদ্ধারা আছে তারা দারুণ প্রভুভক্ত। এক্ষেত্রে ওয়াজিরি যোদ্ধাদের ঘুষ দিয়ে বশীভূত করা বা টারজনের স্ত্রী জেনকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এইভাবে তার আসার পর থেকে এক সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকরী করার কোন উপায় না পেয়ে ক্রমশঃ হতাশ হয়ে উঠতে লাগল ওয়ারপার। কিন্তু একদিন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সে একটা আশার আলো খুঁজে পেল।

সেদিন বিকালে সাপ্তাহিক ডাকপিওন একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে এল। টারজন বিকালে কোথাও না বেরিয়ে সেই সব চিঠিপত্র পড়ে তার উত্তর লিখতে লাগল। সন্ধ্যার পর জেন তার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল তার পড়ার ঘরে বসে। ওয়ারপার বারান্দা থেকে তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। তবু বারান্দা ছেড়ে ঘরের পিছন দিকে গিয়ে জানালার নিচে থেকে সব কথা আরো স্পষ্ট করে শুনতে লাগল।

লেডী গ্রেস্টোক বলল, আমি তোমার লোকদের বিশ্বস্ততায় প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। এই ভয়ই আমি করেছিলাম। কিন্তু এত টাকা নিয়েও তারা এ কাজ করতে পারবে না এটা বিশ্বাস করাই যায় না। আমার মনে হয়

কোন অসৎ লোক মাঝখান থেকে কিছু করেছে।

টারজন বলল, আমারও তাই মনে হয়। তবে কারণ যাই হোক, ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়েছে যে আমার সবকিছু খোয়া গেছে। এখন আমাকে ওপার নগরীতে গিয়ে আরো কিছু সোনা আনতে হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

জেন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ও জন, আর কি কোন উপায় নেই? তোমাকে আবার সেই ভয়ঙ্কর নগরীতে যেতে হবে একথা আমি ভাবতেই পারছি না। এর থেকে সারাজীবন আমি দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাতে রাজী আছি। তবু ওপার নগরীর ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে তোমাকে ঠেলে দিতে মন চাইছে না আমার।

টারজন হেসে বলল, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি আমার নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে নিজেই পারব। তাছাড়া আমার ওয়াজিরি অনুচরেরা আমার কোন বিপদ ঘটতে দেবে না।

জেন বলল, এর আগের বারেও তারা তোমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু তারা তোমায় একা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

টারজন বলল, আর তারা তা করবে না। এর জন্য তারা লজ্জিত। তারা যখন ফিরে আসছিল তখন তাদের সঙ্গে দেখা হয় আমার।

জেন তবু বলল, তবে অন্য কোন উপায় আছে কিনা দেখা দরকার।

টারজন বলল, এত সহজ পথ আর নেই। এখন ওপারে গিয়ে সেখানকার গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু সম্পদ আনতেই হবে। তবে খুবই সাবধানে একাজ করব। ওপারের অধিবাসীরাও আমার যাওয়ার ব্যাপারটা জানতে পারবে না। যে গুপ্তধন আমি আনব তার কথাও তারা জানে না।

টারজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে বুঝল এবিষয়ে আর তর্ক করা বৃথা।

ওয়ারপার যখন বুঝতে পারল যা শোনার সব শুনে ফেলেছে তখন আবার বারান্দায় ফিরে এসে সিগারেট খেতে লাগল একা একা।

পরদিন সকালে ওয়ারপার টারজনকে বলল, সে এবার ফিরে যাবে। পথপ্রদর্শক হিসাবে একজন ওয়াজিরি অনুচর সঙ্গে পেলে সে ফেরার পথে বড় রকমের একটা শিকার করে যেতে পারবে। টারজন তাতে রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

দু'দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে উঠল। তারপর ওয়ারপার তার দলবল আর একজন ওয়াজিরি পথপ্রদর্শক নিয়ে রওনা হয়ে গেল বাংলো থেকে। কিছুদূর যাওয়ার পরই ওয়ারপার অসুস্থতার ভান করে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করে রয়ে গেল। তারপর টারজনের ওয়াজিরি পথপ্রদর্শককে বলল, এখন তুমি যাও। আমি সুস্থ হলে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

ওয়াজিরি পথপ্রদর্শক চলে গেলে ওয়ারপার আচমেতের একজন বিশ্বস্ত

নিগ্রো ভৃত্যকে ডেকে বলল, তুমি টারজনের গতিবিধি লক্ষ্য করে এস। সে কোন্ পথে কোন্ দিকে কিভাবে যাচ্ছে তা দেখে এসে আমাকে জানাও।

পরের দিন দূত ফিরে এসে ওয়ারপারকে বলল, টারজন তার পঞ্চাশজন ওয়াজিরি অনুচর নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা করেছে সেইদিনই সকালে।

কথাটা শোনার পর আচমেত জেককে একটা চিঠি লিখল ওয়ারপার। তারপর তার ভৃত্যদের সর্দারকে ডেকে বলল, এই চিঠিটা একটা লোক মারফৎ আচমেত জেকের কাছে পাঠিয়ে দাও। তারপর তুমি এই তাঁবুতে পাহারায় থাকবে। টারজনের বাংলো থেকে যদি কোন লোক আসে তাহলে বলবে আমি অসুস্থ, এখন দেখা হবে না আমার সঙ্গে। আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে। এখন ছয়জন কুলি আর ছয়জন সাহসী ও বলবান যোদ্ধা আমার সঙ্গে দাও। আমি তাদের নিয়ে টারজনকে অনুসরণ করব গোপনে। সে কোথায় গুপ্তধন পায় তা দেখব আমি।

এইভাবে লোকজন সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করল ওয়ারপার। গোপনে টারজনের পিছু পিছু তাকে অনুসরণ করে যেতে লাগল একটু দূর থেকে।

সেদিন রাত্রিতে টারজন পথের ধারে লতাপাতা ও কাঁটাগাছের একটা শিবির তৈরী করে শুয়েছিল। কিন্তু তার ঘুম আসছিল না। একজন ওয়াজিরি যোদ্ধা পাহারা দিতে দিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঝিমোচ্ছিল। সিংহের গর্জন আর নৈশ বনভূমির নানারকমের চীৎকার এক বন্য উদ্যম সঞ্চার করল টারজনের মনে। সে ঘাসের বিছানায় কিছুক্ষণ অশান্তভাবে এপাশ ওপাশ করার পর উঠে পড়ল। তারপর সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে শিবির ছেড়ে গাছের উপর উঠে পড়ল নিঃশব্দে।

তারপর গাছের ডালে ডালে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। কিছুদূর যাওয়ার পর চাঁদের আলো ভরা একটা ফাঁকা জায়গায় একটা হরিণ দেখতে পেয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল হরিণটার উপর। টারজনের ভারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল হরিণটা। টারজন তখন তার হাতের ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল হরিণটার গায়ে। হরিণটা মারা গেলে তার পাছা থেকে খানিকটা কাঁচা মাংস কেটে নিয়ে খেতে লাগল সে।

এমন সময় অদূরে একটা সিংহকে দেখতে পেল টারজন। একই সঙ্গে একটা জ্যান্ত মানুষ আর একটা মরা হরিণ দেখতে পেয়ে লুব্ধ হয়ে উঠল সিংহটা। কিন্তু টারজনের উপর লাফ মারার জন্য সিংহটা উদ্যোগ করতেই টারজন কাঠবিড়ালীর মত দ্রুত গতিতে গাছে উঠে পড়ল। গাছ থেকে কতকগুলো ফল পেড়ে তা ছুঁড়তে লাগল সিংহটার উপর। টারজন চীৎকার করে উঠতে সিংহটাও গর্জন করে উঠল।

হঠাৎ টারজন দেখল সিংহটা হঠাৎ নতুন কোন শিকারের আশায় একটা

ঝোপের ধারে গুড়ি মেরে বসে রইল। কিন্তু শিকারের বস্তুটা কি তা বুঝতে পারল না টারজন। এমন সময় বাতাসে একটা বৃদ্ধ পুরুষ মানুষের গন্ধ পেল। টারজনের ক্ষিদে পেলে সে কিছুতেই হরিণটাকে ছেড়ে সিংহের ভয়ে গাছে উঠত না। সিংহটাকে সে আক্রমণ করত। কিন্তু আজ তার পেট ভর্তি হয়ে ছিল। সে তার শিবিরে রাতের খাওয়া আগেই খেয়েছিল। সে তাই গাছে উঠে বাতাসে গন্ধ শুঁকে নিকটবর্তী কোন এক মানুষের উপস্থিতির কথা জানতে পারল। গন্ধ থেকে বুঝতে পারল মানুষটি কৃষ্ণকায় এবং বৃদ্ধ। টারজন গাছে গাছে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখল সত্যিই বেঁটেখাটো রোগা একজন বৃদ্ধ নিগ্রো অদ্ভুত পোশাক পরে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখল লোকটা নিগ্রোদের এক যাদুকর ডাক্তার। টারজন তাকে পছন্দ না করলেও সিংহটা তার মারা হরিণটাকে খেয়ে ফেলায় তার প্রতিশোধ হিসাবে সিংহটাকে মারার জন্য উদ্যত হলো।

বৃদ্ধ লোকটি দেখল ঝোপঝাড় ভেঙ্গে একটা সিংহ তার দিকে আসছে। সিংহটা লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই টারজন ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহটার উপর। সে তার কেশর এক হাতে ধরে আর এক হাতে ছুরি ধরে সেই ছুরিটা বারবার বসাতে লাগল সিংহটার গায়ে।

যাদুকর ডাক্তার নিগ্রোটা প্রথমে ভাবল শুধু একটা ছুরি নিয়ে একটা মানুষ কখনো একটা সিংহের সঙ্গে পেরে উঠবে না। নিগ্রোটার গায়ে সিংহটা দাঁত আর নখ বসিয়ে দেওয়ায় তার গা থেকে তখন রক্ত ঝরছিল। সে হাঁটতে পারছিল না। সে এক জায়গায় শুয়ে শুয়ে সিংহটার সঙ্গে টারজনের লড়াই দেখছিল আর টারজনের জয়লাভের জন্য বিড় বিড় করে তাদের ভাষায় তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়তে লাগল।

তারপর যখন দেখল টারজন সত্যি সত্যিই পশুরাজ সিংহটাকে মেরে ফেলেছে তখন তার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর অতীতের একটা কথা মনে পড়ল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল অতীতে বনদেবতার মত এই অদ্ভুত লোকটিকে একদল ভয়ঙ্কর বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে বনের মধ্যে কোথায় যেন দেখেছে। আসলে এই অদ্ভুত লোকটি এক বনদেবতা—এই ধরনের একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠল নিগ্রোটির কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে।

তৃতীয় অধ্যায়

সিংহটা মারা গেলে টারজন মুমূর্ষু নিগ্রো যাদুকরের দিকে নজর দিল। আসলে টারজন এই লোকটার জন্য সিংহটাকে না মারলেও আহত লোকটার

অবস্থা দেখে মায়া হলো তার। টারজন তার কাছে গিয়ে তার ক্ষতস্থানগুলো হতে রক্ত ঝরা বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল। লোকটি তখন টারজনের মুখপানে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কে তুমি?

টারজন উত্তর করল, আমার নাম বাঁদর-গোরিলাদের টারজন।

নিগ্রো বৃদ্ধটির দেহটা হঠাৎ জোর একবার কেঁপে উঠল। সে টারজনকে বলল, তুমি আমাকে হত্যা করলে না কেন?

টারজন বলল, তোমাকে কেন হত্যা করব? তুমি ত আমার কোন ক্ষতি করনি। সিংহটা তোমাকে মারাত্মক আঘাত করেছে। আমি তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আর কোন উপায় নেই।

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আমি তোমাকে অতীতে দেখেছিলাম। আমাদের মবঙ্গার দেশে তুমি তখন প্রায়ই যেতে। তুমি আমাদের কুঁড়েগুলো থেকে অস্ত্র চুরি করে আনতে, বিষের পাত্রটা ফেলে দিয়ে আসতে। তোমাকে আমরা আমাদের বনদেবতা মুনাঙ্গো কিবাতি ভেবে তোমাকে তুষ্ট করার জন্য একটা গাছের তলায় ভাল খাবার রেখে দিতাম। আমি জানতাম তুমি লোমওয়ালা বড় বড় বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে জঙ্গলে থাকতে। তুমি যখন মবঙ্গার ছেলে কুলঙ্গাকে হত্যা করো তখন আমি ওদের ডাক্তার ছিলাম। আমি এখনি মরব। আমি মরার আগে একটা কথা বলব? তুমি মানুষ না শয়তান?

টারজন হেসে বলল, আমি শয়তান।

নিগ্রো যাদুকর আবার বলতে লাগল, তুমি শিম্বা বা সিংহের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছ। এজন্য আমি তার পুরস্কারস্বরূপ একটা ভবিষ্যদ্বাণী করব। তাতে তোমার উপকার হবে। আমি দেখছি তোমার সামনে ও পিছনে বিপদ। সামনের বিপদটাই বেশী। সুতরাং যেখানে যাচ্ছ সেখানে না গিয়ে ফিরে যাও। তোমার থেকে শক্তিশালী এক দেবতা তোমাকে পরাস্ত ও আঘাত করবে। আমি দেখতে পাচ্ছি—

তার শিবিরে যখন ফিরে এল টারজন তখন রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। সে শিবিরে গিয়েই শুয়ে পড়ল, যাদুকরের কথাটা অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। সকালে উঠেও অবার সেই কথাই ভাবতে লাগল।

পরদিন সকালে যখন টারজন তার দলবল নিয়ে যাত্রা শুরু করল তখন ওয়ারপাংও রাত্রির বিশ্রামের পর তাব শিবির থেকে তাকে অনুসরণ করার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর বনের প্রান্তে এক শূন্য উপত্যকায় এসে উপনীত হলো টারজন। সেই উপত্যকাটার ওপারে অনেক সোনার গম্বুজওয়ালা ওপার নগরী। সেই উপত্যকাটার শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল টারজন। ঠিক করল রাত্রিবেলায় সে একা গিয়ে কোথায় সোনা আছে তার সন্ধান করে আসবে।

টারজনের অচৈতন্য দেহটা পড়ে রয়েছে সামনে। তার মাথা থেকে রক্ত বার হচ্ছে। তার জ্ঞান ফেরানোর কোন চেষ্টা না করেই সে চলে গেল। বাতির আলোতে আরও দেখল ভূমিকম্পের ফলে সুড়ঙ্গপথে অনেক বড় বড় পাথর পড়ে থাকায় পথ একেবারে বন্ধ। একার পক্ষে সে পাথর সরানো সম্ভব নয়।

তখন ওয়ারপার নিরুপায় হয়ে ধনাগারের মধ্যে ঢুকে অন্য কোন দরজা আছে কি না তার খোঁজ করতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল ঘরটার পিছন দিকের দেওয়ালে একটা দরজা আছে। সেই দরজাটা খুলে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ পেল সে। সেই পথে পা দিয়েই সামনে একটা কুয়ো পেল। কুয়োটার ওপারেই আবার শুরু হয়েছে সুড়ঙ্গপথটা। কুয়োর ধারগুলো বাঁধানো। ওয়ারপার পা বাড়িয়ে দেখতে লাগল সে লাফ দিয়ে সেটা পার হয়ে ওপারে যেতে পারবে কি না। এমন সময় হঠাৎ এক কর্ণবিদারক আর্ত কণ্ঠের চীৎকার শুনে চমকে উঠল। তার মনে হলো এ ধরনের ভয়ঙ্কর চীৎকার কখনো কোন মানুষের হতে পারে না এবং এ চীৎকার যেখানে হয় সেখানে কোন মানুষও বাস করতে পারে না।

ওয়ারপার এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হলো এই ভয়ঙ্কর অভিযানে আসা তার উচিত হয়নি। এর থেকে আচমেত জেকের কাছে তার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, তার মনে হলো চীৎকারটা উপর থেকে আসছে। এজন্য মাথার উপর মুখ তুলে দেখল মাথার উপরে কোন ছাদ বা আচ্ছাদন নেই, একেবারে ফাঁকা আর সেই ফাঁক দিয়ে তারাভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে।

কিছুটা পিছিয়ে এসে ছুটে গিয়ে জোর একটা লাফ দিল। লাফ দেবার সময় বাতির আলোটা নিবিয়ে গেল। ওয়ারপার অন্ধকারের মধ্যে শূন্যে লাফ দিয়ে কুয়োটার ওধারে গিয়ে পড়ল। কিন্তু তাঁর হাঁটুদুটো কুয়োর কিনারায় লেগে জোর আঘাত খেল। মনে হলো ভেঙ্গে গেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ সুড়ঙ্গপথটার উপরে সটান শুয়ে রইলো ওয়ারপার। ক্লান্তি ও আঘাতের যন্ত্রণায় চোখ ফেটে জল আসছিল তার। পরে ধীরে ধীরে উঠে বসল। দেখল আঘাতটা তেমন গুরুতর নয়। তার হাতে-যে একটুকরো বাতি তখনো ছিল সেটা আবার জ্বালিয়ে তার পথটা একবার দেখে নিল। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখল সুড়ঙ্গ-পথটা একটা বিরাট পাকা পাঁচিল দিয়ে অবরুদ্ধ।

সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওয়ারপার কিন্তু দমে গেল না এতে। সে বেশ বুঝতে পারল এই সুড়ঙ্গ পথটা হঠাৎ এখানে শেষ হতে পারে না। পাঁচিলটার ওপারেও এই পথটা নিশ্চয়ই চলে গেছে। এই ভেবে বাতির আলোয় ওয়ারপার দেওয়ালটা পরীক্ষা করে দেখল পাথরের কতকগুলো ইট সাজানো আছে দেওয়ালটাতে, কিন্তু সিমেন্ট দিয়ে সেগুলো গাঁথা নেই। ওয়ারপার কতকগুলো ইট সরিয়ে তার ওপারে যাবার মত পথ করে নিল। ওধারে গিয়ে সে দেখল

আবার একটা কাঠের দরজা রয়েছে সামনে। কিন্তু দরজাটা একটু ঠেলতেই খুলে গেল। এরপর তার সামনে অন্ধকার একটা টানা বারান্দা দেখল ওয়ারপার। কিন্তু বারান্দা দিয়ে কিছুটা এগোতেই তার হাতে ধরা জ্বলন্ত বাতিটা নিবিয়ে গেল। পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেল বাতিটা। সঙ্গে সঙ্গে এক নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে বসে পড়ল ওয়ারপার। আবার এক তীব্র ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার মনটা। এরপর আরো কত বিপদ অপেক্ষা করে আছে তার জন্য তা সে জানে না।

এরপর উঠে সুড়ঙ্গপথের একটা দেওয়াল ধরে ধরে বারান্দা দিয়ে এক পা এক পা করে হেঁটে যেতে লাগল ওয়ারপার। তার মনে হলো এ বারান্দার যেন শেষ নেই। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে বিশ্রাম করার জন্য শুয়ে পড়ল সে। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

ওয়ারপার উঠে দেখল তার চারপাশের পরিবেশ সেই একই রকমের আছে। সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে একমুহূর্ত না একদিন তা সে বুঝতে পারল না। তবে সে দেখল তার অবসাদটা কেটে গেছে। সে বেশ সুস্থ এবং সেই সঙ্গে ক্ষুধার্ত বোধ করছে।

এবার আবার এগিয়ে চলল ওয়ারপার। অল্প কিছুটা গিয়েই সে আলোকিত একটা ঘর পেয়ে গেল। সেই ঘরের তলায় আর একটা বড় ঘর ছিল এবং কতকগুলো সিঁড়ি দিয়ে সেই তলার ঘরে নেমে গেল সে। সেই ঘরের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো দেখতে পেল ওয়ারপার। ঘরের বড় বড় স্তম্ভগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছে। সে আরও দেখল বাইরে কতকগুলো গাছের ডাল দেখা যাচ্ছে, পাখির গান শোনা যাচ্ছে।

সেই ঘর থেকে একটা সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠে গেল ওয়ারপার। সিঁড়ি বেয়ে উঠে সে একটা বড় উঠোনে এসে পড়ল। দেখল তার সামনে একটা ঠাকুরের বেদী রয়েছে। বেদীটা পাথরের এবং তার উপরে রক্তের দাগ রয়েছে। বুঝল এখানে অতীতে অনেক মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছে। সে আরও দেখল বেদীর পিছন দিকে কয়েকটা দরজা রয়েছে। কতকগুলো ছোট ছোট বাঁদর ছুটে বেড়াচ্ছে উঠোনটায় আর কতকগুলো পাখি তাদের পালকগুলো মেলে মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোন মানুষের চিহ্ন দেখতে পেল না। এতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে একটা দরজা দিয়ে পালাবার পথ খুঁজতে গেল। দরজাগুলো তখন বন্ধ ছিল।

কিন্তু একটা দরজা খুলে ওয়ারপার বাইরে বেরোতে যেতেই একসঙ্গে প্রায় একডজন দরজা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো বেঁটে বেঁটে ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক বাইরে থেকে ঢুকে পড়ল উঠোনটায়। ওরা ছিল ওপার মন্দিরের পূজারী পুরোহিত যারা বছর কতক আগে জেন ক্লেটনকে বলি দেবার জন্য বেদীর উপর টেনে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল। তাদের লম্বা লম্বা হাত,

ছোট ছোট পা, ছোট ছোট কুটিল চোখ আর নিচু কপালগুলো দেখে তাদের একধরনের জন্তুর মত দেখাচ্ছিল। তাদের দেখে ভয়ে অসাড় হয়ে গেল ওয়ারপারের সর্বাঙ্গ।

ভয়ে চীৎকার করতে করতে যেপথে এসেছিল সেই পথে পালাবার চেষ্টা করল ওয়ারপার। কিন্তু তার মতলব বুঝতে পেরে সেই সব ভয়ঙ্কর চেহারার পুরোহিতরা ধরে ফেলল তাকে। তার পথটা অবরোধ করে দাঁড়াল। ওয়ারপার যদিও নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা করতে লাগল তাদের কাছে, তবুও তারা তাকে বেঁধে ফেলে মন্দিরের ভিতরের দিকের ঘরটার মেঝের উপর ফেলে দিল। এর পর আগে টারজন আর জেনের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল এবারও তাই হলো। একদল পূজারিণীর সঙ্গে একদল পূজারী এসে সার দিয়ে বেদীর সামনে সোনার কাপ হাতে দাঁড়াল। প্রধান পূজারিণী লা খড়্গ হাতে বেদীর সামনে দাঁড়াল। ওয়ারপার তাদের সমবেত গান শুনতে পেল। সে বুঝতে পারল একটু পরেই তার দেহনিঃসৃত রক্ত ওদের অমানবিক রক্তপিপাসা নিবৃত্ত করবে।

ওয়ারপারের মনে হলো প্রধান পূজারিণীর হাতে ধরা খড়্গটা ওর গলার উপর বসার আগে যদি একবার সে তার চেতনাটা হারিয়ে ফেলত তাহলে ভাল হত। তাহলে তার আঘাতজনিত যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারত না সে। এমন সময় একটা ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে চমকে উঠল সে। অনেকে ভয়ে পালিয়ে গেল। প্রধানা পূজারিণীর হাত থেকে খড়্গটা পড়ে গেল, সে ওপারের পাশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। ওয়ারপার কোনরকমে পাশ ফিরে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল মন্দিরের মাঝখানে কোথা থেকে একটা সিংহ এসে একটা পুরোহিতকে ধরেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাসুলি আর তার দলের ওয়াজিরি যোদ্ধারা সুড়ঙ্গপথের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পড়েছিল এমন সময় ভূমিকম্পের ফলে চারদিক ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠেছিল। তার কর্ণবিদারক শব্দে ভয় পেয়েছিল তারা। শব্দটা থেমে গেলে তারা দেখল টারজন আর দুজন ওয়াজিরি ধনাগারে রয়ে গেছে। তারা সুড়ঙ্গপথ ধরে আবার ধনাগারের দিকে যেতেই দেখল ধনাগারের কাছে পথটা বন্ধ। তারা দুদিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও ছাদ থেকে ধসেপড়া পাথরগুলো সরাতে পারল না। পাথর সরাতে গিয়ে একজন ওয়াজিরি যোদ্ধার মৃতদেহ পেয়ে ভাবল

টারজন আর একজন ওয়াজিরি পাথর চাপা পড়েছে। তারা বারবার টারজনের নাম ধরে ডাকল। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেল না।

তখন বাসুলি বাধ্য হয়ে আর কোন সন্ধান না করে সোনার তালগুলো নিয়ে ওপার নগরীর সীমানা পার হয়ে বনপথ ধরল। তারা নীরবে বাংলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল; কিন্তু তারা বুঝতে পারল না তখন তাদের মালিকের বাংলোতে এক বিরাট অশান্তি চলছে।

এদিকে ওয়ারপারের চিঠি পেয়ে আচমেত জেক তখন তার সশস্ত্র যোদ্ধাদের নিয়ে উত্তর দিকে টারজনের বাংলোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তার সঙ্গে একদল আরব দস্যু আর আফ্রিকার নরখাদক আদিবাসীদের কাছ থেকে ধরে আনা কিছু নিগ্রো যোদ্ধা ছিল।

ওয়াজিরি সর্দার বাসুলি টারজনের সঙ্গে যাওয়ায় তার জায়গায় বিশ্বস্ত মুগাম্বির উপর তার খামারবাড়ি ও বাংলোর নিরাপত্তার সব ভার দিয়ে আসে। এর আগে অনেক লড়াইএর সময় তার প্রভুর কাছে তার বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতার অনেক পরিচয় দিয়েছে মুগাম্বি। তার বলিষ্ঠ দেহের অন্তরালে একটা বিচক্ষণ মনও ছিল।

টারজন বাংলো ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে লেডী গ্রেস্টোকের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সব সময় তৎপর হয়ে থাকত মুগাম্বি। লেডী গ্রেস্টোক কখনো কাছাকাছি কোথাও শিকারে গেলে তার পিছু পিছু ঘোড়ায় চেপে পাহারায় থাকত সে।

এই মুগাম্বিই প্রথমে সেদিন দূরে উগাম্বি নদীর ধারে একদল অশ্বারোহীকে আসতে দেখতে পায়। আরব আক্রমণকারীরা তখনো অনেক দূরে ছিল। ধূলোর মেঘ উড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছিল ওরা। মুগাম্বি নীরবে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল সেই ধূলোর মেঘটাকে। তারপর বুঝল একদল আরব অশ্বারোহী এদিকে এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে। মালিকের অনুপস্থিতিতে কোন খবর না দিয়ে দলবেঁধে বিদেশীরা আসে না কখনো। সে জানে এবং এর আগে অনেক দেখেছে এইভাবে আরব দস্যুরা অকস্মাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আক্রমণ করে।

সঙ্গে সঙ্গে মুগাম্বি বাংলোর কাছাকাছি যেসব আদিবাসীদের বস্তী ছিল সেখানে গিয়ে সকলকে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হতে বলল। ক্ষেতে খামারে যারা কাজ করছিল তাদেরও ডেকে পাঠাল। তবে বেশীর ভাগ নিগ্রো যোদ্ধাকে মুগাম্বি নিজের কাছে রেখে বাংলো রক্ষার ব্যাপারে প্রস্তুত হয়ে রইল।

টারজনের বাংলোটার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুব একটা জোরদার ছিল না। বাংলোর চারদিকে কোন উঁচু পাঁচিল ছিল না। তার মানে বাইরে থেকে শত্রুরা এসে সহজেই আক্রমণ করতে পারত বাংলোটাকে।

মুগাম্বি মোটামুটি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে বাংলোর মধ্যে ছুটে এসে সব কাঠের জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ করে দিল। তা দেখে জেন আশ্চর্য হয়ে

মৃগাম্বিকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করল।

মৃগাম্বি উত্তর করল, আরবরা আসছে। এখন বড় বাওনা নেই। তাদের মতলব ভাল মনে হচ্ছে না।

উপর তলার বারান্দা থেকে জেন দেখল ওয়াজিরি যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে আছে বাংলোর চারদিকে। তাদের কালো কালো গা আর বর্শার ফলা-গুলোর উপর সূর্যের আলো পড়ায় চকচক করছিল। এতগুলি নিগ্রো যোদ্ধাকে তার রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখে তার মনটা গর্বে ভরে উঠল।

বাংলোর বাইরে বনের প্রান্তে যে ফাঁকা মাঠটা ছিল আরবরা এসে প্রথমে সেখানে একবার থমকে দাঁড়াল। দলের নেতা আচমেত জেক সবার আগে ঘোড়ায় চেপে ছিল।

মৃগাম্বি ছুটে গিয়ে কিছুটা দূর থেকে চীৎকার করে তাদের বলল, হে আরবরা, কি চাই তোমাদের এখানে?

আচমেত জেক বলল, আমরা শান্তির জন্য এখানে এসেছি।

মৃগাম্বি তার উত্তরে বলল, তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে যাও।

আচমেত কিন্তু ফিরে না গিয়ে তার দলের লোকদের সঙ্গে নিচু গলায় কি বলল। তারপরই হঠাৎ কোন সতর্কবাণী না করেই ওয়াজিরি যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগল। তাতে কয়েকজন ওয়াজিরি মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল। মৃগাম্বি দেখল তীর ধনুক আর বর্শা দিয়ে বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যায় না। সে তাই তার যোদ্ধাদের সরিয়ে নিয়ে ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রইল। কিছু লোককে বাংলোতে পাঠিয়ে জেনকে বাংলোর মধ্যে থাকার জন্য বলতে বলল।

এদিকে আচমেত জেক তার যোদ্ধাদের একটা সারিতে দাঁড় করিয়ে বৃত্তা-কারভাবে ওয়াজিরিদের আক্রমণ করল। যেসব ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে-ছিল ওয়াজিরিরা তার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগল। ওয়াজিরিরাও তাদের শত্রুদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। সুদক্ষ তীরন্দাজ হিসাবে তাদের নাম ছিল। তাদের তীরে কয়েকজন আরব ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। কিন্তু আরবরা সংখ্যায় বেশী থাকায় এবং তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল বাংলোর দিকে। বাংলোটা ঘিরে ফেলল আস্তে আস্তে চারদিক থেকে। তারপর তাদের মধ্যে একজন বাংলোর বেড়াটাকে ভেঙ্গে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

মৃগাম্বি এবার তার যোদ্ধাদের ডেকে নিয়ে বাংলোর ভিতরে চলে গেল। এখন তার একমাত্র চিন্তা লেডী জেনকে রক্ষা করা। মৃগাম্বি বাংলোর ভিতরের দিকে একটা ঘরে জেনকে পাঠিয়ে দিল। তারপর নিজে অন্তঃপুরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল। ওদিকে আরবরা রাইফেল উঁচিয়ে বারান্দা দিয়ে আসতে লাগল। তারা বিজয়সূচক উল্লাসের সঙ্গে ধ্বনি দিচ্ছিল।

ওয়াজিরিরা ঢাল হাতে রেখে তীর ছুঁড়ছিল। কিন্তু রাইফেলের গুলির সামনে তারা টিকতে পারছিল না, ক্রমাগত পিছু হটছিল। মুগাম্বি তখন সমস্ত যোদ্ধাদের বাংলো-বাড়ির মধ্যে থেকে লড়াই চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিল। তাদের অনেকে জানালার খড়খড়ির আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ছিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দরজা ভেঙ্গে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল আরবরা। জেনকে ঘিরে তখন কয়েকজন বিশ্বস্ত ওয়াজিরি যোদ্ধা মুগাম্বির নেতৃত্বে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল আরবদের সঙ্গে। আরবরা ভাবল ওয়াজিরিদের যত লড়াই আর প্রতিরোধ শুধু প্রভুপত্নী জেনের জন্য। সুতরাং তাকে গুলি করে মেরে দিতে পারলেই সব যুদ্ধের অবসান হবে এবং তারা তখন অবাধে বাড়িটা লুণ্ঠন ও তাতে অগ্নিসংযোগ করবে।

কিন্তু একজন আরব জেনকে লক্ষ্য করে রাইফেল তুলতেই আচমেত জেক গর্জন করে উঠল, মেয়েটাকে জীবন্ত ধরতে হবে। ওকে মারা চলবে না। যে ওকে মারবে তারই প্রাণ যাবে।

আরবরা এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মুগাম্বি তার বর্শাটা একজন আরবের বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেই লোকটা মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে আরো কয়েকজনকে গুলি করে মারল। কিন্তু আরবদের গুলিতে জেনের কাছে প্রহরারত ওয়াজিরিরা একে একে পড়ে গেল। আচমেত জেক তখন মুগাম্বিকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করতেই সে জেনের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে জেনকে ঘিরে ফেলল আরবরা। একজন দৈত্যাকার আচমেতের নিগ্রো যোদ্ধা জেনকে কাঁধে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাংলোর উঠোনে একটা ঘোড়ার উপর চাপাল। আরবরা তখন আচমেতের নেতৃত্বে বাংলোটার সর্বত্র লুণ্ঠন করে বেড়াতে লাগল। তারপর তাতে আগুন লাগিয়ে দিল।

আচমেত জেক তার ঘোড়ায় চেপে জেনকে নিয়ে বাংলোর গেট পার হয়ে সেই ফাঁকা মাঠটায় গিয়ে দাঁড়াল। আরবরা বাংলো থেকে যা কিছু মূল্যবান মনে করল সব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। অবশেষে তারা সবাই আচমেতের কাছে গিয়ে জড়ো হলো। তখন আচমেত তার দল নিয়ে বনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। জেন দেখল আগুনের শিখা একে একে বাংলোর সব ঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে সেই মর্মান্তিক দৃশ্যটা তার চোখের আড়াল হয়ে গেল।

এদিকে মুগাম্বিকে মৃত ভেবে আরবরা চলে গেলেও মুগাম্বি আসলে মরেনি। সে আহত অবস্থায় ঘর থেকে কোনরকমে বেরিয়ে এসে বাংলো ছেড়ে এক ঝোপের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করল। নিকটে কোথায় একটা সিংহ গর্জন করছিল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আরবদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এক দৃঢ় সংকল্প করল মনে মনে।

পঞ্চম অধ্যায়

ছাদ থেকে ধসে পড়া পাথরের আঘাতে টারজন অনেকক্ষণ মরার মত শুয়ে রইল। কিন্তু মরেনি, মাথায় জোর আঘাত লাগায় মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তার। আর অতীতের কথা সব ভুলে গিয়েছিল সে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল টারজন। কিন্তু এখানে কখন কিভাবে এল, সে কে তার কিছুই মনে করতে পারল না। তবে দেখল তার পিঠে তূণটা ঠিক আছে।

তার কোমরে আছে একটা ছুরি আর আছে একটা বর্শা। তার শুধু মনে হলো এই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথের বাইরে আলোকোজ্জ্বল একটা পৃথিবী আছে এবং এখান থেকে বার হতে হবে তাকে।

টারজন উঠে ধনাগারের পিছন দিকের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। অন্ধকারে কিছু দেখতে না পাওয়ায় সে কুয়োটাতে পড়ে গেল। কুয়োর জলে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল তার। কুয়ো থেকে উঠে আবার সুড়ঙ্গপথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটলেও এখানকার পরিবেশ তার সবই চেনা।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল টারজন। পথটা মনে হলো উঠে গেছে। পথটা বড় পিচ্ছিল। মনে হলো মাঝে মাঝে কুয়োর জল উঠে এসে প্লাবিত করে পথটাকে। পথটার শেষে একটা সিঁড়ি পেল। সিঁড়িটা বেয়ে উপরে উঠতেই একটা গোলাকার ঘর পেল টারজন। সেই ঘরে কি আছে তা হাত বাড়িয়ে দেখতে দেখতে কতকগুলো তামার হাঁড়ি পেল। হাঁড়িগুলো সব ঢাকনা দেওয়া ছিল। একটা হাঁড়ির ঢাকনা তুলতেই মণি-মাণিক্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর উজ্জ্বলতায় চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেল টারজনের।

টারজনের কোমরে একটা থলি ছিল। সেই থলিটাতে যতগুলো পারল রং বেরঙের মণি-মাণিক্য ভরে নিল। তারপর সেই ঘরটা পেরিয়ে আবার সুড়ঙ্গ পথটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। সুড়ঙ্গ পথটা ক্রমশঃ উঠে গিয়ে একটা উঠোনে শেষ হয়েছে। টারজন সেখানে গিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি পেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতেই একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো নরনারীর সমবেত ভয়ার্ত চীৎকার কানে এল তার। টারজন তার বর্শাটা হাতে শক্ত করে ধরল।

টারজন দেখল একটা সিংহ মন্দিরের মাঝখানে বেদীর উপর শোয়ানো হাত পা বাঁধা এক হতভাগ্য বন্দীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর মন্দিরের পুরোহিত ও পূজারিণীরা প্রাণভয়ে ছোটাছুটি করছে। যে যেখানে পারছে পালাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। টারজন দেখল তার সামনে বেদীর ধারে একজন মহিলা

পূজারিণী দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সে যে প্রধানা পূজারিণী লা তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটায় সে বুঝতে পারল না। সিংহটার দৃষ্টি এখন বেদীর উপর শায়িত ওয়ারপার আর প্রধানা পূজারিণী লা-এর উপর শুধু নিবদ্ধ ছিল।

ওয়ারপার হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে শুয়ে দেখল সিংহটা তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে। কিন্তু ঝাঁপ দিতে গিয়ে টারজনকে হঠাৎ সামনে দেখতে পেয়েই তার দিকেই নজর দিল। টারজনও সঙ্গে সঙ্গে তার বর্শাটা সিংহের বুকটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। সিংহটা গর্জন করতে করতে বর্শার ফলাটা নিয়ে কামড়াকামড়ি করতে করতে তার নতুন শত্রু টারজনকে আক্রমণ করল। টারজনও সঙ্গে সঙ্গে পশুর মত ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে উঠল। এবার সে সিংহের উপর উঠে তার ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে ছুরিটা বারবার তার পাঁজরে বসিয়ে দিতে লাগল।

সিংহের সঙ্গে টারজন যখন এইভাবে লড়াই করছিল লা তখন অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সে ভাবতেই পারেনি একটা মানুষ এভাবে সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। একটা অসম্ভব যেন সম্ভব হতে চলেছে। এদিকে টারজন তখন সিংহের বুকের মধ্যে ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিতেই সিংহটা লুটিয়ে পড়ল। টারজন মরা সিংহটার উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে এক ভয়ঙ্কর চীৎকার করল। ওয়ারপার সে চীৎকারে চমকে উঠল। সে চীৎকারে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল চারদিক।

ওয়ারপার এবার টারজনকে চিনতে পারল। প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। পরে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনে প্রশ্ন জাগল, এই অর্ধনগ্ন দৈত্যাকার মানুষটিই কি সেই ইংরেজ ভদ্রলোক যে তাকে তার আফ্রিকার এক সাজানো বাংলোয় তাকে আতিথ্য দান করে। এই পাশবিক উল্লাস কি কোন মানুষের মুখ থেকে বেরোতে পারে?

টারজন একে একে লা ও ওয়ারপারকে দেখল খুঁটিয়ে। কিন্তু সে কাউকে চিনতে পারল না। মনে হলো সে যেন অচেনা কোন নতুন মানুষকে দেখছে। কাউকে চিনতে না পেরে সে তাদের পানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এদিকে প্রধানা পূজারিণী লা টারজনের পানে ভাল করে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, টারজন তুমি? তুমি অবশেষে আমার কাছে ফিরে এসেছ? লা তার ধর্মীয় বিধিনিষেধ সব লঙ্ঘন করে তার টারজনের জন্য প্রতীক্ষায় বসে আছে। সে আজ পর্যন্ত কোন লোককে স্বামীরূপে গ্রহণ করেনি। একমাত্র টারজন ছাড়া সে আর কাউকে বিয়ে করবে না। এবার তাহলে তুমি ফিরে এসেছ। বল টারজন, বল, তুমি শুধু আমারি জন্য ফিরে এসেছ।

লা বলছিল বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায়। ওয়ারপার বিস্ময়ে অবাক হয়ে তার কথা শুনছিল। সে ভেবে পাচ্ছিল না টারজন এ ভাষা কি করে বুঝতে পারবে। কিন্তু টারজন সত্যি সত্যিই সে ভাষা বুঝতে পারল এবং সেই ভাষাতেই

উত্তর দিল। সে বলল, টারজন! হ্যাঁ, নামটা চেনা চেনা লাগছে।

লা বলল, এটা তোমার নাম। তুমিই টারজন।

টারজন বলল, আমি টারজন? ঠিক আছে নামটা ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি না। আমি তোমার জন্য এখানে আসিনি। কেন আমি এখানে এসেছি তা আমি জানি না। কোথা থেকে এসেছি তাও জানি না। তুমি তা জান কি?

লা মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তোমাকে ত চিনতাম না।

ওয়ারপার প্রথমে ভেবেছিল টারজন ধস চাপা পড়ে মারা গেছে। এখন বুঝল সে মরেনি। টারজন এবার ওয়ারপারের পানে তাকিয়ে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। ওয়ারপার ফরাসী ভাষায় উত্তর দিল, আমি তোমাদের ভাষা জানি না।

টারজন তখন সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষায় বলল, তুমি আমাকে চেন?

ওয়ারপার এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বুঝল টারজনের মাথায় আঘাত লাগায় পূর্বস্মৃতি তার একেবারে লোপ পেয়েছে। সে কিন্তু সব বুঝেও টারজনের প্রকৃত পরিচয় তাকে বলল না। সে ভাবল টারজনের এই আত্মবিস্মৃতিটাকে কাজে লাগাবে। তাছাড়া টারজন তার পূর্বস্মৃতি ফিরে পেলে ওয়ারপার কেন এখানে এসেছে তা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবে এবং তখন তার বিশ্বাসঘাতকতাটা টারজনের চোখে ধরা পড়বে।

ওয়ারপার তাই টারজনের প্রশ্নের উত্তরে বলল, কোথা থেকে তুমি এসেছ তা ত আমি বলতে পারব না। তবে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে এখান থেকে আমরা যদি এখনি বেরিয়ে না যাই তাহলে আমাদের দুজনকেই মরতে হবে। সিংহটা না এলে ওদের ছুরিটা আমার বুকের মধ্যে বসে যেত। ওদের কাউকে না কাউকে পথ খুঁজে পালিয়ে যেতে হবে।

টারজন এবার লাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এই লোকটাকে মারতে যাচ্ছিলে?

এরপর টারজন লা-এর দিকে ফিরে বলল, তবে কি ও তোমাকে হত্যা করতে গিয়েছিল?

লা মাথা নাড়ল।

টারজন তখন লাকে বলল, তাহলে কেন তুমি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলে?

লা সূর্যের দিকে মুখ তুলে বলল, আমরা ওকে সূর্যদেবতার কাছে বলি দিচ্ছিলাম।

টারজন অতীতের সব কথা ভুলে যাওয়ায় সূর্যদেবতার কথা বুঝতে পারল না। সে তখন ওয়ারপারকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মরতে চাও?

ওয়ারপার বলল সে মরতে চায় না। তখন টারজন ওয়ারপারের বাঁধন কেটে দিয়ে বলল, চল তাহলে আমরা এখনি চলে যাই।

লা টারজনের একটা হাত ধরে বলল, তুমি যেও না টারজন, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি হবে প্রধান পুরোহিত। সমস্ত ওপার নগরী হবে তোমার। সমস্ত ক্রীতদাস তোমার সেবা করবে।

টারজন রেগে গিয়ে বলল, না টারজন তোমাকে চায় না।

এই বলে ওয়ারপারকে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হলো টারজন।

লা তখন চীৎকার করে বলে উঠল, তোমাকে থাকতেই হবে। লা তোমাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় করায়ত্ত করবেই।

এই বলে সে সূর্যের দিকে মুখ করে ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ চীৎকারের উত্তর দিল।

লা বলতে লাগল, পুরোহিতরা সব চলে এস। নাস্তিক অধর্মাচারীরা মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। তোমরা এসে তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করো। তাদের রক্ত দিয়ে মন্দিরের সব কলুষ ধুয়ে মুছে দাও।

ওয়ারপার একথার মানে বুঝতে পারলেও টারজন তা পারল না। টারজন এবার দেখল ওয়ারপারের হাতে কোন অস্ত্র নেই। সে তাই লা-এর হাত থেকে তার খড়্গটা জোর করে কেড়ে নিয়ে ওয়ারপারের হাতে দিয়ে বলল, এট নাও।

এই বলে একটা দরজা দিয়ে টারজন বার হতে যেতেই প্রতিটা দরজার মুখেই কয়েকজন করে ভয়ঙ্কর চেহারার বেঁটে বেঁটে পুরোহিতগুলো পথ আগলে দাঁড়াল। টারজনের সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল পথরোধ করে টারজন তার বর্শা দিয়ে তার মাথায় জোর আঘাত করতে তার মাথাটা ভেঙ্গে দিল। একজন পুরোহিত এইভাবে টারজনের হাতে মারা যেতেই অন্যান্য পুরোহিতরা ভয় পেয়ে গেল। এরপর যেই কাছে আসতে লাগল টারজন তাকেই বধ করতে লাগল।

মৃতদেহগুলোর উপর দিয়ে টারজন তার বর্শাটা ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে যেতে লাগল। ঝড়ের প্রকোপে উড়ে বেড়ানো ঝরা পাতার মত পূজারীগুলো চারদিকে ইতস্তত: ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তাদের কেউ আর টারজনের কাছে গিয়ে তার পথ অবরোধ করে দাঁড়াতে পারল না। টারজন মন্দিরের বাইরে এসেই ওয়ারপারকে সামনে দিয়ে নিজে তার পিছু পিছু যেতে লাগল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর নগরপ্রাচীরের মধ্যে একটা বার হবার পথ পেল টারজন। তার ওপারেই একটা বড় শূন্য প্রান্তর। তার পর থেকেই শুরু হয়েছে পাহাড়। পাহাড়ের ওপারে গিয়ে টারজন এক জায়গায় বিশ্রামের জন্য বসল। কিছুটা আগুন জ্বালিয়ে শিকার করা একটা শুয়োর পুড়িয়ে তা খেল দুজনে।

স্মৃতিবিভ্রমটা তখনো কাটেনি টারজনের। সে কে এবং কোথা থেকে এসেছে, কোথায় তাকে যেতে হবে কিছুই জানে না সে। সে বুঝে উঠতে পারছিল না কোথায় যাবে সে। ওয়ারপার তাকে কোনরকমে বুঝিয়ে বাংলোয়

পথে নিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে টারজনের থলেতে কি আছে তা দেখার জন্য ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল ওয়ারপারের কৌতূহল। অবশেষে একসময় নিবৃত্ত হলো তার সে কৌতূহল। টারজন একসময় তার থলি থেকে মণি-মাণিক্যগুলো বার করে আবার তাতে রাখতেই তাদের রং আর উজ্জ্বলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ওয়ারপার। সে মনে মনে স্থির করল অন্ততঃ এই রত্নগুলো হাত করার জন্য তাকে টারজনের সাহচর্যে কিছুদিন থাকতেই হবে।

ওয়ারপার তার দলের লোকদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। দুদিন ধরে পথে যেতে যেতে তাদের খোঁজ করতে লাগল। অবশেষে এক জায়গায় তিনজনের মৃতদেহ দেখে সে বুঝতে পারল তার দলের ক্রীতদাসরা তাদের নিষ্ঠুর আরব প্রভুর এই তিনজন প্রতিনিধিকে হত্যা করে নিজেদের মুক্ত করে পালিয়ে গেছে।

ওয়ারপার বুঝে উঠতে পারল না এই দূর দেশ ও দুর্গম পথ পার হয়ে সে কি করে তার প্রভুর কাছে গিয়ে মিলিত হবে। তাদের ষড়যন্ত্র সফল হলে সে আচমেত জেকের কাছে কিছু পুরস্কার পেত। কিন্তু আর তার কোন উপায় রইল না। এদিকে ওপার নগরীতে আবার গিয়ে সোনা আনারও কোন উপায় রইল না।

সেদিন রাত্রিতে তাদের ছোট্ট শিবিরে আগুনের আলোয় টারজন তার থলিটা খুলে সেই রত্নগুলো আবার দেখতে লাগল। ওয়ারপার তাকে জিজ্ঞাসা করল সে কোথায় ওগুলো পেয়েছে। টারজন তার উত্তরে বলল, ওপারনগরীর মন্দিরের তলায় একটা ঘরে সে এগুলো পেয়েছে। কিন্তু ওগুলো রংবেরঙের কতকগুলো পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে ওগুলো সে একটা গলার হারে বসিয়ে সেই হারটা পরবে।

ওয়ারপার দেখল টারজন ঐসব রত্নগুলোর দাম জানে না। এ বিষয়ে তার কোন ধারণা নেই। ফলে সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া সহজ হবে। ওয়ারপার টারজনকে বলল, আমাকে ওগুলো একবার দেখতে দাও।

টারজন তখন সেগুলোর উপর একটা হাত চাপা দিয়ে পশুর মত দাঁত বার করে তেড়ে এল ওয়ারপারকে। ওয়ারপার তার হাতটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতেই টারজন আবার আগের মত সেই ধাতুগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগল এবং সহজভাবে কথা বলতে লাগল ওয়ারপারের সঙ্গে। খাবার সময়ও এই ধরনের কাণ্ড ঘটত মাঝে মাঝে। টারজন কোন কিছু শিকার করার পর শিকারের মাংস সে স্বেচ্ছায় খেতে দিত ওয়ারপারকে। কিন্তু ওয়ারপার যদি কখনো টারজনকে না বলে সে মাংসের উপর হাত দিত তাহলে পশুদের এক ঈর্ষান্বিত হিংস্রতায় দাঁত বার করে তাকে তেড়ে আসত টারজন। ওয়ারপার বুঝতে পারল না শুধু মাথায় আঘাত লাগার জন্য এ ধরনের পরিবর্তন কি করে

হলো টারজনের।

ওয়ারপার ভাবল, সে যেমন করে হোক টারজনের দৃষ্টি এড়িয়ে আচমেত জেকের কাছে চলে যাবে। দুটো কারণে সে যেতে পারছিল না। প্রথম কথা, তার হাতে মাত্র একটা খড়্গ ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বিনা আগ্নেয়াস্ত্রে পথ চলা অসম্ভব। তাছাড়া মূল্যবান ধাতুগুলো ছেড়ে যেতে মন সরছিল না তার। এই ধাতুগুলো সে কোনরকমে একবার করায়ত্ত করতে পারলে এগুলো সম্পূর্ণ তার হত। আচমেত জেক এগুলোর কিছুই জানতে পারত না। এই মূল্যবান ধাতুগুলো পেলে তা বিক্রি করে আমেরিকা অথবা তার দেশের রাজধানী ব্রাসেলস্‌এ চলে যাবে।

ওপার থেকে বার হবার পর তিন দিনের দিন টারজন পথে যেতে যেতে তাদের পিছন দিক থেকে আসতে থাকা কিছু লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় বাতাসে গন্ধ পেল মানুষের। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টারজন। ওয়ারপার কিন্তু তার কিছুই বুঝতে পারল না।

ওয়ারপারকে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে টারজন অপেক্ষা করতে লাগল অন্য একটা ঝোপের ধারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দেখল পঞ্চাশজন কৃষ্ণকায় নিগ্রো দুটো করে হলুদ রঙের সোনার তাল বয়ে নিয়ে আসছে। তাদের সামনে একজন সশস্ত্র নিগ্রো যোদ্ধা চারদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে তাকাতে পথ চলছে। ওয়ারপার তাদের দেখে বুঝতে পারল এই লোকগুলোকেই টারজনের সঙ্গে ওপার নগরীর পথে যেতে দেখেছে সে। কিন্তু সে দেখল টারজন বাসুলি ও ওয়াজিরিদের চিনতে পারল না।

ওয়াজিরিরা চলে গেলে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। টারজন বলল, আমি ওদের সবাইকে হত্যা করব।

ওয়ারপার বলল, কেন?

টারজন বলল, কারণ ওরা কৃষ্ণকায় নিগ্রো। ওরাই আমার মা কালাকে বধ করেছে।

ওয়ারপার টারজনকে বুঝাল, ওদের না মেরে ওদের পিছু পিছু গিয়ে ওদের অনুসরণ করো। তাহলে আমরা এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এমন একটা দেশে গিয়ে পড়ব যেখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে।

ওয়ারপার ভাবল, ওয়াজিরিরা ঠিক টারজনের বাংলোর দিকে যাবে এবং সোনার তালগুলো বাংলো বা বাংলোর কাছাকাছি কোথাও রাখবে। সেই জায়গাটা ও দেখে নেবে। তাহলে আচমেত জেককে নিয়ে এসে সেই সোনা সহজেই উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবে। তাছাড়া বাংলোর কাছে যেতে পারলে ও সহজেই আচমেতের শিবিরে চলে যেতে পারবে। কারণ এ অঞ্চলের পথ তার চেনা।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করে অনেক বনপথ ও পাহাড় পার হয়ে অবশেষে ঘাসে ঢাকা এক বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের ধারে এসে পৌছল। দেখল ওয়াজিরিদের দলটা সার বেঁধে সেই সমতলক্ষেত্রের উপর দিয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে চলেছে। ওয়ারপার জায়গাটা দেখেই চিনতে পারল। কিন্তু টারজন কিছুই চিনতে পারল না।

আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ওয়ারপার। বাংলোটার যেখানে সেখানে কিছু ধ্বংসস্তুপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে। বিরাট খামারবাড়িরও কোন চিহ্ন নেই। সে যেন নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবে কি আচমেত জেক তার চিঠি পেয়ে এসে নিজেই এই ধ্বংসকার্য সাধন করে গেছে ?

বাংলোর কাছে গিয়ে তার ব্যবস্থা দেখে বাসুলি আর ওয়াজিরিরাও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এই ব্যাপক ধ্বংসকার্যের কোন কারণ খুঁজে পেল না। তারা শুধু দেখল আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে গোটা বাংলো বাড়িটা। গোটা খামারটাও পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। এখানে সেখানে কিছু গলিত মৃতদেহের অংশ পড়েছিল। বাসুলি তার লোকদের বলল, আরবরাই একাজ করেছে।

প্রচণ্ড রাগে তার সর্বাঙ্গ জলছিল।

একজন ওয়াজিরি বলল, আমাদের লেডী কোথায় ?

টারজনের স্ত্রী লেডী গ্রেস্টোককে তারা লেডী বলত। বাসুলি বলল, আমাদের মালিকের স্ত্রী ও আমাদের স্ত্রীদের ধরে নিয়ে গেছে আরবরা।

ওয়াজিরিরা তখন প্রতিশোধ বাসনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। একজন ওয়াজিরি বর্শাটা তুলে এক বর্বর হিংস্রতায় চীৎকার করে উঠল।

বাসুলি বলল, এখন কাজের সময় বৃথা চীৎকার করে লাভ নেই। এখন কিছু খাওয়ার পর আরবদের সন্ধানে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। দেরী হয়ে গেলে ওদের আর ধরতে পারব না আমরা। আমাদের স্ত্রীদেরও উদ্ধার করতে পারব না।

নদীর ধারে নলখাগড়ার বনের আড়াল থেকে টারজন আর ওয়ারপার দেখল বাংলোর কাছে একটা বড় খাল কেটে সোনার তালগুলো সব পুঁতে রাখল ওয়াজিরিরা। তারপর একটা অস্থায়ী শিবির গড়ে তুলে বিশ্রাম করতে লাগল।

টারজন আর ওয়ারপারের যে একটুকরো উদ্বৃত্ত মাংস ছিল তা তারা ভাগ করে খেয়ে নিল। ওয়ারপার জানত ওয়াজিরিরা লড়াকু জাত। তাদের স্ত্রীদের যারা ধরে নিয়ে গেছে তাদের ওরা ছাড়বে না সহজে। তাই ওরা একটু পরে আরবদের সন্ধানে অবশ্যই বেরিয়ে পড়বে। সে একবার ভাবল, সে তার আগেই আচমেতের শিবিরে চলে গিয়ে তাকে সাবধান করে দেবে ওয়াজিরিদের সম্ভাব্য অভিযান সম্বন্ধে। আর সেই সঙ্গে তাকে এখানে এনে সোনার তালগুলো

উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। লেডী গ্রেস্টোককে নিয়ে আচমেত জেক কি করছে বা করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না সে। সে দেখল এই সোনার তালগুলো লেডী গ্রেস্টোকের থেকে অনেক দামী।

কিন্তু তার আগে টারজনের কাছে যে মহামূল্যবান রত্ন বা ধাতুগুলো আছে সেগুলোর আবেদন অস্বীকার করতে পারল না সে। তাই সে সেগুলোকে ছেড়ে যেতেও পারল না এই মুহূর্তে। কিন্তু টারজনের দৈত্যাকার চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সেগুলোকে হাত করার কোন আশাই করতে পারল না সে।

ভাবতে ভাবতে হাতে মাথা রেখে সেইখানেই শুয়ে পড়ল সে। দেখল টারজন তাকে লক্ষ্য করছে। একটু আগে ওয়াজিরিরা যেভাবে সোনার তালগুলো পুঁতে রেখেছিল সেও সেইভাবে তার প্রিয় পাথরগুলো পুঁতে রাখতে চায় যাতে কেউ সেগুলো নিয়ে যেতে না পারে। কিন্তু পোঁতার সময় কেউ যেন তা দেখে না ফেলে। এইজন্যই সে লক্ষ্য করছিল ওয়ারপারকে।

ওয়ারপার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ার ভান করতে লাগল। তার নাক ডাকতে লাগল। মনে হলো সে যেন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু টারজন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর যখন বুঝল ওয়ারপার সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন সে তার ছুরিটা দিয়ে মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে রত্নভরা থলিটা রেখে মাটি চাপা দিয়ে দিল। ওয়ারপার তা দেখল।

অনেকক্ষণ পর ওয়ারপার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল টারজন ঘুমিয়ে পড়েছে। সে অনেক শব্দ করে যখন দেখল টারজন জাগল না তখন সে তার খড়্গাটা দিয়ে সেই জায়গার মাটি খুঁড়ে থলিটা বার করে নিয়ে নিজের পকেটে ভরে রাখল। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল।

ওয়ারপার একবার ভাবল যাবার আগে তার হাতের খড়্গাটা দিয়ে ঘুমন্ত টারজনের গলাটা কেটে দিয়ে যাবে। তাহলে আর কখনো ধরা পড়ার ভয়টা থাকবে না।

এই ভেবে ঘুমন্ত টারজনের গলার উপরে তুলে ধরল তার হাতের খড়্গাটা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এদিকে মুগাম্বি একা আরবদের অনুসরণ করে চলেছিল নীরবে নিঃশব্দে। প্রতিশোধবাসনার আগুন বাসুলিদের মতই তার বুকের মাঝেও সমানে জ্বলছিল।

কিন্তু আরবরা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল আর সে আহত ও ক্লান্ত দেহটা কোনরকমে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তাই আরবদের অনেকটা পিছনে পড়ে গিয়েছিল সে।

কিন্তু দিনকতকের মধ্যেই গায়ে আবার শক্তি ফিরে পেল মুগাম্বি। ফিরে পেল সেই তেজ আর উদ্যম।

আচমেত তার শিবিরে পৌঁছেই তার বিশ্বস্ত সহকারী লেফটন্যাণ্ট আলবার্ট ওয়ারপারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার বন্দিনী জেন পথকষ্টের থেকে তার ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেক বেশী কষ্ট পাচ্ছিল মনে মনে। তাকে নিয়ে কি করবে সেকথার কিছুই জানায়নি আচমেত জেক।

জেন ভাবল আচমেত যদি তাকে টাকার জন্য ধরে নিয়ে আসে তাহলে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আবার সে ভাবল আচমেত বোধহয় তাকে কোন নিগ্রো বা তুর্কী রাজার হারেমে বিক্রি করে দেবার উদ্দেশ্যেই ধরে এনেছে।

কিন্তু জেন শক্ত ধাতুতে তৈরি বলে বিপদে ভয় পায় না সে। কখনো কোন অবস্থাতেই আশা ত্যাগ করে না। তাছাড়া তার দৃঢ় ধারণা তার স্বামী যতদিন বেঁচে আছে ততদিন তার মুক্তির জন্য কোন চিন্তা নেই। একদিন না একদিন তার স্বামী তাকে মুক্ত করবেই। সে ওপার নগরী থেকে ফিরে এসেই সব কিছু শুনে আরবদের এই শিবির অবশ্যই আক্রমণ করবে। তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির দ্বারা বাতাসে গন্ধ শুঁকে সে আরবদের খুঁজে বার করবেই।

এইভাবে জেন যখন তার স্বামীর কথা ভাবছিল তখন হঠাৎ ওয়ারপার একসময় শিবিরে এসে হাজির হলো। টারজনের কাছ থেকে পালিয়ে এসে দিনরাত পথ চলে কোনরকমে চলে এসেছে সে।

এদিকে মুগাম্বিও আরবদের খোঁজে পথ চলে চলে এই শিবিরের কাছে এসে একটা গাছের উপর থেকে শিবিরটাকে লক্ষ্য করতে থাকে। এমন সময় সে দেখে ওয়ারপার ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই গাছের তলা দিয়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছে। প্রথমে সে ওয়ারপারকে দেখেই চিনতে পারে। এই শ্বেতাঙ্গই তাদের মালিক বড় বাওনার বাড়িতে একদিন অতিথি হিসাবে ছিল। তাকে দেখে তাকে ডাকতে যাচ্ছিল সে।

কিন্তু মুগাম্বি যখন দেখল ওয়ারপার স্বচ্ছন্দে আরবদের শিবিরে ঢুকে গেল এবং শিবিরের সবাই তাকে চেনে তখন সে বুঝতে পারল আসলে সে বিশ্বাসঘাতক। সে খবর দেওয়াতেই বড় বাওনার অনুপস্থিতিতে আরবরা বাংলো আক্রমণ করে তাদের প্রভুপত্নীকে ধরে নিয়ে আসে এবং বাংলো আর খামারটা পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

আচমেত জেকের সিল্কের তাঁবুতে ওয়ারপার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল আচমেত। বলল, কি ব্যাপার?

ওয়ারপার টারজনের কাছ থেকে যে মুক্তোর থলিটা চুরি করে আনে তার কথা ছাড়া যা যা ঘটেছিল সব বলল। থলিটা সে সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিল। সোনার তালগুলো বাংলোর পাশে ওয়াজিরিরা পুঁতে রেখেছে শুনে আচমেতের লোভ বেড়ে গেল। ওয়ারপার আরো জানাল ওয়াজিরিরা তার শিবির আক্রমণ করতে আসছে।

আচমেত বলল, আগে ওরা আসুক। ওদের সবাইকে হত্যা করার পর সোনাগুলো তুলে আনার কাজ খুবই সহজ হবে।

ওয়ারপার বলল, টারজনের স্ত্রীকে কি করবে?

আচমেত বলল, ওকে উত্তরাঞ্চলের কোন দেশে বিক্রি করে দেব। মোটা দাম পাওয়া যাবে।

ওয়ারপার তাতে সম্মতি জানাল। সে ভাবল আচমেতকে বলে তার মত করিয়ে সে লেডী গ্রেস্টোককে নিয়ে উত্তরের দিকে রওনা হয়ে তার মুক্তির পথ করে নেবে। এছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই। আচমেত জেক কোন বন্দীকে ছাড়ে না। কেউ লুকিয়ে পালিয়ে গেলে পরে সে ধরা পড়ে আর তখন তার প্রাণ যায়। সে তাই ভাবল, একাজের ভার পেলে সে আর সোনার ভাগের কথা ভাববে না।

সে তাই আচমেতকে বলল, কে তাকে নিয়ে যাবে উত্তর দিকে?

আচমেত জেক ভাবতে লাগল। সে নিজে কিছুতেই লেডী জেনকে নিয়ে যাবে না। কারণ সোনার তালগুলো লেডী জেনের থেকে অনেক বেশী দামী। ভাবতে লাগল সেই সোনার তালগুলো কিভাবে নিজে গিয়ে তুলে আনবে। আবার অন্য কোন আরবকে পাঠালেও কাজ হাসিল হবে না। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে টাকা নিয়ে পালাতে পারে। কিন্তু ওয়ারপার বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। সে বিশ্বস্ততার প্রচুর প্রমাণ দিয়েছে আগে। তাই সে তাকেই পাঠাবে।

সে তাই ওয়ারপারকে বলল, সোনা আনতে আমাদের সকলের যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। তুমিই গ্রেস্টোককে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। আমি নিজে যাব গুপ্তধনের সন্ধানে। আমাদের সকলেরই আপন আপন কাজ হয়ে গেলে এখানেই আবার দেখা হবে।

এই বলে সে স্নান আর দাড়ি কামানোর কাজগুলো সারতে গেল তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটায়। অনেকদিন পর দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে আয়নাটা ধরে মাথা আঁচড়াল, তারপর একটা সিগারেট খেতে খেতে কোমরে বেল্ট লাগাল সে।

ওয়ারপার দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিজের মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল। সে তারপর চেয়ারে বসে আর একটা সিগারেট ধরাল। তাঁবুতে কেউ নেই দেখে সে কোমর থেকে মুক্তোর থলিটা বার করে সেগুলো গুণতে লাগল। এমন সময় তার আয়নায় আচমেত জেকের

ছবিটা ভেসে উঠল। দরজার বাইরে থেকে আচমেত তাকে লক্ষ্য করছিল। দরজার দিকে পিছন ফিরে আয়নার দিকে মুখ করে থাকায় সে তাকে দেখতে পায়নি। ওয়ারপার এবার ভয় পেয়ে গেল। বুঝতে পারল আর তার পরিত্রাণ নেই। আচমেত জেক যখন মুক্তোগুলো দেখতে পেয়েছে তখন সে সেগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করবে তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য।

ওয়ারপার তার শোবার জন্য বিছানা পেতে বিছানায় না শুয়ে প্রহরীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে রাতের অন্ধকারে শিবির থেকে গোপনে বেরিয়ে গেল।

এদিকে গভীর রাতে আচমেত একটা ছুরি নিয়ে ওয়ারপারের তাঁবুতে ঢুকে তার বিছানাটা দেখে ভাবল ওয়ারপার কম্বল চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ভেবে সে বারবার বিছানাটার উপর তার ছুরিটা বসাতে লাগল। কিন্তু যখন সে দেখল ওয়ারপার বিছানায় নেই, পালিয়ে গেছে, তখন সে আরবদের ডাকাডাকি করে ওয়ারপারের খোঁজে চারদিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল ওয়ারপারের খোঁজে।

মুগাম্বি শিবিরের কাছে একটা গাছের উপর পাতার আড়াল থেকে সবকিছু দেখছিল। সে এই অবসরে অর্থাৎ আরবরা সবাই বেরিয়ে পড়লে গাছ থেকে নেমে ধীরে ধীরে সাবধানে শিবিরে গিয়ে তাদের প্রভুপত্নী জেনের খোঁজ করতে লাগল। দেখল কয়েকজন নিগ্রো প্রহরী পাহারা দিচ্ছে শিবিরে।

মুগাম্বি শুনল একজন প্রহরী আর একজন প্রহরীকে বলল, বন্দিনী এই ঘরেই আছে ত?

অন্য প্রহরী বলল, হ্যাঁ, এই ঘরেই আছে।

এই বলে সে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল। মুগাম্বি বুঝতে পারল এই ঘরেই তাদের মালিকপত্নী বন্দিনী অবস্থায় আছে। মুগাম্বি তার হাতের বর্শাটা দিয়ে প্রহরীর মাথায় মারতেই সে অচৈতন্য হয়ে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। মুগাম্বি তখন ঘরের ভিতরটা খুঁজে দেখল। কিন্তু লেডী জেনকে কোথাও দেখতে পেল না।

সপ্তম অধ্যায়

ঘুমন্ত টারজনের গলা কাটার জন্য ওয়ারপার উদ্যত হতেই অদূরে একটা সিংহের শব্দ পেয়ে পালিয়ে গেল সে। ঝোপঝাড় ভেঙে সিংহটা যখন এগিয়ে

আসছিল তখন তার শব্দে টারজন জেগে ওঠে ঘুম থেকে। উঠেই সে বর্শা হাতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে আক্রমণের জন্য।

কিন্তু টারজন যা ভেবেছিল তা হলো না। সিংহটা কি মনে করে পিছন ফিরে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। টারজন এবার খেয়াল করে দেখল তার সঙ্গী কাছে নেই। সে একবার ভাবল তার সঙ্গী ওয়ারপার হয়ত সিংহের ভয়ে পালিয়ে গেছে অথবা তাকে অন্য একটা সিংহ এসে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু সেখানকার মাটিটা ভাল করে পরীক্ষা করে সে দেখল, ওয়ারপার একাই স্বেচ্ছায় পালিয়ে গেছে। যাই হোক, সে আর এ বিষয়ে কোন চিন্তা না করে একটা গাছের উপরে উঠে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল পর্যন্ত ঘুমোল টারজন। তারপর ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতেই উঠে পড়ল। সে গাছ থেকে দেখল ওয়াজিরিরা আর তাদের নেতা বাসুলি রান্না খাওয়া সেরে তাদের অস্থায়ী আস্তানা ছেড়ে আরবদের খোঁজে চলে গেল। সে অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেও তাদের চিনতে পারল না।

ওয়াজিরিরা তার দৃষ্টিপথ হতে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর গাছ থেকে নেমে টারজন বনের ধারে মাঠের উপর চলতে থাকা একটা জেব্রাকে বধ করে তার কাঁচা মাংস খেল। তারপর সে যখন নদীতে জল থেকে ফিরে আসছিল তখন একটা গণ্ডার তাকে আক্রমণ করতেই সে তার বর্শাটা গণ্ডারটার বাঁ দিকের বুকের উপর আমূল বসিয়ে দিল। তখন কয়েকটা সিংহ গণ্ডারটাকে আক্রমণ করল। টারজন সরে গিয়ে তাদের লড়াই দেখতে লাগল। সে দেখল বর্শাটা গণ্ডারের দেহের ভিতর অনেকখানি ঢুকে গেলেও সেই অবস্থাতেই দু তিনটে সিংহকে মেরে ফেলল। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল গণ্ডারটা। টারজন তখন বর্শাটা তার দেহ থেকে বার করে সেটা নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

টারজন নদীতে আবার জল খেয়ে এসে যখন একটা গাছের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল তখন তারই সন্ধানে ওপার নগরীর মন্দিরের প্রধানা পূজারিণী লা তার সশস্ত্র এক বাহিনী নিয়ে সেইখানে চলে আসে। লা-এর দলে মন্দিরের সেই ভয়ঙ্কর চেহারার পুরোহিতগুলোর সঙ্গে তিন-চারটে বড় বড় বাঁদর-গোরিলাও ছিল। তারা বাতাসে গন্ধ শুঁকে ও শব্দ শুনে পলাতক টারজন আর ওয়ারপারের উপস্থিতির কথা বলে দেবে।

পুরোহিতদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা করে ছুরি আর একটা করে খাঁড়া ছিল। লা-এর দলে যে ক'জন বাঁদর-গোরিলা ছিল তাদের মধ্যে একজন বাতাসে গন্ধ শুঁকে বলল, সেই বড় শ্বেতাঙ্গ বাঁদরটা একটা গাছে ঘুমোচ্ছে, আমরা তাকে মেরে ফেলতে পারি।

কিন্তু তার অনুচরদের আদেশের সুরে বলল, না, তাকে মেরো না। তাকে জীবন্ত আমার কাছে ধরে আনো। আমি প্রতিশোধ নেব। যাও, কোন শব্দ করো না।

ওরা পা টিপে টিপে বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখল, সেই গাছের একটা ডালে টারজন তখনো ঘুমোচ্ছিল। তিনটে বাঁদর-গোরিলা গাছের উপর উঠে গিয়ে টারজনকে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। টারজন যথাসম্ভব লড়াই করল তাদের সঙ্গে। অনেককে কামড়ে দিল। কিন্তু একজনের সঙ্গে পেরে উঠল না। সকলে মিলে যখন একযোগে টারজনকে আক্রমণ করল ওরা তখন লা এসে হুকুম করল, ওকে মেরো না, বেঁধে ফেল। তারপর আমার কাছে নিয়ে এস।

টারজনকে শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেলে লা তার পুরোহিতদের বলল, আমার জন্য একটা ছোটখাটো শিবির বানিয়ে দাও। গাছের ডালপালা ও কাঠ দিয়ে লা-এর রাত্রিবাসের জন্য একটা আশ্রয় তৈরী করে দিল তারা। তখন লা বলল, বন্দীকে আমার শিবিরে রেখে এস। শিবিরে অনেক কাঠ এনে চিতার মত করে সাজাও। আজ সারারাত ধরে বন্দীর উপর পীড়ন চালাব আমি। কাল সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর হৃৎপিণ্ডটা সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেব।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল বনভূমিতে। শিবিরের ভিতর হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে থাকা টারজনের সামনে ছুরি হাতে পায়চারি করতে লাগল লা। লা একবার বড় গলায় টারজনকে বলল, আমাদের দেবতার খড়্গ নিয়ে পালিয়ে এসেছ তুমি। সে খড়্গ কোথায়? টারজন বলল, আমার সঙ্গে যে লোকটা ছিল সে তা নিয়ে পালিয়েছে। তারই কাছে ছিল সেটা। আমাকে ছেড়ে দিলে আমি তাকে ধরে আনতে পারি এবং খড়্গটাকে ফিরিয়ে দিতে পারি।

লা হেসে উঠল হো হো করে। তার মুখপানে তাকিয়ে টারজনের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। সে বেশ বুঝতে পারল লা-এর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধবাসনার হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। এবার তাকে মরতেই হবে। তবে দীর্ঘায়িত পীড়নের থেকে মৃত্যু অনেক ভাল। তবু মৃত্যু আর পীড়নের যন্ত্রণার কথা ভেবেও একটুও ভয় পেল না টারজন। মুক্তির জন্য সে কোন অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে প্রাণভিক্ষা করল না। সে শুধু হাসিমুখে লা-এর মুখপানে তাকাতে লাগল।

সন্ধ্যে হতেই লা টারজনের পাশে ছুরি হাতে পায়চারি করতে করতে এক-সময় বসে ছুরির তীক্ষ্ণ ডগাটা টারজনের পাঁজরের উপর ঠেকিয়ে অল্প অল্প করে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু তাকে মারতে গিয়েও মারতে পারল না। তার সুগঠিত দেহ আর সুন্দর দেবোপম মুখখানার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল

সে। দেবতার মত সুন্দর এই লোকটাকে দেখার আগে আর কোন মানুষ জীবনে দেখেনি সে। একে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীরূপে কল্পনা করেছিল মনে মনে। কারণ এর সঙ্গে তার মিলনে যে সন্তান হবে সেই সন্তানই তাদের সভ্যতা আর বংশধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তা না হলে কদাকার চেহারার পুরোহিতদের মধ্যে একজনকে স্বামীরূপে বেছে নিতে হবে তাকে। তাহলে তার সন্তান সন্ততিরাও সেইরকম হবে। ভাবতে গিয়ে ভয়ে শিউরে ওঠে সে।

লা এবার বসে পড়ল টারজনের পাশে। টারজনের সুন্দর মুখখানা দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে তার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে এল লা। তারপর পাগলের মত তার মুখটাকে চুম্বন করতে লাগল তার গলাটা জড়িয়ে ধরে। যে মানুষটি একদিন তার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে পালিয়ে এসেছে সেই মানুষটির কাছ থেকে তার প্রেমকে যেন জোর করে আদায় করে নিতে চায় সে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তার আশ্রমের মধ্যে তার দলের লোকদের চোখের আড়ালে লা টারজনের গোটা গাটায় হাত বোলাতে লাগল। বার বার চুম্বন করতে লাগল তার চোখে মুখে। এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে উন্মাদের মত অসংখ্যবার আলিঙ্গন ও চুম্বন করার পর টারজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। টারজনও লা-এর কোলে সবকিছু ভুলে সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ঘুমোতে লাগল।

সকালে পুরোহিতদের সমবেত স্তোত্রগানের শব্দ কানে আসতে ঘুম ভেঙ্গে গেল টারজনের। পরে লা-এর ঘুম ভাঙ্গল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে টারজনের দেহটাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে লা বলল, আমাকে ভালবাস টারজন। তাহলে তুমি বেঁচে যাবে।

টারজন সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে লা-এর দিকে পিছন ফিরে শুল। লজ্জা আর অপমানে মুখখানা লাল হয়ে উঠল লা-এর। সে চীৎকার করে তার লোকদের ডাকল, কই, জ্বলন্ত দেবতার পুরোহিতরা এস। বলিদানের জন্য প্রস্তুত হও।

আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অদ্ভুত চেহারার পুরোহিতগুলো লা-এর শিবিরের মধ্যে ঢুকে টারজনকে ধরে বাইরে নিয়ে এল। এবার তাকে জ্বলন্ত চিতার উপর তুলে দেওয়া হবে আর দেখতে দেখতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে তার দেহটা। কিন্তু লা একবার টারজনের দিকে আর একবার তার মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দিকে তাকাল। তারপর ভাবল টারজনের মৃত্যুর পর মন্দিরের প্রথা অনুসারে ঐ কিম্ভূত চেহারার প্রধান পুরোহিতকেই বিয়ে করতে হবে তাকে।

লা সত্যি সত্যি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। যে তাদের মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, তার প্রেম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে মরতেই হবে। জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে তাকে ভস্মীভূত হতে হবে। তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

ছুরিটা তুলে এগিয়ে এল লা। তার মুখটা ছিল সূর্যের দিকে। প্রধান পুরোহিতের হাতে একটা জলন্ত মশাল ছিল। চিতার আগুনের লেলিহান শিখাগুলো ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। টারজন নীরবে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছিল। সে বুঝতে পেরেছিল মৃত্যু তার অবধারিত। এমন সময় সে বুঝতে পারল তার মুক্তোর থলিটা চুরি গেছে। কিন্তু এখন সেকথা ভাববার তার সময় নেই।

লা তার চোখ দুটো মেলে তার মুখটা টারজনের মুখের কাছে সরিয়ে নিয়ে এল। টারজন দেখল তার চোখে জল। লা বলল, হে আমার টারজন, এখনো বল, তুমি আমায় ভালবাসো। এখনো তাহলে আমি আমার পুরোহিতদের ক্রোধের হাত থেকে তোমায় বাঁচাব। এই শেষবারের মত একটা সুযোগ তোমায় দিলাম। বল, উত্তর দাও।

শেষ সময় প্রধানা পূজারিণী লা-এর বুকে নারীসত্তা জেগে উঠল। সে বুঝল তার কুমারী অন্তরে এই মানুষটাই প্রথম প্রেমের আবেগ জাগায়। এ মানুষটা মরে গেলে তাকে ঐ পশুর মত কিম্ভুত চেহারার পুরোহিতটাকে বিয়ে করতে হবে। আর সেই পুরোহিতটা এক পাশবিক উদ্যমের সঙ্গে মশাল হাতে টারজনের জীবনাবসানের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে।

লা আবার টারজনকে বলল, বল, হ্যাঁ বা না উত্তর দাও।

এমন সময় জঙ্গলে একটা হাতির শব্দ শোনা গেল। টারজন জোরে অদ্ভুতভাবে একটা চীৎকার করল। লা আবার বলল, বল, আমার কথার উত্তর দাও।

টারজন কোন উত্তর দিল না। এবার সবাই দেখল জঙ্গলের ঝোপঝাড় ভেঙ্গে একটা হাতি গর্জন করতে করতে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। এবার লা টারজনের মুখপানে তাকিয়ে বুঝতে পারল টারজনই চীৎকার করে হাতিটাকে ডেকেছে এবং তাকে উদ্ধার করার জন্য হাতিটা আসছে।

টারজন বলল, হাতিটা আসছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ও আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। কিন্তু এখন ওর ডাক শুনে বুঝছি ও পাগলা হয়ে গেছে। এখন ও আমাকে বা যাকে পাবে তাকেই মেরে ফেলবে।

লাও বুঝল, টারজন ঠিকই বলেছে। সে অসহায়ভাবে পাথরের প্রতিমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। টারজন বলল, দেখ লা, আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না। কেন তা জানি না। তুমি সুন্দরী ঠিকই। কিন্তু ওপারে গিয়ে বাস করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। কিন্তু তাই বলে আমি তোমায় মরতে দিতে পারি না। হাতিটা এখনি এসে পড়বে। এখনো সময় আছে, তুমি আমার বাঁধন খুলে দাও। আমি তোমাকে বাঁচাব।

লা দেখল সাজানো কাঠের জলন্ত চিতা থেকে যেমন একই সঙ্গে ধোঁয়া আর আগুনের শিখাগুলো উপরের দিকে উঠছে তেমনি উন্মত্ত হাতিটাও ডালপালা ভেঙ্গে ক্রমশই তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে। পুরোহিতরা সবাই ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

লা তার পুরোহিতদের বলল, তোমরা সবাই পালাও।

এই কথা বলেই লা টারজনের বাঁধনগুলো সব কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র প্রতিবাদস্বরূপ পুরোহিতরা চীৎকার করে উঠল। তারা সবাই ছুটে এল লা-এর দিকে। সবচেয়ে রেগে গেল প্রধান পুরোহিত। কারণ সে জানত লা একমাত্র টারজনকেই ভালবাসে সারা জগতের মধ্যে। তাই টারজনের মৃত্যু ঘটলে সুন্দরী লাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে আর কোন বাধা থাকবে না।

প্রধান পুরোহিত তার হাতের খাঁড়া উঁচিয়ে লাকে বলল, বিশ্বাসঘাতক, নাস্তিক, অধর্মাচারী বন্দীকে তুমি ছেড়ে দিলে। এর জন্য তোমাকেও মরতে হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এল টারজন। সে প্রধান পুরোহিতের হাত থেকে খাঁড়াটা কেড়ে নিয়ে তাকে শূন্যে তুলে ধরে সজোরে পুরোহিতদের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল। লা ছুরি হাতে, টারজনের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল পরম গর্বের সঙ্গে। পুরোহিতগুলো হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। লা বুঝতে পারল টারজন যতক্ষণ তার কাছে থাকবে কেউ তার গায়ে হাত তুলতে পারবে না।

এমন সময় পাগলা হাতিটা সেখানে এসে হাজির হলো। টারজন সঙ্গে সঙ্গে লাকে তুলে নিয়ে কাছাকাছি একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। লা তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। এদিকে হাতিটা তখন একটা পুরোহিতকে শুঁড়ে ধরে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠুকে মেরে ফেলল আর দুজনকে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলল। তখন অন্যান্য সবাই যে যেখানে পারল ছুটে পালাল। হাতিটা তখন টারজন যে গাছের উপর চেপেছিল সেই গাছটার গুঁড়িতে চাপ দিতে লাগল। টারজন দেখল গাছটা সেই চাপে হেলে গেছে এবং একটু পরেই গাছটা উপড়ে যাবে। তখন সে লাকে নিয়ে শূন্যে লাফ দিয়ে আর একটা গাছে চলে গেল। এইভাবে গাছে গাছে অনেকটা দূরে চলে গেল।

হাতিটা তখন আর কাউকে না পেয়ে চলে গেল।

প্রথম প্রথম ভয় করছিল লা-এর। টারজন যখন তাকে পিঠে নিয়ে একটা গাছের ডাল থেকে অন্য একটা গাছের ডাল ধরছিল তখন নিচে মাটির দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল লা। পরে সে সাহস পেল। যে মানুষটিকে একটু আগে হত্যা করতে গিয়েছিল সেই মানুষটির জন্য সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে মঙ্গলকামনা করতে লাগল।

হাতিটা অনেক দূরে চলে গেলে টারজন লাকে নিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল। বলল, তোমার পুরোহিতদের ডাক।

লা বলল, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

টারজন বলল, আমি যতক্ষণ আছি কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না। ওদের ডাক, আমি কথা বলব ওদের সঙ্গে। তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

লা সুরেলা গলায় ওদের ভাষায় দু-তিনবার ওর পুরোহিতদের ডাকল। তারা তখন তেমনিভাবে ভ্রূকুটি করতে করতে রাগে ফুলে উঠে টারজনের কাছে এসে দাঁড়াল।

টারজন তখন ওদের বলল, তোমাদের প্রধানা পূজারিণী লা এখন নিরাপদ। সে আমাকে হত্যা করলে সে বাঁচতে পারত না এবং তোমাদের আরো অনেকেই মারা যেত। আমিই তাকে বাঁচিয়েছি। এবার তাকে নিয়ে তোমরা দেশে ফিরে যাও। আমি আবার জঙ্গলে ফিরে যাব। টারজন আর লা-এর মধ্যে চিরকাল শান্তি বজায় থাকবে। কি বলবে বল।

পুরোহিতরা টারজনের কথার উত্তরে ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাতে লাগল। তারা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করল। বিশেষভাবে তাদের প্রধান পুরোহিত জোর আপত্তি জানাতে লাগল। তারা কিন্তু লা-কে আর রাণী বা প্রধানা পূজারিণী হিসাবে মানবে না আর তাকে ওপারেও নিয়ে যাবে না। টারজনকেও তারা বলি না দিয়ে ছাড়বে না।

টারজন এবার অধৈর্য হয়ে বলল, তোমরা তোমাদের রাণীর আদেশ অবশ্যই মেনে চলবে। তাকে নিয়ে ওপারে চলে যাও। যদি একথায় রাজী না হও তাহলে আমি জঙ্গলের সব জন্তুদের ডাকব। তারা এসে তোমাদের সকলকেই মেরে ফেলবে।

পুরোহিতরা শান্ত হয়ে টারজনের কথাটা ভেবে দেখল। তারা সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রধান পুরোহিত বাধা দিতে লাগল। সে উত্তেজিত করতে লাগল অন্যান্য পুরোহিতদের। টারজন তখন পুরোহিতদের ডেকে বলল, তোমরা সবাই যখন আমার কথায় রাজী আছ তখন একজন কেন বাধা দেবে?

তারা বলল, আমাদের প্রধান পুরোহিত কাদিজ শুধু রাজী হচ্ছে না।

টারজন বুঝল তার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ কাদিজ রাজী হচ্ছে না। সে তখন তাদের বলল, তোমরা ওকে মেরে ফেল সবাই মিলে।

ওরা তখন কাদিজকে মারতে গেলে কাদিজ রাজী হয়ে গেল।

টারজন কাদিজকে ডেকে বলল, শোন পুরোহিত, লা তোমাদের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে ওপারের মন্দিরে। কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি তোমাদের, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনো তার গায়ে হাত দেয় তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত।

কাদিজ অনিচ্ছা সত্বেও রাজী হলো। শপথ করে বলল, সে লা-এর কোন ক্ষতি করবে না।

টারজন বলল, ওপার নগরীতে বর্ষার আগেই আমি যাব।

লা বলল, লা তোমার জন্য অপেক্ষা করবে। লা সারাজীবন তোমার প্রতীক্ষায় থাকবে।

ওরা চলে যেতেই টারজন গাছের উপর উঠে দূরে চলে গেল।

ওয়ারপার টারজনের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার দুদিন পর মুক্তোর থলিটার কথা মনে পড়ল টারজনের। হঠাৎ তার মনে হলো সে থলির পাথরগুলো নিয়ে খেলা করবে। কিন্তু থলিটা কাছে না থাকায় তার মনে পড়ল সেটা সে এক জায়গায় মাটির ভিতর পুঁতে রেখেছে। সে তাই গত দুদিন আগে যেখানে ওয়ারপারের সঙ্গে ছিল সেইখানে সোজা চলে গেল।

সেখানে গিয়ে ঠিক সেই জায়গায় ছুরি দিয়ে খুঁড়ল। কিন্তু থলিটা পেল না টারজন। সে কিছুটা ভেবে নিয়ে বুঝতে পারল ওয়ারপারই তার থলিটা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাই সে আর না ভেবে বা অপেক্ষা না করে সোজা পলাতক চোর ওয়ারপারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

ওয়ারপার দুদিন আগে চলে গেছে। তবু সে কোন্ দিকে গেছে বাতাসে তার গন্ধ পেল টারজন। সেই গন্ধের সূত্র ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল। তার শুধু ঘ্রাণশক্তি প্রখর নয়, তার শ্রবণেন্দ্রিয়ও খুবই তীক্ষ্ণ।

দিনরাত হেঁটে যেতে লাগল টারজন। মাঝে মাঝে শুধু এক একবার শিকারের জন্য থামতে লাগল। মাঝে মাঝে এক একদল ওয়াজিরির দেখা পাচ্ছিল সে। কিন্তু সে তাদের চিনতে পারছিল না। ওয়াজিরিরাও আরবদের শিবিরে যাচ্ছিল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

টারজন যখন আরবদের শিবিরের কাছে গিয়ে পৌছল শিবিরের কাছাকাছি একটা গাছ থেকে বাতাসে গন্ধ শুঁকে বুঝল সে যার খোঁজ করছে সেই লোকটা এই শিবিরেই আছে। সে দেখল আরবরা সংখ্যায় অনেক। সুতরাং কোন না কোন ছল চাতুরীর আশ্রয় নিতে হবে তাকে।

গাছের উপর পাতার আড়ালে বসে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল টারজন। তারপর যখন শিবিরের পথে পথে লোক চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, রাত যখন গভীর হয়ে উঠল এবং একমাত্র কিছু পাহারাদার ছাড়া আর সবাই শুতে চলে গেছে আপন আপন তাঁবুতে, তখন গাছ থেকে নেমে পড়ল টারজন।

তার হাতে একটা ফাঁসের দড়ি আর কোমরে একটা ছোরা ছিল। শিবিরটা চারদিক পাচিল দিয়ে ঘেরা। গেটটা বন্ধ। ভিতরে সারবন্দী অনেক তাঁবুর ঘর। টারজন গেটটা তার দড়ির সাহায্যে পার হয়ে লাফ দিয়ে ওদিকে পড়ল।

পথের দুপারে যেসব সারবন্দী কুঁড়েগুলো রয়েছে সেগুলো সব খুঁজে খুঁজে দেখা সম্ভব নয়। তা না করে তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির উপর নির্ভর করল টারজন। একটা ঘরের সামনে এসে ওয়ারপারের কিছুটা গন্ধ পেল সে। কিন্তু বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে কারো কোন সাড়া শব্দ পেল না। টারজন তাঁবুর একটা দিক তুলে ভিতরে প্রবেশ করে দেখল ঘরের মধ্যে কেউ নেই। আসলে গন্ধটা কোন উপস্থিত জীবন্ত মানুষের নয়। অর্থাৎ মানুষটা এই ঘরে একসময়

ছিল, এখন নেই। ঘরের ভিতরটা খুঁজে তার মুক্তোর থলিটারও কোন সন্ধান পেল না। শুধু বিছানার উপর কতকগুলো চাদর আর কম্বল পড়ে থাকতে দেখল। বুঝল ওয়ারপার আজই কিছুক্ষণ আগে পালিয়েছে এখান থেকে।

সেই কুঁড়েটা থেকে বেরিয়ে টারজন শিবির সংলগ্ন আদিবাসীদের বস্তীতে চলে গেল। সেখানে একটা ঘরের কাছে এসে আবার পলাতক ওয়ারপারের কিছুটা গন্ধ পেল সে। গুঁড়ি মেরে ঘরটার মধ্যে ঢুকে দেখল ঘরটার পিছন দিকে একটা লোক বার হবার মত ফাঁক রয়েছে। বুঝল ঐ ফাঁকটা দিয়ে কিছু আগে লোকটা পালিয়ে গেছে অর্থাৎ সে এ ঘরেও ঢুকেছিল। কিন্তু এ ঘরের মধ্যে আর একটা গন্ধ পেল টারজন এবং সে গন্ধ হলো এমন এক নারীর যার সঙ্গে অতীতে তার এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এখন তার কথা মনে করতে পারছে না সে। টারজন দেখল সেই নারীর গন্ধটা ওয়ারপারের গন্ধের সঙ্গে মিশে রয়েছে। মনে হলো সেই নারী এই ঘরে ছিল এবং এই ঘর হতে দুজনে চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক অজানিত অব্যক্ত ঈর্ষার আবেগ জেগে উঠল টারজনের মধ্যে। পরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার সে গন্ধের সূত্র ধরে ওয়ারপারের খোঁজে এগিয়ে যেতে লাগল।

নবম অধ্যায়

ওয়ারপার সেদিন রাতে তাঁবু থেকে বেরিয়েই জেন যে কুঁড়েটাতে বন্দী হয়ে ছিল সেই কুঁড়েটার সামনে সোজা চলে যায়। কুঁড়েটার দরজার সামনে যে একজন পাহারাদার ছিল তার কানে কানে কি কথা বলে তার হাতে এক প্যাকেট তামাক দিতেই সে পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকেই ওয়ারপার দেখল সেখানে জেন নেই। ঘরের পিছনের দেওয়ালে একটা ফাঁক রয়েছে একটা মানুষ ঢোকার মত। ওয়ারপার বুঝল ঐ ফাঁকটা দিয়েই লেডী জেন পালিয়েছে।

লেডী জেন চলে যেতে ওয়ারপারের দুটো আশা নির্মূল হয়ে গেল। সে ভেবেছিল লেডী জেনের মত এক সম্ভ্রান্ত বৃটিশ মহিলা কাছে থাকলে পূর্ব উপকূল-ভাগে বৃটিশ উপনিবেশগুলোর সাহায্য পাবে। কারণ একমাত্র পূর্ব দিক ছাড়া

আর তিন দিকের পথ রুদ্ধ তার কাছে। উত্তর দিকে আছে আচমেত জেকের শিবির, দক্ষিণ দিকে আছে টারজনের খামার আর তার বিশ্বস্ত ওয়াজিরিরা। পশ্চিমদিকে আছে বেলজিয়ান উপনিবেশ যেখানে সে পলাতক হিসাবে ধরা পড়ে যেতে পারে কারণ সে তার উর্ধ্বতন অফিসারকে হত্যা করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে তাই মঁসিয়ে ফ্রেবুলত্‌ নামে এক ফরাসী ভদ্রলোকের ছদ্মনাম ধারণ করে লেডী জেনের সঙ্গে পুব দিক দিয়ে ইউরোপে চলে যাবে। আর একটা আশা করেছিল ওয়ারপার। সে ভেবেছিল লেডী জেনকে মিথ্যা করে বলবে তার স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। পরে তাকে আরববস্তী থেকে উদ্ধার করে মন জয় করে তাকে একদিন স্ত্রী হিসাবে লাভ করবে। কিন্তু লেডী জেন তার আগেই চলে যাওয়ায় তার দুটো আশাই বিফল হয়ে গেল।

যাই হোক, ঘর থেকে বেরিয়ে ওয়ারপার বনে যাবার পথ ধরল। তারপর বনে গিয়ে পুব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে লেডী জেন সেই কুঁড়ে ঘরটা থেকে বেরিয়ে ঘরের কাছে পড়ে থাকা একটা বাঁশ তুলে নিয়ে তার সাহায্যে গেট পার হয়ে সোজা বনে চলে গেল। কিন্তু বনে যেতে না যেতেই একটা সিংহের ডাক শুনে গাছে উঠে পড়ল। গাছে উঠে পাতার আড়াল থেকে দেখতে পেল জেন একটা আরব ঘোড়া ছুটিয়ে সেই-দিকেই আসছে। সে ভাবল আচমেত জেকের চর তাকে ধরতে আসছে। কিন্তু সে জানত না আসলে আরব অশ্বারোহীটা ওয়ারপারের খোঁজে বেরিয়েছে। সে যে শিবির ছেড়ে পালিয়ে এসেছে সেকথা তখনো জানতে পারেনি আচমেত জেক।

ওয়ারপার সেই পথেই এগিয়ে গিয়েছিল বেশকিছুটা। সে যেতে যেতে একসময় পিছন ফিরে দেখল একজন আরব অশ্বারোহী তার খোঁজ করতে আসছে। আরবটাকে দেখেই একটা গাছের উপর উঠে ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

পথের ধারে যে গাছটার উপর বসে ছিল ওয়ারপার সেই গাছটার উল্টো দিকে দেখল ঝোপের ধারে একটা সিংহ শিকারের আশায় ওৎ পেতে বসে আছে। সিংহটার দৃষ্টি ছিল তারই উপর। কিন্তু হঠাৎ একজন অশ্বারোহী কাছে এসে পড়ায় তার নজর পড়ল সেই অশ্বারোহী আরবটার উপর।

সিংহটা আরবটার উপর লাফ দিতেই ঘোড়াটা লাফিয়ে ওয়ারপারের কাছা-কাছি চলে এল। ওয়ারপার তখন সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটার শূন্য পিঠে উঠে তীর-বেগে ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে চলে গেল।

এদিকে টারজন ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে পড়ল। সে দেখল একটা সিংহ একটা লোককে বধ করে খাচ্ছে মৃতদেহটাকে। সে ভাবল হয়ত পলাতক ওয়ারপারকে বধ করেছে সিংহটা এবং মৃতদেহটার কাছে তার হারানো থলিটা পাওয়া যাবে। সে তাই সিংহটাকে প্রথমে চলে যেতে বলল। গাছের একটা

ডাল ভেঙে তার উপর ফেলে দিয়ে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু সিংহটা গেল না দেখে তার ধনুকে তীর যোজনা করে সিংহটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। তীরটা সিংহের একটা পাঁজরে লাগতেই সে ঘুরে টারজনকে আক্রমণ করল। টারজন আর একটা তীর ছুঁড়ে দিল। দুটো তীরই সিংহটার দেহে বিঁধে রইল। টারজন এবার বর্শাটা সিংহের বুকটায় গেঁথে দিল। তারপর সিংহটা কায়দা হয়ে পড়লে তীরদুটো তুলে নিল।

এবার মৃতদেহটাকে ভাল করে দেখল টারজন। মুণ্ডটা সিংহটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। দেখল, সে যা ভাবছিল তা নয়। মৃতদেহটায় আরবের পোশাক দেখে বুঝল সেটা কোন আরব অশ্বারোহীর এবং সেটা পলাতক ওয়ারপারের নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মনে হলো এটা পলাতক ওয়ারপারেরই মৃতদেহ এবং সে আরব শিবির হতে কোন এক আরবের পোশাক নিয়ে পরেছিল। তাই সে তার মুক্তোর থলিটার অনেক খোঁজ করল আশেপাশে। কিন্তু তা না পেয়ে হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। ভাবল সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার পর আরব শিবিরটা একবার খুঁজে দেখবে। এই ভেবে সে একটা গাছের উপর উঠে একটা ডালের উপর শুয়ে রইল।

গাছ থেকেই সে দেখতে পেল এক নিগ্রো যোদ্ধা পথ দিয়ে চলে যেতে যেতে সেই আরবের মৃতদেহটা একবার দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর সে তার পথে চলে গেল। আসলে সে ছিল মুগাম্বি, ওয়াজিরিদের নেতা। টারজনের স্মৃতিবিভ্রম ঘটায় সে তাকে চিনতে পারল না। সে তার মালিকপত্নীর খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। বনে যেতে যেতে মাঝে মাঝে 'লেডী' 'লেডী' বলে চীৎকার করছিল।

এদিকে যেপথে মুগাম্বি আর ওয়ারপার যাচ্ছিল সেই পথের ধারে এক জায়গায় আবদুল মুরাকের নেতৃত্বে একদল আবিসিনীয় সৈন্য শিবির খাটিয়ে বিশ্রাম করছিল। ওয়ারপার না জেনে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা সেই শিবিরে গিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বন্দী করে শিবিরে রেখে দেওয়া হলো।

আবিসিনীয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় মেনেলেক নামে যে সম্রাট ছিল আবদুল মুরাক ছিল তারই অধীনস্থ এক সামরিক অফিসার। আচমেত জেক মাস দুয়েক আগে মেনেলেকের রাজ্যে তার আদেশ অমান্য করে ক্রীতদাস ধরতে গিয়েছিল বলে তাকে ধরার জন্য মুরাকের অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেয় মেনেলেক।

ওয়ারপার বন্দী হবার পর মুগাম্বি শিবিরের কাছাকাছি বনের ভিতরে এক জায়গায় 'লেডী' 'লেডী' বলে চীৎকার করে উঠতেই কয়েকজন সৈনিক তার ডাক শুনে তাকে ধরে নিয়ে আসে, মুগাম্বি মুরাককে বলে সে এক স্থানীয় আদিবাসী এবং শিকারের জন্য বনে এসেছে। সুতরাং ছেড়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু মুরাক দেখল মুগাম্বির মত একজন শক্ত সমর্থ নিগ্রোকে ধরে নিয়ে গিয়ে সম্রাটের হাতে তুলে দিলে সে খুশি হবে তার উপর। এই ভেবে মুগাম্বিকেও বন্দী করে রেখে দেবার হুকুম দিল। মুগাম্বি ওয়ারপারকে দেখে তাকে মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্ হিসাবে চিনতে পারল। কিন্তু সে তাকে আরবদের শিবিরে যেতে দেখেছে এবং তার মালিকের সর্বনাশের ব্যাপারে তার হাত আছে বলে মনে হওয়ায় তাকে কোন কথা বলল না।

এদিকে ওয়ারপার যখন কথায় কথায় মুরাকের মুখ থেকে জানতে পারল আচমেত জেক তাদের শত্রু তখন সে বলল, সে আফ্রিকার জঙ্গলে শিকারে এসেছিল দলবল নিয়ে। কিন্তু পথে আচমেত জেকের লোকেরা তার দলের লোকদের অনেককে হত্যা করে বাকি লোকদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এখন সে সম্পূর্ণ একা।

তবু ওকে ছাড়ল না মুরাক। ওয়ারপার মুরাককে বলল, আচমেত জেকের কাছে অনেক আরবসৈন্য আছে আর সে তার সেনাদল নিয়ে এই দিকেই আসছে। সেকথা শুনে মুরাক তার লোকদের পরদিন সকালেই শিবির গুটিয়ে দেশে রওনা হতে হুকুম দিল।

পরদিন সকালেই তাঁবু গুটিয়ে দেশের পথে রওনা হলো ওরা। সঙ্গে ওয়ারপার আর মুগাম্বিকেও বন্দী অবস্থায় নিয়ে চলল। মুগাম্বি তার বন্দীত্ব নিয়ে মাথা ঘামাল না। সে কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করল না। সে বরং বলল, সে হাসিমুখে ওদের দেশে গিয়ে দাসত্ব করবে ওদের সম্রাটের। মনে মনে ভাবল, ওদের বিশ্বাস অর্জন করে যেতে যেতে একদিন ও সুযোগ করে নিয়ে পালিয়ে যাবে।

ওয়ারপারের কাছে মুক্তোভরা থলিটার সন্ধান পেয়ে তার সঙ্গে ভাব করল মুগাম্বি। তার প্রভু বা প্রভুপত্নীর কোন খবর সে জানে কি না তা তার কাছ থেকে জানার জন্য অনেক চেষ্টা করল সে। কারা তাদের বাংলো আক্রমণ করেছিল সেকথারও কিছু বলল না ওয়ারপার।

একদিন পথের ধারে একটা নদীর পারে শিবির স্থাপন করল আবদুল মুরাক। দুপুরের দিকে ওয়ারপার আর মুগাম্বি স্নান করতে গিয়েছিল নদীতে। ওয়ারপার যখন নদীর ঘাটের কাছে সেই মুক্তোর থলিটা নামিয়ে রেখে নদীতে নেমে সাঁতার কাটছিল মুগাম্বি তখন সেই থলিটা থেকে মুক্তোগুলো বার করে নিয়ে তার মধ্যে কতকগুলো ছোট ছোট পাথর ভরে রাখে। সে বেশ বুঝতে পারে এগুলো সে ওপার নগরী থেকে তার প্রভু টারজনের কাছ থেকে ঠিক চুরি করে এনেছে। এই থলিটা সে তার মালিকের কাছে দেখেছে এর আগে।

পরদিন সকালে মুরাক দেখল তার শিবির থেকে গতরাতে পালিয়ে গেছে মুগাম্বি। ওয়ারপার তার পকেটে হাত দিয়ে দেখল তার মুক্তোর থলিটা ঠিকই আছে।

দশম অধ্যায়

আচমেত জেক তার দুজন সহচরকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ওয়ারপারের খোঁজ করতে করতে বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার ধারে চলে এসেছিল। তার মন মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। ওয়ারপার তাকে ফাঁকি দিয়ে তার চোখে ধূলো দিয়ে চলে গেছে। তার উপর তার মুক্তোর থলিটাও নিয়ে গেছে। সুতরাং সে মুক্তো পাবার আর কোন আশা রইল না। তবু তার একটা সান্ত্বনা যে ইংরেজ মহিলাকে সে ধরে এনেছে সেই বাংলোটা থেকে, সে মহিলা এখনো বন্দী আছে তার শিবিরে এবং তাকে বিক্রি করে কিছু টাকা সে পাবে।

জঙ্গলে কিসের একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে আচমেত জেক তার সহচরদের একটা ঝোপের আড়ালে লুকোতে বলে নিজেও লুকিয়ে রইল। তখন দুপুরবেলা। ওরা বিশ্রামের জন্য ঘোড়া থেকে নেমে বসেছিল ফাঁকা জায়গায়।

ওরা তিনজনই তাকিয়েছিল একদিকে. সহসা গাছের আড়াল থেকে এক নারীমুখ বেরিয়ে এল। আচমেত জেক আশ্চর্য হয়ে দেখল এই নারীই তার বন্দিনী যে আজও তার শিবিরে বন্দী অবস্থায় আছে বলে সে একটু আগে ভাবছিল। সে নিজেকে কখন মুক্ত করে পালিয়ে এসেছে বনে তার কিছুই জানে না সে।

যাই হোক, আচমেত জেক দেখল লেডী জেন নামে বন্দিনী মহিলাটি তাদের দেখতে পায়নি এবং তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। হঠাৎ জেন তার পিছনে কিসের শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখল একটা বাঁদর-গোরিলা তার পিছু পিছু আসছে। জেন তাই ঘুরে অন্য দিকে পালাবার চেষ্টা করতেই আচমেত জেক আর তার দুজন সহচর তাকে ধরে ঘোড়ার উপর ওঠাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় দেখা গেল কোথা থেকে টারজন কতকগুলো বাঁদর-গোরিলাকে সঙ্গে করে সেইদিকে ছুটে আসছে। জেন টারজনকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলল, জন, ঠিক সময়েই এসে পড়েছ।

কিন্তু টারজন তাকে দেখে চিনতে পারল না। তার স্মৃতিবিভ্রম তখনো কাটেনি। তবু তার মনে হলো মুখটা যেন তার কত চেনা এবং তাকে যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে।

এই ভেবে আরবদের হাত থেকে জেনকে উদ্ধার করার জন্য তার বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে ছুটে গেল টারজন। কিন্তু আচমেত জেক নিজে টারজনকে লক্ষ্য করে তার রাইফেল থেকে একটা গুলি করে তার সহচরদেরও গুলি করতে

বলল। তাদের গুলিতে টারজন পড়ে গেল। একটা বাঁদর-গোরিলা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

এই অবসরে আরবরা জেনকে ঘোড়ায় চাপিয়ে চলে গেল। তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়ে জেনকে এবার সেই কুঁড়ে ঘরটায় হাত পা বেঁধে পুরে রেখে দিল। ঘরের দরজায় এবার দুজন পাহারাদার রাখল।

এদিকে আচমেত জেকের যেসব আরব অনুচরেরা ওয়ারপারকে খুঁজতে গিয়েছিল তারা একে একে ফিরে এল বিফল হয়ে। তারা এসে জানাল ওয়ারপারের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না কোথাও। এই খবর শুনে আচমেত জেকের রাগ আরো বেড়ে গেল। প্রচণ্ড রাগের চাপে ফুলতে ফুলতে তার সিল্কের তাঁবুর সামনে পায়চারি করতে লাগল অশান্তভাবে। বারবার বলতে লাগল, মৃত্যুদণ্ডই তার একমাত্র শাস্তি।

আরবরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে বাঁদর-গোরিলারা টারজনকে তুলে ধরল। টারজনের কাঁধের এক জায়গায় কিছুটা কেটে গেলেও আঘাত গুরুতর হয়নি। একটা বাঁদর-গোরিলা গুলির আঘাতে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় এবং আর একটা বাঁদর-গোরিলা আহত হয় টারজনের মত।

টারজন বাঁদর-গোরিলাদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আবার বাঁদর-গোরিলাদের রাজ্যে ফিরে এসেছি। আমার সঙ্গে চল তোমরা। আরবদের হাত থেকে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে।

বাঁদর-গোরিলারা বলল, এখন আমরা পূব দিকে শিকার করতে যাব। দিনকতক পরে শিকার থেকে এসে আরব শিবিরে যাব।

টারজন এতে রাজী হয়ে গেল। তাছাড়া তখন ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা হচ্ছিল তার। তবু জেনের সঙ্গে ওয়ারপার আর তার হারানো মুক্তোর থলিটা উদ্ধার করবার কথা ভেবে দেরী না করে অবিলম্বে আরব শিবিরে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলল টারজন। একথাটা সে বাঁদর-গোরিলাদের নতুন করে বুঝিয়ে বলল। কিন্তু একমাত্র তাগলাৎ আর চুলুক ছাড়া আর কেউ যেতে রাজী হলো না তার সঙ্গে। চুলুকের বয়স কম, কিন্তু খুবই শক্তিমান ও বুদ্ধিমান। তাগলাতের বয়স একটু বেশী হলেও সেও বেশ শক্তিমান।

অবশেষে এই দুজন বাঁদর-গোরিলা নিয়েই আরব শিবিরের দিকে রওনা হয়ে পড়ল টারজন। অন্যান্য বাঁদর-গোরিলারা অন্যদিকে শিকারের সন্ধানে চলে গেল। ঠিক হলো আরব শিবিরে কাজ সেরে টারজন ওদের দলের কাছে চলে যাবে। টারজন ভাবল একই সঙ্গে সেই মুখচেনা মেয়েটি আর মুক্তোর থলিটা উদ্ধার করে বাঁদরদের দলে গিয়েই বাস করবে। আর কোনদিন কখনো মানুষের সমাজে ফিরে যাবে না।

কিন্তু বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে কোন কাজ করা শক্ত। কোন সংকল্প দৃঢ়ভাবে বেশীক্ষণ মনে রাখতে বা তৎপরতার সঙ্গে কোন কাজ করতে পারে না।

টারজনের সঙ্গে যেতে যেতে পথে অকারণে দেরী করতে লাগল তাগলাৎ আর চুলুক।

শিবিরের কাছে যে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল তার ধারে একটা গাছের উপর লুকিয়ে শিবিরের লোকগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল একমনে। টারজন দেখল একজন আরব অশ্বারোহী শিবির থেকে বেরিয়ে এই দিকেই আসছে। টারজন ঠিক করল আরবটাকে মেরে পোশাকটা নিয়ে নেবে।

আরবটা ঘোড়ায় চেপে গাছটার তলায় আসতেই আচমকা গাছ থেকে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজন। তারপর আরবটার গলাটা দুহাত দিয়ে টিপে ধরে তাকে বধ করল। তার পোশাকটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার গাছে উঠে পড়ল টারজন। তাগলাৎ আর চুলুক পোশাকটা নেড়েচেড়ে ও শুঁকে দেখতে লাগল।

যাই হোক, টারজন তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে গাছের উপর চুপ করে বসে রইল ওৎ পেতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল আরবদের পোশাকপরা দুজন কৃষ্ণকার লোক গাছের তলা দিয়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টারজন ঐ দুজন নিগ্রোকেও হত্যা করে তাদের আরবী পোশাকগুলো খুলে নিল। গাছের উপর উঠে তারা তিনজনেই তিনটে আরবী পোশাক পরল। গাছের উপর থেকে শিবিরের ভিতরকার দুটো ঘরের দিকে লক্ষ্য করল টারজন। একটা কুঁড়ে হলো যেখানে এর আগে একদিন একজন মহিলার গন্ধ পায় আর অন্য ঘরটা যেখানে সে পলাতক ওয়ারপারের গায়ের গন্ধ পায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলে টারজন তার সঙ্গীদের নিয়ে শিবিরের গেটের কাছে গিয়ে হাজির হলো। গেটের পাঁচিলের উপর উঠে তার বর্শাটা নামিয়ে দিল। সেই বর্শাটা একে একে চুলুক আর তাগলাৎ ধরলে টারজন তাদের তুলে নিল। ওরা সবাই এবার শিবিরের আঙিনায় গিয়ে পড়ল।

তারা যখন বাতাসে গন্ধ শুঁকে বুঝল জেন সেই ঘরটাতেই বন্দী অবস্থায় আছে তখন তারা আগে সেখানে না গিয়ে আচমেত জেকের তাঁবুটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারা শুনতে পেল ভিতরে আচমেত তার সহকারীদের সঙ্গে কথা বলছে।

টারজন সেই সব কথা শুনতে লাগল মন দিয়ে।

একাদশ অধ্যায়

আবদুল মুরাকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে যাবার জন্য মনে মনে এক ফন্দী আঁটছিল ওয়ারপার। কারণ মুরাক তাকে একবার আবিসিনিয়ায়

ধরে নিয়ে যেতে পারলে তার ভাগ্যে কি ঘটবে তা কিছু বলা যায় না। কিন্তু মুগাম্বি পালিয়ে যাবার পর পাহারা জোরদার হওয়ায় সে আশা নির্মূল হয়ে গেল ওয়ারপারের।

ওয়ারপার একবার ভাবল মুরাককে কিছু দেবার প্রলোভন না দেখালে সে তাকে মুক্তি দেবে না। সে তাই একদিন মুরাকের সঙ্গে দেখা করল। মুরাক তাকে দেখেই বলল, কি চাও?

ওয়ারপার বলল, আমার মুক্তি।

মুরাক রেগে গিয়ে বলল, বোকার মত শুধু শুধু বিরক্ত করতে এসেছ আমাকে।

ওয়ারপার তবু বলল, সে মুক্তির জন্য উপযুক্ত মূল্য দেব তোমায়।

মুরাক তাচ্ছিল্যভরে বলল, মূল্য? তোমার ঐ ছেঁড়া কম্বল আর পোশাক? না কি ঐ পোশাকের আড়ালে হাজার পাউণ্ড হাতির দাঁত লুকিয়ে রেখেছ? যাও, বোকার মত আমাকে বিরক্ত করলে তোমাকে চাবুক মারব আমি।

ওয়ারপার অনুনয় বিনয় করে বলল, আমার কথা শোন। আমি যদি তোমাকে এত সোনা পাইয়ে দিই যা দশজন লোকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে তাহলে কি আমাকে নিরাপদে নিকটবর্তী কোন ইংরেজ কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দেবে?

আশ্চর্য হয়ে গেল আবদুল মুরাক। বলল, দশজন বয়ে নিয়ে যেতে পারবে এত সোনা!

ওয়ারপার বলল, আমি জানি সে সোনা কোথায় লুকোন আছে। তুমি আমাকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দাও। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।

মুরাক ওয়ারপারের আপাদমস্তক একবার খুঁটিয়ে দেখে নিল। তাকে কোনরকম অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হলো না। দশজন বয়ে নিয়ে যেতে পারার মত সোনা! মুরাক চুপ করে ভাবতে লাগল।

মুরাক বলল, ঠিক আছে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু সোনাটা এখান থেকে কত দূরে আছে?

ওয়ারপার বলল, এখান থেকে এক সপ্তার পথ। দক্ষিণ দিকে যেতে হবে।

মুরাক বলল, কিন্তু তুমি যেখানে বলছ সেখানে যদি না পাওয়া যায় তাহলে জান কি শাস্তি তোমায় ভোগ করতে হবে?

ওয়ারপার বলল, যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমি আমার জীবন হারাব। তবে আমি সোনাগুলোকে পুঁতে রাখতে দেখেছি। সেখানে অনেক সোনা আছে। দশজন নয় পঞ্চাশজনও বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এত সোনা। শুধু তার বিনিময়ে তুমি আমাকে ইংরেজদের হাতে নিরাপদে তুলে দেবে।

মুরাক বলল, ঠিক আছে দশজন কেন, যদি পাঁচজনে বয়ে নিয়ে যেতে পারার মত সোনাও পাওয়া যায় তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে। কিন্তু যতক্ষণ

সোনা না পাওয়া যায় ততক্ষণ তুমি বন্দী থাকবে আমার কাছে।

ওয়ারপার বলল, আমি এতে রাজী আছি। কালই রওনা হওয়া যাবে।

আবদুল মুরাক ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। পরদিনই সে তার সৈন্যদের পূবদিকে যাবার জন্য হুকুম দিল। টারজন যখন তার বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে নিয়ে আরব শিবিরে গিয়েছিল ঠিক তখনই আবদুল মুরাক তার সেনাদল নিয়ে পূব দিকে যেতে যেতে পথের ধারে একটা জায়গায় শিবির স্থাপন করে।

টারজন যখন তার দুজন বাঁদর-গোরিলাকে সঙ্গে করে আচমেত জেকের তাঁবুর বাইরে তাদের কথা শুনছিল তখন আচমেত তার লোকদের পরদিন সকালেই টারজনের বাংলোর পাশ থেকে সোনার তালগুলো তুলে আনার জন্য হুকুম দিচ্ছিল। আচমেত তার পরিকল্পনাটা তার লোকদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলে তারা সবাই ঘর থেকে চলে গেল। একটা পাইপ ধরিয়ে খেতে খেতে আচমেতও তাঁবুর বাইরে এলে টারজন পিছন থেকে ছুরি দিয়ে তাঁবুকে ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। টারজনের সঙ্গে চুলুক তাঁবুর ভিতরে ঢুকলেও তাগলাৎ তাদের সঙ্গে গেল না। সে একা চলে গেল জেন যে কুঁড়েটাতে বন্দিনী অবস্থায় ছিল সেখানে।

তাগলাৎ সেখানে গিয়ে দেখল দুজন রক্ষী ঘরের দরজার সামনে পাহারায় আছে। সে তাই ঘরের পিছন দিকে গিয়ে ঘরটার খড়ের চালের উপর উঠে খড় ও বাঁশ সরিয়ে খানিকটা ফাঁক করে ঘরের ভিতর লাফিয়ে পড়ল। দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে মেঝের উপর। অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কিছু দেখা না গেলেও সে দেখতে পাচ্ছিল। জেন দেখল আরবী পোশাকপরা একটা লোক তাকে তার কাঁধের উপর তুলে নিল। পোশাকটায় তার সর্বাঙ্গ ঢাকা ছিল বলে সে তাকে চিনতে পারল না। তবু ভাবল সে নিশ্চয় তার স্বামী টারজনই হবে। আরবদের গুলিতে তাহলে তার মৃত্যু হয়নি। তাই সে চুপ করে রইল। ভাবল টারজনই আরবদের পোশাক পরে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে।

এদিকে ঘরের মধ্যে শব্দ হতে রক্ষী দুজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিল না কিছু। তাদের সামনেই তাগলাৎ তাই বিনা বাধায় জেনকে কাঁধে করে লাফ দিয়ে সেই ফাঁকটা দিয়ে চালের উপর উঠে পিছনের দিকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর সে অন্ধকারে ছুটে গাঁয়ের সীমানা পার হয়ে বনের মধ্যে চলে গেল। বনে গিয়ে এক জায়গায় জেনকে নামিয়ে দিতেই চাঁদের আলোয় জেন দেখল টারজন নয়, আরবী পোশাক পরা একটা বাঁদর-গোরিলাই তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সে তাই ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

আচমেত জেকের তাঁবুতে ঢুকে সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পলাতক ওয়ারপার বা হারানো মুক্তোর থলিটার কোন খোঁজ পেল না টারজন। তখন সে হতাশ হয়ে চুলুককে নিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। সেখান থেকে সোজা

চলে গেল জেনের খোঁজে। কুঁড়ে ঘরটার কাছে গিয়ে টারজন চুলুককে বলল, তুমি গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি।

টারজন দেখল ঘরটার সামনে একদল আরব জটলা পাকিয়ে কি সব বলাবলি করছে। বন্দিনী জেনকে নিয়ে তাগলাতের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাই তারা আলোচনা করছিল। আরবী পোশাক পরে টারজন সোজা ভিড়ের মধ্যে গিয়ে তাদের উত্তেজনার কারণ জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু আরবরা তার হাতে একটা বর্শা আর তীর ধনুক দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। একদল আরব টারজনের কাঁধে হাত দিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু টারজন সঙ্গে সঙ্গে তার গলাটা এমনভাবে দুহাত দিয়ে টিপে ধরল যে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বার হলো না। সে ঘরের মধ্যে দেখল ভিতরে জেন নেই। তবে সে তাগলাতের গন্ধ পেল আর ঘরের চালের উপরে একটা ফাঁক দেখতে পেল। বুঝল তাগলাৎ ঐ পথে পালিয়েছে। আরবরা তখন ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে ধরতে গেলে সে মৃত আরবটাকে তাদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে লাফ দিয়ে চালে উঠে পালিয়ে গেল। গেটের কাছে চুলুককে দেখতে না পেয়ে সে সোজা বনের মধ্যে চলে গেল। আরবদের শিবিরে তার হারানো মুক্তোর থলি বা জেনের কোন খোঁজ না পেয়ে আর দুজন সঙ্গীকেই হারিয়ে তার মনমেজাজ খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল।

বাতাসে তাগলাতের গন্ধের সূত্র ধরে বনের মধ্যে ঢুকে কিছুটা খোঁজ করল টারজন। কিন্তু সহসা বাতাসের গতি পরিবর্তন হওয়ায় সে অন্য দিকে গিয়ে পড়ল। তাগলাৎ যেখানে যেখানে জেনকে নামিয়েছিল এবং মূর্চ্ছিতা জেনের হাত পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছিল সেখানে যেতে পারল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাকি রাতটা গাছেই কাটাল টারজন। সকালে জোর ক্ষিদে পেতে একটা হরিণ মেরে তার কাঁচা মাংস খেতে লাগল গাছের উপর উঠে। এমন সময় সে একদল অশ্বারোহীর শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে দেখতে লাগল চারদিক তাকিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল একদল সশস্ত্র অশ্বারোহী সেই গাছটার তলায় বনপথটা ধরে কোথায় যাচ্ছে। সেই দলের সামনেই পলাতক ওয়ারপারও একটা ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। টারজন তাকে দেখেই চিনতে পারল। কিন্তু তার আবেগটা

সামলে নিল। দেখা দিল না বা কোন কথা বলল না। গাছের মধ্যেই পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রইল।

দলটা চলে যেতে টারজন তাদের অনুসরণ করতে লাগল গাছের উপর দিয়ে। কারণ সে বুঝল ঐ সশস্ত্র সেনাদলের ভিতর থেকে পলাতক ওয়ারপারকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। ওরা যাচ্ছিল দক্ষিণ দিকে। টারজনও লুকিয়ে সেইদিকে যেতে লাগল।

তুদিন ক্রমাগত এইভাবে যাওয়ার পর ওরা একটা ফাঁকা সমতলভূমিতে এসে পৌছল। তার ওপারে আছে কতকগুলো পাহাড়। জায়গাটা টারজনের অনেকদিনের চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু মনে করতে পারল না। সে দেখল অশ্বারোহী সেনাদলটা একটা ভাঙ্গা বাড়ির পাশে একটা জায়গার মাটি খুঁড়ে অনেকগুলো হলুদ রঙের এক ধাতুর তাল বার করল। সে গাছ থেকে নেমে ওদের কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে বসে সবকিছু দেখতে লাগল। মাটি খুঁড়ে ওদের সোনার তাল বার করার ব্যাপারটা দেখে তার মনে পড়ল সেও একদিন এক জায়গায় তার মুক্তোর থলিটা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। কিন্তু যাকে সে ওপারের মন্দির থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সেই অচেনা লোকটা সেই মুক্তোর থলিটা নিয়ে পালিয়ে যায়। তার আরও মনে পড়ল একজন নিগ্রো সেই সময় সেই সোনার তালগুলো ঐ জায়গায় পুঁতে রাখে একদিন। তার মনে হলো সেই কৃষ্ণকায় লোকগুলোকে ডেকে ওদের বাধা দেবে। কিন্তু তাদের কাউকে না দেখে কিছু করতে পারল না।

আবতুল মুরাকের আবিসিনীয় সৈন্যরা সোনার তালগুলো নিয়ে যেমনি ঘোড়ায় উঠতে যাবে এমন সময় একদল আরব অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে সেইদিকে আসতে দেখা গেল। মুরাক প্রথমে দেখতে পেল। ওয়ারপার দেখল সবার আগে আসছে আচমেত জেক। সে মুরাককে বলল, আরবরা এই সোনা নেবার জন্য আসছে।

মুরাক তার লোকদের ঘোড়ায় চেপে লড়াইএর জন্য প্রস্তুত হতে বলল।

তুজন মুখোমুখি হতেই রাইফেল, পিস্তল ও তরবারি দিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। আচমেত জেক ওয়ারপারকে দেখেই সব বুঝতে পারল। এক তীব্র প্রতিশোধবাসনায় সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল তার। সে সবাইকে ছেড়ে তার দিকে ছুটে গেল। ওয়ারপার বেগতিক দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। সোনার সব বাসনা ত্যাগ করে মুক্তির জন্য উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল সে।

টারজন ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে লাগল লড়াইটা। তুদলেই আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও আরবরা সংখ্যায় ছিল আবিসিনীয় দলের থেকে অনেক বেশী। তাই আরবদের নেতা আচমেত জেক চলে গেলেও তার দলের সৈন্যরা একে একে মেরে ফেলতে লাগল মুরাকের সৈন্যদের। মুরাক ও কিছু সৈন্য লড়াই ছেড়ে পালিয়ে গেল বনের দিকে।

একসময় লড়াই করতে করতে টারজন যে ঝোপের ধারে লুকিয়েছিল সেই ঝোপের কাছে এক আবিসিনীয় সৈন্য ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে টারজন সেই ঘোড়াটার উপর লাফ দিয়ে উঠেই ঘোড়াটা তীর বেগে ছুটিয়ে বনের দিকে চলে গেল। টারজনকে কোনদিন চোখে এর আগে না দেখলেও তার চেহারার বিবরণ শুনে আরবরা বুঝল এই দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গটাই হলো টারজন এবং টারজন মরেনি।

এদিকে দেখতে দেখতে সব আবিসিনীয় সৈন্যরা মারা গেল। সোনা নিয়ে যাবার জন্য তাদের একজনও কেউ বেঁচে রইল না। কিন্তু তখনো পর্যন্ত আচমেত জেক বন থেকে ফিরে না আসায় চিন্তিত হয়ে পড়ল আরবরা। তারা ভাবল টারজন মারা গেছে এবং হয়ত এটা তার প্রেতাত্মা। সে হয়ত আবার প্রতিশোধ নিতে আসবে তাদের উপর। এই ভয় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। তাই তারা ঠিক করল সোনাগুলোকে এইখানে রেখে তারা আচমেতের খোঁজে বনের মধ্যে চলে যাবে। পরে তার দেখা পেলে এগুলো এসে নিয়ে যাবে।

আরবরা সোনার তালগুলো মাটির উপর সেইখানে রেখে চলে যেতে নদীর ধারে লুকিয়ে থাকা একদল নিগ্রো যোদ্ধা সেখান থেকে উঠে এল ধীরে ধীরে।

ওয়ারপার পিছন ফিরে যখন দেখল আচমেত নিজে তাকে ধরতে আসছে তখন সে ঘোড়াটার গতিবেগ আরো বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সরু বনপথে ঘোড়াটা ছুটতে পারছিল না ভালভাবে। একসময় পথের ধারে একটা গাছের ডালে পড়ে গেল ওয়ারপারের ঘোড়াটা। এদিকে আচমেত তার অনেক কাছে চলে এসেছে।

ঘোড়াকে তুলতে না পেরে আচমেতকে লক্ষ্য করে তার রাইফেল থেকে একটা গুলি করল ওয়ারপার। গুলিটা আচমেতের ঘোড়াটার বুকে লাগায় ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এবার দুজনেই আপন আপন ঘোড়ার পাশে বসে দুজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু কারোরই গুলি লাগল না কারো গায়ে। দুজনেরই গুলি ফুরিয়ে এল।

তখন ওয়ারপার আচমেত জেককে বলল, শোন আচমেত জেক, এই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে কার মৃত্যু হবে তা কেউ বলতে পারে না। তুমি ত আমার মুক্তোর থলিটা চাও। সুতরাং এটা আমি আমার ঘোড়ার উপর রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমি এই মুক্তোর বিনিময়ে শুধু আমার মুক্তি চাই। আর কিছুই চাই না। তুমি এতে রাজী হলে তোমার রাইফেলটা তোমার ঘোড়ার উপর রেখে এসে নিয়ে যাও এটা।

এই বলে তার থলিটা ঘোড়ার উপর রেখে চলে গেল ওয়ারপার। যাবার আগে একবার ভাবল থলিটা থেকে কতকগুলো মুক্তো বার করে নেবে। কিন্তু আচমেত জেক কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে থাকায় সে কিছুই নিতে পারল

না। সে বনের ভিতর ঢুকে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখতে লাগল।

দেখল আচমেত জেক থলিটা খুলে দেখল তাতে মুক্তো নেই, আছে শুধু কতকগুলো নদীর ধারে পাওয়া ছোট ছোট পাথর। সেগুলো রেগে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল আচমেত।

পরে আড়াল থেকে বেরিয়ে টারজনও সেখানে গিয়ে দেখল তার সেই মুক্তো বা মূল্যবান রং-বেরঙের ধাতুর একটাও নেই। সেগুলো সত্যি সত্যিই কতকগুলো পাথর।

বনের মধ্যে তাগলাৎ যখন অচেতন জেনের হাত পায়ের বাঁধন খুলছিল তার উপর পাশবিক অত্যাচার করার জন্য তখন একটা সিংহ তার কাছ থেকে গর্জন করে উঠল সহসা। তাগলাৎ চোখ মেলে দেখল একটা সিংহ তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। সে দেখল পালাবার আর উপায় নেই। তাই সে সিংহটার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। সিংহটা তাগলাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তাগলাৎ তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সিংহটার কেশর ধরে তার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় দাঁতগুলো বসিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠল না। সিংহটা তার পেটের মধ্যে দাঁত বসিয়ে সব নাড়ীভুঁড়ী বার করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাগলাৎ মারা গেল। তাগলাতের মৃতদেহটা ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে লাগল সিংহটা। এমন সময় চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল জেন। দেখল তার কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সিংহ যে বাঁদর-গোরিলা তাকে শিবির থেকে তুলে এনেছিল সেই বাঁদর-গোরিলাকে বধ করে তার দেহের মাংসগুলো খাচ্ছে। জেন আরও দেখল তার থেকে একশো গজ দূরে শুধু একটা বড় গাছ আছে, এছাড়া পালাবার আর কোন পথ নেই। সিংহটা তার বর্তমান শিকারের মাংসটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জেন তখন গড়িয়ে গড়িয়ে গাছের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। দেখল সিংহটা একমনে বাঁদর-গোরিলার মৃতদেহটা খাচ্ছে। তবে একমনে খেলেও মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখছে জেনকে। দেখছে তার শিকার পালাচ্ছে কি না। এইভাবে কিছুটা যাওয়ার পর জেন একসময় লাফ দিয়ে উঠেই গাছটার একটা ডাল ধরল। সিংহটাও সঙ্গে সঙ্গে একটা লাফ দিল জেনকে ধরার জন্য। কিন্তু জেনের পায়ের জুতোটা একটু ছোঁয়া ছাড়া তাকে আর ধরতে পারল না।

গাছে উঠে ভাবতে লাগল জেন। সিংহটা মরা গোরিলার সব মাংস খেয়ে শেষ করে চলে যাওয়ার পরও ভয়ে নামতে পারল না সে। সে ভাবতে লাগল কিভাবে সে ওয়াজিরিদের গাঁয়ে ফিরে যাবে। তাদের বাংলো আর খামার পুড়ে ছারখার হয়ে গেলেও আশপাশে ওয়াজিরি বস্তী আছে। সেখানে গেলে অন্তত একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে।

এমন সময় দূরে ছুটো রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল জেন। তারপর দেখল আচমেত জেক নামে যে আরবটা তাকে ধরতে গিয়েছিল সে একটা রাইফেল হাতে কাকে খুঁজছে। জেন গাছের উপর লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগল সব। কিছু পরে দেখল মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্‌ নামে যে ফরাসী ভদ্রলোক কিছুদিন আগে তাদের বাংলোতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিল কিছুদিনের জন্য সে তার রাইফেলটা তুলে আরবটাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল। আচমেত জেক হাত পা ছড়িয়ে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

আচমেত জেককে মারার জন্য ওয়ারপার যখন গুলি করে তখনি তার মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল জেন। এবার আচমেত মারা যেতে জেন আনন্দের আবেগে গাছ থেকে নেমে দুহাত বাড়িয়ে ছুটতে লাগল ওয়ারপারকে অভিনন্দন জানাবার জন্য।

জেনের পোশাকটা তখন ময়লা আর ছেঁড়া হলেও তার দেহসৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ওয়ারপার। জেনের আনন্দ দেখে সে বুঝতে পারল তাদের বাংলো আক্রমণের ব্যাপারে তার ভয়ঙ্কর ভূমিকা সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ নেই। সে কিছুই জানে না এ ব্যাপারে।

আচমেত জেকের হাতে বন্দী হওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছিল তা ওয়ারপারকে সব বলল জেন। তার স্বামীর মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে চোখে জল এল তার।

তা শুনে ওয়ারপার কপট সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, আমি সেজন্য দুঃখিত হলেও বিস্মিত নই। এই দুর্বৃত্তটা সারা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিল। আপনাদের ওয়াজিরিদেরও সব মেরে ফেলেছে বা তাড়িয়ে দিয়েছে। আপনাদের গোটা এলাকাটা দখল করে রেখেছে। এখন আমাদের একমাত্র বাঁচার উপায় উত্তর দিকে যাওয়া। তার জন্য আচমেত জেকের মৃত্যুর খবরটা পৌছানোর আগেই আরবদের শিবিরে গিয়ে কিছু সাহায্য ও একজন পথপ্রদর্শককে নিতে হবে। মনে হয় ব্যাপারটা কঠিন হবে না, কারণ ওরা আমায় চেনে এবং আচমেতের সঙ্গে আমার শত্রুতার কথাটা ওরা জানে না। কারণ ওদের শয়তানির কথা না জেনেই ওদের শিবিরে কিছুদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম আমি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনি আমার উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখতে পারেন।

যাবার আগে আচমেত জেকের মৃতদেহটা ভাল করে খুঁজে দেখল ওয়ারপার। কিন্তু তার মুক্তোর থলিটা পেল না তার কাছে। থলিটাতে মুক্তোর বদলে কতকগুলো পাথর পেয়ে আগেই আচমেত জেক ফেলে দেয় থলিটা। কিন্তু ওয়ারপার বুঝতে পারল না মুক্তোর বদলে পাথরগুলো কি করে এল থলিতে।

যাই হোক, আরবদের শিবিরের দিকে জেনকে সঙ্গে করে তখনি রওনা হয়ে

পড়ল ওয়ারপার। তার শয়তানির কথা কিছুই জানতে পারল না জেন। তাই সে ওয়ারপারকে সরলভাবে বিশ্বাস করল।

পরদিন বিকালের দিকে ওরা আরবদের শিবিরের কাছাকাছি এসে পড়ল। ওয়ারপার জেনকে বলল, আমি যা যা বলব আপনি তাই করবেন। আমি ওদের বলব, আপনি ওদের থেকে পালিয়ে যাবার সময় আমার হাতে ধরা পড়েন। আমি তখন আপনাকে আচমেত জেকের কাছে নিয়ে যাই। সে সোনাগুলোর দখল নিয়ে জোর লড়াই করছে বলে আসতে পারল না। আমাকে বলল, একে শিবিরে নিয়ে যাও। তারপর সেখান থেকে লোক নিয়ে উত্তরাঞ্চলে গিয়ে এক ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেবে।

এবারও ওয়ারপারের কথাটা বিশ্বাস করল জেন। যে শিবির থেকে সে পালিয়ে এসেছে সেখানে আবার যেতে মন চাইছিল না ওর। তবু আর কোন উপায় না দেখে যেতে বাধ্য হলো ও।

ওয়ারপার জেনের হাত ধরে শিবিরের দিকে সোজা চলে গেল। শিবিরের লোকরা ওয়ারপার আর তার সঙ্গে বন্দিনী জেনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। এই ওয়ারপার পালিয়ে গেলে একে খোঁজার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে ওদের।

আচমেতের অনুপস্থিতিকালে শিবিরের ভার ছিল মহম্মদ বেজের হাতে। ওয়ারপার তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলল। মহম্মদ বেজ জেনকে আবার বন্দিনী করে একটা ঘরের মধ্যে প্রহরাধীনে রাখলো। তবে ওয়ারপার তার কানে কানে বলে দিল, কোন ভয় নেই।

মহম্মদ বেজ ওয়ারপারকে বলল, আমার যতদূর বিশ্বাস আচমেত জেক মারা গেছে। তা না হলে তুমি আসতে না। এখন তুমি কি চাও? তুমি সত্যি কথা বল। আচমেত জেক যদি মারা যেয়ে থাকে তাহলে চল আমরা দুজনেই মহিলাটিকে নিয়ে উত্তরাঞ্চলে গিয়ে তাকে বিক্রি করে সেই বিক্রির টাকাটা দুজনে ভাগ করে নেই। তাছাড়া তোমার কাছে সেই মুক্তোর থলিটাও ত আছে।

ওয়ারপার রাজী হয়ে গেল মহম্মদের কথায়। তার কাছে মুক্তোর থলিটা আর নেই একথা প্রকাশ করল না সে। কারণ তাতে সন্দেহ দেখা দিতে পারে মহম্মদের মনে।

অবশেষে আসল কথাটা খুলে বলল ওয়ারপার। বলল, আচমেত জেক সত্যিই সোনার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছে। আমি পালিয়ে এসেছি। তবে আবিসিনীয়রা এই শিবিরেও এসে পড়বে। কারণ আসলে মেনেলেক তাদের আচমেত জেক ও তার দলকে শাস্তি দেবার জন্যই পাঠিয়েছে। সুতরাং তারা এখানে আসার আগেই আমাদের উত্তর দিকে রওনা হতে হবে।

মহম্মদ বলল, আমি কাল সকালেই শিবির তোলার হুকুম দিচ্ছি।

ওয়ারপার বলল, সব লোককে সঙ্গে নিয়ে লাভ নেই। সঙ্গে নিগ্রো ক্রীতদাসদের নারী ও শিশুরা থাকলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে না। আবিসিনীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হলে অসুবিধা হবে আমাদের সুতরাং কিছু সাহসী ও সুযোগ্য যোদ্ধাকে বাছাই করে নাও। আর এদের বলবে আমরা যাব পশ্চিম দিকে। এতে আক্রমণকারীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারে।

মহম্মদ বলল, তাই হবে। কুড়িজন যোগ্য লোক যাবে আমাদের সঙ্গে। আর আমরা এখান থেকে প্রথমে পশ্চিম দিকে যাব। পরে উত্তর দিকের পথ ধরব।

পরদিন সকালেই রওনা হলো ওরা। জেনের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে কিছু রুটি খেতে দিয়ে একটা ঘোড়ার উপর তোলা হলো।

পথে ওয়ারপার কোন কথা বলল না জেনের সঙ্গে। কিন্তু জেনের দেহসৌন্দর্যের প্রতি কামাসক্তিটা তীব্র হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ। সে ভাবতে লাগল মহম্মদ বেজকে কোনরকমে হত্যা করতে পারলেই জেনকে লাভ করা সহজ হবে তার পক্ষে।

এদিকে জেনকে ভাল করে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদের মনে জেগে ওঠে এক তীব্র জারজ লালসা। সেও ভাবতে থাকে ওয়ারপারকে কোনরকমে হত্যা করতে পারলেই পুরোপুরিভাবে সে লাভ করতে পারবে এই মহিলাকে

একসময় তার ঘোড়াটার গতি ঘুরিয়ে জেনের কাছে নিয়ে এল মহম্মদ। নিচু গলায় তাকে বলল, যে লোকটার কথায় বিশ্বাস করেছ তাকে চেন?

এই বলে সে জেনের ডান হাতটা ধরল। জেন জোর করে হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, আমি মঁসিয়ে ফ্রেকুলতকে ডাকব তুমি এমন করলে।

মহম্মদ বলল, কে মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্। ওর আসল নাম হলো ওয়ারপার। ও বেলজিয়ামের লোক, ওর উপরওয়ালা এক অফিসারকে হত্যা করে কঙ্গো থেকে পালিয়ে এসেছে। আচমেত জেকের কাছে ও আশ্রয় নেয়। আচমেত জেককে দিয়ে ও-ই তোমাদের বাংলো আক্রমণ করায় আর তোমাকে বন্দী করায়। ও তোমাকে উত্তরে নিয়ে গিয়ে কোন নিগ্রো রাজার কাছে বেচে দেবে। তার হারেমে থাকতে হবে তোমায়। একমাত্র আমিই তোমাকে বাঁচাতে পারি।

এই বলে জেনকে ভাববার সময় ও সুযোগ দিয়ে সে দলের সামনে চলে গেল।

রাত্রি হতেই এক জায়গায় তাঁবু গেড়ে শিবির স্থাপন করল ওরা। ওয়ারপার চেয়েছিল মহম্মদের সঙ্গে এক তাঁবুতে থাকতে। কিন্তু মহম্মদ তাতে রাজী হয়নি। জেনের থাকার ব্যবস্থা হলো মহম্মদ আর ওয়ারপারের তাঁবুর মাঝখানে একটা তাঁবুতে। তার সামনে পিছনে দুজন প্রহরী ছিল। সন্ধ্যের সময় জেন কিছুক্ষণ তাঁবুর দরজার সামনে বসে ভাবল। তারপর খাওয়ার পর শুয়ে পড়ল

তার বিছানায়।

জেন ঘুমিয়ে পড়লে মহম্মদ প্রহরীর কানে কানে কি বলতেই জেনের তাঁবু থেকে প্রহরীরা সরে গেল। মহম্মদ তখন সোজা জেনের বিছানার কাছে চলে গেল।

এদিকে ওয়ারপারের চোখে ঘুম ছিল না। মহম্মদের মত মনের মধ্যে একই আবেগ অনুভব করছিল সে। জেনের প্রতি মহম্মদের যে আগ্রহ সে আজ দেখেছে তাতে ভয় হচ্ছিল তার। বলা যায় না রাত্রিতে সে জেনের ঘরে গিয়ে তার শালীনতা নষ্ট করার চেষ্টা করতেও পারে।

বিছানা থেকে উঠে পড়ল ওয়ারপার। সে সোজা জেনের তাঁবুতে চলে গেল। দেখল দরজার কাছে কোন প্রহরী নেই। এতে আশা হলো তার। ঠিক করল আজ সে জেনের কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করবে। তার ভালবাসার আবেদন এবং বিয়ের প্রস্তাব সে কখনই প্রত্যাখ্যান করবে না। তাকে ফেলে সে কখনই মহম্মদের মত এক আরবের কবলে পড়তে চাইবে না।

তাঁবুর ভিতরটা অন্ধকার। শুধু কিছুটা চাঁদের আলো ভিতরে এসে পড়ায় কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। ওয়ারপার দেখল জেনের বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে কে কথা বলছে। সে বেশ বুঝতে পারল মহম্মদ ছাড়া সে আর কেউ নয়। জেন তখন জেগে উঠেছে। মহম্মদ জেনকে কি বলতেই জেন উঠে বসল। তাকে ঘৃণার সঙ্গে কি বলল। মহম্মদ তখন জেনের গলাটা টিপে ধরে তাকে আবার বিছানায় শুইয়ে দিল।

এমন সময় ওয়ারপার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহম্মদের উপর। মহম্মদ উঠে দাঁড়াতেই তার মুখে জোর একটা ঘুষি মারল ওয়ারপার। মহম্মদের কাছে রিভলবার ছিল না, শুধু একটা ছুরি ছিল। ওয়ারপারের কোমরের খাপে রিভলবার ছিল। কিন্তু খাপে কিভাবে আটকে গিয়েছিল রিভলবারটা, বার হতে চাইছিল না। এই সুযোগে মহম্মদ ছোরাটা বার করে বলল, নাস্তিক শয়তান কোথাকার! আজ তোর সব শেষ করে দেব।

কিন্তু মহম্মদ তার ছোরাটা ধরে এগিয়ে যেতেই ওয়ারপার তার রিভলবারটা বার করে তার বুক লক্ষ্য করে গুলি করল। মহম্মদ ধড়াস করে পড়ে গেল মেঝের উপর।

জেন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ওয়ারপারের কাছে এসে বলল, হে বন্ধু, কিভাবে ধন্যবাদ দেব আপনাকে?

কিন্তু তার এ অভিনন্দনের কোন উত্তর দিতে পারল না ওয়ারপার। এর-পর কি করবে সেই কথাই ভাবছিল সে তখন। বাইরে গুলির শব্দ পেয়ে আরবরা এই তাঁবুর দিকে ছুটে আসছে। তাদের নেতার মৃত্যুর কথা জানতে পারলে ক্ষেপে যাবে তারা। অন্য ধর্মের লোকদের এমনিতেই নাস্তিক বলে ঘৃণা করে তারা। তার উপর ওয়ারপারের হাতে তাদের নেতার মৃত্যু ঘটেছে জানতে

পারলে তাকে হত্যা করবে তারা সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু ওয়ারপার তাঁবুর বাইরে অপেক্ষমান আরবদের বলল, বন্দিনী বাধা দিতে গেলে মহম্মদ তাকে গুলি করে। তবে মারা যায়নি। আমি আর মহম্মদ দুজনে মিলে ব্যাপারটা সামলে নেব। তোমরা গিয়ে শুয়ে পড়।

তার এই কথা শুনে আরবরা যে যার তাঁবুতে চলে গেল। ওয়ারপার আবার জেনের কাছে ফিরে এল। জেন বলল, কিন্তু কাল সকাল হলে ওরা যখন সব জানতে পারবে তখন কি হবে? আমরা এখন কি করব?

ওয়ারপার শান্তভাবে বলল, আমি একটা পরিকল্পনা খাড়া করেছি, আপনার পক্ষ থেকে শুধু কিছু সাহস দরকার। আপনি মৃতের ভান করবেন। আমি আপনার দেহটা বয়ে নিয়ে যাব। বলব, মহম্মদ আপনাকে ভালবাসত, তাই নিজের হাতে আপনাকে মারায় সে দুঃখিত। সে তাই শুয়ে আছে শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে। সে আমাকে আপনার মৃতদেহটা জঙ্গলে বয়ে নিয়ে যেতে বলেছে।

জেন হাসিমুখে বলল, কিন্তু একথা ওরা বিশ্বাস করবে?

ওয়ারপার বলল, আপনি ওদের চেনেন না। দেহে ওদের যতই শক্তি থাকুক, মগজে বুদ্ধি নেই সেই পরিমাণে। আসলে ওরা খুব বোকা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

এরপর জেনকে একটা বাড়তি রিভলবার আর কিছু গুলি দিয়ে বলল, আপনাকে আমি বনের ভিতর রেখে এখনি চলে আসব। কাল সকালে আমি আপনার কাছে ফিরে যাব।

ওয়ারপার এবার হাঁটু গেড়ে বসে জেনকে বলল, আপনি আমার ঘাড়ের উপর শুয়ে পড়ুন। হাত পা-গুলো এমনভাবে ছড়িয়ে দিন যাতে মনে হবে আপনি একটা মৃতদেহ মাত্র।

এইভাবে জেনকে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল ওয়ারপার। শিবিরের শেষ প্রান্তে রক্ষীরা আগুন জ্বালিয়ে রেখে পাহারা দিচ্ছিল সিংহের ভয়ে। ওয়ারপার সেখানে গিয়ে জেনের মুখ থেকে কাপড়টা তুলে বলল, মহম্মদ মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে। সে আমাকে মৃতদেহটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতে বলল।

একজন রক্ষী বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব?

ওয়ারপার বলল, তার দরকার হবে না। আমাকে একাই যেতে হবে।

তখন আর কেউ কিছু বলল না। জেন ভয়ে কাঠ হয়ে ছিল। ভাবছিল ওরা হয়ত ওয়ারপারের কথা বিশ্বাস করবে না।

ওয়ারপার সোজা চলে গিয়ে একটা গাছের উপর তুলে দিল জেনকে। তারপর বলল, রাতটা এখানে কাটান কোনরকমে। সকাল হলেই আমি ফিরে আসব।

জেন বলল, মহম্মদের মৃত্যুর কারণটা কিভাবে বোঝাবেন ?

ওয়ারপার বলল, বলব মহম্মদ নিজেকেই নিজে হত্যা করেছে। তার হাতে একটা রিভলবার গুঁজে দেব।

জেন বলল, বিদায়। সত্যিই আপনি দয়ালু আর সাহসী। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

সত্যিই সেই মুহূর্তে জেনের প্রতি এক বিশুদ্ধ দয়া আর সহানুভূতিতে ভরে ছিল ওয়ারপারের অন্তরটা। সে আরো অনেক অন্যায়, অনেক পাপ করলেও এবং মনের মধ্যে অনেক কুমতলব পোষণ করলেও এই মুহূর্তে সব কুপ্রবৃত্তি, সব কুমতলব ঝেড়ে ফেলেছিল মন থেকে। সে শুধু ভাবছিল তারই জন্য এই সুন্দর সরলপ্রাণা মহিলাটি এত কষ্ট ভোগ করছে। সুতরাং এর কিছু উপকার করে তার পাপের কিছুটা স্খালন করবে সে।

শিবিরে এসে ওয়ারপার সোজা মহম্মদ বেজের মৃতদেহটা যে তাঁবুতে ছিল সেই তাঁবুটাতে চলে গেল। সে মৃতদেহটা কাঁধে চাপিয়ে মহম্মদের তাঁবুতে বয়ে নিয়ে গেল। তার বিছানায় মৃতদেহটা শুইয়ে তার হাতে তারই রিভলবারটা গুঁজে দিয়ে একবার দেখল বাইরে কেউ জেগে আছে কিনা। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ওয়ারপার। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল।

পরদিন সকালেই একজন আরব ঘুম থেকে জাগাল ওয়ারপারকে। বলল, মহম্মদ বেজ আত্মহত্যা করেছে তার ঘরে।

ওয়ারপার ঘর থেকে বেরিয়ে সমবেত আরবদের মাঝখানে গিয়ে প্রথমে রাগের সঙ্গে বলল, কে হত্যা করেছে মহম্মদকে ?

আরবরা বলল, আমরা কেউ না, ও নিজেকেই নিজে হত্যা করেছে।

ওয়ারপার মহম্মদের মৃতদেহটা একবার পরীক্ষা করে বলল, হ্যাঁ ঠিক তাই।

আচমেত জেক ও মহম্মদের মৃত্যুতে নেতাশূন্য হয়ে পড়ল আরবরা। তারা ঠিক করল উত্তরাঞ্চলে গিয়ে তারা যে যার পথ বেছে নেবে। ওয়ারপার বলল, আমিও এখান থেকে যেখানে খুশি চলে যাব।

এই বলে সে তার ঘোড়াটায় চেপে বনের দিকে চলে গেল।

কিন্তু বনে গিয়ে যে গাছে জেনকে রেখে এসেছিল সে গাছে দেখল সে নেই। ঘোড়া থেকে নেমে গাছে উঠে দেখল ওয়ারপার, সে গাছে বা আশেপাশে কোথাও জেনের কোন চিহ্ন নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সোনার তালগুলোর কথা মনে পড়তে টারজন আবার তার বিধ্বস্ত বাংলোর দিকে চলে গেল। গিয়ে দেখল সেখানে কেউ নেই। যুদ্ধরত দুপক্ষই চলে গেছে। সোনার তালগুলোর কোন চিহ্ন নেই। সে তাই হতাশ হয়ে বনে ফিরে এল আবার।

বনে এসেই একটা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে গাছে লুকিয়ে পড়ল। আড়াল থেকে দেখল যাকে সে অনেকদিন ধরে খুঁজছে সেই চোর পলাতক লোকটাই ঘোড়া ছুটিয়ে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে। গাছের তলায় ওয়ারপারের ঘোড়াটা আসতেই তার উপর গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নামিয়ে ফেলল ঘোড়ার পিঠ থেকে। তারপর তার বুকের উপর বসে বলল, আমার মুক্তোর থলিটা কোথায় বল, তা-না হলে তোকে মেরে ফেলব।

ওয়ারপারের গলাটা টিপে ধরেছিল টারজন। তার কথার উত্তর দেওয়ার জন্য গলাটা একটু আলগা করে দিল।

ওয়ারপার বলল, থলিটা আচমেত জেক আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

টারজন বলল, মিথ্যা কথা। আমি নিজের চোখে দেখেছি সে থলিটাতে কতকগুলো বাজে পাথর ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ওয়ারপার আবার বলল, কিন্তু আমি ওগুলো তাকেই দিয়েছিলাম। পরে সে আবার আমার কাছ থেকে আর একটা থলির দাবি করে। তাই আমি তাকে মেরে ফেলেছি।

টারজন এবার তার গলাটা টিপে ধরল। ওয়ারপার কোনরকমে বলল, সামান্য ক'টা পাথরের জন্য আপনার মত লোক হয়ে আমাকে হত্যা করবেন লর্ড গ্রেস্টোক?

টারজন বিস্ময়ে অবাক হয়ে বলল, কে লর্ড গ্রেস্টোক?

ওয়ারপার বলল, কেন আপনিই জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক।

টারজন এবার ওয়ারপারকে ছেড়ে দিয়ে নিজে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার হারানো স্মৃতি ফিরে পেল সে। অতীতের সব কথা মনে পড়ল তার একে একে।

হঠাৎ সে বলল, জেন, আমার স্ত্রী কোথায়? আমার খামার আর বাড়ি সব ভস্মীভূত হয়েছে তুমি তা জান। এতে তোমারও হাত আছে। তুমি

আমায় অনুসরণ করে ওখানে গিয়েছিলে। তুমিই আমার মুক্তো চুরি করেছিলে। তুমি কুটিল প্রকৃতির এক শয়তান।

. তার থেকেও খারাপ।

সহসা টারজনের পিছন থেকে কে একজন কথাটা বলে উঠল। টারজন দেখল সামরিক পোশাকপরা এক অফিসার কয়েকজন নিগ্রো সৈন্যসহ ওয়ারপারকে ধরতে এসেছে।

সামরিক অফিসার টারজনকে বলল, ও একজন খুনী মঁসিয়ে। উপরওয়ালা এক অফিসারকে খুন করে পালিয়ে এসেছে ও। এর বিচারের জন্য ওকে খুঁজছি আমি। আমি ওকে নিয়ে যাব।

ওয়ারপার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই টারজন তাকে ধরে ফেলল। বলল, বল, কোথায় আমার স্ত্রী?

অফিসার টারজনকে বলল, ও আমার বন্দী। ওকে আমি ধরে নিয়ে যাব।

টারজন বলল, কিন্তু আমার কাজ এখনো মেটেনি। তাছাড়া বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশ করে আপনি ওকে ধরতে এসেছেন। আপনার পরোয়ানা কোথায়?

অফিসার বলল, একজন নগ্নদেহী বর্বরের সঙ্গে তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই। তুমি আমার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। করলে তোমাকে অপমান করা হবে।

ওয়ারপার টারজনের কানে কানে বলল, তুমি আমাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করো। আমি গতরাতে তোমার স্ত্রীকে যেখানে দেখেছিলাম সেই জায়গাটা দেখিয়ে দেব তোমাকে।

টারজন তখন ওয়ারপারকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে একজন নিগ্রো সৈনিক রাইফেলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। টারজন পড়ে গেল। তখন তাকে নিগ্রো সৈনিকরা বেঁধে ফেলল। তারপর তাদের যাত্রা শুরু করল।

সন্ধ্যার সময় একটা নদীর ধারে রাত্রির মত একটা শিবির তৈরী করল ওরা। টারজন দেখল সে আর ওয়ারপার হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে একটা তাঁবুর ভিতরে।

টারজন ওয়ারপারকে চুপি চুপি বলল, আমি বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলব। তুমি তার যা হোক উত্তর দেবে।

টারজন বাঁদর-গোরিলাদের মত ওয়ারপারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল এতে সেই ফরাসী সামরিক অফিসার আর তার নিগ্রো সেনারা আশ্চর্য হয়ে গেল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিগ্রো সেনারা বলাবলি করতে লাগল, এই দৈত্যাকার লোকটা মানুষ নয়, নিশ্চয় কোন প্রেতাত্মা বা অপদেবতা। ওকে ছেড়ে না দিলে

আমাদের বিপদ ঘটবে। আমি জানি লোমওয়ালা বাঁদর-গোরিলাগুলো এই ভাষায় কথা বলে।

তখন সত্যি লোমওয়ালা একটা বাঁদর-গোরিলা শিবিরের অদূরে একটা গাছ থেকে লক্ষ্য করছিল। ওরা তা বুঝতে পারেনি।

চতুর্দশ অধ্যায়

জেনকে বনে একা রেখে ওয়ারপার আরবশিবিরে চলে গেলে জেনের চোখে একটুও ঘুম এল না। তার কেবলি মনে হতে লাগল এই রাত্রির যেন শেষ হবে না কখনো। কখন ওয়ারপার ফিরে আসবে এবং কখন তারা নিরাপদে যাত্রা শুরু করবে সেই চিন্তাই বারবার করতে লাগল সে।

ভোরের দিকে আরবী পোশাকপরা এক অশ্বারোহীকে সেইদিকে আসতে দেখে তার মনে আশা হলো হয়ত ওয়ারপারই আরবী পোশাক পরে তার কাছে ফিরে আসছে। আনন্দের উত্তেজনায় গাছ থেকে নামতেই জেন দেখল সেই অশ্বারোহীর পিছনে আরও অনেক অশ্বারোহী আসছে এবং তাদের মধ্যে ওয়ারপার নেই।

ভয়ে আবার গাছে উঠতে যেতেই আবদুল মুবাক তার লোকদের ধরে ফেলতে বলল জেনকে। জেন দেখল আর কোন উপায় নেই। আবার এক শত্রুর হাতে নতুন করে ধরা পড়তে হবে তাকে।

জেনকে একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে মুবাক বলল, আমি তোমাকে আমাদের সম্রাট মেনেলেকের কাছে নিয়ে যাব। কেন তা জানতে চেয়ো না।

আসলে যে কাজের জন্য মুবাককে তার সম্রাট এখানে পাঠিয়েছিল সেকাজে সফল হতে পারেনি সে। আচমেত জেককে শাস্তি দিতে এসে তাদের হাতে আক্রান্ত হয়ে সে নিজেই আজ বিতাড়িত। তার অনেক সৈন্য আরবদের হাতে নিহত। এত করেও সে একটা সোনার তালও পেল না। সম্রাটের কাছে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেবে সে তা ভেবে পেল না। আজ সে সব দিক দিয়ে ব্যর্থ। এমন সময় হঠাৎ বনে জেনের মত এক সুন্দরী ইংরেজমহিলাকে পেয়ে গিয়ে তার মনে এক আশা জাগে। সে এই মহিলাকে নিয়ে গিয়ে মেনেলেককে উপহার দেবে। তাহলে হয়ত সে কিছুটা শান্ত আর সদয় হবে তার প্রতি।

সন্ধ্যের সময় পথের মাঝে যেখানে একটা শিবির খাড়া করল মুরাকরা সে জায়গাটায় সিংহের উৎপাত খুবই বেশী।

শিবিরের চারদিকে আগুন জ্বালানো সত্ত্বেও অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার পর কতকগুলো সিংহ গর্জন করতে করতে ঘোরাফেরা করতে লাগল শিবিরটার চারদিকে। শিবিরের একধারে যেখানে ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল সেখানে সিংহগুলো বেশী উৎপাত করতে লাগল। ঘোড়াগুলো ছটফট করতে করতে বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

বিছানা থেকে উঠে পড়ে অশান্তভাবে পায়চারি করতে লাগল মুরাক। একজন সৈনিক একটা সিংহকে গুলি করতেই তার গায়ে গুলি লাগা সত্ত্বেও আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল সিংহটা। সে ক্ষিপ্ত হয়ে একটা ঘোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘোড়াটা পড়ে গেল। তখন ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে একটা নিগ্রো সৈনিককে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর দাঁড়াল সিংহটা। সৈনিকটা গুলি করার সুযোগ পেল না। সে হাত দিয়ে সিংহটাকে থামাবার চেষ্টা করলে সিংহটা তার মুখখানায় জোর একটা কামড় দিল।

জেন তখন দাঁড়িয়েছিল মরা ঘোড়াটার ঠিক পাশে। শিবিরের সকলে তখন আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তার দিকে নজর দিতে পারেনি কেউ। ছোট্ট শিবিরটার মধ্যে সন্ত্রস্ত সৈনিকরা জটলা পাকিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকায় কেউ ঠিকমত রাইফেল থেকে গুলি চালাতে পারছিল না। তারা যদি গুলি না করে জ্বলন্ত আগুনের কাঠগুলো দিয়ে তাড়া করত সিংহগুলোকে তাহলে বেশী কাজ হত। কিন্তু তখন সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল তাদের।

এদিকে সেই রাতে টারজন আর ওয়ারপার যখন ফরাসী সৈনিকদের শিবিরে বন্দী ছিল তখন গভীর রাতে শিবিরের কাছে একটা গাছ থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ আসে। শিবিরে মাত্র দুজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছিল। বাকি সবাই ঘুমোচ্ছিল। পাহারাদার ছাড়া আর যারা জেগেছিল তারা হলো টারজন আর ওয়ারপার।

গাছ থেকে আসা সেই শব্দটার মানে বুঝতে পারল টারজন। সেও তেমনি একটা শব্দ করে জবাব দিল। শিবিরের নিগ্রো রক্ষী দুজন সেই শব্দ শুনে দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল এ শব্দ হলো লোমওয়ালা বনমানুষদের। তাছাড়া শিবিরে যে দৈত্যাকার মানুষটা বন্দী হয়ে আছে সে সাধারণ মানুষ না। তারা তাই গুলি চালাতে সাহস পেল না।

এমন সময় গাছ থেকে একটা বাঁদর-গোরিলা নামতেই তার পিছু পিছু আরো অনেকগুলো গোরিলা নেমে এসে সোজা শিবিরে ঢুকে পড়ল। টারজনের নির্দেশমত তারা টারজন আর ওয়ারপারকে তুলে নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে এল। টারজনের অন্যতম সঙ্গী চুলুকই এই সব বাঁদর-গোরিলাকে নিয়ে আসে।

সে এসেছিল টারজনকে উদ্ধার করতে। চুলুক ওয়ারপারকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ততক্ষণে রক্ষীদের চীৎকারে শিবিরের সবাই জেগে উঠেছে। কিন্তু অফিসার হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে গুলি করছিল না নিগ্রো সৈনিকরা। তখন ফরাসী অফিসার গুলি করল আর সেই গুলিটা চুলুকের গায়ে লাগল। তবু সে ওয়ারপারকে বয়ে নিয়ে রাতের মধ্যে তার দলের সকলের পিছু পিছু ছুটতে লাগল। তারপর একসময় পড়ে গেল ওয়ারপারকে নিয়ে।

চুলুকের মৃতদেহের অর্ধেকটা পড়েছিল ওয়ারপারের উপর। হঠাৎ চুলুকের হাতে হাত পড়তেই তার হারানো মুক্তোর আসল থলিটা পেয়ে গেল। টারজনরা তখন কিছুটা এগিয়ে পড়েছিল। ওয়ারপার দেখলো এগুলো ওপারের আসল মুক্তো, যে থলিটা তার জামার তলায় লুকিয়ে রেখেছিল।

এবার টারজন ছুটে এসে দেখল চুলুক মারা গেছে গুলির আঘাতে। সে দেখল পিছনে শত্রুরা কেউ আসছে না। তখন সে ওয়ারপারকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। তাদের কাজ শেষ হওয়ায় বাঁদর-গোরিলারাও চলে গেল সেখান থেকে।

টারজন এবার ওয়ারপারকে বলল, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো। আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি।

ওয়ারপার তখন পথ দেখিয়ে তাকে জেনকে যেখানে রেখে এসেছিল সেই দিকে নিয়ে যেতে লাগল। টারজন গাছে গাছে যাচ্ছিল বলে তার গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেতে পারছিল না ওয়ারপার। কারণ এভাবে চলতে অভ্যস্ত ছিল না সে। একটা ডাল ছেড়ে অন্য একটা ডাল ধরতে অনেক সময় লাগছিল। তার উপর তখন রাত্রিকাল।

যেতে যেতে একসময় একটা রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনতে পেল টারজন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো সিংহের সমবেত গর্জন আর ঘোড়া ও মানুষের আর্ত চীৎকার শুনতে পেল। সে ওয়ারপারকে বলল, কারা বিপদে পড়েছে, দেখি একবার। তুমি এখানেই থাক। আমি এখনি ফিরে আসব।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে ওয়ারপার বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও। বলা যায় না ঐ দলে তোমার স্ত্রীও থাকতে পারে।

আসলে ওয়ারপার টারজনের হাত হতে মুক্ত করতে চাইছিল নিজেকে। গতকাল তার মধ্যে যে সুমতি ও শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিল মুক্তোর থলিটা পাওয়ার পর সে সুমতি ও শুভবুদ্ধি উবে যায়। আবার লোভ আর লালসা জেগে ওঠে তার মধ্যে। সে ভাবল টারজনের কাছে থাকলে সে মুক্তোগুলো কেড়ে নেবে। তাছাড়া সেখানে এখন তার স্ত্রীকে না পেলে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তার উপর পীড়ন চালাতে পারে।

তাই তাকে সেখানে রেখে টারজন সেই গোলমালের শব্দ লক্ষ্য করে চলে

গেলে ওয়ারপার উল্টোদিকে তীরবেগে চলে গেল।

গোলমালের শব্দ লক্ষ্য করে কিছুটা এগিয়ে যেতেই গাছের ফাঁকে ফাঁকে জলন্ত আগুনের শিখা দেখতে পেল টারজন।

শিবিরের কাছে গিয়ে একটা গাছের উপর থেকে টারজন দেখল সেই গাছের নিচে একজন মহিলা একটা মরা ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা সিংহ তাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হচ্ছে। যে গাছের উপর চেপে ছিল টারজন সেই গাছটার তলাতেই সিংহটা দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে জেন সেইভাবে দাঁড়িয়ে তার মৃত্যুর জন্য মুহূর্ত গণনা করে যাচ্ছিল। কিন্তু চোখদুটো বন্ধ করেনি। অথবা পালাবার চেষ্টা করেনি। সে জানত যেকোন মুহূর্তেই তার উপর ঝাঁপ দেবে সিংহটা।

জেন দেখল সিংহটা সত্যি সত্যি পা তুলে ঝাঁপ দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে গাছ থেকে বাদামী রঙের এক দৈত্যাকার প্রেতমূর্তি সিংহটার উপর ঝাঁপ দিল। কিন্তু এও কি সম্ভব? মৃত্যুর ওপার থেকে কখনো ফিরে আসতে পারে কোন মানুষ? কিন্তু নিজেকে বোঝাল জেন, কোন প্রেতমূর্তি কখনো একটা জীবন্ত সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে পারে না এভাবে। মৃত স্বামীকে জীবন্ত দেখে ভয়ের কথা ভুলে গেল জেন।

জেন দেখল টারজনের হাতে কোন অস্ত্র নেই। টারজন দেখল একটা মৃত সৈনিকের একটা রাইফেল পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে টারজন সিংহটার মাথায় এত জোরে মারল যে রাইফেলের বাঁটটা একেবারে বেঁকে দুমড়ে গেল। সিংহের মাথার খুলিটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

সিংহটা মরে যেতেই জেন টারজনকে জড়িয়ে ধরল। টারজন চারদিকে দেখে আর সময় নষ্ট না করে জেনকে তুলে নিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ল। মুরাকের সৈন্যরা তখন সিংহদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এতই ব্যস্ত ছিল যে টারজন তাদের বন্দিনীকে নিয়ে গেলেও তারা কোনভাবে হস্তক্ষেপ করল না।

টারজন জেনকে সঙ্গে করে যেখানে ওয়ারপারকে ছেড়ে এসেছিল সেখানে গেল। কিন্তু ওয়ারপারকে দেখতে পেল না। তাকে বারবার ডেকেও কোন সাড়া পেল না।

টারজন বলল, ও পালিয়ে গিয়েই প্রমাণ করল যে ও দোষী। যাক, ও নিজের কবর নিজের হাতে খুঁড়ল।

এবার দুজনে তাদের খামারবাড়ির দিকে রওনা হলো। টারজন বলল, ওপারের ধনরত্ন গেল, বাড়ি গেল, খামার গেল, সব গেল। কিন্তু তোমাকে আমি ফিরে পেয়েছি এটাই আমার আজ সবচেয়ে বড় লাভ। আবার আমরা আমাদের অনুগত ও বিশ্বস্ত ওয়াজিরিদের কাছে যাব। তাদের শ্রম আর নিষ্ঠায় আবার আমাদের বাড়ি ঘর খামার জমি সব হবে।

জেন বলল, আজ যদি মুগাম্বি থাকত ! লোকটা আমাকে রক্ষা করার জন্য অনেক করেছে।

টারজন বলল, ওরা রাতের খাওয়া খেয়ে শুতে যাবার আগেই আমরা ওয়াজিরিদের বস্তীতে গিয়ে হাজির হব।

সত্যিই টারজন যখন ওদের বস্তীতে গিয়ে হাজির হলো তখন ওদের নেতা বাসুলি আর মুগাম্বি দুজনেই ছিল। তারা আরবদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। দীর্ঘকাল পরে তাদের প্রিয় প্রভু আর প্রভুপত্নীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল তারা। সঙ্গে সঙ্গে নাচগান শুরু করে দিল। তার আগে বাসুলি টারজনকে জানাল কিভাবে সোনার তালগুলো উদ্ধার করে আরবদের হাত থেকে। আরব আর আবিসিনীয়দের যুদ্ধে আবিসিনীয়রা কতক মরে যায় আর কতক পালিয়ে যায়। কিন্তু আরবরা জিতেও সোনাগুলো নিয়ে যেতে পেল না। তারা তাদের সর্দারকে বনের মধ্যে খুঁজতে গিয়ে আর এল না। তার সোনার তালগুলো এখানে রেখে চলে যেতেই আমরা সেগুলো তুলে নিয়ে নদীর ধারে এমন এক জায়গায় পুঁতে রাখলাম যেখান থেকে আর কেউ তা তুলতে পারবে না।

টারজন দেখল ওপার নগরীর ধনাগার থেকে যেসব সোনার তাল সে ওয়াজিরিদের হাতে দিয়েছিল তা সবই আছে।

যেসব ঘটনার কথা তার বিশ্বস্ত ওয়াজিরিদের কাছ থেকে শুনল টারজন তার থেকে বুঝতে পারল মঁসিয়ে ফ্রেকুলত্‌ নামধারী বেলজিয়ান ওয়ারপারই এই সব কিছু করিয়েছে। সমস্ত অঘটনের মূলে আছে সে।

কিন্তু জেন বলল, লোকটা আমার সঙ্গে কিন্তু ভাল ব্যবহার করে এবং একদল হিংস্র আরবের কবল থেকে আমাকে বাঁচায় একদিন।

টারজন বলল, ভাল মন্দ সব মানুষের মধ্যেই আছে জেন। তোমার গুণ, সরলতা, সততা আর অসহায়তা হয়ত তার মধ্যে সদ্‌গুণ আর সৎভাব জাগিয়ে তোলে। সে পরলোকে গেলে তার এই গুণের জন্য হয়ত তার পাপের অনেকখানি স্খালন করবে।

কয়েকমাস ধরে ওয়াজিরিরা দিনরাত খেটে টারজনের ভস্মীভূত বাংলো-বাড়িটা আবার আগের মত করে গড়ে তুলল। ওয়াজিরিদের শ্রম আর ওপারের সোনায় আবার সবকিছু ফিরে পেল টারজন। হারানো জীবনযাত্রার সেই শান্ত সাবলীল স্রোতটা আবার বয়ে যেতে লাগল সেই খামারবাড়ির উপর দিয়ে।

বাড়ি তৈরীর কাজ সব শেষ হয়ে গেলে টারজন বলল, আবার সব শ্রমিকদের সঙ্গে করে আমরা শিকারের মাংস দিয়ে এক বড় রকমের ভোজসভার আয়োজন করব।

কথাটা শুনে বাসুলি সব কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলল।

শিকারদলের প্রথমেই টারজন ও জেন ঘোড়ায় চেপে যেতে লাগল। তাদের

দুদিকে ছিল বাসুলি আর মুগাম্বি।

যেতে যেতে হঠাৎ একসময় জেনের ঘোড়াটার পায়ে কি একটা জিনিস লাগতে থেমে গেল ঘোড়াটা। টারজনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না ঘটনাটা। সে নেমে দেখল ঘাসে ঢাকা জিনিসটা কি। দেখল একটা চামড়ার থলি আর সামনে একটা মরা মানুষের সাদা কঙ্কাল।

থলিটা তুলে ধরে চীৎকার করে উঠল টারজন, ওপারের রত্ন এই দেখ।

মুগাম্বি তখন এই রত্ন সম্বন্ধে সব কথা বলল। কিন্তু টারজন থলিটা খুলে দেখল সেগুলো সত্যি সত্যি ওপারের উজ্জ্বল রত্নরাজি!

মুগাম্বি বলল, আমি বুঝতে পারছি আমার কাছ থেকে এই আসল রত্নগুলো কে চুরি করে নিয়ে যায় আর কিভাবেই বা সেগুলো ওয়ারপারের কাছে আবার ফিরে যায়।

টারজন বলল, হয়ত চুলুক থাকলে কিছু বলতে পারত। যাই হোক, ওয়ারপার মৃত্যুকালেও তার পাপকাজের অনেকখানি স্খালন করার ব্যবস্থা করে গেছে।

টারজন দি টেরিবল

ভয়ঙ্কর টারজন

আফ্রিকার জঙ্গলের ভয়ঙ্কর গভীরে কোন এক মধ্য রাত্রিতে একটা সিংহ তার জ্বলন্ত হলুদ একজোড়া চোখ নিয়ে ছায়ার মত নিঃশব্দ পদচারণায় তার শিকার লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা যে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল তার উপর উজ্জ্বল চাঁদের আলো পড়েছিল। সেইদিকে তার সাবধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে সিংহটা দেখল তার শিকারের বস্তু হচ্ছে একটা অদ্ভুত মানুষ।

কিন্তু সে কি সত্যি সত্যিই মানুষ? তার কোমরে ছিল একটা গাছের ছাল। তার রংটা ছিল তামাটে এবং চাঁদের আলোয় সেটা চকচক করছিল। তার একহাতে ছিল একটা শক্ত মোটা লাঠি। তার বাঁ দিকের কোমরে খাপে ঢাকা একটা ছুরি বেল্টে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল।

সিংহটা তার লেজটা গুটিয়ে গুড়ি মেরে ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছিল। অথচ মানুষটা তার বিপদের কথা বা সিংহটার উপস্থিতির কথা মোটেই জানতে পারেনি তখনো। সে শুধু এক হাতে তার লাঠিটা শক্ত করে ধরেছিল যাতে প্রয়োজন হলেই ব্যবহার করতে পারে সঙ্গে সঙ্গে। তার ছুরিটাও আলগা করে রেখে দিয়েছিল খোপের মধ্যে।

লোকটা ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালার জটলা থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় পা দিয়েই একবার পিছনে আর গাছগুলোর উপর দিকে তাকাল। তারপর কিছু দেখতে না পেয়ে আবার এগোতে লাগল। এই গভীর নিশীথে এক সুদূরবর্তী গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাবার বড় প্রয়োজন ছিল তার। এই প্রয়োজনের তীব্রতাই তাকে সব শঙ্কা আর সতর্কতার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল একবারে। তাই সে বাতাসে গন্ধ শুঁকে কোন বস্তুর উপস্থিতির সূত্র ধরার চেষ্টা করেনি।

সিংহটা যখন দেখল লোকটা গাছগুলোর থেকে একটু ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে পড়েছে এবং তার হাতের কাছে কোন গাছের আশ্রয় নেই তখন সে তার গুটোন লেজটা শক্ত করে তুলে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হলো।

আজ প্রায় ছমাস হলো টারজন এইভাবে ক্ষুধ, তৃষ্ণা ও হতাশার বেদনায় জর্জরিত হয়ে তার হারানো স্ত্রীর খোঁজ করে চলেছে দিনরাত। সে এক মৃত জার্মান ক্যাপ্টেনের ডায়েরী থেকে জানতে পেরেছে তার স্ত্রী এখনো জীবিত

আছে। পূর্ব আফ্রিকায় বৃটিশ অভিযানের সামরিক তথ্য দপ্তরের সহায়তায় কিছুটা অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে সে জানতে পেরেছে লেডী জেনকে জঙ্গলের গভীরতম কোন প্রদেশে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তার কারণ একমাত্র জার্মান সরকারের কর্তৃপক্ষই জানে।

টারজন আরও জেনেছে একদল জার্মান সৈন্যের অধীনে লেডী জেনকে সীমান্ত পার করে স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জেনের সন্ধানে একা ঘুরতে ঘুরতে টারজন সেই গাঁটার সন্ধান পেয়ে যায় যে গাঁটায় একদিন জেন ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে কয়েকমাস আগেই জেন চলে গেছে সে গাঁ থেকে এবং যে সেনাদলের অধীনে সে ছিল তার জার্মান অফিসার স্থানীয় পথপ্রদর্শকের সাহায্যে জেনের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। সে গাঁয়ের সর্দার, পথপ্রদর্শক ও যোদ্ধাদের কাছ থেকে যেসব কাহিনী শুনতে পায় টারজন তা পরস্পরবিরুদ্ধ এবং তার মধ্যে কোন সমতা বা সঙ্গতি খুঁজে পায়নি সে। কেউ কেউ বলে জার্মান সেনাদল জেনকে পেয়ে কঙ্গোয় পাঠিয়ে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলে তারা খুঁজতে খুঁজতে অরণ্যের অনেক দূর গভীরে চলে গেছে। জার্মান সেনাদল কোন্‌দিকে কোন্ পথে জেনের খোঁজ করতে গেছে তার সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানতে পারেনি সে।

যাই হোক, সেই গাঁটা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে থাকে টারজন। ঘুরতে ঘুরতে সে প্রথমে আসে জনহীন এক বিশাল তৃণভূমি অঞ্চলে, যেখানে শুধু কাঁটা গাছে ভরা। তারপর সেটা পার হয়ে সে এসে পড়ে এমন একটা দুর্গম অঞ্চলে যেখানে কোন শ্বেতাঙ্গ কখনো পা দেয়নি। এ অঞ্চলে আছে শুধু বড় বড় পাহাড়, নদীবহুল মালভূমি আর জলাশয়। কয়েক সপ্তার চেষ্টার পর পাহাড় আর মালভূমিগুলো অতিক্রম করে সে এমন একটা জায়গায় এসে পড়ে যার সামনে আছে বিশাল বিল বা জলাশয়। বহু বিষাক্ত সাপ আর বড় আকারের নানারকম সরীসৃপে ভরা বিলটা। মাঝে মাঝে আবার অনেক জলহস্তী, গণ্ডার আর হাতিও দেখতে পায়।

ক্রমে জলাটা পার হয়ে ডাঙ্গায় উঠে টারজন বুঝতে পারে এ অঞ্চলটা যেন কোন সভ্যজগতের মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি আজও। এখানকার অদ্ভুত অদ্ভুত আকারের জীবজন্তুগুলো বাইরের জগতের অন্য কোন জীবজন্তুর সঙ্গে রক্তগত মিশ্রণ ঘটায় তাদের কোন বিবর্তন ঘটেনি। ফলে অপরিচিত রয়ে গেছে তাদের দেহগুলো। এ অঞ্চলে যেসব পশুপাখি বা সরীসৃপ দেখতে পেল সে তা আর কোথাও দেখতে পায়নি এর আগে। সবচেয়ে মজার কথা হলো, এখানে একরকম সিংহ দেখল টারজন যার দেহটা বাঘের মত হলুদে রঙের আর তাতে কালো ডোরাকাটা দাগ। আর তার দেহটা আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের সিংহদের তুলনায় কিছুটা ছোট আকারের। তার মনে হলো হয়ত অনেককাল আগে এখানে কোনরকমে কিছু বাঘ এসে পড়ে এবং তাদের সঙ্গে এখানকার

সিংহদের রক্তগত মিশ্রণের ফলেই এই ধরনের সিংহের উদ্ভব হয়েছে। যাই হোক, এখানকার এইসব সিংহ ভীষণ রাগী।

ছমাস ধরে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার পরও টারজন জেনের কোন খোঁজ পেল না। অথচ সে যেসব খোঁজ খবর পেয়েছে তাতে এই দিকে তার আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কি করে এইসব পাহাড় আর জলাশয় জেন পার হয়েছে তা বুঝতে পারল না সে।

তবে এ অঞ্চলটায় পশু পাখি প্রভৃতি শিকারের বস্তু আর ফলমূলের কোন অভাব হয়নি। অনেক সময় একই শিকারের বস্তু নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়েছে সিংহের সঙ্গে। দুদলের মধ্যে একদল সিংহ নিয়েছে শিকারের বস্তুকে ছিনিয়ে। অনেক শাকসব্জীও পেয়েছে খাবার উপযুক্ত।

দিনকতক এইভাবে পথ চলার পর টারজন কতকগুলো পাহাড়ের মাঝে একটা সুড়ঙ্গপথ পেল। এই গিরিপথটা পার হয়ে তার ওপারে নানাজাতীয় গাছে ঘেরা একটা সমতলভূমি দেখতে পেল। সেখানে সহজেই হরিণ শিকার করতে পারা যায়। অনেক হরিণ চরে বেড়াচ্ছিল। দূরে জনকতক শিকারীর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। সমতল প্রান্তরটার ওদিকে একটা বিশাল বন দেখতে পেল টারজন। ও একটা হরিণ মেরে সেটা কাঁধে চাপিয়ে সেই বনটার দিকেই যাচ্ছিল।

কিন্তু বনে ঢোকার আগেই প্রান্তরের মাঝামাঝি এক জায়গায় একটা গাছের উপর উঠে সেখানেই রাতটা কাটাবার কথা ভাবল। এই ভেবে হরিণটাকে কেটে তার মাংস খেতে লাগল। তারপর বাকি মাংসটা গাছের ডালে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সেই গাছেরই একটা ডালের ওপর।

গভীর রাতে বনভূমির যা কিছু স্বাভাবিক শব্দ তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হল না টারজনের। কিন্তু রাতদুপুর হতেই অস্বাভাবিক একটা শব্দে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল টারজনের। সে উঠেই দেখল যে গাছে সে ছিল তার তলাতেই ঘাসে ঢাকা প্রান্তরটার উপর দিয়ে নগ্নপ্রায় এক শ্বেতাঙ্গ ছুটে আসছে। তার সামনের দিকে সাদা লেজের মত লম্বা কি একটা জিনিস ঝুলছে। লোকটার পিছনে একটা সিংহ তাকে তাড়া করে আসছিল। শিকার ও শিকারী দুজনেই নিঃশব্দে একই দিকে ছুটছিল। ব্যাপারটা একনজর দেখেই আর তাকাবার সময় পেল না টারজন। কারণ সিংহটা আর একমুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়বে লোকটার উপর। টারজন তাই একলাফে সিংহ আর শ্বেতাঙ্গ লোকটার মাঝখানে নেমে পড়ল।

টারজনকে সামনে পেয়েই সিংহটা তার একপাশে থাবা বসিয়ে একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল। কিন্তু টারজন সেদিকে নজর না দিয়ে সিংহটার পিঠের উপর চেপে তার ছুরিটা সিংহটার বুকের দিকে বসিয়ে দিতে লাগল। শ্বেতাঙ্গ লোকটাও তার হাতে যে একটা ধারাল খাঁড়া ছিল তাই দিয়ে সিংহটার

মাথার উপর জোরে একটা কোপ বসিয়ে দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই দুজনের মিলিত চেষ্টায় সিংহটা মারা গেল।

সিংহটার মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে টারজন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এক বিকট চীৎকার করল চাঁদের দিকে তাকিয়ে। লোকটা ভয় পেয়ে কিছুটা সরে গেল। কিন্তু টারজন তার ছুরিটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে তার দিকে ফিরে দাঁড়াতে লোকটা আর ভয় পেল না।

লোকটা যে ভাষায় কথা বলল টারজন তা বুঝতে পারল না। টারজন দেখল লোকটা মানুষের মত অনেকটা দেখতে হলেও তার হাতগুলো আর লেজটা বাঁদরের মত। টারজনের গা থেকে রক্ত ঝরছে দেখে লোকটা তার কোমরে ঝোলানো একটা ব্যাগ থেকে কিছু পাউডার বার করে তার ক্ষতটার উপর ছড়িয়ে দিল। প্রথমটায় কিছু জ্বালা করলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তপড়া আর জ্বালা যন্ত্রণা সব বন্ধ হয়ে গেল।

টারজন এবার লোকটার সঙ্গে আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী ও বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু সে টারজনের কোন ভাষাই বুঝতে পারল না। তখন টারজন লোকটার বাঁ হাতটা টেনে তার বুকের উপর রেখে লোকটার বুকের উপর নিজের ডান হাতটা রাখল। লোকটা এবার বুঝতে পারল এই অচেনা লোকটি তার জীবন বাঁচানোর পর তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাইছে।

এরপর টারজন তার পেটে হাত দিয়ে লোকটিকে খাবার জন্য ইশারা করল। সে তাকে অনুসরণ করতে বলে গাছটার উপর উঠে যেখানে হরিণের অবশিষ্ট মাংসটা ছিল সেখানে চলে গেল। তারপর যা মাংস ছিল দুজনে ভাগ করে খেল। তারপর গাছেই দুজনে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে তার সঙ্গীটি টারজনের গায়ে জোর নাড়া দিতেই ঘুম থেকে উঠে পড়ল টারজন। তার সঙ্গী তাকে গাছের তলায় দেখাল একটা বিরাট হাতি গাছটাতে ধাক্কা দিচ্ছে এবং তার ফলে দুলছে গাছটা। টারজন আরও দেখল বিরাট সরীসৃপ জাতীয় একটা প্রাণী গাছের তলায় মরা সিংহটার হাড় মাংস সব চিবিয়ে খাচ্ছে।

টারজনকে তার সঙ্গী ইশারায় সেইমুহূর্তে সেই গাছটা ছেড়ে চলে যেতে বলল। টারজনও বুঝল সেটাই ঠিক। তাই তারা দুজনে যেদিকে জন্তুগুলো ছিল তার উল্টো দিক দিয়ে নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে সেখান থেকে চলে গেল। তখন আকাশে চাঁদ না থাকায় অন্ধকারেই এগিয়ে চলল তারা।

ভোর হলে অন্ধকার কেটে যেতেই তারা দেখল এক বিরাট বনের ধারে চলে এসেছে। তারা দুজনে গাছে গাছে অনেকক্ষণ ধরে এগিয়ে চলল দু-এক মাইল। এইভাবে যাওয়ার পর তারা একটা নদীর ধারে এসে থামল। নদীর জল বেশ স্বচ্ছ, নির্মল আর বেশ ঠাণ্ডা। ওরা শুধু জলপান করল না, অনেকক্ষণ ধরে

স্নান করল।

স্নানের পর টারজনের সঙ্গী লোকটি তার কোমরে ঝোলানো একটা থলি থেকে কতকগুলো শামুকের মত জিনিস বার করে খোলাটা ছাড়িয়ে তার ভিতরকার নরম মাংসগুলো নিজে খেতে খেতে টারজনকেও খেতে দিল। টারজন খেয়ে দেখল সেগুলো সত্যিই খেতে ভাল। এছাড়া তার সেই থলেটাতে বেশকিছু বাদাম আর মাংসও ছিল। সেগুলোও ওরা দুজনে ভাগ করে খেল।

স্নানের পর ওরা যখন সেই বাদাম, ফলমাকড় আর শুকনো মাংসগুলো খাচ্ছিল দুজনে তখন ওরা খেয়াল করেনি গাছের উপর থেকে একটা কালো রঙের বিরাটকায় লোমশ প্রাণী ওদের দিকে তাকিয়ে আছে কুটিল দৃষ্টিতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেই অদ্ভুত বিরাটকায় প্রাণীটার উপর টারজনের চোখ পড়তেই সে দেখল এই প্রাণীটার সঙ্গে তার সঙ্গীর চেহারার অনেক মিল রয়েছে। দুজনকেই মানুষের মত অনেকটা দেখতে। দুজনেরই লেজ আছে। দুজনেরই অস্ত্রশস্ত্র এক এবং হাঁটার ভঙ্গিমাও এক। দুজনেই এক ভাষায় কথা বলে। তবে আগন্তুক সঙ্গী প্রাণীটির গোটা গাটা বড় বড় লোমে ঢাকা আর অচেনা আগন্তুক প্রাণীটির রংটা কালো; কিন্তু তার সঙ্গীর রংটা সাদা।

অচেনা প্রাণীটা গাছ থেকে টারজনের সঙ্গীর সামনে নেমে পড়ল লাফ দিয়ে। তারপর তার হাতের লাঠিটা তার মাথায় এমন জোরে মারল যে সে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

টারজন যখন দেখল তার সঙ্গী অচেতন হয়ে পড়ে গেছে তখন সে আগন্তুক জন্তুটাকে একটা ঘুষি মেরে আক্রমণ করল। টারজন দেখল জন্তুটার দেহে বাঁদর-গোরিলাদের মতই প্রচণ্ড শক্তি আর দাঁতগুলো ধারাল। কিন্তু সে কোন-মতেই টারজনকে বেকায়দায় ফেলতে পারল না। কারণ টারজনের গায়েও কম শক্তি ছিল না। দুজনেই ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল। কিন্তু কেউ কারো গায়ে বা ঘাড় কামড়াতে পারল না। দুজনেই দুজনের গলাটা টিপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কেউ কাউকে গলা টিপে হত্যা করতে পারল না। লড়াইটা হচ্ছিল নদীটার ধারে। কখনো টারজন জন্তুটার উপর আবার

কখনো জন্তটা টারজনের উপর চেপে বসছিল।

এমন সময় একটা সিংহ এসে ওদের থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়াতেই সেদিকে ওদের নজর পড়ল। ওরা তখন সিংহটাকে ওদের শত্রু ভেবে দুজনেই পরস্পরকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। টারজন প্রথমে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করল সিংহটাকে। টারজন গিয়ে সিংহটার পিঠের উপর উঠে তার কেশর ধরে তাকে ফেলে দিল আর সেই লোমশ গোরিলাটা তখন তার বড় ছুরিটা সিংহটার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এইভাবে দুজনের চেষ্টায় সিংহটা মরে গেলে ওরা দুজনে আবার সামনা সামনি দাঁড়াল। টারজন দেখতে চাইল আগন্তুক তার সঙ্গে আবার নতুন করে শত্রুতা করে কি না।

কিন্তু লোমশ সঙ্গী গোরিলার মত আগন্তুক লোকটা আর কোন শত্রুতা না করে তার কালো হাতদুটো তুলল প্রথমে। পরে বাঁ হাতটা নিজের বুকের উপর রেখে ডান হাতটা বাড়িয়ে টারজনের বুকের উপর রাখল। এই ধরনের বন্ধুত্ব টারজনের সঙ্গীটিও একদিন করেছিল তার সঙ্গে।

টারজন এবার দেখল মাটির উপর অচেতন হয়ে এতক্ষণ পড়ে থাকা তার সঙ্গীটি চোখ মেলে তাকিয়েছে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে উঠে দাঁড়াতেই আগন্তুক গোরিলাটা তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। টারজন দেখল তারা পরস্পরের কথা বুঝতে পারছে এবং তাদের হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হলো তারা এখন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায় নিজেদের মধ্যে।

এরপর তারা দুজনে মিলে যাবার জন্য উদ্যত হয়ে টারজনকে তাদের সঙ্গে ইশারায় যেতে বলল। তারা অবশ্য টারজনকে মুখেও যাবার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু তাদের ভাষা বুঝতে পারল না টারজন। তখন তারা ইশারায় তাকে বোঝাতে চাইল, তারা তাদের একটা চেনা জায়গায় যাচ্ছে এবং টারজনও তাদের সঙ্গে চলুক।

টারজনও দেখল ওদের সঙ্গে গিয়ে এ অঞ্চলের অজানা জায়গাগুলোকে জেনে নেওয়া ভাল। তাতে জেনকে খোঁজার কাজ সহজ হবে। সে তাই কোন আপত্তি না করে তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল।

পুরো দুদিন ধরে তারা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে পথ চলতে লাগল। যাবার পথে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জীবজন্তু দেখতে পেল টারজন। রাত্রিতে কত ভূতুড়ে ছায়া দেখল।

তিন দিনের দিন ওরা একটা ছোট পাহাড়ের পাদদেশে একটা বড় গুহার কাছে এসে থামল। গুহাটার কাছ দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে। তার সামনে একটা সমতলভূমি। এই গুহাটাতেই আশ্রয় নিল ওরা। টারজন দেখল এই গুহাটাতে এর আগে হয়ত মানুষ বাস করত। গুহাটার এককোণে একটা পাথর দিয়ে তৈরী উনোন রয়েছে। গুহার দেওয়াল আর ছাদটা ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে। একদিকের দেওয়ালে পশু পাখি আর সরীসৃপের ছবি

আঁকা রয়েছে কাঠকয়লা দিয়ে। দুর্বোধ্য অক্ষরে কয়েকজন মানুষের নাম লেখা ছিল। টারজনের সঙ্গী দুজন ছুরির ডগা দিয়ে তাদের নাম লিখল দেওয়ালে। টারজনের মনে হলো এটা যেন আদিম যুগের কোন এক পান্থশালা এবং হোটেল রেজিস্টারের মত তাই এখানকার আশ্রয়কারী পান্থরা তাদের নাম লিখে রেখে যায়।

টারজন দেখল তার সঙ্গীরা যেন মানবজাতির অব্যবহিত আগের স্তর। বিশাল দুর্গম এক জঙ্গলের অন্তরালে অনাবিষ্কৃত এক অঞ্চলে এরা আজও রয়ে গেছে বলে এদের দেহের মধ্যে কোন বিবর্তন হয়নি। তাই লেজ আর লোম আজও রয়ে গেছে তাদের দেহে। একজনের দেহে লোম বেশী না থাকলেও লেজটা ঠিক রয়ে গেছে।

দেওয়ালে ওরা যে নাম লিখল তার থেকে ওদের সাহায্যে টারজন বুঝল লোমহীন সাদা গোরিলাটির নাম হলো তাদেন আর লোমশ কালো গোরিলাটির নাম ওমৎ। তারা দুজনেই টারজনকে তাদের ভাষা শেখাতে লাগল এবং অল্প-দিনের মধ্যেই টারজন ওদের ভাষায় কথা বলতে শিখল।

টারজন তখন তার অনুসন্ধানকার্যের কথা বলল। তার স্ত্রী জেনের চেহারার বর্ণনা দিয়ে তাকে তারা কোথাও দেখেছে কি না তা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তারা বলল একমাত্র টারজনকে ছাড়া অন্য কোন মানুষ জীবনে তারা দেখেনি কখনো।

তাদেন বলল, আমার বাড়ি হচ্ছে আলুর। সেখান থেকে আমি সাত-সকালে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এর মধ্যে তোমার স্ত্রী আমাদের জলা খাল বিলে ভরা দুর্গম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয় না। সেই সব জলাশয় সে পার হতে পারবে না। আমাদের মেয়েরাই গাঁ থেকে বেরিয়ে এই সব খাল বিল পার হয়ে কোথাও যেতে পারে না।

টারজন বলল, আলুর কোথায়? সে কেমন দেশ? সেটা কি তোমার ও ওমতের দেশ তাদেন?

তাদেন বলল, সেটা আমার দেশ, ওমতের নয়। ওমৎরা ওয়াজদন জাতীয়। ওরা বনে জঙ্গলে গাছে গাছে আর পাহাড়ের গুহায় বাস করে। তাই নয় কি?

এই বলে তাদেন ওমতের দিকে তাকাল।

ওমৎ বলল, হ্যাঁ, আমরা হচ্ছি ওয়াজদন জাতীয় লোক—আমরা স্বাধীন। এরা হচ্ছে হোদন জাতীয় লোক। ওদের মত আমরা নগরের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখি না। আমি কোনমতেই সাদা লোক হতে চাই না।

টারজন হাসল। এখানেও সাদা এবং কালো লোকের মধ্যে বিরোধ। সে দেখল সাদা লোকরা কালোদের থেকে নিজেদের সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে।

টারজন তাদেনকে বলল, আলুর কোথায়? তোমরা কি সেখানে ফিরে

যাবে ?

তাদেন বলল, আমাদের দেশ আলুর হচ্ছে ঐ পাহাড়গুলোর ওপারে। কোতান যতদিন বেঁচে থাকবে আমি সেখানে ফিরে যাব না।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কোতান কে ?

তাদেন বলল, সে হচ্ছে সেখানকার রাজা। আমাদের দেশ সে শাসন করে। আমি তার সৈন্যবিভাগে কাজ করতাম। তার মেয়ে ওলোয়াকে আমি ভালবাসতাম। ওলোয়াও আমাকে ভালবাসত। কিন্তু কোতান আমাকে দেখতে পারত না। তাই কৌশলে মারার জন্য ডাকাত নামে এক বিদ্রোহী গ্রাম্য সর্দারকে দমন করার জন্য আমাকে পাঠায় কোতান কিন্তু তার সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। কারণ আমি ডাকাতকে পরাজিত ও বন্দী করি এবং সেখানকার বিদ্রোহ দমন করে গৌরবের সঙ্গে ফিরে আসি। কিন্তু কোতান আমাকে দেখে আরো রেগে উঠল আগের থেকে। কারণ আমার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে ওলোয়া আমাকে আগের থেকে আরো বেশী ভালবাসতে শুরু করে। কিন্তু আমি যে বীরত্বের কাজ করেছি তার জন্য কি পুরস্কার দেবে আমায় ? আমার বাবা জাদন হচ্ছেন সিংহমানুষ। আলুরের বাইরে একটা বড় গাঁয়ের সর্দার তিনি। কোতান আমার বাবাকে বড় ভয় করত, কারণ শক্তিতে তাঁর সঙ্গে পেরে উঠত না সে। কোতান আমার বীরত্বের কাজের জন্য কপট হাসি হেসে বাবার কাছে গিয়ে অনেক প্রশংসা করে এল আমার। কিন্তু ওলোয়াকে আমার হাতে সমর্পণ করল না। মোসারের ছেলের সঙ্গে পরে বিয়ে দেবার জন্য তাকে অবিবাহিত রেখে দিল। মোসার ছিল এক গাঁয়ের সর্দার এবং তার প্রপিতামহ রাজা ছিল এবং একদিন তার ছেলেও রাজা হবে। আমাদের দেশে মন্দিরের পুরোহিতদের আমরা খুবই শ্রদ্ধা করি। রাজা যদি একবার কাউকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করে তাহলে সে পদ প্রত্যাখ্যান করা মানেই দেবদ্রোহিতা বা ধর্ম-দ্রোহিতা করা। কিন্তু পুরোহিতরা বিয়ে করতে পারে না জীবনে। কুটিল কোতান তাই আমাকে পুরোহিত পদে নিযুক্ত করে আমার বিয়ে হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিতে চাইল চিরদিনের মত। এইভাবে আমায় পুরস্কৃত করতে চাইল কুটিল কোতান।

একদিন ওলোয়া এসে আমাকে খবর দিল, তার বাবার দূত আমাকে মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য আসছে। আমাকে খুঁজে নিয়ে যাবে। আমি যেতে না চাইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। ওলোয়া আর আমি দুজনে মিলে ঠিক করলাম আমি যাব না রাজার ডাকে। সেদিন প্রাসাদ উদ্যানের গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি আলিঙ্গন করলাম ওলোয়াকে। তারপর আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে নগর পার হয়ে পালিয়ে এলাম। কিন্তু পালিয়ে এলেও আজও প্রায়ই বাবা মা ও আমার জন্মভূমিকে দেখার এক প্রবল বাসনা জাগে আমার মনের মধ্যে।

টারজন বলল, সেখানে যাওয়ায় দারুণ বিপদের ঝুঁকি আছে।

তাদেন বলল, ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু এমন কিছু নয়। আমি যাবই।

টারজন বলল, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। কারণ আমি তোমাদের শহরটা দেখব এবং আমার স্ত্রীরও খোঁজ করব একবার। ওমৎ, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে?

ওমৎ বলল, কেন যাব না? আমাদের জাতির লোকেরা আলুরের উপর দিকের পাহাড়গুলোতে বাস করে। আমাদের সর্দারের নাম হলো ঈসাৎ। ঈসাৎ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেখানে পানাৎ লী নামে একটা মেয়ে আছে যাকে দেখে আমি খুশি হব এবং সেও আমাকে দেখে খুশি হবে। আমি তার কাছ থেকে তার প্রভুত্ব কেড়ে নেব এই ভেবে ঈসাৎ আমাকে ভয় করে। কিন্তু আগে আমি সেই মেয়েটাকে চাই, প্রভুত্বের কথা পরে।

টারজন বলল, আমরা তিনজনে একসঙ্গে যাব।

তাদেন তার ছুরিটা তুলে ধরে বলল, এবং একসঙ্গে লড়াই করব।

টারজনও তার ছুরিটা সঞ্চালিত করে বলল, আমরা একসঙ্গে মৃত্যুপণ করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করব।

ওমৎ বলল, তাহলে এগিয়ে চল আমার ছুরিটা শুকিয়ে আছে এবং ঈসাতের রক্ত চাইছে।

এবার তিনজনে বিপদসংকুল পাহাড়ী পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। ওদের পথের উপর অনেক ঝড়েভাঙ্গা গাছ পড়েছিল। গাছে গাছে আঙুরের লতাগুলো জট পাকিয়েছিল। যেসব পাথরের উপর দিয়ে ওরা যাচ্ছিল সেই পাথরগুলো বড় পিচ্ছিল বলে পা টিপে টিপে অতি কষ্টে যেতে হচ্ছিল ওদের। ওমৎ ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একসময় সে ওদের প্রায় দু' হাজার ফুট খাড়াই একটা পাহাড়ের উপর নিয়ে গেল। পাহাড়টা পার হয়েই ওরা একটা সমতলভূমিতে এসে পড়ল। তার পাশ দিয়ে একটা বেগবান পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ছিল বিরাট এক একটা খাদ।

সমতলভূমিতে এসে ওমৎ বলল, তোমরা পারবে, তোমরা আমার সত্যিই যোগ্য সঙ্গী।

টারজন বলল, এর মানে কি?

ওমৎ বলল, এখানে ঈসাতের যোদ্ধারা তাদের সাহস ও বীরত্বের পরীক্ষা দিতে আসে। আমি তাই তোমাদের সাহস আছে কি না তা দেখার জন্য এই পথে এনেছি তোমাদের। পাণ্ডার-উল-বেদ হলো এই পাহাড়গুলোর পিতা বা দেবতা। যারা এখানে হেরে যায় তাদের দেহের অস্থি এখানেই ছড়িয়ে থাকে।

টারজন হেসে বলল, আমি কিন্তু প্রায়ই এখানে আসতে ভয় পাব না কখনো।

এরপর ওমং তাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল যার এক রহস্যময় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল টারজন। চারদিকে সাদা ধবধবে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সবুজ ঘাসে ঢাকা এক বিরাট উপত্যকা দেখতে পেল ওরা। মাঝখানে স্বচ্ছ-নীল জলে ভরা একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল। তারই মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আলুর নগরী। সেই নগরীর মাঝে মাঝে বড় বড় অট্টালিকাগুলো সুন্দর সুন্দর স্থাপত্যকলায় ভরা।

টারজন বলল, এ উপত্যকাটা বড়ই সুন্দর, মনে হচ্ছে যেন দেবতাদের পুরী।

তাদেন বলল, এর মাঝেই আলুরের শাসনকর্তা কোতান রাজত্ব করে।

ওমং বলল, আর ঐ যে পাহাড়গুলোর গায়ে গায়ে অনেক গুহা রয়েছে তার ধাপে ধাপে বাস করে ওয়াজদন জাতীয় লোকেরা। যেখানে যত মানুষ আছে কোতান তাদের সকলের রাজা একথা তারা বিশ্বাস করে না।

তাদেন মৃদু হেসে বলল, আমি ঝগড়া করতে চাই না ওমং। তুমি আমি কখনই আমাদের জাতিগত বিরোধ নিয়ে মাথা ঘামাব না। তবে একটা কথা তোমায় বলে রাখি, আমাদের জাতির লোকেরা তাদের রাজাকে সর্বেসর্বা হিসেবে মেনে নিয়ে তার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শান্তিতে বাস করে। বাইরের কোন শত্রু আমাদের দেশ দখল করে নিতে পারে না। কিন্তু তোমাদের প্রায় বারোজন রাজা, অথচ কেউ কাউকে মান না। সবাই রাজা হতে চাও। ফলে নিজেদের মধ্যে লড়াই লেগেই আছে। ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কখনো বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে পার না। হোদনরা যখন মন্দিরে মাঠে ও বাড়িতে কাজ করার জন্য তোমাদের মধ্য থেকে ভৃত্য ধরে আনতে যায় তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠ না, কারণ তোমাদের শত্রু ঘরে ঘরেই আছে। তাই বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও তোমরা আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পার না। তোমরা বাইরের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে তোমাদের ঘরের শত্রুরা তোমাদের ছেলে পরিবারদের আক্রমণ করে

ওমং বলল, তোমার কথাই হয়ত ঠিক। কিন্তু তোমরা নিজেদের খুব বড় মনে করো এবং আমাদের কোন বীরত্বকে স্বীকার করতে চাও না।

টারজন বলল, থাক থাক, এই সমস্ত তর্কবিতর্ক থেকেই ঝগড়ার উৎপত্তি হয়। আমি তোমাদের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার কথা জানতে চাই। কিন্তু এই ধরনের তর্কবিতর্কের তিক্ততার মধ্য দিয়ে নয়। তোমরা দুজনেই আমার বন্ধু। আচ্ছা, তোমরা কি একই দেবতার পুজো করো ?

ওমং বলল, না, সেখানেও আমাদের পার্থক্য আছে।

তাদেন বলল, হাঁ। পার্থক্য কেন থাকবে না বলতে পার ? কে তোমাদের বিপজ্জনক—

টারজন বলল, থাম, থাম। এখন আমার মনে হচ্ছে মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েছি। ওসব কথা বলে কাজ নেই।

ওমৎ বলল, সেই ভাল। তোমাকে জানাচ্ছি আমাদের একমাত্র দেবতা যার আমরা পূজো করি তার একটা লম্বা লেজ আছে।

তাদেন বলল, এটা অধর্মাচরণ, জাদ-বেন-ওথোর কোন লেজ নেই।

ওমৎ বাধা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু টারজন তাকে থামিয়ে দিল। বলল, দেবতার আকার যাই হোক সকলের সব দেবতাকেই আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।

তাদেন বলল, ঠিক বলেছ। আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে স্বীকার করা উচিত জাদ-বেন-ওথোর এক শক্তিশালী দেবতা।

ওমৎ বলল, ঠিক আছে। কিন্তু—

টারজন বলল, না, আর কিন্তু নয় ওমৎ।

ওমৎ বলল, আমরা কি উপত্যকাটা দিয়ে এগিয়ে যাব? বাঁদিকের পাহাড়-গুলোর গুহায় আমাদের জাতির লোকরা থাকে। আমি পানাৎ লীকে আবার দেখব। তাদেনও তার বাবার সঙ্গে দেখা করবে। টারজন আলুরে গিয়ে তার স্ত্রীর খোঁজ করবে। তবে তার স্ত্রী যদি হোদন পুরোহিতদের কবলে একবার পড়ে তাহলে তার বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। কেমন করে যাব আমরা?

তাদেন বলল, আমরা এখন যতক্ষণ পারব একসঙ্গেই তিনজন থাকব। ওমৎ রাত্রিবেলায় পানাৎ লীর সঙ্গে দেখা করবে চুপি চুপি। কারণ আমরা তিনজনে একসঙ্গে গেলেও ঈসাতের যোদ্ধাদের আমরা পরাস্ত করতে পারব না। তবে যাই হোক, আমরা আমার বাবার কাছে যাব। আমার বাবা সর্দার জাদন তার ছেলের বন্ধুদের সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। তবে টারজন কি করে আলুর নগরীতে পৌছবে সেটাই হলো কথা। একটা পথ অবশ্য আছে এবং সেটা দুর্গম হলেও সে পথে যাবার মত শক্তি ও সাহস তার আছে। এখন এস আমার কাছে। তোমাদের কানে কানে একটা কথা বলি। কারণ পাহাড়ের দেবতা জাদ-বেন-ওথোরও কান আছে। যেকোন কথা সে শুনতে পায়।

টারজন আর ওমৎ তার কানের কাছে মুখ দুটো নিয়ে এলে তাদের কানে কানে তার একটা পরিকল্পনার কথা বলল।

তৃতীয় অধ্যায়

রাত্রি নেমে এসেছে তখন ঈসাৎদের পাহাড়ী দেশে। ক্ষীণ শিশু চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে তখন সিংহ-মানবদের আবাসভূমি পাহাড়ী গুহাগুলোর মুখে মুখে। একটা গুহার ছাদ থেকে একটা লোমশ কালো লোক চুপি চুপি বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল।

ফাঁকা জায়গাটার ধারে ধারে যেসব গুহা ছিল সেগুলো ছিল সব এক মাপের। গুহাগুলোর সামনের দিকটা ছিল প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা আর আট ফুট উঁচু। আর তার ভিতর দিকের গভীরতাটা ছিল ছয় ফুট। গুহাগুলোর সামনে তিন ফুট চওড়া একটা করে বারান্দা ছিল। গুহাগুলোর মুখের কাছে দেওয়ালে জানালার মত একটা করে ফাঁক ছিল যার মধ্য দিয়ে আলো বাতাস ঢুকত গুহার মধ্যে।

পাহাড় থেকে ফাঁকা জায়গাটায় লাফ দিয়ে পড়ে ঈসাৎ একটা গুহার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। সে কান পেতে গুহার ভিতরে কোন কথাবার্তা হচ্ছে কি না শুনতে লাগল। দেখল ভিতরটা একেবারে চুপচাপ। বাইরে থেকে দেখল ভিতরে একটা পাথরের টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে একটা যুবতী মেয়ে বসে আছে। তার দেহটা কালো লোমে ঢাকা থাকলেও তাকে দেখে খুব সুন্দরী মনে হচ্ছিল।

সর্দার ঈসাৎ সোজা গুহার ভিতরে ঢুকে মেয়েটার কাছে চলে গেল।

যুবতী মেয়েটা তাকে দেখেই চমকে উঠল। বলল, কি চাও তুমি?

ঈসাৎ বলল, আমি চাই পানাৎ লীকে। তোমাদের সর্দার তোমার জন্য এসেছে।

পানাৎ লী বলল, এইজন্যই তুমি আমার বাবা আর ভাইদের পাহারা দেওয়ার কাজে পাঠিয়েছ। আমি তোমাকে চাই না। তুমি আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাও।

এক নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল ঈসাতের মুখে। সে বলল, আমি যাব, কিন্তু তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি ঈসাতের গুহায় যাবে।

পানাৎ লী ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, কখনো না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আমি তার চেয়ে কোন হোদনকে বিয়ে করব, তবু তোমার সঙ্গে যাব না।

ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে করতে ঈসাৎ বলল, পাজী কোথাকার! আমি তোমাকে যেমন করে হোক বশীভূত করবই।

টেবিল থেকে একটা পাথর নিয়ে সেটা ভেঙ্গে ঈসাৎ বলল, আমি তোমাকে এমনি করে ভাঙ্গব। তোমাকে মারব। তুমি আমার কথা শুনলে আমার স্ত্রীদের প্রথম স্থানের মর্যাদা পেতে। কিন্তু এখন তুমি তাদের মধ্যে শেষ স্থান দখল করে থাকবে। আমি তোমাকে ভোগ করার পর আমার সব সহচরদের হাতে তোমায় তুলে দেব।

ঈসাৎ এবার পানাৎ লীকে ধরার জন্য এগিয়ে যেতেই পানাৎ লী তার সোনার বক্ষবন্ধনীটা দিয়ে ঈসাতের মাথায় জোরে আঘাত করল। ঈসাৎ সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল মাথায় হাত দিয়ে। পানাৎ লী তখন তার বক্ষবন্ধনীটা বুকে ঠিকমত লাগিয়ে ঈসাতের কোমরে লাগানো খাপ থেকে ছুরিটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দেখল তার একধারে কুড়ি ইঞ্চি লম্বা কতকগুলো কাঠ জড়ো করা আছে। তার থেকে পাঁচ ছয়টা কাঠ নিয়ে গুহার মাথায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল পানাৎ লী। তার পাশে একটা গাছ ছিল। এটাই পালিয়ে যাবার একমাত্র পথ। কোন বাইরের শত্রু আক্রমণ করলে গুহা থেকে এই পথেই পালায় ওরা।

যে পাহাড়ের গায়ে গুহাগুলো কাটা ছিল সেই পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল সে। যেখানে তার বাবা আর ভাইরা পাহারায় নিযুক্ত ছিল সেইদিকে সে এগিয়ে চলল। তাদের সঙ্গে যদি কোনরকমে দেখা হয়ে যায় এই আশায় সে যেতে লাগল। চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। কত রকমের শব্দ আসছিল তার কানে।

সহসা পানাৎ লী কিসের একটা শব্দ শুনতে পেল। কে যেন তার দিকে চুপি চুপি এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দেখতে পেল একটা সিংহ সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত তাকে অনুসরণ করছে। তার হলুদ চোখদুটো জ্বলছিল। পানাৎ লী সাহসী হলেও ভয়ে তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। সে তখন বাঁ দিকে ঘুরে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের উপর। সিংহটা তখন তার শিকার হাত ছাড়া হয়ে যেতে পাশের শূন্য অন্ধকার খাদটার দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠল।

এদিকে ওমৎ টারজন আর তাদেনকে সঙ্গে নিয়ে তার পৈত্রিক বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল। ওমৎ একসময় তার সঙ্গীদের বলল, প্রথমে আমি পানাৎ লীর সঙ্গে দেখা করতে যাব। তারপর আমি আমার বাবা মার কাছে যাব। বেশী দেরী হবে না। তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি ফিরে এলে একসঙ্গে আমরা তাদেনের বাড়ি যাব।

এই বলে ওমৎ একা পানাৎ লীর খোঁজে তাদের গুহাতে যাবার জন্য খাড়াই পাহাড়টার গা বেয়ে উঠে যেতে লাগল। টারজন সেইদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। কত সহজে পাহাড়ের খাড়াই গা বেয়ে উঠে গেল ওমৎ। কিন্তু

সে দেখতে পায়নি পাহাড়ের পাথরের গায়ে পা রাখার জন্য অনেক কাঠের খুঁটো পোঁতা ছিল। ওমৎ এইভাবে পানাৎ লীদের গুহার মাথাটায় উঠে গেলে সে দেখতে পেল ঈসাৎ তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে উঠে যেতে শুরু করেছে।

তা দেখে তাদেন আর টারজনও সেইদিকে উঠে যেতে লাগল। ওমতের সাহায্যে দুজন বিদেশীকে এগিয়ে আসতে দেখে বিপদসূচক এক জোর চীৎকারে ফেটে পড়ল ঈসাৎ। সেই চীৎকার শুনে চারদিক থেকে ওয়াজদন যোদ্ধারা ঈসাতের সাহায্যে এগিয়ে আসতে লাগল। তারা সব গুহাতে ছিল। একজন ওয়াজদন যখন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছিল তখন টারজন তার গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলল। তখন ওয়াজদন যোদ্ধারা হতবুদ্ধি হয়ে তাদেন আর টারজনের দিকে তাকিয়ে রইল। টারজন সেই ওয়াজদন যোদ্ধার মৃতদেহটা দুহাতে তুলে যেসব ওয়াজদন যোদ্ধারা উপরে উঠছিল তাদের মাথার উপরে ফেলে দিল। মৃতদেহের ভারে আরো দুজন যোদ্ধা নিচেতে পড়ে গেল। ওয়াজদন যোদ্ধারা তখন টারজনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে একবাক্যে বলতে লাগল, ওকে মার। ওকে মার!

এদিকে তখন ওমৎ আর ঈসাৎ পাহাড়ের উপর একটুখানি সমতল জায়গা পেয়ে হাতাহাতি লড়াই শুরু করে দিয়েছে। ওয়াজদন যোদ্ধারা যখন দেখল নির্বাসিত ওমৎ তাদেরই জাতির লোক তখন বুঝল সে ঈসাতের সর্দারি ও প্রভুত্ব কেড়ে নেবার জন্যই লড়াই করছে তাদের সঙ্গে। এ লড়াইয়ে সে জিততে পারলে সেই হবে তাদের রাজা। তখন তারা সে লড়াইয়ে যোগদান করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। টারজন একসময় ওমতের সাহায্যে এগিয়ে গেলে ওমৎ তাকে বলল, এখন যাও, আমাকে একা লড়তে দাও।

টারজন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সরে গেল। এটাই হচ্ছে বাঁদর-গোরিলাদের রীতি। তাদেনও বলল, ঈসাৎকে মারতে পারলে ওমৎই ওদের নেতা হবে।

একজন ওয়াজদন যোদ্ধা টারজন আর তাদেনকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে?

তাদেন বলল, আমরা ওমতের বন্ধু।

ওমৎ ও ঈসাৎ দুজনে দুজনকে কামড়াতে লাগল। ওমতের কোমরে একটা ছুরি ঝোলানো ছিল। কিন্তু শুধু হাতে সহজাত ক্ষমতার সাহায্যে লড়াই করাই ওদের রীতি। তাতে কোন কৃত্রিম অস্ত্রের প্রয়োগ চলবে না। লড়াই করতে করতে একসময় ওমৎরা দুজনেই সেই জায়গাটা থেকে পড়ে গেল। তারা দুজনেই পাহাড়ের গায়ে দুটো খুঁটো ধরে ফেলল। পাহাড়ের গায়ে ঝুলতে ঝুলতে সেখানেও তারা লড়াই করতে লাগল। ওমতের বয়স কম, গায়ে শক্তিও বেশী। ঈসাতের বয়স বেশী, আগের সেই শক্তি তার অনেক কমে গেছে। তাই ঠিকমত পেরে উঠছিল না সে ওমতের সঙ্গে। একসময় ঈসাতের পেটে জোর

একটা ঘুষি মারল ওমৎ। এমন সময় শুধু হাতে না পেরে ওমতের কোমরে হাত বাড়িয়ে ছুরিটা নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিতে উদ্যত হলো ঈসাৎ। ওমৎ তা দেখতে পায়নি। কিন্তু টারজন তা দেখতে পেয়ে ছুরিটা ঈসাতের হাত থেকে কেড়ে নিল। আর ঠিক সেই সময় ওমৎ ঠেলে ফেলে দিল ঈসাৎকে। সেখান থেকে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটল ঈসাতের।

ঈসাতের সঙ্গে সঙ্গে ওমৎ, টারজন আর তাদেন নিচে এসে এক জায়গায় দাঁড়াল। ওয়াজদন যোদ্ধারাও তাদের সর্দার নিহত হওয়ায় একে একে এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। ওমৎ তাদের উদ্দেশ্যে বলল, আমি হচ্ছি ওমৎ, আমার প্রভুত্বকে কে অস্বীকার করে?

দু-একজন বলিষ্ঠ ওয়াজদন যুবক ওমতের দিকে একবার তাকাল। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না।

ওমৎ আবার বলল, এবার বল, পানাৎ লী, তার বাবা আর ভাইরা কোথায় আছে?

একদল বৃদ্ধ ওয়াজদন যোদ্ধা বলল, পানাৎ লী তাদের গুহাতেই আছে। তার বাবা আর ভাইরা প্রহরায় নিযুক্ত আছে। তুমি ঈসাতকে মেরেছ ঠিক, তবে তোমার রাজা হওয়ার পথে একটা বাধা আছে। তোমার সঙ্গে যে দুজন বিদেশী রয়েছে তাদের আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। আমাদের জাতীয় প্রথামত ওদের আমরা হত্যা করব।

টারজন আর তাদেন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ওমৎ কি উত্তর দেয় তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তারা। ওমৎ বলল, সবকিছুরই পরিবর্তন হয়। এই পাহাড়গুলোরও কত পরিবর্তন হয়েছে আগের থেকে। প্রকৃতি জগতের মধ্যেও কত পরিবর্তন হচ্ছে। সুতরাং আমাদের সমাজের নিয়মকানুনেরও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। আমি এখন এদেশের রাজা। আমার কথাই এখন আইন। আমি বলছি, ওরা থাকবে। ওরা আমার উপকারী বন্ধু। ঈসাৎ যখন আমাকে তাড়িয়ে দেয় দেশ থেকে তখন তোমরা কেউ আমার সাহায্যে এগিয়ে আসনি। আমি দেশে ফিরে এলেও তোমরা কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়াওনি; বরং ঈসাতের সাহায্যেই এগিয়ে এসেছিলে। সুতরাং কেউ কোন কথা বলবে না আমার উপরে। আমার বিরুদ্ধে যে কথা বলবে তাকে প্রাণ দিতে হবে।

টারজন বুঝল, ওমৎ ঠিকই বলেছে।

ওমৎ যখন দেখল, তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলল না তখন সে বলল, আমার শাসনে রাজ্যের সবাই সুখে থাকবে। তোমাদের স্ত্রীপুত্ররা নিরাপদে থাকবে। কিন্তু ঈসাতের আমলে তোমাদের স্ত্রী ও মেয়েদের কোন নিরাপত্তা বা মর্যাদা ছিল না। আমি এখন পানাৎ লীর সন্ধানে যাচ্ছি। আমার অনুপস্থিতিকালে আবন শাসনকার্য চালাবে। আমি ফিরে এলে সব কাজের বিবরণ দেবে আমার কাছে।

এবার টারজন আর তাদেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমরা আমার বন্ধু। তোমরা আমার প্রজাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে বাস করবে। তোমরা স্বাধীন। আমাদের এই পৈত্রিক আবাসভূমি নিজের মত মনে করবে। এখন তোমরা স্বাধীন, যা ইচ্ছা যায় করতে পার।

টারজন বলল, আমি ওমতের সঙ্গে পানাৎ লীর খোঁজে যাব।

তাদেন বলল, আমিও যাব।

ওমৎ হাসিমুখে বলল, ভাল। আমার কাজ হয়ে গেলে আমরা একসঙ্গে তাদেনের বাড়ি যাব ও টারজনের স্ত্রীর সন্ধান করব। আগে কোথায় যাব বল?

এবার ওমৎ তার যোদ্ধাদের বলল, পানাৎ লী এখন কোথায় কে জানে তোমাদের মধ্যে?

সঠিকভাবে কেউ তারা কিছু বলতে পারল না। তারা শুধু এইটুকু জানে যে গত সন্ধ্যায় পানাৎ লী তার গুহাতে গিয়েছিল। তারপর সে কোথায় গেছে তার কিছু তারা জানে না।

টারজন ওমৎকে বলল, পানাৎ লী কোথায় শুত সে জায়গাটা আমায় একবার দেখিয়ে দাও। তার কিছু জিনিসপত্র ও পোশাক থাকলে আমাকে দেখাও। তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব এবিষয়ে।

ইনসাদ ও ওদান নামে দুজন ওয়াজদন ওমতের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমরাও পানাৎ লীর খোঁজে যাব।

ওমৎ বলল, ঠিক আছে, আর বেশী লোক চাই না।

এরপর টারজনকে সে বলল, এস টারজন, তার ঘরটা তোমাকে দেখিয়ে দিই। আমি দেখেছি সেখানে সে এখন নেই।

টারজনকে সঙ্গে করে পানাৎ লীর ঘরে ঢুকল ওমৎ। বলল, এই ঘরে পানাৎ লী থাকত। এ ঘরে যা আছে সব তার। শুধু এই লাঠিটা ঈসাতের।

টারজন নীরবে ঘরটা ঘুরে দেখল। তার নাসারন্ধ্রদুটো কাঁপছিল। ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে ছোটবেলা থেকে উন্নত প্রখর ঘ্রাণশক্তির দ্বারা পানাৎ লী কোন্ পথে গেছে তা বাতাসে গন্ধসূত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করল টারজন। ওমৎ এ ব্যাপারে কিছু বুঝতে না পেরে দেরী হয়ে যাচ্ছে ভেবে অধৈর্য হয়ে পড়ল।

টারজন ওমৎকে বলল, এই পথে এস, সে এই পথেই গেছে।

এই বলে সে খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে খুঁটো ধরে ধরে উপরে উঠতে লাগল।

ওমৎ বলল, আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি করে বুঝলে সে এই পথে গেছে।

ওমৎ ইনসাদকে বলল, গোটাকতক খুঁটো নিয়ে এস।

ইনসাদ ফিরে এলে টারজন মাত্র চারটে খুঁটো নিল। ওমৎ, তাদেন আর

ইনসাদ টারজনের আগে আগে উঠতে লাগল। তার পিছনে রইল ওদান। পানাৎ লীর পর কেউ এপথে ওঠেনি বলে বাতাসে তার গন্ধসূত্রটা ভালই পাচ্ছিল টারজন।

পাহাড়ের মাথায় ওঠার পর থামল টারজন। পাশে একটা গাছ ছিল। এখান থেকে পাহাড়টা তাদের শত্রুরাজ্য কোর-উল-লুনের পথে নেমে গেছে। টারজন বলল, এখানে পানাৎ লীকে একটা সিংহ তাড়া করায় সে এই পথে ছুটতে থাকে।

টারজনের কথা শুনে ওরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। ওমৎ বলল, তাহলে সে কোথায় গেছে ?

টারজন বলল, সিংহ তাকে ধরেনি। সে এদিকে পালিয়েছে।

ওরা আবার কোর-উল-লুনের পথে এগিয়ে যেতে লাগল। একটা খাদের ধারে এসে টারজন থামল।

টারজন খাদটার দিকে হাত বাড়িয়ে ওমৎকে দেখাল। ওমৎ বলল, তাহলে কি পানাৎ লী এখান থেকে ঐ খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে ?

টারজন বলল, এই দেখ এইখানে সিংহটার চারটে থাবার দাগ রয়েছে। মনে হয় এখানে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়ে সিংহটা সহসা থামে।

এরপর ওমৎ কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু টারজন তাকে ইশারায় থামতে বললে সে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ শুনতে পেল ওরা। লোকগুলো ব্যস্ত হয়ে ছুটছিল। টারজন বুঝতে পারল একদল লোককে আর একদল লোক তাড়া করেছে। দুদলই ছুটছে। দুদলই চীৎকার করছিল।

ওমৎ বলল, এটা হচ্ছে যুদ্ধের আহ্বান। এর মানে কোর-উল-লুনের লোকরা আমাদের আক্রমণ করছে। এইভাবে ওরা আমাদের এলাকায় এসে মানুষ শিকার করে নিয়ে যায়।

টারজন বলল, ওরা সংখ্যায় আছে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন। আমার মনে হয় আক্রমণকারীদের সংখ্যাই বেশী, তা না হলে আক্রান্তরা ছুটত না এমন করে।

ওদান বলল, ওরা আসছে। আমি পানাৎ লীর বাবা আন্নুলকে দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে তার দুজন ছেলেও আছে।

ওরা কাছে এলে ওমৎ বলল, দাঁড়াও, আমরা পাঁচজন তোমাদের বন্ধু আছি।

আন্নুল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, ওরা সংখ্যায় আমাদের থেকে অনেক বেশী আছে। ঈসাৎকে খবর দিলে হত না ?

ওমৎ বলল, হ্যাঁ, আমাদের লোকদের খবর দিতে হবে।

ইনসাদ বলল, ঈসাৎ মারা গেছে।

আমুলের ছেলেরা বলল, তাহলে এখন আমাদের রাজা কে ?

ওদান বলল, ওমৎ।

আমুল বলল, ভালই হয়েছে। পানাৎ লী বলত তুমি একদিন ফিরে এসে ঈসাৎকে হত্যা করবে।

এমন সময় শত্রুরা তাদের সামনে এসে পড়ল। টারজন বলল, এস, ওদের আমরা আক্রমণ করি। ওরা যদি দেখে তিনজনের পরিবর্তে আটজন ওদের সঙ্গে লড়াই করতে আসছে তাহলে ভাববে আমরা আসলে সংখ্যায় অনেক বেশী। ইতিমধ্যে একজনকে পাঠিয়ে তোমার লোকদের খবর দাও।

ওমৎ সঙ্গে সঙ্গে আমুলের ছেলে ইদানকে পাঠিয়ে দিল আবনের কাছে যাতে সে একশোজন যোদ্ধা পাঠিয়ে দেয়।

ইদান চলে যেতে ওমৎ আক্রমণকারীদের তাড়া করে নিয়ে গেল। আক্রমণকারীরা টারজন আর ওমতের ভয়ঙ্কর শক্তি দেখে পালিয়ে গেল। তারা কিন্তু কৌশলে তাদের প্রতিপক্ষদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে গেল।

টারজন সবার আগে ছিল। কোর-উল-লুনের এক যোদ্ধা লাঠি আর খড়্গ হাতে টারজনের কাছে এসে পড়লে তার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিল সে। তারপর তার অন্য হাতটা মুচড়ে খড়্গটা কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত করে তাকে ঘায়েল করে ফেলল। লোকটা পড়ে যেতে তার খড়্গটা নিয়ে আক্রমণকারীদের যাকে পেল তাকেই আঘাত করে যেতে লাগল। তাদের অনেকে পড়ে গেল।

এইভাবে প্রথম সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে টারজন ক্রমশই এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু টারজন একসময় দেখল আক্রমণকারীদের কুড়িজন তাকে ঘিরে ধরল। তাদের একজন তার পিছন থেকে একটা লাঠির ঘা দিল মাথার উপর। টারজন তাতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল। ওমৎরা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। ওমৎ টারজনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

চতুর্থ অধ্যায়

এদিকে পানাৎ লী সিংহের ভয়ে পাহাড়টার ধার দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। নদীটার ওপারেই তাদের শত্রুরাজ্য কোর-

উল-লুন। কোন উপায় না পেয়ে সে ওপারে গিয়ে উঠতে চাইল। স্রোতের টানে সে প্রথমে কিছুটা দূরে ভেসে গেলেও কোনরকমে সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে উঠল। সে জানত কোর-উল-লুনের লোকেরা তাকে দেখতে পেলেই ধরে নিয়ে গিয়ে হয় মেরে ফেলবে অথবা ক্রীতদাসী করে রেখে দেবে। তবু ঈসাতের ভয়ে সে নিজের দেশে ফিরতে সাহস পাচ্ছিল না। সে জানত না ঈসাৎ মরে গেছে এবং ওমৎ ফিরে এসেছে।

তাই সে নদীর ওপারে একটা ঝোপের ধারে লুকিয়ে বসে রইল। কিন্তু এভাবে এখানে বেশীক্ষণ বসে থাকা উচিত হবে না। বন্যজন্তুর ভয় আছে। তাই সে ভাবল রাত্রি হওয়ার আগেই সে তার গুহাতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কারণ তখন তার বাবা ও ভাইরা হয়ত কাজ থেকে ফিরে আসবে ঘরে।

পানাৎ লী যখন একটা পড়ে-যাওয়া গাছের গুড়ির উপর বসে ভাবছিল তখন তার কানে যুদ্ধের ধ্বনি শুনতে পেল সে। সে দেখতে পেল চল্লিশ পঞ্চাশ জন কোর-উল-লুনের লোক তিনজন ওয়াজদনকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে, পরে বুঝল ঐ তিনজন হলো তার বাবা আর তার দুই ভাই। তারা ছুটতে ছুটতে অতি কষ্টে একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। আক্রমণকারীরাও পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল।

পানাৎ লী ভাবল এখানে আর থাকা চলে না। কারণ কিছুক্ষণ পরেই আক্রমণকারীরা ফিরতে শুরু করলে তাকে দেখতে পাবে। সে তাই অনেক ভেবে কোর-উলের অরণ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সে অরণ্যে নরখাদক অনেক জন্তু থাকলেও কোন উপায় নেই। সে যেখানে ছিল সেই উপত্যকাটার শেষ প্রান্তে ছিল হোদলদের রাজ্য। কিন্তু তারাও তাদের জাতীয় শত্রু। সুতরাং সেখানে গেলেও তার নিস্তার নেই।

সাবধানে পথ চলতে চলতে উপত্যকাটার দক্ষিণ-পূর্বদিক পার হয়ে একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলো পানাৎ লী। তখন বেলা দুপুর। পাহাড়টার উপরে উঠতে খুব একটা কষ্ট হলো না তার। পাহাড়ের মাথায় উঠে কিনারার কাছে শুয়ে হাত বাড়িয়ে দেখল পাহাড়ের ওধারের গায়ে নিচের দিকটায় অনেক গুহা আছে এবং নামা ওঠার জন্য খুঁটো পোঁতাও আছে। গুহাগুলোর সামনেই বিরাট বন। ঐ বনে বড় বড় গোরিলা আর প্রচুর সিংহ আছে। পানাৎ লী জানে ঐ বনটা কালক্রমে গজিয়ে উঠেছে এক বিরাট জায়গা থেকে। ঐ গুহাগুলোতে তাদের মতই একটা জাতি বাস করত। ক্রমাগত বন্যজন্তু আর গোরিলাদের আক্রমণে তাদের অনেকে মারা যায় আর বাকি সকলে এই গোটা অঞ্চলটা ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।

গুহাগুলো দোতলা। নিচেরতলায় যেমন সারবন্দী অনেক গুহা আছে

তেমনি তার উপরতলাতেও ঐ ধরনের অনেক গুহা আছে। পানাৎ লী ভাবল উপরতলায় একটা গুহাতে গিয়ে আপাততঃ থাকবে সে। সামনে যদিও ভয়াল অরণ্যে অনেক বিপদের ঝুঁকি আছে, নিরাপত্তা আর আহারসংগ্রহের অনেক অভাব ও অসুবিধা আছে তথাপি শত্রুদের কবলে গিয়ে পড়ার থেকে এ জায়গাটা অনেক ভাল।

এই ভেবে পাহাড়ের মাথা থেকে খুঁটোয় পা দিয়ে দিয়ে উপরতলার একটা গুহাতে নেমে এল পানাৎ লী। গুহাগুলো ছেড়ে বাসিন্দারা অনেকদিন আগে চলে যাওয়ায় সেগুলো ধূলোবালি ও ঝরা পাতায় ভর্তি হয়ে ছিল। পানাৎ লী পাশাপাশি দু-তিনটে গুহা দেখে পরে একটাতে শুয়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চাঁদের আলো এসে পড়ছিল গুহার মুখটায়।

কোর-উল-লুনের যোদ্ধাদের লাঠির ঘায়ে জ্ঞান হারিয়ে কতক্ষণ পড়েছিল তা বলতে পারবে না টারজান। যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখল একটা গুহার মধ্যে শুয়ে আছে সে। তার চারপাশে দশবারোজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। টারজন জ্ঞান ফিরে পেয়েও চোখ খুলল না বা কথা বলল না। ওদের কথাগুলো শুনতে লাগল।

টারজন শুনতে পেল একজন যোদ্ধা তাদের সর্দারকে বলছে, এ লোকটা দেখতে অদ্ভুত রকমের। এর লেজ নেই। লেজটা কাটার দাগও নেই। তাই বধ না করে আপনাকে দেখাবার জন্য নিয়ে এসেছি।

তাদের সর্দার বলল, এধরনের মানুষ আমি কখনো দেখিনি। হোদন বা ওয়াজদন কোনটাই নয়।

তখন সেই যোদ্ধাটা বলল, আমাদের শত্রুরা ওর নাম ধরে 'টারজন-জাদ-গুরু' অর্থাৎ ভয়ঙ্কর টারজন বলে চীৎকার করছিল। ওকে কি এখন আমরা মেরে ফেলব?

সর্দার বলল, না। এখন ওর মধ্যে চেতনা নেই। ও কথা বলতে পারছে না। ওর চেতনা ফিরে এলে এবং কথা বলতে পারলে আমাকে ডাকবে। আমি ওকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করব। ইতান এখানে থেকে পাহারা দেবে, ওর জ্ঞান ফিরে এলেই আমাকে খবর দেবে।

সর্দার ইতান ছাড়া আর সব লোকদের নিয়ে চলে গেল। টারজন এবার চোখ মেলে দেখল ইতান তার দিকে পিছন ফিরে দরজার কাছে বসে আছে। আরো দেখল তার হাতের বাঁধনগুলো শক্ত নয় তেমন। দাঁত দিয়ে বাঁধনগুলো একে একে কেটে নিজের হাত দুটো মুক্ত করে ফেলল সে। রাত তখন প্রায় দুপুর।

সহসা কিসের শব্দ পেয়ে ইতান শুয়ে থাকা টারজনের উপর ঝুঁকে দেখতে লাগল তার হাতে বাঁধন আছে কি না। কিন্তু তা দেখতে না দেখতেই টারজনের

একটা হাত ইতানের গলা আর একটা হাত ধরে ফেলল বজ্রমুঠিতে। ইতান তার ছুরিটা তুলতে যেতেই সেটা ধরে ফেলল। ইতান তার লেজটা দিয়ে টারজনের গলাটা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই ছুরিটা দিয়ে তার লেজটা কেটে দিল টারজন। এবার ইতানের গলাটা দুহাত দিয়ে এত জোরে চেপে ধরল যে সে আর চীৎকার করে কাউকে ডাকতে পারল না। কাছাকাছি অনেক গুহাতে লোক থাকা সত্বেও কেউ এল না তার সাহায্যে।

ইতানের দেহটা একেবারে নিঃসাড় হয়ে পড়লে তার মাথাটা কেটে ফেলল টারজন। তারপর সেই কাটা মুণ্ড আর ঘরের মেঝের উপর নামিয়ে রাখা তার তীর ধনুকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গুহা থেকে। তার খাপে ঢাকা ছুরি কোমরেই ঝোলানো ছিল।

গুহা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে সে পাহাড়ের উপর উঠে গেল খুঁটো বেয়ে। পাহাড়ের উপর উঠে টারজন ঠিক করল সে এবার ওমৎদের গাঁয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ বাতাসে পানাৎ লীর গন্ধসূত্র পেয়ে সে অন্যদিকের একটা পথ ধরল।

সামনে একটা পাহাড়ী নদী পেয়ে টারজন বুঝল এই নদীটা এখানে পার হয়ে ওপারে গেছে পানাৎ লী। তাই সে নদীটা পার হয়ে উপত্যকাটা ধরে সোজা সেই পাহাড়টার দিকে হেঁটে চলল। পাহাড়ের উপর সে তার কিনারা থেকে ঝুঁকে সামনে তাকিয়ে দেখল পাহাড়ের গায়ে ওদিকে অনেক গুহা আছে। নামার জন্য খুঁটো পোতাও আছে। সে বেশ বুঝল পানাৎ লী এখান থেকে নেমে কোন একটা গুহায় লুকিয়ে আছে।

টারজন পাতলা অন্ধকারে দেখতে পেল বোলগানির মত বিরাটকায় এক লোমশ লেজওয়ালা গোরিলা পাহাড়ের নিচের থেকে একটা গুহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গতরাতে মোটেই ঘুম হয়নি, তার উপর সারাদিন ঘুরে ঘুরে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল পানাৎ লী। সহসা এক লোমশ হাতের স্পর্শে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তার। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল একটা ভয়ঙ্কর গোরিলা তাকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। পানাৎ লী তখন ভয়ে জোরে চীৎকার করে উঠল।

তার সেই আর্ত চীৎকারটা শুনতে পেয়ে টারজন সেই গুহাতে চলে এল। এসে দেখল সেই গোরিলাটা পানাৎ লীকে নিয়ে গুহার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই গোরিলাটা গর্জন করে উঠলে টারজনও একইভাবে গর্জন করে উঠল।

টারজনকে চিনত না পানাৎ লী। তাই ভাবল সেও হয়ত তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। তাই ভয় করছিল। কিন্তু টারজন তাকে সাহস দিয়ে বলল, আমি ওমতের বন্ধু, তোমার খোঁজে এখানে এসে পড়েছি। আমার সঙ্গে লড়াই করার জন্য ও তোমাকে এখনি ছেড়ে দেবে। তুমি তখন এখান থেকে

পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে অপেক্ষা করবে। আমি হেরে গেলে তুমি পালিয়ে যাবে।

সত্যি সত্যিই গোরিলাটা এবার পানাৎ লীকে ছেড়ে টারজনকে আক্রমণ করল। দুজনে দুজনের গলাটা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। পানাৎ লী কিন্তু পালাল না। টারজন ওমতের বন্ধু বলায় তার জয়ই কামনা করতে লাগল সে।

গোরিলার লেজটা যাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরতে না পারে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল টারজন। তার দুটো হাতই ব্যস্ত থাকায় ছুরি ধরতে পারছিল না সে। গোরিলার লেজটা একসময় টারজনের পা দুটো জড়িয়ে ধরতেই টারজন গোরিলাটাকে নিয়ে পড়ে গেল। পানাৎ লীর কাছে একটা ছুরি ছিল। সে বুদ্ধি করে সুযোগ বুঝে ছুরিটা টারজনের হাতে দিয়ে দিল। সে বুঝল গোরিলাটা তোরোদন জাতীয়, কিন্তু টারজন কোন্ জাতীয় লোক বুঝতে পারল না সে, কারণ টারজনের কোন লেজ নেই।

এবার টারজন সেই ছুরিটা তিন-চারবার বসিয়ে দিল গোরিলাটার বুকে। তার হাতগুলো শিথিল হয়ে আসতে লাগল ক্রমশঃ। টারজন তখন তার গলাটাও টিপে ধরল দুহাত দিয়ে। বারান্দার ধারে এইভাবে লড়াই করতে করতে টারজন এক সময় গড়িয়ে নিচের তলায় পড়ে গেল। যাবার সময় দেখে গেল তোঁরোদন গোরিলাটা মরে গেছে।

পানাৎ লী নিচে গিয়ে দেখল টারজন তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। সে টারজনকে বলল, তুমি বেঁচে আছে ?

টারজন বলল, হ্যাঁ, লোমওয়ালা গোরিলাটা কোথায় ?

পানাৎ লী বলল, মরে গেছে।

টারজন আবার বলল, ভাল। তোমার কোন আঘাত লাগেনি ত ?

পানাৎ লী বলল, না, তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলে। কিন্তু তুমি কে ? কি করেই বা তুমি জানলে যে আমি এখানে এসেছি ? ওমতের সম্বন্ধেই বা কি জান ? কোথা হতে তুমি আসছ ?

টারজন হেসে বলল, একসঙ্গে এত কথার উত্তর দিতে পারব না। ধৈর্য ধরো, সব বলছি একে একে। ওমৎ আমি আর দুজন তোমাদের দেশ থেকে তোমার খোঁজ করতে আসছিলাম। এমন সময় পথে কোর-উল-লুনের একদল লোক আমাদের আক্রমণ করতে আসে। তারা প্রথমে তোমার বাবা ও ভাইদের তাড়া করে। পরে তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করি। আমরা তখন ছিলাম মাত্র সাত আটজন। আমি বন্দী হই তাদের হাতে। পরে মুক্ত হয়ে ওমতের কাছে ফিরে যাবার পথে তোমার খোঁজ করতে করতে এখানে এসে পড়ি।

পানাৎ লী বলল, কিন্তু তুমি যে বললে ঈসাৎ মরে গেছে। কি করে ওমৎ তাকে মারল ?

টারজন বলল, ওমৎ আমার বন্ধু। সে আমার সঙ্গে তোমাদের দেশে ফিরে যাওয়ায় ঈসাৎ তাকে আক্রমণ করে। তখন সে ঈসাৎকে বধ করে রাজা হয়। তোমার গুহাতেই ঈসাৎকে দেখতে পায় সে। রাজা হয়েই সে তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

পানাৎ লী বলল, হ্যাঁ, সেদিন রাত্রিতে ঈসাৎ আমার ঘরে আসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। আমি তখন আমার সোনার বক্ষবন্ধনী দিয়ে তার মাথায় আঘাত করি। সে অচৈতন্য হয়ে পড়লে আমি পালিয়ে আসি।

টারজন বলল, পথে তোমাকে একটা সিংহ তাড়া করে এবং তুমি নদীতে ঝাঁপ দাও।

পানাৎ লী বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

টারজন বলল, হ্যাঁ, আমি সব বুঝতে পারি। কিন্তু যে গোরিলাটা তোমাকে ধরতে এসেছিল তার নাম কি?

পানাৎ লী বলল, ওরা হচ্ছে তোরোদন জাতীয়। ওরা অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু। একই সঙ্গে ওদের আছে মানুষের বুদ্ধি আর পশুর শক্তি। কিন্তু যে লোক একা শুধু হাতে কোন তোরোদনকে মারতে পারে সে নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ নয়।

এই বলে শ্রদ্ধাসিক্ত বিস্ময়ের সঙ্গে টারজনের পানে তাকাল। টারজন বলল, তুমি এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার। আগামীকাল আমরা তোমাদের দেশে ওমতের কাছে ফিরে যাব।

পানাৎ লী তখন সেই গুহাটার ভিতর শুয়ে পড়ল। টারজন বারান্দায় শুল।

পরদিন সকালে সূর্য উঠতেই প্রথমে টারজনের ঘুম ভাঙল। সামনের বনভূমির দিকে তাকাতেই তার সৌন্দর্য দেখে দুচোখ জুড়িয়ে গেল তার। সে দেখল এখন কিছু শিকারের দরকার। তাই বাতাসে কোন শিকারের বস্তুর গন্ধের খোঁজ করতে লাগল। তারপর তীর ধনুক আর ছুরিটা নিয়ে গুহা থেকে নেমে সে একাই সামনের বনটায় চলে গেল।

বনের ভিতর ঢুকে বাতাসে হরিণের গন্ধ পেল টারজন। হরিণের মাংস বড় ভালবাসত সে। তাই তার খুব আনন্দ হলো। সে দেখল একটা হরিণ একটা জলাশয়ে জল খাচ্ছে। হরিণটাকে লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ে দিল টারজন।

হরিণটা মারা যেতেই টারজন সেখানে গিয়ে মরা হরিণটা কাঁধের উপর তুলে নিতে গেল অমনি ডাইনোসার নামে বিরাটাকার এক শিংওয়ালা জন্তু এসে হাজির হলো সেখানে। কিন্তু তার আগেই হরিণের মৃতদেহটা কাঁধে চাপিয়ে কাছের একটা গাছে উঠে পড়ল টারজন। গাছের একটা উঁচু ডালের

উপর উঠতেই তার মাথার উপরে পানাৎ লীকে দেখতে পেল টারজন।

এদিকে সকালে টারজন ঘুম থেকে ওঠার বেশ কিছুটা পরে পানাৎ লী জেগে ওঠে। সে উঠেই দেখল টারজন বারান্দায় নেই। তখন সে ভয় পেয়ে গেল। বনের দিকটায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হলো নিশ্চয় বনের মধ্যে শিকার করতে গেছে টারজন। দূরে তাকাতে গিয়ে টারজনের পিছনেই দেখতে পেল তাকে। কিন্তু তাকে ডাকার সময় পেল না।

পানাৎ লী এবার টারজনকে ফেরাবার জন্য ছুটতে লাগল। এ জঙ্গলে যে-সব বিরাটাকার ভয়ঙ্কর জন্তু আছে তাতে তার পদে পদে বিপদ ঘটতে পারে। একটা ফাঁকা জায়গার ধারে এসে একটা গাছের উপর চড়ে বসল সে। গাছের উপর সে লক্ষ্য করল টারজন অদূরে একটা মরা হরিণ কাঁধের উপর তুলে নিল আর একটা শিংওয়ালা বিরাটকায় জন্তু তেড়ে আসছে তাকে। তখন টারজনও ক্ষিপ্রগতিতে মরা হরিণটাকে নিয়ে সেই গাছটার উপর উঠে পড়ল। জন্তুটা সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগল। এ ধরনের জন্তু টারজন কখনো দেখেনি এর আগে।

গাছে উঠেই উপর ডালে পানাৎ লীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি এখানে কিকরে এলে ?

পানাৎ লী তাকে সব কথা বলল। টারজন বলল, জন্তুটা এমন নিঃশব্দে আমার কাছে এসে পড়ল যে আমি বুঝতেই পারিনি।

পানাৎ লী বলল, এ জন্তুর রীতিই এই।

টারজন বলল, ওর গন্ধও আমি পাইনি।

পানাৎ লী বলল, গন্ধ ? সে কি ?

টারজন বলল, গন্ধের সূত্র ধরেই ত আমি হরিণটাকে তাড়াতাড়ি পেয়ে যাই। কিন্তু এ জন্তুটার গা থেকে কোন গন্ধই বার হয় না।

টারজন দেখল জন্তুটা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা। তার রংটা কালো। পেটটা আর কপালটা হলদে। তার তিনটে শিং আছে। দুটো চোখের উপরে মাথার দুধারে আর একটা নাকের উপরে। দাঁতগুলো ধারাল এবং বড় বড়। কুটিল চোখ দুটো দিয়ে তাকিয়েছিল গাছের উপর দিকে।

টারজন বলল, এবার গাছে গাছে আমাদের গুহায় ফিরে চল। সেখানে হরিণটার মাংস খাওয়া যাবে।

পানাৎ লী বলল, কখনই যেতে পারবে না। এ জন্তু একবার মানুষের পিছু নিলে ছাড়ে না। আমরা যেখানে যেভাবেই যাই না কেন, ও আমাদের অনুসরণ করবে।

তবু টারজন একবার চেষ্টা করে দেখল। সে পানাৎ লীকে সঙ্গে নিয়ে গাছের ডালে ডালে তাদের গুহাটার কাছে চলে গেল। এবার গাছ থেকে নেমে পাহাড়ের গা বেয়ে গুহায় উঠতে হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল তাদের

গাছের তলায় সেই জন্তুটা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা তখন আবার গাছে গাছে আগেকার সেই গাছটায় ফিরে এল। তখন দেখল আর একটা জন্তু এসে পড়েছে সেখানে। দুটো জন্তুই দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে।

এমন সময় কোথা থেকে 'হুই-উঃ' শব্দে কে চীৎকার করে উঠল।

টারজন পানাৎ লীর পানে তাকাল। বলল, ওটা কিসের চীৎকার?

পানাৎ লী বলল, হয়ত কোন পশু বা পাখি হবে।

টারজন বলল, ঐ দেখ।

পানাৎ লী বলল, তোরোদন।

ওরা দেখল তোরোদন জাতীয় একটা মানুষ-গোরিলা এসে একটা ডাইনোসরের কাছে গিয়ে তার ছড়িটা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। সে 'হুই-উঃ বলে আবার চীৎকার করে উঠল। জন্তুটা কাছে আসতেই তার লেজে ভর দিয়ে তার পিঠের উপর উঠে পড়ল তোরোদন জাতীয় লোকটা। এরপর তার লাঠি উঁচিয়ে জন্তুটাকে সে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

টারজন গাছ থেকে এই ব্যাপারটা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। এক আদিম মানুষ আর এক আদিম পশুর মধ্যে কেমন সুন্দর এক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

যেতে যেতে হঠাৎ জন্তুটা গাছের উপর দিকে তাকাল। অর্থাৎ সে তার শিকারকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না। তোরোদনটাও তখন উপর দিকে তাকিয়ে টারজনকে দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গর্জন করতে লাগল। টারজন তখন ধনুকে একটা বিষ মাখানো তীর লাগিয়ে তোরোদনের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে দিল। তীরটা তার বুকে লাগতেই সে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল।

পানাৎ লী 'জাদ-গুরু' বলে অভিনন্দন জানাল টারজনকে।

টারজন এবার পানাৎ লীকে বলল, দেখ পানাৎ লী, জন্তুদুটো আমাদের এইভাবে অনির্দিষ্টকাল এই গাছের মধ্যে আটকে রেখে দেবে। এখান থেকে ওদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই আমি একটা পরিকল্পনা খাড়া করেছি। তুমি এই গাছের মধ্যে পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাক। আমি ওদের চোখের সামনে দিয়ে পাহাড়ে চলে গিয়ে ওদের মনোযোগ আমার দিকে আকৃষ্ট করে রাখব। সেই অবসরে তুমি পাহাড়ে চলে গিয়ে গুহার মধ্যে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমি যদি তার মধ্যে না ফিরতে পারি তাহলে তুমি একাই তোমাদের দেশে চলে যাবে।

পানাৎ লী বলল, তোমাকে ছেড়ে আমি একা যাব না। তোমার মত বন্ধুকে ছেড়ে গেলে ওমৎ আমাকে ক্ষমা করবে না।

টারজন বলল, তাকে বলবে আমি তোমাকে যেতে বলেছি।

এই বলে হরিণের গা থেকে খানিকটা মাংস কেটে পানাৎ লীর হাতে

দিয়ে দিল।

পানাৎ লীকে বিদায় জানিয়ে গাছে গাছে পাহাড়টার দিকে চলে গেল টারজন। পানাৎ লী সেই গাছেই লুকিয়ে বসে রইল।

টারজন একটা শব্দ করে জন্তুটার দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাছে গাছে যেতে লাগল। জন্তুরাও মাটির উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে থেমে গিয়ে বা-দিক পরিবর্তন করে জন্তুটাকে ভোলাবার অনেক চেষ্টা করল টারজন। কিন্তু পারল না। গাছ থেকে নামতে গেলেই সে দেখল জন্তুটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে গাছ থেকে নেমে পাহাড়ে যেতে পারল না।

টারজন তখন আবার বনের মধ্যে ফিরে এল। জন্তুটাও ফিরে এল গাছের তলা দিয়ে। সেই অবসরে পানাৎ লী টারজনের কথামত পাহাড়ের গুহায় চলে গেল। তারপর আগুন জালিয়ে হরিণের মাংসটা ঝলসিয়ে খেয়ে নিয়ে পাশের এক ঝর্ণা থেকে জল খেয়ে এল। টারজনের জন্য সারাদিন সারারাত অপেক্ষা করল পানাৎ লী। কিন্তু পরদিন সকালেও যখন এল না টারজন তখন সে একাই পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়ে তাদের দেশ কোর-উল-জার দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

এদিকে টারজন বনের মধ্যে ফিরে এসে গাছের উপর থেকে একটা ফল পেড়ে জন্তুটার মাথায় ছুঁড়ে মারল। এমন সময় হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল একজন তোরোদন একটা লাঠি দিয়ে জন্তুটার মাথায় মেরে তাকে বশ করে তার পিঠে উঠেছিল। সে তখন ছুরি দিয়ে গাছের একটা লম্বা সরু ডাল কেটে তার মাথার দিকটা বর্শার মত সূচলো করল। তারপর গাছ থেকে নেমে পড়ল। জন্তুটা তার দিকে এগিয়ে এলে সে তোরোদনদের মত "হুই-উঃ" বলে চীৎকার করে তার মাথায় লাঠিটা দিয়ে আঘাত করল। জন্তুটা তাতে কিছুটা নরম হলে সে তার লেজে ভর দিয়ে তার পিঠের উপর উঠে পড়ল। তারপর তাকে ইচ্ছামত চালনা করে বন থেকে বেরিয়ে যাবার পথ ধরল। তার মনে হলো সে যেন কোন হাতির পিঠে চড়েছে।

পানাৎ লী পাহাড়ের মাথায় গিয়ে কোর-উল-লুনের পথটা ছেড়ে তার দেশের পথ ধরল। পাহাড় থেকে উপত্যকায় নেমে সে এগিয়ে যেতে লাগল। পাছে কোন শত্রুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে সে খুব সতর্ক হয়ে পথ চলতে লাগল। এই উপত্যকাটা সে পার হতে পারলেই তাদের গাঁয়ে গিয়ে পড়বে।

সহসা উপত্যকাটার এক প্রান্তে যে বন ছিল তার ভিতর থেকে একদল হোদন যোদ্ধা বেরিয়ে এল। পানাৎ লী ছুটে পালাতে গেল তাদের দেখে। কিন্তু তাদের কয়েকজন ধরে ফেলল পানাৎ লীকে। যারা ধরতে এল পানাৎ লী তাদের তার ছুরিটা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু তারা সংখ্যায় বেশী বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পানাৎ লীর ছুরিটা কেড়ে নিল তারা। তারা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল তাদের গাঁয়ের দিকে।

গুহার কাছে জন্তুটার পিঠে চড়ে এসে টারজন দেখল পানাং লী চলে গেছে। সে তখন জন্তুটাকে চালিয়ে অন্য পথে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী পথ ধরল। পথের দুধারে লম্বা লম্বা ঘাস আর ঝোপ জঙ্গল। বিকালে সে দুটো নদীর সঙ্গমস্থলে এসে পড়ল। একটি নদী ওমৎদের দেশ কোর-উল-জা থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে।

টারজন জন্তুটার পিঠ থেকে নেমে নদীতে স্নান করল। ছাড়া পেয়ে জন্তুটাও নদীতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জলপান করল। টারজন এবার একটা হরিণ শিকার করে তার থেকে কিছুটা মাংস খেয়ে জন্তুটাকে অনেকটা মাংস দিল। বাকি মাংস সে একটা গাছের উপর রেখে দিল।

এরপর আবার জন্তুটার পিঠে চেপে এগিয়ে যেতে লাগল। সে ভাবল জন্তুটার পিঠে চড়ে সে সোজা ওমৎদের দেশে গিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে সবাইকে। পথে একদল হোদন যোদ্ধা তাকে একটা ভয়ঙ্কর জন্তুর পিঠে চড়ে থাকতে দেখে ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল। জন্তুটাও তাদের দেখে তাদের তাড়া করল।

ক্রমে রাত্রি নেমে আসায় টারজন জন্তুটাকে থামিয়ে তার থেকে নেমে রাতটা সেই গাছের উপর কাটাবার জন্য গাছের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে দেখল জন্তুটা গাছের তলায় বা আশেপাশে কোথাও নেই।

টারজন তখন একাই কি মনে করে আলুর নগরীর দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল। নগরীর বাইরে পৌছতেই একজন হোদন যোদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

টারজনই প্রথমে কথা বলল তার সঙ্গে। বলল, তোমাদের রাজা কোতানের সঙ্গে আমায় একবার দেখা করিয়ে দেবে?

হোদন যোদ্ধা বলল, আমাদের এই নগরদ্বারে একমাত্র শত্রু বা ক্রীতদাস ছাড়া বাইরের আর কেউ আসে না।

টারজন উত্তর করল, আমি শত্রু বা ক্রীতদাস কিছুই নই। আমি দেবতা জাদ-বেন-ওথোর কাছ থেকে আসছি।

এই বলে সে তার হাতটা বাড়িয়ে হোদন যোদ্ধাকে দেখাল। সেও তার হাতের সঙ্গে টারজনের হাতটাকে মিলিয়ে দেখল সত্যিই সে হাতটা তাদের হাতের থেকে ভিন্ন ধরনের। তাছাড়া সে ভাল করে দেখল জাদ-বেন-ওথোর মত টারজনেরও কোন লেজ নেই।

হোদন যোদ্ধা আশ্চর্য হয়ে বলল, সত্যিই তুমি জাদ-বেন-ওথোর লোক? তা হলে তুমি হোদন বা ওয়াজদন কেউ নও, আর তোমার লেজও নেই। এস আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে রাজা কোতানের কাছে নিয়ে যাব।

এই বলে সে নগরীর ভিতর দিয়ে টারজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে

লাগল। কিছুদূর গিয়ে নীল জলের এক বিরাট হ্রদ আর তার পারে কতকগুলো পাথরের তৈরী বড় বাড়ি দেখতে পেল টারজন। বাড়িগুলো একটা পাহাড় কেটে তার গায়ের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। নগরের চারদিকে এক বিরাট উঁচু পাঁচিল ঘিরে রয়েছে নগরটাকে।

টারজনের পথপ্রদর্শক সেই হোদন যোদ্ধা টারজনকে নিয়ে নগরদ্বারে যেতেই বারোজন প্রহরী ঘিরে ধরল তাদের। টারজনের সব কথা হোদন যোদ্ধাটি তাদের বুঝিয়ে বললে তারা তাকে দরজা পার করে এক প্রশস্ত উঠোনে নিয়ে গেল। একজন যোদ্ধা প্রাসাদের ভিতরে রাজা কোতানকে খবর দিতে গেল। পনের মিনিট পরে একজন যোদ্ধা এসে টারজনকে খুঁটিয়ে দেখে বলল, কে তুমি? রাজা কোতানের কাছ থেকে কি চাও তুমি?

টারজন বলল, আমি কোতানের বন্ধু, কোতানের সঙ্গে দেখা করার জন্য জাদ-বেন-ওথোর দেশ থেকে এসেছি।

টারজনের কথায় হোদন যোদ্ধারা ইতস্ততঃ করতে লাগল। তাদের একজন তাকে বলল, তুমি কেমন করে এখানে এলে?

টারজন তখন রেগে গিয়ে বলল, আমাকে কি একজন ওয়াজদন পেয়েছ। জাদ-বেন-ওথোর দূতের প্রতি কিরকম ব্যবহার করছ তোমরা? জাদ-বেন-ওথোর রোষ থেকে যদি বাঁচতে চাও তাহলে আমাকে এখনি রাজা কোতানের কাছে নিয়ে চল।

এ কথায় হোদনরা ভয় পেয়ে গেল সবাই। একজন হোদন যোদ্ধা টারজনের বুকে হাত দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে গেল। কিন্তু টারজন এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, তোমাদের এতদূর স্পর্ধা যে জাদ-বেন-ওথোর দূতের গা স্পর্শ করছ? একমাত্র রাজা কোতানই এই ধরনের সম্মান লাভ করতে পারে। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছি। জাদ-বেন-ওথোর পুত্রের প্রতি এই ধরনের ব্যবহার আশা করতে পারিনি তোমাদের কাছ থেকে।

প্রথমে জাদ-বেন-ওথোর দূত ও পরে পুত্র হিসাবে পরিচয় দিল টারজন। তার এই শেষের কথাটায়-কাজ হলো।

যে হোদন যোদ্ধাটি টারজনের সঙ্গে কথা বলছিল সে টারজনকে ভয়ে ভয়ে বলল, হে ডোর-উল-ওথো, হতভাগ্য ডাকলতের উপর দয়া করো। আমার সঙ্গে চল, এখনি আমি তোমাকে কোতানের কাছে নিয়ে যাব।

এই বলে সে পাশের লোকদের সরিয়ে টারজনকে সঙ্গে করে কোতানের প্রাসাদে নিয়ে গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাসাদে ঢুকেই টারজন দেখল ভিতরের দেওয়ালগুলোতে নানারকমের পাখি আর জীবজন্তুর ছবি আঁকা রয়েছে। নানারকম পাথর ও সোনার কলসী ও পাত্র দেখতে পেল। কিন্তু কোথাও কোন সুতোর কাপড় জামা দেখতে পেল না।

টারজন দেখল একটা ঘরে অনেকগুলো যোদ্ধা বসে কথা বলছে। ঘরের দেওয়ালগুলো পঞ্চাশ ফুট উঁচু। পিরামিডের আকারে একটা উঁচু বেদীর উপর সিংহাসনে কোতান বসে ছিল।

ডাকলৎ রাজা কোতানের পানে তাকিয়ে বলল, হে রাজন, একবার দেখ আমাদের একমাত্র দেবতা জাদ-বেন-ওথো তার ছেলেকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে আমাদের কত অনুগ্রহ করেছেন।

উঠে দাঁড়াল কোতান। এক গভীর কৌতূহল আর আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল আগন্তুককে। রাজসভায় উপস্থিত সকলেই ঘাড়টা বাড়িয়ে টারজনকে ভাল করে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু আগন্তুক টারজন যে তাদের দেবতা জাদ-বেন-ওথোর পুত্র ডোর-উল-ওথো একথা বিশ্বাস করতে মন চাইল না কোতানের।

এদিকে টারজন তখন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার হাত দুটো আড়াআড়িভাবে তার বুকের উপর চাপানো ছিল। এক উদ্ধত ঘৃণার ভাব ছিল তার সুন্দর মুখখানার উপর। একমাত্র ডাকলৎ বুঝল টারজন রেগে গেছে। একমাত্র তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না এ সম্বন্ধে।

অবশেষে রাজসভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সিংহাসন থেকে বলে উঠল কোতান। সে ডাকলৎকে উদ্দেশ্য করে বলল, কে তোমাকে বলেছে যে আগন্তুক ডোর-উল-ওথো ?

ডাকলৎ টারজনকে দেখিয়ে উত্তর করল ভয়ে ভয়ে, উনি বলেছেন।

কোতান বলল, আর তাই বিশ্বাস করতে হবে সত্য বলে ?

ডাকলৎ বলল, শোন কোতান, তুমি নিজের চোখে যা দেখছ তা সত্য বলে মেনে নেওয়াই উচিত। তুমি দেখ, ওঁর চেহারাটা সত্যিই দেবতার মত, ওঁর হাত পা আমাদের হাত পা থেকে আলাদা। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের পরম পিতা ওথোর মতই উনি লেজহীন।

এগুলো সত্যিই আগে ভাল করে দেখেনি কোতান। দেখে সত্যিই সে অবাক হয়ে গেল। সমস্ত সংশয় আর অবিশ্বাস দূর হয়ে যেতে লাগল একে

একে তার মন থেকে। এমন সময় একজন যুবকবয়সী হোদন যোদ্ধা ভিড় সরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, হ্যাঁ, কোতান, ডাকলতের কথাই ঠিক। আমরা যখন গতকাল কোর-উল-লুন থেকে বন্দীদের ধরে নিয়ে আসছিলাম তখন আমি এই দেবতাকে একটা ভয়ঙ্কর জন্তুর পিঠের উপর চড়ে আসতে দেখেছিলাম। ব্যাপারটা দেখেই ভয়ে পালিয়ে যাই আমরা বনের আড়ালে। কোন মানুষের পক্ষে কোর-উল অরণ্যের গ্রীফ নামে ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুকে বশ করে তার পিঠে চড়ে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এই কথায় বেশীর ভাগ সভাসদ বিগলিত হয়ে পড়ল। তাদের মনে আর কোন সন্দেহ রইল না।

কোতান তখন টারজনকে বলল, তুমি যদি সত্যিই ডোর-উল-ওথো হও তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমার এই অবিশ্বাস আর সংশয় একেবারে অমূলক নয়, কারণ আমাদের দেবতা জাদ-বেন-ওথো যে দয়া করে তাঁর পুত্রকে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন সে কথা ত কোনভাবে জানাননি আমাদের। তাছাড়া আমরা কি করে জানব যে তাঁর পুত্র আছে? তুমি যদি সত্যিই তাঁর পুত্র হও, তাহলে তোমার সম্মানার্থে আমাদের সমস্ত নগরবাসী উৎসব করবে। আর যদি তুমি তা না হও তাহলে তোমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে তার জন্য। মনে রাখবে, আমি রাজা হিসাবে এই কথা বললাম।

টারজন বলল, রাজার উপযুক্ত কথাই বলা হয়েছে। জাতীয় দেবতা সম্পর্কে এই ধরনের ভয় আর সম্মানের সঙ্গে কথা বলা উচিত। জাদ-বেন-ওথো জানতে চান তুমি ঠিকমত কাজকর্ম করছ কিনা। তা দেখার জন্যই তিনি আমায় পাঠিয়েছেন এখানে। আমি এসে প্রথমেই যা দেখেছি তাতে বুঝেছি তুমি সত্যিই রাজা হবার উপযুক্ত। তুমি যখন শৈশবে তোমার মায়ের কোলে ছিলে তখন জাদ-বেন-ওথো তোমার মধ্যে রাজকীয় তেজ সঞ্চারিত করে দিয়ে ভালই করেছেন। তবে আমি একজন প্রতারক একথা তোমার বলা উচিত নয়। তার উপর দেবতার পুত্রকে এইভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে তোমার সিংহাসনে বসে থাকা উচিত নয়।

রাজা কোতান পিরামিডের মত সিংহাসন থেকে নেমে এলে টারজন বলল, তোমার পুরোহিতরা আগেই বলেছে যে আমার লেজ নেই এবং আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনটাই সাধারণ মানুষের মত নয়। তুমি জাদ-বেন-ওথোর ক্ষমতার কথা জান। তিনিই ইচ্ছামত বজ্র ও বৃষ্টিপাত করেন। নদীর জল তাঁর নির্দেশে প্রবাহিত হয়। আমাকে যদি তুমি প্রতারক বলে অপমান করো তাহলে জাদ-বেন-ওথো তোমাকে ধ্বংস করে ফেলবেন।

এবার আর কোন সন্দেহ রইল না কোতানের মনে। সে ঠিক করল দেবতা হিসাবে আগন্তুককে অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ পানভোজন দ্বারা তৃপ্ত করবে। তার আগে প্রথমে তাকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানিয়ে সিংহাসনে তার পাশে বসার জন্য আহ্বান

জানাল।

টারজন সেই পিরামিডের উপর উঠে পাথরের যে বেঞ্চটায় কোতান বসত তার উপর বসল। ঐটাই ছিল কোতানের সিংহাসন। কিন্তু তার পাশে কোতান বসতে গেলে সে তাকে বাধা দিয়ে বলল, দেবতার পাশে কোন মানুষকে বসতে নেই।

টারজন বসার পর কোতানকে বলল, তবে দেবতা তার বিশ্বস্ত ভক্তকে তার পাশে বসার জন্য আহ্বান করতে পারে। এস কোতান, আমি তোমাকে জাদ-বেন-ওথোর নামে বসতে বলছি আমার পাশে।

কোতান তার আসনে টারজনের পাশে বসলে রাজসভার কাজকর্ম আবার শুরু হলো। টারজন হঠাৎ এসে পড়ায় সভার কাজ সব বন্ধ ছিল এতক্ষণ। টারজন বুঝল রাজসভায় সে আসার আগে এক মামলার বিচার চলছিল। দুজন লোকের মধ্যে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই দুজন লোকের মধ্যে একজন ছিল টারজনের বন্ধু তাদেনের বাবা জাদন। জাদনের ছেলে তাদেন যে তার বন্ধু একথা প্রকাশ করল না টারজন। কারণ তাহলে সে যে ওথোর সন্তান এ দাবি খাটবে না।

সভার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে কোতান টারজনকে বলল, এবার তোমাকে আমাদের মন্দির এবং ধর্মীয় কাজকর্ম দেখাব।

কোতান নিজে সঙ্গে করে মন্দির দেখাতে নিয়ে গেল টারজনকে। টারজন দেখল মন্দিরটা রাজপ্রাসাদেরই একটা অংশ। সেই মন্দিরের ভিতর নানা আকারের বেদী ছিল। সেই সব বেদীর অনেকগুলোতে লাল রং লেগে ছিল। টারজন তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে বুঝতে পারল ওগুলো শুকিয়ে যাওয়া মানুষের রক্তের দাগ।

মন্দিরের ভিতরে গিয়ে টারজন দেখল একদল পুরোহিত সারবন্দীভাবে এগিয়ে চলেছে সামনে। পুরোহিতদের মাথায় অদ্ভুত ধরনের এক পোশাক। মন্দিরটাকে ঘুরিয়ে দেখার জন্য কোতান প্রধান পুরোহিত লুদেনের উপর ভার দিল। টারজন দেখল প্রধান পুরোহিত লুদেনের চোখে মুখে তার দেবত্ব সম্বন্ধে এক সংশয়ের ছাপ ফুটে রয়েছে। তবু সে তার আচরণের মধ্যে এক আপাত আনুগত্যের ভাব দেখাচ্ছে। টারজন দেখল এখন তার একমাত্র ভয় লুদেনকে। প্রধান পুরোহিত হিসাবে একমাত্র সেই তার প্রতারণাকে ধরে ফেলতে পারে।

প্রধান পুরোহিত লুদেন টারজনকে মন্দিরের মধ্যে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল যেখানে সারা রাজ্যের সামন্ত ও ভক্তদের দেওয়া যত সব পূজার অঞ্জলি জমা করা রয়েছে। সেইসব অঞ্জলির মধ্যে অনেক শুকনো ফল আর সোনা রয়েছে। আর একটি ভাঁড়ার ঘরে এত সব মূল্যবান ধনরত্ন রয়েছে যা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল টারজন।

মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে টারজন দেখল অনেক ওয়াজদন ক্রীতদাসরা একটা

ঘেরা জায়গার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হোদনরা ওয়াজদনদের গাঁয়ে গিয়ে তাদের ধরে এনেছে।

টারজন একসময় লুদেনকে জিজ্ঞাসা করল, এরা কারা?

সে প্রথমে লুদেনের সঙ্গে কথা বলল। লুদেন বলল, জাদ বেন-ওথোর পুত্র একথা ভালই জানেন।

টারজন শান্তভাবে বলল, ডোর-উল-ওথোর কোন প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করতে নেই। মনে রেখ ভণ্ড পুরোহিতের রক্ত জাদ-বেন-ওথোর প্রিয় বস্তু।

লুদেন তখন বলল, প্রতিদিন তোমার পিতা জাদ-বেন-ওথো দিনের শেষে পশ্চিম দিকে অস্ত গেলে ঐসব ক্রীতদাসদের একজনের রক্ত দিয়ে পূব দিকের বেদীটা ধুয়ে দিতে হয়।

টারজন বলল, কে তোমাদের বলল যে জাদ-বেন-ওথো তাঁর সৃষ্ট মানুষদের রক্ত চান? তাঁর বেদীর উপর মানুষ খুন করতে কে বলল তোমাদের?

লুদেন বলল, তাহলে কি হাজার হাজার মানুষ বৃথা রক্ত দান করছে?

কোতান, অন্যান্য যোদ্ধারা, পুরোহিতরা এবং ক্রীতদাসরা টারজনের কথাগুলো সব শুনছিল। টারজন বলল, ঐসব ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দাও। জাদ-বেন-ওথোর নামে আমি বলছি তোমরা ভুল করছ।

লুদেনের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। সে বলল, এটা অধর্মাচরণ। কারণ যুগ যুগ ধরে আমাদের পুরোহিতরা জাদ-বেন-ওথোর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি করে প্রাণবলি দিয়ে এসেছে। অথচ কখনো কোন কালে জাদ-বেন-ওথো কোনভাবে তার বিরক্তি বা অসম্মতি জানাননি এবিষয়ে।

টারজন বলল, থাম, থাম, তোমরা যত সব পুরোহিতরা চোখ থাকতে অন্ধ, তোমরা দেবতাদের মনের কথা কিছু বোঝ না। প্রতিদিন তোমাদের কোন না কোন যোদ্ধা ছুরি খেয়ে প্রাণ দেয়। এটা দেবতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই না। তাঁর বেদীতে নরহত্যার জন্যই জাদ-বেন-ওথোর এই অভিশাপ।

একথা শুনে লুদেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। একবার ভাবল এই কথাই ঠিক। আবার মনে হলো একথা ঠিক নয়। অবশেষে ভয়ই জয়ী হলো সে অন্তর্দ্বন্দ্বে। সে চীৎকার করে তার পাশের পুরোহিতদের বলল, জাদ-বেন-ওথোর পুত্র বলেছেন। অতএব বন্দীদের ছেড়ে দাও। তাদের মুক্ত করে যেখান থেকে এনেছ সেখানে পাঠিয়ে দাও।

ক্রীতদাসরা সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়েই টারজনের সামনে তারা প্রণিপাত হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম জানাল।

কোতান তখন ভয়ে ভয়ে বলল, তাহলে কি করলে জাদ-বেন-ওথো তুষ্ট হবেন?

টারজন বলল, যদি তাঁকে তোমরা তুষ্ট করতে চাও তাহলে তাঁর বেদীতে এমন সব খাদ্য ও উপহার পূজো হিসাবে দাও যেগুলি পরে শহরের গরীব

দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে। এইভাবেই তোমরা দেবতার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে।

টারজন এবার মন্দির থেকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল ইশারায়।

মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবার পথে সে একটা কারুকার্যখচিত সুন্দর ঘর দেখতে পেল। ঘরটার দরজা সব বন্ধ ছিল। সে লুদেনকে জিজ্ঞাসা করল এ ঘরের মধ্যে কি আছে?

লুদেন বলল, এ ঘরটা আগে ব্যবহার করা হত। এখন একেবারে খালি পড়ে আছে, কিছুই নেই।

টারজন ভাবল, শোবার সময় সে কোতানকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবে। কথাটা সে আগে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিল। কারণ তার দেবত্ব সম্বন্ধে অনেকবারই মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

সন্ধ্যার পর প্রাসাদের একটি ঘরে ভোজসভা বসল ডোর-উল-ওথোরূপী টারজনের সম্মানে। কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসরা খাবার পরিবেশন করতে লাগল। সব অনুষ্ঠানে ভারী কাজগুলো তারাই করে।

খাওয়ার পর টারজনকে একটি শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘরটা থেকে একটা বিরাট হ্রদ দেখা যাচ্ছিল। টারজনের সঙ্গে যে ক্রীতদাসটা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে ফিরে এসে অন্য একটা ক্রীতদাসকে বলল, তুমি যদি সত্যি কথা বল এবং এটা প্রমাণ করতে পার তাহলে এরা আমাদের মুক্তি দেবে। কিন্তু তোমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে বুঝতে পারছ?

অন্য ক্রীতদাসটি বলল, না, আমি ঠিকই বলছি। একথা বলতে হবে একমাত্র প্রধান পুরোহিত লুদেনকে। কারণ ডোর-উল-ওথোকে প্রথম দেখে সে-ই একমাত্র রেগে যায় এবং সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে তাকে।

প্রথম ক্রীতদাস বলল, তুমি লুদেনকে কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারবে? তাহলে তার কাছে চলে যাও।

অপর ক্রীতদাসটি তখনি মন্দিরে গিয়ে লুদেনের সঙ্গে দেখা করল এবং কথাটা বুঝিয়ে বলতে লাগল। তবে তাদের দাবি, একমাত্র তাদের মুক্তি দেবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই একাজ করতে পারবে তারা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে টারজন একা একা প্রাসাদের চারদিক ঘুরে দেখতে লাগল। প্রাসাদের কেন্দ্রস্থলে চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেল সে। জায়গাটার মাথার উপরে কোন ছাদ নেই এবং পাঁচিলটার গায়েও কোন জানালা দরজা নেই। পাঁচিলের গায়ে এক জায়গায় একটা গাছ ছিল। টারজন সেই গাছটায় উঠে পড়ে গাছের উপর থেকে চারদিকে তাকাতে লাগল। সে দেখল পাঁচিলঘেরা সেই জায়গাটা আসলে একটা ঘেরা বাগান যার মধ্যে বহু গাছপালা আর ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে। তার

মধ্যে অনেক ফুলগাছও দেখতে পেল। তার মধ্যে স্বচ্ছ জলের দুই-একটা ঝর্ণাও ছিল।

বাগানের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে টারজন একসময় দেখতে পেল একজন সুন্দরী হোদন যুবতী তার সোনার বক্ষ বন্ধনীর উপর চেপে ধরে একটি পাখিকে আদর করছে আর তার পাশে এক ওয়াজদন তরুণী বসে রয়েছে।

টারজন নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে, কারণ তারা তাকে দেখতে পেলে চীৎকার করতে থাকবে। কিন্তু সেই ওয়াজদন তরুণীটি টারজনকে দেখতে পেয়েই তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, টারজন-জাদ-গুরু!

টারজন দেখল এই তরুণীই পানাৎ লী এবং তারই সে খোঁজ করছে গতকাল থেকে।

হোদন যুবতীটি আশ্চর্য হয়ে পানাৎ লীকে বলল, তুমি চেন একে?

টারজন পানাৎ লীকে কোন কথা বলতে নিষেধ করল।

হোদন যুবতীটি তখন টারজনকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, হে অতিথি, কে আপনি?

যুবতীটি বলল, গতকাল রাজসভায় যে অতিথি আসে তার কথা শোননি?

যুবতীটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনিই তাহলে ডোর-উল-ওথো?

টারজন বলল, হ্যাঁ। তুমি কে?

যুবতীটি বলল, আমি রাজা কোতানের কন্যা, নাম ওলোয়া।

টারজন বুঝল এই ওলোয়াই হলো তাদেনের প্রেমিকা। সে এবার ওলোয়ার কাছে এসে বলল, হে কোতানকন্যা, জাদ-বেন-ওথো তোমার উপর তুষ্ট হয়ে অনুগ্রহ করে তোমার প্রেমাস্পদকে বহু বিপদ আপদের কবল থেকে উদ্ধার করে আজও নিরাপদে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ওলোয়া বলল, কিন্তু বুলাতের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলে বাবা কথা দিয়েছে।

টারজন বলল, কিন্তু বুলাৎকে তুমি ত ভালবাস না।

ওলোয়া লজ্জা পেয়ে বলল, তবে কি দেবতাকে আমি রুষ্ট করে তুলেছি?

টারজন বলল, না, তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েই তাদেনকে উদ্ধার করেছেন।

ওলোয়া বলল, জাদ-বেন-ওথোর মত তাঁর পুত্রও সর্বজ্ঞ। কিন্তু আমাকে বলুন তাদেনের সঙ্গে আমার কি মিলন ঘটবে?

টারজন বলল, তা আমি বলতে পারব না। তবে তুমি যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক তাদেনের প্রতি তাহলে একদিন না একদিন মিলন ঘটবেই।

এই বলে টারজন উপরে মুখ তুলে বলল, থাম, জাদ-বেন-ওথো কি বলে শুনি!

উপরে মুখ তুলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ওঠ জাদ-বেন-ওথো আমাকে আকাশবাণীর মাধ্যমে বললেন, এই ক্রীতদাসী তরুণী পানাৎ লী। এর বাড়ি হলো কোর-উল-জা যেখানে তাদেন আছে। এই ওয়াজদনজাতীয় তরুণী ওমতের বান্ধবী।

ওলোয়া আর পানাৎ টারজনের সামনে নতজানু হয়ে বসেছিল। ওলোয়া উঠে দাঁড়িয়ে পানাৎ লীর মুখের দিকে তাকাল। পানাৎ লী বলল, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে।

ওলোয়া তখন টারজনের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, জাদ-বেন-ওথোর অসীম দয়া আমার উপর। আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে।

টারজন বলল, যদি পানাৎ লীকে তোমরা তার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও তাহলে আমার পিতা সন্তুষ্ট হবেন তোমাদের উপর।

ওলোয়া বলল, এ ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমার বাবাকে একথা জানাবে।

টারজন বলল, তুমি অন্ততঃ তোমার কাছে একে রেখে এর প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।

ওলোয়া বলল, গতকাল ওকে ধরে এনে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। ও খুব ভাল মেয়ে। এমন ভাল মেয়ে কখনো দেখিনি বা পাইনি আমি।

টারজন ওলোয়াকে বলল, তোমাদের এখানে বাইরে থেকে অনেক লোককে ধরে আনা হয়? ক্রীতদাস ক্রীতদাসী বানানো হয় অনেক নারী পুরুষকে?

ওলোয়া বলল, আমি সব কথা জানি না। তাছাড়া সেসব কথা বললে আমার বাবা রেগে যাবেন আমার উপর।

টারজন বলল, যে জাদ-বেন-ওথোর হাতে তাদেনের জীবন ও ভাগ্য নির্ভর করছে তার নামে আমি বলছি, সব কথা খুলে বল।

ওলোয়া তখন বলল, দয়া করুন। রুষ্ট হবেন না, আমি যা জানি সব বলব।

কি বলবে?

সহসা পিছনে ঝোপ থেকে কে গম্ভীর ও কড়া গলায় প্রশ্ন করে উঠল।

ওরা সবাই পিছন ফিরে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখল রাজা কোতান কখন এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পিছনে।

টারজনকে দেখতে পেয়েই কোতান বলল, ও, আপনি ডোর-উল-ওথো? কিন্তু এখানে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে দেবতাদেরও যাওয়া নিষিদ্ধ, যেমন এই নিষিদ্ধ উদ্যান। ওলোয়া, তোমরা অন্তঃপুরে চলে যাও। আসুন ডোর-উল-ওথো, ওরা নির্বোধ শিশু, কি বলেছে জানি না। কিন্তু আমি আপনাকে সব কথা বলব।

এরপর কোতান অন্য একটি পথ দিয়ে টারজনকে বাগানের গেটের কাছে

নিয়ে গেল। সেই গেটের সামনে দুজন যোদ্ধা পাহারা দিচ্ছিল। বাগান থেকে বেরিয়ে ওরা মূল প্রাসাদে গিয়ে উঠল। রাজদরবারের বড় হলঘরটায় তখন রাজ্যের যত সব সামন্ত আর যোদ্ধারা ভিড় করেছিল। কোতান ও টারজন সেখানে যেতেই তারা সব সরে গিয়ে পথ করে দিল। কোতান টারজনকে নিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকল।

দরজার সামনেই প্রধান পুরোহিত লুদন দাঁড়িয়েছিল। টারজন তার চোখেমুখে একটি কুটিল চক্রান্তের ভাব লক্ষ্য করল। লুদন তার অধীনস্থ এক পুরোহিতকে বলল, রাজকন্যার ক্রীতদাসীকে এখনি এখানে নিয়ে এস। কিছুক্ষণ পর একজন যোদ্ধা ঘরের ভিতর ঢুকে কোতানকে বলল, প্রধান পুরোহিত আপনাকে মন্দিরে ডাকছেন।

কোতান বলল, তাঁকে বল আমি যাচ্ছি।

এই বলে টারজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে কোতান বলল, আমি এখনি আসছি ডোর-উল-ওথো।

কিন্তু কোতান ফিরে এল একঘণ্টা পরে। টারজন ঘরের দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছিল। কোতানের পানে তাকিয়েই চমকে উঠল টারজন। তার চোখে মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে ছিল। তার হাতদুটো কাঁপছিল।

টারজন বলল, কোন দুঃসংবাদ আছে কোতান?

কোতান কিন্তু উত্তর দিল না একথার। সহসা মুখ তুলে বলল, জাদ-বেন-ওথো সাক্ষী আছেন। আমি একাজ আমার ইচ্ছামত করছি না। বাধ্য হয়েই করছি।

এই বলে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে তার যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে বলল, ধরো ওকে, কারণ প্রধান পুরোহিত লুদন বলছে, ও প্রতারক।

টারজন দেখল এত সব যোদ্ধার সামনে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। সে তাই ধীরভাবে তার হাতটা উঠিয়ে কড়া গলায় বলল, থাম। এ সবের মানে কি?

কোতান বলল, লুদন বলছে, তুমি জাদ-বেন-ওথোর পুত্র নও। তোমাকে রাজদরবারে গিয়ে অভিযোগকারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তোমার বিচার হবে। মনে রাখবে এসব ব্যাপারে রাজার কোন হাত নেই। তাঁকে প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ মেনে চলতে হয়।

টারজন বলল, তোমার যোদ্ধারা যেন আমার গায়ে হাত না দেয়, তাহলে জাদ-বেন-ওথো তাদের সবাইকে বধ করবেন।

এ কথায় যোদ্ধারা ভয়ে সরে গেল। অনেকখানি দমে গেল তারা। কেউ টারজনকে ধরতে এগিয়ে এল না আর। টারজন তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ভয় নেই। আমি নিজেই রাজদরবারে গিয়ে দেখব কোন্ নাস্তিক অভিযোগ করে আমার বিরুদ্ধে।

এবার সকলেই রাজদরবারে হাজির হলো। কিন্তু সিংহাসনে কে বসবে

তা নিয়ে ঝগড়া বাধল। টারজন বলল, তার উপরে কোন মানুষ বসতে পারবে না। আবার লুদন ও কোতান দুজনেই সিংহাসনে বসতে চায়।

তাদেনের বাবা জাদন বলল, তিনজনেই তাহলে সিংহাসনে বসুন।

কোতান বলল, একমাত্র রাজা ছাড়া কারো সিংহাসনে বসার অধিকার নেই। তাছাড়া তিনজনের বসার জায়গা হবে না সেখানে।

টারজন কোতানকে জিজ্ঞাসা করল, অভিযোগকারী কে?

কোতান বলল, লুদন হচ্ছে অভিযোগকারী।

লুদন বলল, আর লুদনই তোমার বিচারক।

টারজন বলল, যে অভিযোগকারী সে-ই আমার বিচার করবে?

কোতান ও তার যোদ্ধারা ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারল। বুঝল কোন বিচারের ব্যাপারে একই ব্যক্তি কখনো অভিযোগকারী আর বিচারক হতে পারে না। জাদন বলল, লুদনের অভিযোগেব কোতান বিচার করে রায় দিক।

অবশেষে ঠিক হলো বিচার হবে মন্দিরে। সেখানে প্রধান পুরোহিত হিসাবে লুদনই বিচার করবে। লুদন বলল, সেইটি ঠিক হবে। সুতরাং আসামীকে বেঁধে টানতে টানতে মন্দিরে নিয়ে চল।

টারজন জোর গলায় বলল, জাদ-বেন-ওথোর পুত্রকে কোথাও টেনে নিয়ে যাওয়া চলবে না। বিচার হয়ে গেলে দেখা যাবে লুদনের মৃতদেহটা দেবতার যে মন্দিরকে কলুষিত করেছে সে, সেই মন্দির থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুতরাং এই কাজ করার আগে ভেবে দেখ লুদন।

কিন্তু একথায় কোন কাজ হলো না। কোনরকম ভয় পেল না সে।

তখন টারজন সিংহাসন থেকে নেমে এসে বলল, লুদন কোথায় অধর্মের কাজ করে দেবতাকে রুষ্ট করে তোলে তাতে কিছু যায় আসে না ডোর-উল-ওথোর। কারণ জাদ-বেন-ওথো সর্বত্রই যেতে পারেন।

আপাততঃ ব্যাপারটার সহজ সমাধান হওয়াতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কোতান। তখন সকলেই মন্দিরের ভিতরে চলে গেল। লুদন টারজন ও কোতানকে একটি বড় বেদীর কাছে নিয়ে গেল। সেখানে একটা উঁচু জায়গার উপর টারজনকে বসতে বলল লুদন। টারজন দেখল বেদীর উপর একটি জলভরা গামলার মধ্যে এক নবজাত শিশুর মৃতদেহ রয়েছে।

টারজন লুদনকে জিজ্ঞাসা করল, এর মানে কি?

কুটিল হাসি হেসে লুদন বলল, দেবতা হয়ে তুমি এটা জান না? এই না-জানাটাই তোমার দেবত্ব সম্বন্ধে দাবির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সর্বজ্ঞ দেবতার পুত্র হয়েও একথাটা তুমি জান না যে প্রতিদিন সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন এক বয়স্ক ব্যক্তিকে পুব দিকের একটি বেদীতে বলি দেওয়া হয় তেমনি প্রতিদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি নবজাত শিশুকে বলি দেওয়া হয়

পশ্চিম দিকের বেদীতে। যে কথা প্রতিটি হোদন শিশু জানে, সেকথা তুমি জাদ-বেন-ওথোর পুত্র হয়েও জান না। তোমার দেবত্বের দাবি সম্পর্কে এ প্রমাণ যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে এ ছাড়াও অনেক প্রমাণ আছে।

এই বলে লুদন কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লম্বা কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসকে ডাকল। সে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলে লুদন তাকে টারজনকে দেখিয়ে বলল, বল তুমি এর সম্বন্ধে কি জান ?

সেই ওয়াজদন ক্রীতদাসটি বলল, আমি কোর-উল-লুনের এক অধিবাসী। দিনকতক আগে কোর-উল-জার একদল যোদ্ধার সঙ্গে আমাদের লড়াই হয়। ও তখন কোর-উল-জার পক্ষে লড়াই করছিল। ওকে তারা টারজন-জাদ-গুরু বলে ডাকছিল। অবশ্য ওর ক্ষমতা আছে এবং একা অনেককে ঘায়েল করে কুড়িজন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। তবু কিন্তু ও দেবতা নয়। কারণ এক-সময় ওর পিছন থেকে একজন ওর মাথায় একটা লাঠির ঘা মারতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় এবং তখন আমাদের লোকরা ওকে বন্দী করে নিয়ে যায়। পরে ও প্রহরীকে হত্যা করে সেখান থেকে পালিয়ে আসে।

জাদন বলল, একজন দেবতার বিরুদ্ধে একজন ক্রীতদাসের একথা মেনে নেওয়া উচিত নয়।

লুদন বলল, রাজকন্যার কথা হয়ত বেশী গ্রহণযোগ্য হবে আপনার পক্ষে। তাছাড়া যাঁর পুত্র পুরোহিতের কাজ গ্রহণ না করে পালিয়ে যায় দেশ থেকে তিনি হয়ত এক নাস্তিক অধার্মিকের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই গ্রাহ্য করবেন না।

কোতান লুদনকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আমার মেয়ে এ সম্বন্ধে কি জানে ? তুমি নিশ্চয় আমার মেয়েকে সর্বসমক্ষে হাজির করাবে না।

লুদন বলল, না, তাঁর দাসীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।

এই বলে একজন অধীনস্থ পুরোহিতকে পানাৎ লীকে আনার জন্য হুকুম করল লুদন।

পানাৎ লীকে আনা হলে লুদন বলল, রাজকন্যা ওলোয়া যখন নিষিদ্ধ বাগানে এই ক্রীতদাসীর সঙ্গে ছিল, তখন ডোর-উল-ওথোরূপী এই লোকটি সেখানে হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়। ওকে দেখেই এই ক্রীতদাসী টারজন-জাদ-গুরু বলে চীৎকার করে ওঠে। কোর-উল-লুনের ক্রীতদাসও এই কথাই বলে। পানাৎ লী নামে এই মেয়েটিকে গতকাল যখন ধরে আনা হয় তখন সে বলেছিল এই লোকটিই তাকে কোর-উল-গ্রীকের অরণ্যে একজন তেরোদন আর দুটো ভয়ঙ্কর জন্তুর হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে সে তার দেশ কোর-উল-জার পথে যাবার সময় ধরা পড়ে আমাদের হাতে।

লুদন আবার বলল, এর দ্বারা এই কথাই প্রমাণ হয় না কি যে এই লোকটা কোন দেবতার পুত্র নয় ?

পানাৎ লী বলল, কিন্তু ওঁকে দেখে মানুষ বলেও মনে হয়নি।

লুদন আবার জিজ্ঞাসা করল পানাৎ লীকে। বলল, ও কি তোমাকে একথা বলেছিল যে ও দেবতা জাদ-বেন-ওথোর পুত্র?

পানাৎ লী ভয়ে ভয়ে বলল, না।

কথাটা বলেই সে টারজনের মুখপানে তাকাল। টারজনও হাসিমুখে আশ্বাস দিল পানাৎ লীকে।

জাদন বলল, এর থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে উনি দেবতার পুত্র নয়। 'আমি দেবতা' একথা সবাইকে উনি কি বলে বোঝাবেন? জাদ-বেন-ওথো কি কখনো একথা কাউকে বলেছেন?

লুদন বলল, এই প্রমাণই যথেষ্ট। লোকটা ভণ্ড, প্রতারক। আমি জাদ-বেন-ওথোর প্রধান পুরোহিত হিসাবে এই প্রতারণার শাস্তিস্বরূপ লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দান করছি।

এরপর তার এই রায়টাকে এক নাটকীয় তীব্রতা দান করার জন্য বলে উঠল, আমি যদি অন্যায়ভাবে বিচার করে থাকি তাহলে জাদ-বেন-ওথো যেন এই মুহূর্তে বজ্রপাতের দ্বারা আমার এই বক্ষস্থল বিদীর্ণ করেন। আমি এখানে আপনাদের সমক্ষে এই দাঁড়িয়ে রইলাম।

আকাশের দিকে মুখ তুলে হাতদুটো প্রসারিত করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল লুদন। দেবতার কাছে তার আবেদনের ফলে কি হয় তা দেখার জন্য যতসব যোদ্ধা ও পুরোহিতরা অপেক্ষা করতে লাগল।

যজ্ঞগৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে টারজন বলল, দেবতা তোমার আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করলেন লুদন। তুমি আমাকে নাস্তিক আর প্রতারক বলেছ। বলেছ আমি নাকি দেবতার পুত্র নই। তা যদি না হই তাহলে জাদ-বেন-ওথোর কাছে দাবি জানাও তিনি যেন তার নিক্ষিপ্ত বজ্রাগ্নির দ্বারা আমার বুকটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে তোমার মর্যাদা রক্ষা করেন।

সমবেত জনতা আবার কি হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

লুদন বলল, আমি তোমাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু এইমাত্র জাদ-বেন-ওথোর কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম তোমার মৃত্যুদণ্ড অন্যভাবে কার্যকরী করা হবে।

কোতান ও যোদ্ধারা সব লুদনকে একই সঙ্গে ভয় আর ঘৃণা করলেও তার পৌরহিত্য কাজের জন্য কেউ কোন কথা বলতে সাহস পেত না।

একমাত্র জাদনই লুদনের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ ঘোষণা করে বলল, ঠিক আছে, তার দেবত্ব মিথ্যা প্রমাণিত করতে হলে দেবতার কাছে তার মাথার উপর বজ্র নিক্ষেপের জন্য আবেদন জানাও। তা যদি সত্যি সত্যিই ঘটে তাহলে বুঝব সত্যিই সে অপরাধী।

লুদন বলল, খুব হয়েছে। আর না। এই কে আছ, ওকে বন্দী করো। আগামীকালই জাদ-বেন-ওথোর নির্দেশমত ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

লুদনের অধীনস্থ পুরোহিতরা টারজনকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেল। যোদ্ধারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পুরোহিতদের মধ্যে সবচেয়ে আগে যে লোকটা হাত বাড়িয়ে টারজনকে ধরতে গেল, টারজন সেই লোকটার একটা হাত আর পা বজ্রমুষ্টিতে ধরে বেদীর উপর তুলে ধরল। তারপর লুদন ছুরি হাতে টারজনের দিকে এগিয়ে গেলে টারজন সেই পুরোহিতের দেহটা সজোরে লুদনের উপর ছুঁড়ে দিল। লুদন টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল।

এই অবকাশে টারজন বেদীর পিছনের দিকে নগরপ্রাচীরের যে অংশ ছিল তার উপরে বেদী থেকে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। সেখান থেকে আবার লাফ দিয়ে একেবারে আলুর নগরীর বাইরে চলে যাবার আগে বলে গেল সে, মনে ভেবো না জাদ-বেন-ওথো তার পুত্রকে ত্যাগ করেছেন।

এই বলে নগরপ্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার শেষ কথাটা অবশ্য কারো মনে কোন রেখাপাত করল না। এদিকে দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল লুদন পাথরের শক্ত মেঝের উপর পড়ে যাওয়ায় দেহের দু-এক জায়গায় ক্ষত হয়েছে। সে তখন চীৎকার করে সবাইকে বলতে লাগল, ধরো ওকে। পালিয়ে গেল।

তার কথা শুনে যোদ্ধারা হাসি চেপে রাখতে পারল না। পুরোহিতরা মন্দিরের চারদিকে ছোটাছুটি করে খুঁজতে লাগল টারজনকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলুরের মন্দিরের মাঝে পুরোহিতরা যখন টারজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন একজন নগ্ন বিদেশী রাইফেল হাতে পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকা পার হয়ে কোর-উল-জার দিকে এগিয়ে চলেছিল। সে দেখল একজন লম্বা শ্বেতাঙ্গ শিকারে যাচ্ছে। তার হাতে ছিল একটা মোটা লাঠি আর একটা ছুরি খাপের মধ্যে কোমরে ঝোলানো ছিল। এই শিকারী হলো তাদেন।

তাদেন বিদেশীকে দেখেই তার বন্ধু টারজনের কথা ভেবে তার প্রতি কোন শত্রুতার ভাব দেখাল না। সে দেখল টারজন যে জাতির লোক এই বিদেশীও সেই জাতির লোক। বিদেশী হাত তুলে বোঝাতে চাইল সে শান্তি ও বন্ধুত্ব চায়।

তাদেন বিদেশীকে জিজ্ঞাসা করল. তুমি কে?

বিদেশী বলল, সে তার ভাষা বুঝতে পারছে না। বিদেশী তাদেনের লেজ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু তাদেনের মধ্যে কোন শত্রুতার ভাব না দেখে আশ্বস্ত হলো। তাদেন তাকে হাবেভাবে বুঝিয়ে দিল সে শিকার করে বেরুচ্ছে।

কিন্তু আপাততঃ শিকারের কথা ভুলে গিয়ে তাদেন বিদেশীকে তার বন্ধু ওমতের কাছে নিয়ে যেতে চাইল। তার এই মনের কথাটা বিদেশীকে বুঝিয়ে দিতে সেও রাজী হয়ে গেল। তখন তারা দুজনেই কোর-উল-জার পথে এগিয়ে যেতে লাগল।

ক্রমে কোর-উল-জার প্রান্তে মাঠে এসে পড়ল ওরা। সেখানে অনেক নারী পুরুষ চাষের কাজ করছিল। অনেক যুবক ফলমাকড সংগ্রহ করছিল। তাদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ অনেক ক্রীতদাস ছিল। তাদের গা-গুলো কালো কালো লোমে ঢাকা। বিদেশী বিব্রত হয়ে তার ধনুকে তীর সংযোজন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদেন তাকে বোঝাল ওরা তোমার বন্ধু।

তখন বিদেশীকে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে সেই গুহাগুলোর দিকে যেতে লাগল। খুঁটোয় পা দিয়ে গুহার উপরে উঠে গেল তারা। ওমৎ তখন তার গুহায় ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওমৎ এসে গেল। বিদেশীদের দেখেই বুঝতে পারল এই ব্যক্তিই হলো এ দেশের রাজা বা সর্দার।

তাদেন ওমৎকে বলল, আমার মনে হয় এই বিদেশী টারজনকেই খুঁজছে।

বিদেশী টারজনের নাম শুনে বলল, হ্যাঁ, আমি টারজনকে খুঁজছি।

কিন্তু ওমৎ বুঝতে পারল না বিদেশী টারজনকে বন্ধু না শত্রু ভাবে খুঁজছে। সে তাই একটা ছুরি নিয়ে টারজনের নাম করে কথাটা জানতে চাইল বিদেশীর কাছ থেকে।

বিদেশী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বুঝিয়ে দিল সে টারজনকে বন্ধুভাবে খুঁজছে।

এরপর বিদেশী বিভিন্ন দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে ওমতের কাছ থেকে জানতে চাইল টারজন এখন কোথায় এবং কোনদিকে গেছে। তার উত্তরে ওমৎ তাকে জানাল আজ থেকে পাঁচ দিন আগে টারজন ঐ পাহাড়ের উপর দিয়ে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

তখন বিদেশী একাই পাহাড় পার হয়ে টারজনের খোঁজে বেরিয়ে যেতে চাইল।

ওমৎ বলল, চল আমরাও ওর সঙ্গে যাই। আমাদের লোকদের হত্যা করার জন্য আমরা কোর-উল-লুনের লোকদের শাস্তি দেব।

তাদেন বলল, আগামী কাল সকাল পর্যন্ত বিদেশীকে অপেক্ষা করতে বল। কাল আমরা অনেক যোদ্ধা নিয়ে যাব। এবার কিন্তু কিছু বন্দীকে না মেরে ধরে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে তাদের কাছ থেকে টারজনের খবর পাব।

কারণ টারজন আহত হলে ওরাই তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

ওমং মেনে নিল তাদেনের কথাটা। রাত্রিবেলায় বিদেশী একটি গুহাতে রাত কাটাল।

পরদিন সকালেই ওমং একশোজন যোদ্ধাকে সঙ্গে করে কোর-উল-লুনের বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানে বার হল। তার সঙ্গে সেই শ্বেতাঙ্গ বিদেশী এবং বন্ধু তাদেনও রইল।

পাহাড় পার হয়ে কোর-উল-লুনের উপত্যকার পথে চলতে চলতে এক নিঃসঙ্গ কোর-উল-লুনের অধিবাসীকে দেখতে পেয়ে বন্দী করল ওরা। ওমং সঙ্গে সঙ্গে এক যোদ্ধার সঙ্গে কোর-উল-জা গাঁয়ে পাঠিয়ে দিল তাকে। বলল, ওকে কোনরকম আঘাত করবে না, শুধু বন্দী করে রাখবে।

আবার এগিয়ে চলল ওরা। কিছুদূর যাবার পর ওরা একজন যোদ্ধাকে কোর-উল-লুন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। তারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল কোন দেশের সঙ্গে। ওমংরা পাশের একটা বনে লুকিয়ে রইল। কোর-উল-লুনের যোদ্ধারা কাছে আসতেই ঝোপ থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওমংরা। এক একজন যোদ্ধা এক একজন শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে লাগল। বিদেশী তার রাইফেলটা ব্যবহার না করলেও তার তীর ধনুক দিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে যেতে লাগল। তার বিক্রম দেখে ওমতের যোদ্ধারা লজ্জা পেতে লাগল। শত্রুরা ভয়ে পালাতে লাগল। অবশেষে ওমতের নির্দেশে শত্রুপক্ষের ছয়জনকে বন্দী করে ফিরে এল ওমংরা।

ওমং তার গুহায় ফিরেই কোর-উল-লুনের বন্দীদের তার সামনে আনতে বলল। তারা একবাক্যে বলল, পাঁচদিন আগে তারা টারজনকে বন্দী করে তাদের গাঁয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু রাত্রিবেলায় একজন প্রহরীকে হত্যা করে পালিয়ে যায় সে তাদের গাঁ থেকে। যাবার সময় নিহত প্রহরীর মাথাটা কেটে সেটা এক জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে যায়। তারপর সে কোথায় যায় বা কি করে তা তারা বলতে পারবে না।

অবশেষে একজন বন্দী বলল, আমি ওর থেকে বেশী কিছু জানি। আমি গতকাল তাকে আলুর নগরীতে দেখেছি। আমি সেখানে বন্দী হিসাবে ছিলাম। তোমরা যদি আমাকে ও আমার সঙ্গীদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে আমি যা যা দেখেছি সব বলব।

ওমং বলল, বিনা শর্তে তোমাকে সব বলতে হবে। তা না হলে তোমাকে হত্যা করা হবে।

তখন তাদেন বলল, ঠিক আছে, ওদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দাও। ও যা জানে বলুক।

ওমং বলল, ঠিক আছে। তোমরা বল যা জান। বলা হয়ে গেলেই তোমরা মুক্তি পাবে।

তখন সেই বন্দী বলতে লাগল, তিন দিন আগে আমরা যখন কোর-উল-লুন নদীর ধারে শিকার করছিলাম তখন একদল হোদন হঠাৎ আমাদের ধরে নিয়ে যায় আলুর নগরীতে। আমাদের মধ্যে যারা ক্রীতদাস হয়ে থাকতে চায় তাদের ক্রীতদাস হিসাবে রেখে দিয়ে বাকি সবাইকে মন্দিরে ঠাকুরের বেদীতে বলি দেবার জন্য বন্দী করে রাখে। আমরা তখন আমাদের জীবনের আশা ত্যাগ করি। কিন্তু গতকাল একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায়। হঠাৎ দেখি পুরোহিত-দের সঙ্গে টারজন-জাদ-গুরু মন্দিরের মধ্যে এসে হাজির হয়। সে তখন নিজেকে জাদ-বেন-ওথোর পুত্র হিসাবে পরিচয় দেয়। মন্দিরে এসে টারজন-জাদ-গুরু যখন জানল আমাদের মত অনেক বন্দীকে ঠাকুরের বেদীতে বলি দেবার জন্য রাখা হয়েছে তখন সে বন্দীদের ছেড়ে দিতে বলল। বলল, দেবতা কখনো মানুষের বলি চায় না।

এইভাবে আমরা মুক্তি পেয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পথে তোমাদের হাতে বন্দী হই।

ওমৎ বলল, এর বেশী আর কিছু জান না?

বন্দী বলল, আর একটা কথা। যে দুজন পুরোহিত আমাদের নগরদ্বার পার করে দিয়ে যায় তারা আমাদের কথায় কথায় বলে, প্রধান পুরোহিত লুদন টারজন-জাদ-গুরুকে ডোর-উল-ওথো বলে মানতে চায় না। লুদন একথা সবার সামনে ফাঁস করে দিয়ে টারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

ওমৎ এবার কোর-উল-লুনের বন্দীদের মুক্তি দিল।

এরপর সে বিদেশীকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে দূরে হাত বাড়িয়ে বলল, ঐ দেখ, ওটা হচ্ছে আলুর নগরী। ওখানেই আছে টারজন-জাদ-গুরু।

সপ্তম অধ্যায়

মন্দিরের পাঁচিলটা পার হয়ে মাটিতে লাফ দিয়ে নেমে পানাৎ লীর কথা ভাবতে লাগল টারজন। পানাৎ লী বন্দী হিসাবে না থাকলেও ক্রীতদাসী হিসাবে রাজবাড়িতেই রয়ে গেছে। সে এখনো মুক্তি পায়নি। কিন্তু এখন এতসব শত্রুর মাঝখানে আবার ফিরে গিয়ে পানাৎ লীর খোঁজ করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

টারজন ভাবল তবে একটা জায়গায় সে লুকিয়ে সবার অলক্ষ্যে যেতে পারবে। সে জায়গা হলো নিষিদ্ধ বাগান। সেই বাগানের মধ্যে ঝোপেঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে সে বেশ কিছুদিন থাকতে পারবে। কিন্তু কি করে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাগানে যাবে সেই কথাই ভাবতে লাগল সে।

অবশেষে সে ঠিক করল প্রাসাদের উঠোন দিয়ে না গিয়ে সে মন্দিরের তলা দিয়ে যেসব ঘর ও বারান্দা আছে তার ভিতর দিয়ে যাবে।

মন্দিরসংলগ্ন পাঁচিলটা আবার পার হয়ে মন্দিরের ভিতর ঢুকতেই টারজন দেখল সেখানে বিশেষ কেউ নেই, কারণ পুরোহিতরা সব তাকে খোঁজার কাজে ব্যস্ত। তাই দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। একসময় একজন পুরোহিত তার সামনে হঠাৎ এসে পড়তেই টারজন অতর্কিতে তার ছুরিটা পুরোহিতের বুকে বসিয়ে দিল। তার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই টারজন তার মাথার পোশাকটা তুলে নিজের মাথার উপর চড়িয়ে নিল আর তার লেজটা কেটে নিয়ে তার পরনের কৌপীনের সঙ্গে যুক্ত করে সেটা হাতে ধরে রইল। তারপর আবার নিষিদ্ধ বাগানের দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল। পথে দু-চারজন পুরোহিত আর ক্রীতদাসের সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু তার মাথায় পুরোহিতের পোশাক আর লেজ থাকায় কারো মনে কোন সন্দেহ হলো না। তাকে পুরোহিত বলেই মনে হলো তাদের। ফলে অবাধে নিষিদ্ধ বাগানের মধ্যে চলে গেল টারজন।

বাগানের ভিতরে গিয়ে টারজন দেখল এদিকটায় এখনো খুঁজতে আসেনি কেউ। গোটা বাগানটা একেবারে জনহীন। টারজন একটা ঝোপের আড়ালে একটা ফুলগাছের তলায় লুকিয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর টারজন দেখল ওলোয়া চিন্তান্বিত অবস্থায় বাগানের মধ্যে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যে একদল লোক বাগানের মধ্যে এসে সোজা রাজকন্যা ওলোয়ার সামনে এসে বলল, যে বিদেশী লোকটি নিজেকে জাদ-বেন-ওথোর পুত্র ডোর-উল-ওথো নামে নিজেকে ঘোষণা করেছে সে আসলে ভণ্ড প্রতারক। সে পালিয়ে গেছে। আমরা তাকে এই নিষিদ্ধ বাগানে খুঁজতে এসেছি।

ওলোয়া বলল, কই, সে ত এখানে নেই।

তখন সেই লোকগুলো বলল, প্রহরীদের এড়িয়ে একজন পুরোহিত এখানে আসে কিছুক্ষণ আগে।

ওলোয়া আশ্চর্য হয়ে বলল, কোথায় পুরোহিত? আমি ত দেখিনি তাকে। এ বাগানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

তখন অনুসন্ধানকারী পুরোহিতরা বাগান ছেড়ে চলে গেল। তারা চলে যেতেই ব্যস্তভাবে ছুটতে ছুটতে পানাৎ লী এসে হাজির হলো। তাকে দেখেই ওলোয়া প্রশ্ন করল, কি হয়েছে পানাৎ লী?

পানাৎ লী বলল, কি বলব রাজকুমারী, ওরা সেই বিদেশীকে মেরে ফেলত।

ওলোয়া বলল, কিন্তু সে ত পালিয়ে গেছে।

পানাং লী বলল, হ্যাঁ, ওরা তার খোঁজ করছে। তাকে ওরা ধরার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রধান পুরোহিত ও অন্য একজন পুরোহিতকে আহত করে সে পাচিল পার হয়ে পালিয়ে গেছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ওরা যেন তাকে ধরতে না পারে।

ওলোয়া বলল, কিন্তু সে ত ভণ্ড প্রতারক, কেন তার জন্য প্রার্থনা করছ?

পানাং লী বলল, তাকে তুমি চেন না রাজকুমারী।

ওলোয়া বলল, তাহলে তার সম্বন্ধে তুমি কি জান?

পানাং লী বলল, সে দেবতার পুত্র কি না জানি না, তবে সে যে সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উর্ধ্বে একথা জোর করে বলতে পারি। সে হোদন বা ওয়াজদন কেউ নয়। এদের সবার থেকে অনেক বড়। সে আমাকে আশ্চর্যজনক-ভাবে তোরোদন ও গ্রীফ নামক ভয়ঙ্কর জন্তুদের হাত থেকে উদ্ধার করে। সে ওমৎ আর তাদেন দুজনেরই বন্ধু। তাছাড়া তাদেনকে তুমি যে ভালবাস একথা সে দেবতা না হলে বলতে পারত না।

ওলোয়া বলল, সত্যিই সে বড় এক আশ্চর্যজনক লোক। হয়ত লুদনই তাকে চিনতে ভুল করেছে।

পানাং লী বলল, সে বেঁচে থাকলে ঠিক সে কোন না কোন উপায়ে তাদেনের হাতে তোমাকে তুলে দিত।

ওলোয়া বলল, আর কোন উপায় নেই। কারণ আগামী কালই বুলাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

এবার ওলোয়া ফুল তুলতে তুলতে হঠাৎ টারজন যেখানে লুকিয়েছিল সেখানে বসে পড়ল। টারজনকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল ওলোয়া। কিন্তু টারজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভয়ের কিছু নেই রাজকুমারী। আমি তাদেনের বন্ধু। আশাকরি তোমরা আমাকে লুদনের হাতে তুলে দেবে না।

পানাং লী ওলোয়ার সামনে নতজানু হয়ে বলল, দয়া করে ওকে ধরিয়ে দিও না।

ওলোয়া বলল, কিন্তু আমার বাবা কোতান জানতে পারলে রেগে যাবে। তার উপর প্রধান পুরোহিত লুদন হয়ত এর জন্য দেবতার কাছে আমাকে বলি দেবে।

টারজন বলল, কিন্তু তুমি না বললে ও জানবে কি করে?

ওলোয়া তখন টারজনকে বলল, আচ্ছা বিদেশী, তুমি যদি সত্যিই দেবতা হও তাহলে মানুষের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

টারজন বলল, দেবতা ও মানুষ একসঙ্গে মিশে গেলে দেবতাদের অবস্থাও মানুষদের মতই হয়।

ওলোয়া বলল, আচ্ছা তুমি তাদেনকে দেখেছ এবং তার সঙ্গে কথা বলেছ?

টারজন বলল, হ্যাঁ, আমি একপক্ষকাল তার কাছে ছিলাম।

ওলোয়া আবার প্রশ্ন করল, সে কি আজও ভালবাসে আমায়? আমার কথা বলে?

টারজন বলল, হ্যাঁ, সে আজও আশা করে তোমার সঙ্গে তার একদিন মিলন ঘটবেই।

ওলোয়া বলল, কিন্তু আগামী কালই ত বুলাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। লোকটা দেখতে কদাকর আর তার পেটটা মোটা। সে যুদ্ধ বা কোন কাজই করতে পারে না। তার বাবা মোসার একটা গাঁয়ের সর্দার।

টারজন বলল, সে কাল কখনো নাও আসতে পারে। লুদনের জন্যই আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। অবশ্য তবু আমি চেষ্টা করে দেখব।

ওলোয়া বলল, পানাৎ লীর কাছ থেকে শুনেছি তুমি কত বড় বীর, সাহসী এবং দয়ালু। এখন আমি যাই। আমি কাউকে কিছু বলব না তোমার কথা। পানাৎ তোমার খাবার নিয়ে আসবে।

ওলোয়া চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই টারজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা রাজকুমারী, তুমি গতকাল আর একজন বিদেশীর কথা বলছিলে; কে সে?

ওলোয়া বলল, হ্যাঁ, আমি দেখিনি। তবে একটা গুজব শুনেছি একজন বিদেশিনী মহিলাকে মন্দিরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে প্রধান পুরোহিত লুদন এবং আমার বাবা রাজা কোতান দুজনেই বিয়ে করতে চায়। মহিলাটি নাকি খুবই সুন্দরী। কিন্তু একজন অন্যজনের ভয়ে বিয়েটা করতে পারছে না।

টারজন পানাৎ লীকে বলল, তাকে মন্দিরের মধ্যে কোথায় রাখা হয়েছে জান?

পানাৎ লী বলল, আমরা কি করে জানব? মেয়েটির সঙ্গে আর একজন কে এসেছিল। কিন্তু তার কি অবস্থা হয়েছে তা আমরা জানি না।

এই বলে প্রাসাদের দিকে চলে গেল পানাৎ লী।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই নিষিদ্ধ বাগান থেকে টারজন বেরিয়ে মন্দিরের উঠোনে সেই দোতলা রুদ্ধদ্বার ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল যে ঘরটা সেদিন মন্দির পরিদর্শনকালে দেখে তার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। সে ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ। লুদন বলেছিল ঘরটা খালি পড়ে আছে। ঘরখানা দেখে সেদিনই সন্দেহ জাগে তার মনে।

গম্বুজের মত দোতলা ঘরটা মন্দিরের বাইরের দিকে। তার ওধারে সেই বিরাট হ্রদ। টারজন দেখল নিচেরতলায় দরজা আর জানালাগুলো এমনই মজবুত যে চাপ দিয়ে খোলার কোন উপায় নেই। তবে সে দেখল এদিকটায় কেউ আসে না।

একতলায় সুবিধা করতে না পেরে দোতলার জানালার কাছে উঠে গেল

টারজন। একটা জানালা খুলে সে দেখল তাতে কোন গরাদ নেই। আরো দেখল একতলা আর দোতলার মধ্যে কোন ছাদ নেই। সুতরাং দোতলার জানালা থেকে সে লাফ দিয়ে একতলায় পড়তে পারে।

টারজন দেখল একতলায় একটা মিট মিট করে আলো জ্বলছে। চাপা গলায় দুজন লোক কথা বলছে। সে তার ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতার দ্বারা বুঝতে পারল, এই ঘরে একজন মহিলা আছে। সে ক্রমে বুঝতে পারল লুদনই কথা বলেছে জেনের সঙ্গে। জেনই হচ্ছে বিদেশিনী মহিলা।

টারজন খেয়াল করেনি ঘরটার নিচেরতলাটা দুভাগে বিভক্ত ছিল। লুদন জেনের সঙ্গে যেখানে কথা বলছিল তার পাশে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা অন্ধকার কুঠরি ছিল। টারজন না জেনেই সেই অন্ধকার কুঠরিটায় ঝাঁপ দিল।

ঝাঁপ দিতেই টারজন দেখল ঘরটা ভীষণ অন্ধকার। অন্ধকারে হাতড়ে কাউকে না পেয়ে সে জেনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু জেন কোন উত্তর দিল না। তার বদলে লুদন তার গলার স্বর চিনতে পেরে চীৎকার করে বলল, তোমার পিতা জাদ-বেন-ওথোর কাছে যাও।

সেই কুঠরিটার পিছন দিকে একটা জানালা ছিল। জানালাটা খোলা থাকায় সেখান দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। টারজন দেখল জানালাটার পাশ দিয়ে একটা টানা বারান্দা চলে গেছে। তার একদিকে সেই বিরাট হ্রদ আর একদিকে সাদা রঙের একটা উঁচু পাঁচিল।

সহসা টারজন চাঁদের আলোয় দেখল কোর-উলের অরণ্যে দেখা সেই গ্রীফ বা ডাইনোসর নামে একটা ভয়ঙ্কর জন্তু রয়েছে বারান্দাটায়। সে বুঝল এই ছোট্ট কুঠরিটা থেকে সেই বিরাটকায় জন্তু আর তার ভয়ঙ্কর লম্বা লেজ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই। তাছাড়া একদিকে একটা দরজা খোলা রয়েছে।

টারজন আরো বুঝল তার হাতে একটা লাঠি থাকলে তোরোদনদের মত সে বশ করতে পারত জন্তুটাকে। কিন্তু এখন তার সঙ্গে কোন অস্ত্রই নেই। তাছাড়া দিনের আলোয় জঙ্গলে যেটা সম্ভব, এখানে তা সম্ভব নয়।

এদিকে জন্তুটা তার উপস্থিতির কথা বুঝতে পেরে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে তার দিকে। টারজন তখন অন্য কোন উপায় না পেয়ে ছুটে গিয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপ দিল। মনে মনে অনুশোচনা করতে লাগল সে। একটু ভুলের জন্য সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। সে যদি মাথা ঠাণ্ডা করে ঠিক জায়গায় ঝাঁপ দিতে পারত তাহলে সে লুদনকে হত্যা করে জেনকে এই মুহূর্তে আলিঙ্গন করতে পারত।

এদিকে লুদন রাত্রিতে একা জেনকে বিয়েতে রাজী করাবার জন্য সেই ঘরটায় এসেছিল। দিনের বেলায় কোতানের ভয়ে এখানে আসতে পারে না সে।

লুদনের কথায় জেন যখন রাজী হলো না তখন লুদন তাকে জোর করে ধরতে গেল। কিন্তু জেন তাকে বলল, খবরদার, তুমি আমাকে ছোঁবে না। তাহলে দুজনের একজন মরবেই।

লুদন একমুখ কুটিল হাসি হেসে বলল, ভালবাসা কখনো কাউকে মারে না।

এমন সময় পাশের ঘরে টারজনের পড়ার শব্দ হয়। টারজন 'জেন জেন' বলে চীৎকার করতে থাকে এবং তার গলার স্বর শুনে উপহাস করে লুদন তার পিতা জাদ-বেন-ওথোর কাছে ফিরে যেতে বলে।

এরপর লুদন আবার জেনের দিকে এগিয়ে এলে সহসা জাদন এসে ঘরে ঢোকে। লুদন তাকে দেখেই বলে ওঠে, জাদন এমন সময় এখানে?

জেন দেখল গম্ভীর মুখে এক যোদ্ধা লুদনের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে তাকে তার ত্রাণকর্তা বলে মনে হলো।

জাদন বলল, আমি কোতানের কাছ থেকে আসছি। বিদেশিনী মহিলাকে নিষিদ্ধ বাগানের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

লুদন বলল, রাজা তাহলে জাদ-বেন্-ওথোর প্রধান পুরোহিতকে অবমাননা করছেন।

জাদন তার কথার উত্তরে তীক্ষ্ণভাবে বলল, রাজার আদেশের উপর কোন পুরোহিতই কোন কথা বলতে পারে না।

লুদন চুপ করে রইল। সে জানত কোতান কেন জাদনের উপর একাজের ভার দিয়েছে। কারণ এই জাদনই তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সামন্ত আর শক্তিশালী যোদ্ধা। এই জাদনই পুরোহিতদের সব রকমের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে আসছে রাজা কোতানকে।

লুদন তাই সরাসরি জাদনের বিরোধিতা না করে তাকে কৌশলে ফাঁদে ফেলার জন্য বলল, ঠিক আছে, পাশের ঘরে এস, এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

জাদন বলল, আবার আলোচনা কিসের?

তবু সে লুদনের পিছু পিছু যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু তখন জেন তাকে বলল, আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে ওঘরে যাবেন।

লুদন ধমক দিল জেনকে, চুপ কর ক্রীতদাসী।

জাদন এবার জেনকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেন তুমি ওকথা বলছ?

জেন বলল, ওঘরটা অন্ধকার কারাগার। ওখানে একবার ঢুকলে আর বার হতে পারবেন না। এখানে একটা জন্তু আছে। ও আমাকে ওঘরে জোর করে ঢুকিয়ে দেবে বলে মাঝে মাঝে ভয় দেখাত।

জাদন সাবধান হয়ে যেতে লুদন চলে গেল। জাদন জেনকে বলল, কেন তুমি আমাকে সাবধান করে দিলে? আমি ত তোমায় মুক্তি দিতে পারব না।

জেন বলল, লুদন হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। কিন্তু তোমাকে দেখে একজন প্রত্যিকারের বীর এবং সম্মানিত ব্যক্তি বলে মনে হয়। তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ সম্মানজনক ব্যবহার পাব বলে আশা হয়।

জাদন বলল, কোতান আমাকে বলেছে সে তোমাকে রাণী করবে।

জেন বলল, কেন সে আমাকে তার রাণী করবে? আমি ত বিবাহিতা।

জাদন বলল, সে রাজা। তোমাকে দেখে তাঁর দেবী প্রতিমা বলে মনে হয়। মানুষের জগতে এমন সুন্দরী নারী তিনি দেখেননি। তার উপর তাঁর স্ত্রী মারা গেছে। তাঁর শুধু এক কন্যা সন্তান আছে। তাই সে তোমাকে বিয়ে করে এক পুত্র সন্তান উৎপাদন করে বংশ রক্ষা করতে চায়।

জেন বলল, তাহলে তুমি আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না?

জাদন বলল, আমি হচ্ছি জালুরের অধিপতি। তুমি জালুরে থাকলে আমি তোমাকে উদ্ধার করতে পারতাম। এখানে আমার কোন হাত নেই।

জেন প্রশ্ন করল, জালুর কোথায়?

জাদন বলল, সে এখান থেকে অনেক দূরে। সেখানে তুমি যেতে পারবে না। ওরা তোমায় ধরে ফেলবে। জালুর তিন দিকে নদী দিয়ে ঘেরা। সেখানে কোন শত্রু প্রবেশ করতে পারে না।

জেন বলল, সেখানে গেলে আমি নিরাপদে থাকতে পারতাম।

জাদন বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি বুদ্ধিমতী। এখন আমার সঙ্গে এস। তুমি এখন নিষিদ্ধ বাগানের পাশে রাজকন্যা ওলোয়ার ঘরে থাকবে। এই কারাগার থেকে সেখানটা নিরাপদ।

জেন ভয়ে ভয়ে বলল, কিন্তু কোতান?

জাদন বলল, তোমাকে বিয়ে করার আগে কতকগুলো অনুষ্ঠানের ব্যাপার আছে। তাতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে একটা সমস্যা আছে। কারণ রাজার বিয়ে একমাত্র প্রধান পুরোহিতই দিতে পারে এবং লুদনের এতে মত নেই।

জেন বলল, ঠিক আছে, যত দেরী হয় ততই ভাল।

অষ্টম অধ্যায়

মন্দিরের সীমানা পার হয়ে প্রাসাদে ঢুকতে যাবার মুখে দুজন পুরোহিত জাদন আর জেনকে ঢুকতে দিতে চাইল না। তারা বলল, একমাত্র প্রধান

পুরোহিত লুদনের হুকুম ছাড়া বন্দিনী প্রাসাদে ঢুকতে পারবে না।

জাদন তার ছুরিতে হাত দিয়ে বলল, রাজা কোতানের আদেশে ও প্রাসাদ-অন্তঃপুরে যাচ্ছে এবং অন্যতম সামন্ত জাদন তাকে নিয়ে যাচ্ছে। সরে যাও। ওকে ঢুকতে দাও।

পুরোহিতদের পিছনে দুজন যোদ্ধা ছিল। তারা বলল, আমরা আপনার আদেশ পালন করব।

তারা সরে যেতেই জাদন জেনকে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল। জাদন এবার অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে অন্দরমহলের খোজা প্রহরীরা ঘোরা-ফেরা করছিল। জাদন তাদের একজনকে বলল, এই বিদেশিনী মহিলাকে রাজকন্যা ওলোয়ার ঘরে নিয়ে যাও।

প্রহরী জেনকে সঙ্গে করে ওলোয়ার ঘরের সামনে গিয়ে বাইরে থেকে বলল, রাজকুমারী, এই সেই বিদেশিনী বন্দিনী এসেছে, আপনার ঘরে যাবে।

ভিতর থেকে ওলোয়া বলল, ওকে আসতে বল এখানে।

জেন ঘরের ভিতর ঢুকলে প্রহরী চলে গেল। জেন দেখল ঘরটা মাঝারি আকারের। তার তিনদিকের দেওয়ালে জানালা নেই আর মাত্র একদিকের দেওয়ালে অনেকগুলো জানালা আছে। ঘরের চারকোণে চারটে ক্রীতদাসীর পাথরের মূর্তি রয়েছে। তারা নতজানু হয়ে আছে। একটা পাথরের খাটের উপর শুয়েছিল রাজকন্যা ওলোয়া। তার পায়ের তলায় চারজন ক্রীতদাসী বসেছিল।

জেন ঘরে ঢুকতেই বালিশে ভর দিয়ে একটু উঠে তাকে একনজরে দেখে বলে উঠল, তুমি কত সুন্দর।

একটু বিস্মিত হাসি ফুটে উঠল জেনের মুখে। কারণ এই সৌন্দর্যই তার অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জীবনে। সে বলল, রাজকন্যার মুখ থেকে একথা শুনে খুশি হলাম।

ওলোয়া বলল, আপনি দেখছি আমাদের ভাষায় কথা বলছেন। কিন্তু আমি শুনেছি আপনি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছেন।

জেন বলল, লুদন তার পুরোহিতদের দিয়ে আমায় এ ভাষা শিখিয়েছে। সত্যই আমি দূর দেশ থেকে এসেছি এবং সেই দেশেই আমি ফিরে যেতে চাই।

ওলোয়া বলল, আমার বাবা কোতান আপনাকে রাণী করতে চায়। তাহলে ত জীবনে আপনি সুখী হবেন।

জেন বলল, কিন্তু আমি একজনকে ভালবাসি এবং তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। তুমি যদি জানতে একজনকে ভালবাসা সত্ত্বেও কারো অন্যজনের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হলে কত দুঃখ পেতে হয় তাহলে আমার দুঃখে তুমি সমবেদনা জানাতে।

ওলোয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আমি তা জানি এবং তোমার জন্য সতিাই আমি দুঃখিত। কিন্তু কি করব ?

সেদিন রাত্রিতে কোতানের রাজপ্রাসাদে ভোজসভাটা একটু আগেই শুরু হয়েছিল। পরদিন বুলাতের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে। সেই উপলক্ষ্যে রাজা কোতান এই ভোজসভার আয়োজন করেছে। বুলাতের বাবা মোসার রাজ্যের একজন শক্তিশালী সামন্ত। কোতানের কোন পুত্রসন্তান নেই বলে কোতানের মৃত্যুর পর সে রাজ্যের সিংহাসন দখল করতে চায়। এদিকে তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এক আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় কোতান। মোসারের ছেলে বুলাৎ পাত্র হিসাবে অযোগ্য জেনেও নিরুপায় হয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কোতান। পরে জাদন রাজসিংহাসনের উপর দাবি জানালে কিভাবে তার সঙ্গে মোকাবিলা করবে মোসার তা সে জানে না। সেটা মোসার আর তার ছেলে বুলাৎ বুঝবে।

আজকের এই ভোজসভায় প্রচুর মদ্যপান করে সকলেই প্রায় মাতাল হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে বেশী মাতাল হয়ে উঠেছিল বুলাৎ। সে নেশার ঘোরে সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সে একপাত্র মদ নিয়ে বলল, আমি এটা ওলোয়ার নামে পান করছি।

এই বলে পাশের একজনের কাছ থেকে আর একপাত্র নিয়ে বলল, এটা পান করছি আমাদের ভবিষ্যতের পুত্রসন্তানের নামে যে এসে পান-উল-দলের রাজবংশ রক্ষা করবে।

এ কথায় রেগে গেল কোতান। সে গম্ভীরভাবে চড়া গলায় বলে উঠল, একথা বলতে তুমি পার না, কারণ এখনো তোমার সঙ্গে ওলোয়ার বিয়ে হয়নি। তাছাড়া রাজা কোতান এখনো জীবিত আছে এবং তার পুত্রসন্তান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হলো বুলাতের। সে একথার মানে বেশই বুঝতে পারল। অথচ নেশার ঘোরও তার বেশ ছিল। সে রাগের মাথায় তার কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে ধারালো ছোরাটা বার করে সেটা সামনে বসে থাকা কোতানের বুকটা লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিল।

ছোরাটা কোতানের বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে যেতেই সে পড়ে গেল। বুলাৎ তখন তার অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে পালিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রহরীরা তার পথ আটকে দাঁড়াল।

মোসার তখন এগিয়ে গিয়ে বলল, কোতান মারা গেছে। এখন মোসার হচ্ছে রাজা। সুতরাং আমার অনুচর যোদ্ধারা এসে আমাকে রক্ষা করো।

মোসারের এই কথায় তার কিছু অনুগামী যোদ্ধা এগিয়ে এসে মোসার ও বুলাৎকে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু ঠিক এমন সময় জাদন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে

বলল, এখন ওদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করো। কোতানের বিশ্বাসঘাতক হত্যা-কারীদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়ার পর পান-উল-দলের যোদ্ধারা তাদের রাজাকে মনোনীত করে নেবে।

এই কথা শুনে কোতানের ও জাদনের অনুরক্ত যোদ্ধারা দল বেঁধে একযোগে মোসারের অনুগামীদের আক্রমণ করল। বেগতিক দেখে মোসার ও বুলাৎ এক-সময় লুকিয়ে পালিয়ে গেল ভোজসভার ঘর থেকে।

ওরা দুজনে প্রাসাদ ত্যাগ করে সোজা নিজেদের দেশে পালিয়ে যাচ্ছিল। কারণ তারা বুঝেছিল তাদের অনুগামীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। তাদের ধরে ওরা মৃত্যুদণ্ড দেবেই। কিন্তু গেটের কাছে যেতেই হঠাৎ মোসার বুলাৎকে বলল, চল, যাবার সময় ওলোয়াকে নিয়ে আসি। তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

বুলাৎ বলল, তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাব।

মোসার বলল, এখন ওরা মারামারি করছে। ওলোয়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে নজর দিতে পারবে না।

এই বলে মোসার বুলাৎকে সঙ্গে নিয়ে ওলোয়ার অন্তঃপুরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে বুঝল ওলোয়াকে জোর করে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে চাতুরী করে বলল, ওলোয়া, একটা দারুণ দুঃসংবাদ আছে। রাজ্যের যোদ্ধারা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা এইমাত্র কোতানকে হত্যা করেছে। তারা এখন মাতাল অবস্থায় এইদিকেই আসছে। এখন এখানে থাকা নিরাপদ নয় তোমার পক্ষে। তাই তোমাকে আমি নিরাপদে আমাদের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।

কথাটা শুনে ওলোয়া বলল, আমার বাবা রাজা কোতান মারা গেছে? তা যদি হয় তাহলে ত এখন আমিই রাণী। পান-উল-দলের যোদ্ধারা নতুন রাজা মনোনীত না করা পর্যন্ত রাজ্যের আইন অনুসারে আমিই রাণী। সুতরাং আমি এখন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে বিয়ে করতে বাধ্য নই। আমি তোমার অযোগ্য কাপুরুষ ছেলেকে কখনই বিয়ে করতে চাইনি। এখনই চলে যাও এখান থেকে।

মোসার এবার রেগে গিয়ে বুলাৎকে বলল, বুলাৎ, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যাও আর আমি আমার আকাঙ্খিত নারীকে নিয়ে যাচ্ছি।

এই বলে ওলোয়া ও পানাৎ লী কিছু বুঝতে পারার আগেই জেনকে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওলোয়ার ঘরে ঢুকেই জেনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহসৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় মোসার। সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে জেনকে নিয়ে পালাতে থাকে। জেন মোসারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য চীৎকার ও ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে থাকে।

মোসারের ব্যাপার দেখে উৎসাহিত হয়ে বুলাৎ ওলোয়াকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু পানাৎ লী বুলাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিতে

লাগল। বুলাৎ তখন তার ছুরি তুলে পানাৎ লীকে হত্যা করতে যেতেই বাইরে থেকে কে একজন ঘরে ঢুকে বুলাতের হাত ধরে তার মুখে এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘুষি মারল যাতে সে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে মারা গেল।

টারজনকে দেখে পানাৎ লী আর ওলোয়া দুজনেই চিনতে পারল। পানাৎ লী নতজানু হলো টারজনের সামনে। টারজন দেখল আর সময় নেই। সে বলল, সেই বিদেশিনী মহিলা কোথায়? সে আমারই স্ত্রী।

পানাৎ লী বলল, এই মৃত লোকটার বাবা মোসার তাকে নিয়ে পালিয়েছে একটু আগে। ওর বাড়ি তুলুর।

টারজন বলল, ঠিক আছে, আমি তাকে উদ্ধার করার জন্য যাচ্ছি। পরে ফিরে এসে তোমাদের উদ্ধার করব

গ্রীফের হাত থেকে বাঁচার জন্য হ্রদের জলে ঝাঁপ দেয় টারজন। পরে বুঝল জন্তুটার জল খাওয়ার জন্য হ্রদ থেকে খানিকটা জায়গা পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। টারজন জলে ঝাঁপ দেবার পর জন্তুটাও তাকে ধরার জন্য জলে ঝাঁপ দিল। টারজন পাথরের পাঁচিলটা অতিকষ্টে পার হয়ে মূল হ্রদে গিয়ে পড়ল। তারপর চাঁদের আলোয় সাঁতার কেটে কূলে গিয়ে উঠল।

ইচ্ছা করলে কূলে উঠে আলুর নগরীর বাইরে চলে যেতে পারত টারজন। কিন্তু জেনের কথা ভেবে তা পারল না। সে নিষিদ্ধ বাগানে জেনের খোঁজে যাবার জন্য পুরোহিতের পোশাক পরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল। এদিকে জাদন সেই ঘরটা থেকে জেনকে কোতানের আদেশ মত নিষিদ্ধ বাগানে নিয়ে গেলে দারুণ অপমানিত বোধ করতে থাকে লুদন। সেই ঘর থেকে সে মন্দিরে ফিরে এসে তার ঘরের মধ্যে তার বিশ্বস্ত পুরোহিতদের ডেকে তাদের সঙ্গে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার কথা আলোচনা করতে লাগল। টারজন লুদনের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বারান্দার একপাশে নৈশ ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে লুদনদের চক্রান্তমূলক আলোচনার কথা শুনতে লাগল। লুদন প্রথমে একজন পুরোহিতের হাতে কোতানকে হত্যা করার ভার দিল। বলল, কোতান প্রধান পুরোহিতের আদেশ লঙ্ঘন করে তাকে অপমানিত করেছে। সুতরাং তাকে হত্যা করে মন্দিরের পুরোহিতদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এইভাবে বিপন্ন ধর্মকে রক্ষা করতে হবে।

লুদন এবার পানসাৎ নামে এক পুরোহিতকে শহরের মধ্যে গিয়ে তার অনুগামী যোদ্ধাদের গুপ্তদ্বার দিয়ে প্রাসাদে আনবার জন্য যেতে বলল। সে বলল, কোতানের মৃত্যুর পর জাদন রাজা হতে চাইবে। কিন্তু তোমরা মোসারকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে এস। শুনছি সে গোলমালের সময় বাড়ি পালিয়ে গেছে। তাকে আমি রাজা করব। সে আমার মতের লোক। সে রাজা হলে আমাদের আধিপত্য সবক্ষেত্রে বজায় থাকবে।

লুদন একজন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করল, সেই বন্দিনী মহিলাটি কোথায়?

পুরোহিত বলল, জাদন তাকে জোর করে প্রাসাদের অন্তঃপুরে ঢুকে রাজকন্যার ঘরে নিয়ে গেছে।

লুদন বলল, ঠিক আছে, আমরা পরে খুঁজে বার করব। নিষিদ্ধ বাগানের মধ্যেই তাকে পাব। পানসাৎ, এখন চলে যাও। শহরে গিয়ে রটনা করবে জাদনই রাজক্ষমতার লোভে রাজাকে হত্যা করেছে।

পানসাৎ চলে গেলে টারজনও নিঃশব্দে তার অনুসরণ করে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ দিয়ে প্রাসাদের বাইরে পানসাৎ চলে যেতে টারজন আবার প্রাসাদে ফিরে এল। সে সোজা অন্তঃপুরে ওলোয়ার ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল বুলাৎ পানাৎ লীকে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে তার বুকে ছুরি মারার জন্য উদ্যত হয়েছে। তখন সে ঘরে ঢুকে বুলাতের একটা হাত ধরে তার মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি মেরে তাকে ফেলে দিল।

তারপর অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে মোসারের খোঁজে প্রাসাদের বাইরে যাবার জন্য গেটের কাছে পৌঁছতেই কয়েকজন যোদ্ধা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কারণ সে তাড়াহুড়ো করে মাথায় পুরোহিতের পোশাকটা পরতে ভুলে যাওয়ায় তাদের মনে সন্দেহ হয়।

টারজন দেখল একা এতগুলো যোদ্ধার সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তাছাড়া যোদ্ধারা জাদনপন্থী। তারা অবশ্য টারজনের ভয়ে তার খুব একটা কাছে আসতে পারছিল না। টারজন তাদের বলল, আমি লুদনের ষড়যন্ত্রের কথা সব আড়াল থেকে শুনেছি। সে এইমাত্র পানসাৎকে শহর থেকে অনেক যোদ্ধা নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়েছে। একটি গুপ্ত পথ দিয়ে প্রাসাদে ঢুকবে তারা। গুপ্ত পথটিও আমি দেখে নিয়েছি।

একজন যোদ্ধা বলল, তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়?

টারজন বলল, আমার সঙ্গে তোমরা শহরে গেলেই বুঝতে পারবে। আমার কথা মিথ্যা হলে তোমরা আমাকে যে কোন শাস্তি দিতে পার। আর সত্য হলে আমাকে ছেড়ে দেবে। আমি এখন মোসারের খোঁজে তার দেশে যাব।

যোদ্ধারা টারজনের সঙ্গে শহরে গিয়ে দেখল সত্যিই পানসাৎ শহরের যোদ্ধাদের ডেকে উত্তেজিত করছে। তারা দেখল টারজনের কথাই ঠিক, সে সত্যিই জাদনের বন্ধু। তারা তাই টারজনকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্রোহী যোদ্ধাদের আক্রমণ করল।

যাবার আগে টারজন তাদের জিজ্ঞাসা করল, মোসারের দেশ কোথায়?

যোদ্ধারা বলল, তার দেশ হলো তুলুর। আলুরের সীমানা পার হয়ে আবার একটা বড় হ্রদ পাবে। তার দক্ষিণ দিকে তুলুর রাজ্য। হ্রদটার নাম জাদ-ইন-লুন।

জেনকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে পারছিল না মোসার। তখন সে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। আলুর নগরীর সীমানাটা কোনরকমে পার

হয়ে সে জেনকে টানতে টানতে হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জেন প্রায়ই শুয়ে পড়ছিল। এমন সময় মোসার দলের যোদ্ধাদের দেখতে পেল। তারই জন্য অপেক্ষা করছিল নগরের বাইরে এক জায়গায়। মোসার তখন তাদের দুজনকে জেনকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য হুকুম করল।

হ্রদের ঘাটে এসে ওরা সবাই তিনটে নৌকোয় চাপল। নৌকোগুলো ঘাটে বাঁধা ছিল।

মোসার সদলবলে জেনকে নিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল। জেনকে অনেক করে বোঝাল মোসার। সে তাকে তার রাজ্যে নিয়ে গিয়ে সুখী করবে। কিন্তু জেন তার কথায় বা প্রলোভনে মোটেই নত বা নরম না হওয়ায় মোসার ঘুমিয়ে পড়ল। তার লোকরা দাঁড় বাইতে লাগল। একসময় সুযোগ বুঝে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে কূলের দিকে চলে গেল জেন।

তুলুর গাঁয়ের নৌকোর ভিতরে জেনকে না দেখে হুস হলো মোসারের। দেখল বন্দিনী নেই। কিন্তু কোথায় কিভাবে পালাল তার কিছুই বুঝতে পারল না। যোদ্ধাদের বকাবকি করেও কোন ফল হলো না। তারা খেয়াল করেনি বন্দিনী কখন জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেছে।

যাই হোক, তার প্রাসাদে পৌছেই মোসার তিরিশজন যোদ্ধাকে আবার আলুর নগরীতে পাঠিয়ে দিল। তারা যাবার সময় পলাতকা বন্দিনীর খোঁজ করবে আর আসার সময় বুলাৎকে নিয়ে আসবে।

এদিকে টারজন হ্রদের কাছে এসে একটা নৌকো পেয়ে তাতে উঠে পড়ে নিজেই দাঁড় বাইতে লাগল। সে বুঝতে পারল এই বিশাল হ্রদটায় অনেক পাহাড়ী নদীর জল এসে পড়ে। এই হ্রদটার ওপারে দক্ষিণ কূলে আছে মোসারের তুলুর রাজ্য।

লুদন আবার আলুর থেকে দুজন পুরোহিতকে পাঠিয়েছিল মোসারকে আলুরে নিয়ে যাবার জন্য। কারণ সে তাকে রাজা করতে চায়। তুলুর থেকে যে তিরিশজন যোদ্ধা আলুরের পথে নৌকোয় করে আসছিল তাদের সঙ্গে পথে দেখা হলো আলুরের পুরোহিত দুজনের সঙ্গে। তারাও একটা নৌকোয় করে যাচ্ছিল। তাদের নৌকোগুলো একজায়গায় হতেই তারা পরস্পরের খবরাখবর নিতে লাগল। তখন তারা দেখল একটা নৌকো চালিয়ে টারজন-জাদ-গুরু নামে সেই বিদেশীটা তুলুরের দিকে যাচ্ছে। তাকে তারা সবাই ভয়ের চোখে দেখত। তুলুরের যোদ্ধারা আলুরের পুরোহিতদের বলল, তোমরা তাড়াতাড়ি তুলুরে গিয়ে মোসারকে সাবধান করে দাও।

আলুরের পুরোহিতরা তুলুরের রাজসভায় গিয়ে মোসারের সঙ্গে দেখা করতেই একজন প্রহরী এসে খবর দিল, ডোর-উল-ওথো প্রাসাদদ্বারে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

জেন সাঁতার কেটে হ্রদটা পার হয়ে কূলের উপর উঠে বনের ধারে একটা

গাছতলায় বসে রইল। আজ কয়েক মাস ধরে বন্দীজীবন যাপন করছে সে। প্রথমে কাইজারের আদেশে হপটম্যান ফ্রিৎস স্নাইদার বৃটিশবিরোধী জার্মান সেনাপতি হিসাবে বৃটিশ অধিকৃত পূর্ব আফ্রিকায় অভিযান চালাতে গিয়ে লর্ড গ্রেস্টোকের বাংলোতে ধ্বংসকার্য চালায় এবং জেনকে বন্দী করে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু পূর্ব আফ্রিকায় জার্মানদের অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠায় জেনকে তারা জঙ্গলের আরো গভীরে নিয়ে যায়।

টারজনও বৃটিশদের সহায়তায় তার ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রতিশোধবাসনায় উন্মত্ত হয়ে জার্মানদের উপর অনেক অত্যাচার করে। জার্মানরা তখন বিজয়ী বৃটিশরা যেপথে এগিয়ে আসছিল সেই পথটা এড়াবার জন্য স্নাইদারের সহকারী লেফটন্যান্ট ওবারগাৎসের প্রহরাধীনে জেনকে অন্য পথে পাঠিয়ে দেয়।

ওবারগাৎসের সঙ্গে তখন ছিল একদল আদিবাসী সৈন্য। এই সেনাদল আর জেনকে নিয়ে সে দক্ষিণ আফ্রিকার একটা আদিবাসী গাঁয়ে গিয়ে ওঠে। সেখানে গাঁয়ের অধিবাসীদের সঙ্গে ওবারগাৎসের সেনাদলের বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশদের কাছে জার্মানরা ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে এই ধরনের গুজব প্রায়ই গাঁয়ে আসত। একদিন ছেঁড়াখোড়া পোশাকপরা অবস্থায় এক জার্মান সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে আসে। তার অবস্থার মধ্যে দিয়ে জার্মানদের দুরবস্থার কথাটা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে গ্রামবাসীদের কাছে। জার্মানদের অধীনস্থ আফ্রিকান সৈন্যরা স্থানীয় আদিবাসীদের সাহায্যে এক চক্রান্ত গড়ে তুলতে থাকে। তারা ঠিক করে কোন এক রাতে ওবারগাৎসকে হত্যা করে বিদেশিনী জেনকে তাদের মধ্যে একজন লাভ করবে।

একদিন যে আদিবাসী মহিলাটি জেনের দেখাশোনা করত, জেনের প্রতি স্নেহবশতঃ সে এসে জেনকে সাবধান করে দেয়। বলে আজ রাতেই ঐ শ্বেতাঙ্গকে তারা হত্যা করবে। তারপর কে তোমাকে বিয়ে করে রেখে দেবে তাই নিয়ে ওরা ঝগড়া করছে।

কথাটা শুনেই ওবারগাৎসের ঘরে চলে গেল জেন। এর আগে কখনো সে ঢোকেনি তার ঘরে। তাই তাকে দেখেই আশ্চর্য হয়ে গেল ওবারগাৎস। জেন তাকে সব কথা খুলে বলল। শেষে বলল, যেকোন কারণেই হোক তারা তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং যুদ্ধের যে খবর তারা কোন না কোনভাবে পেয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে। আজ রাতটা আমরা এখানে থাকলেই আমাদের মেরে ফেলবে ওরা। এখন তাদের উপর খবরদারি করতে যাওয়া বৃথা। সুতরাং এখনি আমাদের পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে। তুমি মাঝে মাঝে শিকার করতে যাও। এবারও তুমি চাকরবাকরদের বন্দুক নিয়ে বনটা ঘেরাও করার জন্য দূরে পাঠিয়ে দাও। তারপর আমার হাতে একটা বাড়তি পিস্তল আর একটা রাইফেল দেবে। বলবে আজ আমিও তোমার সঙ্গে শিকার করতে যাব। তারপর বনে গিয়ে আমরা শিকারের নাম করে অন্য পথ ধরব ওরা

দূরে চলে গেলে।

ওবারগাৎস কোন প্রতিবাদ করল না। সে সবকিছু ভেবে জেনের কথা-মতই কাজ করল। শিকারের জন্য বন্দুকবাহক ও ভৃত্যরা রওনা হবার কিছুক্ষণ পর সে শিকারীর বেশে জেনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সবার আগে জেন তাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিল। জেন তাকে একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক হিসাবে বিশ্বাস করে চলে যাচ্ছে তার সঙ্গে। সে যেন পথে তার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা না করে। ওবারগাৎস শপথ করে বলল, সে কোন ক্ষতি করবে না তার।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত তারা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অকথ্য কষ্টের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল, ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল ওরা। দক্ষিণ উপকূলের কাছে এসে পড়েছিল ওরা। কিন্তু সেটা বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল ছিল বলে ওবারগাৎস সাহস করে সেদিকে গেল না। সে ভাবল তার থেকে ও দক্ষিণ বুয়োরদের দেশে গিয়ে উঠবে। তাহলে তারা তাকে ঠিক জার্মানিতে পাঠিয়ে দেবে। জেনের ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে তাকে ওবারগাৎসের সঙ্গে যেতে হচ্ছিল।

যেতে যেতে কতকগুলো পাহাড় পার হয়ে জাদ-বেন-ওথোর উপত্যকায় এসে পড়ল। সেখানে একদিন একদল হোদন যোদ্ধার চোখ পড়ায় জেনকে ধরে আলুর নগরীতে নিয়ে গেল তারা। ওবারগাৎস কোনরকমে পালিয়ে গেল।

আজ বহুদিন পর সকল বন্দীত্ব হতে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জেন। আজ সে নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ এবং নগ্নপ্রায়। তবু অবাধ মুক্তির এক আনন্দে সমস্ত অন্তর ভরে উঠেছিল তার। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ল সে একটা গাছের উপর উঠে। অদূরে একটা সিংহ গর্জন করছিল।

পরদিন সকালে রোদের তাপ গায়ে লাগতেই উঠে পড়ল জেন। দেখল কেউ কোথাও নেই। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নেই। তাই সে গাছ থেকে নেমে পড়ল মাটিতে। ভাবল হ্রদের জলে স্নান করবে। কিন্তু পাছে কারো নজর পড়ে যায় তাই সে বন থেকে বার হলো না। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ফল পেল। সেই ফল খেয়ে কাছে একটা নদী দেখতে পেয়ে তার থেকে জল খেল এবং স্নান করল।

জেনের কাছে একটা থলে ছিল। তাতে কতকগুলো বিভিন্ন আকারের পাথর কুড়িয়ে নিল। তারপর জেন একটা লম্বা চারাগাছ উপড়ে নিয়ে সেটাকে বর্শার মত করে নিল। ছুরি দিয়ে তার মুখটা সরু করে তুলল। এবার টারজনের কথা মনে পড়ল। ভাবল টারজন যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তাহলে একদিন না একদিন দেখা হবেই তার সঙ্গে। সে তাকে খুঁজে বের করবেই।

নবম অধ্যায়

এমন সময় আলুর থেকে দুজন পুরোহিত এসে দেখা করল মোসারের সঙ্গে। তারা টারজনের নাম শুনেই মন্দিরের ভিতরে চলে গেল। টারজনের নাম শুনে মোসারও ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তুলুরের পুরোহিতরা মোসারকে পরামর্শ দিল টারজনকে সে যেন খুব খাতির করে। পরে তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে হবে কৌশলে। তাছাড়া মনে রাখবে দেবতা না হলেও সাধারণ মানুষ নয় টারজন। যে লোক একা নিরস্ত্র অবস্থায় বিদেশী এক রাজার দরবারে সদম্ভে প্রবেশ করতে পারে সে নিশ্চয়ই একজন অসাধারণ বীর।

মোসার ভয় পেয়ে টারজনকে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিল।

টারজন মোসারের সামনে এসেই কোনরকম অভিবাদন বা ভনিতা না করে সরাসরি বলল, তুমি আলুর থেকে যে বিদেশী মহিলাকে এনেছ সে কোথায়?

টারজনের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে ভয় পেয়ে গেল মোসার। সে বলল, সে পথেই পালিয়ে গেছে। আমি তার খোঁজ করার জন্য তিরিশজন লোককে পাঠিয়েছি।

টারজন এবার বলল, আলুর থেকে যে দুজন পুরোহিত একটু আগে এসেছে তারা কোথায়?

মোসার বলল, তারা মন্দিরে পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলছে। আমি এখনি তাদের ডেকে আনছি। এই বলে মোসার উঠে মন্দিরের দিকে চলে গেল। মন্দিরে গিয়ে তার প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে টারজন সম্বন্ধে কথা বলতে লাগল মোসার। আলুরের পুরোহিত দুজন বলল, ও আসলে জাদ-বেন-ওথোর পুত্র নয়, ও এক সাধারণ মানুষ, লুদনের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। ওকে বন্দী করে রেখে দিন। পরে লুদনের হাতে ওকে তুলে দেবেন।

কিন্তু তুলুরের পুরোহিতরা মোসারকে অন্য উপদেশ দিল। বলল, ওকে দেবতার পুত্র হিসাবে মেনে নিয়ে প্রচুর আদরযত্ন ও খাতির করুন। পরে মন্দির দেখাবার জন্য সাদরে আহ্বান করে কৌশলে নিচেরতলায় সেই অন্ধকার কারাগারটায় বন্দী করে রেখে দেবেন।

মোসার এতে রাজী হয়ে গেল। পুরোহিতরা দলবেঁধে টারজনের কাছে গিয়ে বলল, হে ডোর-উল-ওথো, আপনি দয়া করে আমাদের রাজ্যে যখন পদার্পণ করেছেন তখন মন্দিরটা একবার দেখে যান।

টারজন এই খাতির পেয়ে গলে গেল। সে পুরোহিতদের সঙ্গে মন্দিরদর্শন করতে গেল। মন্দিরটা ঘুরিয়ে দেখানোর পর মাটির তলায় সেই অন্ধকার

কারাগারটায় নিয়ে গেল। ঘরটা ভীষণ অন্ধকার; পিছন দিকে কতকগুলো জানালা ছিল। কিন্তু সেগুলো বন্ধ করা ছিল।

ওরা মশাল জেলে কারাগারটায় টারজনকে নিয়ে ঢুকেই বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। টারজন এবার ওদের চক্রান্তের ব্যাপারটা বুঝতে পারল। একটা লোক রোজ টারজনকে খাবার দিতে যেত। টারজন অন্ধকারে হাতড়ে কয়েকটা পাথর দিয়ে ওদিকের জানালাগুলোকে ভেঙ্গে পালিয়ে যাবার পথ করার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে আলুর থেকে একজন পুরোহিত এসে তুলুরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করল। সে বলল, কোতানের মৃত্যুর পর থেকে জাদন রাজা হবার চেষ্টা করছে। আমরা চাই তুমি আলুর চল। আমরা তোমাকে আলুরের প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করে নেব। তুমি আলুরে চলে যাবে। আমরা ওখানে সব ব্যবস্থা করে রাখব। তুমি এখানে একজনকে হত্যা করবে। আমরা ওখানে একজনকে হত্যা করব।

এই বলে পুরোহিত চলে গেল। প্রধান পুরোহিত মনে ভাবল, বন্দী টারজনকে খুন করতে বলেছে। সে বুঝতে পারেনি আলুরের পুরোহিত তাকে মোসারকে খুন করার কথা বলেছে। তারা লুদনকে হত্যা করবে।

প্রধান পুরোহিত তাই দশজন যোদ্ধা নিয়ে সেই কারাগারটায় চলে গেল। কিন্তু তারা অন্ধকার কারাগারে ঢুকেই দেখল টারজন পালিয়ে গেছে।

জেন একটা খরগোশ শিকার করল। এবার আগুন জ্বালাতে হবে। আগুনে দগ্ধ না করে সে কাঁচা মাংস খেতে পারবে না। আগুন জেলে মাংসটা পুড়িয়ে খাবার পর একটা আনন্দের উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল সে।

বর্শাটা তুলে নিয়ে আবার হরিণের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সে। হরিণের মাংসই তার প্রিয় খাদ্য। নদীটার ধারে অনেকক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে সে একটা হরিণ দেখতে পেয়ে তার হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা হরিণটাকে বিদ্ধ করতেই সেটা পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে এক পুরুষকণ্ঠ নদীর ওপার থেকে বলে উঠল, 'সাবাস!'

জেন প্রথমে লোকটাকে চিনতে পারল না। শুধু দেখল একজন নগ্নপ্রায় শ্বেতাঙ্গ তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে জেন চিনতে পারল। লোকটা হলো ওবারগাৎস।

জেন বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, ওবারগাৎস তুমি!

ওবারগাৎস বলল, হ্যাঁ আমি। এরিখ ওবারগাৎস।

জেন বলল, আমি ভাবছিলাম তুমি এতদিনে সভ্যজগতের কোন দেশে চলে গেছ।

ওবারগাৎস বলল, চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। এদেশের চারদিকে শুধু

জলাশয়। আর যতসব হিংস্র জন্তু। তাদের হাত থেকে কোনরকমে বেঁচে গেছি।

এরপর ওবারগাৎস তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল। কিভাবে সে তুলুর নামে এক উপজাতিদের দেশে গিয়ে দেবতা হিসাবে নিজের পরিচয় দেয় তার কথা বলল। সেখানকার সব লোক তাকে দেবতা বলে মনে করত। কিন্তু সে রাজ্যের প্রধান পুরোহিত তাকে সন্দেহ করতে থাকে এবং সে দেবতা কিনা তা পরীক্ষা করার এক ব্যবস্থা করে। সে বলে ওবারগাৎস যদি সত্যি সত্যিই দেবতা হয় তাহলে তার গায়ে ছুরি বসালে রক্ত পড়বে না। মন্দিরে সকলের সামনে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। একদিন রাতে তারা যখন পানভোজনে ব্যস্ত ছিল তখন এক মহিলা এসে তাকে এই কথা বলে। তখন ওবারগাৎস সতর্ক হয়ে মহিলাকে কোনরকমে অন্যত্র পাঠিয়ে সে পালিয়ে আসে।

এই বলে সে হাসতে লাগল। তার পোশাকগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিল। তার সারা গায়ে কাদা লেগেছিল। তার মুখপানে তাকিয়ে ও তার হাসি দেখে জেনের সন্দেহ হলো। সে বুঝল ওবারগাৎসের চোখে মুখে এমন এক কুৎসিত কামনার ভাব ফুটে উঠেছে যেটা সে এর আগে দেখতে পায়নি।

তাছাড়া ওবারগাৎস আজ জেনকে প্রায়ই দেখছে। তার দেহটার পানে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। জেনের মোটেই ভাল লাগছিল না। সে তার সঙ্গ থেকে মুক্ত করতে চাইছিল নিজেকে। জেনের হাতদুটো নগ্ন ছিল। তার গায়ে ছিল হোদন মহিলাদের মত গয়না। বুকে ছিল সোনার বক্ষবন্ধনী। লুদনের আদেশে তাকে সম্ভ্রান্ত হোদন মহিলাদের মত সাজানো হয়।

জেন বলল, ওবারগাৎস, তুমি এখন যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

ওবারগাৎস হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো আর আমি চলে যাব! না, না, তোমাকে একা ফেলে আমি এখন যেতে পারি না। তোমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমার।

জেন বলল, আমি এখন একাই আত্মরক্ষায় সমর্থ। আমি যে বর্শা চালনা করতে পারি তা তুমি একটু আগেই দেখেছ।

ওবারগাৎস বলল, না, আমি যাব না।

জেন এবার বর্শাটা হাতে ধরে আদেশের সুরে বলল, চলে যাও বলছি। আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। এই নির্জন বনপ্রদেশ আমার। আমি এটা আবিষ্কার করেছি।

ওবারগাৎসও উঠে দাঁড়িয়ে তার লাঠিটা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে আসতে লাগল জেনের দিকে। তার কোমরে একটা ছোরা ছিল।

জেন তাকে সাবধান করে দিল, আর এক পা যদি এগোও তাহলে আমি তোমাকে খুন করব। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। নিজের পরিণামের কথা চিন্তা করো। এবার আমি যাচ্ছি। আমাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে

না। যদি আমি তোমাকে আবার দেখতে পাই তাহলে আমি তোমায় হত্যা করব।

এই বলে জেন চলে গেল সেখান থেকে। ওবারগাৎস জেনের পানে তাকিয়ে রইল। জেন একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

দশম অধ্যায়

আলুর নগরীতে তখন দারুণ গোলমাল চলছিল। রাজ্যের যত সব যোদ্ধা আর পুরোহিতরা লুদন আর জাদন এই দুই নেতার অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে বেশীর ভাগ যোদ্ধা জাদনের দলে চলে এসেছিল। কিন্তু পরে লুদন যখন নগরের মধ্যে জোর প্রচার করতে লাগল জাদন প্রধান পুরোহিত বা ধর্মীয় আচার আচরণকে মানে না তখন নগরীর বেশীরভাগ যোদ্ধারা লুদনের দলে চলে এল।

এদিকে জাদন ওলোয়ার নিরাপত্তার কথা ভেবে তার ঘরে খোঁজ নিতে গেল। গিয়ে ওলোয়া আর পানাৎ লীর মুখ থেকে সব কথা শুনল। তারপর যখন তার যোদ্ধাদের মুখ থেকে শুনল, টারজন ওলোয়াকে বুলাতের হাত থেকে উদ্ধার করার পর লুদনের ষড়যন্ত্রের কথা তাদের বলে দিয়ে সাবধান করে দেয় তখন টারজনের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। জাদনের দলের অনেকেও তখন টারজনকে ডোর-উল-ওথো বলে মানতে থাকে। এই সময় তারা টারজনের অভাব অনুভব করতে থাকে। টারজন সেই সময় তাদের কাছে থাকলে তারা অনেক উৎসাহ পেত।

কিন্তু লুদনের পুরোহিত ও যোদ্ধারা ক্রমে সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে জাদনের দলের যোদ্ধাদের প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিতে থাকে। জাদন তখন রাজকন্যা ওলোয়া, পানাৎ লী আর তার দলের লোকদের নিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে তার রাজ্য জালুরে চলে যায়।

এদিকে ওবারগাৎসের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মনে শান্তি পাচ্ছিল না জেন। সিংহ বা কোন হিংস্র জন্তুর থেকেও ওবারগাৎসকে বেশী ভয় করছিল সে। তার কেবলি মনে হচ্ছিল তার অলক্ষ্যে অগোচরে তাকে অনুসরণ করছে লোকটা।

রাত্রি হতেই একটা বড় গাছের উপর একটা মাচা তৈরী করল জেন। কিন্তু একটি বারের জন্যও গভীরভাবে ঘুমোতে পারল না সে। এক একবার তন্দ্রা আসতেই কোন না কোন শব্দ শুনেই চমকে উঠতে লাগল। রাত গভীর হলে একসময় তার মনে হল কে যেন সেই গাছটায় নিঃশব্দে উঠছে। তারপর ডালপালার মধ্যে দিয়ে তার মাচাটার দিকে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। জেন উঠে বসে বর্শাটা শক্ত করে ধরল তার হাতে।

জেন এবার অন্ধকারেও বুঝতে পারল একটা মানুষের মূর্তি তার মাচার মুখটার সামনে এসে ঢোকার চেষ্টা করছে। সে তখন তার বর্শাটা গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল কাছ থেকে। বর্শার ফলাটা ঢুকে গেল লোকটার গায়ের মধ্যে। জেন বর্শাটা টান মেরে ছাড়িয়ে নিল। আর্ত চীৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে পড়ে গেল লোকটা।

চীৎকার শুনে জেন বুঝল লোকটা ওবারগাৎস। তার মনে হলো ওবার-গাৎস হয়ত মারা গেছে তার বর্শার আঘাতে। তবু সে নামল না। রাতটা মাচার মধ্যেই কাটাল। তবু একটুও আর ঘুম হলো না।

সকালে উঠে মাচা থেকে নেমে দেখল কেউ নেই গাছের তলায়। শুধু অনেকটা তাজা রক্ত পড়ে রয়েছে। মনে কিছুটা স্বস্তি পেলেও ওবারগাৎসের ভয়টা একেবারে গেল না তার মন থেকে। দিনটা কাটিয়ে রাত্রিতে আবার গাছের উপর সেই মাচাতেই শুয়ে পড়ল জেন। কিন্তু রাত্রি গভীর হতেই আবার তার মনে হলো কে যেন তার গাছটায় উঠছে। কে যেন ডালপালা সরিয়ে আগের মত এগিয়ে আসছে তার মাচাটার দিকে। জেনের হাত দুটো কাঁপতে লাগল। সেই কাঁপা হাতেই বর্শাটা ধরল সে।

মোসারের কারাগার থেকে বেরিয়ে টারজন তার বারান্দায় লাফ দিয়ে পড়ল। দেখল পাশেই একটা খাড়াই পাঁচিল। কারাগারের মধ্যে টারজনকে না পেয়ে তাদের ক'জন দেখল জানালা ভেঙ্গে সে পালিয়ে বারান্দায় আছে।

যোদ্ধাদের কয়েকজন লাঠি হাতে টারজনকে মারার জন্য এগিয়ে গেলেও তাকে দারুণ ভয় করার জন্য তার খুব একটা কাছে যেতে পারল না তারা। টারজনও গোলমালের মধ্যে দুহাতে দুটো লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে লাঠিদুটো খুব জোরে ঘোরাচ্ছিল। একসময় একটা লাঠি দিয়ে সামনের একটা যোদ্ধার মাথায় জোরে মারতেই সে পড়ে গেল। তখন সেই আহত লোকটাকে তুলে নিয়ে তাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল টারজন।

এরপর টারজন সেই আহত লোকটাকে সামনের যোদ্ধাদের মুখের উপর ফেলে দিল। তাতে আরো দুজন যোদ্ধা আহত হয়ে পড়ে গেল। যে লোকটা মশাল ধরে ছিল তার হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়ে সেটা নিবিয়ে দিয়ে দূরে ফেলে দিল।

অন্ধকারে মুহূর্তমধ্যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে নগরের রাজপথে গিয়ে পড়ল টারজন। একবার পিছন ফিরে দেখল, কেউ তাকে ধরতে আসছে কি না। প্রথম প্রথম অনুসরণকারীদের শব্দ কানে এলেও ক্রমে সে শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেল। বুঝল, তারা ভুল পথে তার খোঁজ করতে চলে গেছে।

তুলুর নগরী থেকে বেরিয়ে হ্রদের কাছে এসে পড়ল টারজন। এই হ্রদটা পার হয়ে তাকে আর একটি জমি পার হতে হবে। নদীটার ওপারে আলুর নগরী। মোসার তার খোঁজে লোক পাঠাবে এবং তারা নৌকোয় করে হ্রদের চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে। তাই সে হ্রদ পার হবার জন্য কোন নৌকোর খোঁজ না করে অন্যদিকে তুলুর থেকে মাইলখানেক দূরে একটি বিশাল বনে প্রবেশ করল।

জঙ্গলে ঢুকেই এক নিবিড় স্বস্তি অনুভব করল টারজন। সে যেন তার আপন জন্মভূমিতে দীর্ঘদিন পরে প্রবেশ করল। মুখ তুলে নাক দিয়ে গাছপালার ঘ্রাণ নিতে লাগল সে। কোন প্রয়োজন না থাকলেও তার অবাধ আকাঙ্খিত বন্য স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে গাছের উপর উঠে পড়ল। তখন রাত্রিকাল। রাত্রি গভীর। দূরে কোথায় একটা পেঁচা ডাকছিল। নানারকমের অচেনা পশু আর পোকামাকড়ের ডাক ক্রমাগত কানে আসছিল ওর।

রাতের অন্ধকারেও গাছে গাছে দ্রুত অনেকটা পথ পার হলো টারজন। ক্রমে একটা নদীর ধারে এসে পড়ল সে। গাছ থেকে নেমে নদীটা পার হয়ে আবার ওপারের জঙ্গলে চলে গেল। কিন্তু ওপারের বনটায় ঢুকে নাকে কিসের ঘ্রাণ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে একবার দাঁড়াল সে। তারপর এক নতুন উদ্যমে কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল সে।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একটা বড় গাছের তলায় এসে গেল টারজন। বাতাসে গন্ধ শুঁকে সে বুঝল সে যাকে খুঁজছে সে এই গাছেই আছে। টারজন গাছের উপর উঠে দেখল গাছের উপর একটা মাচা বাঁধা রয়েছে।

টারজন মাচার সামনে এসে ডাকল, জেন, প্রিয়তমা জেন, আমি।

হঠাৎ টারজন শুনতে পেল কে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাচার বিছানার উপরেই পড়ে গেল। সে তখন মাচার সামনেকার ডালপালার বাধাগুলো নিজের হাতে সরিয়ে মাচার ভিতর ঢুকে দেখল জেন মড়ার মত শুয়ে আছে। সে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

জেনের মাথাটা কোলের উপর তুলে নিল টারজন। ধীরে ধীরে জেনের জ্ঞান ফিরে এলে জেনের মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু টারজন তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকের উপর জড়িয়ে ধরতেই জেন তার গালদুটোয় হাত বুলিয়ে দেখে বলল, জন তুমি?

টারজনের গলাটা জড়িয়ে ধরে জেন বলল, ঈশ্বর তাহলে এতদিনে আমাদের উপর দয়া করেছেন জন।

দুজনেরই মুখে অসংখ্য কথা ভিড় করে আসছিল। কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল না-বলা কথার চাপে। জেন এবার প্রশ্ন করল, জ্যাক কোথায়?

টারজন বলল, আমি ত জানি না। আমি শেষবার যখন তার কথা শুনি সে তখন ছিল আর্গন ফ্রণ্টে।

জেন বলল, তাহলে আমাদের মিলনের আনন্দ পূর্ণ হলো না এখনো।

টারজন বলল, না। কিন্তু এখন তুমি কোথায় যেতে চাও? সেই বাংলোটা কি আবার নতুন করে গড়ে তুলতে চাও এবং ওয়াজিরিদের কি নতুন করে সংগঠিত করবে না কি লণ্ডনে ফিরে যাবে?

জেন বলল, আমি প্রথমে জ্যাককে ফিরে পেতে চাই। তাকে ফিরে পেতে যেখানে যেতে হয় যাব। আমি অবশ্য মাঝে মাঝে বাংলোটারই স্বপ্ন দেখি, শহরের কথা মনে হয় না।

টারজন বলল, এ অঞ্চলটা আমি ভাল করে খুঁজে দেখব।

জেন বলল, ওবারগাৎস বলছিল, এটা বর্বরদের দেশ। খালি জলাভূমি। জলাভূমি আর নানারকমের সরীসৃপ জাতীয় ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তুতে ভরা।

টারজন বলল, আমি একবার এদিককার গোটা দেশটা ঘুরে বেড়িয়েছি। আবার বেড়াব।

পরদিন সকালেই জেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল টারজন।

সেদিন রাত্রে জেনের বর্শার আঘাতে আহত হয়ে সেই গাছতলাটা হতে হাতে পায়ে গুঁড়ি মেরে হাঁটতে হাঁটতে দূরে সরে যেতে থাকে ওবারগাৎস। তার কেবলি ভয় হচ্ছিল জেন তাকে দেখতে পেলে মেরে ফেলবে। প্রথমে সে ভাবছিল, এই আঘাতেই মৃত্যু ঘটবে তার। কিন্তু পরে দেখল আঘাতটা তত গুরুতর নয়। তবে হাঁটুতে ভর দিয়ে যেতে যেতে তার হাঁটুতে রক্ত ঝরছে।

ওবারগাৎস এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ এক জোর হাসিতে ফেটে পড়ল সে। তার সামনে তখন বিস্তৃত হয়ে ছিল এক বিশাল হ্রদের জলরাশি। সেই হ্রদের ওপারে একটা নদী আছে। তার পাড়েই আছে আলুর নগরী। সেখানকার লোকেরা জাদ-বেন-ওথো নামে এক দেবতার পুজো করে। ওবারগাৎস মনে মনে ঠিক করল, ওদের দেবতা জাদ-বেন-ওথোর নাম ধারণ করে ও যাবে সেখানে। হ্রদের জলে কিছুটা নেমে পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল ওবারগাৎস, আমিই হচ্ছি জাদ-বেন-ওথো, আমিই সেই মহান দেবতা। আলুর নগরীতে আমার মন্দির আছে, আছে আমার প্রধান পুরোহিত। কই, ক্রীতদাসরা কোথায়, তোমাদের দেবতাকে মন্দিরে নিয়ে যাও।

কিন্তু অত দূর থেকে কেউ তার কথা শুনতে পেল না। কেউ তাকে নিতে এল না দেখে ওবারগাৎস নিজের হ্রদের জলরাশি সাঁতার কেটে পার হতে লাগল। এমনিতেই সে ভাল সাঁতার জানত। হ্রদটার অনেকখানি পার হয়ে নদীটার কাছাকাছি এসে সাঁতার কাটতে কাটতে একটা ছোট নৌকো পেয়ে

গেল। নৌকোটা আধডোবা অবস্থায় ভেসে চলেছিল।

এবার নৌকোটার উপর চেপে দুহাতে করে জল কেটে এগিয়ে যেতে লাগল। আলুর নগরীর কাছাকাছি এলে ওবারগাৎস পরনের ছেঁড়া ময়লা পোশাকটা আরো ছিঁড়ে ফেলে দিল। সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে বলে উঠল, আমি জাদ-বেন-ওথো। দেবতার আবার পোশাকের দরকার কি? দীর্ঘদিন তেল জল না পেয়ে তার মাথার চুল ও দাড়িতে জটা ধরে গিয়েছিল। তার উপর আবার বনপথে কিছু ফুল তুলে মাথায় সেই ফুলগুলো চাপিয়ে দেয়। রংটা তার ফর্সা বলে তাকে সত্যিই দেবতার মত মনে হচ্ছিল।

নদীতে নৌকোয় যখন আলুর নগরীর দিকে এগিয়ে চলেছিল ওবারগাৎস তখন প্রাসাদপ্রাচীর ও নদীর ধার হতে অনেক লোক, শিশু আর নারীরা তার অদ্ভুত চেহারাটার পানে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

লুদনও দেখল ওবারগাৎসকে। সে তার পুরোহিতদের বলল, ওই বিদেশীকে এখানে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে এস। আমার মতে এই হলো জাদ-বেন-ওথো। অবশ্য উনি এলেই চিনতে পারব।

তার অধীনস্থ পুরোহিতরা ওবারগাৎস ঘাটে নামতেই তাকে সম্মানের সঙ্গে মন্দিরে নিয়ে গেল। নৌকো থেকে নেমে ওবারগাৎস বলে উঠল, আমি হচ্ছি জাদ-বেন-ওথো। আমি স্বর্গ থেকে আসছি। আমার প্রধান পুরোহিত কোথায়?

লুদন বিদেশীর দিকে কটাক্ষপাত করে একবার দেখে নিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও দেবতারূপী এই বিদেশীকে আপন প্রয়োজনসিদ্ধির কাজে লাগাতে চাইল। সে মনে মনে ঠিক করল তাদের দেবতা জাদ-বেন-ওথোর নামধারী এই বিদেশীকে এই মন্দিরে দীর্ঘকাল রেখে দেবে। সে সারা রাজ্যে রটনা করে দেবে জাদ-বেন-ওথো স্বয়ং দয়া করে তার কাছে এসেছেন এবং তার মতকে সমর্থন করেছেন। এমতাবস্থায় রাজ্যের যে কেউ তার বিরোধিতা করবে সে অধর্মাচরণ করবে এবং দেবরোষে পতিত হবে।

এই কথা নগরমধ্যে প্রচার হলে বহু লোক দলে দলে মানুষরূপী জাদ-বেন-ওথোকে দেখতে এল। তার উদ্দেশ্যে অনেকে অনেক পূজার অঞ্জলি দিল। ওবারগাৎসের খাতির বেড়ে গেল। তার খাওয়া থাকার ভাল ব্যবস্থা হলো। বহু ক্রীতদাস নিযুক্ত হলো তার সেবার জন্য।

বেদীতে যখন মানুষ বলি দেওয়া হত তখন ওবারগাৎস তা কাছে থেকে দেখত। মাঝে মাঝে সে আবার নিজের হাতে ছুরি নিয়ে বলির মানুষের গলা কাটত। নিষ্ঠুরতার দিক থেকে ওবারগাৎস ছিল লুদনের সমগোত্র।

লুদন আবার নগরমধ্যে প্রচার করল যদি কোন যোদ্ধা বা নগরবাসী দেহের কোন জায়গায় ব্যথা অনুভব করে তাহলে তাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। তাহলে বুঝতে হবে সে কোনভাবে অন্যায় করে

দেবতার কোপে পড়েছে। ফলে কেউ কোন যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করত না ভয়ে।

লুদন শুনেছিল জাদন জালুরে চলে গেলেও সেখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করছে। সুযোগ বুঝলেই সে আলুর নগরী আক্রমণ করবে। বর্তমানে আলুর নগরীতে কোন রাজা নেই। এখন লুদনই একমাত্র সব ক্ষমতার অধিকারী। লুদন তাই ভাবল ধর্ম ও জাদ-বেন-ওথোর নাম করে সে রাজ্যের বেশীরভাগ লোকের আনুগত্য লাভ করে জাদনের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেবে।

টারজন আর জেন দুজনে মনের আনন্দে হ্রদ আর নদী পার হয়ে একটা উপত্যকার উপর দিয়ে যেতে লাগল। টারজনের ইচ্ছা আপাততঃ সে কোর-উল-জা রাজ্যে গিয়ে তার বন্ধু ওমতের সঙ্গে দেখা করবে। তার কাছেই তাদেন আছে। তাদের দুজনকেই তাদের প্রেমিকাদের সন্ধান দেবে। রাজকন্যা ওলোয়া আর পানাৎ লী এখন কোথায় আছে তার কথা জানাবে তাদের।

তিন দিন পর ওরা আলুরের কাছাকাছি একটা নদীর ধারে এসে পড়ল। নদীটা আলুর নগরীর মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। হঠাৎ জেন বিরাটকায় গ্রীফ দেখে টারজনকে বলল, ওটা কি?

টারজন বলল, ওটা গ্রীফ নামে এক জন্তু। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কাছে কোন গাছ নেই। এখন জন্তুটা আমাদের না দেখলেই ভাল। কারণ তোমাকে নিয়ে একা আমি ওর সঙ্গে লড়াই করতে পারব না। তাহলেও আমাকে ওকে বশ করার চেষ্টা করতে হবে যেমন একদিন ওই ধরনের আর এক জন্তুকে বশ করেছিলাম।

জেন বলল, তোমার কাছে সে গল্প শুনেছি। কিন্তু জন্তুটা যে এত বড় তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যেন একটা যুদ্ধজাহাজ।

টারজন হেসে বলল, আক্রমণ করার সময় ওরা বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ওরা ধীরগতিতে উপত্যকাটার উপর দিয়ে যেতে লাগল যাতে জন্তুটার নজর ওদের উপর না পড়ে। কিন্তু জন্তুটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের দেখতে পেয়ে গর্জন করে উঠল। টারজন বলল, আর উপায় নেই। এবার ওর সঙ্গে মোকাবিলা করতেই হবে। আর পালানো যাবে না।

টারজন এরপর জেনকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে বলল, আমি যাচ্ছি, তোমার বর্শাটা দাও। তবে তুমি ছুটে পালাবার চেষ্টা করবে না।

টারজন এবার তেরোদনদের মত হুইউঃ বলে চীৎকার করে উঠতেই জন্তুটা মৃদু গর্জন করে উঠল। টারজন তখন জেনকে নিয়ে জন্তুটার লেজে ভর দিয়ে তার চওড়া পিঠটায় চড়ে বসল। তারপর জন্তুটাকে কোর-উল-জার পথে চালনা করে নিয়ে যেতে লাগল। টারজন ভাবল সে এই জন্তুটার পিঠে চেপেই ওমৎদের গাঁয়ে চলে যাবে।

কিন্তু কোর-উল-জা যেতে হলে আলুরের পাশ দিয়ে যেতে হবে। তাই আলুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় অনেকে গ্রাফের উপর টারজনকে দেখে ছুটে লুদনকে খবর দিল।

টারজন জেনকে নিয়ে গ্রীফের উপর চেপে কোন্ পথে যাচ্ছে তার খবর দিতে লুদন ভাবল টারজন আলুরের পথে যাচ্ছে এবং সে জাদনের সঙ্গে যোগদান করবে। তখন জাদন টারজনকে নিয়ে একযোগে আলুর আক্রমণ করবে। লুদন তখন তার বিশ্বস্ত পুরোহিত পানসাৎকে গোপনে তার পরিকল্পনার কথাটা বুঝিয়ে দিল। পানসাৎ মাথায় যোদ্ধার জমকালো পোশাক পরে একজন যোদ্ধার বেশ ধারণ করল। তারপর সে আলুরের পথে রওনা হলো।

টারজন যাচ্ছিল কোর-উল-লুনের পথে। একদল হোদন যোদ্ধা পথে এক ভয়ঙ্কর জন্তুকে দেখে ছুটে পালাতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গায় পড়তেই জাদনের লোকরা টারজনকে দেখতে পেল। জাদন তখন সৈন্য সমাবেশ করছিল। সে তখন একটা পাহাড়ের উপর থেকে তার শিবিরের কাজকর্ম পরিদর্শন করছিল। তার ছেলে তাদেনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। ঠিক হয়েছে জাদন যখন আলুরের প্রাসাদ আক্রমণ করবে তখন তাদেনও একদল সৈন্য নিয়ে আলুর আক্রমণ করবে।

হঠাৎ জাদনের একজন প্রহরী গ্রীফের পিঠে টারজনকে একটু দূর থেকে দেখে চিনতে পারল। সে ছুটে গিয়ে জাদনকে খবর দেয়। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না জাদনের। পরে সে নিজে পাহাড়ের ধারে এসে দেখল। দেখল কথাটা সত্যি। সে তখন চীৎকার করে বলে উঠল, হ্যাঁ উনিই সেই দেবতা ডোর-উল-ওথো।

জাদন টারজনকে লক্ষ্য করে বলল, আমি জাদন, আলুরের প্রধান। আমি তোমার বন্ধু। আমরা তোমার পায়ে প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের প্রার্থনা, তুমি লুদনের বিরুদ্ধে আমাদের আসন্ন ন্যায়যুদ্ধে সাহায্য করো।

টারজন বলল, তুমি তাকে এখনো পরাস্ত করতে পারনি? আমি ভাবছিলাম তুমি তাকে মেরে রাজা হয়েছ।

জাদন বলল, না, জনগণ প্রধান পুরোহিতকে ভয় করে। তার উপর আলুরের মন্দিরে একজন বিদেশী নিজেকে স্বয়ং জাদ-বেন-ওথো হিসাবে পরিচয় দিচ্ছে। লুদনও তাকে মন্দিরে খাতির যত্ন করে রেখে দিয়ে জাদ-বেন-ওথোর নামে প্রচার চালিয়ে দলভারী করছে। তবে জনগণ যদি জানতে পারে ডোর-উল-ওথো আবার ফিরে এসেছে আমাদের কাছে তাহলে এ যুদ্ধে আমরা জয়ী হবই।

টারজন কিছুটা চিন্তা করে জেনকে বলল, এই জাদনই একমাত্র আমি আলুরে থাকাকালে আমাকে সমর্থন করত, আমাকে শ্রদ্ধা করত, আমি তাকে সাহায্য করব এ যুদ্ধে। বল জাদন, কিভাবে আমি তোমাকে সাহায্য

করতে পারি ?

জাদন বলল, আমার সঙ্গে জালুরে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহের কাজে আমাকে সাহায্য করবে।

টারজন বলল, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধে গেলে আমার স্ত্রীর নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা হবে ?

জাদন বলল, সে আমার প্রাসাদ অন্তঃপুরে রাজকন্যা ওলোয়া আর আমাদের পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে থাকবে। সেখানে তার ভাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে।

টারজন বলল, আমাকে তোমার রাজ্যের লোকরা মানবে ?

জাদন বলল, যে লোক গ্রীফের পিঠে চেপে বেড়াতে পারে সে লোককে দেবতা বলে কে না মানবে ?

টারজন গ্রীফের পিঠে চড়েই জালুরের দিকে এগিয়ে চলল। জাদন আর যোদ্ধারা হেঁটে হেঁটে যেতে লাগল। জালুরের কাছে আসতেই আলুরের এক যোদ্ধা জাদনের কাছে এসে বলল, সে লুদনের দলে ছিল। তাকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছে। সে তাই জাদনের দলে যোগদান করতে চায়।

টারজন তার কথাটা শুনতে পেল। জাদন দেখল তার এখন লোকের দরকার। তাই সে রাজী হয়ে গেল। লোকটা তাদের সঙ্গে জালুর চলে গেল।

জালুরের প্রাসাদে জেনকে ওলোয়া আর পানাৎ লীর কাছে রেখে দিল। ওলোয়া আর পানাৎ দুজনেই টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে তাকে প্রণাম করল। ওলোয়ার কাছ থেকে টারজন জানতে পারল তাদেন এসেছিল। তার সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে। যুদ্ধ থেকে তাদেন ফিরে এলেই দেশীয় প্রথা অনুসারে তাদের বিয়ে হবে।

সেদিন রাতটা কাটানোর পর পরদিনই যুদ্ধযাত্রা করল ওরা। টারজন তার পোষমানা জন্তুটাকে একটা ঘেরা জায়গায় রেখে দিয়েছিল। তাকে অনেক মাংস খেতে দিয়েছিল। সকালে তার পিঠে চেপেই জালুর থেকে বার হলো টারজন। তারপর কিছুদূর গিয়ে জন্তুটাকে ছেড়ে দিল বনের মধ্যে।

একাদশ অধ্যায়

যেদিন জাদন টারজনকে নিয়ে আলুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল সেইদিন রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলুর থেকে যোদ্ধার বেশে আসা লুদনের অনুচর

পানসাৎ জালুরের প্রাসাদ-উদ্যান থেকে পুরোহিতদের ঘরে চলে গেল। পানসাৎ লক্ষ্য করল জালুরে যোদ্ধাদের সঙ্গে পুরোহিতদের খুব একটা মিল ছিল না। সে তাই কৌশলে দুজন পুরোহিতকে তার দলে এনে জেনকে নিয়ে পালিয়ে যাবার এক চক্রান্ত করল।

রাত নিশুতি হলে এবং প্রাসাদের সব লোক ঘুমিয়ে পড়লে পানসাৎ তার অনুগত দুজন পুরোহিতকে সঙ্গে করে অন্তঃপুরে জেন যে ঘরে একা ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরে চলে গেল। ঘুমন্ত জেনের মুখ আর হাত পা বেঁধে তাকে তুলে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে নদীর ঘাটে চলে গেল। মুখ বন্ধ থাকায় চীৎকার করতে পারল না জেন। নদীর ঘাটে একটা নৌকো বাঁধা ছিল। তাতে জেনকে চাপিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল পানসাৎ।

তখন চাঁদ ডুবে গেছে। কিন্তু ভোর হয়নি তখনো। তখনো আলো ফুটে ওঠেনি পূব দিগন্তে। আলুরের বাইরে জাদনের সেনাদল দুদলে ভাগ হয়ে গেল। একটা দল নিয়ে টারজন গুপ্তপথ দিয়ে প্রাসাদসংলগ্ন মন্দিরে চলে যাবে আর জাদন একটা দল নিয়ে সোজা প্রাসাদদ্বারে চলে গিয়ে আক্রমণ করবে। ঘুমন্ত নগরীতে কোন বাধা পাবে না তারা। তাদেনের কাছে একজন দূত পাঠানো হয়েছে। সে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একই সময়ে আক্রমণ করবে।

টারজনরা একটা মশাল এনেছিল সঙ্গে। মশালটা জেলে সেই গোপন সুড়ঙ্গ পথটা দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। এই পথটা তার চেনা। তারা একা লড়াই করে শত্রুকে জয় করার আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

টারজন গুপ্তপথ দিয়ে সোজা মন্দিরের দরজার কাছে চলে গেল। তার দলের যোদ্ধারা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। দরজায় কোন পাহারা না থাকায় টারজন মন্দিরের বারান্দায় উঠে গেল একা। সে একাই লুদনের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সহসা সে দেখল একজন আলুরের যোদ্ধ একজন বিদেশী মহিলাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। টারজন গিয়ে বুঝল এই মহিলাই তার স্ত্রী জেন। টারজন এবার লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছুটে গেল। ওদিকে পানসাৎও টারজনকে চিনতে পেরে বারান্দার পাশে একটা অন্ধকার ঘরে বন্দিনীকে নিয়ে ঢুকল। টারজন তখন তার হাতের মশালটা নিবিয়ে দিয়ে সেই ঘরটায় ঢুকে পড়ল। অন্ধকার ঘরটায় টারজন ঢুকে পড়তেই তার দুদিকের দুটো দরজা বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দেখল, ঘরের দরজা দুটো বন্ধ এবং পাথর দিয়ে আটকানো। উপরে একটা জানালা আছে এবং জানালাটা বন্ধ।

লুদন যখন তার ঘরে বসেছিল তখন পানসাৎ বন্দিনী জেনকে তুলে নিয়ে তার সামনে মেঝের উপর নামিয়ে রাখল। লুদন আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, খুব ভাল করেছ পানসাৎ। এর জন্য তুমি প্রচুর পুরস্কার পাবে। এবার যদি

ভণ্ড ভোর-উল-ওথোকে একবার ধরতে পারতাম তাহলে সমগ্র পাল-উল-বাসী আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যেত।

পানসাৎ বলল, তাকে আমরা ধরেছি মালিক।

লুদন আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি! তাকে ধরেছ? টারজন-জাদ-গুরু ধরা পড়েছে? তাকে কি হত্যা করেছ?

পানসাৎ বলল, না। তাকে জীবন্ত ধরে রেখেছি। তাকে আমাদের প্রাচীন কারাগারটায় ধরে রেখেছি।

লুদন বলল, খুব ভাল করেছ।

এমন সময় একজন পুরোহিত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এসে খবর দিল, জাদনের যোদ্ধারা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

লুদন বলল, কি বলছ! প্রাসাদটা ত আমাদের যোদ্ধাদের দখলে আছে।

পুরোহিত বলল, ঠিক বলছি মালিক। ওরা এসে পড়েছে।

পানসাৎ বলল, ও ঠিকই বলেছে। গুপ্তপথ দিয়ে টারজনই জাদনের লোকদের এনেছে প্রাসাদে।

লুদন বেরিয়ে গিয়ে দেখল কথাটা সত্যি। সে মন্দিরের বিপদসূচক ঘণ্টাটা বাজাতে লাগল জোরে। তারপর কয়েকজন বিশ্বস্ত পুরোহিতকে ডেকে বারান্দা পার হয়ে আর একটা ঘরে চলে গেল। জেনকেও তার ঘরে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

মন্দিরের বিপদসূচক ঘণ্টাগুলোকে জোরে বাজাতে দেখে জাদন ভাবল এতক্ষণে টারজন তার সঙ্গের যোদ্ধাদের নিয়ে মন্দির ও প্রাসাদ আক্রমণ করেছে তাই এই ঘণ্টাধ্বনি। এদিকে লুদন জাদনের দলের সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য সে তার পুরোহিতদের বলল, যাও তোমরা প্রাসাদের মাথা থেকে প্রচার করে দাও, ভণ্ড ডোর-উল-ওথো ধরা পড়েছে। আমাদের কাছে ভগবান জাদ-বেন-ওথো আছেন। তিনি বলেছেন, এখনো সময় আছে, আক্রমণকারীরা অস্ত্রত্যাগ করে যুদ্ধে বিরত হলে তাদের ক্ষমা করা হবে।

এরপর লুদন জাদ-বেন-ওথোরূপী ওবারগাৎসের কাছে লোক পাঠিয়ে দিল। দেবতার ভান করতে করতে ওবারগাৎসের মাথাটার ঠিক ছিল না। সে যে দেবতা নয়, একজন মানুষ এটা সে নিজেই আর বুঝতে পারছে না। সে তাই সব সময় মাথার চুলে ও দাড়িতে ফুল গুঁজে রাখত আর উলঙ্গ হয়ে থাকত। কত দাসদাসী তার সেবা করত। কত সব ভাল ভাল খাবার খেতে দিত।

ওবারগাৎস তখন ঘুমোচ্ছিল তার ঘরে। জনকতক ক্রীতদাসী তার পায়ের কাছে বসে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় লুদনের লোক গিয়ে তাকে জাগাল। বলল, শত্রুরা প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে।

ওবারগাৎস বিছানার উপর বসে বলল, আমি হচ্ছি জাদ-বেন-ওথো, কে আমার ঘুম ভাঙাল?

এমন সময় আর একজন পুরোহিত এসে বলল, হে ভগবান জাদ-বেন-ওথো, জাদনের সৈন্যরা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে। প্রধান পুরোহিত লুদন আপনার প্রাসাদের উপর থেকে বিশ্বস্ত যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বলছে।

ওবারগাৎস বলল, আমি হচ্ছি জাদ-বেন-ওথো। আমি বজ্র হেনে সেই সব নাস্তিক অধার্মিকদের পুড়িয়ে মারব।

ওবারগাৎস ব্যস্তভাবে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল।

এদিকে লুদন তার পুরোহিতদের নিয়ে নিজে প্রাসাদের উপর থেকে কথা বলতে লাগল জাদনের দলের লোকদের সঙ্গে। জাদনের দলের যোদ্ধারা যখন শুনল টারজন-জাদ-গুরু বন্দী হয়েছে লুদনের হাতে এবং তাদের ভগবান জাদ-বেন-ওথো স্বয়ং মন্দিরে অবস্থান করছেন তখন তারা সব উদ্যম হারিয়ে ফেলল। তারা শুনল টারজন ডোর-উল-ওথো নয়, একজন ভণ্ড, মানুষের মত বন্দী হয়ে পড়ে আছে। তখন তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। প্রাসাদের ভিতর যারা যুদ্ধ করছিল জাদনের পক্ষে তারাও টারজনকে না পেয়ে মনোবল হারিয়ে প্রাসাদদ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জাদনও সেইখানে ছিল। সেও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল।

লুদন উপর থেকে জাদনের সেনাদলকে বলল, তোমাদের অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করো। ভগবান জাদ-বেন-ওথো তাই বলছেন। তোমাদের ভণ্ড ডোর-উল-ওথো এখন আমাদের হাতে বন্দী।

তখন নিচের থেকে জাদনের লোকরা বলল, তাহলে জাদ-বেন-ওথোকে আমাদের সামনে নিয়ে এসে দেখাও। ডোর-উল-ওথো যদি বন্দী হয়ে থাকে তাহলে তাকেও এনে দেখাও।

লুদন তখন দুজনকেই প্রাসাদের ছাদের উপর নিয়ে আসতে বলল।

এদিকে টারজন দেখল যে ঘরটায় সে বন্দী ছিল সেই ঘরের উপর দিকে জানালার কাছে কড়িকাঠের সঙ্গে একটা দড়ি লাগানো ছিল। দড়িটাতে ভর দিয়ে উপরের দিকে উঠে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় উপর থেকে একদল পুরোহিত এসে টারজনের হাত দুটো চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। আর সেই সময়ে টারজন যখন ঝুলছিল তখন তার পা দুটো বেঁধে ফেলল। তারা টারজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছাদের উপর লুদনের পাশে নামিয়ে দিল।

ওবারগাৎস তার আগেই ছাদের উপর উলঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়িয়েছিল। টারজনকে দেখেই ভয় পেয়ে গেল ওবারগাৎস। সে তাদের জাতীয় শত্রু। এই টারজনের হাতে কত জার্মান সেনাপতি পরাজিত ও নিগৃহীত হয়েছে। তার নামে একদিন ভীতির সঞ্চার করত জার্মান সেনাদলের মনে।

লুদন জাদনকে দেখিয়ে বলল, এই দেখ, বন্দী ডোর-উল-ওথো।

ওবারগাৎস আবার বলল, আমি জাদ-বেন-ওথো।

টারজন তার পানে তাকিয়ে বলল, তুমি হচ্ছ লেফটন্যাণ্ট ওবারগাৎস। তুমি হচ্ছ সেই তিনজনের একজন যাকে আমি অনেক খুঁজে বেড়িয়েছি। ঈশ্বর তোমাকে অবশেষে আমার কাছে এনে দিয়েছেন।

ওবারগাৎস দেখল টারজনের কথা শুনে অনেকে তার পানে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। সে লজ্জা পেল। শঙ্কা দেখা দিল তার মনে। সকলে তার পানে তাকাতে লাগল।

ওবারগাৎস বলল, আমিই জাদ-বেন-ওথো। এই লোকটা আমার পুত্র ডোর-উল-ওথো নয়। তার ভণ্ডামি আর প্রতারণার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। সূর্য আকাশের মধ্যভাগে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেদীর উপর তার শিরশ্ছেদ করা হবে। যাও, ওকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও।

যারা টারজনকে বয়ে নিয়ে এসেছিল তারা আবার সেখান থেকে তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের বলির বেদীর উপর শুইয়ে দিল।

এরপর ওবারগাৎস জাদনের লোকদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল, তোমাদের অস্ত্র ফেলে দাও। আত্মসমর্পণ করো। তা না হলে আমি বজ্র নিক্ষেপ করে তোমাদের পুড়িয়ে মারব। যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের আমি ক্ষমা করব।

জাদন তখন চীৎকার করে বলল, যে করে করবে, কিন্তু জাদন কখনো লুদন আর তার ভক্ত দেবতার পায়ে মাথা নত করবে না। যারা কাপুরুষ, ভীরু তারাই আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই জাদনের দলের কিছু লোক অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করল। তারপর তারা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে গিয়ে লুদনের পক্ষে যোগদান করল।

আবার যুদ্ধ শুরু হলো। লুদনের নির্দেশে তখন একদল যোদ্ধা গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে প্রাসাদের বাইরে গিয়ে প্রাসাদদ্বারে যুদ্ধরত জাদনের সেনাদলের উপর আক্রমণ শুরু করল। তখন দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল তারা। জাদন বন্দী হলো।

জাদনকেও হাতপা বাঁধা অবস্থায় মন্দিরে টারজন আর জেনের কাছে আনা হলো।

লুদন ওবারগাৎসকে জিজ্ঞাসা করল, এই নারীকে কি বলি দেওয়া হবে?

ওবারগাৎস বলল, আগে এদের বলি দেওয়া হোক। পরে আজ রাতে আমি ভেবে দেখব কি করা যায়।

জেন টারজনকে বলল, এই হয়ত আমাদের শেষ দেখা।

টারজন তখন নিজের কথা বা মৃত্যুর জন্য মোটেই ভাবছিল না। সে ভাবছিল শুধু জেনের জন্য। সে জেনকে সাহস দিয়ে বলল, এভাবে এর আগেও অনেকবার বন্দী হয়েছিলাম আমি।

জেন বলল, এখনো আশা রাখ তুমি ?

টারজন বলল, এখনো আমি বেঁচে আছি।

এবার ওবারগাৎস বলল, কই, আমার বলির খাঁড়া দাও। আমি নিজের হাতে বলি দেব ওকে।

লুদন বলির খাঁড়াটা ওবারগাৎসের হাতে দিয়ে দিল। বেদীর উপর শায়িত অবস্থায় টারজন জেনকে বলল, বিদায় !

জেনকে সরিয়ে নিয়ে গেল ওরা।

ওবারগাৎস খাঁড়াটা হাতে নিয়ে বলল, আমিই সেই মহান দেবতা। এবার দেবদ্রোহী এই অধর্মাচারীর মৃত্যু দেখ।

এই বলে সে খাঁড়াটা টারজনের গলার উপর তোলার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে কিসের একটা জোর শব্দ হলো। সকলে চমকে উঠল। ব্যাপারটা কি তা কেউ বুঝতে পারার আগেই টারজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ওবারগাৎস। টারজন দেখল রাইফেলের গুলি লেগেছে ওবারগাৎসের গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে লুদনও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তার পাশে দাঁড়িয়ে মোসারও পড়ে গেল গুলির আঘাতে।

পানসাৎ ছুটে গিয়ে বলির খাঁড়াটা হাতে নিয়ে টারজনের উপর তুলে ধরতেই সেও গুলির আঘাতে একইভাবে লুটিয়ে পড়ল।

এবার সকলে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল মন্দিরের প্রাচীরের উপর একদল হোদন যোদ্ধা, জাদনের ছেলে তাদেন আর তার পাশে টারজনের মত দেখতে এক শ্বেতাঙ্গ বিদেশী দাঁড়িয়ে আছে। শ্বেতাঙ্গ বিদেশীর হাতে একটা রাইফেল ছিল এবং তার থেকেই গুলি করছিল ও। কিন্তু এ অঞ্চলের লোকরা এ অস্ত্র কখনো দেখেনি।

তাদেন এবার চীৎকার করে বলল, সব পুরোহিতদের গ্রেপ্তার করো। বন্দীদের বাঁধন খুলে দাও। এই হলো জাদ-বেন-ওথোর বিচার। এইভাবে জাদ-বেন-ওথো তাঁর দূতকে পাঠিয়ে অন্যায়কারীদের উপর চরম শাস্তি দান করলেন।

আলুর নগরীর সব পুরোহিত স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তাদেনের কথা এবার সবাই তারা অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করে ফেলল। লুদনের জাদ-বেন-ওথো আর জাদনের জার-উল-ওথো—কার শক্তি বেশী, কে ভণ্ড আর কে খাঁটি তা তারা স্বচক্ষে দেখল। তার অভ্রান্ত প্রমাণ তারা পেয়ে গেল। এবার সকলেই জাদনের পক্ষ সমর্থন করল। জাদনই হবে সমগ্র পান-উল দলের রাজা। তাদের সঙ্গে এক বিরাট সেনাদল আর কোর-উল-জার রাজা ওমৎও ছিল।

টারজন আর জেনের বাঁধন খুলে দিতেই তারা দেখল তাদের সামনে তাদেনের সঙ্গে তাদের হারানো ছেলে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক তার

মাকে জড়িয়ে ধরল। এতদিন পর তাকে কাছে পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জেন। টারজন জ্যাকের কাঁধের উপর হাত রাখল। তার পুরনো বন্ধু ওমৎ আর তাদেনকেও ফিরে পেল টারজন।

টারজন, জেন আর জ্যাক পাশাপাশি তিনজন দাঁড়ালে তাদের দেবতা ভেবে সবাই তাদের সামনে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তাদেনের সৈন্যরা মন্দিরের সব পুরোহিতদের বেঁধে ফেলল।

জালুর থেকে রাজকন্যা ওলোয়া আর পানাৎ লীকে নিয়ে আসা হলো।

আলুর ও সমগ্র পান-উল দলের রাজারূপে জাদনের অভিষেক হবার পরই তাদেনের সঙ্গে ওলোয়া আর ওমতের সঙ্গে পানাৎ লীর বিয়ে হয়ে গেল।

রাজা হয়েই তার সিংহাসনের পাশে টারজনকে বসিয়ে জাদন বলল, আমরা কিভাবে রাজ্য শাসন করব সেবিষয়ে ডোর-উল-ওথো তাঁর পিতার ইচ্ছা প্রকাশ করুন।

টারজন বলল, আজ থেকে মন্দিরে আর কোন রক্তপাত চলবে না। এতদিন অত্যাচারী পুরোহিতরা তোমাদের বুঝিয়ে এসেছে জাদ-বেন-ওথো এক নিষ্ঠুর দেবতা যিনি মানুষের রক্ত পান করতে ভালবাসেন। কিন্তু একথা যে ভুল তা তো আজ প্রমাণিত হয়ে গেল। বলির মানুষদের সব ছেড়ে দাও। কোন নির্দোষ নিরীহ মানুষের রক্তপাত দেবতা কখনো চান না। তিনি সব মানুষকেই ভালবাসেন। এবার থেকে মন্দিরের সব ভার পুরোহিতদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নারীদের হাতে দিয়ে দাও। বেদী হতে সব রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও।

জাদন বলল, বন্দী পুরোহিতদের নিয়ে কি করব? তাদের কি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে?

টারজন বলল, না, ওদের ছেড়ে দাও। ওরা ইচ্ছামত নিজেদের পথ বেছে নেবে।

জাদন, তাদেনের অনুরোধে টারজন ও ওমৎ একসপ্তাহকাল আলুরের প্রাসাদে রয়ে গেল৷ এরপর ওমৎ তার রাজ্যে চলে যাবে। ঠিক হলো টারজন সপরিবারে যেদিন উত্তর দিকে তার দেশের দিকে রওনা হবে সেদিন একদল হোদন ও একদল ওয়াজদন যোদ্ধা তার সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে বিপদসংকুল জলাশয়গুলো পার করে দিয়ে আসবে।

টারজনের বিদায়কালে ওমৎ আর তাদেন দুজনেই ছিল।

হোদন আর ওয়াজদন যোদ্ধাদের সঙ্গে টারজন পান-উল-দলের সীমানা পার হয়ে সেই ভয়ঙ্কর জলাভূমির ধারে এসে পৌছল। এবার তাদের ভয়ঙ্কর যত সব সরীসৃপজাতীয় জন্তুতে ভরা একের পর এক করে অনেক জলাশয় আর খাল বিল পার হতে হবে।

জলাশয়ের ধারে এসে পাশের একটা বন থেকে একটা বন্য জন্তুর গর্জন শুনে

টারজন সেদিকে তাকিয়ে দেখল তার সেই পোষমানা গ্রীফ জন্তুটা তাকে দেখতে পেয়ে ডাকছে।

হোদন আর ওয়াজদন যোদ্ধা গ্রীফ জন্তুদের বড় ভয় করে। তারা কেউ তার কাছে যেতে সাহস করল না। কিন্তু টারজন একটা বর্শা নিয়ে তার মাথায় তা দিয়ে মারতেই সে বশীভূত হলো। তখন টারজন জেন আর জ্যাককে নিয়ে তার লেজের উপর ভর দিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল।

এবার জন্তুটা তাদের পিঠে নিয়ে স্বচ্ছন্দে জলাশয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। বিরাটকায় এই জন্তুকে দেখে জলাশয়ের জলজন্তুগুলো পালাতে লাগল।

টারজন এবার হোদন ও ওয়াজদন যোদ্ধাদের বলল, এবার আমরা জন্তুটাকে নিয়ে যেতে পারব। আর তোমাদের কষ্ট করে আসতে হবে না। তোমাদের ফিরতে আবার কষ্ট হবে।

ক্রমে জলাশয়গুলো একে একে পার হয়ে উত্তরমুখে তাদের সেই পুরনো প্রিয় বাংলোর পথ ধরল টারজন।

জাঙ্গল টেলস অফ টারজন

টারজনের জঙ্গল জীবন

সেদিন জঙ্গলের ঘন ছায়ার তলায় আরামে বিশ্রাম করছিল বাঁদর-গোরিলা টিকা। টারজনের মনে হয় সে ছিল সব গোরিলামেয়েদের মধ্যে সুন্দরী। অদূরে একটা গাছের ডালের উপর বসে দোল খাচ্ছিল টারজন।

টারজনকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কি ভাবছে। কিন্তু সে কি বিষয় নিয়ে ভাবছিল তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তার বয়স তখন কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা দিলেও সে তার জন্মবৃত্তান্তের কথা কিছুই জানত না। সে যে ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত লর্ড পরিবারের ছেলে, তার বংশগৌরব যে অনেক দিনের পুরনো এবং প্রতিষ্ঠিত সেবিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না তার।

টিকা ছিল তার ছেলেবেলাকার খেলার সাথী। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বও বেড়ে যায়। অন্যান্য যুবক বাঁদর-গোরিলাদের থেকে টারজনকে বেশী পছন্দ করত টিকা, কারণ টারজনের মত অন্যান্য বাঁদর-গোরিলারা আনন্দোচ্ছল ছিল না। তাদের মত সব সময় মুখ গোমরা হয়ে বসে থাকত না টারজন অথবা কথায় কথায় রেগে যেত না। আবার টিকাকেও টারজন খুব ভালবাসত, কারণ সেও উচ্ছল প্রকৃতির ছিল তার মত।

টিকার প্রেমের আর একজন অংশীদার ছিল। সে হচ্ছে বাঁদর-গোরিলা যুবক টগ। টগকেও ভালবাসত টারজন। ছেলেবেলা থেকে সেও ছিল তার খেলার সাথী। আজ টগ আর ছোটটি নেই। সে হয়ে উঠেছে এক বিরাটকায় বাঁদর-গোরিলা। তবে সে টারজনের সঙ্গে ঝগড়া করত না কখনো।

কিন্তু আজ সহসা টারজন যখন গাছের উপর থেকে দেখল টগ টিকার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে আদর করছে তাকে তখন মনটা বিগড়ে গেল টারজনের। সে তখন বিড়ালের মত নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে চলে গেল তাদের কাছে।

টারজন দাঁতগুলো বার করে গর্জন করে উঠল। তার পানে তাকাল টগ। টিকা মুখ তুলে তাকাল টারজনের পানে। সে এর কারণ কিছু বুঝতে পারল না। এবার সে টগের আদরের বিনিময়ে তার পিঠটা চুলকে দিচ্ছিল।

এই দৃশ্যটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে গেল টারজনের। তার মনে হলো এই মুহূর্তে টিকাকে সারা জগতের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বস্তু বলে মনে

হচ্ছিল। মনে হলো এই টিকাকে লাভ করার জন্য সে তার জীবন পণ রেখে লড়াই করতে পারে কারো সঙ্গে।

টারজন এগিয়ে এসে টগকে বলল, টিকা আমার।

টগ বলল, টিকা টগের, আর কারো নয়।

দুজনেই এবার লড়াইএর জন্য প্রস্তুত হলো। দুজনেই দাঁত বার করে তেড়ে এল দুজনকে। কিন্তু হঠাৎ সেখানে একটা চিতাবাঘ এসে পড়ায় টগ পালিয়ে গিয়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। টিকা তখনো গাছের তলায় মাটির উপরেই ছিল। একটু আগে যখন তার জন্য টগ আর টারজন এক প্রাণপণ লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল তখন সে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল। তার নারীজীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পেয়ে গর্ব অনুভব করছিল সে।

কিন্তু চিতাবাঘটা তাকে সামনে পেয়ে তাকেই তাড়া করল। টগ তা দেখেই পালিয়ে গিয়ে একটা গাছের উপর উঠে আশ্রয় নিয়েছে। অন্য সব বাঁদর-গোরিলাগুলোও গাছের উপর উঠে এক নিরাপদ আশ্রয় থেকে ঘটনাটা দেখতে মজা পাচ্ছিল। টিকার সাহায্যে তারা কেউ এগিয়ে গেল না।

একা টারজন এগিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটার সামনে দাঁড়াল। গর্জন করে চিতাবাঘটার দৃষ্টি টিকার উপর থেকে সরিয়ে তার নিজের উপরে নিবদ্ধ করার চেষ্টা করল। তার ঘাসের দড়ির ফাঁসটা চিতাবাঘটার গলায় ঠিক সেই মুহূর্তে আটকে না দিলে টিকাকে ধরে ফেলতো সে। চিতাবাঘটা গলার ফাঁসটা নিয়ে টানাটানি করতে থাকলে সেই অবসরে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল টিকা।

ফাঁসটা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য জোর টানাটানি করতে করতে ঝোপের মধ্যে আটকে গেল চিতাবাঘটা। সুযোগ পেয়ে টারজনও কাছাকাছি একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। বাঘটা এবার দাঁত আর নখ দিয়ে ঘাসের দড়িটা ছিঁড়ে বনের ভিতর পালিয়ে গেল। চিতাবাঘটা ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যেতেই বাঁদর-গোরিলাগুলো সব একে একে নেমে এল গাছ থেকে। টিকা দেখল টগ নয় টারজনই তার উদ্ধারকর্তা। তাই সে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার বশে টারজনের কাছে সরে এল। টগ তাকে আদর করতে এলে তাকে তাড়িয়ে দিল। টারজন কিন্তু বেশীক্ষণ টিকার কাছে রইল না। সে আর একটা দড়ি তৈরী করে একা একাই শিকার করতে চলে গেল বনের গভীরে।

টারজনকে চলে যেতে দেখে টগ টিকার কাছে চলে এল। সে তার বুক ফুলিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাতে চাইল টার্মাঙ্গানী টারজনের থেকে সে অনেক বেশী সুন্দর। টিকা চুপ করে থাকায় তার নীরবতাকে তার প্রতি এক গোপন প্রশংসা হিসাবে ধরে নিল। সে টিকার আরো কাছে এসে তার গা ঘেঁষে বসল। টিকাও তার প্রতি তার ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ তার পিঠ চুলকে দিতে লাগল।

এমন সময় টারজন যেতে যেতে হঠাৎ একবার ফিরে এসে গাছের উপর

থেকে এই দৃশ্যটা দেখল। দেখে দারুণ ব্যথা পেল মনে। টগ আর টিকা—দুজনেরই উপর রাগ হলো তার। সে তাই গাছ থেকে না নেমে বা ওদের কাছে না গিয়ে আবার গাছে গাছে জঙ্গলের দূর গভীরে চলে গেল। কালার মৃত্যুর পর সে টিকার মধ্যে তার ভালবাসার এমন এক বস্তুকে খুঁজে পায় যার জন্য সে শিকার করবে, যার জন্য প্রয়োজন হলে লড়াই করবে, তাকে সে মাঝে মাঝে আদর করবে। কিন্তু সেই টিকা যখন স্বেচ্ছায় টগের ভালবাসার আবেদনে সাড়া দিয়ে তার প্রতি আসক্ত হয়েছে তখন তার জন্য টগের সঙ্গে লড়াই করে আর কোন লাভ নেই। এই ভেবে সে ওদের সঙ্গ এড়িয়ে দূরে চলে যেতে চাইল।

এইভাবে পর পর দুদিন একাই শিকার করে বেড়াতে লাগল টারজন। দুদিন পর সে একজায়গায় মবঙ্গাদের গাঁয়ের একদল কৃষ্ণকায় যোদ্ধার দেখা পেল। তারা বনপথের উপর পশু শিকারের জন্য একটা বড় খাঁচা পেতে রাখছিল। খাঁচাটা শক্ত কাঠের গরাদ দিয়ে ঘেরা। কোন জন্তু তার মধ্যে একবার ঢুকলে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না।

টারজন এরপর সোজা গাছে গাছে মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে চলে গেল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেখল শিকারীরা সব গাঁয়ে ফিরে এসেছে। মেয়েরা আগুন জ্বালিয়ে রান্না করছে। পুরুষরা সারাদিন যা যা ঘটেছে তার কথা আলোচনা করছে আগুনের পাশে বসে। প্রতিটি যুবকের পাশে একজন করে যুবতী রয়েছে।

এদিকে টগ একা শিকার করতে করতে বনের সেই জায়গাটায় চলে আসে যেখানে একটা ঝোপের ধারে খাঁচাটা পাতা ছিল। যেতে যেতে পথের সামনে একটা ঝোপ দেখতে পেয়ে সেটাকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে তার মধ্যে দিয়েই পথ করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। টগ এমনিতেই বড় রাগী আর একগুঁয়ে। কোন বাধা সামনে দেখলেই সে বাধা অপসারিত না করে ছাড়ে না। তাই জোর করে ঝোপের ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে সে খাঁচাটার মধ্যে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার কাঠগুলো সব আটকে গেল। এবার সে দেখল খাঁচা থেকে বার হবার সব পথ বন্ধ। সে অনেক চেষ্টা করেও বার হতে পারল না তার ভিতর থেকে। সে বৃথাই আঁকপাঁক ও গর্জন করতে লাগল।

রাতটা মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে একটা গাছে কাটিয়ে সকাল হতেই সেখান থেকে ফিরে আসতে লাগল টারজন। ফেরার পথে দূর থেকে বাঁদর-গোরিলার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেল সে।

এদিকে সকাল হতেই মবঙ্গাদের গাঁয়ের যেসব শিকারী খাঁচাটা পেতে রেখে গিয়েছিল তারা তাতে কোন জন্তু ধরা পড়েছে কি না তা দেখতে এল। এসে তারা দেখল একটা বিরাটকায় বাঁদর-গোরিলা ধরা পড়েছে তাতে। তাদের দেখে গোরিলাটা ছটফট করছে বার হবার জন্য। তা দেখে বেশ মজা

গেল তারা। খাঁচার কাঠগুলো শক্ত করে ঠুকে মজবুত করে অনেকে মিলে খাঁচাটাকে গাঁয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। টারজন সেখানে এসে গাছের উপর থেকে সবকিছু দেখে তার দলের কাছে ফিরে এল।

সে প্রথমে টিকার কাছে চলে গেল। বলল, আমি টারজন। তুমি টারজনের, আর কারো নও। আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

টিকা বলল, টগ কোথায়?

টারজন বলল, তাকে গোমাঙ্গানীরা ধরেছে। তারা তাকে বধ করবে।

একথা শুনে এক অব্যক্ত বিষাদ ফুটে উঠল টিকার চোখে মুখে। তা সত্বেও সে টারজনের কাছে সরে এসে তার গায়ে গা ঘষতে লাগল। টারজনও হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল আদরের ভঙ্গিতে। কিন্তু সহসা নিজের দেহটা মিলিয়ে দেখতে গিয়ে মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খেল টারজন। অনেক দিনের একটা পুরনো ভুল হঠাৎ ভেঙ্গে গেল যেন তার। সে দেখল সব প্রেমিক প্রেমিকা এক জাতের হয়। নারী পুরুষের দেহদুটো একধরনের না হলেও সে রূপ রং একই জাতীয়। কিন্তু টিকার চেহারার সঙ্গে তার চেহারার জাতিগত কোন মিলই নেই। টিকার সারা গাটা কালো লোমে ঢাকা। তার গা-টা দারুণ সাদা আর গায়ে কোন লোম নেই। জীবজগতের কোন প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এতখানি গরমিল দেখা যায় না। সিংহ সিংহীর সঙ্গে প্রেম করে, মৃগ মৃগীর সঙ্গে। মবঙ্গাদের গাঁয়ের যুবকরা যুবতীদের সঙ্গেই ভালবাসাবাসি করে।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে পড়ল টারজন। লাফ দিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। টিকা বা অন্যান্য বাঁদর-গোরিলারা কিছু বুঝতে পারল না।

সোজা মবঙ্গাদের গাঁয়ের দিকে চলে গেল টারজন। গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়ে দেখল শিকারীরা তখনো গাঁয়ের সীমানায় ঢুকতে পারেনি। গাঁ থেকে কিছুটা দূরে পথের পাশে খাঁচাটা নামিয়ে বিশ্রাম করছিল যোদ্ধারা। খাঁচাটা নিয়ে পথ চলতে খুব দেরী হচ্ছিল তাদের। তারা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। টারজন কাছে গিয়ে আরো দেখল শিকারী যোদ্ধারা ক্লান্ত হয়ে সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু একজন পাহারাদার খাঁচাটার কাছে বসে পাহারা দিচ্ছে। সেও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ঝিমোচ্ছে।

টারজন তখন গাছ থেকে নেমে খাঁচাটার কাছে চলে গেল। সে টগকে তাদের ভাষায় চেঁচামিচি করতে নিষেধ করল। তারপর তন্দ্রাহত পাহারাদারটার গলাটা দুহাত দিয়ে টিপে ধরল। সে চীৎকার করতে পারল না। দেখতে দেখতে তার মুখটা নীল হয়ে গেল। তার জিবটা বেরিয়ে এল মুখ থেকে। পাহারাদারটা মরে গেলে খাঁচার কাঠ খুলে টগকে মুক্ত করল টারজন। তারপর খাঁচার ভিতরে পাহারাদারের মৃতদেহটা ভরে রেখে টগকে নিয়ে গাছে উঠে পড়ল।

টারজন এবার টগকে বলল, তুমি টিকার কাছে চলে যাও। সে তোমার। টারজন তাকে চায় না।

টগ বলল, তুমি কি অন্য কোন মেয়ে পেয়েছ?

টারজন বলল, সব পশুপাখিদেরই একজন করে প্রেমিকা আছে। তারা সব একই জাতের। কিন্তু টারজনের কোন প্রেমিকা নেই। তুমি একজন বাঁদর-গোরিলা, টিকাও বাঁদর-গোরিলা। কিন্তু টারজন মানুষ। সে একাই থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

টারজন গাছের উপর থেকে দেখল, একদল নিগ্রো যোদ্ধা একটা বড় রকমের গর্ত খুঁড়ছে। জঙ্গলের মধ্যে পথের ধারে এত বড় গর্তটা কেন খুঁড়ছে তারা তা বুঝতে পারল না সে। গর্তটার মধ্যে পাঁচ-ছ'জন মানুষ অনায়াসে ঢুকে থাকতে পারে। গর্তটা খোঁড়া শেষ হয়ে গেলে তার ফাঁকটা বন্ধ করে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে কতকগুলো পাতা আর কিছু ঘাস চাপিয়ে দিল।

যোদ্ধারা সেখান থেকে চলে যেতেই টারজন গাছ থেকে নেমে গর্তটার চারদিকে ঘুরে সেটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। উপর-থেকে দেখে সেটাকে গর্ত বলে চেনাই যায় না। সে উপর থেকে কিছুটা মাটি সরিয়ে দেখে আবার মাটি চাপা দিয়ে সেখান থেকে বনে গিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ল। তারপর গাছে গাছে তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের কাছে চলে গেল।

পথে এক জায়গায় গাছের তলায় একটা সিংহকে দেখতে পেয়ে গাছের উপর থেকে তার উপর একটা ফল পেড়ে ছুঁড়ে মারল। সে তাকে উপহাস করতে করতে ডালের উপর নাচতে লাগল। সিংহটা রাগে গর্জন করতে লাগল। শেষে সিংহটা হতাশ হয়ে চলে গেল। টারজন একটা জোর চীৎকার করে আবার গাছে গাছে এগিয়ে যেতে লাগল তার গন্তব্যস্থলের দিকে।

এইভাবে কিছুটা যাওয়ার পর টারজন তার নাকের মধ্যে এক বিরাটকায় জন্তুর গন্ধ পেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল একটা হাতি এগিয়ে আসছে সেই দিকে। টারজন গাছের উপর একটা ডাল ভাঙতে তার শব্দে হাতিটা শুঁড় তুলে উপর দিকে তাকাল। সে ভাবল গাছের উপর তার কোন শত্রু আছে।

টারজন হাসতে লাগল। একটা নিচু ডালে নেমে এসে সে হাতিটাকে 'ট্যাণ্টর, ট্যাণ্টর' বলে ডাকতে লাগল। তার প্রশস্তি করে বলতে লাগল, তোমাকে আমি ভয় করি না। কিন্তু তোমার গায়ে সিংহের থেকে অনেক বেশী শক্তি আছে। তুমি বড় বড় গাছ মাটিসুদ্ধ তুলে ফেলতে পার, অথচ সামান্য একটা ডাল ভাঙার শব্দে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছ।

এরপর হাতিটা শুধু মুখে একটা শব্দ করল। সে শুঁড়টা তুলে ছোট ছোট চোখদুটো নিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে রইল আগের মত। তার লেজটা নামানো ছিল। সে টারজনকে দেখতে পায়নি তখনো।

টারজন এবার গাছের ডাল থেকে হাতিটার পিঠের উপর নেমে পড়ল। তার কানের নিচে হাতটা বোলাতে বোলাতে তাকে কত ভালবাসার কথা বলতে লাগল। হাতিটাও তার শুঁড়টা দোলাতে দোলাতে কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে লাগল। সে যেন টারজনের সব কথা বুঝতে পারছিল। হাতিটা টারজনের অনেক দিনের চেনা। ছেলেবেলা থেকে খেলা করে আসছে তার সঙ্গে। তার বন্ধুত্ব এবং এই ভালবাসার সম্পর্ক অনেক দিনের।

টারজন জানে বনের মধ্যে যেখান থেকেই হোক যে কোন জোর বিপদে পড়ে ডাক দিলে সে ডাক কোনরকমে শুনতে পেলেই তার সাহায্যে ছুটে আসবে সে। সে তার পিঠে উঠে বসলে সে তাকে তার কথামত যেকোন জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে হাতিটার পিঠের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে রইল টারজন। তার এখন কোন কাজ নেই। সময়ের তাড়া নেই। এই সারা জঙ্গলের মধ্যে কালার মৃত্যুর পর থেকে এই হাতিটাই তার একমাত্র ভালবাসার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে হাতিটা তাকে কতখানি ভালবাসে, তার ভালবাসার কোন প্রতিদান দেয় কি না তা সে বুঝতে পারে না।

টারজনের ক্ষিদে পাওয়ায় সে হাতিটার পিঠ থেকে আবার গাছের উপর উঠে পড়ল। তারপর শিকারের সন্ধানে চলে গেল।

শিকারের সন্ধানে প্রায় একঘণ্টা ঘুরে বেড়াল টারজন। তারপর হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ভাবতে ভাবতে সে এবার বেশ বুঝতে পারল কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো যোদ্ধারা কি কারণে বনের মধ্যে পথের ধারে সেই বিরাট গর্তটা খুঁড়ে রেখেছে। সে বুঝল তার প্রিয় বন্ধু ট্যাণ্টরকে ফাঁদে ফেলার জন্য সেই খালটা করেছে তারা। হাতিটা ঘুরতে ঘুরতে এতক্ষণে হয়ত সেই খালে এসে পড়েছে। সে জানে মূল্যবান দাঁত আর বেশী মাংসের লোভে হাতি শিকার করে নিগ্রোরা।

গাছের ডালে ডালে তীর বেগে যেতে লাগল টারজন। একসময় গাছ থেকে নেমে বনপথের উপর দিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ একটা গণ্ডার তার মাঝে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। টারজন দেখল গণ্ডারটা খড়্গ উঁচিয়ে তাকে আক্রমণ

করতে উদ্যত হয়ে উঠেছে। এখনই গাছে ওঠার সময়। কারণ সে তার ছোট ছোট চোখদুটো দিয়ে লক্ষ্য করছে তাকে। গণ্ডার ওর মাথাটা দেখতে পায়। পাশ না ফিরলে পাশের চোখ দিয়ে দেখতে পায় না সে। টারজন হঠাৎ পাশ দিয়ে গণ্ডারটার পিঠের উপর বিদ্যুৎ বেগে উঠে পিছন দিকে লাফ দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে গাছে উঠে পড়ল। গণ্ডারটা পাশ ফেরার আগেই তার নাগালের বাইরে গাছটার ডালের উপর উঠে পড়েছে সে।

এরপর আর সেখানে অপেক্ষা না করে গাছে গাছে আবার এগিয়ে যেতে লাগল। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর সে দেখল একদল শিকারী চীৎকার করছে দূরে। টারজন বুঝতে পারল ওরা ঠিক হাতিটাকে তাড়া করেছে।

আরো কিছুটা এগিয়ে টারজন দেখল হাতিটা শিকারীদের তাড়া খেয়ে এই দিকেই ছুটে আসছে। শিকারীরা তার পিছনে কিছুটা দূরে আছে। টারজন চীৎকার করে প্রথমে হাতিটাকে থামতে বলল। কিন্তু হাতিটা তা বুঝতে না পেরে প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল।

টারজন তখন গাছ থেকে নেমে হাতিটার সামনে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে বলল, থাম।

হাতিটা তাকে এবার চিনতে পেরে থামল। টারজন তখন চোরা গর্তটার উপরকার মাটিগুলো তাড়াতাড়ি সরিয়ে হাতিটাকে গর্তটা দেখিয়ে দিয়ে তাকে সরে যেতে বলল। হাতিটা তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সরে গেল সেখান থেকে।

টারজন তখন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে যেতে গিয়ে পড়ে গেল গর্তটার মধ্যে। হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগায় সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

এদিকে আবার নিগ্রো শিকারীরা হাতিটার লোভে সেখানে এসে পড়ল। তারা ভাবল হাতিটা এতক্ষণে ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেছে। কিন্তু তারা সেখানে গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে হাতিটাকে দেখতে পেল না। দু-তিনজন শিকারী গর্তের মধ্যে নেমে টারজনকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তারা টারজনকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে তার হাত পা বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে ওরা গাঁয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। টারজনের চেতনা ফিরে না আসায় তাকে তারা কাঁধের উপর তুলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

গাঁয়ের সামনে ফাঁকা মাঠটায় গিয়ে শিকারীরা বিজয়সূচক চীৎকার করতে লাগল। বনদেবতার মত দেখতে যে শ্বেতাঙ্গ লোকটা এতদিন তাদের গাঁয়ে এসে কত অত্যাচার করেছে, সবার অলক্ষ্যে অগোচরে এসে তাদের গাঁয়ের কত লোককে মেরে রেখে গেছে, কত অস্ত্র চুরি করে নিয়ে গেছে, পথে কত লোকের গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করেছে, সেই শ্বেতাঙ্গ দানব আজ বন্দী হয়েছে তাদের হাতে। সত্যিই এটা একটা গর্বের ব্যাপার তাদের কাছে।

বন্দীকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের সমস্ত নারী, পুরুষ, শিশু ও যোদ্ধারা

এসে টারজনের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। যাদের বাড়ির লোকরা টারজনের হাতে মারা যায় এর আগে সেই সব মেয়েরা টারজনের বুকের উপর চড় ও ঘুষি মারতে লাগল। এইভাবে অনেকে ভিড় করে এসে টারজনকে মারতে থাকায় মবঙ্গা ছুটে এসে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে বলল, আজকের রাতটা বন্দীকে বাঁচিয়ে রাখব আমরা।

মবঙ্গার নির্দেশে কয়েকজন যোদ্ধা টারজনকে একটা কুঁড়েঘরের দিকে নিয়ে গেল। তখন দুপুরবেলা। টারজনের দূরে জঙ্গল থেকে একটা শব্দ কানে এল। গাঁয়ের কোন লোক সে শব্দ শুনতে না পেলেও টারজন সে শব্দ শুনতে পেল ও তার মানে বুঝতে পারল। সে তখন যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে জোরে অদ্ভুতভাবে একটা চীৎকার করল। টারজন বুঝতে পারল তার প্রিয় হাতিটা তাকে ডাকছে। টারজন চীৎকার করে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আবার ওদের সঙ্গে যেতে লাগল।

একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে টারজনকে বন্দী করে রাখল ওরা।

সারাটা বিকেল ধরে টারজন তার হাত পায়ের বাঁধনগুলো খোলার চেষ্টা করতে লাগল। বাঁধনগুলো ক্রমে আলগা হয়ে এল। সন্ধ্যে হতেই ওরা উৎসবে মেতে উঠল গাঁয়ের সেই ফাঁকা জায়গাটায়। একজন যোদ্ধা এসে টারজনকে তুলে ওদের উৎসবের মাঝখানে নিয়ে গেল। কিন্তু টারজনের হাত পায়ের বাঁধনগুলো তখন খুলে যাওয়ায় টারজন একটা লাফ দিয়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল খালি হাতে। সে ঘুষি মেরে অনেক যোদ্ধাকে ঘায়েল করল। বেশ কয়েকজন যোদ্ধা তার সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি করেও আর বাঁধতে পারল না। তখন গাঁয়ের সর্দার মবঙ্গা এসে বলল, তোমাদের মধ্যে একজন ওর গায়ে বর্শা মেরে ওকে ঘায়েল করো। তারপর বেঁধে ফেলবে ওকে।

কিন্তু টারজনকে ঘিরে ওদের অনেক যোদ্ধা লড়াই করতে থাকায় তার গায়ে বর্শা ছোঁড়ার কোন সুযোগ পাচ্ছিল না। একজন যোদ্ধা একটা বর্শা উঁচিয়ে টারজনের বুকটা লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে থাকলে গাঁয়ের প্রান্তে বনের ধারে ডালপালা ভাঙ্গার শব্দ হলো। সকলে সেইদিকে তাকিয়ে দেখল একটা বিরাট জন্তু অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে সেইদিকে এগিয়ে আসছে। টারজন বুঝতে পারল তার প্রিয় ট্যানটর এতক্ষণে মুক্ত করতে আসছে তাকে। টারজন চীৎকার করে হাতিটাকে ডাকতে লাগল।

হাতিটার দাঁত দেখে মবঙ্গার আশা হলো। সে তার যোদ্ধাদের বর্শা নিয়ে হাতিটাকে আক্রমণ করতে বলল। কিন্তু কেউ তাকে আক্রমণ করার আগেই হাতিটা তীরবেগে এসে টারজনের চারপাশে ঘিরে থাকা যোদ্ধাদের একে একে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে দূরে ফেলে দিতে লাগল। দুই-একজন হাতিটার পায়ের তলায় পড়ে মরল। অনেকে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। উৎসব ভেঙ্গে গেল। অবশেষে টারজনকে শুঁড় দিয়ে তার পিঠের উপর চাপিয়ে হাতিটা গাঁয়ের গেট

পার হয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। মবজার যোদ্ধাদের মধ্যে দু-চারজন বর্শা হাতে কিছুটা ছুটে গেল। ততক্ষণে হাতিটা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায়।

তৃতীয় অধ্যায়

কিছুদিন পর টারজন বাঁদর-গোরিলাগণের মাঝে ফিরে এসে দেখল টিকা মা হয়েছে। টগের ঔরসে এক সন্তান জন্মেছে তার। ছেলেটাকে কোলে করে বসেছিল টিকা। ছেলেটাকে দেখে কোলে নিতে ইচ্ছা করছিল তার। টিকাকে একদিন সে ভালবাসত। তাই সে তার সন্তানকে কোলে নিয়ে আদর করতে চায়।

কিন্তু টিকার কাছে টারজন যেতেই টিকা ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল টারজন তার সন্তানের ক্ষতি করবে, সে তাই দাঁত বার করে তাড়া করল টারজনকে। টগ টারজনকে তার টিকার কাছে যেতে দেখলে সেও তাড়া করল টারজনকে। টারজন জানে বাঁদর-গোরিলাদের স্মৃতি বড় ভঙ্গুর, বড় ক্ষীণ। টগকে একদিন সে খাঁচা থেকে মুক্ত করে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। টিকাকেও একদিন এক চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচায়। কিন্তু সেকথা তারা দুজনেই ভুলে গেছে।

টিকা তাকে তেড়ে এলেও টারজন আবার তার কাছে গিয়ে বলল, ছেলেটাকে একবার আমার হাতে দাও। আমি একবার দেখব।

টিকা বলল, চলে যাও তুমি। টগ তোমাকে মেরে ফেলবে।

টগ আবার ছুটে এসে টারজনকে আক্রমণ করল। টারজন তাকে মজা করার জন্য ছুটে পালিয়ে গিয়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। টগও ছুটে গিয়ে গাছের নিচের ডালটাতে উঠল। টারজন তখন তার ফাঁসের দড়িটা টগের পায়ে ছুঁড়ে দিয়ে পা দুটো আটকে দিল। টারজন ফাঁসের দড়িটা গাছের ডালে বেঁধে দিতে টগ উপর দিকে পা করে শূন্যে ঝুলতে লাগল।

টিকা তখন তার কোল থেকে তার ছেলেটাকে ফাঁকা জায়গাটায় ঘাসের উপর নামিয়ে দিয়ে টগের অবস্থা দেখার জন্য গাছটার তলায় চলে এল। টারজনও সেখানে গেল। অন্যান্য বাঁদর-গোরিলারা মজা দেখছিল। টগের হাতে তাদের

অনেকেই নিগৃহীত হয়েছে। টগের হাতে তারা অনেক মার আর তার দাঁতের কামড় খেয়েছে। তাই তার এই অবস্থায় তারা মজা পাচ্ছিল।

হঠাৎ টারজন লক্ষ্য করল টিকার ছেলেটা যেখানে নামানো ছিল তার অদূরে ঝোপের ধারে একটা চিতাবাঘ ওৎ পেতে বসে আছে ছেলেটাকে ধরার জন্য। বাঘটা ক্রমশই এগিয়ে আসছিল ছেলেটার দিকে। টারজন তাই টগের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে গেল বাঘটার দিকে। টিকা ভাবল টারজন তার ছেলেটাকে নিতে যাচ্ছে। সে তাই টারজনকে বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু টারজন টিকার দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে গেল।

চিতাবাঘটা এবার সামনে টারজনকে দেখে ছেলেটার দিকে না তাকিয়ে টারজনকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। সে ভাবল ছেলেটাকে তুলে নিতে গেলেই টারজন তাকে আক্রমণ করবে। টারজনও তখন ছেলেটাকে সরিয়ে নিতে গেলেই বাঘটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। টিকা এবার তার ছেলেটার কথা ভেবে জোর চীৎকার করে উঠতে টগ ও অন্যান্য বাঁদর-গোরিলারা সেদিকে ছুটে গেল। কিন্তু তারা কেউ চিতাবাঘটার কাছে এগিয়ে যেতে পারল না।

টারজন তার হাতের ছুরিটা শক্ত করে ধরে চিতাবাঘটা তাকে কামড়াবার আগেই লাফ দিয়ে তার পিঠের উপর চেপে তার গলাটা ধরে তার পাঁজরে বসিয়ে দিল ছুরিটা। চিতাবাঘটা টারজনকে তার পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। এই অবসরে টিকা তার বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। এবার সে নিরাপদ।

চিতাবাঘটার পিঠ থেকে টারজন একবার নেমে পড়তেই সে তার একটা থাবার নখ দিয়ে টারজনের জানুর উপর পাছার কাছটার অনেকখানি ছিঁড়ে দিল। টগ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে এবার বাঘটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড়টা কামড়াতে লাগল। টারজনও বারবার তার ছুরিটা বাঘটার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় বসাতে লাগল। অন্য সব বাঁদর-গোরিলাগুলোও চিতা-বাঘটার গলায় কামড় দিতে লাগল। অবশেষে বাঘটা মরে যেতে টারজন তার পায়ের উপর একটা পা রেখে বিজয়সূচক একটা জোর চীৎকার করে উঠল। সব বাঁদর-গোরিলাগুলো একে একে টারজনের অনুকরণে তাই করল।

টিকা এবার ছেলেটাকে কোলে করে টারজনের কাছে এসে দাঁড়াল। আর তার কোন ভয় নেই। টারজন এবার তার হাতদুটো বাড়াতেই টিকা তার ছেলেটাকে তুলে দিল টারজনের হাতে। টারজন ছেলেটাকে আদর করতে লাগল। টিকা তখন টারজনের গায়ে যেখানে যেখানে রক্ত ঝরছিল সেই জায়গা-গুলো জিব দিয়ে চেটে দিতে লাগল। টগও তাই করতে লাগল।

টারজন তার মৃত বাবার কেবিনে অনেকগুলো বইএর মধ্যে একটা অভিধান খুঁজে পেয়েছিল। সে কোন ইংরিজি উচ্চারণ করতে না পারলেও ইংরিজি

শব্দ পড়তে বা লিখতে পারত। অভিধানে সব কথার মানে লেখা থাকে। একদিন অভিধান ঘাঁটতে ঘাঁটতে 'ঈশ্বর' এই শব্দটা খুঁজে পেল। তার মানে হচ্ছে পরম সত্তা, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বের ত্রাণকর্তা।

কিন্তু কে এই ঈশ্বর তা জানে না টারজন। কেউ তাকে দেখেছে কি না তাও সে জানে না। বাঁদর-গোরিলাদলের মধ্যে মুমগো নামে এক বুড়ো গোরিলা ছিল। তার বয়স দলের সবার থেকে বেশী। টারজন তাকে বলল, তুমি ঈশ্বর কি জান? কখনো দেখেছ তাকে?

মুমগো বলল, আমরা চাঁদকেই ঈশ্বর বলে জানি। এই চাঁদকে আমরা গর্গো বলি। গর্গোই আকাশে মেঘ আর বৃষ্টি আনে, বজ্র হানে।

টারজন একটা বড় গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালের উপর উঠে দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, নেমে এস চাঁদ, তুমি ঈশ্বর নও, কোন দেবতাও নও। তুমি কখনই টারজনের মত শক্তিশালী নও। তুমি নেমে এলেই টারজন তোমাকে খুন করবে।

কিন্তু গর্গো বা চাঁদ আকাশ থেকে নেমে না আসায় হতাশ হয়ে গাছ থেকে নেমে এল টারজন। আকাশে তখন মেঘ করে আসায় সে মুমগোর কাছে গিয়ে বলল, দেখ, আমার ভয়ে তোমাদের চাঁদ মেঘের মধ্যে লুকিয়েছে।

মুমগো বলল, তুমি গোমাঙ্গানীদের কাছে যাও। তাদের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ লোক আছে। তারা আমাদের থেকে বেশী বুদ্ধিমান। তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেককিছু জানে।

একথা শুনে টারজন সোজা মবঙ্গাদের গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সে যখন গাঁয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাঁয়ের কাছাকাছি একটা গাছ থেকে সে দেখল গাঁয়ে আজ একটা উৎসব হচ্ছে। গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ একটা ফাঁকা জায়গায় জড়ো হয়েছে। একটা কড়াইয়ে জল ছিল।

টারজন দেখল গাঁয়ের পুরুষরা আজকের এই উৎসবের জন্য গায়ে মুখে রং মেখেছে। এ উৎসবের প্রকৃতি ভিন্ন। সকলের মাঝখানে অদ্ভুত ধরনের একটা লোক রয়েছে। তার মুখটা মোষের মত। অর্থাৎ মোষের মুখোস পরেছে। তার হাতে একটা জেব্রার লেজ আর অন্য হাতে একগোছা তীর। লোকটাকে গাঁয়ের সবাই ও তাদের সর্দার মবঙ্গা খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করছে।

টারজন ভাবল এই লোকটাই হয়ত ঈশ্বর। সে দেখল তিনজন যুবক যোদ্ধা সেই অদ্ভুত লোকটার সামনে গিয়ে তার হাত থেকে প্রথমে যুদ্ধের বর্শা নিল। এই বর্শা নিয়ে তারা যুদ্ধে নামবে। মবঙ্গাদের যাদুকর পুরোহিত জেব্রার লেজটা সেই কড়াইএর জলে ডুবিয়ে সেই জল যুবক যোদ্ধাদের গায়ে ছিটিয়ে দিল।

টারজন সেই যাদুকর পুরোহিতটাকেই ভগবান ভেবে গাছ থেকে নেমে সব বিপদের কথা ভুলে গিয়ে সোজা সেই উৎসবের জায়গাটায় চলে গেল। গাঁয়ের সবাই টারজনকে দেখেই বুঝতে পারল এই সেই ভয়ঙ্কর বনদেবতা যে তাদের

অলক্ষ্যে অগোচরে বারবার বহু অত্যাচার করে যায়। দিনের বেলা হলে তারা হয়ত একযোগে বর্শাবিদ্ধ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত টারজনের উপর। কিন্তু তখন রাত্রিবেলা এবং যাদুকরের মন্ত্র শুনতে শুনতে তাদের মন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে যায় তারা। তারা সকলেই ছুটে পালিয়ে গিয়ে তাদের আপন আপন ঘরে আশ্রয় নিল। টারজন দেখল তার সামনে একমাত্র যাদুকর পুরোহিত ছাড়া আর কেউ নেই।

টারজন তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ঈশ্বর?

এ কথার মানে বুঝতে পারল না যাদুকর। সে টারজনকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্য 'বুঃ—' বলে একটা চীৎকার করে লাফ দিল। টারজন কোন ভয় না পেয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে যাদুকর তার হাতের তীর দিয়ে একটা গণ্ডী কেটে দিল। তার হাতের জেব্রার লেজটা চামরের মত করে দোলাতে লাগল। তার মানে এই যে টারজন সেই গণ্ডী পার হতে পারবে না।

যাদুকর বলল, এই গণ্ডীর রেখাটা পার হলেই তুমি মারা যাবে। আমার মা ছিল ভূত, আমার বাবা ছিল একটা সাপ। আমি সিংহের হৃৎপিণ্ড আর চিতাবাঘের নাড়ীভুঁড়ী খেয়ে থাকি। আমি জীবন্ত মানবশিশু দিয়ে প্রাতরাশ করি। জঙ্গলের যতসব দৈত্য-দানবরা আমার ক্রীতদাস।

কিন্তু যাদুকরটা যখন দেখল কিছুতেই ভয় পেল না টারজন এবং তাকে ধরার জন্য তার দিকে গণ্ডী পার হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে সে তখন পিছন ফিরে ছুটে পালাতে লাগল। সে একটা কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। টারজন তবু ছাড়ল না। সে বলল, পালিও না, এস। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

যাদুকরটা তবু ছুটতে লাগল। কিন্তু সে ঘরটার ভিতরে ঢুকতে যেতেই তাকে ধরে ফেলল টারজন। তার মুখোশটা টেনে খুলে দিল। তার হাত থেকে জেব্রার লেজটা নিয়ে নিল। তারপর অন্ধকার ঘরটার এক কোণ থেকে তাকে টেনে বাইরের বারান্দায় যেখানে চাঁদের আলো পড়েছিল সেইখানে নিয়ে এল।

টারজন তাকে বলল, এই তুমি ঈশ্বর! তুমি যদি সর্বশক্তিময় ঈশ্বর হও তাহলে আমি টারজন তোমার থেকে অনেক বড়। এই সারা জঙ্গলের মধ্যে আমার থেকে শক্তিশালী কেউ নেই। যেকোন মাঙ্গানী বা গোমাঙ্গানীর থেকে আমি বড়। আমি বহু সিংহ আর চিতাবাঘ বধ করেছি। দেখছ আমাকে?

এই বলে সে যাদুকরের ঘাড়টা এমনভাবে মুচড়ে দিল যে সে বসে থাকতে থাকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। টারজন তাকে অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে সেখান থেকে বেরিয়ে বনে যাবার পথ ধরল। গাঁয়ের সব ছোকরারা তাদের ঘরের দরজা থেকে দেখছিল সবকিছু। বিশেষ করে, সর্দার সর্বদা লক্ষ্য রাখছিল টারজনের উপর। যাদুকরের শক্তিতে সে বিশ্বাস না করলেও এই শক্তিটি সে

তার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কাজে লাগাত। এই যাদুকর পুরোহিত তার হাতে থাকায় গাঁয়ের কোন যোদ্ধা তার উপর কোন কথা বলার সাহস পেত না কখনো। সেই যাদুকর পুরোহিতের সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রভাব আজ একেবারে খর্ব ও ধূলিসাৎ করে দিল টারজন। তাই সে টারজনকে হত্যা করে দেখাতে চাইল যাদুকর-পুরোহিতই ঠিক এবং তাকে অপমান করার আগেই বিদেশী দৈত্যটার মৃত্যু হয়েছে।

এই ভেবে টারজনের পিছু পিছু বর্শা হাতে ছুটল মবঙ্গা। কিন্তু টারজন বাতাসে গন্ধ শুঁকে মবঙ্গার অনুসরণের কথা জানতে পারল। সে তাই একসময় হঠাৎ আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে মবঙ্গার হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নিয়ে তাকে এক-ঝটকায় ফেলে দিল মাটিতে। তারপর তার হাতের ছুরিটা তুলে ধরল তার বুকে বসিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু মবঙ্গার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখে দয়া হলো তার। মবঙ্গা বুড়ো হয়েছে। সে মাথায় যত সমস্ত জমকালো পোশাক পড়ে থাকত বলে তার বার্ধক্যজর্জরিত মুখটা এতখানি খুঁটিয়ে দেখেনি কোনদিন। মবঙ্গাকে হত্যা না করে উঠে চলে গেল টারজন। সোজা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

টারজন চলে গেলে মবঙ্গার চেঁচামেচিতে গাঁয়ের সব লোক ছুটে এসে টারজনের খোঁজ করতে গিয়ে তার দেখা পেল না কোথাও। রাত্রিকালে জঙ্গলে ঢুকতে সাহস পেল না তারা। সারাদিন পর বাঁদর-গোরিলাদের কাছে ফিরে এসে টারজন দেখল টিকা ভয়ে আর্তনাদ করছে। তার ছেলে গজনকে একটা বড় সাপে ধরেছে। তাকে কামড়ায়নি, শুধু তার চারদিকে কুণ্ডলি পাকিয়ে আগলে আছে। কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখার পর আর থাকতে পারল না টিকা। সে সাপকে সবচেয়ে ভয় আর ঘৃণা করত। তবু সে তার সন্তানকে বাঁচাবার জন্য সাপটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে কামড় বসাতে লাগল তার উপর। সাপটা টিকাকে জড়িয়ে ধরতেই টারজনও তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাপটার গায়ে ছুরিটা বসিয়ে দিল। সাপটা তখন তিনজনকে তার বিরাট লেজ দিয়ে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু বার বার তার গায়ে ছুরি বসিয়ে দিতে ক্রমে নিস্তেজ ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল সাপটা। টারজন তখন সহজেই টিকার ছেলে ও টিকাকে মুক্ত করল। তারপর নিজে সাপের লেজটা সরিয়ে বেরিয়ে এল।

টারজন ভাবল সব মানুষের মনের মধ্যে এক বৃহত্তর শক্তি কাজ করে। তা যদি না হবে কেন তবে সে তার শত্রু মবঙ্গাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মারল না, কেন সে একদিন টিকার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য ক্ষুধিত চিতাবাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর কেনই বা আজ সে সাপটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজের জীবন বিপন্ন করে? তার মতে বলে এই বৃহত্তর শক্তির মধ্য দিয়েই ঈশ্বর কাজ করে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

সেদিন টারজন যখন ঘাস দিয়ে একটা দড়ি তৈরী করছিল, টিকার ছেলে গজন তখন তাকে প্রায়ই বিরক্ত করছিল। নতুন দড়িটা তৈরী হয়ে গেলে পুরনো দড়িটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। আজকাল গজন কিছুটা বড় হওয়ায় টারজন তার সঙ্গে সময় পেলেই খেলা করে। তাকে সে ভালবাসে। তাকে নানারকমের উপদেশ দিয়ে তাকে মনের মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। গজনকে তার ভালবাসার প্রথম কারণ হলো সে টিকার সন্তান আর টিকাই তার জীবনে প্রথম নারী যাকে সে ভালবাসে। দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে জীবনে তার কোন সাথী বা ভালবাসার জন না থাকায় গজনকে নিয়ে সে তার মনের সেই শূন্য আসনটা পূরণ করতে চায়।

কিন্তু নতুন দড়িটা তৈরী হয়ে গেলে সে সেটা নিয়ে একা শিকারে বেরিয়ে যেতেই সেদিন কিন্তু অদ্ভুত এক খেয়াল চাপল টারজনের মাথায়। সে মনে মনে ঠিক করল এবার থেকে সে এক মানব সন্তানকে কাছে রেখে তাকে পালন করবে, তাতে সে কৃষ্ণকায় হলেও চলবে। তাকে সে তার অন্তরের সব স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দেবে। টিকার ছেলে তার মত মানুষ নয়, এক জন্তু। সে তার মনের কথা ঠিক বুঝতে পারে না। শ্বেতাঙ্গ মানুষ দেখেনি সে। তাই এক কৃষ্ণাঙ্গ শিশুর খোঁজে মবঙ্গাদের গাঁয়ের পথে রওনা হলো সে।

মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে একটা নদী ছিল। সেই নদীর ঘাটে এক নিগ্রো যুবতী মাছ ধরছিল। তার বয়স তিরিশ। তার কোমরে ঘাস ও লতাপাতার তৈরী এক আচ্ছাদন ছাড়া সর্বাঙ্গ অনাবৃত ছিল। তার গায়ে নানারকমের ধাতব গয়না ছিল। নদীর পারে তার বছর দশেকের একটা ছেলে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটি ভিন্নজাতীয়। বহুদিন আগে মবঙ্গাদের যোদ্ধারা ভিন্ন দেশ থেকে ধরে এনে গাঁয়ের এক যোদ্ধার সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। সেই থেকে সে এই গাঁয়েই রয়ে গেছে।

গাছ থেকে নেমে পাশের একটা ঝোপ থেকে লক্ষ্য করল টারজন, ছেলেটা কালো হলেও দেখতে ভাল। তার চেহারাটা বেশ গোলগাল। টারজন তার দড়ির ফাঁসটা ছেলেটার গায়ের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর দড়িটা ধরে টান দিতেই ফাঁসটা ছেলেটার দুটো হাত সমেত গাটাতে আটকে গেল। এবার সে ছেলেটাকে টানতে টানতে গাছের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। ছেলেটার জোর চীৎকারে তার মা মাছধরা ফেলে ছুটে এল।

কিন্তু ততক্ষণে ছেলেটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে গাছের উপর উঠে পড়েছে টারজন। ছেলেটাও নিজেকে মুক্ত করার জন্য টারজনকে কামড়াতে ও লাথি মারতে লাগল। তার মাও ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তাকে ধরার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে গাছের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল টারজন।

ছেলেটাকে নিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে একটা গাছের ডালে বসে টারজন তাকে বোঝাতে লাগল। বলল, শোন, কেঁদো না। আমার নাম টারজন। তুমি আমার ছেলের মত আমার কাছে থাকবে। আমি তোমার ক্ষতি করব না। আমি একজন বড় শিকারী। বাঘ সিংহ আমার কিছু করতে পারে না। সারা জঙ্গলের মধ্যে আমার থেকে শক্তিশালী আর কেউ নেই। আমার কাছে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।

কিন্তু টারজনের কোন কথা বুঝতে পারল না ছেলেটা। সে টারজনকে বনদেবতা মনে করে ভয় করছিল। তার সম্বন্ধে গাঁয়ে অনেক কথা শুনেছিল। সে শুধু তাকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য টারজনকে বার বার অনুনয়-বিনয় করছিল।

টারজন কিন্তু ছেলেটাকে সোজা তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের কাছে নিয়ে গেল। তারা নিগ্রো আদিবাসীদের শত্রু বলে ভাবত বলে নিগ্রো ছেলেটাকে 'গোমাঙ্গানী' বলে দাঁত বার করে তেড়ে এল। তখন টারজন তাদের সাবধান করে দিয়ে বলল, এ হচ্ছে টারজনের ছেলে। এর কোন ক্ষতি করো না তোমরা। তাহলে তোমাদের মেরে ফেলব। এ টিকার ছেলের সঙ্গে খেলা করবে। এর নাম টিবো।

টারজন টিকার ছেলে গজনকে এনে টিবোর সঙ্গে খেলা করতে দিল। কিন্তু টিবো কিছুতেই সহজ হতে পারছিল না। টারজন শিকার করতে যাবার সময় টিবোকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সে তাকে বাঁদর-গোরিলাদের কথা বলতে শেখাল। কিন্তু টিবো নরখাদক জাতির ছেলে হয়েও টারজনের এনে দেওয়া কাঁচা মাংস খেতে পারত না। তাছাড়া সে সব সময় তার মার কথা ভাবায় তার শরীর দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিল। এতে ক্রমেই চিন্তিত হয়ে পড়ল টারজন। সে তাকে নিয়ে বাঁদর-গোরিলাদের দল ছেড়ে দূরে থাকবে ঠিক করল।

এদিকে টিবোর মা মোমায়া তার ছেলেকে টারজন নিয়ে যাওয়ার পর থেকে স্থির থাকতে পারছিল না। সে তাদের গাঁয়ের যাদুকর পুরোহিতকে ডেকে তার ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তুকতাক করতে বলে। তাকে তার জন্য দুটো ছাগল দেয়। কিন্তু কোন কাজ না হওয়ায় তার থেকে বড় যাদুকর বুকাবাইয়ের কাছে যাবার কথা বলে তার স্বামীকে। তার স্বামী আবার কথাটা তাদের সর্দার মবঙ্গাকে বলে। কিন্তু মবঙ্গা মোমায়াকে বুকাবাই এর কাছে যেতে নিষেধ করল। বুকাবাই সেখান থেকে অনেক দূরে একটা পাহাড়ের গায়ে একটা গুহার মধ্যে থাকে। তার কাছে সব সময় দুটো হায়েনা থাকে। সে দুটো আসলে হলো

জুটো দৈত্য, হায়েনার রূপ ধরে থাকে। তাছাড়া সেখানে যেতে গেলে পথে বিপদ ঘটতে পারে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকখানি পথ যেতে হবে। মবঙ্গা ভাবছিল বুকাবাইয়ের তুকতাকে সত্যি সত্যিই কাজ হলে তাদের গাঁয়ের যাদুকর পুরোহিতের প্রভাব কমে যাবে আর তার ফলে গাঁয়ের লোকদের উপর তার আধিপত্য কমে যেতে পারে। এই ভেবে সে মোমায়াকে যেতে নিষেধ করছিল।

কিন্তু মোমায়া একদিন সন্ধ্যের সময় সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল গাঁ থেকে। সে শুধুহাতে একটা বর্শা নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা পথ চলতে লাগল। সে তার সন্তানকে ফিরে পাবার জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে চায়।

পরদিন সে বুকাবাইয়ের গুহার সামনে এসে হাজির হলো। কিন্তু গুহার ভিতর থেকে হায়েনাদের অট্টহাসির শব্দ আসতে থাকায় ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছিল না। অবশেষ বুকাবাইয়ের নাম ধরে বারকতক ডাকতে বুকাবাই বেরিয়ে এল গুহা থেকে। বয়সে বৃদ্ধ হলেও বুকাবাইয়ের দেহে শক্তি ছিল প্রচণ্ড। তার মুখে শ্বেতীর দাগ থাকায় মুখটা বিকৃত এবং ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল।

মোমায়া বলল, বনদেবতা আমার ছেলেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যা করার করো।

বুকাবাই বলল, এর জন্য পাঁচটা ছাগল, একটা শোবার মাদুর আর একটা তামার তার দিতে হবে আগে।

মোমায়া বলল, এত কোথায় পাব আমি?

শেষে ঠিক হলো তিনটে ছাগল আর একটা মাদুর দেবে মোমায়া। বুকাবাই বলল, আজ রাতেই আকাশের চাঁদ ওঠার দুঘণ্টা পরে ছাগল আর মাদুর নিয়ে আসবে।

মোমায়া বলল, আমি এখন ওগুলো কি করে আনব? তুমি আগে আমার টিবোকে এনে দাও। তারপর তুমি আমাদের গাঁয়ে এসে ওগুলো নিয়ে যাবে।

কিন্তু তাতে কিছুতেই রাজী হলো না বুকাবাই। হতাশ হয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের পথে রওনা হলো মোমায়া।

এদিকে তখন বুকাবাই যেখানে থাকত সেই পাহাড়টার কাছাকাছি জঙ্গলের এক জায়গায় টারজন ঘুরতে ঘুরতে শিকার করতে এসেছিল। একসময় সে টিবোকে একটা ঝোপের ধারে রেখে কিছুটা দূরে চলে যায়। টিবোর খুব ভয় করছিল। এমন সময় হঠাৎ ঝোপের ওধারে কার পায়ের শব্দ পেয়ে ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল সে। ঝোপের আড়াল থেকে সে দেখল একটা মেয়ে বর্শা হাতে সেইদিকে আসছে। মেয়েটি কাছে এলে সে উঠে দাঁড়াল। এবার মোমায়া তার ছেলেকে চিনতে পেরে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

এতক্ষণ একটা সিংহ ওদিকে একটা ঝোপের পাশ থেকে লক্ষ্য করছিল তাদের। মোমায়া বা টিবো কারোরই চোখে পড়েনি সেটা। এবার সিংহটা তাদের সামনে কিছুদূরে এসে থমকে দাঁড়াতেই মোমায়া তার হাতের বর্শাটা সজোরে সিংহটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা সিংহের গায়ের কিছুটা বিদ্ধ করে পড়ে গেল। তার গায়ের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। সিংহটা তাদের আক্রমণ করার জন্য সামনের পা তুলে উদ্যত হলো।

টিবোদের আর্ত চীৎকার কানে যেতে ছুটে এল টারজন। এসেই সে পিছন থেকে তার ছুরিটা সিংহটার পাঁজরে বসিয়ে দিল। ছুরিটা তুলে নিয়ে আবার বসিয়ে দিল। সিংহটা আগেই বর্শার আঘাতে কিছুটা জখম হয়েছিল। এবার টারজনের ছুরির আঘাতে সে নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সিংহটা লুটিয়ে পড়তে টারজনের ভয়ে ভীত হয়ে উঠল মোমায়া। সে টিবোকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরল। ভাবতে লাগল টারজন হয়ত আবার তার ছেলেকে ছিনিয়ে নেবে তার কাছ থেকে। কিন্তু টারজন সে ধরনের কোন ভাব দেখাল না। সে শুধু দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে মা ও ছেলের মিলন দৃশ্যটা দেখতে লাগল।

টিবো অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল, টারজন, তুমি আমাকে আমার মার সঙ্গে যেতে দাও। তোমার কথা আমরা কোনদিন ভুলব না। তুমি খুব ভাল লোক।

টারজন বলল, যাও। তবে আমি তোমাদের দুজনকে তোমাদের গাঁ পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব, কারণ পথে কোন বিপদ ঘটতে পারে।

টারজনের কথাটা তার মাকে বুঝিয়ে দিল টিবো। এতে খুশি হলো মোমায়া। ওরা তিনজনে তখনি রওনা হয়ে পড়ল ওদের গাঁয়ের পথে। এদিকে বুকাবাই তার গুহা থেকে বেরিয়ে মোমায়া কোন্ পথে যায় তা লক্ষ্য করতে গিয়ে এই ব্যাপারটা সব দেখল। দেখল বনদেবতা টারজন মোমায়ার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে এবং তারা বাড়ি চলে যাচ্ছে। তখন সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, মোমায়াকে যে ছাগল আর মাদুরের কথা বলেছে তা সে আদায় করে ছাড়বেই।

প্রায় দুদিন পর মবঙ্গাদের গাঁয়ে গিয়ে পৌছল ওরা। মোমায়া আর তার ছেলেকে গাঁয়ে পৌছে দিয়ে সেখান থেকে চলে এল টারজন।

কিন্তু বাঁদর-গোরিলাদলের মাঝে ফিরে গেল না। একা একাই শিকার করে বেড়াতে লাগল। এইভাবে প্রায় তিন দিন তার নিঃসঙ্গ জীবনটা খুব একঘেঁয়ে লাগায় সে বিকালের দিকে মবঙ্গাদের গাঁয়ের পথে রওনা হলো। সে ঠিক করল সন্ধ্যের দিকে একটা কি দুটো নিগ্রোযোদ্ধাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারবে। তাহলে তার বৈচিত্র্যহীন জীবনে অন্তত কিছুটা বৈচিত্র্য খুঁজে পাবে।

গাঁয়ের প্রান্তে বনের ধারে একটা গাছের উপর বসে লুকিয়ে যতটা পারল গাঁয়ের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে তা লক্ষ্য করতে লাগল। সহসা এক নারীকণ্ঠের কান্না শুনে চমকে উঠল টারজন। সে ভাল করে দেখল একটা গাঁয়ের ভিতরে একটা কুঁড়েঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে মোমায়া, আর কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

টারজন এই কান্না দেখে ভাবল নিশ্চয় মোমায়ার ছেলে টিবোকে আবার কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে অথবা তার কিছু ঘটেছে। ব্যাপারটা জানার জন্য টারজন নির্ভীকভাবে গাঁয়ের মধ্যে সেই কুঁড়েগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখে মোমায়া চিনতে পারল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে বনদেবতা ভেবে তার পায়ের উপর পড়ে পা দুটোকে জড়িয়ে ধরল। সে বলল, কে তার ছেলে টিবোকে আবার চুরি করে নিয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি মানুষ নও, দেবতা, আমার ছেলেকে এনে দাও। একমাত্র তুমিই তাকে আনতে পারবে।

মোমায়ার ভাষা বুঝতে না পারলেও তার বক্তব্যটা মোটামুটি বুঝতে পারল টারজন। সে সেখানে আর না দাঁড়িয়ে গাঁ থেকে বেরিয়ে বনে চলে গেল। টিবোকে সে সত্যিই ভালবাসত। সে তার খোঁজে চলে গেল। তাকে সে তার মার কাছে এনে দেবেই।

গাছে গাছে ক্রমাগত যাবার পর যেখানটায় দিনকতক আগে তার মার সঙ্গে টিবোর দেখা হয়, বুকাবাইএর গুহার কাছে সেই জায়গাটায় গিয়ে গাছ থেকে নামল টারজন।

সেখানে গিয়ে টারজন দেখল সেখান থেকে পাহাড়ের দিকে যে মাটির পথটা চলে গেছে সেপথে একটা ছেলে আর একটা বয়স্ক লোকের পায়ের ছাপ রয়েছে। সেই সঙ্গে দুটো হায়েনার পায়ের ছাপও রয়েছে।

সেই ছাপ অনুসরণ করে সোজা বুকাবাইএর গুহার সামনে গিয়ে পৌঁছল টারজন। দেখল তখন বুকাবাই নেই। দুটো হায়েনা তাকে তেড়ে এল। টারজন গন্ধ শুঁকে বুঝল এই গুহার মধ্যেই টিবো আছে। টিবোকে দুটো হায়েনার পাহারায় রেখে বুকাবাই তার ছাগল আদায় করার জন্য মবঙ্গাদের গাঁয়ে মোমায়ার কাছে গিয়েছিল।

বুকাবাই এর আগে আর একদিন ঐ গাঁয়ে গিয়ে মোমায়ার সঙ্গে দেখা করে। টিবো তখন তার মার কাছেই ছিল। বুকাবাই গিয়ে মোমায়াকে বলে, আমার তুকতাকের জোরেই তুমি তোমার ছেলেকে ফিরে পেয়েছ। আমার জন্যই বনদেবতা ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার ছেলেকে। অতএব কথামত আমাকে পাঁচটা ছাগল দিয়ে দাও। আর একটা শোবার মাদুর আর তামার তার।

মোমায়া বলে, তুমি ত আমার জন্য কিছুই করোনি। তুমি ত বললে ছাগল না দিলে কিছুই করবে না। আমি তাই চলে এলাম।

বুকাবাই তবু শুনল না। সে তার দাবি আদায়ের জন্য চাপ দিতে লাগল মোমায়ার উপর। কিন্তু মোমায়া কিছু দিতে না চাইলে সে রেগে চলে আসে। পরদিন সে গাঁয়ের বাইরে লুকিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকে। একসময় গাঁয়ের বাইরে টিবোকে একজায়গায় খেলা করতে দেখে তাকে জোর করে তুলে এনে তার গুহায় বন্দী করে রাখে।

তারপর আবার একদিন টিবোকে গুহার ভিতর হায়েনাদুটোর পাহারায় রেখে মবঙ্গাদের গাঁয়ে চলে আসে বুকাবাই। সে মোমায়াকে বলে, আমি তোমার ছেলে যাতে ফিরে আসে তার ব্যবস্থা করব। আমাকে ছাগলগুলো দিয়ে দাও।

মোমায়া বলে, তুমিই আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গেছ। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দাও। তাহলে তোমাকে দুটো ছাগল দেব। এর বেশী ছাগল আমার নেই।

বুকাবাই বলে, তোমার ছেলেকে আমি চুরি করে নিয়ে যাইনি। তবে আমি জানি সে একজায়গায় ভালই আছে। তবে দেরী হলে তার বিপদ ঘটতে পারে।

মোমায়া তখন তার ঘরে তার স্বামীকে ডাকতে গেল। সেখানে মবঙ্গা আর গাঁয়ের যাদুকর পুরোহিত রাব্বা কেগাও ছিল। মবঙ্গা তাকে ডেকে টিবোর ব্যাপারে কি করা যায় তা নিয়ে কথা বলছিল।

মবঙ্গা, মোমায়ার স্বামী ইবেতো আর যাদুকর কেগা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বুকাবাইএর সঙ্গে দেখা করল। মবঙ্গা বুকাবাইকে বলল, তুমি যাদুর কি জান? কি ওষুধ তৈরী করবে? কোন যাদু এখনি দেখাতে পারবে?

বুকাবাই বলল, হ্যাঁ পারব। আমাকে কিছুটা আগুন এনে দাও।

মবঙ্গা মোমায়াকে আগুন আনতে পাঠিয়ে দিল। মোমায়া একটা পাত্রে করে বেশকিছুটা আগুন আনল। বুকাবাই সেই আগুন থেকে কিছুটা নিয়ে মাটিতে ফেলে তার কোমরে বাঁধা একটা থলে থেকে কিছু পাউডার জাতীয় একটা বস্তু আগুনটায় ছড়িয়ে দিল। তার থেকে প্রচুর ধোঁয়া বার হতে লাগল। তখন বুকাবাই চোখ বন্ধ করে কি বিড় বিড় করে বকতে বকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ার ভান করল। মবঙ্গা ও উপস্থিত সকলে তা দেখে অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

রাব্বা কেগা তা দেখে ঘাবড়ে গেল। সে তখন তার নিজের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। যে পাত্রটাতে আগুন ছিল তার উপর গোটা-কতক শুকনো পাতা ফেলে দিল সে। তার থেকে ধোঁয়া বার হতে লাগল। কেগা তখন চোখ বন্ধ করে মুখটা পাত্রের উপর নামিয়ে অপদেবতাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

বুকাবাই এবার তার ভান করা মূর্ছা ভেঙ্গে উঠে একবার গর্জন করে উঠল।

তারপর সে হাতদুটো শক্ত করে টান করে ছড়িয়ে বসে বলল, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। তবে শয়তান বনদেবতা তাকে ধরতে পারেনি। সে একা আছে, তবু খুব বিপদের মধ্যে আছে। আমাকে দশটা ছাগল দিলে এখনো উদ্ধার করা যাবে তাকে।

এবার কেগা বলল, আমিও তাকে দেখতে পাচ্ছি। তবে বুকাবাই যা বলল তা নয়। সে এখন মৃত। সে এখন নদীর তলায় পড়ে রয়েছে।

মবঙ্গাদের গাঁয়ে যখন এইভাবে দুই যাদুকরের লড়াই চলছিল এবং গাঁয়ের সর্দার যখন কোনমতেই বুঝে উঠতে পারছিল না তখন টারজন বুকাবাইএর গুহার মধ্যে টিবোকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে লাগল। টারজন ঢুকে দেখল টিবো কাঁদছে আর তার দুদিকে দুটো ক্ষুধিত হায়েনা তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য উদ্যত হয়েছে। টারজন ঢুকতেই হায়েনাদুটো টিবোকে ছেড়ে টারজনকে তেড়ে এল। টারজনের কাছে একটা ছুরি ছিল। কিন্তু সেটা ব্যবহার না করে সে একে একে হায়েনাদুটোর ঘাড় ধরে ছুঁড়ে দিতে লাগল। হায়েনাদুটো ছুটে পালাল। টারজন তখন টিবোকে কাঁধে তুলে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে বনে চলে গেল। তারপর গাছে গাছে তাদের গাঁয়ের দিকে উর্ধশ্বাসে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল।

মবঙ্গাদের গাঁয়ে যখন দুজন যাদুকর তাদের আপন আপন যাদুর খেলা দেখিয়ে গ্রামবাসীদের মন জয় করার চেষ্টা করছিল ঠিক তখনি টারজন তার পিঠের উপর টিবোকে নিয়ে গাছ থেকে নেমে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হলো। টিবোর কাছে তার মা মোমায়া ছুটে যেতেই টিবো তাকে সব কথা বলল। এবার মোমায়া বুকাবাই-এর শয়তানির কথা জানতে পেরে তাকে ধরার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু তার আগেই বুকাবাই সরে পড়েছে। মোমায়া তখন কেগাকে রেগে বলল, আমার ছেলে নদীর তলায় মরে আছে? এই তোমাদের যাদু? ভণ্ড কোথাকার!

টারজন মবঙ্গাদের শত্রু হলেও টারজনের প্রতি কোন শত্রুতার ভাব দেখাল না মবঙ্গা! বরং তার উদারতা দেখে তারা সবাই খুশি হলো। কিন্তু টারজন টিবোকে তার মার হাতে তুলে দিয়েই সেখানে আর না দাঁড়িয়ে চলে গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

বুকাবাই দেখল এখন তার একমাত্র শত্রু হলো শয়তান বনদেবতা টারজন। তার জন্যই আজ তার এই অপমান। তার জন্যই সে কোন ছাগল বা কোন জিনিস পেল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে টারজনের উপর প্রতিশোধ

নেবেই।

বুকাবাই থাকত মবঙ্গাদের গাঁয়ের উত্তরদিকে অনেক দূরে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা গুহায়। সেদিন ঘুরতে ঘুরতে টারজন যখন আনমনে বুকাবাই-এর গুহার কাছে এসে পড়ল তখন সমস্ত আকাশটা মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। একটু পরেই বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জোর ঝড় বইছিল।

টারজন একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিল। সে দেখল অদূরে দুটো পাহাড় রয়েছে। পরে ঝড় শুরু হলে আর কিছুই দেখতে পেল না কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না টারজন। প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে বিরাট গাছটা পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে টারজনও ডাল-পালাগুলোর তলায় চাপা পড়ে গেল। তার আঘাত তেমন গুরুতর না হলেও জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

বুকাবাই ঝড় বৃষ্টির মাঝেই মবঙ্গাদের গাঁ থেকে ফিরে তার গুহায় গিয়ে ঢুকল। ঝড় বৃষ্টি থামলে সে তার হায়েনা দুটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিছুটা এগিয়ে যেতেই একটা ভেঙ্গেপড়া গাছের তলায় একটা লোককে মড়ার মত পড়ে থাকতে দেখে হায়েনাদুটো তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য ছুটে গেল। বুকাবাই তার হাতে হাড়ের যে একটা লাঠি ছিল তা দিয়ে হায়েনাগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দিল। সে ভাবল লোকটা হয়ত এখনো জীবিত আছে।

বুকাবাই এগিয়ে গিয়ে দেখল যার উপর প্রতিশোধ নেবার কথা সে দিনরাত ভাবছে এ সেই শয়তান বনদেবতা। প্রতিশোধ গ্রহণের এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ হাতের কাছে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে একথা সে ভাবতেই পারেনি। সে টারজনের বুকের উপর কান পেতে দেখল এখনো জীবিত আছে টারজন। সে ভাঙ্গা গাছের ডালপালাগুলো সরিয়ে অচৈতন্য টারজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার গুহার বাইরে নামিয়ে দিল।

এরপর একটা পাহাড়ের ধারে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মোটা দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখল বুকাবাই। কিন্তু তার হাতদুটো বাঁধল না। তখনো জ্ঞান ফেরেনি টারজনের। তাই তাকে ইচ্ছামত বাঁধতে কোন কষ্ট পেতে হলো না।

এবার গুহার ভিতরে গিয়ে একটা পাত্র নিয়ে ঝর্ণা থেকে একপাত্র জল নিয়ে এসে টারজনের চোখে মুখে ছিটিয়ে দিল বুকাবাই। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল টারজন। বুকাবাই ঠিক করল সে হায়েনাদুটোকে এনে ছেড়ে দেবে টারজনের কাছে। তারা জীবন্ত টারজনের মাংস ছিঁড়ে খাবে। এইভাবে সে প্রতিশোধ নেবে টারজনের উপর।

বুকাবাই টারজনকে বলল, আমি হচ্ছি এক বিরাট যাদুকর বৈদ্য। আমার ওষুধ খুবই জোরাল। তোমার ওষুধের কোন জোর নেই। তোমার ওষুধের যে কোন জোর নেই তার প্রমাণ হলো এই যে তুমি এখন এখানে বলির ছাগলের মত বাঁধা আছ।

টারজন এসব কথার কিছুই বুঝতে পারল না। টারজন যদি তার কথা বুঝতে পারত তাহলে সে তার মুক্তির বিনিময়ে কিছু পণ আদায়ের চেষ্টা করত। কিন্তু তার ভাষা টারজন বুঝতে না পারায় সে আশা ছেড়ে দিয়ে সে গুহায় চলে গেল হায়েনাগুলো আনার জন্য।

এদিকে টারজন তার বাঁধনের দড়িগুলো গাছের গুঁড়ির গায়ে ঘষতে লাগল। বুকাবাই গুহার ভিতর থেকে একটা মাদুর এনে বাইরে দাওয়ায় পাতল। ভাবল, এই মাদুরে শুয়ে শুয়ে সে দেখবে কিভাবে হায়েনারা বনদেবতার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এর আগেও সে তার দুই-একজন শত্রুকে ধরে এনে এই-ভাবে হায়েনাদের দিয়ে খাইয়েছে।

এবার বুকাবাই তার গুহার ভিতরে গিয়ে হায়েনাদুটোকে তাড়িয়ে নিয়ে এল টারজনের কাছে। তারপর সে গিয়ে গুহার মুখে পাতা মাদুরের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবল হায়েনাগুলোর খুব ক্ষিদে না পেলে তারা টারজনের মাংস ছিঁড়ে খাবে না। এখনো কিছু সময় লাগবে। এই অবসরে সে তাই কিছুটা ঘুমিয়ে নেবে।

হায়েনাদুটো টারজনের কাছে এসে তার পা দুটো শুঁকতে লাগল। টারজন তার ছাড়া হাত দিয়ে হায়েনাদুটোকে সরিয়ে দিল। হায়েনা দুটোর তখন ক্ষিদে না থাকায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। টারজন এদিকে গাছের গুঁড়ির গায়ে বাঁধনের দড়িগুলো ঘষতে ঘষতে সেগুলো আলগা করে ফেলল।

অবশেষে বিকালের দিকে হায়েনাগুলো ক্ষুধিত হয়ে উঠল। একটা হায়েনা টারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টারজন তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিতেই আলগা বাঁধনগুলো ছিঁড়ে গেল। সে তখন একটা হাত দিয়েই একটা হায়েনার গলা টিপে ধরল। আর একটা হাত বাড়িয়ে অন্য হায়েনাটাকে ধরতে গেল, এমন সময় বুকাবাই জোর চীৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে এল। টারজন তখন দুটো হায়েনাকে দুহাতে ধরে একে একে বুকাবাই-এর মাথার উপর ছুঁড়ে দিল। একটা হায়েনা বুকাবাইএর মুখটা কামড়ে দিল। আর একটা হায়েনা লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে পালিয়ে গেল। টারজনের হাতে গলায় আঘাত লেগেছিল। বুকাবাই-এর মুখে কামড় দেবার পর অন্য হায়েনাটাও পালিয়ে গেল টারজনের ভয়ে।

হায়েনার কামড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল বুকাবাই। হাতের লাঠিটা তার হাত থেকে পড়ে গেল, এবার উঠে টারজনের দিকে এগিয়ে গেল তাকে আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু টারজন একধাক্কায় ফেলে দিল। তারপর তাকে তুলে নিয়ে যে গাছটায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এতক্ষণ সেইখানে নিয়ে গিয়ে সেই গাছের সঙ্গে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখল। এমনভাবে বাঁধল যাতে সে গাছের গুঁড়িতে ঘষে ঘষে বাঁধনের দড়িগুলো ছিঁড়তে না পারে।

টারজন আপন মনে বলল, একসময় না একসময় হায়েনাগুলো ফিরে

আসবে।

সে জানত, হায়েনাগুলো ক্ষিদের জ্বালা অনুভব করলেই বুকাবাইকে এই-ভাবে বাঁধা অবস্থায় দেখলেই তাকে জীবন্ত ছিঁড়ে খাবে।

টারজন আবার একবার বুকাবাইএর কানের কাছে চীৎকার করে বলল, তারা ফিরে আসবেই।

সত্যিই ফিরে এসেছিল তারা। হায়েনাদুটো বাচ্চাবেলা থেকে দীর্ঘকাল বুকাবাইএর কাছে থাকলেও তাদের মধ্যে কোন ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। তারা ঘৃণা করত বুকাবাইকে এবং পেটে ক্ষিদের জ্বালা ধরলেই তার মাংস ছিঁড়ে খাবার কথা ভাবত। আর বুকাবাইও তাদের ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখত। তাদের চোখে চোখে রাখত। পাছে রাত্রিবেলায় সে ঘুমিয়ে পড়লে তার যদি কোন ক্ষতি করে এইজন্য গুহার ভিতর কাঠের বেড়া দেওয়া একটা জায়গায় সারারাত আটকে রাখত তাদের।

কিন্তু যে সুযোগ এতদিন খুঁজছিল তারা সে সুযোগ আজ হঠাৎ পেয়ে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা তাদের প্রভু জীবন্ত বুকাবাইএর দেহটা ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে লাগল।

আজ প্রায় একপক্ষকাল হলো টারজন মোটেই শিকার পাচ্ছে না। দিনকতক হলো সে একরকম না খেয়ে আছে। সে তাই খাবার পাবার আশায় মবঙ্গাদের গাঁয়ের কাছে একটা গাছের উপর চেপে ওৎ পেতে বসেছিল। সে দেখল মবঙ্গাদের গাঁয়ের মধ্যে খাওয়াদাওয়ার এক জোর উৎসব চলছে। একটা বিরাট হাতির মাংস তারা সব লোক মিলে আগুনে ঝলসিয়ে খাচ্ছে। তাই দেখে ক্ষিদের জ্বালায় সেই মাংস খাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল টারজনের। কিন্তু সে জানত না দিনকতক আগে হাতিটা রোগে মারা যায়। তাহলে সে তার মাংস খেতে চাইত না, কারণ সে মরা কোন জীবজন্তু খায় না। টারজন দেখল যে বিরাট পাত্রটাতে হাতির মাংস সিদ্ধ করা ছিল তার চারদিকে গাঁয়ের যোদ্ধারা ভিড় করেছিল। তারা সেই পাত্রটা থেকে মাংস নিয়ে খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে একচুমুক করে তাদের দেশী মদ পান করছিল। সে দেখল ওদের খাওয়া একেবারে শেষ না হলে সেখানে গিয়ে মাংস আনা বা খাওয়া সম্ভব নয়। অথচ তার পেটের ভিতর কে যেন আঁচড় কাটছিল।

ক্ষিদের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে গাছের উপর নীরবে বসে রইল টারজন। সে দেখল একে একে যোদ্ধারা সব মাংস আর মদ প্রচুর খাওয়ার পর ঘুমে কাতর হয়ে চলে যাচ্ছে। সবাই চলে গেলে একটা বুড়ো তখনো সেখানে মাংসের পাত্রটার পাশে বসে মাংস খাচ্ছিল। টারজনের মনে হলো তার পেট ভরে গেলেও মাংস খাওয়া আর শেষ হবে না। তাই সে আর অপেক্ষা না করে গাছ থেকে নেমে সোজা সেখানে চলে গেল। বুড়োটার গলাটা দুহাত দিয়ে

টিপে ধরে তাকে হত্যা করে পাত্রটা থেকে বেশকিছু মাংস নিয়ে বনের মধ্যে চলে এল সে।

বনের মধ্যে যেতে যেতে গাঁ থেকে মাইলখানেক দূরে একজায়গায় থেমে কিছুটা মাংস খেল সে। কিন্তু মাংসটা ভাল লাগল না তার মুখে। কেমন গন্ধ লাগছিল। এর আগে হাতির মাংস সে কখনো খায়নি। তার উপর সব মাংসই সে কাঁচা খায়; তাই ভাবল এ মাংস জল দিয়ে সিদ্ধ করা বলে এমন লাগছে। বাকি মাংসটা সে আর খেল না। তার ক্ষিদে না মিটলেও সে ফেলে দিল মাংসটা।

এবার একটা গাছের উপর ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল টারজন। কিন্তু ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম আসছিল না তার। শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলে দেখল অনেক আগেই সকাল হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে। গাছের তলায় একটা সিংহ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ঘুমটা ভাল বা গভীর না হওয়ায় দেহে স্বস্তি পাচ্ছিল না।

সিংহটা টারজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর গাছে উঠতে লাগল। টারজন শুনেছিল আফ্রিকার জঙ্গলের কোন কোন সিংহ গাছে উঠতে পারে। কিন্তু সে চোখে দেখেনি কখনো। আজ তা দেখে অবাক হয়ে গেল।

টারজন ক্রমশই যত উঁচু ডালে উঠতে থাকে সিংহটাও তাকে ধরার জন্য তত উপরে উঠতে থাকে। অবশেষে গাছের মাথার শেষ ডালটায় উঠে টারজন ভাবল, এবার তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কারণ আর কোন দিকে এগোন সম্ভব নয়। আর এখান থেকে সিংহটার সঙ্গে লড়াই করাও সম্ভব নয়। অথচ সিংহটা সবচেয়ে সেই উঁচু ডালটাতেও উঠতে শুরু করেছে এবং আর একটু পরেই তাকে ধরবে।

এমন সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। একটা বিরাটকায় পাখি কোথা থেকে উড়তে উড়তে এসে গাছটার মাথায় না বসেই টারজনের কাছে এসে ঠোঁট দিয়ে ঘাড়ে একটু ঠুকরে দিল আর টারজন সঙ্গে সঙ্গে সিংহের কবল থেকে বাঁচার জন্য পাখিটার পা দুটো দুহাত দিয়ে ধরল শক্ত করে। পাখিটা টারজনকে নিয়েই উড়তে লাগল। এত বড় পাখি বইয়ে পড়লেও জীবনে কখনো চোখে দেখেনি সে।

এইভাবে পাখিটা অনেকদূর উড়ে যাবার পর টারজন একটা গাছের মাথা লক্ষ্য করে পাখিটার পা দুটো ছেড়ে দিয়ে সেই গাছটার উপর পড়ল। গাছটায় বড় বড় পাতা খুব বেশী ছিল বলে খুব একটা লাগল না তার। কিন্তু টারজন ভেবে পেল না এই ধরনের আশ্চর্য ঘটনা ঘটল কি করে। ও স্বপ্ন দেখছিল না কি যা যা ঘটেছে তা সব সত্যি?

টারজন দেখল তার শরীরটা ভাল নেই। আজ কদিন ধরে তার খাওয়া হয়নি। তার উপর ভাল ঘুম হয়নি। তার উপর ঘৃণার সঙ্গে যেটুকু হাতির

মাংস খেয়েছিল তাতে শরীরের ক্ষতিই হয়েছে। তার পেটটা ভার হয়ে আছে। অল্প অল্প জ্বর বোধ করছে দেহে।

তাই পূর্ণ বিশ্রামের আশায় সমুদ্রকূলে তার সেই কেবিনটায় চলে গেল। কেবিনের ভিতর ঢুকে দরজাটায় খিল এঁটে দিল টারজন। তারপর আপন মনে বই পড়তে লাগল। সে ইংরিজি ভাষা লিখতে বা বলতে না পারলেও সে পড়ে বুঝতে পারত।

সহসা তার মনে হলো বাইরে থেকে খিল খুলে কে যেন ঘরে ঢুকল। টারজন অবাক হয়ে গেল। কারণ এই দরজার খিলটা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে বাইরে থেকে কোন মানুষ বা পশু ঠেলে ঢুকতে না পারে। টারজন দেখল একটা বিরাট বাঁদর-গোরিলা ঘরে ঢুকে এগিয়ে আসছে তার দিকে। টারজন তার ছুরিটা শক্ত করে ধরে তৈরী না হতেই গোরিলাটা তাকে জোর করে ধরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কেবিন থেকে কিছুটা দূরে যেতেই নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে টারজন তার ছুরিটা অতর্কিতে গোরিলার পেটটার ও বুকের উপর বসিয়ে দিল। তখন টলতে টলতে ধড়াস করে পড়ে গেল গোরিলাটা।

টারজনের একবার মনে হলো সে বুঝি বা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু গোরিলাটার বুক থেকে বেরিয়ে আসা তাজা রক্ত তার হাতের উপর দেখে তার বিশ্বাস হলো। এরপর কেবিনে ফিরে এল। সেরাতে গভীরভাবে ঘুমোল টারজন। ঘুমিয়ে সুস্থ হলো। দু-একদিন এইভাবে বিশ্রাম করে আবার সে শিকারে রওনা হলো। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল হাতির মাংস জীবনে আর কখনো খাবে না সে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেদিন তাদের দল থেকে একটু দূরে জঙ্গলের এক জায়গায় টিকা একা একা আহার সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিল। তার ছেলে গজন তার কাছে খেলা করছিল। এমন সময় টুগ নামে অন্য এক দলের বাঁদর-গোরিলা এসে হাজির হলো সেখানে। টুগ বয়সে যুবক এবং তখনো তার বিয়ে হয়নি বা জীবনে কোন সাথী খুঁজে পায়নি।

টুগ দেখল টিকা বয়সে যুবতী এবং খুব সুন্দরী। সে ঠিক করল সে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের দলের লোকদের তাক লাগিয়ে দেবে। সে এবার টিকার কাছে গিয়ে তাকে ভালবাসার আহ্বান জানাল। কিন্তু টিকা তাকে দেখেই দাঁত বার করে তেড়ে এল। টিকা গজনকে সাবধান করে দিয়ে বলল, তুমি গাছে উঠে পড়।

টুগ টিকাকে ধরতে গেলে গজন গাছের উপর থেকে গালাগালি দিতে লাগল। টুগ তখন টিকাকে ছেড়ে দিয়ে গাছের উপর উঠে গজনকে ধরতে গেল। গজন উপরডালে উঠে গেলে টুগ সেই ডালটা ধরে জোর নাড়া দিতে লাগল। তখন গজন গাছ থেকে মাটিতে টিকার পায়ের কাছে পড়ে গেল। সে জোর আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। টুগ এবার টিকাকে জোর করে ধরে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন একটা হায়েনা এসে গজনের অচেতন দেহটাকে শুঁকতে লাগল

এদিকে টগ ঘুরতে ঘুরতে একটা গাছের উপর থেকে দেখতে পেল একটা হায়েনা একটা ঘুমন্ত ছেলের বুকের উপর মুখ লাগিয়ে শুঁকছে। সে এবার তার ছেলে গজনকে চিনতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে ছুটে সেখানে চলে গেল। হায়েনাটাকে ধরে তার গলাটা টিপে তাকে বধ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল তার প্রাণহীন দেহটাকে। তারপর গজনের বুকের উপর কান পেতে দেখল তার দেহে তখনো প্রাণ আছে। সে এবার চীৎকার করে তার দলের লোকদের ডাকতে লাগল। তার দলের গোরিলারা সব এসে কাছে কোন শত্রু দেখতে না পেয়ে এই ব্যাপারটার কোন কারণ বুঝতে পারল না। তারা হতবুদ্ধি হয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল আর মাঝে মাঝে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে গর্জন করতে লাগল।

তাদের চীৎকার শুনতে পেয়ে কেবিন থেকে ছুটে এল টারজন। টারজনকে দেখেই টগ তার ছেলেকে তার হাতে তুলে দিল। টারজন গজনের দেহটা পরীক্ষা করে দেখল তার দেহে তখনো প্রাণ আছে। সে বলল, একাজ কে করেছে? টিকা কোথায়?

টগ বলল, আমি তার কিছুই জানি না। শুধু দেখলাম ছেলেটা এখানে পড়ে রয়েছে। একটা হায়েনা এসেছিল। কিন্তু সে কিছু করার আগেই তাকে মেরে ফেলেছি আমি।

টারজন মাটিটা পরীক্ষা করে গন্ধ শুঁকে বলল, অন্য দলের একটা বাঁদর-গোরিলা এই কাণ্ড করেছে। সে গজনকে আঘাত করে টিকাকে নিয়ে পালিয়েছে।

বাঁদর-গোরিলারা শত্রুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য টিকার খোঁজে যেতে চাইল। কিন্তু টারজন বলল, আমি টগকে নিয়ে যাব। একটামাত্র বাঁদর-গোরিলা এসে টিকাকে নিয়ে গেছে। আমি তোমাদের বারবার বলেছি তিনজন

সব সময় পাহারা দেবে। গোটা জঙ্গল শত্রুতে ভরা। কিন্তু আমার কথা তোমরা শোননি। তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেদের একা একা ছেড়ে দাও। কোন পাহারার ব্যবস্থা করো না।

এরপর টারজন টগকে বলল, গজনকে বুড়ী মুনমগার হাতে দিয়ে যাও। সে তাকে দেখবে। গজনের মৃত্যু ঘটলে আমি তাকে খুন করব।

এই বলে টারজন টগকে সঙ্গে করে ঝড়ের বেগে চলে গেল। বাতাসে টুগ আর টিকার গন্ধ পাচ্ছিল সে। তাই ঠিক পথ ধরে এগোতে লাগল সে।

গাছের উপর দিয়ে ঠিক পথেই যাচ্ছিল ওরা। কিন্তু মাঝখানে একবার জোর বৃষ্টি হওয়ায় পলাতক গোরিলার গন্ধটা হারিয়ে ফেলল টারজন। তাই পথে দেরী হয়ে গেল ওদের। বৃষ্টির পর আবার ওরা এগিয়ে চলল। যেতে যেতে মাটির উপর টুগের পায়ের ছাপ দেখতে লাগল। টারজন বুঝল পলাতক গোরিলার কাঁধে বোঝা ছিল বলে তার পায়ের ছাপগুলো গভীর দেখাচ্ছে।

টুগ টিকাকে কাঁধে করে তার দলের কাছে যাচ্ছিল। পথে সে টিকাকে বশ করার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু টিকা প্রতিবারই তাকে কামড়াতে থাকে। টুগও তাকে আঘাত করে। এইভাবে যেতে যেতে পথে টুগ তার দলের দুজন বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। টিকার মুখে রক্ত লেগে থাকা সত্ত্বেও তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় তারা।

এমন সময় একটা ছোট বাঁদর টারজনদের সেইদিকে এগিয়ে আসতে দেখে টুগদের সাবধান করে দেয়। বলে, একটা লোমহীন সাদা গোরিলা আর লোমওয়ালা একটা কালো গোরিলা আসছে তোমাদের ধরতে।

টিকা বুঝতে পারল টারজন টগকে নিয়ে তাকে খুঁজতে আসছে।

টুগরা তখন একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু টারজন বাতাসে গন্ধ শুঁকে ঠিক জায়গাতেই এসে পড়ে। টিকা চীৎকার করে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেয়। টুগ তখন তাকে জোর একটা ঘুষি মেরে ফেলে দেয়।

টারজন আর টগ এবার শত্রু গোরিলাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টগ একা টুগ আর অন্য একজন গোরিলার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। টারজন শুধু সবচেয়ে বড় গোরিলাটার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। টারজন প্রথমে খাপ থেকে তার ছুরিটা বার করতে পারছিল না। পরে একসময় ছুরিটা বার করে গোরিলাটার বুকে আমূল বসিয়ে দিতেই সে পড়ে গেল। টারজন তখন টগের সাহায্যে এগিয়ে গেল। টুগ একসময় টারজনের হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল। টিকা সেটা কুড়িয়ে নিল। কিন্তু তার ব্যবহার জানত না বলে সেটা নিয়ে কিছু করতে পারছিল না।

টারজনের হাতে একটা গোরিলা মারা যায়। এবার টুগ আর অন্য গোরিলাটা টারজনের জোর ঘুষি খেয়ে রক্তাক্ত দেহে অবসন্ন হয়ে হাঁপাতে লাগল। তারা আর লড়াই করতে পারছিল না।

এবার টুগ তাদের ভাষায় চীৎকার করে তাদের দলের গোরিলাদের ডাকতে লাগল। তারাও সাড়া দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় কুড়িজন গোরিলা এসে টারজন আর টগকে আক্রমণ করল। টিকা একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। কিন্তু সে যখন দেখল টারজন আর টগ দুজনে এতগুলো গোরিলার সঙ্গে পেরে উঠবে না এবং তারা তাদের ছিঁড়েখুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে তখন সে কিছু করতে পারবে না জেনেও চুপ করে বসে থাকতে পারল না। গাছ থেকে নেমে সে টারজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ টিকার কি মনে হলো সে টারজনের কোমর থেকে বাজীর থলেটা নিয়ে নিল। থলেটার মধ্যে ছোট ছোট কতকগুলো বিস্ফোরক বোমার মত বস্তু ছিল। টিকা আগে দেখেছে এক একসময় টারজন তার থেকে একটা সেই বস্তু নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিত আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা জোর আওয়াজ করে ফেটে যেত। তার থেকে আগুনের মত কি বেরিয়ে আসত আর ধোঁয়ায় ভরে যেত চারদিক। সবাই ভয় পেয়ে যেত।

টিকা এবার থলে থেকে সেই ছোট ছোট বোমাগুলো একটা একটা করে বার করে শত্রু গোরিলাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। জোর আওয়াজ শুনে আর ধোঁয়া দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল শত্রুরা। তারা এ জিনিস কখনো দেখেনি। তাই দারুণ ভয় পেয়ে গেল।

শত্রুরা সব চলে যেতে টারজন টিকাকে বলল, ওগুলো কি?

টিকা বলল, তা ত জানি না। তোমার এই থলেটাতে ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

মাঝে মাঝে তার দলের গোরিলাদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে ঠাট্টা করত টারজন। এতে সে বেশ মজা পেল। সে একবার মবঙ্গাদের গাঁ থেকে মরা সিংহের গা থেকে ছাড়ানো একটা শুকনো চামড়া চুরি করে আনে। সেই চামড়াটা পরে সিংহের ছদ্মবেশে তার দলের মধ্যে হঠাৎ এসে হাজির হয়। গোরিলারা প্রথমে ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করলেও পরে এমনভাবে তাকে আক্রমণ করে যে আর একটু হলে তার প্রাণ চলে যেত।

একদিন টারজন যখন তার কেবিনের দিকে যাচ্ছিল তখন বাতাসে একদল

নিগ্রো শিকারীর গন্ধ পেল। সে তখন একটা গাছের উপর চেপে লক্ষ্য করতে লাগল। নরখাদক নিগ্রোদের সে ঘৃণা করলেও তাদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা সে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করত। তাদের গাঁয়ে চুপিসারে গোপনে গিয়ে নানাভাবে ভয় দেখাত তাদের। সেই সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতিও করত।

টারজন গাছের উপর দেখল মবঙ্গার গাঁয়ের একদল শিকারী একটা বড় বড় চাকাওয়ালা খাঁচা টেনে টেনে নিয়ে আসছে। টারজন বুঝল সিংহ শিকারের জন্য খাঁচাটা এক জায়গায় রেখে যাবে তারা। তারপর পরদিন সকালে শিকার-সমেত খাঁচাটা নিয়ে যাবে তাদের গাঁয়ে। খাঁচার ভিতর একটা ছাগল ছিল। ছাগলটা প্রাণভয়ে ক্রমাগত চীৎকার করছিল।

খাঁচাটা তারা এমনভাবে রাখল যাতে ছাগলের লোভে কোন সিংহ খাঁচায় ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার দরজাটা আটকে যাবে আর সিংহটা বন্দী হয়ে পড়বে।

টারজন দেখল খাঁচাটা একজায়গায় রেখে শিকারীরা দল বেঁধে তাদের গাঁয়ে চলে গেল

শিকারীরা চলে গেলে টারজন গাছ থেকে নেমে খাঁচার কাছে চলে গেল। সে তার ছুরি দিয়ে ছাগলটাকে মেরে তার মৃতদেহটা নদীর ধারে নিয়ে গেল। তারপর সেটাকে ছুরি দিয়ে চিঁরে নাড়ীভুঁড়ীগুলো বার করে ফেলে দিল। নদীর জলে হাত পা ধুয়ে কিছুটা মাংস খেয়ে বাকিটা একজায়গায় মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখল যাতে কোন জন্তু তা দেখতে না পায়। তারপর সে শিকারীরা যে-পথে গেছে সেই পথে গাছে গাছে এগিয়ে যেতে লাগল।

এইভাবে মাইল দুইয়েক যাবার পর টারজন দেখল শিকারীর দল তাদের গাঁয়ের কাছে চলে গেছে। শুধু যাদুকর ডাক্তার রাব্বা কেগা দল থেকে পিছিয়ে পড়েছে। সে একটা গাছের তলায় বসে গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছিল। সে ভাবছিল গাঁয়ের কাছে সে যখন এসে পড়েছে তখন আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

ভণ্ড কেগাকে ঘৃণা করত টারজন। সে দেখল তাকে হত্যা করার এই হলো স্বর্ণ সুযোগ। টারজন কেগার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে উঠিয়ে নিল। তারপর তার গলা টিপে ধরে তাকে খাঁচার কাছে নিয়ে গেল। তারপর খাঁচাতে ঢুকিয়ে তাকে বেঁধে রেখে খাঁচাটা বন্ধ করে দিল। কেগা বুঝতে পারল না ছাগলটা কোথায় গেল। সে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুনয় বিনয় করল। কিন্তু তার কোন কথা শুনল না টারজন। তাকে সেইভাবে রেখে চলে গেল সে। এর পরিণতি কি ভয়ঙ্কর হবে তা বুঝতে পারল কেগা।

এরপর দূরে একটা গাছের উপর উঠে রাতটা কাটাল টারজন। রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে একবার একটা সিংহের গর্জন শুনেছিল সে। সকালে উঠে খাঁচার কাছে চলে গিয়ে একটা গাছ থেকে লক্ষ্য করতে লাগল। এবার শিকারীরা

তাদের ফাঁদেপড়া শিকারসমেত খাঁচাটা নিয়ে যাবার জন্য আসবে।

টারজন গিয়ে দেখল খাঁচার মধ্যে সত্যিই একটা সিংহ আটকে পড়েছে। সিংহটা কেগার দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত ও বিকৃত করে তাকে বধ করে ফেলে রেখেছে, কিন্তু তার বন্দীত্বের জন্য মাংস খায়নি। সে ছটফট করতে করতে গর্জন করছিল মাঝে মাঝে।

টারজন দেখল শিকারীরা এসে দূর থেকে খাঁচার মধ্যে সিংহ আটকে পড়তে দেখে আনন্দে উল্লাস করছিল। কিন্তু কাছে এসে কেগার মৃতদেহ দেখে বিমর্ষ ও নীরব হয়ে গেল। যাই হোক, খাঁচাটা তারা টেনে টেনে গাঁয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

খাঁচাটা গাঁয়ে গেলে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্য টারজনও তাদের পিছু পিছু গাছের ডালে ডালে অদৃশ্য অবস্থায় যেতে লাগল। তারপর গাঁয়ের কাছে একটা গাছ থেকে দেখল, গতকাল শিকারীরা গাঁয়ে গেলে তাদের সঙ্গে কেগা না ফেরায় মবঙ্গা বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। কিন্তু কোথাও না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। আজ সকালে খাঁচাটা গাঁয়ে গেলে তার মধ্যে একটা সিংহের সঙ্গে কেগার বিকৃত মৃতদেহটা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। শিকারীরা বনে খাঁচার মধ্যে কেগার মৃতদেহটা দেখতে পায়। কে ছাগলটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় কেগাকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। কেগার বাড়ির মেয়েরা এসে কান্নাকাটি করতে থাকে। গাঁয়ের মেয়েরা ও ছেলেরা এসে সিংহটাকে খোঁচাতে থাকে। মবঙ্গার যোদ্ধারা তাদের তাড়িয়ে দিল। এবার তারা উৎসবের জন্য তৈরী হতে লাগল। খাঁচাটার কাছ থেকে দুজন যোদ্ধা পাহারা দিতে লাগল।

টারজন তখন মনে মনে সিংহটাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করার এক ফন্দী আঁটতে লাগল। ও জানে সন্ধ্যে হলেই ওরা সিংহটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে। ও ঠিক করল সন্ধ্যে হলেই ও সিংহের চামড়াটা গায়ে পরে সিংহ সেজে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হয়ে খাঁচাটা খুলে দেবে।

অন্ধকার হয়ে উঠতেই টারজন সিংহের চামড়া পরে সিংহ সেজে খাঁচাটার কাছে চলে গেল। ওদের উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। ওরা নাচগানে মত্ত হয়ে উঠেছে। সিংহের ছদ্মবেশে টারজন সিংহের মত গর্জন করতে করতে খাঁচার কাছে চলে গেল। অন্ধকারে একটা সিংহ দেখে উৎসব ছেড়ে সবাই ছোটাছুটি করতে লাগল। মেয়েরা তাদের ঘরে গিয়ে দরজা থেকে কি হয় দেখতে লাগল। খাঁচার সামনে টারজন মানুষের মত দাঁড়িয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়েই গাছে উঠে পড়ল।

মেয়েরা লক্ষ্য করেছিল বনদেবতা টারজনই সিংহের বেশ ধরে এসে খাঁচা খুলে দেয়। তারা সেকথা যোদ্ধাদের বলতেই তারা টারজনের খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণে খাঁচা থেকে আসল সিংহটা বেরিয়ে গাঁয়ের মধ্যে

ছোটাছুটি করে যাকে তাকে আক্রমণ করতে লাগল। যোদ্ধারা হঠাৎ আসল সিংহের গর্জন শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভয়ে তারা ঠিকমত বর্শা চালাতে পারল না। দশ বারোজন লোককে মেরে ফেলল সিংহটা। এদিকে টারজন তখন গাঁ থেকে অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে।

অবশেষে সিংহটা গাঁ ছেড়ে একটা মৃতদেহ মুখে করে পালিয়ে গেলে গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল তারা আর এ গাঁয়ে থাকবে না। গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বসতি স্থাপন করবে। তবে তারা একটা জিনিস বুঝল। তারা বুঝল বনদেবতা সাধারণ মানুষ নয়, সে কখনো মানুষ, আবার কখনো সিংহ হতে পারে। তারা ভাবল টারজনই সিংহের রূপ ধরে গাঁয়ের মধ্যে তাণ্ডব চালিয়ে এতগুলি লোককে বধ করেছে। তাই টারজনের প্রতি ভয় আর ভক্তি একই সঙ্গে বেড়ে গেল তাদের।

অষ্টম অধ্যায়

সেদিন রাত্রিতে নীল নির্মল আকাশে চাঁদ কিরণ দিচ্ছিল উজ্জ্বলভাবে। একটা গাছের উপর শুয়ে আকাশে চাঁদের পানে তাকিয়েছিল টারজন। সে দেখল দিনের জঙ্গল আর রাত্রির জঙ্গল এক নয়। বাঁদর-গোরিলারা তাদের ভাষায় সূর্যকে কুদু আর চাঁদকে গোরো বলে। টারজনও তাই বলে। দিনের বেলায় যেমন আকাশ থেকে কুদু আলো দেয়, রাত্রিবেলায় তেমনি গোরো আলো দেয় আকাশ থেকে। তবে রাত্রিকালের এই জঙ্গলটাই ভাল লাগে টারজনের। রাত্রিবেলায় এই জঙ্গলের মধ্যে যেসব জীবজন্তু ও পোকামাকড়ের ডাক শোনা যায় দিনের বেলায় কুদুর- আধিপত্য থাকার সময় তা শোনা যায় না। সিংহের গর্জন, চিতার চীৎকার আর হায়েনার অট্টহাসি টারজনের কানে মিষ্টি গানের মত শোনায়।

হঠাৎ কাদের ভয়ার্ত চীৎকার শুনে উঠে বসল টারজন। দেখল অদূরে ছয়জন নিগ্রো আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে আর একটা সিংহী তাদের কাছে গিয়ে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছে। মাত্র একজন বাদে সব নিগ্রোগুলো ভয় পেয়ে কাছাকাছি গাছের উপর উঠে পড়ার কথা ভাবতে লাগল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একজন নিগ্রো জলন্ত আগুন থেকে একটা কাঠ নিয়ে সিংহটার দিকে ছুঁড়ে মারতেই সিংহটা তার সাথীকে নিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু

কিছুক্ষণ পর আবার সিংহটা তার সাথীকে নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার এল সিংহটা। আবার নিগ্রোটা একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিল। সিংহটা পালিয়ে গিয়ে আবার এল। কিন্তু এবার নিগ্রোটা জ্বলন্ত কাঠটা এমনভাবে সিংহের মুখে ছুঁড়ে দিল যে সে সিংহটা ফিরে এল না।

গোটা ঘটনাটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখল টারজন। তার কাছে আর একটা ডালে টগ শুয়েছিল। টারজনের ঘুম না আসায় সে চাঁদের পানে তাকিয়ে ভাবছিল। সে টগকে জাগিয়ে বলল, ঐ যে গোরো দেখছ না, তার মাঝে কালো দাগ রয়েছে। আসলে ঐ দাগগুলো নুমা বা সিংহের চোখ। নুমা গোরোর দিকে তাকিয়ে আছে। গোরোর চারপাশে আগুন জ্বলছে, ঐ আগুনটা নিবিয়ে গেলেই নুমা গোরোকে খাবে।

কথাটা পরে টগ তাদের দলের সবচেয়ে বুড়ো ও বুড়ী গান্টো আর মুমগাকে বলল। তারা দুজনেই বলল, নুমা নয়, টারজনই একদিন গোরোকে খাবে। সে আমাদের মত বাঁদর নয়, মানুষ। সে সিংহ মেরে আমাদের খাওয়াবার জন্য নিয়ে আসে। সে তেমনি সিংহকে গোরোর কাছে এনেছে। ঐ সিংহই গোরোকে খাবে। টারজনকে বধ করা উচিত। আমরা ওকে বধ করব।

টগ বলল, তার আগে আমাকে বধ করতে হবে।

টিকা আর টগ দুজনেই ছিল তার পক্ষে। টগ বলল, টারজন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। প্রথম প্রথম আমি তাকে সন্দেহ করতাম। ভাবতাম সে টিকাকে কেড়ে নিতে চায় আমার কাছ থেকে। কিন্তু পরে দেখলাম আমার সন্দেহ ভুল। টারজন আমাকে গোমাঙ্গীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। আমাদের ছেলেকে ডুবার মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচায়। টিকাকে অন্য দলের একটা গোরিলা ধরে নিয়ে গেলে সেই আমাকে নিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। টারজনের মত এমন বন্ধু আমি পাব না।

তবু অন্য সব বাঁদর-গোরিলারা টারজনকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র করতে লাগল। গান্টো এই ষড়যন্ত্রকে জোরালো করে তুলতে চাইল। টারজন কিন্তু কিছুই জানত না এই ষড়যন্ত্রের।

সেদিন টারজন তার পশু বন্ধু ট্যান্টরের চওড়া পিঠের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে-ছিল। হঠাৎ তার কি মনে হলো সে শুয়ে শুয়েই হাতিটাকে বলল, ট্যান্টর, তুমি কার্চাকের সেই বাঁদর গোরিলাদের কাছে আমাকে নিয়ে চল।

দলের কাছাকাছি গিয়ে একটা গোলমাল আর চেঁচামেচির শব্দ পেল টারজন। সে হাতির পিঠ থেকে গাছে চড়ে ডালে ডালে চলে গেল ঘটনাস্থলে। গিয়ে দেখল, একটা নিগ্রো যোদ্ধাকে ঘিরে বাঁদর-গোরিলারা উত্তেজিতভাবে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। টারজন ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে ব্যাপারটা কি জানতে চাইল। একজন গোরিলা বলল, এই গোমাঙ্গানীটা সোজা আমাদের দলের মধ্যে এসে পড়েছে।

টারজন বুঝল সেদিন রাতে এই নিগ্রোটাই একা জলন্ত কাঠ দিয়ে সিংহ-গুলোকে তাড়ায়। এ অত্যন্ত সাহসী। সে দলের বাঁদর-গোরিলাদের বলল, একে ছেড়ে দাও। এ খুব সাহসী বীর। এ আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।

কিন্তু গোণ্টো ও দলের সবাই বলল, না, গোমাঙ্গানীরা আমাদের শত্রু। ওকে ছাড়া হবে না। ওর সঙ্গে টারমাঙ্গানী টারজনকেও মারা হবে।

এই বলে ওরা টারজনকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হলো। নিগ্রো যোদ্ধাটি মবঙ্গার দলের একজন যোদ্ধা। সে বনদেবতা টারজনের নামে অনেককিছু শুনেছিল। আজ টারজনকে এত কাছ থেকে এই প্রথম দেখল। সে দেখল টারজন যেই হোক, সত্যিই খুব ভাল। সে তার ভাষা বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারল সে তাকে বাঁচাবার জন্য লড়াই করতে যাচ্ছে। তাই সেও বর্শা হাতে টারজনের সাহায্যে এগিয়ে গেল।

তখন টগ কোথা থেকে এসে সবকিছু শুনে বলে উঠল, টারজনকে মারার আগে আমাকে মারো।

টগ বাধা দিলেও তারা শুনল না। একমাত্র টগ ছাড়া সব পুরুষ বাঁদর-গোরিলাগুলো টারজনকে মারার জন্য উদ্যত হলে টারজন, টগ, আর সেই নিগ্রো যোদ্ধাটি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। টারজন জোরে একটা শব্দ করল।

এমন সময় গোলমাল শুনে টারজনের হাতিবন্ধুটা গাছপালা ভেঙ্গে ছুটে এল। হাতিটা ক্ষিপ্রগতিতে আসতেই সব বাঁদর-গোরিলারা ছুটে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। টারজন হাতিটাকে বলল, আমাকে তোমার পিঠের উপর চাপিয়ে সমুদ্রের ধারে আমার কেবিনটায় নিয়ে যাও।

হাতিটা শুঁড় দিয়ে টারজনকে তার পিঠে চাপালে টারজন বাঁদর-গোরিলাদের বলল, একমাত্র টগ আর টিকা ছাড়া তোমরা কেউ আমার কাছে যাবে না কখনো। আমি তোমাদের দল ছেড়ে চলে যাচ্ছি চিরদিনের মত।

এইভাবে টারজন দল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পনের দিন কেটে গেছে। টারজন যেদিন দল ছেড়ে চলে যায় সেইদিনই রাত্রিবেলায় একটা অজুহাত দেখিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে গাঁণ্টোকে হত্যা করে টগ। টারজনের অভাবটা টগ আর টিকা দুজনেই খুব বেশী করে বোধ করল। তারা তাকে প্রায়ই দেখতে চাইত। ফিরিয়ে আনতে চাইত।

একদিন রাত্রিবেলায় ঘুম আসছিল না টগের। সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে-ছিল। সেদিন হয়ত গ্রহণ ছিল। একটা কালো ছায়া চাঁদের কিছুটা গ্রাস করেছিল। তা দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে অন্য সব গোরিলাদের ডেকে দেখাল। বলল, দেখ দেখ, টারজন একদিন আমাকে ঠিকই বলেছিল সুমা গোরোকে খেয়ে ফেলছে। তোমরা ত টারজনকে গালাগালি করে তাড়ালে। এবার কে সুমাকে মেরে গোরোকে বাঁচাবে। সুমা এখন সবেমাত্র গোরোকে

ধরেছে। এখন নুমাকে মেরে গোরোকে উদ্ধার করতে হবে। এখনো সময় আছে।

বাঁদর-গোরিলাদের একজন বলল, টারজনকে নিয়ে এস। সে ঠিক নুমাকে মেরে গোরোকে উদ্ধার করবে। গোরো মরে গেলে রাত্রিবেলায় কেউ আলো দেবে না। আমরা আর কখনো দম দম নাচ নাচতে পারব না।

তখন সবাই একবাক্যে টারজনকে আনার জন্য বলতে লাগল। কিন্তু কে যাবে তার কাছে? টগ বলল, আমি যাব।

টগ ছাড়া কেউ সাহস পেল না টারজনের কাছে যেতে।

বাঁদর-গোরিলাগুলো যখন একদৃষ্টিতে চাঁদের গ্রহণ দেখছিল তখন টগ টারজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। টারজনের কাঁধে একটা তীরভরা তূণ আর হাতে একটা ধনুক ছিল। টগ তাকে সব কথা আগেই বলেছে। টারজনও তাই তৈরী হয়ে এসেছে গোরোকে উদ্ধার করার জন্য।

টারজনকে দেখে এবার গোরিলারা সবাই খাতির করতে লাগল বিশেষভাবে।

টারজন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একটা বড় গাছের মাথায় উঠে গেল। ওরা জানত না পৃথিবীর যে ছায়াটা চাঁদকে ক্ষণকালের জন্য গ্রাস করেছে, সে ছায়া একটু পরেই সরে যাবে। ফলে আপনা থেকে মুক্ত হবে চাঁদ। কিন্তু শুধু বাঁদর-গোরিলারা নয়, টারজনও জানত না একথা।

টারজন গাছের উপর থেকে চাঁদকে লক্ষ্য করে পর পর তিনটে তীর ছুঁড়ল। ঠিক সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে অদূরে এক জায়গায় একটা সত্যিকারের সিংহ গর্জন করে উঠল।

তখন বাঁদর-গোরিলারা বলাবলি করতে লাগল, দেখলে, টারজনের তীরের আঘাতে আকাশ থেকে নুমা গর্জন করছে।

এদিকে গ্রহণ কেটে যেতে অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়াটা চাঁদের উপর থেকে সরে যেতেই চাঁদটা রাহুমুক্ত হয়ে উঠল। গোরিলারা ভাবল, নুমাটা গোরোকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে।

আসল ব্যাপারটা বা এর রহস্যটা না জানলেও টারজন কিন্তু বাঁদর-গোরিলাদের এই কথাটাকে ঠিকমত মেনে নিতে পারল না।

টারজন লর্ড অফ দি জাঙ্গল

জঙ্গলের রাজা টারজন

সেদিন ভরদুপুরে জঙ্গলের ছায়াঘেরা গভীরে টারজনের প্রিয় বন্ধু ট্যাণ্টর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার শুঁড়টা দোলাচ্ছিল। এই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে বহু বছর ধরে নুমা, শীতা, ডাঙ্গো প্রভৃতি কত সব হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের কাছাকাছি বাস করে আসছে হাতিটা। কিন্তু এদের কাউকে ভয় করে না সে। কেউ তাকে অকারণে মারতে আসে না বা লড়াই করতে আসে না তার সঙ্গে। একমাত্র মানুষই তার শত্রু। কালো সাদা সব মানুষই তার দাঁতের লোভে তাকে মারতে আসে। জঙ্গলী কালো মানুষরা তাদের বর্শা উঁচিয়ে তার দিকে ছুটে আসে তাকে বধ করার জন্য। তার মাংসও তারা খায়। বিদেশ থেকে সাদা মানুষগুলোও তাকে লক্ষ্য করে রাইফেল থেকে গুলি করে। তারাও সমান হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর। তার দাঁতের উপর তারা লোভ করে তাদের দাঁত নিয়ে ব্যবসা করে।

মানুষদের মধ্যে একমাত্র টারজনই হলো ব্যতিক্রম। সে সাদা চামড়ার মানুষ হয়েও তাকে কোনদিন মারতে আসেনি। ছেলেবেলা থেকে সে খেলা করে আসছে তার সঙ্গে। সে তার পিঠে হাত বুলোয়। তার পিঠে শুয়ে ঘুমোয়, পিঠে চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গায় যায়।

সেদিন দুপুরে উপর থেকে যখন গরম বাতাস বয়ে আসছিল তখন টারজন হাতিটার পিঠের উপর শুয়ে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। এদিকে তখন ফাদ ও মতলগ নামে দুজন আরব ফেজুয়ান নামে এক নিগ্রো ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করতে করতে উত্তর দিকে চলে আসে।

হাতিটাকে দূর থেকেই গুলি করে আরবরা। ফেজুয়ান প্রথমে দেখতে পায়। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে হাতিটার পাশ দিয়ে চলে যায়। হাতিটা ছুটে পালিয়ে যায়। টারজন তখন হাতিটার পিঠের উপর শুয়েছিল। হাতিটা ডালপালা ভেঙ্গে সেখান দিয়ে পথ করে পালিয়ে যেতে গেলে একটা গাছের ডালে মাথায় জোর আঘাতের ফলে টারজন মাটিতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

ফেজুয়ান ফাদকে বলল, তোমার গুলিটা লাগেনি মালিক।

ফাদ বলল, গুলিটার মধ্যে শয়তান ছিল। চল দেখি হাতিটার গায়ে হয়ত লেগেছে।

হাতিটা যেখানে প্রথমে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ফাদ আর ফেজুয়ান দুজনে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল হাতিটা সেখানে নেই। তার পরিবর্তে সেখানে এক নগ্ন শ্বেতাঙ্গ অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। ততক্ষণে মতলগও এসে হাজির হয়েছে সেখানে।

ফাদ বলল, একটা হাতি শিকার করতে গিয়ে একজন শ্বেতাঙ্গকে মারলাম?

মতলগ বলল, একটা খৃস্টান কুকুর, আবার প্রায় উলঙ্গ। গুলিটা ওর কোথায় লেগেছে?

ওরা টারজনের দেহটা পরীক্ষা করে দেখল তার দেহে কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন নেই। শুধু মাথায় একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল।

ফেজুয়ান বলল, ও এখনো মরেনি। হাতিটা পালিয়ে গেছে। হাতিটা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল তখন ওর মাথায় আঘাত লাগে।

ফাদ কোমর থেকে তার ছোরাটা বার করে বলল, আমি ওকে শেষ করব।

মতলগ বাধা দিয়ে বলল, আল্লার নামে বলছি তোমার ছোরাটা রেখে দাও। আমরা ওকে শেখের কাছে বেঁধে নিয়ে যাব। শেখ যা করার করবে।

ফাদ বলল, তাহলে শেখের মঞ্জিলে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ফেজুয়ানে বলল, ও নড়ছে। ও আমাদের সাহায্য ছাড়াই যেতে পারবে। তবে ও কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাইবে? ওর চেহারাটা কেমন দৈত্যের মত দেখ।

ফাদ বলল, ওকে বেঁধে ফেল।

টারজনের হাতদুটো পেটের উপর জড়ো করে উটের চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল ওরা। টারজন তখন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল। সে আরবদের দেখে চিনতে পারল। সে তাদের বলল, তোমরা আমায় বাঁধছ কেন? বাঁধন খুলে দাও বলছি।

ফাদ হেসে বলল, তুমি যে দেখছি শেখের মত হুকুম চালাচ্ছ। নিজেকে শেখ ভাবছ নাকি?

টারজন বলল, লোকে আমাকে টারজন বলে। আমি হচ্ছি শেখের শেখ।

টারজন!

চমকে উঠল মতলগ। গলার স্বর নিচু করে বলল, আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই লোকটার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গেল। গত দু সপ্তার মধ্যে যে গাঁয়েই গিয়েছি সেখানেই ওর নাম শুনেছি। গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলেছে, থাম, টারজন আসছে। তার দেশ থেকে ক্রীতদাসদের ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের হত্যা করবে সে।

ফাদ বলল, তুমি বাধা দিলে আমায়। ওকে মেরে ফেলাই ভাল ছিল।

মতলগ বলল. পরে একথা প্রচার হয়ে গেলে আমাদের আর জীবন্ত দেশে

ফিরে যেতে হবে না। আমাদের ক্রীতদাসরাই পালিয়ে গিয়ে প্রচার করে বেড়াবে একথা।

ফাদ বলল, ঠিক আছে। শেখের কাছেই নিয়ে চল ওকে।

শেখ ইবন জাদ তখন তার মঞ্জিল বা বাড়ির দরজার সামনে বসেছিল। তার পাশে ছিল তার ভাই তোলোগ। বাড়ির ভিতরে ছিল তার স্ত্রী হিরফা আর মেয়ে আতিজা। তারা দুজনেই ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত ছিল।

শেখ ইবন জাদ বলল, আমরা আমাদের দেশ বেলেদ থেকে অনেক ঘুরে এসেছি। কারণ আমরা হাবাসে ঢুকতে চাইনি। সে দেশের লোকরা আমাদের আক্রমণ করতে পারত। এখন আমরা আবার উত্তর দিক দিয়ে এল-হাবাসের ভিতর দিয়ে যাদুকরের কথামত নিমুর নগরীতে যাব। যাদুকর বলেছে সেখানে নাকি অনেক ধনরত্ন আছে।

তোলোগ বলল, তুমি কি ভাবছ হাবাসে গেলেই নিমুর নগরীতে যাওয়া খুব সহজ হবে?

ইবন জাদ বলল, আল্লার নামে বলছি, হ্যাঁ হবে। হাবাসের লোকরা তা জানে। ফ্রেজুয়ান নিজে একজন হাবাসের লোক। সে অবশ্য সেখানে যায়নি, শুধু নাম শুনেছে। তবে আমাদের সঙ্গে হাবাসের যেসব বন্দী থাকবে তাদের মুখ থেকেই কথাটা বার করে নেব আমরা।

শেখের কাছে জায়েদ নামে এক বেদুইন যুবক ছিল। শেখের মেয়ে আতিজাকে ভালবাসত সে। জায়েদ বলল, নিমুরের ধনরত্ন কেউ সাহস করে নিতে যায় না।

ইবন জাদ বলল, সে ধনাগারে কোন প্রহরী নেই। সেখানে শুধু এক সুন্দরী নারী আছে। আমরা তাদের গুলি মেরে হটিয়ে দেব। সে ধনরত্ন আমরা লাভ করবই।

জায়েদ বলল, আল্লার দয়ায় গেরিয়ার ধনরত্নের মত নিমুরের ধনরত্নও যেন খুব সহজেই পেয়ে যাই। গেরিয়া হচ্ছে তিবাকের উত্তর দিকে অবস্থিত প্রাচীর-ঘেরা এক নগরী। সেখানে নাকি শুক্রবার মাটির ভিতর থেকে সোনার টাকাগুলো উঠে এসে আপনা থেকে চলাফেরা করতে থাকে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারা মরুভূমি জুড়ে চলে বেড়ায় টাকাগুলো।

ইবন জাদ বলল, একবার নিমুরে পৌছতে পারলে ধনরত্ন লাভ করা এমন কিছু শক্ত কাজ হবে না। তবে আসার সময় হাবাস থেকে ধনরত্ন ও সেই রমণীকে নিয়ে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে। নিমুরের লোকরাও সুন্দরী হলে বাধা দিতে পারে।

তোলোগ বলল, যাদুকরেরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে।

তার বাড়ির প্রান্তে যে বন ছিল সেইদিকে তাকিয়ে ইবন জাদ বলল, কারা আসছে?

তোলোগ বলল, ফাদ আর মতলগ শিকার থেকে ফিরে আসছে। আল্লা করুন তারা যেন হাতির দাঁত আর মাংস নিয়ে আসে।

ফাদ ও মতলগ টারজনকে বন্দী অবস্থায় এনে শেখের সামনে দাঁড়াল। ইবন দেখল টারজন তোলোগ আর জায়েদকে খুঁটিয়ে দেখছে।

টারজন উদ্ধতভাবে বলল, এখানে শেখ কে?

ইবন জাদ তার মাথা থেকে রুমালটা সরিয়ে বলল, আল্লা! আমিই শেখ। তোমার নাম কি?

টারজন বলল, লোকে আমাকে টারজন বলে ডাকে। আরব ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের কাছে নামটা অজানা নেই। তোমরা জান আমি আমার দেশের লোকদের ক্রীতদাস বানাতে চাই না। কেন তবে এখানে এসেছ তোমরা?

ইবন জাদ বলল, আমরা ক্রীতদাস ধরার জন্য আসিনি। আমরা এসেছি শান্তিতে হাতির দাঁতের কারবার করতে।

টারজন শান্তভাবে বলল, তুমি মিথ্যা কথা বলছ মোসলেম। আমি তোমার বাড়িতে ক্রীতদাস দেখতে পাচ্ছি। তারা স্বেচ্ছায় আসেনি নিশ্চয়। তাছাড়া তোমার লোকরা একটা হাতিকে আমার সামনেই গুলি করে। এটাকে শান্তিতে ব্যবসা করা বলে না। আমি এই পশুহত্যা চাই না। এসবের অনুমতি দিই না। আসলে তোমরা লুণ্ঠনকারী।

ইবন জাদ বলল, আল্লার নামে বলছি, আমরা সৎ লোক। ওরা মাংসের জন্য শিকার করছিল।

টারজন বলল, খুব হয়েছে! আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও এবং এখনি উত্তর দিকে চলে যাও। আমার লোকজন তোমাদের সুদানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ইবন জাদ বলল, আমরা ব্যবসা করার জন্য অনেক পথ পার হয়ে কষ্ট করে এসেছি। আমরা আমাদের মালবাহকদের শ্রমের বেতন দেব। তাদের ক্রীতদাস হিসাবে খাটাব না। হাতিদেরও গুলি করে মারব না। আমরা ওখান থেকে এক জায়গায় যাব। তোমার দেশের ভিতর দিয়ে যাবার অনুমতি দিলে ফিরে এসে আমরা তোমাকে মোটা রকমের একটা টাকা দেব।

টারজন বলল, না। তোমরা এখনি চলে যাও এখান থেকে। এখন আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও।

ইবন জাদের ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল। সে বলল, আমরা শান্তি চাই। কিন্তু তুমি যুদ্ধ চাইলে আমরাও যুদ্ধ চাইব। তুমি এখন আমাদের কবলে।

টারজন বলল, সাবধান মোসলেম। মনে রেখো, টারজনের হাতগুলো খুব লম্বা। মৃত্যুর পরও তা কবর থেকে উঠে এসে অনেক দূরের মানুষকে ধরে তার গলা টেপে।

ইবন জাদ বলল, সন্ধ্যে পর্যন্ত তোমাকে সময় দিলাম। জেনে রাখবে ইবন

জাদ যার জন্য এসেছে তা না পাওয়া পর্যন্ত ফিরবে না।

এরপর টারজনকে তারা একটা তাঁবুর ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। তিনজন লোক অতি কষ্টে তাকে মেঝের উপর ফেলে দিয়ে তার পাগুলো বেঁধে দিল।

ফাদ বলল, মতলগ বাধা না দিলে ওকে তখনি আমি ছুরি দিয়ে খতম করে দিতাম।

শেখের ভাই তোলোগ বলল, সেইটাই ভাল হত। তাকে ছেড়ে দিলেও সে তার লোকজন নিয়ে এসে তাড়িয়ে দেবে আমাদের এখান থেকে। আবার বন্দী করে রাখলেও এখান থেকে কোন ক্রীতদাস একসময় পালিয়ে গিয়ে বাইরে ওদের দলের লোকদের বলবে। তখন তারা আমাদের আক্রমণ করবে।

ইবন জাদ বলল, ঠিক বলেছ তোলোগ।

তোলোগ বলল, আমরা পরদিন সকালে ক্রীতদাসদের বলব, টারজন নিজেই পালিয়ে গেছে, আমরা বলব শেখ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে এবং সে আমাদের আশীর্বাদ করে গেছে।

ইবন জাদ বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছি না তোলোগ।

তোলোগ বলল, কেন, বন্দী ত তাঁবুর ভিতরেই রাত্রিকালে থাকবে। তার পাঁজরে একটা ছুরি বসিয়ে দিলেই হলো। আমাদের বিশ্বস্ত ক্রীতদাসরাই একাজ করবে। পরে একটা খাল করে তাকে কবর দিলেই চলবে।

ইবন জাদ খুশি হয়ে বলল, স'ত্যই তোমার মধ্যে শেখের রক্ত আছে। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি দেখে তাই মনে হয়। আল্লা তোমায় আশীর্বাদ করুন।

এই বলে তার হারেমের দিকে চলে গেল ইবন জাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শেখ ইবন জাদের মঞ্জিলে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। মঞ্জিলের ভিতর একটা তাঁবুর ঘরের ভিতর টারজন হাত পা বাঁধা অবস্থায় শুয়েছিল। বাঁধনগুলো খোলার জন্য অনেক চেষ্টা করল সে। কিন্তু উটের চামড়া থেকে বানানো দড়িগুলো সত্যিই খুব শক্ত। সে বাঁধন কোনভাবে ছিঁড়তে বা খুলতে পারল না।

টারজন শুনতে পেল তাঁবুর বাইরে কারা ফিস ফিস করে কথা বলছে।

সত্যিই তখন শেখের মেয়ে আতিজা আর তার প্রেমিক জায়েদ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

জায়েদ একসময় বলল, বল আতিজা, তুমি জায়েদ ছাড়া আর কাউকে ভালবাস না?

আতিজা বলল, কতবার বলব একই কথা?

জায়েদ আবার বলল, তুমি ফাদকে ভালবাস না? তোমার বাবা ত তারই হাতে তোমাকে তুলে দিতে চায়।

আতিজা বলল, ওকে আমি বিশ্বাস করি না। আমার বাবার প্রতি তার বিশ্বস্ততায় সন্দেহ আছে আমার।

জায়েদ বলল, কিন্তু সে তোমাদের জাতিরই লোক।

আতিজা বলল, তাতে কি হয়েছে? সে আমার বাবার ভাই। তবু সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বাবার সঙ্গে বাবা তার উপকার করা সত্বেও। সে তোলোগের সঙ্গে প্রায়ই গোপনে ষড়যন্ত্র করে। আমার বাবার কিছু হলেই তোলোগ শেখপদে অধিষ্ঠিত হয়ে অনেক সম্মান ও সুযোগ সুবিধা পাবে। তোলোগ এ ব্যাপারে ফাদের সাহায্য চায়। তোলোগ তাই ফাদের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্য বাবার কাছে ওকালতি করে তার হয়ে।

জায়েদ বলল, সেই নগরীতে ধনরত্ন পাওয়া গেলেও ওরা নিজেদের মধ্যে তা ভাগ করে নিতে চায়।

আতিজা বলল, তাও হতে পারে।

হঠাৎ ওরা কিসের একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল। সে শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল। ক্রীতদাসরা তাঁবুর বাইরে এসে দেখতে লাগল। আরবরা বন্দুক তুলে নিল হাতে।

ইবন জাদ বলল, তাঁবুর ভিতর থেকে শব্দটা আসছে। মনে হচ্ছে একটা পশু গর্জন করছে। বন্দীটা ত মানুষ।

ফাদ বলল, ও মানুষ হলেও ওর মধ্যে শয়তান আছে।

ইবন জাদ হাতে বন্দুক আর কাগজের লণ্ঠন নিয়ে টারজনের ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল টারজন ঠিকই আছে। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি একটা শব্দ শুনেছ? ওটা কিসের শব্দ?

টারজন বলল, এক পশুর প্রতি অন্য এক পশুর ডাক। জঙ্গলের ডাক শুনে বেদুইনরা ভয় পায়।

ইবন জাদ বলল, বেদুইনরা ভয় পায় না। আমরা ভেবেছিলাম বাড়ির মধ্যে হয়ত বা কোন জন্তু জানোয়ার ঢুকেছে। যাই হোক, আগামীকাল তোমাকে মুক্তি দেব।

টারজন বলল, কিন্তু আজ নয় কেন?

ইবন জাদ বলল, সিংহ অধ্যুষিত এই নৈশ জঙ্গলে একা তোমাকে ছাড়া ঠিক হবে না।

টারজন হাসল। হাসিমুখে বলল, রাত্রির জঙ্গলে টারজন নিরাপদ। কোন সময়েই জঙ্গলকে ভয় করে না টারজন।

এদিকে টারজনের ডাকটা জঙ্গলের মধ্যে দূরে একজন শুনতে পেয়েছিল এবং সে সাড়াও দিয়েছিল। সে হলো টারজনের বন্ধু ট্যান্টর। শেখের মাঞ্জলের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ল এবং গোটা বাড়িটা স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন হাতিটা শুঁড় তুলে জ্বলন্ত লাল চোখদুটো নিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হুড়মুড় করে আসতে লাগল।

এদিকে শেখের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও শেখ তার ঘরের সামনে বসে তার ভাইএর সঙ্গে বসে ধূমপান করছিল। শেখ একসময় তার ভাই তোলোগকে বলল, কোন ক্রীতদাসকে জানাবে না যে তুমি টারজনকে হত্যা করছ। কাজটা হয়ে গেলে কবর খোঁড়ার জন্য দুজন বলিষ্ঠ ক্রীতদাসকে জাগাবে। তাদের মধ্যে একজন হবে ফেজুয়ান। আর একজন অন্য কেউ।

তোলোগ বলল, আব্বাস আর ফেজুয়ান—দুজনেই বিশ্বস্ত।

শেখ বলল, ঠিক আছে। তুমি বলবে শব্দ শুনে তাঁবুতে গিয়ে দেখ বন্দী মরে পড়ে আছে।

তোলোগ বলল, তুমি আমার বুদ্ধির উপর বিশ্বাস রাখতে পার।

শেখ বলল, খুব ভাল কথা। আমরা চারজন ছাড়া এই হত্যাকাণ্ডের কথা কেউ জানবে না। তাকে কোথায় কবর দেওয়া হবে তাও জানবে না। কাল সকালে অন্যদের আমরা বলব বন্দী পালিয়েছে তার বাঁধন কেটে। দড়িগুলো ঘরেই রাখবে, বুঝলে?

তোলোগ বলল, বুঝেছি।

শেখ বলল, তাহলে যাও। এখন সবাই ঘুমিয়েছে।

এই বলে শেখ তার শোবার ঘরে চলে গেল। এদিকে হাতিটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে ছুটে আসতে লাগল। তার পথের সামনে কোন সিংহ বা চিতাবাঘ দাঁড়াতে পারল না। সবাই একপাশে সরে যেতে লাগল।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে তোলোগ টারজনের তাঁবুর ভিতরে চলে গেল। টারজন তখন মাটিতে কান পেতে কিসের শব্দ শোনার চেষ্টা করছিল। তোলোগ তার ঘরে ঢুকতেই টারজন খাড়া হয়ে উঠে বসল। সে আবার সেই আগের মত চীৎকার করে উঠল। গোটা শিবিরটা কেঁপে উঠল সেই চীৎকারের শব্দে।

তোলোগ বলল, এখানে কোন জন্তু আসেনি ত?

সে দেখল তাঁবুর মধ্যে কোন জন্তু নেই। সে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে একটা কাগজের লণ্ঠন নিয়ে এল। তোলোগ দেখল টারজন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে বলল, তুমি আমাকে হত্যা করতে এসেছ?

জঙ্গল থেকে একটা সিংহ আর একটা হাতির গর্জনের শব্দ আসছিল। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। কারণ শিবিরটা উঁচু জায়গায় অবস্থিত আর চারদিকে ভালভাবে ঘেরা। তার উপর আগুন জ্বালানো আছে জন্তু-জানোয়ার তাড়াবার জন্য। পাহারাদার আছে।

তোলোগ একটা বন্দুকও এনেছিল। কিন্তু বন্দুকটা রেখে সে ছুরিটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল টারজনের দিকে। তোলোগ টারজনের বুকে ছুরি বসাবার জন্যে এগিয়ে এলে টারজন তার বাঁধা হাতদুটো দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল। তোলোগ আবার এলে টারজন তার মাথায় হাতদুটো দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে সে পড়ে গেল। কিন্তু তোলোগ উঠেই এবার টারজনের পেছন থেকে আঘাত করতে গেল। টারজন হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বাধা দিতে গেলে সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। তোলোগ এবার সুযোগ পেয়ে ছুরিটা টারজনের বুকে বসাতে গেলেই সে আশ্চর্য হয়ে দেখল গোটা তাঁবুটা উপর থেকে কে তুলে নিল। তারপর দেখল একটা বিরাট হাতি শুঁড় দিয়ে তার দেহটা জড়িয়ে ধরে তাকে তুলে একটা তাঁবুর মাথায় ফেলে দিল।

হাতিটা এবার টারজনকে শুঁড় দিয়ে তার পিঠের উপর চাপিয়ে বেগে ছুটে পালাতে লাগল। দুজন পাহারাদারের একজন একটা গুলি করল। কিন্তু গুলিটা লাগল না। অন্য প্রহরী হাতির পায়ের তলায় পড়ে পিষে গিয়ে মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে।

শেখের লোকজন ছুটে এসে দেখল বন্দী নেই। হাতিটা তখন জঙ্গলে পালিয়ে গেছে।

তোলোগ শেখকে বলল, বন্দীর একটা পোষা শয়তান আছে। সে হাতির রূপ ধরে এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

সব কিছু শুনে অনেক ভেবে শেখ বলল, কাল সকালেই আমরা শিবির গুটিয়ে উত্তর দিকে রওনা হব।

পরদিন সকালে কোনরকমে প্রাতরাশ সেরেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শিবির গুটিয়ে ফেলল ওরা। আরবরা ঘোড়ায় চাপল। ক্রীতদাসরা মালপত্র নিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। আতিজা আর জায়েদ ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি যাচ্ছিল। তোলোগ ফাদকে ডেকে তার পাশাপাশি যেতে যেতে বলল, শেখ তোমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেও জায়েদ মেয়েটাকে হাত করে তার কানে কানে প্রেম জানাচ্ছে।

ফাদ বলল, এ ব্যাপারে তুমি সাহায্য না করলে হবে না। তুমি আমাকে কথাও দিয়েছিলে।

তোলোগ বলল, হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। কিন্তু শেখ মেয়েকে আস্কারা দিয়ে বিয়ের ব্যাপারটা তারই ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে

ফাদ বলল, এখন কি করা যায়?

তোলোগ বলল, আমি শেখ হলে আমার ভাইঝিকে তোমারই হাতে তুলে দিতাম। কিন্তু আমি ত আর শেখ নই।

ফাদ বলল, তুমি ত শেখ নও। কিন্তু কি করে তোমায় শেখ করা যায়?

তোলোগ মুখটা ফাদের কাছে এনে চুপি চুপি বলল, তোমার মত সাহসী লোক তা ভালভাবেই জানে।

তৃতীয় অধ্যায়

তিন দিন ধরে আংবরা উত্তর দিকে হাবাসের পথে এগিয়ে যেতে লাগল ধীর গতিতে। এদিকে টারজনও তিন দিন ধরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইল। হাতিটা সর্বক্ষণ তার পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল। এমন কাউকে পেল না টারজন যে তার হাতপায়ের শক্ত বাঁধনগুলো কেটে দেবে বা খুলে দেবে। তিন দিন কোন খাদ্য বা একটু জল পর্যন্ত খেতে পায়নি টারজন।

এই ক'দিনের মধ্যে অনেক মনু বা ছোট ছোট বাঁদরদের ডেকেছিল তার বাঁধনগুলো খুলে দেবার জন্য; কিন্তু তারা কেউ তা পারেনি।

চতুর্থ দিন সকাল হতেই হাতিটা অশান্ত হয়ে উঠল। হাতিটা এই ক'দিন টারজনকে ফেলে দূরে কোথাও যায়নি। কাছাকাছি ঘাস পাতা যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। আজ সে তাই টারজনকে নিয়ে দূরে কোথাও যেতে চাইল।

কিন্তু টারজন সেখান থেকে যেতে চাইল না। কারণ সে ভাবল, বাঁদর-গোরিলারা যেখানে থাকে এই জায়গাটা হলো তার কাছাকাছি। নিশ্চয় এই পথে একদল বাঁদর-গোরিলা আসবে এবং তাদের মধ্যে দু-একজন ঠিক টারজনকে চিনবে এবং তারা দাঁত দিয়ে তার বাঁধনগুলো কেটে দেবে।

হাতিটা টারজনকে পিঠের উপর চাপিয়ে নিতেই টারজন বলল, আমাকে নামিয়ে দাও ট্যান্টর! তুমি যাও। তুমি আমাকে দূরে নিয়ে গেলে আমার বাঁধন খোলার কাউকে পাব না। খাদ্য পানীয় কিছু খেতে না পেয়ে আমি মারা যাব।

তার কথা বুঝে হাতিটা তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে কয়েকবার পিছন ফিরে টারজনের পানে তাকাল।

টারজন যা ভেবেছিল তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল বাঁদর-গোরিলা ঘুরতে ঘুরতে টারজন যেখানে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল সেখানে হাজির হলো। তারা প্রথমে গাছের আড়াল থেকে টারজনকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

টারজন বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় তাদের বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। তোমাদের বন্ধু। টারমাঙ্গানীরা আমাকে ধরে আমার হাত পা বেঁধে রেখে দেয়। আমি কোন খাবার খেতে বা জলপান করতে পারছি না। তোমরা এসে আমার বাঁধন খুলে দাও।

একটা গোরিলা বলল, তুমি হচ্ছ টারমাঙ্গানী।

টারজন আবার বলল, না, আমি বাঁদরদলের রাজা টারজন।

গাছের উপর থেকে একটা মনু বা ছোট বাঁদর বলল, হ্যাঁ, ও টারজনই বটে। গোমাঙ্গানী আর টারমাঙ্গানীরা মিলে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলে। আজ চারদিন হলো ও এইভাবে বাঁধা অবস্থায় আছে।

সহসা গাছের আড়াল থেকে একটা গোরিলা এগিয়ে এসে বলল, আমি জানি টারজনকে। সে টারজনের কাছে আসতেই তাকে চিনতে পেরে টারজন বলল, তুমি মোয়ালাৎ না? তোমাদের দলের রাজা কে?

মোয়ালাৎ বলল, আমিই মোয়ালাৎ। তোয়াৎ হচ্ছে আমাদের দলের রাজা।

টারজন বলল, আগে আমার বাঁধনগুলো খুলে দাও। এখন তোমাদের রাজাকে ডেকো না। কিছু বলো না। কারণ সে আমায় এই অবস্থায় দেখলে আমাকে মেরে ফেলবে।

মোয়ালাৎ টারজনের হাত পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিল। মুক্ত হয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল টারজন। এমন সময় বাঁদর-গোরিলা দলের রাজা তোয়াৎ এসে হাজির হলো। সে টারজনকে দেখেই মাটিতে ঘুষি মেরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তার শক্তির আস্ফালন করতে লাগল। দলের রাজা হিসাবে যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগল টারজনকে। মোয়ালাৎ বলল, ও হচ্ছে মাঙ্গানীদের বন্ধু।

তোয়াৎ বলল, না, ও হচ্ছে টারমাঙ্গানী ও মাঙ্গানীদের শত্রু। ওরা বজ্রভরা একটা লাঠি দিয়ে আমাদের হত্যা করে। ওকে মেরে ফেলো।

গয়াৎও মোয়ালাতের দলে এসে বলল, আমি যখন ছোট ছিলাম এই টারজনই আমাকে সিংহের কবল থেকে বাঁচায়। ও আমাদের বন্ধু।

কিন্তু তোয়াৎ এ কথায় কান দিল না। সে রেগে লাফাতে লাগল। একদিকে তোয়াৎ আর একদিকে মোয়ালাৎ ও গয়াৎ—অন্য সব বাঁদর-গোরিলারা কে কোন্ দিকে যাবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। দুপক্ষের যুদ্ধ আসন্ন দেখে টারজন তাদের সকলকে সম্বোধন করে বলল, যাক, আমি আসলে হচ্ছি মাঙ্গানী। আমি কার্চাকের বাঁদরদলে অনেকদিন ছিলাম। তোমাদের

সবাই তখন ছোট ছিল। তোয়াৎ আজ আমাকে মারতে আসছে কারণ একদিন আমি ওর রাজা হবার পথে বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু রাজা হিসাবে ও ওর যথাকর্তব্য পালন করলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু রাজা হিসাবে ও মোটেই ভাল না, ও বিনা কারণে তোমাদের বন্ধু টারজনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে তোমাদের।

এরপর টারজন একটা বিরাট যুবক বাঁদর-গোরিলাকে সম্বোধন করে বলল, শোন জুখো, তোমার মনে নেই সেদিনের কথা? তুমি কি ভুলে গেছ তুমি যখন একদিন রোগে ভুগছিলে, যখন তোমার দলের সবাই তোমাকে ছেড়ে চলে যায় তখন কে তোমার মুখে খাদ্য ও পানীয় যোগায়? কে তোমাকে তখন নুমা, শীতা আর ভাঙ্গোর হাত থেকে রক্ষা করে? মনে আছে সেসব কথা?

অতি কষ্টে অতীত দিনের কথা মনে করতে লাগল জুখো। অবশেষে জুখো বলল, হ্যাঁ মনে পড়েছে, জুখো টারজনের বন্ধু।

এই বলে জুখো টারজন আর মোয়ালাতের কাছে এসে বসল।

বাঁদর-গোরিলারা একটা বিষয় নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামায় না। তোয়াৎ যখন দেখল অনেক গোরিলা এক এক করে টারজনের দলে চলে এল তখন সে আহারের সন্ধানে অন্যত্র চলে গেল। টারজন সেই বাঁদরদলেই রয়ে গেল তাদের বন্ধু হিসাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জেমস হান্টার ব্লেক নামে এক ধনী আমেরিকান যুবক উইলবার স্টিম্বল নামে এক বয়স্ক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে অভিযানে বার হয় আফ্রিকার জঙ্গলে। আফ্রিকার যত সব ভয়ঙ্কর জীবজন্তুগুলোকে যতদূর সম্ভব চলচ্চিত্রের ক্যামেরায় ধরে রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

আগে থেকে স্টিম্বলের কিছু অরণ্যজীবনের অভিজ্ঞতা থাকার জন্য সে-ই ছিল একমাত্র দলনেতা। তাদের সঙ্গে কিছু নিগ্রো আদিবাসী ছিল; তারা মালপত্র বহন করত, যাবতীয় কাজকর্ম করত। তারা সবাই স্টিম্বলের নির্দেশে চলত। কিন্তু স্টিম্বলের মেজাজটা ছিল বড় রুক্ষ। কথায় কথায় সে ঝগড়া করত যার তার সঙ্গে। একদিন তার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যান দল ছেড়ে চলে যায়। ফলে আফ্রিকার অরণ্য-জীবনের সচিত্র

ছবি তোলার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে গোটা দলটা এক বড় শিকারী দল হিসাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ব্লেকের বয়স ছিল পঁচিশ, স্টিম্বলের পঞ্চাশ। এজন্য ব্লেক স্টিম্বলকে বিশেষ কিছু বলত না। বরং সব ব্যাপারে তার আত্ম-গোরিমা আর বদমেজাজের পরিচয় পেয়ে মজা পেত।

একদিন দলের নিগ্রো মালবাহক কুলিদের সঙ্গে স্টিম্বলের ঝগড়া হয়। তাতে ব্লেক কুলিদের হয়ে কিছু কথা বললে স্টিম্বল তাকে জানিয়ে দেয় এরকম ঘটনা এরপর ঘটলে সে দলের সব ভার ব্লেকের হাতে ছেড়ে দিয়ে দল ছেড়ে চলে যাবে।

ক্রমে ব্লেকের দল জঙ্গলের গভীরে চলে আসে। সেখানে শিকার তেমন পাওয়া যেত না। ব্লেকের তবু বিশ্বাস তারা এই বিপদ থেকে শীঘ্রই উদ্ধার পাবে এবং একদিন নিরাপদে দুজনে আমেরিকা ফিরে যাবে।

এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল। একজন নিগ্রো মালবাহক লতায় পা লেগে হঠাৎ পড়ে গেল আর মালের বোঝাটাও কাঁধ থেকে পড়ে গেল। ব্লেক আর স্টিম্বল কুলিটির আগে আগে যাচ্ছিল। কুলিটি পড়ে গেলে তার বোঝাটা স্টিম্বলের উপর পড়ে যায় আর তাতে স্টিম্বলও পড়ে যায়। দলের সবাই ঘটনাটা হালকা ভেবে হাসতে থাকে। কিন্তু রাগে আগুন হয়ে যায় স্টিম্বল। সে উঠেই নিগ্রো কুলিটির মুখে জোর একটা ঘুষি মেরে ফেলে দেয় তাকে। সে মাটিতে পড়ে গেলে স্টিম্বল তার গায়ে লাথি মারতে থাকে। কিন্তু একবার লাথি মারার পর দ্বিতীয়বার স্টিম্বল পাটা ওঠাতে গেলেই ব্লেক তাকে ধরে ফেলে। তারপর সেও তার মুখে একটা ঘুষি মেরে তাকে ফেলে দেয়। স্টিম্বল উঠে তার বন্দুক নিয়ে গুলি করতে গেলে ব্লেক সেটা কেড়ে নেয়।

এরপর স্টিম্বলকে উঠিয়ে ব্লেক বলল, এই হলো আমাদের শেষ। শোন স্টিম্বল, আগামীকালই আমরা দুজনে ঠিক হয়ে যাচ্ছি। আমাদের যা কিছু আছে তার অনেক ভাগ নিয়ে কালই তুমি একদিকে চলে যাবে। তুমি যেদিকে যাবে আমি যাব তার উল্টো দিকে।

ততক্ষণে নিগ্রো কুলিটি উঠে দাঁড়িয়ে তার নাক থেকে রক্ত মুছছিল। অন্য সব নিগ্রো ভৃত্যরা রেগে গিয়েছিল স্টিম্বলের উপর। ব্লেক তাদের তখনি আবার যাত্রা শুরু করতে বলল। সবাই গম্ভীরমুখে নীরবে পথ চলতে লাগল।

দুপুরে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করতে বলল ব্লেক। এইখানেই আজ তারা থাকবে। আজ বিকেলে জিনিসপত্র ও খাদ্য সব ভাগাভাগি করে কাল সকাল হতেই রওনা হবে তারা আপন আপন পথে। ঠিক হলো ব্লেক শিবিরেই থাকবে আর স্টিম্বল একদল নিগ্রো যোদ্ধাকে নিয়ে শিকারে যাবে।

স্টিম্বল শিকারে চলে গেল। মাইলখানেক যাবার পর একটা বিরাটকায় বাঁদর-গোরিলা দেখতে পেল সে। গোরিলাটা তাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু স্টিম্বল তাকে পিছন থেকে গুলি করল। গুলিটা লাগল না

তার গায়ে। গোরিলাটা গাছের আড়ালে আড়ালে পালাতে লাগল। কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করতে লাগল স্টিম্বল। সে তার নিগ্রো যোদ্ধাদের জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি জন্তু?

তারা বলল, ওটা গোরিলা।

স্টিম্বল বলল, ওটাকে আমি ধরে নিয়ে যাব।

এদিকে টারজন তখন কাছাকাছি একটা গাছের উপর স্টিম্বলের গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। সে বুঝতে পারে এটা আরবদের গুলির শব্দ নয়। সে তাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সে গাছের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল, একটা বাঁদর-গোরিলা গুলির ভয়ে গাছপালা ভেঙ্গে ছুটে পালাচ্ছে আর তার পিছনে বন্দুক হাতে একটা শ্বেতাঙ্গ মারতে যাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ শিকারীর পিছনে একদল নিগ্রো যোদ্ধাও রয়েছে।

টারজন দেখল বোলগানি বা গোরিলাটা যেপথে ছুটছিল সেই পথের ধারে একটা গাছে একটা বড় অজগর রয়েছে। প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে সাপটাকে দেখতে পায়নি গোরিলাটা। অন্য সময় হলে অর্থাৎ গোরিলাটা যদি ধীর পায়ে শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে চলে যেত সেইদিকে তাহলে হয়ত অজগরটা কিছু করত না। এখন গোরিলাটা ডালপালা ভেঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে করতে ছুটতে থাকায় অজগরটা তাকে কাছে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। গোরিলাটা তার কুণ্ডলি থেকে নিজেকে মুক্ত করার যতই চেষ্টা করতে লাগল সাপটা ততই জোরে চেপে ধরল তার দেহটাকে।

এমন সময় স্টিম্বল আর টারজন একই সময়ে হাজির হলো সেখানে। টারজন দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারী রাইফেল তুলে ধরে একই সঙ্গে গোরিলা আর অজগর সাপটাকে মারতে যাচ্ছে। গোরিলাটার সঙ্গে টারজনের কোন বন্ধুত্ব ছিল না; বরং ছোট থেকে গোরিলাটার সঙ্গে তার একটা শত্রুতার ভাব ছিল। তবু গোরিলাটাকে সাপের কবলে পড়তে দেখে সব শত্রুতা ও হিংসার ভাব চলে গেল টারজনের মন থেকে। দেখল সাপটা যেভাবে জড়িয়ে ধরেছে গোরিলাটাকে তাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহের সব হাড় ভেঙ্গে গিয়ে গোটা দেহটা একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে।

টারজন যখন দেখল শ্বেতাঙ্গ শিকারী স্টিম্বলই গোরিলাটার এই অবস্থার জন্য দায়ী তখন সে স্টিম্বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ফেলে দিল মাটিতে। স্টিম্বল উঠে দাঁড়াবার আগেই টারজন তার ছুরিটা কেড়ে নিয়ে সাপটার কাছে গিয়ে আঘাত করতে লাগল তাই দিয়ে। সাপটার গায়ে ছুরিটা বসিয়ে দিতেই সাপটা গোরিলাটাকে ছেড়ে টারজনকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। টারজন সাপটার গলাটা টিপে ধরে ক্রমাগত তার গায়ের বিভিন্ন জায়গায় ছুরিটা বসাতে লাগল। অবশেষে তার মাথাটা কেটে দিল। তখন তার কুণ্ডলিটা শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

গোরিলাটা জোর আঘাত পেয়েছিল। সে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। টারজন তাকে বলল, আমি বাঁদরদলের টারজন। তোমাকে হিস্তা অর্থাৎ সাপের কবল থেকে বাঁচালাম।

গোরিলাটা ভেবেছিল টারজন এবার তাকে মারবে। সে ভয়ে ভয়ে টারজনকে বলল, তুমি আমাকে বধ করবে না?

টারজন বলল, না, আমরা এখন বন্ধু।

গোরিলাটা তখন বলল, আমাদের পিছনে যে টার্মাঙ্গানীটা রয়েছে সে আমাদের দুজনকেই ঐ বজ্রভরা লাঠিটা দিয়ে হত্যা করবে।

টারজন বলল, না, ওকে আমি এখান থেকে তাড়িয়ে দেব।

স্টিম্বল এতক্ষণ সবকিছু দেখছিল দাঁড়িয়ে। গোরিলাটার সঙ্গে টারজনের যেসব কথা হচ্ছিল তা সে বুঝতে পারছিল না। টারজন তার কাছে ফিরে এলে সে বলল, তুমি সরে যাও, এবার আমি গোরিলাটাকে বধ করব। তুমি ওকে সাপটার কবল থেকে বাঁচালে, ও কিন্তু এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার উপর।

স্টিম্বল আর গোরিলাটার মাঝখানে দাঁড়াল টারজন। বলল, তোমার রাইফেল নামাও।

স্টিম্বল বলল, মোটেই না, আমি কি শুধু শুধুই এতক্ষণ ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিলাম? তুমি জান আমি কে? আমি হচ্ছি উইলবার স্টিম্বল। স্টিম্বল এ্যাণ্ড কোম্পানী, নিউ ইয়র্কএর মালিক। এমন কি প্যারিস ও লণ্ডনেও আমার কারবার আছে।

টারজন বলল, তুমি আমার এই দেশে কি করছ?

স্টিম্বল বলল, তোমার দেশ! তুমি কে?

টারজন তখন স্টিম্বলের নিগ্রো যোদ্ধাদের পানে তাকিয়ে বলল, আমি হচ্ছি টারজন। এই শ্বেতাঙ্গ এদেশে কি করছে? এরা সংখ্যায় কত?

নিগ্রোরা তখন বলল, আমরা তোমাকে চিনি বড় বাওয়ানা। এরা সংখ্যায় আছে দুজন। আমরা এদের কাছে কাজ করি। এরা শিকার করে বেড়ায়। এই লোকটা বড় খারাপ ব্যবহার করে আমাদের সঙ্গে। এখানে শিকার পাওয়া যাচ্ছে না। কালই ওরা চলে যাবে এখান থেকে।

টারজন আবার জিজ্ঞাসা করল, এদের শিবির কোথায়?

নিগ্রোরা বলল, এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়।

টারজন এবার স্টিম্বলকে বলল, তোমাদের শিবিরে ফিরে যাও। আমি সন্ধ্যের সময় তোমাদের শিবিরে গিয়ে কথা বলব তোমাদের সঙ্গে। এখন শুধু খাবার মত শিকার করে চলে যাও।

স্টিম্বলের যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু টারজনের ব্যক্তিত্ব আর কথা বলার ভঙ্গিমা দেখে ভয় হলো তার। টারজন চলে গেলে সে তার লোকদের

বলল, আজ সারা দিনটাই মাটি হয়ে গেল। লোকটা কে?

নিগ্রোরা বলল, মালিক, ও হচ্ছে টারজন, এই বনের রাজা। ওর কথাই হলো আইন। ওকে রাগিও না।

এদিকে স্টিম্বলের অনুপস্থিতিকালে শিবিরের জিনিসপত্র সব ভাগ করে রাখল ব্লেক। ঠিক করল স্টিম্বল এলেই তাকে দেখিয়ে দেবে।

কিন্তু স্টিম্বল শিকার থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখপানে তাকিয়ে দেখল তার মুখটা ভার। তার মন মেজাজ খারাপ। ব্লেক দেখল তাদের পৃথক হওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো এই যে স্টিম্বলের দলে কোন নিগ্রোভৃত্য যেতে বা থাকতে চাইবে না। যাই হোক তবু ব্লেক ঠিক করে ফেলল, সে আর বদমেজাজী স্টিম্বলের সঙ্গে থাকবে না।

স্টিম্বল শিবিরে ঢুকেই দেখল সব মালপত্র দুভাগে ভাগ করে স্তূপাকার করে রেখেছে ব্লেক।

স্টিম্বল মালপত্র আগেই ভাগ করে রেখে দিতে দেখে বলল, আমি আসার আগেই ভাগ করে রেখেছ?

ব্লেক বলল, যেকোন একটা ভাগ বেছে নাও। কিন্তু লোক ভাগের কি হবে? তুমি যা খারাপ ব্যবহার করো তাদের সঙ্গে তাতে কেউ তোমার সঙ্গে যেতে চাইবে না। এখানকার আদিবাসীদের সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই।

স্টিম্বল বলল, তুমি ভুল করছ ব্লেক। তারা জানে যারা তাদের মারধোর করে তারাই তাদের প্রভু, তাদেরই তারা শ্রদ্ধা করে। তোমার মত নরম প্রকৃতির লোকদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারবে না তারা।

ব্লেক বলল, কিভাবে তাহলে তুমি লোকজনদের ভাগ করতে চাও?

স্টিম্বল বলল, প্রথমে আমি তোমার দলে যারা যেতে চায় তাদের বাদ দিয়ে বাকি লোকদের মধ্যে আমার জন্য লোক বাছাই করে নেব। তবে মনে হয় তোমার সঙ্গে বেশী লোক যেতে চাইবে না। তুমি প্রয়োজনীয় লোক না পেলে আমার দলে বেশী লোক এসে পড়লে আমি তোমাকে কিছু লোক দেব।

ব্লেক তখন কুলীদের সর্দারকে ডেকে সব চাকরদের জড়ো করতে বলল।

সর্দার চলে গেলে স্টিম্বল ব্লেককে জিজ্ঞাসা করল, একটা অচেনা লোক শিবিরে এসেছিল?

ব্লেক আশ্চর্য হয়ে বলল, না, কেন ওকথা বলছ?

স্টিম্বল উত্তর করল, আজ শিকার করতে গিয়ে একজন বুনো মানুষকে দেখতে পাই। সে আমাকে জঙ্গল থেকে চলে যেতে বলেছে। তার সম্বন্ধে কিছু জান?

ব্লেক বলল, বুনো বা জঙ্গলী?

হ্যাঁ, একটু পাগলাটে ধরনের। আমাদের ভৃত্যরা তাকে চেনে।

কে সে?

লোকটা বলল, তার নাম টারজন।

ব্লেক আশ্চর্য হয়ে ভ্রূদুটো কুঁচকে বলল, বাঁদরদলের টারজনের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে আর সে তোমায় চলে যেতে বলেছে জঙ্গল থেকে?

স্টিম্বল বলল, তার কথা আগে কখনো শুনেছ তুমি?

ব্লেক বলল, অবশ্যই শুনেছি আর সে যদি এ ধরনের হুকুম আমাকে দিত তাহলে আমি সত্যিই চলে যেতাম।

তুমি যাবে কিন্তু উইলবার স্টিম্বল যাবে না।

কিন্তু সে তোমাকে এ হুকুম কেন দিল?

স্টিম্বল বলল, আমি একটা গোরিলাকে গুলি করে মারতে যাচ্ছিলাম। গোরিলাটা তখন একটা বড় অজগর সাপের কবলে পড়ে। তখন টারজন সাপটাকে ছুরি দিয়ে মেরে গোরিলাটাকে বাঁচায় এবং আমাকে জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে বলে। পরে সে গোরিলাটার সঙ্গে এমনভাবে চলে গেল যেন মনে হলো ওরা দুজনে কতই না বন্ধু। এমন লোক কখনো দেখিনি। তবে আমি নিজে থেকে যেতে না চাইলে একটা আধ-পাগলা লোকের কথায় যাব না।

ব্লেক বলল, তুমি টারজনকে আধ-পাগলা বলছ?

যে লোক উলঙ্গ বিবস্ত্র অবস্থায় জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তাকে আধ-পাগলা ছাড়া কি বলব?

ব্লেক বলল, পরে দেখবে সে মোটেই আধ-পাগলা নয়। যদি বড় রকমের কোন বিপদে জড়িয়ে পড়তে না চাও তাহলে তার কথামত চলে যাও

স্টিম্বল বলল, তুমি তাকে কখনো দেখেছ?

ব্লেক বলল, না, তবে আমাদের লোকজনদের কাছ থেকে তার কথা শুনেছি। সে যেন এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানকার আদিবাসীদের মনে তার একটা বিশেষ প্রভাব আছে। তাকে ওরা সবাই এক অপদেবতা হিসাবে মনে করে। তারা ওকে চটাতে চায় না।

স্টিম্বল বলল, কিন্তু সেই বাঁদর লোকটা যখন আমার স্বরূপটা বুঝতে পারবে তখন আর সে উইলবার স্টিম্বলের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে না।

ব্লেক বলল, সে আমাদের এখানে আসবে। তাই হবে, তার সঙ্গে দেখা হবে। তার কথা আমি অনেক শুনেছি।

স্টিম্বল বলল, এই যে আমাদের লোকরা এসে গেছে।

সে তখন নিগ্রো কুলীদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল, আমরা এবার থেকে দুজনে ভাগ হয়ে যাচ্ছি। আমাদের মালপত্র সব ভাগ হয়ে গেছে। আমি পশ্চিম দিকে গিয়ে কিছুদিন শিকার করার পর সমুদ্র-উপকূলে যাব। ব্লেক কোন্ দিকে যাবে তা আমি জানি না। তোমাদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক লোক ব্লেকের সঙ্গে যাবে আর বাকি অর্ধেক আমার সঙ্গে যাবে। যারা ব্লেকের সঙ্গে যেতে চাও তারা তার কাছে গিয়ে দাঁড়াও।

স্টিম্বলের কথা শেষ হতেই নিগ্রো কুলীরা সব ব্লেকের কাছে চলে গেল।

স্টিম্বল এবার রেগে গিয়ে ব্লেককে বলল, দেখলে, আমি কত করে ওদের বুঝিয়ে বললাম, ওরা তবু আমার কথাটা বুঝতে পারল না?

স্টিম্বল ভাবল নিগ্রোভৃত্যরা তার কথার মানেটা বুঝতে পারেনি। সে প্রথমে ব্লেকের নামটা বলায় ওরা সবাই ব্লেকের দিকে চলে গেছে।

এরপর সে আবার কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে বলল ভৃত্যদের। বলল, তোমাদের মধ্যে অর্ধেক লোক ব্লেকের সঙ্গে যাবে আর অর্ধেক লোক আমার সঙ্গে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু এবারও তার কথায় কোন নিগ্রোভৃত্য তার দিকে এল না। তখন স্টিম্বল চীৎকার করে বলল, বুঝেছি এটা বিদ্রোহ। ব্লেক কি তোমাদের কিছু বলেছে?

ব্লেক বলল, বোকার মত কথা বলো না স্টিম্বল। কেউ তাদের বিদ্রোহ করতে বলেনি ওদের। এ পরিকল্পনা তোমার। আসলে তোমার দুর্ব্যবহারেই ওদের মন বিষিয়ে গেছে। ওরাও মানুষ, আত্মসচেতন। তুমি ওদের মার, অপমান করো। ওরা কত সহ্য করবে। তোমারই পাপের ফল আজ ভোগ করতে হচ্ছে তোমায়। যাই হোক, এখন ওদের মোটা টাকা দিয়ে বশ করার চেষ্টা করো। তুমি বেশী টাকা দিতে রাজী আছ?

স্টিম্বল এবার তার ভুল বুঝতে পারল। তার আত্মঅহঙ্কার আহত হলো। সে ব্লেককে বলল, যা ভাল বোঝ করো।

ব্লেক দেখল নিগ্রোভৃত্যরা স্টিম্বলের উপর দারুণ রেগে আছে। তারা কেউ তার সঙ্গে যেতে চায় না। সে তখন তাদের সর্দারকে বলল, তোমাদের মধ্যে যারা স্টিম্বলের সঙ্গে যাবে এবং তার কথা মেনে চলবে তাদের ও দ্বিগুণ মজুরি দেবে। তোমরা ভেবে দেখ কথাটা।

বিকালটা কেটে গেল। সন্ধ্যার পর আহার সেরে ব্লেক আর স্টিম্বল পাইপ খেতে খেতে নিগ্রোদের সর্দারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আধ ঘণ্টা কেটে যাবার পর ব্লেক সর্দারকে ডেকে পাঠাল।

সর্দার এলে ব্লেক তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা আমার কথা ভেবে দেখেছ? কি ঠিক করলে?

সর্দার বলল, কেউ স্টিম্বলের সঙ্গে যাবে না বাওয়ানা। ডবল টাকা দিলেও যাবে না।

ব্লেক বলল, তোমরা কথা দিয়েছিলে আমাদের সঙ্গে তোমরা যাবে। এখন চুক্তি ভঙ্গ করছ কেন?

সর্দার বলল, এখন ভাগাভাগি না করে একসঙ্গে চলুন। আমরা সঙ্গে যাব।

এমন সময় হঠাৎ টারজন সেখানে এসে উপস্থিত হলো। শিবিরে যে

আগুন জ্বলছিল তার আভায় ব্লেক টারজনের চেহারাটা দেখতে পেল।

স্টিম্বল বলল, সেই বুনো মানুষটা এসেছে।

ব্লেক টারজনকে বলল, তুমিই বাঁদরদলের টারজন ত?

টারজন বলল, হ্যাঁ, তুমি?

ব্লেক বলল, আমি হচ্ছি নিউ ইয়র্কের জিম ব্লেক।

টারজন বলল, শিকার করে বেড়াচ্ছ?

ব্লেক বলল, আমার সঙ্গে সচল ছবি তোলার একটা ক্যামেরা আছে। আফ্রিকার বন্য জীবনের কিছু চলমান ছবি তুলতে চাই।

টারজন বলল, তোমার সঙ্গী একটা রাইফেল ব্যবহার করছিল।

ব্লেক বলল, তার কাজের জন্য আমি দায়ী নই।

টারজন বলল, আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনেছি। নিগ্রোরা তোমার সঙ্গী সম্বন্ধে আমাকে কিছু কথা বলেছে। তোমরা দুজনে একমত হতে পারছ না বলেই পৃথকভাবে যেতে চাইছ। তাই নয় কি?

ব্লেক বলল, হ্যাঁ।

টারজন বলল, তোমরা কে কোন্‌দিকে যেতে চাও?

স্টিম্বল বলল, আমি পশ্চিম দিকে গিয়ে উপকূলে পৌঁছতে চাই।

ব্লেক বলল, আমি উত্তর দিকে গিয়ে কিছু সিংহের ছবি চাই। এর জন্য আমি অনেক টাকা খরচও করেছি। এখন যদি স্টিম্বলের সঙ্গে কোন লোক না যায় তাহলে আমাদের একসঙ্গেই যেতে হবে এবং তাহলে ছবি না তুলেই সোজা উপকূলে চলে যাব।

স্টিম্বল বলল, আমি এখন শিকার করব। আমার কাছেও টাকা আছে।

টারজন স্টিম্বলের কথায় কান না দিয়ে বলল, আগামীকাল রওনা হবে তোমরা। আমি ঠিক সময়ে আসব। লোকরা যাতে দু'দলে ভাগ হয়ে ঠিকমত যায় আমি তার ব্যবস্থা করব। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।

এই বলে বনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল টারজন।

পরদিন সকালে ওরা মালপত্র গুছিয়ে যাবার জন্য রওনা হতেই টারজন এসে পড়ল।

টারজন নিগ্রোভৃত্যদের এক জায়গায় ডেকে বলল, আমি হচ্ছি টারজন, এই বনের অধিপতি। তোমরা এই শ্বেতাঙ্গদের আমার দেশে আমার লোকজনদের মধ্যে নিয়ে এসেছ। তারা আমার লোকজনদের মারে, বনের জীবজন্তু মেরে বেড়ায়। যাই হোক, তোমরা যদি নিরাপদে গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যেতে চাও তাহলে আমার কথা শোন।

এরপর নিগ্রোভৃত্যদের সর্দারকে টারজন বলল, তুমি ব্লেকের সঙ্গে যাবে। তাকে বনের জীবজন্তুদের কিছু ছবি তোলার অনুমতি দিচ্ছি আমি। তোমার দল থেকে অর্ধেক লোক বাছাই করে দাও। তারা যাবে স্টিম্বলের সঙ্গে। তবে

স্টিম্বল একমাত্র আহার ছাড়া কোন প্রাণী বধ করতে পারে না। সে শিকারও করতে পারে না। ও যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে ততক্ষণ ওর কথা শুনে চলবে।

এরপর ব্লেকের দিকে ফিরে বলল, তুমি আমার অতিথি। সুতরাং ইচ্ছা করলে শিকার করতে পার।

স্টিম্বল রেগে গিয়ে ব্লেককে বলল, তুমি এই বোকা শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে বলে দাও আমি কে এবং আমি তার এই সব হুকুম মেনে চলব না।

সেদিকে কান না দিয়ে টারজন স্টিম্বলের দলের লোকদের বলল, দেখবে এই ব্যক্তি যেন আমার আদেশ মত চলে। না চললে ওর দলে তোমরা থাকবে না।

এই কথা বলে টারজন জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল। গাছে গাছে অনেকটা দূরে গিয়ে সে স্টিম্বলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে গোপনে লক্ষ্য করবে স্টিম্বল তার কথা মেনে চলছে কি না।

টারজন একটা জায়গায় গিয়ে গাছতলায় বসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো রঙের এক বিরাট গোরিলা এসে তার সামনে দাঁড়াল। টারজন বলল, আমি বাঁদরদলের টারজন।

গোরিলাটা বলল, আমি বোলগানি।

টারজন বলল, শ্বেতাঙ্গ আসছে। তোমরা যাকে টার্মাঙ্গানী বা সাদা বাঁদর বল।

বোলগানি বলল, আমি তাকে মারব।

টারজন বলল, টার্মাঙ্গানী বা সাদা বাঁদরেরা এদিকে এলে তাদের চলে যেতে দেবে। আমি তাদের আমার দেশ থেকে চলে যেতে বলেছি। ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। ওদের হাতে অনেক বজ্রভরা লাঠি আছে।

এমন সময় আকাশটা মেঘে ঢেকে গেল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল আর বজ্র গর্জন করতে লাগল। সারা বনস্থলী প্রচণ্ড ঝড়ের প্রহারে জর্জরিত হতে লাগল।

টারজন বলল, বজ্র আকাশে শিকার করে বেড়াচ্ছে।

বোলগানি বলল, বজ্র বাতাসকে ধরতে যাচ্ছে; তাই বাতাস বনের মধ্য দিয়ে পালাচ্ছে। কুহু বা সূর্যও বজ্রকে ভয় পায়, তাই মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। এমন সময় আকাশে একটা বিদ্যুৎও চমকাল। ওরা দুজনে ভাবল বজ্র তার ধনুক থেকে একটা তীর ছুঁড়ল।

অন্ধকার নেমে এল সারা বনভূমি জুড়ে। মুষলধারে বৃষ্টি নামল। টারজন যে গাছটার তলায় দাঁড়িয়েছিল সে গাছটা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে যেতে তার ডালপালায় আঘাত লেগে চাপা পড়ে গেল। সে অচেতন হয়ে পড়ল। অদূরে বোলগানি দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে স্টিম্বল তার দল থেকে এগিয়ে চলে গিয়েছিল কিছুটা। জলে ঝড়ে বিব্রত হয়ে সে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সে হঠাৎ একজায়গায় দেখতে পেল একটা ভাঙ্গা গাছের তলায় টারজন ছাপা পড়ে আছে মরার মত। সে ভাবল টারজনই এখন তার একমাত্র শত্রু, সে যদি মারা যায় তাহলে খুব ভাল হয়। তাহলে সে স্বাধীনভাবে বনে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তার দলের লোকদের বশীভূত করতে বেগ পেতে হবে না তাকে।

টারজনের বুকের উপর কান পেতে স্টিম্বল দেখল তার দেহে প্রাণ আছে, সে মরেনি। তখন টারজনকে হত্যা করার জন্য সে তার ছুরিটা বার করল। বোলগানি বা গোরিলাটা এতক্ষণ দেখছিল ব্যাপারটা। স্টিম্বল তার বন্ধু টারজনকে নিয়ে কি করে সে তা লক্ষ্য করছিল একটা গাছের আড়াল থেকে। স্টিম্বল ছুরিটা টারজনের বুকের উপর তুলতেই বোলগানি একলাফে সেখানে গিয়ে স্টিম্বলের গলার উপর একটা হাত রাখল। সে তার গলা টিপে হত্যা করতে যাচ্ছিল তাকে।

এমন সময় চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাল টারজন। মুহূর্তমধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরে বোলগানিকে বলল, ওকে যেতে দাও।

বোলগানি বলল, টার্মাঙ্গানীটা টারজনকে খুন করতে যাচ্ছিল। বোলগানি তাকে খুন করবে।

তবু টারজন বলল, তা হোক, ওকে যেতে দাও।

বোলগানি স্টিম্বলের গলাটা ছেড়ে দিল।

এমন সময় স্টিম্বলের নিগ্রোভৃত্যেরা এসে পড়ল সেখানে। টারজন বোলগানিকে বলল, তুমি জঙ্গলের ভিতরে চলে যাও। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখান থেকে চলে গেল বোলগানি টারজন স্টিম্বলকে বলল, আমি এখানে ছিলাম দুটো কারণে। আমি লক্ষ্য করছিলাম তুমি আমার আদেশ মেনে চলছ কি না। আর দেখছিলাম তোমরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে আমার কোন ক্ষতি করছ কি না। কিন্তু তুমি আমায় হত্যা করতে যাচ্ছিলে। তুমি শ্বেতাঙ্গ বলে তোমার প্রতি আমার একটা জাতিগত দায়িত্ব ছিল। কিন্তু এখন থেকে সে দায়িত্ব আমার আর রইল না। তোমাকে হত্যা করাই উচিত। তবু আমি তোমাকে মারব না।

এবার স্টিম্বলের নিগ্রো মালবাহকদের বলল, এই শ্বেতাঙ্গ যতক্ষণ আমার আদেশ মেনে চলবে ততক্ষণ এর সঙ্গে থাকবে। তবে দেখবে এ যেন কোন শিকার না করে। আমি যাচ্ছি, আমাকে আর তোমরা দেখতে পাবে না।

এই বলে চলে গেল টারজন

স্টিম্বল যখন বুঝল টারজন আর আসবে না তখন সাহস পেয়ে আবার খারাপ ব্যবহার করতে লাগল তার নিগ্রোভৃত্যদের সঙ্গে। সে টারজনের নিষেধাজ্ঞা

অমান্য করে একটা হরিণ শিকারও করল অকারণে। তবে তার নিগ্রোভৃত্যরা রেগে গেল।

স্টিম্বল পথের ধারে একটা শিবির স্থাপন করল সন্ধ্যার সময়। স্টিম্বল খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সে ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। তখন নিগ্রো-ভৃত্যরা নিজেদের মধ্যে তার কথা আলোচনা করতে লাগল।

তাদের একজন বলল, ও হরিণ শিকার করেছে। টারজন আমাদের শাস্তি দেবে তার নিষেধ ভঙ্গ করার জন্য। অন্য একজন বলল, স্টিম্বল লোকটা সত্যিই বড় খারাপ। ওকে মেরে ফেলা উচিত।

আর একজন বলল, কিন্তু ওকে খুন করতে নিষেধ করেছে টারজন। আমাদের কর্তব্য করে যেতে বলেছে।

ওদের সর্দার তখন বলল, টারজন বলেছে ও যতক্ষণ তার কথামত চলবে ততক্ষণই আমরা ওর সঙ্গে থেকে কাজ করে যাব। কিন্তু ও টারজনের কথা মানেনি। তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছে।

অন্য একজন বলল, ওকে আমরা জঙ্গলে একা ছেড়ে রেখে চলে যাব। তাহলে ও মারা যাবে।

তখন সবাই বলল, হ্যাঁ সেই ভাল। ওকে ছেড়ে আমরা চলে যাব।

পরদিন সকালে উঠেই স্টিম্বল তার চাকরদের ডাকাডাকি করতে লাগল। কিন্তু কেউ না আসায় দারুণ রেগে গেল। কিন্তু তার তাঁবুর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল শিবির শূন্য। দেখল তার ভৃত্যরা সব চলে গেছে।

স্টিম্বল একবার ভাবল সে তার রাইফেল নিয়ে তাদের অনুসরণ করবে। তাদের খোঁজ করবে। কিন্তু বুঝল সেটা ঠিক হবে না। সে দেখল তার রাইফেল ও অস্ত্রশস্ত্র আর খাদ্য সব ঠিকই আছে। সে তখন ঠিক করল সে তার রাইফেল, রিভলবার, ছুরি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আর যা কিছু খাবার আছে তাই নিয়ে ব্লেকের খোঁজে যাবে। প্রথমে সেই শিবিরটায় যাবে যেখান থেকে তারা ভাগাভাগি হয়ে চলে আসে। তারপর সেখান থেকে ব্লেক যেদিকে গেছে সেই পথে এগিয়ে যাবে।

গতকাল যে শিবির থেকে তারা ভাগাভাগি হয়ে রওনা হয় সেখানে ফিরে যেতে খুব একটা কষ্ট হলো না স্টিম্বলের। তখন বিকাল হয়ে গেছে। স্টিম্বল ভাবল সে এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর ব্লেকের সন্ধানে বার হবে। সে একটা সিগারেট ধরাল।

স্টিম্বল একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। সহসা একটা শব্দ শুনে চমকে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ঝোপের ওপারে কালো কেশরওয়ালা একটা সিংহ দেখতে পেল। স্টিম্বল ভয়ে একটা গাছের উপর চড়ল। সিংহটা লাফ দিয়ে স্টিম্বলকে ধরতে গেল, কিন্তু পারল না। স্টিম্বল তার আগেই উঠে গেছে। স্টিম্বল গাছে ওঠার সময় রাইফেল আর খাবারের মোটটা গাছের তলায় ফেলে

যায়। কিন্তু স্টিম্বলকে না পেয়ে সিংহটা রেগে গিয়ে খাবারের পুঁটলিটা ছিঁড়ে খুঁড়ে সব খাবার নষ্ট করে দিল। তারপর মুখে করে রাইফেলটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

স্টিম্বল গাছের উপর থেকে চীৎকার করে বলতে লাগল, ওটা রেখে দাও, ফেলে রাখ।

কিন্তু সিংহটা তার কথা শুনল না। সে রাইফেলটা মুখে করে সোজা একটা ঝোপের মধ্যে চলে গেল।

সে রাতটা গাছেই কাটাল স্টিম্বল। পরদিন সকালে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল গাছ থেকে। তারপর ধীর পায়ে সে যখন ব্লেকের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। তার অবস্থা সত্যিই বড় সকরুণ দেখাচ্ছিল তখন।

পঞ্চম অধ্যায়

এদিকে ব্লেক সেদিন তার একজন নিগ্রোভৃত্যকে নিয়ে সিংহের ছবি তোলার জন্য মূল দল থেকে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল। বনে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে তারা এক জায়গায় একটা বুড়ো সিংহ, একটা বুড়ী সিংহী আর চার পাঁচটা বাচ্চা দেখতে পেল। কিন্তু তাদের দেখতে পেয়ে সিংহগুলো সরে গেল। তখন আকাশে কালো মেঘ থাকায় উপযুক্ত আলো না পেয়ে ছবি তুলতে পারল না ব্লেক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ঝড় শুরু হলো একবার একটা বজ্রপাতের বিকট আওয়াজ হলো। বিদ্যুৎ ঝলসালো। বজ্রপাতের শব্দে বিদ্যুতের ঝলসানি দেখে ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল ব্লেক। পরে ঝড় জল থেমে গেলে ব্লেক দেখল তার সঙ্গী নিগ্রোভৃত্যটা তার কাছে নেই।

ব্লেক দেখল আবার এক জায়গায় সাতটা সিংহ দল বেঁধে বসে রয়েছে। কিন্তু হাতের কাছে ক্যামেরা না থাকায় তাদের কোন ছবি তুলতে পারল না। ব্লেক সিংহগুলোর ভয়ে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল। একটা বাচ্চা সিংহ তার দিকে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু অন্য সিংহগুলো ব্লেককে দেখে কোন আগ্রহ দেখাল না। ব্লেক কিছু বুঝতে পারল না। পরে সিংহগুলো সেখান থেকে চলে গেল।

সিংহগুলো সেখান থেকে চলে যেতেই ব্লেক এবার তার সঙ্গী নিগ্রোভৃত্যটার খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেল না। পরে সে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় তার নিগ্রোভৃত্যটা মৃতদেহ দেখতে পেল। তার হাতে যে ক্যামেরা আর রাইফেল ছিল তা সব নষ্ট হয়ে গেছে ভেঙ্গেচুরে। ব্লেক বুঝল বিষুবরেখার আশেপাশের অঞ্চলে এইভাবে মাঝে মাঝে ঝড় হয় এবং সেই ঝড়ের আনুষঙ্গিক বজ্র বন্যাতে বিপষ্ট হয়ে বহু লোক মারা যায়।

ব্লেক বুঝল সে এবার নিঃস্ব হয়ে গেছে একেবারে। তার হাতে যে রাইফেলটা ছিল তাছাড়া আর কিছুই নেই তার কাছে। এবার সে তার মূল দলটার খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু সে ভুল পথ ধরায় তাদের কোন খোঁজ পেল না। ব্লেক যাচ্ছিল উত্তর দিকে আর দলটা তখন যাচ্ছিল উত্তর-পূর্ব দিকে।

এইভাবে পুরো তিন মাইল পথ হাঁটল ব্লেক। তবু কোথাও কোন লোকবসতি পেল না। ক্রমে সে বনপথটা পার হয়ে একটা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশের কাছাকাছি চলে এল।

দেখল পথের আশেপাশে অনেক বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে। হঠাৎ এক জায়গায় চুণা পাথরের তৈরী এক বিরাট ক্রশ দেখে অবাক হয়ে গেল ব্লেক। তার মনে হলো সে যেন আবিসিনিয়ার কাছাকাছি এসে পড়েছে। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার প্রতীক হিসাবে এই পাথরের বিরাট ক্রশটা এই পার্বত্য নির্জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে এক অজানা ভয়ের শিহরণ জাগিয়ে দিল ব্লেকের মনে। কিন্তু সে রোমান ক্যাথলিক নয় বলে ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দিল না।

ব্লেক জনপদের আশায় আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে পথের ধারে পাথরের আড়াল থেকে দুজন নিগ্রো এগিয়ে এসে তার পথরোধ করে দাঁড়াল। আফ্রিকা মহাদেশে নিগ্রো এমন কিছু নতুন জিনিস নয়, অনেক নিগ্রোই দেখেছে সে। তবে এ নিগ্রোগুলোর পোশাকটা অদ্ভুত, আবার ব্যবহারও অনেক ভদ্র। তাছাড়া পরনে তাদের পশুর চামড়া থাকলেও তাদের গলায় লাল রঙের একটা করে ক্রশ ছিল। হাতে তরবারি আর বর্শা ছিল।

তাদের কথাবার্তা থেকে ব্লেক জানতে পারল তাদের দুজনের মধ্যে একজনের নাম পিটার আর অন্যজনের নাম পল বোদকিন। পল বোদকিন তার সঙ্গীকে বলল, এই লোকটাকে দেখে সারাসীন জাতীয় বলে মনে হচ্ছে। এর ভাষা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। একে আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চল। তবে একে কোন আঘাত করবে না।

পিটার বলল, পল, তুমি একে নিয়ে যাও ক্যাপ্টেনের কাছে, আমি এখানে পাহারায় থাকি। তুমি না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকব আমি।

পল ব্লেককে নিয়ে এগিয়ে চলল। ক্রমে তারা একটা পাহাড়ের ভিতর

দিয়ে চলে যাওয়ার পর সুড়ঙ্গপথ ধরল। সুড়ঙ্গপথটা সরু, অন্ধকার এবং বাঁকানো। সুড়ঙ্গপথে ঢোকার সময় পল একটা মশাল জ্বেলে নিল।

পল বোদকিনের সঙ্গে সেই সুড়ঙ্গপথে অনেকক্ষণ যাবার পর একশো ফুট উপরে একটা ঘর দেখতে পেল ব্লেক। সে ঘরে দুজন নিগ্রো প্রহরী দুটো কুড়ুল হাতে দাঁড়িয়েছিল। পল তাদের বলল, দরজা খুলে দাও, সঙ্গে একজন বন্দী আছে।

ঘরটা পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে। সেই ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল ওরা। সে ঘরের দেওয়ালগুলো পাথরের এবং ছাদটাও পাথর থেকে কাটা। সে ঘরের মধ্যে অদ্ভুত পোশাকপরা এক যুবক ছিল। পল যুবককে বলল, একজন বন্দী আছে হে মহান লর্ড।

যুবক বলল, নিশ্চয় ও সারাসীন বা শত্রু।

পল বলল, আমি ক্রসের সামনে ওকে ধরেছি।

যুবক ব্লেককে বলল, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ ?

ব্লেক বলল, জাতিতে একজন আমেরিকান, বনে পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি। উপকূলের কাছে আমার দলের লোকরা আছে। আমি সেখানে ফিরে যেতে চাই।

যুবক বলল, আমি হচ্ছি নিমুরের নাইট স্যার রিচার্ড মন্টমোরেনসি। আমেরিকা বলে কোন দেশের নাম শুনিনি। তোমার পোশাকটা ত ভদ্রলোকের মত নয়। তবে তোমাকে দেখে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক বলে মনে হচ্ছে। তোমার বাবা কি কোন নাইট ছিল ?

ব্লেক বলল, হ্যাঁ, আমার বাবা ছিল নাইট টেম্পলার।

যুবক বলল, তাহলে তুমিও ত নাইট স্যার ব্লেক। তোমাকে আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাব।

ব্লেক বলল, আমি ক্ষুধার্ত।

যুবক বল, স্যার রিচার্ড কখনো তোমাকে না খাইয়ে ছাড়বে না। কই মাইকেল কোথায় ?

মাইকেল নামে একটা ছেলে ব্লেকের জন্য কিছু রুটি আর ঠাণ্ডা ভেড়ার মাংস এনে টেবিলের উপর রাখল।

রিচার্ড বলল, ব্লকের জন্য একটা টুল নিয়ে এস।

টুলের উপর বসে কাঁটাচামচ ছাড়াই হাতে করে খেয়ে নিল ব্লেক। তার খাওয়া হয়ে গেলে মাইকেলকে দুটো ঘোড়া বার করতে বলল রিচার্ড।

ব্লেক বুঝল ওরা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত। উপরে খুব কড়া হলেও রিচার্ডের মধ্যে একটা শিশুসুলভ সরলতা আছে।

রিচার্ড ব্লেককে নিয়ে পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ী পথ দিয়ে যেতে লাগল। মাইকেল ওদের পিছনে আসতে লাগল। অনেকক্ষণ যাওয়ার পর

ওরা এক প্রাচীন প্রাসাদের সামনে এসে পৌছল। প্রাসাদ-প্রাচীরের গেট তখন বন্ধ ছিল। রিচার্ড প্রহরীদের ডাকতেই গেট খুলে গেল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে অনেক সুসজ্জিত মেয়ে পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা ব্লেককে দেখতে পেয়ে রিচার্ডের কাছে এসে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল।

রিচার্ড তাদের বলতে লাগল, ইনি হচ্ছেন স্যার জেমস হাণ্টার ব্লেক। ইনি একজন নাইট।

এবার ওদের রাজার কাছে ব্লেককে নিয়ে গেল রিচার্ড। রাজার চেহারাটা লম্বা এবং দামী পোশাক পরা। রাজা ব্লেককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। ব্লেকের ভিজে ও ছিন্নভিন্ন পোশাক দেখে তাকে নাইট বলে মনে হলো না তার।

রাজকন্যা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, ওঁকে কিন্তু শত্রু বলে মনে হচ্ছে না বাবা।

রাজকন্যার পাশে একজন কৃষ্ণকায় যুবক দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, ওকে কোন ইংরেজ নাইট বলে মনে হচ্ছে না রাজন।

ব্লেক বলল, আমি একজন আমেরিকাবাসী।

রাজা বলল, তুমি জেরুজালেম থেকে আসছ না?

ব্লেক বলল, আমি আসছি নিউ ইয়র্ক থেকে। এই নিউ ইয়র্ককেই নতুন জেরুজালেম বলে।

রাজা ব্লেককে বলল, তুমি পথে কোন শত্রুসৈন্য দেখলে যারা আমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে?

ব্লেক বলল, আমি বন থেকে সোজা এখানে আসছি। পথে কোন জনপ্রাণী দেখিনি।

একজন বলল, তাহলে ও কোন শত্রুর চর।

রাজা বলল, ও আমাদের ধোঁকা দিতে চাইছে যাতে আমরা প্রস্তুত না হই যুদ্ধের জন্য।

রিচার্ড রাজাকে বলল, না ও শত্রু নয়। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। ওকে কোন না কোন একটা কাজ দিন।

রাজা ব্লেককে বলল, তুমি কাজ করবে?

ব্লেক একবার রাজকন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ করব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্টিম্বল ব্লেকের সন্ধানে পথ চলতে চলতে একসময় শেখের শিবিরের কাছে এসে পড়ল। ফেজুয়ান নামে একটা ক্রীতদাস তখন বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। সে স্টিম্বলকে দেখতে পেয়েই তাকে ধরে নিয়ে গেল শেখ ইবন জাদের কাছে। বলল, একজন শ্বেতাঙ্গ বিদেশীকে বন্দী করে এনেছি।

শেখ স্টিম্বলকে প্রশ্ন করল, কে তুমি?

স্টিম্বল বলল, আমি খেতে না পেয়ে মরতে বসেছি। আমাকে কিছু খাবার দাও।

শেখ খাবার আনতে বলল। শেখের কথা স্টিম্বল বুঝতে না পারায় ফাদ ফরাসী ভাষায় স্টিম্বলকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বিদেশী? কোথা থেকে আসছ?

স্টিম্বল ফরাসী ভাষা বুঝতে পেরে বলল, আমি একজন আমেরিকান। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি।

শেখ ভাবল স্টিম্বলকে আটকে রেখে পরে মুক্তিপণ হিসাবে মোটা রকমের টাকা আদায় করা যাবে। সে তাই ফাদকে বলল, একে তোমার তাঁবুতে বন্দী করে রাখ। এর সব ভার তোমার উপর।

ফাদ স্টিম্বলকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, শেখ তোমায় মেরে ফেলত। ফাদ তোমায় রক্ষা করেছে।

স্টিম্বল বলল, আমি তোমায় অনেক টাকা দেব। ধনী করে দেব তোমায়।

কয়েক দিনের মধ্যে ফাদের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে উঠল স্টিম্বল। সে ফাদকে বুঝিয়ে দিল আমেরিকায় তার অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে। ফাদও ভাবল তাকে দিয়ে তার অনেক উপকার হবে। ফাদ স্টিম্বলকে বুঝিয়ে দিল শিবিরের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে।

ফাদ রাতের বেলায় প্রায়ই লক্ষ্য করত, রাতের খাওয়ার পর কাজকর্ম সেরেই আতিজা গোপনে জায়েদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আতিজার উপর তার বরাবর লোভ ছিল। তাই জায়েদের উপর ঈর্ষায় ফেটে পড়ল সে।

একদিন রাত্রিবেলায় ফাদ দেখল খাওয়ার পর তার তাঁবুর সামনে শেখ বসে বিশ্রাম করছে। সে আরও দেখল শিবিরের বাইরে একা একা তার প্রেমিকা আতিজার জন্য অপেক্ষা করছে জায়েদ। এই অবসরে সে জায়েদের তাঁবুর ভিতরে গিয়ে তার গুলিভরা বন্দুকটা এনে জায়েদের কাছে দাঁড়িয়ে শেখকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করল।

কিন্তু গুলিটা শেখের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় পড়ল। গুলি করেই বন্দুকটা জায়েদের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল ফাদ। তারপর চেঁচামেচি করতে লাগল। শেখ ও অন্যান্য সকলে ছুটে এলে ফাদ বলল, আল্লার নামে বলছি শেখ, জায়েদ তোমাকে গুলি করেছিল। আমি ওকে ধরে ফেলেছি।

জায়েদ আশ্চর্য হয়ে বলল, ও মিথ্যা কথা বলছে শেখ। আমি একাজ করিনি।

ফাদ বলল, দেখুন এ বন্দুকটা কার।

সকলে পরীক্ষা করে দেখল বন্দুকটা জায়েদেরই। কেউ জানত না ওটা ফাদ লুকিয়ে জায়েদের ঘর থেকে নিয়ে আসে।

সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল জায়েদই গুলি করেছে। শেখ হুকুম দিল, আজ জায়েদকে বেঁধে এক জায়গায় রেখে দাও। কাল সকালেই ওকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

আতিজা শেখকে অনেক করে বলল, জায়েদের জন্য বারবার প্রাণভিক্ষা চাইল। কিন্তু কোন ফল হলো না।

রাত্রিতে সবাই শুয়ে পড়লে আতিজা চুপি চুপি জায়েদের কাছে চলে গিয়ে তার হাতের বাঁধন কেটে তাকে মুক্ত করে বলল, বাইরে একটা ঘোড়া রেখেছি, তুমি এই মুহূর্তে পালিয়ে যাও।

জায়েদ কোন কথা না বলে আতিজাকে একবার নীরবে আলিঙ্গন করে চলে গেল। তিন দিন ধরে সমানে ঘোড়ায় করে বনের মধ্য দিয়ে যেতে লাগল জায়েদ।

হঠাৎ ঘোড়াটা বনপথে যেতে যেতে একটা সিংহ দেখে এক লাফ দিতেই জায়েদ পড়ে গেল ঘোড়াটার পিঠ থেকে। মাটি থেকে উঠেই জায়েদ দেখল একটা সিংহ তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে।

এমন সময় জায়েদ দেখল কোথা থেকে এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ এসে সিংহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় ধরে তার উপর একটা ধারাল ছোরা বসাতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ সিংহটার সঙ্গে লড়াই করার পর সিংহটাকে খায়েল করে ফেলল শ্বেতাঙ্গটি। এবার জায়েদ চিনতে পারল এই দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গই টারজন যে একদিন শেখের শিবিরে বন্দী ছিল।

জায়েদ ভাবল টারজন তাকে শেখের লোক ভেবে মারতে পারে। তাই সে অনুনয় বিনয় করে বলল, আমাকে মেরো না, শেখ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

টারজন বলল, শেখ আমার দেশে কি করছে? কি চায় সে, ক্রীতদাস না হাতির দাঁত?

জায়েদ বলল, এ দুটোর কোনটাই চায় না সে। সে চায় নিমুরের ধনরত্ন।

সে এখন রূপকথার নগরী নিমুরে গিয়ে অনেক ধনরত্ন আর এক পরমা সুন্দরী নারীকে লাভ করতে চায়। সেই নারী এত সুন্দরী যে তাকে সভ্য জগতে বিক্রি করলে মোটা দাম হিসাবে পাবে।

টারজন বলল, কিন্তু তুমি একা কেন? শেখ কেনই বা তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে?

জায়েদ বলল, আমি শেখের মেয়ে আতিজাকে ভালবাসতাম। সেও আমাকে ভালবাসত। কিন্তু ফাদ তাকে চায়। সে তার চক্রান্ত করে একটা খুনের ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ে দেয়। সে নিজে গুলি করে বলে শেখকে আমি গুলি করেছিলাম। শেখ তাই আমাকে গুলি করে হত্যা করার আদেশ জারি করে। সেইদিন রাত্রিবেলাতেই আতিজা আমার বাঁধন কেটে দিয়ে মুক্ত করে আমাকে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে থাকলে আমার প্রাণ যেত।

টারজন বলল, এখন যাবে কোথায়?

জায়েদ বলল, আমার দেশ সুদানের অন্তর্গত একটা জায়গায়।

টারজন বলল, তুমি সেখানে একা যেতে পারবে না। আমি তোমাকে একটা গাঁয়ে নিয়ে যাব। সেখান থেকে আর একটা গাঁয়ে। এইভাবে তোমাকে তোমার দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

টারজন যখন এইভাবে কথা বলছিল জায়েদের সঙ্গে তখন শেখের মঞ্জিলে চলছিল দারুণ গোলমাল। তোলোগ আর ফাদ চক্রান্ত করছিল দুজনে মিলে শেখের বিরুদ্ধে। ফাদের সঙ্গে স্টিম্বল চক্রান্ত করছিল। ক্রীতদাস ফেজুয়ান ভাবছিল মুক্তির কথা। আর আতিজা জায়েদের জন্য চোখের জল ফেলছিল নীরবে।

শেখ শুধু ভাবছিল নিমুরে যাবার কথা। কিন্তু কোথায় কিভাবে যাবে সেখানে তার কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না।

একদিন ফেজুয়ানকে ডেকে শেখ বলল, তুমি ছেলেবেলায় তোমার গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে নিমুরের গল্প অনেক শুনেছ। তারা নিশ্চয় সেখানে যাবার পথ বলে দিতে পারবে। তোমাকে আপাততঃ মুক্তি দিচ্ছি। তুমি তোমার গাঁয়ে চলে যাও। তারপর গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে সব জেনে আমাকে জানিয়ে যাবে। তাহলে তোমাদের অনেক পুরস্কার দেব। অনেক ধনরত্ন দেব।

ফেজুয়ান খুশি হয়ে বলল, কখন যাব তাহলে?

শেখ ইবন জাদ বলল, কাল সকাল হলেই রওনা হবে তুমি।

পথ চলতে চলতে ফেজুয়ান যে তার গাঁয়ের কাছে চলে এসেছে তা বুঝতে পারেনি সে। তার ছেলেবেলায় আরব বেদুইনরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। তাই তার গাঁয়ের পথটা নিজেই ভুলে গেছে সে। সে আন্দাজে পথ চিনে চিনে এসেছে এতক্ষণ।

গাঁয়ের কাছে আসতেই একদল নিগ্রো যোদ্ধার সামনে পড়ে গেল। তার পরনে আরবদের পোশাক ছিল। তাই তাকে নিগ্রোরা শত্রু ভাবতে পারে এই ভেবে সে হাত তুলে সে শান্তি চায় এই কামনার কথা জানাল।

নিগ্রোরা ফেজুয়ানকে বলল, তুমি আরব হয়ে আমাদের দেশে কি করছ?

ফেজুয়ান বলল, আমি আরব নই, আমিও তোমাদের মত নিগ্রো। তবে আরবরা আমার ছেলেবেলায় আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়। সেই থেকে তারা আমায় আটকে রাখে।

নিগ্রোযোদ্ধাদের মধ্যে একজন বলল, তোমার নাম কি?

ফেজুয়ান বলল, আমার আসল নাম উলালা। আরবরা ফেজুয়ান বলে ডাকত।

সেই নিগ্রোটি আবার বলল, তোমার বাবার নাম কি?

ফেজুয়ান বলল, নলিনী।

নিগ্রো বলল, তোমার এক ভাই ছিল? তার নাম জান?

ফেজুয়ান বলল, হ্যাঁ, আমার এক ভাই ছিল। সে তখন খুব ছোট ছিল। তার নাম ছিল তাহো।

এবার সেই নিগ্রোটি আনন্দে লাফিয়ে উঠে ফেজুয়ানকে জড়িয়ে ধরল। বলল, উলালা আমার ভাই। আমারই নাম তাহো।

উলালা বলল, আমাদের বাবা মা এখনো বেঁচে আছে ত?

তাহো বলল, হ্যাঁ, আছে। চল গাঁয়ে নিয়ে যাই। আমরা ভাবতাম তোকে সিংহতে ধরে নিয়ে গেছে। তুই আর বেঁচে নেই।

গাঁয়ে যেতেই সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়াল। বাবা মা তাদের হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগল। গাঁয়ের সর্দার আরব বেদুইনদের সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। বলল, তারা কি আমাদের গাঁ আক্রমণ করতে আসছে?

উলালা বলল, না, তারা নিমুরের ধনরত্ন লাভ করবার জন্য সেখানে যাবার চেষ্টা করছে। এক যাদুকর বলেছে প্রাচীন নগরী নিমুরে অনেক ধনরত্ন আছে, আর এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। সেখানে যাবার পথ জানার জন্য আমাকে তারা আমার গাঁয়ে পাঠিয়েছে। সে পথ বলে দিলে তারা আমাদের মোটা রকমের পুরস্কার দেবে।

গাঁয়ের সর্দার বাতান্দো হেসে বলল, তাহলে আমরা সেখানে যাবার পথটা দেখিয়ে দিতে পারি।

উলালা দীর্ঘকাল পর গাঁয়ে ফিরে আসায় সে রাতে এক উৎসব হলো গাঁয়ে। একটা ছাগল আর অনেকগুলো মুরগীর ছানা মারা হলো। পরদিন সকালে উলালা বাতান্দোর সঙ্গে দেখা করতে গেল। বাতান্দো তখন একা তার ঘরের সামনে বসেছিল।

উলালা সর্দারকে বলল, তুমি বলেছিলে আরবদের নিষিদ্ধ নগরী নিমুরের পথ দেখিয়ে দেবে।

• বাতান্দো বলল, তাদের সঙ্গে আর তাহলে লড়াই করতে হবে না। উত্তর দিকে যে পাহাড় আছে সেই পাহাড়ী পথ দিয়ে নিমুরে প্রবেশ করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

উলালা বলল, কি ধরনের লোক বাস করে নিমুরে তা জান?

বাতান্দো বলল, কেউ তা বলতে পারে না। যারা যায় তারা আর ফেরে না। কেউ বলে সেখানে প্রেতাত্মারা বাস করে। কেউ বলে সেখানে শুধু চিতাবাঘ আছে।

উলালা বলল, তাহলে আমি কি এখন করব?

বাতান্দো বলল, তুমি এখন আরবসর্দার শেখকে গিয়ে বল, আমরা তাদের নিমুরের উপত্যকায় নিয়ে সেখানে যাবার পথ দেখিয়ে দেব। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। তবে তাদের হাতে যেসব নিগ্রো ক্রীতদাস আছে তাদের সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। তিনদিন তাদের আসতে সময় লাগবে। তাদের বলবে আমরা যাব তিনদিনের মধ্যে। এই তিনদিনের মধ্যে আমি বিভিন্ন গাঁ থেকে যোদ্ধাদের সমাবেশ ও সংগঠিত করে রাখব। কারণ আমি আরবদের বিশ্বাস করি না। ওদের কথার দাম নেই।

উলালা যথাসময়ে চলে গেল শেখের শিবিরে। গিয়ে সব কথা শেখকে বলল। শেখ প্রথমে তার নিগ্রো ক্রীতদাসদের ছেড়ে দিতে রাজী হলো না। কিন্তু উলালা যখন বলল তাদের ছেড়ে না দিলে অন্যান্য নিগ্রোযোদ্ধারা শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে তখন বাধ্য হয়ে রাজী হলো শেখ। তবে সে ভাবল আপাততঃ সে রাজী হলেও পরে সুযোগ পেলেই সে মত পরিবর্তন করবে।

উলালার কথামত শেখ ইবন জাদ তিনদিন অপেক্ষা করল।

এদিকে টারজন জায়েদকে একটা আদিবাসী গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে সর্দারকে বলল, একে তোমাদের গাঁয়ে রেখে দেবে।

সর্দার রাজী হয়ে গেল। জায়েদ তখন নির্জনে টারজনকে ডেকে বলল, আমার একটা কথা আছে বন্ধু। আমি একবার আতিজাকে শুধু চোখের দেখা দেখতে চাই। আমার বিশ্বাস ইবন জাদ তার দলবল নিয়ে এই পথেই নিমুর যাবে। আমার অনুরোধ, শেখের দল না আসা পর্যন্ত তুমি আমার এই গাঁয়েই থাকার ব্যবস্থা করে দাও।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। তুমি আজ হতে ছমাস এই গাঁয়ে থাকবে। এর মধ্যে শেখ যদি আসে তাহলে আমি তোমাকে আমার গাঁয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। সেখান থেকে তোমার দেশ সুদানে যাবার ব্যবস্থা করে দেব।

জায়েদ টারজনকে কথায় কথায় বলেছিল শেখের শিবিরে একজন বন্দী

আছে। টারজন ভাবল সে শ্বেতাঙ্গ হবে হয় স্টিম্বল না হয় ব্লেক। তবে যখন শুনল মুক্তিপণের লোভে শেখ তাকে আটক করে রেখেছে তখন তাকে মুক্ত করার জন্য খুব একটা ব্যগ্র হলো না।

আদিবাসীদের গাঁ থেকে বেরিয়ে টারজন জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একসময় ব্লেকের নিগ্রোভৃত্যদের দেখা পেয়ে গেল। তারা উপকূল-ভাগে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করছিল ব্লেকের জন্য। তারা টারজনকে চিনতে পেরে সব কথা বলল।

সেকথা শুনে টারজনের মনে হলো ব্লেকই হয়ত বন্দী হয়েছে আরবদের হাতে। সে বলল, তোমরা তোমাদের আপন আপন গাঁয়ে চলে যাও। আর অপেক্ষা করতে হবে না। আমি ব্লেকের খোঁজ করছি। তোমরা আমার গাঁয়ে গিয়ে একশো জন ওয়াজিরি যোদ্ধাকে উত্তরদিকে একটা পাহাড়ী ঝর্ণার মুখে যেখানে একটা বড় গোল মসৃণ পাথর আছে সেইখানে পাঠিয়ে দেবে। আমি সেখানে অপেক্ষা করব তাদের জন্য।

এই বলে সেখান থেকে চলে গেল টারজন।

এদিকে নিমুরের রাজপ্রাসাদে মলাদ নামে একজন নাইটের সঙ্গে ব্লেকের শত্রুতা ক্রমশই বেড়ে চলতে লাগল। ব্লেক সব সময় হাসিখুশিতে মেতে থাকলেও তাকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না মলাদ। রাজার কাছে ব্লেকের নামে প্রায়ই নিন্দা করত নানারকম। রিচার্ড অবশ্য ব্লেককে তরোয়াল খেলা, ঘোড়ায় চাপা প্রভৃতি নাইটদের নানারকম কার্যকলাপ ও আদবকায়দায় কুশলী করে তোলার চেষ্টা করে যেতে লাগল। তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করল।

একদিন মলাদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ ও বিরক্ত হয়ে পরদিন তার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে চাইল ব্লেক। ঠিক হলো পরদিন সকালে তারা তরবারি নিয়ে ডুয়েল লড়বে নাইটদের মত।

রাজকন্যা ব্লেককে ভালবাসত। সে ব্লেককে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে সাবধান করে দিল। বলল, তরবারি চালনায় ব্লেক খুব একটা পটু নয়। সুতরাং তরবারি নিয়ে মলাদের সঙ্গে ডুয়েল লড়া উচিত হবে না তার পক্ষে। তার থেকে বর্শা নিয়ে লড়াই করাই ভাল।

কিন্তু ব্লেক সেকথা শুনল না।

ডুয়েলের আগে ব্লেকের পরম বন্ধু রিচার্ড কতকগুলো সৎ পরামর্শ দিল। বলল, লড়াই-এর সময় তুমি সব সময় তোমার চোখ মলাদের চোখের উপর রাখবে। তার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝবে সে তোমার দেহের কোন্ জায়গায় আঘাত করতে চায়। তোমার ঢালের আড়ালে তরবারিটা লুকিয়ে রাখবে না। তার তরবারির আঘাতে উদ্যত হলেই তুমি তোমার তরবারি দিয়ে তা কাটাবার চেষ্টা করবে।

আমি অনেকবার তার সঙ্গে লড়াই করেছি বলে তার প্রকৃতি আমি জানি।

ব্লেক হেসে বলল, সে তাহলে তোমাকে মারতে পারেনি।

রিচার্ড বলল, সে শুধু যদি তোমার রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষান্ত হতে চাইত তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে সে তোমার মৃত্যু ঘটাতে চায়। তার প্রথম কারণ তুমি তাকে পাঁচজনের সামনে অপমান করেছ। দ্বিতীয় কারণ সে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায় এবং এজন্য সে তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিত। কারণ সে জানে রাজকন্যার প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে। অবশ্য রাজকন্যা সুন্দরী বলে অনেকেরই নজর আছে তার উপর। কিন্তু তার ঈর্ষার কারণ হলো এই যে রাজকন্যাও তোমাকে ভাল চোখে দেখে। তোমার প্রতি তারও একটা দুর্বলতা আছে।

ব্লেক হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল রিচার্ডের কথাটা। বলল, রাজকন্যা সুন্দরী ঠিক, কিন্তু আমার প্রতি তার কোন দুর্বলতা নেই। এ ধারণা তোমার সম্পূর্ণ ভুল। তাছাড়া তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি এই ক'দিনেই তরবারি চালনা অনেকটা শিখে ফেলেছি। আচ্ছা একটা কথা, মলাদ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করতে চায় একথা রাজা গোত্রেদ জানে?

রিচার্ড বলল, কেন জানবে না? জানে এবং সমর্থন করে। কারণ মলাদ একজন শক্তিশালী নাইট। তার একশো যোদ্ধা আছে। অনেক ঘোড়া আছে। বেশ কিছুসংখ্যক নাইটের উপর আবার তার প্রভাবও আছে। এরাজ্যে যত নাইট আছে তাদের মধ্যে মোট কুড়িজনের নিজস্ব প্রাসাদ আছে।

ব্লেক আগামীকাল তাকে যে ডুয়েল লড়তে হবে সেবিষয়ে কোন গুরুত্ব দিল না। সে হেসে বলল, আজ এখন একটু ঘুমিয়ে নিই; কাল ত আবার মরতে হবে।

স্যার রিচার্ড বলল, তুমি তোমার মৃত্যুর সম্ভাবনাটাকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছ না, কিন্তু একজন দিচ্ছে। তুমি হয়ত জান না মলাদের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।

ব্লেক ভাবল আগামীকাল যে ডুয়েল হবে তাতে সে যদি নিজে মারা যায় তাহলে সে অন্য কথা। কিন্তু যদি মলাদ মারা যায় ঘটনাক্রমে তাহলে রাজকন্যা জিনালদা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে। কিন্তু মারা গেলে জিনালদার মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তা সে জানে না।

পরদিন সকাল সাতটা বাজতেই ওরা রাজপ্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলে ব্লেক আর মলাদ দুজনেরই সঙ্গে একজন করে নাইট থাকবে। ব্লেকের সঙ্গে থাকবে রিচার্ড। রাজা গোত্রেদ এক জায়গায় বসল। রাণী ও রাজকন্যা জিনালদা তার পাশেই বসেছিল। দর্শকরা সব চারদিকে ঘিরে বসল। দুপক্ষেরই প্রচুর সমর্থক ছিল।

ডুয়েল শুরু হয়ে গেল। জয়ঢাক বাজতে লাগল। ব্লেক আর মলাদ

দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে এসে দুজনের মুখোমুখি হলো। ব্লেকের বালকভৃত্য এডওয়ার্ড ব্লেককে খুব ভালবাসত। ব্লেক ঘোড়ায় উঠলে সে তার পাশে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাল। তার চোখে জল এল।

ব্লেক মলাদের সামনে এলেই তার ঢালটা ফেলে দিল মাটিতে। রিচার্ড ঘোড়ায় চেপে ঘোরাঘুরি করছিল। সে ব্লেককে ঢালটা নিতে বলল। এডওয়ার্ড সেটা কুড়িয়ে নিয়ে তাকে দিয়ে গেল। কিন্তু ব্লেক কারো কথা শুনল না।

ঢালটা না থাকাতে ব্লেকের সুবিধাই হলো। মলাদ তার দৃষ্টি ছড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু ব্লেকের দৃষ্টি সব সময় মলাদের উপর নিবদ্ধ ছিল। ফলে মলাদ তার তরবারি দিয়ে ব্লেকের মাথায় আঘাত করতে এলেই ব্লেক ঘোড়াটা সরিয়ে নিয়ে তার লক্ষ্য ব্যর্থ করে দিল। তারপর অকস্মাৎ তার তরবারি দিয়ে মলাদের পাঁজরের উপর এক জায়গায় আঘাত করল। জায়গাটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তবে আঘাতটা তত গুরুতর হয়নি। মলাদের কোন আঘাতই লাগল না ব্লেকের গায়ে। অথচ ব্লেকের প্রতিটি আঘাতই মলাদের গায়ে লাগল। একসময় মলাদের হাত থেকে তরবারিটা পড়ে গেল। এক্ষেত্রে নিয়ম অনুসারে মলাদকে ব্লেকের কাছে প্রাণভিক্ষা করতে হবে। কিন্তু অহঙ্কারের বশে তা করল না মলাদ। তা না করলেও উদারতাবশতঃ ব্লেক মলাদের সহযোগী নাইটকে আর একটি তরবারি এনে দিতে বলল মলাদকে।

মলাদকে আবার তরবারি দেওয়া হলে আবার লড়াই শুরু হলো। দর্শকরা সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ব্লেকই জিতছে। এবার মলাদ জয়লাভের জন্য জোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ব্লেকের এক আঘাত মলাদের মাথায় লাগতেই মলাদ ঘোড়া থেকে সোজা মাটিতে পড়ে গেল।

ব্লেক তখন ঘোড়া থেকে নেমে মলাদের বুকের উপর একটা পা রেখে তার গলার উপর তরবারির মুখটা ঠেকিয়ে রাজা গোত্রেদকে বলল, হে রাজন, আমি লড়াইয়ে জয়ী হলেও আমার প্রতিপক্ষ এই নাইটকে হত্যা করব না। এ আপনার কাজে নিযুক্ত থেকে আপনার সেবা করে যেতে পারবে।

এই বলে সে রিচার্ডের সঙ্গে সেখান থেকে তার বাসায় চলে গেল। সকলেই ব্লেককে নিমুরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাইট বলে অভিনন্দন জানাতে লাগল। সকলেই একবাক্যে তার বীরত্ব আর উদারতার প্রশংসা করতে লাগল।

এরপর প্রাসাদের ভোজসভায় যোগদান করল ব্লেক। নিমুরের প্রায় বার-জন বিশিষ্ট লোক যোগদান করল ভোজসভায়। রিচার্ড একসময় নিচু গলায় ব্লেককে বলল, তুমি মলাদকে না মেরে ভুল করেছ। তোমার প্রতি তার শত্রুতা গভীর। এই শত্রুতা আর বিদ্বেষের সঙ্গে যুক্ত হবে অপমানবোধ। সে উন্মাদের মত প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে।

ব্লেক বলল, আমি যে দেশের মানুষ সে দেশের এটাই হলো রীতি। শত্রু

পরাজিত বা নিরস্ত্র হলে তাকে আঘাত করা উচিত নয়।

রাজা গোব্রেদ নিজে স্বীকার করল ব্লেকের কাছে, সত্যিই তোমার উদারতা ও বীরত্ববোধের তুলনা হয় না। তুমি যে দেশের মানুষ সে দেশের রীতিনীতি আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

সপ্তম অধ্যায়

সেদিন শেখের মঞ্জিলে ফেজুয়ানের কথামত বাতান্দোরা না আসায় ইবন জাদ খুব ভাবছিল। এমত অবস্থায় কি করা যায় তা নিয়ে যুক্তি করছিল তোলোগের সঙ্গে। তখন রাত্রিকাল। ওদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময় হঠাৎ টারজন তাদের সামনে এসে হাজির হতেই চমকে উঠল সবাই। ইবন জাদ বলল, টারজন এসে গেছে। আল্লার অভিশাপ নেমে আসুক ওর মাথায়।

আরবদের মধ্যে স্টিম্বলকে দেখেই টারজন প্রথমে তাকে বলল, ব্লেক কোথায়?

স্টিম্বল বলল, আমি জানি না। সে ত অন্য দিকে গেছে।

টারজন বলল, তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর শেখ ইবন জাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে টারজন বলল, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। তুমি বলেছিলে ব্যবসার খাতিরে তোমরা এখানে আছ। অথচ তোমরা একটা প্রাচীন নগরীতে গিয়ে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে আনার জন্যই এখানে আছ।

শেখ ব্যস্ত হয়ে বলল, কে বলেছে তোমাকে একথা? এটা মিথ্যা কথা। বল কে বলেছে?

টারজন বলল, যে বলেছে সে মিথ্যাবাদী নয়। যে বলেছে সে হলো জায়েদ।

জায়েদের নাম শুনে এবং তার সঙ্গে টারজনের দেখা হয়েছে জেনে খুশি হলো আতিজা।

টারজন এবার শেখকে বলল, কালই তোমাদের এখান থেকে রওনা হতে হবে। তোমরা সোজা তোমাদের দেশে চলে যাবে। তোমাদের মনের মধ্যে

কুমতলব না থাকলে কেন তোমরা এর আগে আমাকে বন্দী করে আমার জীবন-নাশের চেষ্টা করো?

শেখ বলল, না না, না, আমার ভাই তোলোগ তোমার বাঁধন কেটে দিয়ে মুক্ত করতে গিয়েছিল তোমায়। এমন সময় একটা হাতি এসে নিয়ে যায় তোমাকে।

টারজন বলল, না, তোলোগ হত্যা করতে এসেছিল আমায়। সে ছুরি উঁচিয়ে বলেছিল, মর বিদেশী।

তোলোগ সঙ্গে সঙ্গে বলল, না না, আমি ঠাট্টা করছিলাম তোমার সঙ্গে। আমি মারতে চাইনি।

টারজন বলল, যাই হোক, আমার শোবার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও। এবার যেন কোন চক্রান্ত করো না।

শেখ ব্যস্ত হয়ে আতিজাকে ডেকে জায়েদের ঘরে টারজনের বিছানা পেতে দিতে বলল।

জায়েদের ঘরে বিছানা পাতা হয়ে যেতেই টারজন সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। আতিজা তখনো সেখানেই ছিল। সে বলল, বিদেশী, জায়েদের সঙ্গে কোথায় কিভাবে দেখা হলো তোমার? সে এখন কোথায় কেমন আছে? আমি তার জন্য ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি।

টারজন বলল, ভাববার কোন দরকার নেই। সে ভালই আছে। সে যখন এখান থেকে একটা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে বনপথে যাচ্ছিল তখন তাকে একটা সিংহ আক্রমণ করে। ঘোড়াটা তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। তখন আমি সিংহটাকে মেরে তার জীবন রক্ষা করি। তারপর সে একা তার দেশে যেতে পারবে না ভেবে তাকে একটা গাঁয়ে আমার এক বন্ধুর কাছে রেখে দিয়েছি। তাকে আমি এখনই দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু সে শুধু তোমাকে একবার দেখতে চায়। তোমরা যখন এখান থেকে ঐ পথে যাবে তখন তোমাকে একবার দেখবে সে। তোমার সঙ্গে দেখা করবে সে তারপর দেশে যাবে। সে আরও বলেছে সে তোমার বাবাকে মারতে যায়নি। কে একজন বন্দুকটা চুরি করে তাকে গুলি করে তার উপর দোষটা চাপিয়ে দেয়।

আনন্দের আবেগে টারজনের একটা হাত টেনে নিয়ে চুম্বন করল আতিজা।

আতিজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে টারজন শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমোল না। সে আরবদের শয়তানির কথা জানত।

এদিকে সবাই শুয়ে পড়লে শেখ তার ভাই তোলোগের সঙ্গে যুক্তি করতে লাগল। শেখ ঘুমন্ত টারজনকে ছুরি মেরে হত্যা করার কথা বলল তোলোগকে।

কিন্তু তোলোগ বলল, একাজ আমি পারব না।

শেখ বলল, যেমন করে হোক ওকে সরানো চাই। আমরা এতদিন এখানে বসে থেকে ধনরত্ন না নিয়ে শুধু হাতে ফিরে যেতে পারব না।

তোলোগ বলল, কিন্তু টারজন এখন একা এলেও ওর পিছনে একশোজন দুর্ধর্ষ ওয়াজিরি যোদ্ধা আছে। তারা এসে আমাদের দায়ী করবে তার মৃত্যুর জন্য।

শেখ বলল, এক কাজ করো। স্টিম্বলকে ডেকে আনো।

স্টিম্বল এলে শেখ বলল, টারজন বলছে তুমিই ব্লেককে হত্যা করেছ। তার জন্য আগামীকাল হত্যা করবে টারজন তোমায়।

স্টিম্বল বলল, তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমাকে অনেক ধনরত্ন দেব আমি। আমাকে বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে নিয়ে গেলেই আমার দেশ থেকে ধনরত্ন আনার ব্যবস্থা করব।

শেখ বলল, আমি কোন কিছু করতে পারব না। তুমি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে পার। তুমি ঘুমন্ত টারজনকে ছুরি মেরে হত্যা করতে পার। তোমাকে আমি এই সুযোগ দিতে পারি।

স্টিম্বল বলল, আমি কখনো কাউকে হত্যা করিনি জীবনে।

শেখ বলল, হয় হত্যা করো, না হয় নিহত হও।

স্টিম্বল একটা ছুরি হাতে নিয়ে টারজনের ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

স্টিম্বল চলে গেলে তোলোগ শেখকে বলল, স্টিম্বল টারজনকে হত্যা করলে টারজনের লোকরা এলে আমরা বলব, আমাদের কোন দোষ নেই। তাকে আমরা বাড়ের মত আশ্রয় দিয়েছিলাম। কিন্তু স্টিম্বল তাকে হত্যা করে। এই বলে স্টিম্বলকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলব, তোমরা ওকে যা খুশি শাস্তি দাও।

এদিকে আতিজা ঘুমোয়নি। কান পেতে সব কথা শুনে সে টারজনকে সতর্ক করে দেবার জন্য তার ঘরে গেল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে যেতেই তোলোগ তাকে ধরে ফেলল। বলল, এই বিদেশী জায়েদের বন্ধু বলে তাকে বাঁচাতে যাচ্ছিস? চলে যা এখান থেকে।

কিন্তু আতিজা সেখান থেকে চলে আসতেই পিছন থেকে টারজন ধরে ফেলল তোলোগকে। তার গলাটা টিপে ধরল এমনভাবে যে সে চীৎকার করতে পারল না। তারপর তাকে হত্যা করে তার বিছানায় শুইয়ে রেখে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বনের মধ্যে।

এদিকে স্টিম্বল ঘরে ঢুকে কাপড় ঢাকা তোলোগের মৃতদেহটাকে ঘুমন্ত টারজন ভেবে বারবার ছুরিটা বসিয়ে দিতে লাগল সেই দেহের মধ্যে। অবশেষে সে টলতে টলতে শেখের কাছে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শেখের মূর্তিটা পাল্টে গেল। সে চীৎকার করে সবাইকে জড়ো করে বলল, স্টিম্বলকে বেঁধে বন্দী করে রাখ। ও আমাদের বন্ধু টারজনকে হত্যা করেছে। কাল ওর বিচার হবে। আপাততঃ একটা কবর খুঁড়ে টারজনকে

কবর দাও।

কাপড়ঢাকা অবস্থাতেই সেই রাত্রিতে তোলোগের মৃতদেহটাকে কবর দিল ওরা। পরদিন সকালে তোলোগকে শিবিরে কোথাও পাওয়া না গেলে অনেকে বলল, সে হয়ত একা একা কোথাও শিকার করতে গেছে।

পরদিন সকালে শেখ শিবির গুটিয়ে সর্দার বাতান্দোর গাঁয়ে গিয়ে নিজেই হাজির হলো। সর্দার তাকে যথেষ্ট খাতির করে বলল, আমরা তোমাকে পথ দেখিয়ে দেব। তবে আমাদের জাতির সব ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে হবে।

শেখ বলল, তাহলে আমাদের মালপত্র বইবে কারা?

বাতান্দো বলল, নিমুরের উপত্যকা পর্যন্ত আমরা সবাই যাব। তারপর আমাদের সঙ্গের সব ক্রীতদাসরা চলে আসবে।

ধনরত্নের লোভে তাতেই রাজী হয়ে গেল শেখ। শেখ বাতান্দোর সঙ্গে উত্তরদিকে একটা পাহাড়ের কাছে শিবির স্থাপন করে তার দলের মেয়েদের রেখে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করল। তারপর কিছু সশস্ত্র আরব আর তার দেশ থেকে আনা কিছু ক্রীতদাস নিয়ে পাহাড়ের ওপারে সেই উপত্যকাটায় গিয়ে পৌছল।

বাতান্দো একটা উঁচু জায়গা থেকে শেখকে দেখাল, উপত্যকাটার ওধারেই আছে সেই নিষিদ্ধ নগরী নিমুর।

অষ্টম অধ্যায়

নিমুর থেকে কিছু দূরে উপত্যকাটার ওধারে সিটি অফ সেপালকার নামে একটি নগরী ছিল। সেই নগরীর রাজা ছিল বোহান। আজ হতে সাতশো বছর আগে এই দুই দেশের মধ্যে ঝগড়াঝাটি এবং যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। পরে এক চুক্তিবলে শান্তি স্থাপিত হয়।

সেই থেকে প্রতি বছর তিনদিন ধরে এক যুদ্ধক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের নাইট ও বীরপুরুষেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে। যে দেশ এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয় সেই দেশ বিজিত দেশের রাজার কাছ থেকে পাঁচজন সুন্দরী মেয়েকে বাছাই করা হয়। দুটি দেশ থেকেই পাঁচজন করে সুন্দরী মেয়েকে পুরস্কার হিসাবে সাজিয়ে রাখা হয়। যেদেশ

জয়লাভ করে সেই দেশের বীর নাইটদের হাতে বিজিত দেশ তাদের পাঁচজন মেয়েকে তুলে দেয়।

মোট তিনদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। প্রতিদিন কয়েকবার করে খেলা হয়। প্রতিবার বিরাট খোলা মাঠটার তুদিকে একশোজন করে তুই দেশের নাইট ঘোড়ায় চেপে সারবন্দীভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার দক্ষিণ দিকে নিমুরের দল আর উত্তরদিকে সিটি অফ সেপালকারের দল ছিল। জয়ঢাক বাজতে থাকে। সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুপক্ষের নাইটরা এক একজন বীর প্রতিপক্ষকে বেছে নিয়ে আক্রমণ করে। ঘোড়ার উপর থেকে তরবারি আর কখনো বা বর্শা দিয়ে যুদ্ধ হয়। ঘোড়া থেকে কোন প্রতিযোগী যোদ্ধা পড়ে গেলে বা গুরুতরভাবে আহত হলে তাকে পরাজিত বলে ধরে নেওয়া হয়। তুপক্ষেরই হেরাল্ডরা সব সময় খেলার প্রতি কড়া নজর রেখে হারজিতের পয়েন্ট গণনা করে চলে।

প্রথম তুদিন সিটি অফ সেপালকারের রাজা বোহানের দল বেশ কিছু পয়েণ্টে এগিয়ে রইল। দ্বিতীয় দিন একসময় যখন বিরতি চলছিল কিছুক্ষণের জন্য তখন বোহান ঘোড়ায় চড়ে সোজা গোব্রেদের সামনে এসে বলল, রাজা গোব্রেদ, আমাদের বীর নাইটরা প্রতিযোগিতায় জয়ের পথে এগিয়ে আছে। আপনাদের দেশের পাঁচজন কুমারী মেয়েকে আমার নাইটরা পুরস্কার হিসাবে পাবে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কন্যাকে চাই। তাকে আমি আমার দেশের রাণী করব।

এই হীন প্রস্তাবে রেগে গেল গোব্রেদ। বলল, এ প্রস্তাব অপমানজনক রাজা বোহান। তুমি এখান থেকে চলে যাও। তা না হলে আমি আমার প্রহরীদের ডেকে তোমাকে বার করে দেব।

বোহান বলল, আমার নাইটরা তোমাদের দেশের পাঁচজন মেয়েকে আইনের বলে নিয়ে যাবে আর তোমার মেয়েকে জোর করে নিয়ে যাব।

এই কথা বলে চলে গেল বোহান।

তৃতীয় দিন প্রথম দিকে প্রচুর কৃতিত্ব দেখাল জেমস ব্লেক। প্রতিটি দিনই সে সব খেলাতেই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে নিমুরের পক্ষে অনেক পয়েণ্ট জয় করে নিয়েছে। একজন নাইট পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপক্ষ নাইটদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে পারে।

ব্লেক প্রথমে স্যার গী নামে প্রতিপক্ষ দলের এক নাইটকে পরাজিত করল। গী ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। তখন ব্লেকও ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে ঘোড়া থেকে নেমে গীর মাথাটা তুলো দিয়ে তার রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল। তার গলা থেকে রক্ত ঝরছিল। গী ছিল সত্যিই একজন বীর যুবক এবং কুশলী যোদ্ধা। গীকে তার দলের লোকরা এসে তুলে নিয়ে গেল।

এরপর ব্লেক আবার বর্শাযুদ্ধে যোগদান করল। এবার প্রতিপক্ষ দলের উইলডার্বর্ড নামে একজন বীর নাইট এগিয়ে এল ব্লেকের দিকে। উইলডার্বর্ডকে

ওদের দলের লোকরা কালো নাইট বলে ডাকছিল। ব্লেক দেখল উইলডারর্ড সত্যিই বীর এবং তার চেহারাটাও খুবই বলিষ্ঠ।

কালো নাইটের আঘাতে ব্লেকের ঢালটা ভেঙ্গে গেল। ব্লেক এবার তার বর্শা দিয়ে কালো নাইটের দিকে আঘাত হানতেই তার বর্শাটা ঢালে লেগে ফলাটা ভেঙ্গে গেল।

তখন ব্লেকের ভৃত্য এডওয়ার্ড এসে আর একটা বর্শা তুলে দিল তার হাতে। এরপর আবার যুদ্ধ শুরু হতেই ব্লেক আর কালো নাইট দুজনেই পড়ে গেল ঘোড়া হতে।

যাই হোক, শেষে দেখা গেল দুই পয়েন্টে নিমুরই জয়লাভ করল প্রতি-যোগিতায়। নিমুরের নাইটরা সবাই ঘোড়ায় করে উল্টো দিকে প্রতিপক্ষদের শিবিরে চলে গেল পুরস্কার নেবার জন্য। দুই পক্ষেরই অনেক নাইট নিহত ও আহত হলো।

এমন সময় বোহান তিন-চারজন নাইট আর একটা খালি ঘোড়া এনে রাজকন্যা জিনালদাকে জোর করে ধরে খালি ঘোড়াটায় চাপিয়ে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। তার নাইটরাও চলে গেল তার পিছু পিছু।

এদিকে বাতান্দোবা সেই শূন্য বিরাট উপত্যকার প্রান্ত থেকে চলে গেলে শেখ তার দলবল আর অনেকগুলো বন্দুক নিয়ে উপত্যকাটা পার হয়ে সেই নিষিদ্ধ নগরীর দিকে এগিয়ে চলতে লাগল। সে নিমুরের পথে না গিয়ে বোহানের রাজ্য সিটি অফ সেপালকারের পথে যেতে লাগল।

শেখ নগরদ্বারে গিয়ে দেখল বাইরে লোকজন বেশী নেই। মাত্র দুই তিনজন প্রহরী নগরদ্বারে পাহারা দিচ্ছে। তাদের কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তাদের হাতে শুধু আছে বর্শা আর কোমরে তরবারি।

শেখের লোকেরা বন্দুক থেকে একটা গুলি করতেই একজন প্রহরী মারা গেল আর একজন আহত হলো।

নগরের মধ্যে ঢুকে বিশেষ কোন বাধা পেল না শেখরা। তাদের হাতে বন্দুক দেখে এবং দুই-একটা গুলি খেয়ে ভয়ে পালাতে লাগল সবাই। তাছাড়া তাদের রাজা বোহান আর তাঁর বীর নাইটরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্য নিমুরে যাওয়ায় নগরবাসীদের মনোবল অটুট ছিল না মোটেই।

শেখ তার দলের লোকদের নিয়ে সোজা রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ল। প্রাসাদের ভিতরেও কোন বাধা পেল না তারা। প্রাসাদের মধ্যে শেখ দেখল অনেক মণিমুক্তো, সোনা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ছড়ানো রয়েছে। শেখ জানল এ রাজ্যে টাকা বলে কোন বস্তু নেই। এই সব ধনরত্ন দিয়ে ওরা প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী আদানপ্রদান করে। তাই এই সব ধাতুগুলোকে ওরা বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। এগুলোর সঠিক মূল্যমান ওরা জানে না বলেই এগুলোকে কোন

গোপন জায়গায় না রেখে ছড়িয়ে রেখেছে।

শেখ ইবন জাদ অনেকগুলো বস্তা বার করে তাতে যতদূর সম্ভব ধাতুগুলো ভরে নিল। রাত্রিটা বোহানের প্রাসাদেই বাস করল শেখ। সেই সব ধনরত্ন নিয়ে অবাধে ও নিরাপদে চলে না গিয়ে সে অন্য একটা পরিকল্পনা করল।

রাত্রিবেলায় শেখ ভাবল এই প্রাসাদের শীর্ষদেশ থেকে সে আজ দেখেছে উপত্যকাটা যেখানে গিয়ে দূরে একটা পাহাড়ের পাদদেশে মিশেছে সেই পাহাড়ের কোলে এই ধরনের আর একটা নগরী আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল কাল সকালেই সে সদলবলে যাবে সেখানে।

দশম অধ্যায়

এদিকে সেদিন রাত্রিতে শেখের শিবির হতে বেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটিয়ে পরদিন সকাল থেকে ব্লেকের খোঁজ করতে থাকে। যে জায়গায় ব্লেকের নিগ্রোভৃত্যটা বজ্রাহত হয়ে মারা যায় টারজন প্রথমে এল সেই জায়গাটায়। সেখানে যেতে টারজনের তিন দিন সময় লাগল।

এরপর ব্লেকের গন্ধসূত্র ধরে উত্তর দিকে রওনা হলো সে। পথে একটা নদী পেল। নদী পার হয়ে আবার পথ চলতে লাগল। এইভাবে গোটা দিন ও রাত কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন বিকালের দিকে সে একটা উপত্যকা পার হয়ে পাহাড়ের কাছে এসে একটা পাথরের ক্রস দেখতে পেল।

এদিকে টারজন নিমুরের উপত্যকায় পাথরের বিরাট ক্রসটার কাছে এসে দুজন প্রহরীকে দেখে একটা ঝোপের ধারে লুকিয়ে পড়ল। একজন প্রহরীকে সে অতর্কিতে আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে দিতে আর একজন প্রহরী ছুটে গিয়ে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেল। টারজন তখন ধরাশায়ী প্রহরীটার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোন্ রাজ্যের লোক? তোমাদের রাজ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ এসেছে? আমার কথার যদি ঠিক ঠিক জবাব দাও তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করব না।

প্রহরীটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে উত্তর করল, আমাদের এই রাজ্যের নাম নিমুর। এখানে কিছুদিন আগে এক শ্বেতাঙ্গ আসে। তার নাম স্যার জেমস।

টারজন কিছুক্ষণ ভেবে বলল, তার নাম বললে জেমস ব্লেক ?

প্রহরীটি বলল, হ্যাঁ।

টারজন বলল, এখন সে কোথায় ? কি করছে ?

প্রহরী বলল, এখন সে একজন বীর নাইট হয়েছে। আমাদের নিমুরের সম্মান রক্ষার জন্য সে এখন সেখানকার নগরীর সঙ্গে আমাদের যে যুদ্ধক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে তাতে সে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু তুমি কি তার শত্রু ? তার খোঁজ করছ কেন ?

টারজন বলল, আমি তার বন্ধু। তাই তার খোঁজ করছি। তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।

প্রহরী বলল, এখন কোন পাহারাদার নেই। শত্রুরা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং অন্য প্রহরী ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি যেতে পারব না।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাট্রাম নামে একজন নাইট কিছু যোদ্ধাকে সঙ্গে করে সেখানে এসে হাজির হলো।

বাট্রামকে টারজন তখন বলল, সে আফ্রিকার জঙ্গলে এই রকম পোশাক পরে ঘুরে বেড়ালেও আসলে সে একজন লর্ড ; এতে বাট্রাম তাকে দারুণভাবে খাতির করতে লাগল। সে আবেগের সঙ্গে বলল, তুমি এক ইংরেজ নাইট এ কথা আমাদের রাজা জানতে পারলে তোমাকে তাঁর রাজসভায় রেখে দেবে। স্যার জেমসএর মত তোমাকেও খাতির করবে।

বাট্রাম নিজেও টারজনের খুব ভক্ত হয়ে উঠল। টারজন তাকে বলল, আমাকে আমার বন্ধু স্যার জেমস ব্লেকের কাছে নিয়ে চলো।

বাট্রাম প্রথমে টারজনকে সঙ্গে করে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে টারজনকে তার নিজের পোশাক পরতে দিল আর একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করল। তারপর তাকে ক্রীড়ানুষ্ঠানে রাজা গোব্রেদের কাছে নিয়ে যেতে লাগল।

অনুষ্ঠানের মাঠে ওরা পৌঁছে দেখল সেখানে দারুণ গোলমাল চলছে। এইমাত্র বোহান নিমুরের রাজকন্যা জিনালদাকে জোর করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। সে যাবার পর সেপালকারের নাইটরাও তার পিছু পিছু পালিয়ে গেছে। একথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্লেক সহ নিমুরের নাইটরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

কথাটা শুনে বাট্রাম টারজনকে বলল, যাবে আমার সঙ্গে ?

টারজন নীরবে তার ঘোড়াটা বাট্রামের পিছু পিছু ছুটিয়ে দিল।

বোহানের পিছু পিছু সেপালকারের সব নাইটরা একযোগে পালাতে থাকে। নিমুরের নাইটরাও তাদের অনুসরণ করতে থাকে। তাদের সবার আগে ব্লেক ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যায়। ব্লেক দেখল বোহান নয়, অন্য এক যুবক নাইট।

বোহানের কথামত রাজকন্যা জিনালদাকে নিয়ে যাচ্ছে। ধূলোর ঝড়ে কিছুই স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না। অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের ঘর্ষণে ধূলোর ঝড় উঠছিল।

তবু ব্লেক দেখল যে নাইটটা তার সামনে জিনালদাকে বসিয়ে ঘোড়াটা তীব্র বেগে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তার দুদিকে দুটো নাইট তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সামনে ও আশেপাশে আরো অনেক নাইট ছিল।

ব্লেক সোজা গিয়ে যে নাইটটা জিনালদাকে নিয়ে যাচ্ছিল তার পাঁজরে তরবারিটা বসিয়ে দিল। নাইটটা ঘোড়া থেকে পড়ে যেতেই ব্লেক জিনালদার হাত ধরে তাকে নিজের ঘোড়াটার উপর চাপিয়ে নিল। তখন পাশের অন্য নাইটদুটো ব্লেককে আক্রমণ করতে এলে ব্লেক তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে গুলি করল পরপর দুটো। এই রিভলবার সে নিমুরে আসার পর থেকে বার করেনি কোনদিন। সে সব সময় সেটা লুকিয়ে রাখত পকেটে। আজ প্রথম ঘোর বিপদের মধ্যে শেষ উপায় হিসাবে ব্যবহার করল সেটা।

গুলি খেয়ে দুটো নাইটই পড়ে গেল ঘোড়া থেকে এবং তাদের দলের অন্য সব নাইটরা পালিয়ে গেল ব্লেককে ছেড়ে দিয়ে। নিমুরের নাইটরা তখন তাড়া করে নিয়ে যেতে লাগল। এই অবকাশে ব্লেক জিনালদাকে নিয়ে পাশের একটা বনে গিয়ে প্রবেশ করল। সে ভাবল এখন জিনালদাকে নিয়ে নিমুরের পথে রওনা হওয়া ঠিক হবে না। তখন বিকাল বেলা। সূর্য ডোবার পর চারদিক অন্ধকার হয়ে এলে রওনা হবে তারা।

বনটা বেশ বড় আর ছায়া-ছায়া অন্ধকারে ভরা। ব্লেক বনের ভিতর ঢুকেই ঘোড়া থেকে নিজে নেমে জিনালদাকে নামাল। তারপর একটা গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

জিনালদা তাকে বলল, সত্যিই তুমি বীর। তুমি যেভাবে আমাকে উদ্ধার করেছ তা কল্পনা করাও যায় না।

ব্লেক তখন সত্যিই বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে জিনালদাকে বলল, আমি আজ সকাল থেকে যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তুমি আমাদের ঘোড়াটাকে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে দাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই করল জিনালদা। তারপর বনের মধ্যে চারদিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল সে। তার মনে হলো এখনি হয়ত কোন হিংস্র জন্তু বেরিয়ে আক্রমণ করবে তাদের। সুতরাং এখনি তাদের চলে যাওয়া উচিত এখান থেকে।

জিনালদা এবার ব্লেককে বলল, চল রওনা হওয়া যাক। তোমার ঐ আগ্নেয়াস্ত্রটা দিয়ে কত জন্তু তুমি মারবে?

ব্লেকের ঘোড়াটার নাম ছিল স্যার গ্যালাহাদ। ব্লেক প্রথমে বলেছিল সন্ধ্যে

হলে তবে রওনা হবে। কিন্তু পরে জিনালদার কথায় তার হুঁশ হলো। সে ঘোড়ায় ওঠার জন্য প্রস্তুত হলো। তাছাড়া তখন সূর্য ডুবে গেছে।

কিন্তু ব্লেক ঘোড়াটা ধরে তার উপর চাপতে গেলেই ঘোড়াটা কোথায় কি শব্দ শুনে উপরে মুখ তুলে একবার তাকাল। তারপর একটা লাফ দিয়ে সমতল উপত্যকা দিয়ে পালিয়ে গেল।

এদিকে টারজন আর বাট্রাম নিমুরের নাইটদের পিছু পিছু ঘোড়া চালিয়ে তাদের কাছাকাছি এসে দেখল সেপালকারের নাইটের সঙ্গে নিমুরের নাইটদের সরাসরি লড়াই চলছে একটা জায়গায়। এক একজন নাইট শত্রুদলের এক-একজনকে বেছে নিয়ে যুদ্ধ করছে তার সঙ্গে।

টারজনও বাট্রামের দেওয়া তার তরবারি আর বর্শা দিয়ে শত্রুদলের এক-জনকে বেছে নিয়ে লড়াই করতে লাগল। বাট্রাম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ইংরেজ নাইট টারজনের সমরকৌশল দেখতে লাগল। টারজনের অস্ত্রের আঘাতে শত্রু-পক্ষের দুজন নাইট মারা গেল। তবে তার বর্শাটা ভেঙ্গে গেল আর ঢালটার ক্ষতি হলো। অন্য সব নাইটরা পালিয়ে গেল।

বাট্রামও কখন তাদের শত্রুদলের নাইটদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে তা দেখতে পায়নি টারজন। দেখল সে সম্পূর্ণ একা। দূরে তাকিয়ে দেখল দুদলে এখন যুদ্ধটা চলছে উত্তর আর পূর্বদিকে। সেখানে এখনো ধুলোর ঝড় উঠছে।

টারজন বুঝল যুদ্ধ একেবারে না থামলে ব্লেক আসবে না। এখন নিমুরে ফিরে গিয়ে ব্লেকের জন্য অপেক্ষা করবে। তাই সে ভাঙ্গা ঢাল আর তরবারিটা ফেলে দিয়ে শুধু ছুরি আর দড়ি নিয়ে নিমুরের পথে পা বাড়িয়ে দিল। গা থেকে বাট্রামের দেওয়া বর্মটাও খুলে ফেলে দিল সে।

সেপালকার নগরীতে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালেই শেখ ইবন জাদ নিমুরের পথে রওনা হয়ে পড়ল! কিন্তু কিছু দূর গিয়েই সামনে দূরে একটা ধুলোর ঝড় দেখে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়ল সে। আসলে তখন সেপালকার আর নাইটরা যুদ্ধ করছিল।

সে-পথে না গিয়ে ডান পাশে একটা বন দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল ইবন জাদ। ভাবল বনের ছায়ার আড়ালে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে এই ধুলোর ঝড়ের কারণ কি, কি ঘটছে ওখানে তাও জানার চেষ্টা করবে। তাছাড়া বনের ভিতরটা ঠাণ্ডা বলে কিছুক্ষণের জন্য সেখানে বিশ্রাম করা যাবে।

আবদেল আজিজ নামে শেখের এক সহকারী বলল, অন্ধকার হলে তবে আমরা দক্ষিণ দিকের ঐ শহরটার পথে রওনা হব। তখন আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। আমার মনে হয় যাদুকর সাহার যে ধনরত্ন আর পরমাসুন্দরী নারীর কথা বলেছিল তা হয়ত দক্ষিণের ঐ শহরটাতেই আছে।

ইবন জাদ বলল, হ্যাঁ তা বটে, কারণ আমরা যে নগরটা থেকে এলাম সেখানে সে ধরনের কোন পরমাসুন্দরী মেয়ে নেই।

এরপর সন্ধ্যে না হতেই রওনা হয়ে পড়ল ওরা। বনপথে এক মাইল যাবার পর ওদের সামনে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা। শেখ একটা লোককে আগে গিয়ে কারা কথা বলছে তা দেখতে বলল। লোকটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে জানাল, আর তোমাকে খুঁজতে হবে না শেখ, সেই সুন্দরী মেয়ে তুমি পেয়ে গেছ।

লোকটার কথায় ইবন জাদ তার সহচরদের নিয়ে বনের গভীরে এগিয়ে গেল। ওরা পশ্চিম দিক থেকে ব্লেক জিনালদাকে নিয়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে গেল। ব্লেক একজন শ্বেতাঙ্গ দেখে ইবন জাদ ফাদকে বলল, তুমি বিদেশীদের ভাষা জান। ওদের বল, আমরা বন্ধু।

জিনালদার সৌন্দর্য দেখে মোহমুগ্ধ হয়ে গেল ফাদ। সে ব্লেককে ফরাসী ভাষায় বলল, গুলি করো না, আমরা বন্ধু। মরুভূমির দেশের লোক, পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের পথটা দেখিয়ে দাও।

ব্লেক বলল, তোমরা যদি বন্ধু হও তাহলে ভয়ের কিছু নেই।

জিনালদা ব্লেককে চুপি চুপি বলল, ওদের দৃষ্টি আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

আরবরা হাসিমুখে ব্লেক আর জিনালদার চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল। ইবন জাদ ব্লেককে নিমুর নগরী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করল। সহসা আরবদের মুখ থেকে সব হাসি মিলিয়ে গেল। তারা অতর্কিতে ব্লেকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বেঁধে ফেলল আর জিনালদাকে জোর করে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। আরবদের অনেকে ব্লেককে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু ইবন জাদ বলল, না, ওকে হত্যা করে কাজ নেই।

তবু ফাদ সেকথা মানল না। সে ব্লেককে হত্যা করতে যাচ্ছিল। এমন সময় জিনালদা জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ব্লেকের কাছে এসে আরবদের বলল, না, ওকে তোমরা হত্যা করতে পারবে না। তার থেকে আমাকে বধ করো।

ব্লেক জিনালদাকে বলল, ওরা তোমার কথা বুঝবে না জিনালদা। আমাকে হত্যা করে করুক, তুমি পালিয়ে যাও।

জিনালদা বলল, মলাদ আমাকে বলেছিল তুমি নাকি বলেছিলে আমাকে তুমি পেয়েও আমার ভালবাসা ঝেড়ে ফেলে পালিয়ে যাবে।

ব্লেক বলল, ও একটা কুকুর, ও মিথ্যা কথা বলেছিল তুমি সেটা জান জিনালদা। আমি তোমাকে ভালবাসি।

জিনালদা বলল, হ্যাঁ, আমি তা জানি।

শেখ বলল, ওকে এইখানে বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখে মেয়েটাকে নিয়ে চলে যাও। ও এখানে মারা গেলে আমাদের কোন দোষী হতে হবে না।

এই বলে শেখ আবদেল আজিজকে দক্ষিণ দিকে নিমুর নগরীর দিকে

পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দলের লোকদের নিয়ে উত্তর দিকে ওদের শিবিরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। আবদেল আজিজকে বলল, তুমি গিয়ে নগরটা সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নিয়ে এস। খোঁজ নিয়ে সোজা আমার মঞ্জিলে চলে আসবে। পরে আমরা যাব।

শেখরা সবাই চলে গেলে ব্লেক হাত পা বাঁধা অবস্থায় সেখানেই পড়ে রইল। সন্ধ্যে হতেই চাঁদ উঠল আকাশে। বনের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটায় পড়েছিল ব্লেক সেখানে কিছুটা চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ ব্লেক বুঝতে পারল বনের মধ্যে কি একটা জিনিস নড়ছে। কে যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। আবার তার মাথার উপরে একটা ছায়ামূর্তি যেন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে গাছের ডালে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা চিতাবাঘ এগিয়ে এল তার দিকে। তার জ্বলন্ত চোখ দুটো দেখতে পেল ব্লেক।

কিন্তু চিতাবাঘটা তাকে লক্ষ্য করে একটা লাফ দিতেই ব্লেক দেখল গাছের উপর থেকে একটা মোটা দড়ির ফাঁস এসে তার গলার উপরে পড়ল আর তার গলাটা আটকে গেল। বাঘটা শূন্যে ঝুলতে লাগল। গাছের উপর থেকে কে ফাঁসবদ্ধ বাঘটাকে টেনে তুলতে লাগল। তারপর গাছের উপর সেটাকে তুলে তার বুকে বারবার একটা ছুরি বসিয়ে দিয়ে বাঘটাকে মাটির উপর সশব্দে ফেলে দিল। চিতাবাঘটা মরে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এবার গাছ থেকে এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ নেমে এসে ব্লেকের সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে ব্লেক বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল, টারজন তুমি!

টারজনও বিস্মিত হয়ে বলল, ব্লেক তুমি! তোমাকে কত খুঁজে চলেছি আমি।

ব্লেকের হাত পায়ের সব বাঁধন ছুরি দিয়ে কেটে দিল টারজন।

ব্লেক বলল, কখন থেকে আমার খোঁজ করছ তুমি?

টারজন বলল, তুমি তোমার দলছাড়া হয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবার পর থেকে। কিন্তু কারা তোমায় এভাবে বেঁধে রেখে গেল?

ব্লেক বলল, একদল আরব। একটি মেয়ে আমার কাছে ছিল। তাকে তারা ধরে নিয়ে গেছে।

টারজন প্রশ্ন করল, কখন কোন্ পথে গেছে তারা?

ব্লেক একটা পথ দেখিয়ে বলল, ঘণ্টাখানেক আগে ঐ পথে গেছে তারা।

ওরা দুজনে সেই পথে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে টারজন বাতাসে গন্ধসূত্র ধরে বলল, এইখান থেকে আরবরা দুদলে বিভক্ত হয়ে দুদিকে গেছে। একদল গেছে উত্তর দিকে আর একদল গেছে দক্ষিণ দিকে নিমুরের পথে। তবে তুমি যে মেয়ের কথা বলছ তাকে শেখ উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে গেছে। আমি জানি সেখানেই শেখের মঞ্জিল আছে। অবশ্য এটা আমার অনুমান।

তুমি এখন উত্তর দিকে যাও। আমি যাব দক্ষিণ দিকে। আমি তোমার থেকে তাড়াতাড়ি যেতে পারব। আমি দক্ষিণ দিকে তাকে না দেখতে পেলে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাকে ধরব। আর তুমি পেলে দক্ষিণ দিকে আমার কাছে চলে যাবে।

এই বলে ব্লেকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল টারজন।

একাদশ অধ্যায়

সারারাত ধরে ক্রমাগত উত্তর দিকে এগিয়ে চলল ইবেন জাদ তাদের দলের লোকদের নিয়ে। সেখানকার নগরীর লোকদের কিছু আগে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখে তার ভয় হয়। সে তাই নগরটাকে বাঁয়ে ফেলে এগিয়ে গিয়ে সোজা পাহাড়ে উঠে ওপারে যেতে চাইছিল। শহরের সামনে দিয়ে একটা সোজা পথ ছিল। সে পথে গেলে আর পাহাড়ে উঠতে হত না। কিন্তু অহেতুক নগরবাসীদের চোখে পড়ে বিপদ ডেকে আনতে চাইল না।

তবু নগরদ্বারে পাহারারত কয়েকজন প্রহরী আর একজন নাইট আরবদের দূর থেকে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে এগিয়ে আসে। শেখের দলের লোকরা তখন গুলি ছুঁড়তে থাকে। প্রহরীরা পালিয়ে যায়। একজন নাইটের ঘোড়াটা গুলি খেয়ে পড়ে যায়। নাইটটা তার তলায় চাপা পড়ে যায়।

শেখ আবার সদলবলে এগিয়ে যেতে থাকে। একদিকে ধনরত্ন আর একদিকে এক সুন্দরী যুবতী। শেখের দারুণ ভয় হচ্ছিল। তার কেবলি ভয় হচ্ছিল কোন লুণ্ঠনকারী হয়ত এগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে। পথ চলার সুবিধার জন্য শেখ ধনরত্নগুলো ভাগ করে কয়েকটা বস্তায় ভরে বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচরের হাতে দিয়ে দেয়। জিনালদার ভার দেয় ফাদের হাতে। স্টিম্বলের জ্বর হয়েছিল। দুর্বল ও রুগ্ন অবস্থায় পথ হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল তার। তবু সে ফাদের পাশাপাশি অতি কষ্টে পথ হেঁটে যাচ্ছিল।

জিনালদাকে দেখে ও কাছে পেয়ে তার রূপে মোহমুগ্ধ হয়ে পড়ে ফাদ। লোভে পড়ে এক চক্রান্ত খাড়া করে মনে মনে। সে ঠিক করল স্টিম্বল আর জিনালদাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে শেখের কাছ থেকে। স্টিম্বল তাকে ভবিষ্যতে মোটা রকমের পুরস্কার দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ফাদ তাকে ছাড়তে চাইছিল না।

পাহাড়টার পাদদেশে এসে আবার ইবন জাদ পূব দিকের একটা পথ ধরল। কারণ সে বাতান্দোদের গাঁয়ের কাছ দিয়ে যেতে চাইছিল না। তাতে নতুন বিপদ দেখা দিতে পারে।

সেদিন রাত্রিতে শিবিরে খুব তাড়াতাড়ি রান্নার কাজটা সারা হয়ে গেল। রান্নার কাছে একটা কাগজের লণ্ঠন মিটমিট করে জলছিল। সেই আলোয় আতিজা একটু দূর থেকে দেখল ফাদ সবার অলক্ষ্যে শেখের খাবারে কি একটা জিনিস ফেলে দিল। তা দেখে সন্দেহ হলো আতিজার। সে ভাবল ফাদ হয়ত বিষ মিশিয়ে দিয়েছে তার বাবার খাবারের মধ্যে। তাই যেই খাবার জন্য তার বাবা মুখে তুলতে গেল সে এসে খাবারের থালাটা ছিনিয়ে নিল তার বাবার হাত থেকে। শেখ এর কারণ জানতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে ফাদ তার বন্দুকটা নিয়ে চলে গেল। সে প্রথমে মেয়েদের তাঁবুতে গিয়ে জিনালদার কোমরটা ধরে তাকে টানতে টানতে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল। সেখানে স্টিম্বলকে ডেকে বলল, শেখ তোমাকে হত্যা করার হুকুম দিয়েছে। বাঁচতে চাও ত এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে পালিয়ে চল।

এদিকে আতিজা যখন শেখকে বলল ফাদ তার খাবারে বিষ মিশিয়ে পালিয়ে গেছে তখন শেখ ফাদকে ধরে আনার হুকুম দিল। একজন লোক ফাদকে ধরার জন্য তার শিবিরের দিকে গিয়ে দেখল ফাদ জিনালদা আর স্টিম্বলকে সঙ্গে করে পালাচ্ছে। তারা তাকে ধরতে গেলে ফাদ গুলি করল বন্দুক থেকে। ওদের হাতে তখন কোন অস্ত্র না থাকায় ওরা ফিরে এল। ফলে অবাধে শিবিরের সীমানা ছেড়ে পালিয়ে গেল ফাদ।

এদিকে টারজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উত্তর দিকে যেতে যেতে ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল ব্লেক। সে কখন সেখানকার নগরীর সীমানার কাছাকাছি এসে পড়েছে তার খেয়াল ছিল না। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। ব্লেক লক্ষ্য করেনি বোহানের সীমান্ত বাহিনীর বারোজনের একটি দল ঝোপের ধারে লুকিয়ে থেকে পাহারা দিচ্ছিল। ব্লেককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গিয়ে ধরে ফেলে তারা। কোন বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না তার। তাকে বন্দী করে সোজা রাজা বোহানের কাছে নিয়ে গেল তারা।

বোহানও ব্লেককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিমুরের নাইট বলে চিনতে পারল তাকে। বুঝল এই সেই দুঃসাহসী নাইট যে তার সব আশা ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে জিনালদাকে তার কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পালায়।

বোহান তার প্রহরীদের বলল, এখন ওকে শিকলে বেঁধে বন্দীশালায় নিয়ে গিয়ে রাখ। ভেবে দেখি কিভাবে ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়।

ব্লেককে যেসব প্রহরী কারাগারে নিয়ে গেল তাদের হাতে মশাল ছিল। সেই মশালের আলোয় ব্লেক দেখল কারাগারের মধ্যে দুজন শীর্ণকায় নগ্ন বন্দী রয়েছে। ঘরটার এককোণে একটা কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। সেই কঙ্কালের হাতে

একটা শিকার আর একটা পদবন্ধনী রয়েছে। মনে হয় বন্দীর শৃঙ্খলিত অবস্থায় মৃত্যু হয় এবং দিনে দিনে তার মৃতদেহটা গলিত মাংসগুলো হারিয়ে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে।

মশালসহ প্রহরীরা কারাগার থেকে বেরিয়ে গেলে ঘরটা অন্ধকার হয়ে উঠল।

এদিকে টারজন দক্ষিণ দিকে গিয়ে আবদেল আজিজের দলটাকে ধরে ফেলল। কিন্তু যখন দেখল তাদের দলে কোন মেয়ে বন্দী নেই তখন সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিকে ফিরে পথ চলতে লাগল। পথে এক জায়গায় একটা শুয়োর মেরে খেয়ে পেট ভর্তি করে আবার পথ চলতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর বাতাসে ব্লেকের কোন গন্ধসূত্র পেল না, কিন্তু জিনালদার একটা গন্ধসূত্র পেল। টারজন ভাবল এখন জিনালদাকে খুঁজে বার করা ও তাকে উদ্ধার করাই হলো তার প্রধানতম কর্তব্য। তাই সে ব্লেকের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে উত্তরদিকে জিনালদার গন্ধসূত্র ধরে শেখের মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারল না ফাদ স্টিম্বল আর জিনালদাকে নিয়ে আগের দিনই শেখের শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে আর শেখের মূল দলটা পূব দিকে গেছে।

শেখের দল সেপালকার নগরীর সীমান্তবর্তী পাহাড়টার পূর্ব প্রান্ত থেকে আবার দক্ষিণ দিকে যেতে টারজন তাদের দেখতে পেল। কিন্তু সে দলে স্টিম্বল আর জিনালদাকে দেখতে পেল না। টারজন গাছের উপর দিয়ে গাছে গাছে শেখের দলটার সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগোতে লাগল। ফলে শেখের দলের কেউ দেখতে পেলনা টারজনকে।

শেখকে দেখে প্রচণ্ড রাগ হলো টারজনের। শেখ তাকে বারবার মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়ে এসেছে। সে তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তার আকাঙ্খিত ধনরত্ন লুট করেছে। শেখরা ভেবেছে টারজন মারা গেছে। কিন্তু তারা জানে না টারজন তাদের একদিন এমন শাস্তি দেবে যে তারা জীবনে কখনো তা ভুলতে পারবে না।

টারজন দেখল পাঁচজন লোক বস্তাভরা ধনরত্নগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বোঝাভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ধীর গতিতে পথ হাঁটছিল ওরা। শেখ একজন মালবাহকের পাশে পাশে পথ হাঁটছিল। অর্থপিশাচ আরবরা ধনরত্নের জন্য যেকোন দুঃখ বরণ করে নিতে পারে।

সহসা সবার অলক্ষ্যে একটা বিষাক্ত তীর এসে শেখের পাশে হাঁটতে থাকা একজন মালবাহকের গলাটাকে বিদ্ধ করল ভীষণভাবে। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল লোকটা। শেখরা অবাক হয়ে গেল। কোথাও কোন শত্রুকে দেখতে পেল না ওরা। শুধু পোকামাকড়ের ডাক ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

সন্ধ্যে হতে পার্বত্য অরণ্যের মাঝখানেই পথের ধারে এক জায়গায় শিবির

স্থাপন করল শেখ। মৃতদেহটাকে পথের উপর ফেলে এসেছে তারা। সন্ধ্যের পর শিবিরের আশ্রয়ের মধ্যে আবার সহজ হয়ে উঠল ওরা। অনেকে নাচগানে মত্ত হয়ে উঠল। শেখ পাঁচ বস্তা ধনরত্নের মাঝখানে বসে ছিল। আতিজা তার ঘরে একটা মাদুরের উপর শুয়ে ছিল।

এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কোথা থেকে কে একটা কাটা নরমুণ্ড এনে থপ করে অন্ধকারে ফেলে দিল শেখের সামনে। অথচ কোন লোককে দেখতে পেল না কেউ। শিবিরের সামনে আগুন জ্বলছিল। আরবরা বন্দুক হাতে ছোটাছুটি করতে লাগল শিবিরের চারদিকে। কিন্তু কোথাও কোন শত্রু নেই। তারা ভাবল এটা জিন বা ভূতের কাজ।

ঠিক এই সময় কোন এক অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, প্রতিটি ধনরত্নের জন্য একফোঁটা করে রক্ত দিতে হবে তোমাদের।

এর আগেও একবার এই কণ্ঠস্বর শুনেছিল ওরা। কিন্তু তখন তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এ কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেয়ে গেল শেখ।

এদিকে আতিজার তাঁবুর পিছন দিকের পর্দাটা সরিয়ে সহসা একজন অন্ধকারে ঢুকে একটা হাত তার মুখে আর একটা হাত তার ঘাড়ের উপর দিয়ে কে বলল, কোন শব্দ করো না। চেঁচিও না, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

আতিজা বুঝল, এ নিশ্চয় কোন জিন বা অপদেবতার কাজ।

টারজন বলল, বল ইবন জাদ উপত্যকা হতে যে মেয়েটিকে ধরে এনেছিল সে এখন কোথায়?

আতিজা বলল, ফাদ তাকে নিয়ে পালিয়েছে।

টারজন আবার বলল, জায়েদকে যদি বাঁচাতে চাও তাহলে সত্যি কথা বল আমায়। তারা কোথায়?

আতিজা বলল, সত্যি বলছি, গতরাতে মঞ্জিল থেকে তারা পালিয়েছে। এখন কোথায় আছে তা জানি না।

টারজন চলে যাবার কিছুক্ষণ পর শেখের স্ত্রী হিরফা এসে দেখে আতিজা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কারাগারের মধ্যে যে দুজন নগ্নদেহ বন্দী ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল ব্লেক। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একজন ব্লেকের কথার জবাব দিল।

কিন্তু তার কথা শুনে ব্লেক বুঝল এই ভয়ঙ্কর কারাবাসের বিভীষিকায় পাগল হয়ে গেছে তারা।

সহসা কার পদশব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠল ব্লেক। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাতির আলো এগিয়ে আসতে লাগল কারাগারের অন্ধকারে। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্লেক দেখল বাতি হাতে সেখানকার দুজন নাইট তার সামনে এসে দাঁড়াল। ব্লেক তাদের চিনতে পারল। তারা হলো স্যার গী আর স্যার উইলডার্বর্ড।

উইলডার্বর্ড বলল, স্যার গী আর আমি শুনলাম আগামীকাল তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে। আমরা তাই তোমাকে মুক্ত করার জন্য এসেছি। তোমার মত একজন বীর নাইটকে এভাবে হত্যা করলে এখানকার সব নাইটদের সারাজীবন ধরে এক অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা বয়ে যেতে হবে।

এই কথা বলেই উইলডার্বর্ড ব্লেকের হাত পায়ের লোহার শিকলের বাঁধনগুলো খুলে দিল।

ব্লেক বলল, তোমরা আমায় মুক্ত করে দিচ্ছ, একথা বোহান জানতে পারলে তোমাদের প্রাণ যাবে।

উইলডার্বর্ড বলল, না, জানতে পারবে না। স্যার গী তোমার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে গিয়ে নগরপ্রান্তে পৌছে দিয়ে আসবে তোমায়। সেখান থেকে তুমি নিমুরে চলে যাবে।

স্যার গী এবার ব্লেককে বলল, একটা কথার উত্তর দেবে? তুমি রাজকন্যা জিনালদাকে নিজের হাতে উদ্ধার করেছিলে। কিন্তু আরবরা তাকে কিভাবে ধরে নিয়ে গেল।

ব্লেক তখন যা যা ঘটেছিল সব কথা খুলে বলল তাদের।

ব্লেককে শুধু মুক্তি দিল না ওরা। স্যার গী তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে খাইয়ে তাকে অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম দিল পরতে। তারপর একটা ঘোড়ায় চাপিয়ে নগরপ্রান্তে পৌছে দিয়ে এল। তখন রাত্রি দুপুর।

তখন বিকালবেলা। বাঁদর-গোরিলাদের রাজা তোয়াৎ তার দলের গোরিলাদের নিয়ে বনের মধ্যে আহার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছিল। তাদের দিকে ধীর গতিতে তিনজন লোক আসছিল। একজন আরব, একজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন নারী। বাতাসের গতি অন্য দিকে থাকায় তারা আগন্তুকদের কোন গন্ধ পায়নি বাতাসে।

আগন্তুক তিনজনের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ জ্বরে ভুগছিল। রুগ্ন অবস্থায় সে একটা গাছের ডাল লাঠির মত করে ধরে তার উপর ভর দিয়ে পথ হাঁটছিল। আরবের হাতে একটা বন্দুক ছিল। মেয়েটির পোশাকটা জমকালো হলেও তা ময়লা এবং ছেঁড়া।

একটা বাচ্চা বাঁদর-গোরিলা দেখে ফাদ তার বন্দুক থেকে একটা গুলি করে। বাচ্চা বাঁদর-গোরিলাটার চীৎকারে অন্যান্য বাঁদর-গোরিলাগুলো ছুটে এল। বন্দুকের গুলির শব্দে ভয় পেয়ে গেলেও আজ তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য রুখে দাঁড়াল। আজ আর স্টিম্বল ভয়ঙ্কর বাঁদর-গোরিলাগুলো দেখে সেখানে না দাঁড়িয়ে ভয়ে জিনালদাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল।

জিনালদাকে তার লোমশ হাত দিয়ে ধরে ফেলল তোয়াৎ। সে তাকে নিয়ে পালাতে চাইল। কিন্তু গোয়াদ নামে আর একটা বাঁদর-গোরিলা দাঁত বার করে তোয়াতের দিকে তেড়ে এল জিনালদাকে কেড়ে নেবার জন্য।

তোয়াৎ বলল, এ আমার। তুমি চলে যাও। তা না হলে মেরে ফেলব তোমাকে।

এই বলে তোয়াৎ জিনালদাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু সে বেশীদূর যেতে পারল না। গোয়াদ তাকে তাড়া করল। তখন জিনালদাকে নামিয়ে দিয়ে গোয়াদের সঙ্গে লড়াইয়ে মত্ত হয়ে উঠল তোয়াৎ।

ওরা যখন দুজনে জোর লড়াই করছিল জিনালদাকে হাত করার জন্য তখন চেষ্টা করলে সেই অবসরে পালিয়ে যেতে পারত জিনালদা। কিন্তু সে তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ায় পালাতে পারল না।

এমন সময় সেখানে কালো কেশরওয়ালা সোনালী রঙের একটা সিংহ এসে পড়ায় লড়াই ছেড়ে পালিয়ে গেল তোয়াৎ আর গোয়াদ। সিংহের গায়ের সোনালী চামড়াটা শেষ বিকালের সূর্যের আলোয় চকচক করছিল।

সিংহটা কাছে এসে পড়ায় জিনালদা কোন উপায় না দেখে শুয়ে পড়ল। জীবনের কোন আশা না থাকায় সে সহজ এবং ত্বরান্বিত মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে লাগল ঈশ্বরের কাছে। সিংহটা এসে জিনালদার শায়িত দেহটা শুঁকতে লাগল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শেখ ইবন জাদের দল ভয় পেয়ে জিন অধ্যুষিত সেই পার্বত্য অরণ্য হতে বেরিয়ে যাবার জন্য পশ্চিম দিকের একটা পথ ধরল। আবদেল আজিজের দল নিমুর নগরীর খোঁজ নিতে গিয়ে আর ফেরেনি, আর তারা ফিরবে না

কারণ নিমুর নগরীর সীমান্তরক্ষীরা তাদের দেখতে পেয়ে তাদের হাতে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও তাদের হত্যা করে।

এদিকে জায়েদের নেতৃত্বে টারজনের একশোজন ওয়াজিরি যোদ্ধা উত্তর দিকে আরবদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় তারা তিনজনের পায়ের ছাপ দেখতে পায়। তিনজনের পায়ের ছাপের মধ্যে একজন মহিলার চটির ছাপ ছিল। জায়েদ তা দেখে বুঝল ওটা আতিজার চটির ছাপ।

এমন সময় ওরা দুজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। লোকদুটো সেই দিকেই আসছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল ফাদ। ফাদকে চিনতে পেরে তার কাছে ছুটে গিয়ে জায়েদ জিজ্ঞাসা করল, আতিজা কোথায়?

ফাদ ভয় পেয়ে গেল। বলল, আমি জানি না।

জায়েদ বলল, এই ত তার চটিজুতোর ছাপ রয়েছে।

ফাদ তখন শয়তানি করে মিথ্যা কথা বলল। বলল, আমি তাকে তার বাবার শিবির থেকে নিয়ে পালাচ্ছিলাম। কিন্তু পথে একটা বিরাট বাঁদর-গোরিলা তাকে নিয়ে চলে যায়। সে নিশ্চয় মারা গেছে।

জায়েদ রেগে গিয়ে তার ছোরাটা ফাদের বুকে আমূল বসিয়ে দিল। ফাদ সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। জায়েদ তখন তার ওয়াজিরি দল নিয়ে আবার উত্তর দিকে চলে গেল।

এদিকে টারজন জিনালদার খোঁজ করতে করতে তার গন্ধসূত্র ধরে উত্তর দিক থেকে এসে সেই বনটায় ঢুকল যেখানে তাকে বাঁদর-গোরিলারা ধরেছিল। অবশেষে এক জায়গায় তোয়াতের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তোয়াতের কাছ থেকে জানল জিনালদাকে একটা সিংহ ধরেছে।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

তোয়াৎ জায়গাটা দেখিয়ে দিলে টারজন সেখানে গিয়ে দেখল একটি মেয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রয়েছে মরার মত আর তার পাশে একটা সোনালী সিংহ বসে রয়েছে থাবা গেড়ে।

জিনালদা কার পায়ের শব্দ শুনে শুয়ে শুয়েই চোখ মেলে তাকাল। নিশ্চয় কোন মানুষ। কিন্তু তবু কোন আশা খুঁজে পেল না। এই ভয়ঙ্কর জন্তুটার কবল থেকে কোন্ মানুষ রক্ষা করবে তাকে?

টারজন সিংহটাকে দেখেই তাকে ডাক দিল, জাদ-বাল-জা, চলে এস এদিকে।

জিনালদা আশ্চর্য হয়ে দেখল এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ মানুষটি ডাক দিতেই সিংহটা তার কাছে পোষা কুকুরের মত ছুটে গেল।

টারজন এবার জিনালদার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমিই রাজকন্যা জিনালদা?

জিনালদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। সে বুঝতে পারল না তাকে কি

করে চিনল লোকটি।

টারজন তাকে বলল, তুমি কি আহত? আর ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি তোমার বন্ধু। তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

জিনালদা সব ঘটনার কথা বলল একে একে। পরে প্রশ্ন করল, কে তুমি, আমাকে চিনলে কি করে?

টারজন বলল, আমি টারজন, জেমস ব্লেকের বন্ধু। সে আর আমি তোমারই খোঁজ করছিলাম।

জিনালদা উৎসাহিত হয়ে বলল, আপনি তার বন্ধু হলে আমারও বন্ধু।

টারজন হাসিমুখে বলল, নিশ্চয়, আমি তোমাদের চিরকালের বন্ধু।

জিনালদা বলল, আচ্ছা স্যার টারজন, আমি বুঝতে পারছি না, সিংহটা আপনার কোন ক্ষতি করল না কেন এবং কেনই বা সে আপনার কথা শুনল।

টারজন বলল, ও হচ্ছে জাদ-বাল-জা বা সোনালী সিংহ। ওকে আমি বাচ্চাবেলা থেকে পালন করেছি। ও মানুষের কাছে বেশী থাকে বলে তোমার কোন ক্ষতি করেনি এবং ও আমাকে ভালবাসে।

জিনালদা বলল, আপনি কি নিকটেই কোথাও থাকেন?

টারজন বলল, না, আমি অনেক দূরে থাকি। আমার লোকজনরা কাছে কোথাও আছে বলেই সিংহটা তাদের সঙ্গে এসেছে।

সিংহটার কাছে টারজন জিনালদাকে রেখে তার জন্য কিছু ফল নিয়ে এল। জিনালদা তা খেয়ে সুস্থ হলো। তারপর জিনালদার হাঁটার শক্তি না থাকায় তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে নিমুরের পথে রওনা হলো। নগরের বাইরে সেই পাথরের ক্রসটার কাছে জিনালদাকে নামিয়ে দিল টারজন।

জিনালদা প্রাসাদে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে বলল টারজনকে। বলল, বাবা আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দেবে।

কিন্তু টারজন বলল, আমাকে এখন ব্লেকের খোঁজ করতে হবে। তুমি যাও।

জিনালদা টারজনকে তখন বলল, স্যার জেমসকে খুঁজে পেলে বলবেন, তার জন্য নিমুর নগরীর দরজা চিরদিন খোলা থাকবে। বলবেন রাজকন্যা জিনালদা চিরদিন তার অপেক্ষায় থাকবে।

এই কথা বলে রাজপ্রাসাদে যাবার জন্য সুড়ঙ্গপথে গিয়ে ঢুকল জিনালদা। টারজন জাদ-বাল-জাকে নিয়ে ফিরে এল।

আরবদের খোঁজ করতে করতে ব্লেকও ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে দেখল একটা লোক শুয়ে আছে আর তার পাশে একটা চিতাবাঘ ওৎ পেতে বসে আছে। লোকটা মড়ার মত পড়ে থাকায় সে অপেক্ষা করছে লোকটা নড়লেই তাকে ধরবে।

ঘোড়ার উপর থেকেই তার হাতের বর্শাটা চিতাবাঘের গায়ে সজোরে ছুঁড়ে

দিল ব্লেক। বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। ব্লেক তখন ঘোড়া থেকে নেমে লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। বলল, একি স্টিম্বল তুমি ?

স্টিম্বল বলল, আমি এখন মরতে বসেছি ব্লেক। মৃত্যুর আগে সব কথা বলে যেতে চাই তোমায়। তুমি এখানে কি করছিলে ? নাইটদের মত বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রই বা পেলে কোথায় ?

ব্লেক বলল, এখন কিছু খাবারের জন্য নিকটবর্তী গাঁয়ে নিয়ে যাব তোমাকে। আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে দেখে গাঁয়ের লোকরা পালিয়ে যায়। তবু আবার যাব সেখানে। পরে সব কথা বলব। আমি একটি মেয়ের খোঁজ করছিলাম। মেয়েটি নিমুরের রাজকন্যা। তুমি কিছু জান তার সম্বন্ধে ?

স্টিম্বল বলল, যে আরব লোকটা মেয়েটাকে শেখের শিবির থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে আমি তারই সঙ্গে ছিলাম। এখন তাকে বাঁদর-গোরিলারা ধরেছে। বোধ হয় এতক্ষণে মারা গেছে মেয়েটা।

ব্লেক স্টিম্বলকে নিয়ে সেই আদিবাসীদের গাঁয়ে চলে গেল। এবারেও গাঁয়ের লোকরা তাকে দেখে পালিয়ে গেল, ব্লেক প্রচুর খাদ্য পেল। স্টিম্বলকে পেট ভরে খাইয়ে সে তার ঘোড়াটাকে খাওয়াল।

এমন সময় টারজনের ওয়াজিরি যোদ্ধারা সেখানে এসে হাজির হলো। তারা এসে ব্লেককে ইংরিজিতে বলল, তারা টারজনের লোক। তারা তাদের মালিকের খোঁজ করছে। যাই হোক, তারা সেই গাঁয়েতেই ব্লেককে নিয়ে রয়ে গেল। স্টিম্বলও কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল। ব্লেক ভাবল এবার তাকে কোন উপকূলে পাঠাতে আর কষ্ট পেতে হবে না।

শেখ ইবন জাদের দলের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হয়ে উঠছিল। মাল-বাহকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার উপর তাদের পিছনে সর্বক্ষণ একটা সোনালী রঙের সিংহকে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার মাঝে থেকে থেকে সেই কণ্ঠস্বরটা কানে আসছিল তাদের, প্রতিটি রত্নের জন্য একফোঁটা করে রক্ত দিতে হবে তোমাদের। তবু ধনরত্নের লোভটা ছাড়তে পারছিল না শেখ।

হঠাৎ আবার একটা তীর এসে একজন মালবাহকের বুকে লাগে। লোকটা মারা যেতেই আবার সেই অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, শেখ, তুমি নিজে সব ধনরত্ন তুলে নিয়ে বহন করতে থাক। তুমি নরহত্যা করে এই ধন লুণ্ঠন করেছ। তুমি হত্যাকারী। তোমার এই হলো শাস্তি।

শেখ একটা বস্তা তুলে নিয়ে বলল, আমি বৃদ্ধ, আমি এটা বইতে পারব না।

তখন আবার সেই অদৃশ্য মানুষ বলল, তাহলে মর।

বস্তা কাঁধে পথ চলতে পারছিল না শেখ। তার উপর তার পিছনে সিংহটা

সমানে আসছিল। সে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছিল।

তার এই অবস্থা দেখে আতিজা একটা বন্দুক হাতে তার বাবার কাছে এসে বলল, ভয় করো না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমি তোমাকে রক্ষা করব।

পথে যেতে যেতে ওরা একটা আদিবাসীদের গাঁয়ে এসে উঠল। ওরা আর চলতে পারছিল না। সেই গাঁয়েই ছিল টারজনের ওয়াজিরি যোদ্ধারা, জায়েদ, ব্লেক আর স্টিম্বল।

ওয়াজিরিরা আরবদের দেখে তাদের সব অস্ত্র কেড়ে নিল। ক্লান্ত ও ভীত অবস্থায় বাধা দিতে পারল না তারা। জায়েদ আরবদের বলল, ইবন জাদ কোথায়?

আরবরা বলল, পিছনে আসছে।

জায়েদ দেখল আতিজা তার বাবা শেখকে সঙ্গে করে সেইদিকেই আসছে। সে ছুটে গিয়ে আতিজাকে জড়িয়ে ধরল। ওয়াজিরি যোদ্ধাদের দেখে ভয়ে মাটির উপর বসে পড়ল শেখ। ধনরত্নভরা বড় বস্তাটা পড়ে গেল তার হাত থেকে।

এমন সময় শেখের স্ত্রী হিরফা ভয়ে চীৎকার করে উঠল। সে দেখল একটা বড় সিংহকে নিয়ে দৈত্যাকার এক শ্বেতাঙ্গ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

টারজনকে দেখতে পেয়ে ব্লেক ছুটে এসে তার হাত ধরল। বলল, দেরী হয়ে গেল টারজন, জিনালদা মারা গেছে।

টারজন হেসে বলল, বাজে কথা। আমি আজ সকালে তাকে নিমুর নগরীতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।

ব্লেক বিশ্বাস করতে চাইছিল না। টারজন তাকে সব ঘটনা একে একে পরিষ্কার করে বললে সে শান্ত হলো।

পরদিন সকালে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ব্লেক বলল, সে নিমুর নগরীতে ফিরে যাবে। রাজকন্যা জিনালদাকে নিয়ে নিমুরের রাজপ্রাসাদেই বসবাস করবে সে। সে আর দেশে ফিরবে না। স্টিম্বলকে চারজন ওয়াজিরি আপাততঃ টারজনের বাংলো বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে তার ব্যবস্থা করে দেবে টারজন।

জায়েদ আর আতিজাকে টারজনের বাড়িতেই কাজ করতে বলল টারজন। তার বাড়িতে রেখে দেবে তাদের। কিন্তু শেখকে ও বাকি আরবদের ক্ষমা করল না টারজন। ঠিক করল, আপাততঃ শেখদের ওয়াজিরি যোদ্ধাদের একটি দল একটা গাঁয়ে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে ওদের আবিসিনিয়ায় নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হবে।

টারজন এ্যাণ্ড দি গোল্ডেন লায়ন

টারজন ও সোনালী সিংহ

সেদিন জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ী গুহার সামনে রোদে গা ছড়িয়ে একটা সিংহী তার বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছিল। তার স্বামী সিংহটা আহারের অন্বেষণে কোথায় গেছে কাল থেকে আসেনি। সিংহীটার মোট তিনটে বাচ্চা হয় দিনকতক আগে। কিন্তু দুটো মেয়ে বাচ্চা একে একে মারা যায়। কারণ কয়েকদিন ধরে কোন শিকার না পাওয়ায় ঠিকমত খেতে না পেয়ে তার বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। তার উপর খুব ঠাণ্ডা পড়ে আর প্রবল বৃষ্টি হয়। বাচ্চা দুটো রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। এখন মাত্র এই একটা পুরুষ বাচ্চাই সিংহীটার সম্বল। দুদিন আগে পুরুষ সিংহটা জন্তু শিকার করে তাদের গুহায় টেনে আনে। তারপর গতকাল আর একটা শিকারের সন্ধান পায়। কিন্তু সেই শিকারের সন্ধানে গিয়ে আর ফেরেনি সে।

সহসা কিসের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সিংহীটা। সে কানদুটো খাড়া করে এদিক ওদিক তাকাল। বাতাসে গন্ধ শুঁকে শব্দটা বোঝার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। তবে শব্দটা মনে হলো তার দিকেই এগিয়ে আসছে। বাতাসে একটা মানুষের গন্ধ পেল। তাই সচকিত সিংহীটা অশান্ত হয়ে উঠে পড়ল দুধ দেওয়া বন্ধ করে।

যে মানুষকে সবচেয়ে ঘৃণা করে ওরা সেই মানুষের গন্ধ পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়ল সিংহীটা। সে উঠে দাঁড়িয়ে তার বাচ্চাটাকে সাবধান করে দিল। সে যেন এখানেই শুয়ে থাকে। কোথাও না যায়। সে যাচ্ছে শত্রুর সন্ধানে। সিংহটা এগিয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় দেখল একটা কৃষ্ণকায় নিগ্রো যোদ্ধা আপন মনে কি করছে। সে কোন শিকার করছে না অথবা তাকে আক্রমণ করতে আসছে না। অন্য সময় হলে সিংহীটা গ্রাহ্য করত না এ ঘটনাটাকে। সিংহীটার বাচ্চা না থাকলে ও মানুষটাকে দেখে চলে আসত সে। কিন্তু তার একটামাত্র বাচ্চার নিরাপত্তার জন্য বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল এবার।

নিগ্রো যোদ্ধাটা যখন সিংহীটাকে দেখতে পেল তখন আর কোন উপায় নেই। আগে থেকে সে সিংহীটার উপস্থিতির কথা বুঝতে পারলে পালিয়ে যেত। কিন্তু এখন দেখল কাছে এমন কোন একটা গাছও নেই যার উপর সে উঠে পড়তে পারে।

ততক্ষণে বাচ্চাটা সিংহীটার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিগ্রোটা দেখল

সিংহীটা তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে এবং তার পিছনে একটা বাচ্চা রয়েছে। সিংহীটা তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিতেই নিগ্রোটা তার হাতের বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল সিংহীটার বুকটাকে লক্ষ্য করে। সিংহীটার বুকে বর্শাটা আমূল বিদ্ধ হলেও সিংহীটা নিগ্রোটার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কামড়ে মেরে ফেলল। কিন্তু সিংহীটাও মারা গেল। লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাচ্চাটা বুঝতে পারল না তার মার কি হয়েছে। সে যখন দেখল মানুষটা নড়ছে না তখন সে সাহস করে তার মার কাছে গেল। অন্য সময় সে ডাকতেই তার মা কাছে চলে আসত। কিন্তু এবার সে কাছে গিয়ে মুখটা মার গায়ে ঘষতেও তার মা নড়ল না। সে মার দেহটা শুঁকল। কিন্তু দেহটা কেন এমন শক্ত নিথর হয়ে আছে তা বুঝতে পারল না। এবার ভয় হলো তার। ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মার মৃতদেহটার গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়ল।

এমন সময় টারজন, তার স্ত্রী জেন আর তার ছেলে কোরাক পান-উল-দল থেকে তাদের বাংলো বাড়িতে ফেরার পথে সেখানে এসে পৌঁছল। তারা দেখল একটা মরা সিংহীর পাশে তার একটা জীবন্ত বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে।

ব্যাপারটা এক নজরে দেখেই সব কিছু বুঝতে পারল টারজন। সে হাত বাড়িয়ে প্রথমে বাচ্চাটাকে ধরতে যেতেই সে গর্জন করে মুখটা সরিয়ে নিল। তার হাতটা আঁচড়ে দিতে গেল।

জেন বলল, অনাথা বেচারী, কিন্তু কি সাহস!

কোরাক বলল, এখনো ওর চার পাঁচ মাস মার দুধ দরকার। ওকে আর বাঁচানো যাবে না।

টারজন বলল, ওকে মরতে দেওয়া হবে না।

জেন বলল, তুমি তাহলে ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে লালন পালন করবে?

টারজন বলল, হ্যাঁ, তাই করব।

এই বলে সে বাচ্চাটার ঘাড়ে ধরে তার গায়ে হাত বুলিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি বলতেই বাচ্চাটা চুপ করে রইল শান্ত হয়ে। এরপর তাকে বুকে তুলে নিল। কিন্তু বাচ্চাটা আর দাঁত বার করে কামড়াতে এল না তাকে।

জেন আশ্চর্য হয়ে বলল, কি করে সম্ভব হলো এটা?

কোরাক বলল, আমি এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

টারজন বলল, সভ্য জগতের মানুষরা এসব বুঝতে পারে না। বনেই আমার জন্ম। বনের প্রাণীর মত দীর্ঘকাল জঙ্গলে মানুষ হয়েছি; তাই বনের প্রাণীর ভাষা আমি বুঝি, ওরাও আমার ভাষা বোঝে।

লেডী জেন গর্বের সঙ্গে বলল, টারজন একটাই আছে।

টারজন সিংহশাবকটাকে সঙ্গে নিয়ে দুধের খোঁজে একটা আদিবাসী গাঁয়ে

গেল। টারজন গাঁয়ের ভিতরে ঢুকে একটা নিগ্রো আদিবাসীকে বলল, তোমাদের সর্দারকে ডেকে দাও, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

নিগ্রোটা টারজনকে প্রথমে চিনতে না পেরে হেসে তার পাশের সঙ্গীকে বলল, কি বলছে রে, সর্দারকে ডেকে দিতে হবে। বাবুসাহেব কথা বলবে।

টারজন রেগে বলল, তোমাদের সর্দারকে বল, টারজন কথা বলবে সর্দারের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত নিগ্রোদের মুখের ভাব বদলে গেল। তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তারা সবাই ছোটাছুটি করে মাদুর নিয়ে এল টারজনদের বসার জন্য। একজন ছুটে সর্দারকে খবর দিতে গেল। সাধারণতঃ লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র না থাকলে নিগ্রো আদিবাসীরা কোন শ্বেতাঙ্গকে মোটেই ভাল চোখে দেখে না। কারণ ওরা বুঝতে পারে কোন নিঃস্ব শ্বেতাঙ্গ তাদের কোন উপহার দিতে পারবে না।

কিন্তু টারজনের নামটাই যথেষ্ট। তার নাম শুনেই গাঁয়ের সর্দার ব্যস্ত হয়ে কত খাবার আর গহনার উপহার নিয়ে টারজনের সামনে এসে হাজির হলো। টারজন তাকে সিংহের ছানাটা দেখিয়ে বলল; সে শুধু একটু দুধ চায়।

সর্দার বলল, তার অনেক ছাগল আছে। ছাগলের দুধ এনে দেবে।

এমন সময় টারজনের চোখে পড়ল একটা মাদী কুকুর শুয়ে আছে। তার সম্প্রতি বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাগুলো মারা যাওয়ায় তার দুধের বাঁটগুলো দুধে ভর্তি। টারজন দেখল ঐ কুকুরটার দুধ সিংহের বাচ্চাটাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারলে আর ভাবনা থাকবে না।

টারজন বলল, কুকুরটাকে আমি কিনে নিয়ে যাব।

সর্দার বলল, কিনতে হবে না মালিক। ওকে আপনি নিয়ে যান। দরকার হলে আরো কুকুর নিয়ে যান।

সে রাতটা আদিবাসীদের গাঁয়েই কাটাল টারজনরা। রাত্রিতে টারজন কুকুরটাকে শুইয়ে সিংহের ছানাটার মুখটা কুকুরটার দুধের বাঁটে লাগিয়ে দিল। প্রথম প্রথম সিংহের ছানা কুকুরটাকে শুঁকে তার দুধ খেতে চাইছিল না। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় সে দুধ খেতে বাধ্য হলো।

সিংহশাবকটার নাম রাখল টারজন জাদ-বাল-জা। আর কুকুরটার নাম রাখল শুধু জা।

পরদিন সকাল হলেই বাংলোবাড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। বাংলোটা আর ওয়াজিরি বস্তীটা আর বেশী দূরের পথ নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

টারজন, জেন আর কোরাক বন পার হয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে দেখল তাদের বাংলো বাড়িটা ঠিকই চারপাশের গাছপালা আর ওয়াজিরিদের বস্তীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। টারজন ভেবেছিল জার্মানদের ঘা্যে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বাড়িটা।

টারজনরা বাংলোটার কাছে যেতেই ওয়াজিরি সর্দার বুড়ো মুভিরো এগিয়ে এসে প্রথমে অভ্যর্থনা জানাল তাদের। মুভিরো সবচেয়ে আনন্দ পেল জেনকে দেখে। কারণ সে জানত তার প্রভু টারজন সব বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু জেন ভয়ঙ্কর শত্রুদের কবল থেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারবে না নিজেকে। এটাই তার ধারণা ছিল।

টারজনদের আসার খবর পেয়ে বিশ্বস্ত ওয়াজিরিরা ছুটে এসে তাদের ঘিরে আনন্দে নাচতে লাগল। টারজন দেখল জার্ভিস নামে যে ইংরেজকে সে বাড়িঘর দেখাশোনার ভার দিয়ে গিয়েছিল, ওয়াজিরিদের সাহায্যে সেই জার্ভিস জার্মানদের আক্রমণের পর গোটা বাড়িটা যেখানে যেখানে ভেঙ্গে চুরে গিয়েছিল সেই সব জায়গা মেরামত করে। তার সঙ্গে বাড়ির ভিতরটাও মেরামত ও রং করে রাখে। ফলে বাড়িটা আগের মতই অক্ষত দেহে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আক্রমণের কোন ক্ষতচিহ্নই নেই তার গায়ে।

শুধু সে রাতে নয় কয়েক রাত ধরে নাচগান করে উৎসব করতে লাগল ওয়াজিরিরা।

এদিকে দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগল সিংহশাবক জাদ-বাল-জা। টারজন তাকে এরই মধ্যে অনেক কিছু শিখিয়েছে। টারজনের কথামত তার সঙ্গে চলাফেরা করে, কোন জিনিস হারিয়ে গেলে গন্ধসূত্র ধরে খুঁজে বার করে আনতে পারে। কোন জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সিংহের বাচ্চাটাকে খাওয়াবার জন্য এক অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করে টারজন। একটা মানুষের ডামি বা প্রতিমূর্তি করে তার গলায় মাংস বেঁধে দিত খাবার সময়। ডামিটার গলায় মাংস বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। তারপর টারজন তাকে মাংস খাবার হুকুম দিতেই সিংহবাচ্চাটা লাফ দিয়ে ডামিটার গলা থেকে মাংস ছিনিয়ে নিত।

একদিন জেন ও কোরাক দুজনেই এই পদ্ধতির সমালোচনা করতে লাগল। তারা বলল, এইভাবে খেতে ওকে অভ্যাস করালে একদিন ও জীবন্ত

মানুষের গলা কেটে তার মাংস খাবে। পরে ওকে আর আয়ত্তে রাখতে পারবে না।

টারজন বলল, না, ওকে আমি খেতে অনুমতি দিলে তবেই খায়। যাই হোক, আমার পদ্ধতি ঠিক কি না, আমি ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কি না আজ বিকালেই তার পরীক্ষা হয়ে যাবে। তোমরা সবাই যাবে। তোমাদের সামনেই পরীক্ষা হবে।

সেদিন বিকালে টারজন জেন আর কোরাককে সঙ্গে নিয়ে বাংলো থেকে কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা জায়গায় গিয়ে উঠল যেখানে হরিণ পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে চারজন নিগ্রো শিকারীও ছিল। কোরাক একশো পাউণ্ড বাজী রেখেছিল। সিংহশাবকটা যদি কাছে মাংস থাকা সত্ত্বেও টারজনের কথা মত চলে তাহলে সে তার বাবাকে একশো পাউণ্ড দেবে। জাদ-বাল-জা টারজনের ঘোড়ার পিছনে পিছনে বনে আসতে লাগল।

ওরা চুপি চুপি একটা ঝোপের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একদল হরিণ চরে বেড়াচ্ছিল। এদিক থেকে সিংহবাচ্চা জাদ-বাল-জাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। জাদ-বাল-জাকে দেখে হরিণরা দলবেঁধে ছুটে পালাল। শুধু একটা হরিণ পালাতে পারল না। জাদ-বাল-জা তাকে ধরে ফেলল সে পালাবার আগেই।

কোরাক বলল, এবার ওর আসল পরীক্ষা।

টারজন বলল, ও শিকারকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

জাদ-বাল-জা প্রথমে মরা হরিণটাকে নিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। একবার ক্ষোভে গর্জন করে উঠল। তারপর ঘাড়টা ধরে টারজনের সামনে টেনে আনল মৃতদেহটাকে। টারজন এবার জাদ-বাল-জার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে প্রশংসা করে নিচু গলায় তার কানে কানে কি বলল।

জেন ও কোরাক বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল।

এরপর টারজন তার শিকারের ছুরিটা বার করে মরা হরিণটার পেটটা কেটে তার দেহের রক্তটা সব বার করে দিল। তাজা উষ্ণ রক্তের গন্ধটা জাদ-বাল-জার নাকের ভিতরে যেতেই সে গর্জন করতে লাগল। সে তখন দাঁত বার করে তিনজনের পানে কুটিল চোখে তাকাতে লাগল। টারজন তাকে সরিয়ে দিতে সে টারজনকে তেড়ে এল দাঁত বার করে।

টারজন তখন জাদ-বাল-জার পিঠে এমন জোরে আঘাত করল যে সে পড়ে গেল মাটিতে। সে আবার উঠে দাঁড়ালে টারজন বলল, শুয়ে পড়।

সিংহবাচ্চা জাদ-বাল-জা শুয়ে পড়লে টারজন তার পিঠের উপর হরিণের মৃতদেহটা তুলে দিল। তারপর হুকুম দিল, এগিয়ে চল।

সেদিন একটা সস্তা গোছের হোটেলে একজন সুসজ্জিতা যুবতী বসে

খাচ্ছিল। যুবতীটির পাশে ছিল ছ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা বলিষ্ঠ চেহারার দাড়ি-ওয়ালা এক যুবক। যুবকটির অদ্ভুত চেহারা আর দাড়িটার দিকে সবাই তাকাচ্ছিল।

দুজনে তখন উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বলছিল। যুবকটি বলল, আমি বুঝতে পারছি না আমার যে টাকাটা পাব তা এত জনের মধ্যে ভাগ করার কি প্রয়োজন? আমরা যা পাব সেটা ছয় ভাগে ভাগ করে আমরা দুজনেই সেটা নিতে পারি।

মেয়েটি বলল, আমাদের পরিকল্পনাটা সার্থক করে তুলতে যে টাকার দরকার সে টাকা তোমার বা আমার কারো নেই। ওদের টাকা আছে। আমার বুদ্ধি আর তোমার শক্তি আছে। তার সঙ্গে ওরা টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। দু বছর ওরা তোমাকে খোঁজার পর তোমাকে পেয়েছে। এখন তুমি যদি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো তাহলে ওরা তোমার গলা কাটবে।

যুবক বলল, আমি বলে দিচ্ছি ফ্লোরা, ও সব ভাগাভাগি না করে বেশীর ভাগ টাকা আমাদের রেখে দিতে হবে। তোমার সব তথ্য জানা আছে আর আমি সব ঝুঁকি নিচ্ছি। সুতরাং কেন শুধু শুধু ছয় ভাগের এক ভাগ নিতে যাব?

ফ্লোরা বলল, যদি আমার কথা শোন বা আমার উপদেশ নাও এস্তেবান তাহলে বলব, একের ছয় অংশ নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি জানি এ ব্যাপারে আমাদের ভূমিকাই বেশী। তবু ওদের সাহায্যও চাই। ওদের ছাড়াও এ কাজ হবে না।

যুবক এস্তেবানের ভাল লাগল না ফ্লোরার কথাটা। ফ্লোরাও এস্তেবানের ভাবগতিক কিছু বুঝতে পারল না। এস্তেবানের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়েছে মাত্র ছমাস আগে। ছমাস আগে লণ্ডনের এক সিনেমা হলে একটা ছবি দেখতে গিয়ে এস্তেবানকে আবিষ্কার করে ফ্লোরা। সে ছবিতে এক রোমক সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল এস্তেবান।

এস্তেবান একজন স্পেনদেশীয় যুবক। তাকে ভাল করে চেনে না ফ্লোরা। এস্তেবানের একরোখা স্বভাব দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল ফ্লোরা। সে দেখল সে যে সব গোপন তথ্য জানে সে সব তথ্য এখন এস্তেবানকে বিশ্বাস করে বলা ঠিক হবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল তারা। সহসা এস্তেবানের মনের ভাবটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে বলল, যতক্ষণ আমি তোমার কাছে থাকি ততক্ষণ আমি ঈশ্বরের কথা ভুলে যাই। আমি শুধু এমন একটা কিছু পাওয়ার কথা ভাবি যা তুমি আমাকে দিতে চাইছ না এবং যেটা আমি একদিন না একদিন তোমার কাছ থেকে লাভ করবই।

ফ্লোরা বলল, প্রেম আর কাজ-কারবার একসঙ্গে চলতে পারে না। আমাদের

কাজ সফল হওয়ার পর প্রেমের কথা বলব।

এস্তেবান বলল, আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস না। আমার মনে হয় যে চারজন লোক তোমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করে তারা সবাই তোমাকে ভালবাসে। কিন্তু যখন বুঝতে পারব তুমি ওদের মধ্যে কোন একজনকে ভালবাস তখনি আমি তাকে খুন করব। তুমি তাদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। আমি দেখেছি জন পীবল্‌স তোমার হাত টিপেছে। আমি আরও দেখেছি ক্র্যাস্কি নামের একটা লোক দেখতে খুব ভাল আর সুদর্শন চেহারার। সেই লোকটাকে তুমি প্রায়ই দেখ।

ফ্লোরা বলল, আমি কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি বা কাকে ভালবাসি সেটা তোমায় দেখতে হবে না। তা ছাড়া যাদের কথা বলছ তাদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় কয়েক বছরের, অথচ তোমার সঙ্গে আলাপ মাত্র কয়েক সপ্তার।

এস্তেবান রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমি এইটাই ভেবেছিলাম। তুমি নিশ্চয় তাদের কোন একজনকে ভালবাস। এখন আমাকে দেখতে হবে কে সে, কাকে তুমি ভালবাস।

এস্তেবানের চোখদুটো জ্বলছিল। ফ্লোরা বলল, শান্ত হও এস্তেবান, আমি কাকে ভালবাসি না বাসি তা নিয়ে তোমার এত রাগ করার কোন অর্থ হয় না। আমি যেমন তাদের কাউকে ভালবাসি একথা বলিনি তেমনি তোমাকে ভালবাসি না একথাও বলিনি। আসল কথা আমি একজন ইংরেজ মেয়ে, আর তুমি একজন স্পেনদেশীয় যুবক। স্পেনদেশীয় কায়দায় তোমার প্রেম-নিবেদন আমার মোটেই ভাল লাগে না।

এস্তেবান রাগে তখনো কাঁপছিল। বলল, কিন্তু তুমি তাদের ভালবাস না একথাও স্পষ্ট করে বলনি।

ফ্লোরা বলল, সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখন তাদের কাউকে বা তোমাকেও ভালবাসি না। তুমি যতদিন না তাদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে আসতে পারছ ততদিন তোমাকে ভালবাসার কথাই ওঠে না।

এস্তেবান বলল, তোমাকে এবিষয়ে কথা দিতেই হবে। কারণ তোমাকে না পেলে আমার সব ধনসম্পদ পাওয়া ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ফ্লোরা বলল, চুপ করো, ওরা এইদিকেই আসছে। তাদের আধঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে।

এস্তেবান ফ্লোরার কথামত একদিকে তাকাতেই দেখল চারজন লোক এসে হোটেলটায় ঢুকল। চারজন লোকের মধ্যে দুজন ছিল ইংরেজ মোটাসোটা চেহারার। দেখে মনে হচ্ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের। একজন ছিল জাতিতে জার্মানী, গোল থ্যাবড়া মুখ, বলিষ্ঠ চেহারা, ঘাড়টা ষাঁড়ের মত। তার নাম এ্যাডলফ ব্লুবার। আর একজন ছিল রুশ জাতির লোক, নাম কার্ল ক্র্যাস্কি। গ্রীক দেবতার মত বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু তার মুখচোখ দেখে মনে হত সে

যেন একটা পাজী দুর্বৃত্ত হবার জন্য বদ্ধপরিকর।

ফ্লোরা এই চারজন আগন্তুককে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু এস্তেবান টেবিলে বসে থাকতে থাকতে তাদের দেখে শুধু একটু ঘাড় নাড়ল।

চারজনের মধ্যে পীবলস নামে একজন চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে মদ আনতে বলল। প্রথমে তারা আবহাওয়া প্রভৃতি কয়েকটা বাজে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। এস্তেবান চুপ করে সর্বক্ষণ বসে রইল। একসময় তারা ফ্লোরার স্বাস্থ্যপান করে মদ খেল। তারপর কাজের কথায় এল। পীবলস বলল, কাজের কথায় আসা যাক এবার।

ফ্লোরা বলল, কত টাকা তোমাদের আছে? প্রচুর টাকা না হলে এ কাজ হবে না।

ব্লুবার বলল, কত টাকা আমাদের চাই ফ্লোরা?

ফ্লোরা বলল, ছ হাজার পাউণ্ডের কম নয়।

ব্লুবার বলল, ছ হাজার পাউণ্ড, সে ত অনেক টাকা!

ফ্লোরা বলল, আমি ত আগেই বলে দিয়েছি উপযুক্ত টাকা না হলে আমি এ কাজে হাত দেব না। টাকা না পেলে আমি তোমাদের মানচিত্র ও ধনাগারের পথটা বলে দেব না। তবে আমার কথামত এই টাকাটা খরচ করতে পারলে তোমরা জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হতে পারবে। তোমরা এই টাকাটা যোগাড় না করা পর্যন্ত আমি সে দেশে যাবার পথ বলে দেব না।

পীবলস বলল, টাকার যোগাড় হয়ে আছে, এবার আমাদের কাজ শুরু করো।

ফ্লোরা বলল, আমি টাকাটা প্রথমে দেখতে চাই।

ব্লুবার বলল, তুমি কি বলতে চাও, আমি সব সময় টাকাটা পকেটে নিয়ে ঘুরব?

পীবলস বলল, আমার কথাটাকে বিশ্বাস করতে পার না?

ফ্লোরা বলল, আমি একমাত্র কার্লের কথা বিশ্বাস করতে পারি। সে যদি কথা দেয়, আমাদের অভিযানের সব খরচ সে বহন করতে পারবে তাহলে আমি তার কথা বিশ্বাস করব।

কথাটা শুনে রাগ হলো এস্তেবানের।

এ কথায় পীবলস, থ্রুক, এস্তেবান আর মিরান্দা রাগে ভ্রূ কুঞ্চিত করল। ব্লুবার নির্বিকার হয়ে বসে রইল। একমাত্র কার্ল আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল, ব্লুবারের কাছে আমরা সব টাকা রেখেছি। যার যা দেবার তা আমরা সব দিয়েছি।

এই বলে তার পকেট থেকে একটা মানচিত্র বার করল কার্ল। তার ভাঁজ খুলে X চিহ্নওয়ালা একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, এইখানে আমরা মিলিত হব। ব্লুবার আর মিরান্দা যাবে প্রথমে। তারপর যাবে পীবলস আর ক্র্যাম্প্কি।

অবশেষে তুমি আর আমি সেখানে পৌঁছে গেলে একসঙ্গে আমরা যাত্রা শুরু করব। কিছুটা ভিতরে যাওয়ার পর পথের ধারে একটা স্থায়ী শিবির স্থাপন করব। এরপর মিরান্দা যা করার করবে।

মিরান্দা বলল, তাহলে কি বুঝব তুমি আর মিস ফ্লোরা হকস্ দুজনে ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটাতে যাবে?

কার্ল বলল, হ্যাঁ, তাই।

এস্তেবান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপারে বসে থাকা কার্লের দিকে ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে গেল। ফ্লোরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার কোটের কোণটা চেপে ধরল। তাকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, তোমাদের এরই মধ্যে অনেক কিছু হয়েছে। এরপর আরো যদি কিছু হয় তাহলে তোমাদের সকলের গলা কেটে পালিয়ে গিয়ে অন্য দল ধরব আমি।

পীবলস উদ্ধতভাবে বলল, ঠিক আছে কেটে ফেল, যা হয় হবে।

থ্রুক পীবলসকে সমর্থন করে বলল, ঠিক বলেছে।

ক্লুবার বলল, এস, করমর্দন করি, আমরা সবাই বন্ধু।

পীবলস বলল, ঠিক কথা বলেছ। সবকিছু ভুলে যাও। এস্তেবান, হাত দাও। নিজেদের মধ্যে শত্রুতা থাকলে কোন কাজ হবে না।

করমর্দনের জন্য কার্ল হাতটা বাড়াতেই এস্তেবানের মুখের ভাবটা পাল্টে গেল মুহূর্তে। বলল, ক্ষমা করো আমায়। আমার মেজাজটা এমনিতেই গরম। কিন্তু মনে কিছু নেই। ফ্লোরা ঠিকই বলেছে, আমরা সবাই বন্ধু।

কার্ল বলল, তোমাকে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে তার জন্য ক্ষমা চাইছি আমি।

কিন্তু কার্ল জানত না এস্তেবান একজন সুদক্ষ অভিনেতার মত একথা বলছে। তার অন্ধকারময় অন্তরের গভীরে সে যদি তাকাতে পারত তাহলে সে কেঁপে উঠত।

ক্লুবার বলল, এখন যখন আমরা সবাই বন্ধু তখন মিস ফ্লোরা ম্যাপটা আর পথের নির্দেশ দিলেই আমরা এখনি কাজ শুরু করতে পারি।

ফ্লোরা তখন একটা পেন্সিল নিয়ে ম্যাপের উপর X চিহ্নিত জায়গাটা থেকে কিছুদূরে একটা ছোট্ট বৃত্ত এঁকে বলল, এই জায়গাটায় পৌঁছানোর আগে পথের শেষ নির্দেশ পাবে না।

ক্লুবার বলল, কি বলল মিস ফ্লোরা, আমরা কি শুধু এই জায়গাটায় যাওয়ার জন্য এত টাকা খরচ করব? আগে থেকে ভাল করে না দেখে বা না জেনে শুনে একটা কপর্দকও খরচ করব না।

পীবলস বলল, হ্যাঁ, এই হলো আমাদের শেষ কথা।

ফ্লোরা উঠে পড়ল। বলল, এটাই যদি তোমাদের শেষ কথা হয় তাহলে এখানেই আমাদের সম্পর্কের সব কিছু শেষ হয়ে গেল।

রুবার বলল, থাম থাম মিস ফ্লোরা, উত্তেজিত হয়ো না। আমাদের দিকটাও ভেবে দেখ একবার। ছ হাজার পাউণ্ড কম টাকা নয়। আমরা হচ্ছি ব্যবসায়ী মানুষ। শুধু শুধু ত আমরা এত টাকা খরচ করতে পারি না।

ফ্লোরা বলল, আমি কি বলছি এত টাকার বিনিময়ে কিছুই তোমরা পাবে না? তবে আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে তোমাদের। আমি যদি তোমাদের সব খবর আগেই দিয়ে দিই তাহলে তোমরা আমাকে ফেলে দিয়ে সেখানে চলে যাবে। আমি ফাঁকে পড়ে যাব। আমি তা কিছুতেই হতে দেব না।

রুবার বলল, আমরা নির্বোধ নই মিস ফ্লোরা। তোমাকে প্রতারিত করার কথা আমরা কখনো ভাবতেই পারি না।

ফ্লোরা বলল, তোমরা যেমন প্রতারক নও, তেমনি দেবদূতও নও। এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাকে বিশ্বাস করে এসেছ। আমি যদি তোমাদের শেষকালে ধনরত্নের সন্ধান না দিই তাহলে কেন তোমাদের অতদূর বনে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাব? আমার তরফ থেকে বলতে পারি যতক্ষণ এস্তেবান আর কার্ল আমার দেখাশোনা করবে ততক্ষণ আমি নিরাপদ মনে করি নিজেকে।

রুবার এবার আর সকলের মতামত চাইল।

থ্রুক বলল, এখন ফ্লোরাকে বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই।

পীবলস তার গলার উপর একটা আঙ্গুল দিয়ে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল, শোন ফ্লোরা, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে কারচুপি করো তাহলে—

ফ্লোরা হাসিমুখে বলল, বুঝেছি জন। তোমরা ছ হাজার পাউণ্ড কেন, ছ পাউণ্ডের জন্যও গলা কাটতে পার। যাই হোক, তোমরা তাহলে আমার পরিকল্পনামত চলতে রাজী আছ? কার্ল, তুমিও রাজী আছ ত?

কার্ল ঘাড় নেড়ে বলল, সবার যা মত আমারও তাই মত।

এরপর তারা ফ্লোরার পরিকল্পনাটার সব খুঁটিনাটিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে লাগল।

তৃতীয় অধ্যায়

জাদ-বাল-জার বয়স মাত্র দুই হলেও তখনই সাধারণ সিংহশাবকের থেকে আকারে অনেক বিরাট হয়ে উঠল সে। তার বুদ্ধিও সাধারণ সিংহের থেকে

অনেক বেশী হয়ে উঠল। তাকে দেখে একই সঙ্গে গর্ব আর আনন্দবোধ করত টারজন। সে তাকে নিজের হাতে সব কিছু শেখাতে থাকে।

এক বছর পর্যন্ত জাদ-বাল-জা টারজনের বাংলো বাড়িতে ছাড়া অবস্থায় সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। টারজনের বিছানার নিচে এক জায়গায় শুত। কিন্তু তার বয়স এক বছর পূর্ণ হতেই একটা বড় খাঁচার ভিতরে তাকে রাখার ব্যবস্থা করল টারজন। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে শিকার করতে যেত সে জঙ্গলে।

জেন আর কোরাককে ভালবাসলেও জাদ-বাল-জা সবচেয়ে ভালবাসত টারজনকে। টারজনের ভাষা সে বুঝত। টারজনের সঙ্গে সে শিকার করে গিয়ে হরিণ অথবা জেব্রা শিকার করে এনে টারজনের পায়ের উপর নামিয়ে রাখত। তার আগে সে শিকারের রক্তপান করার কোন চেষ্টা করত না।

এমন সময় টারজন খবর পেল তার জমিদারীর পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে একদল লুণ্ঠনকারী অনেক আদিবাসী অধ্যুষিত গাঁ আক্রমণ করে হাতির দাঁত লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং আদিবাসীদের উপর পীড়ন চালাচ্ছে। শেখ আমুর বেন খাতুরের পর থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি।

কথাটা শুনে টারজন রেগে গেলেও একমাস কেটে গেল এবং এর মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার কথা শোনেনি।

এদিকে জার্মান আক্রমণের ফলে টারজনের অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়। বাংলো মেরামত আর ওয়াজিরি বস্তীর উন্নয়নের জন্য অনেক টাকা খরচ হয়। অনেক ফসল ও মজুত শস্য নষ্ট হয়। তাই বাংলোতে ফিরে আসার পর থেকে অর্থাভাব দেখা দেয় টারজনের সংসারে।

একদিন রাত্রিতে টারজন জেনকে বলল, আমার মনে হচ্ছে আবার আমাকে একবার ওপার নগরীতে যেতে হবে।

জেন বলল, আমার কিন্তু ভয় লাগছে। তুমি দুবার গিয়ে কোনরকমে ফিরে এসেছ। তৃতীয়বার গেলে কোন বিপদ ঘটতে পারে। এমন কিছু অভাব হয়নি আমাদের। আমাদের এখনো যা আছে তাতে আমাদের খাওয়া পরার কোন অভাব হবে না।

টারজন বলল, এর আগের বারে ওয়ারপার আমার পিছু নিয়েছিল। তাছাড়া ভূমিকম্পের ফলে আটকে পড়ি আমি। এবার এ ধরনের কোন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

জেন বলল, তাহলে কোরাক বা জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

টারজন বলল, না, ওরা থাক। কোরাক বাংলোর নিরাপত্তা রক্ষা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে বিপদ ঘটতে পারে। জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে করে সে শিকার করে নিয়ে আসবে। তাছাড়া আমি বেশীর ভাগ পথ দিনের বেলায় হাঁটব। কিন্তু সিংহটা রোদে গরমে মোটেই হাঁটতে পারে না। আমার সঙ্গে যাবে পঞ্চাশজন ওয়াজিরি যোদ্ধার একটা দল।

কিছুদিনের মধ্যে বাংলো থেকে ওপার নগরীর পথে রওনা হয়ে পড়ল টারজন। বাংলোর বারান্দা থেকে জেন আর কোরাক তাকে বিদায় জানাল। সোনালী সিংহ জাদ-বাল-জা তার খাঁচা থেকে ক্ষোভে গর্জন করতে লাগল তার প্রভুর জন্য।

টারজনের বাংলো থেকে ওপার নগরী পঁচিশ দিনের পথ। টারজন একা হলে সে গাছে গাছে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারত। কিন্তু ওয়াজিরি যোদ্ধারা বেশী দ্রুত পথ চলতে না পারায় দেরী হচ্ছিল টারজনের। প্রতিদিন রাত্রি হলেই পথের ধারে লতাপাতা ডালপালা দিয়ে একটা করে শিবির তৈরী করত।

একদিন টারজন শরাহত এক হরিণকে দেখে ছুটে গেল তার দিকে। দেখল একটা হরিণের পাঁজরে একটা তীর বিঁধে রয়েছে। টারজন তীরটা হরিণের গা থেকে তুলে দেখল এ তীর কোন আদিবাসীর নয়, কোন পাশ্চাত্য দেশীয় শিকারীর। কিন্তু টারজন বুঝতে পারল না, এই গভীর অরণ্য অঞ্চলে বিদেশী শিকারী এল কি করে। সে বুঝতে পারল না টারজনের জঙ্গলে এসে তার নিষেধ অমান্য করে শিকার করার এতখানি সাহস হলো কার।

এমন সময় মরা হরিণটার পাশে একটা পায়ের ছাপ দেখতে পেল টারজন। দেখল ছাপটা ঠিক তার পায়ের মত। সেটা পরীক্ষা করে শুঁকে দেখল ছাপটা কোন শ্বেতাঙ্গের পায়ের।

ওয়াজিরিরা তখন শিবিরে তার জন্য অপেক্ষা করছে ভেবে মরা হরিণটা কাঁধে করে শিবিরে ফিরে গেল টারজন। পরদিন সকালে আবার রওনা হলো ওরা ওপারের পথে। টারজন ওয়াজিরিদের এগিয়ে যেতে বলে অদৃশ্য শিকারীর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে তার খোঁজ করতে লাগল।

পথে একদল বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে দেখা হলো। তারা টারজনকে বলল, গতকাল তুমি আমাদের গোরিলাযুবক গোবুকে বধ করেছ। তুমি চলে যাও, তা না হলে আমরা তোমাকে হত্যা করব।

টারজন বলল, আমি তোমাদের গোবুকে হত্যা করিনি।

সে বুঝল যার প্রায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে সেই শ্বেতাঙ্গই হয়ত গোবুকে বধ করেছে। তাই ওরা ভুল করে শ্বেতাঙ্গ টারজনকে গোবুর হত্যাকারী ভাবছে।

ওপার নগরীর কথা আর তার মূল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে সেই হত্যাকারী শ্বেতাঙ্গের খোঁজ করে যেতে লাগল। এইভাবে ওপার নগরীর উপত্যকার এধারে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে হাজির হলো টারজন। সেখানে গিয়ে কতকগুলো পায়ের ছাপ দেখতে পেল।

টারজন পরীক্ষা করে দেখল সে ছাপগুলো কতকগুলো কৃষ্ণকায় নিগ্রো আর কতকগুলো শ্বেতাঙ্গের। তাদের মধ্যে একজন নারীও আছে। দলটাকে ধরার

জন্য এগিয়ে যেতে লাগল টারজন।

ক্রমে বাতাসে মানুষের গন্ধ প্রকট হয়ে উঠল। পায়ের ছাপ দেখা না গেলেও বাতাসে গন্ধসূত্র ধরে এগোতে লাগল টারজন। কিছুদূর গিয়ে একটা শিবির দেখতে পেল সে।

চতুর্থ অধ্যায়

টারজন বাংলো থেকে চলে গেলে কোরাকরা নির্বিঘ্নেই দিন কাটাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাদের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারি জার্ভিসকে নিয়ে বনে শিকার করতে যেত কোরাক। সোনালী সিংহ জাদ-বাল-জাকেও সঙ্গে নিত। এক একদিন জেনও তাদের সঙ্গে যেত।

এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে যাবার পর একদিন নাইরোবি থেকে এক পিওন একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এল। তাতে দেখা গেল লণ্ডনে জেনের বাবার দারুণ অসুখ; জেনকে সেখানে যেতে হবে। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। অবশেষে ঠিক হলো জেন সেইদিনই রওনা হবে লণ্ডনের পথে। কোরাক তাকে নাইরোবিতে দিয়ে আসবে। সেখান থেকে সে লণ্ডনগামী জাহাজে চাপবে।

কোরাক আর জেন দুজনেই যখন বাড়িতে ছিল না তখন একদিন বাড়ির এক নিগ্রোভৃত্য জাদ-বাল-জার খাঁচা পরিষ্কার করার সময় অসাবধানতাবশতঃ খাঁচার দরজাটা খোলা রেখেছিল। এই অবসরে জাদ-বাল-জা বনে পালিয়ে যায়।

নিগ্রোভৃত্যটার নাম ছিল কীবাজি। নিগ্রোভৃত্যদের সর্দার মুভিরো তাকে বলল, তোমার অসাবধানতার জন্য জাদ-বাল-জা পালিয়ে গেল। এর জন্য মালিক আমাদের সকলের উপর রেগে যাবে। এখন থেকে তোমাকে দূর পশুচারণ ক্ষেত্রে গিয়ে ভেড়ার পাল চরাতে হবে। সেখানে সঙ্গী হিসাবে অনেক সিংহ পাবে। আমাদের বড় মালিক যদি অন্য সব শ্বেতাঙ্গ মালিকদের মত হত তাহলে তোমাকে চাবুক মারতে মারতে মেরে ফেলত।

কীবাজি বলল, আমি একজন যোদ্ধা, আমি দোষ করেছি, বড় মালিক যা শাস্তি দেবে আমি তা মাথা পেতে নেবে।

এদিকে সেই রাত্রিতে অচেনা বিদেশীদের খোঁজে এগিয়ে যেতে যেতে একটা

অস্থায়ী শিবিরের সামনে এসে পড়ল টারজন। শিবিরের সামনে একটা গাছের উপর উঠে পাতার আড়াল থেকে শিবিরের লোকজনদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। দেখল শিবিরে মোট চারজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আছে আর একটি ঘরে একজন মহিলা আছে বলে মনে হলো। শ্বেতাঙ্গ চারজনের মধ্যে দুজন ইংরেজ, একজন জার্মান, একজন রুশদেশীয়।

টারজন দেখল শিবিরের কাছে একটা সিংহের গর্জন শুনে ব্লুবার নামে জার্মান লোকটা উল্টে পড়ে গেল।

এমন সময় টারজন গাছ থেকে নেমে শিবিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শিবিরের সামনে যে আগুন জ্বলছিল তার আভায় টারজনের গোটা দৈত্যাকার চেহারাটা প্রকট হয়ে উঠল সকলের কাছে। একটা তাঁবুর ঘরের মধ্যে ফ্লোরা কার্লের সঙ্গে কথা বলছিল। সে ঘরের ভিতর থেকে টারজনকে দেখেই চিনতে পারল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে গেল ফ্লোরা কারণ সে টারজনের লণ্ডনের বাড়িতে বেশ কিছুদিন কাজ করেছে এর আগে। তার কাছ থেকে ভাল ব্যবহারও পেয়েছে। টারজন আর জেনের মধ্যে ওপার নগরীর ধনরত্ন নিয়ে যে সব কথাবার্তা হত তা শুনেই উচ্চাভিলাষ জাগে তার মনে। সে তখন একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ওপার নগরীতে গিয়ে সেই ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করে। কিন্তু টারজন সেকথা জানতে পারলে সে তাদের এ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবে। এই ভেবে সে টারজনকে এড়িয়ে চলতে লাগল যথাসম্ভব।

ফ্লোরা কার্লকে বলল, আমাদের পথে এখন একমাত্র বাধা হলো এই টারজন। ও যেন আমাদের আসল উদ্দেশ্যের কথা কখনই জানতে না পারে। আমিও ওকে দেখা দেব না। ওকে এখন হত্যা করাও যাবে না। কারণ ওর বিশ্বস্ত ওয়াজিরি আদিবাসীরা তাহলে আমাদের মেরে ফেলবে। তার থেকে এক কাপ কফির সঙ্গে কিছু বিষ মিশিয়ে ওকে অচেতন করে ফেলে রেখে আমাদের পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। এছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। আমি জানি টারজন কফি খেতে খুব ভালবাসে।

টারজন শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রশ্ন করল, কে তোমরা? আমার বিনা অনুমতিতে আমার বনরাজ্যে প্রবেশ করে কি করছ? আমি হচ্ছি এ বনের রাজা টারজন।

এস্তেবানের চেহারাটা অনেকটা টারজনের মত দেখতে। সে তখন বাইরে কোথায় গিয়েছিল। তাই ওরা হঠাৎ টারজনকে দেখে ভাবল এস্তেবান টারজন সেজে এসে ভয় দেখাচ্ছে তাদের। ফ্লোরার কথায় ভিতর থেকে কার্ল এসে সরাসরি টারজনের কথার উত্তরে বলল, আসুন আসুন, আমরা সত্যিই ভাগ্যবান যে আপনার দর্শন পেলাম এবং নিজে থেকে এসে দেখা দিলেন আপনি। আপনার নাম আমরা শুনেছি, কিন্তু দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

আমরা পথ হারিয়ে কষ্ট পাচ্ছি এখানে। আপনি যদি পথটা আমাদের দেখিয়ে দেন ত ভাল হয়। এখন একটু দয়া করে বসুন, এক কাপ কফি খান।

ফ্লোরা ঠিকই কার্লকে বলেছিল কফির প্রতি একটা দুর্বলতা আছে টারজনের। কার্ল কফি খাবার জন্য টারজনকে অনুরোধ করতেই সে রাজী হয়ে গেল। ভাবল সে যদি এই সব শ্বেতাঙ্গ বিদেশীদের সঙ্গে বসে এক কাপ কফি খায় তাহলে তাতে এমন ক্ষতির কিছু থাকতে পারে না। এদিকে কফি তৈরী করার সময় টারজনের কফির কাপে একটা বোতল থেকে কি একটা ওষুধ ঢেলে দিল কার্ল টারজন তার কিছুই জানতে পারল না।

কার্ল যখন কফির কাপটা টারজনের হাতে তুলে দিল তখন ফ্লোরার খুব ভয় করছিল। টারজনের মনে যদি কোনরকম সন্দেহ জাগে এবং তাদের কুমতলব ধরা পড়ে যায় তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে তা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে।

কিন্তু ফ্লোরা যা ভেবেছিল তা হলো না। টারজন বিনা সন্দেহেই কাপে চুমুক দিতে দিতে সব কফিটুকু নিঃশেষে পান করে ফেলল।

পঞ্চম অধ্যায়

টারজন যখন শিবিরে কফি খাচ্ছিল তখন ওপার নগরীর বাইরেকার পাঁচিলের সবচেয়ে উঁচু জায়গাটার উপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল একটা লোক। লোকটা বেঁটে এবং বিকৃত ধরনের। তার মাথায় জটা আর মুখে দাড়ি ছিল। গায়ে ছিল বাঁদরের মত লোম। তার চোখদুটো ছিল ছোট ছোট, দাঁতগুলো বড় বড় আর পা দুখানা বাঁকা বাঁকা।

এই পাহারাদার লোকটা হঠাৎ দেখতে পেল দূরে ওপারের উপত্যকার ওপ্রান্তে একদল লোক ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে তাদের ওপার নগরীর দিকে। লোকগুলোর সংখ্যা হবে চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে। লোকটা দেখল আগন্তুকদলটা এখনো অনেক দূরে আছে। তবু সে কর্তৃপক্ষকে খবর দেবার জন্য পাঁচিল থেকে নেমে মন্দিরে চলে গেল।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কাদিজ তখন মন্দিরের পাশে একটা পুরনো গাছের তলায় বসেছিল। তার সঙ্গে ছিল বারোজন তার অধীনস্থ পুরোহিত।

পাহারাদার সোজা কাদিজের সামনে গিয়ে বলল, শোন কাদিজ, অচেনা একদল বিদেশী ওপার নগরীর দিকে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসছে। টার্মাঙ্গানী টারজনের পর ওপারে আর কোন বিদেশী আসেনি। ওরা সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশজন হবে। ওরা এখন অনেকটা দূরে থাকায় ঠিক বুঝতে পারছি না ওরা কারা এবং সংখ্যায় ঠিক কতজন আছে।

কাদিজ বলল, টারজন আমাদের এর আগে বলেছিল বর্ষার আগে সে এখানে আসবে, কিন্তু আসেনি। লা প্রায়ই বলে স নাকি মারা গেছে। তুমি এখন যা দেখেছ তার কথা আর কাউকে কি বলেছ?

পাহারাদার বলল, না।

কাদিজ বলল, ঠিক আছে। চল আমরা ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিগে। এখন কেউ কাউকে কোন কথা বলবে না।

এই বলে কাদিজ তার দলের পুরোহিতদের নিয়ে মন্দিরসংলগ্ন বাগান থেকে নগরপ্রাচীরের দিকে চলে গেল পাঁচিলের উপর থেকে দেখল সত্যিই একদল লোক এগিয়ে আসছে। দলটা তখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে এবং তাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

কাদিজ যখন তার দলের লোকদের নগরপ্রাচীরের উপর ধীর গতিতে আসা বিদেশীদের দেখছিল তখন একটা ছোট বাঁদর একটা বড় গাছের পাতার আড়ালে বসে তা লক্ষ্য করছিল। কি মনে হতে বাঁদরটা একসময় ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে পাঁচিলের ধারে ওদের কাছাকাছি একটা পাথরের পাশে লুকিয়ে রইল ওদের কথা শোনার জন্য।

তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। বিদেশী আগন্তুকদের দলটা অনেক কাছে এসে পড়ায় পুরোহিতরা পাঁচিলের উপর থেকে আগন্তুকদের কাউকে চিনতে পারে কি না তার চেষ্টা করতে লাগল।

একজন পুরোহিত প্রধান পুরোহিতকে বলল, হ্যা, সে-ই কাদিজ। সেই টার্মাঙ্গানী যে নিজেকে টারজন বলে পরিচয় দেয়। দলের বাকি সবাই কৃষ্ণকায় নিগ্রো। নিগ্রোগুলো সব ক্লান্ত এবং ভীত। কিন্তু টারজন একটা বর্শা উঁচিয়ে ওদের সাহস দিচ্ছে। ওদের জোর করে নিয়ে আসছে।

কাদিজ বলল, তুমি ঠিক বলছ? টারজন আসছে?

অন্য একজন পুরোহিত বলল, হ্যা, টারজনই বটে।

তখন কাদিজ নিজের চোখে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। তার বয়স হওয়ায় তার চোখের দৃষ্টির তত জোর ছিল না। তাই টারজনকে চিনতে একটু দেরী হলো। টারজনকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কাদিজ চীৎকার করে উঠল, ওকে ঢুকতে দিও না। ওকে ঢুকতে দিও না। যাও, এখনি একশোজন যোদ্ধা নিয়ে এস। ওদের সবাইকে মেরে ফেলব নগরপ্রাচীরে ঢোকার আগেই।

একজন পুরোহিত বলল, কিন্তু কাদিজ, প্রধানা পুরোহিত লা ত টারজনকে আসতে বলেছিল। কারণ টারজন তাকে হাতির কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। ও তাই টারজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল।

কাদিজ তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো। ওদের ওপারে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওদের আমি হত্যা করব। যে আমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে বা আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবার কথা বলবে তাকে আমি নিজের হাতে খুন করব।

বাঁদরটা কাদিজের এই সব কথাগুলো শুনে সে কাদিজদের সামনে দিয়ে ছুটে টারজনদের কাছে চলে গেল। ওপার নগরীতে অনেক ছোট ছোট বাঁদর আছে বলে ছোট বাঁদরটাকে দেখতে পেয়েও তাকে কোন গুরুত্ব দিল না কাদিজ। বাঁদরটা পাঁচিলের উপর দিয়ে সেই জায়গাটায় চলে গেল যার নিচে বসে টারজন ও তাদের দলের লোকেরা বিশ্রাম করছিল।

বাঁদরটা উপর থেকে বলল, শোন টারজন, আমি মনু, তোমার বন্ধু কথা বলছি। আমি তোমাকে চিনি। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ওপারে ঢুকো না। প্রধান পুরোহিত বলল, তারা তোমাদের হত্যা করবে।

কিন্তু বাঁদরটার এই সব সতর্কবাণী শুনেও কেউ সতর্ক বা সচকিত হলো না। বাঁদরটা ভাবল নিগ্রোরা হয়ত তার কথা বুঝতে না পারায় কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না, কিন্তু টারজন ত তার ভাষা বোঝে। তবে কেন সে তার কথার কোন উত্তর বা কান দিল না তা বুঝতে পারল না। দেখল টারজন প্রায় পঞ্চাশজন নিগ্রোযোদ্ধার সঙ্গে বসে আছে। মনু আরো দেখল আজ টারজনের মেজাজটা ভাল নেই। সে রেগে আছে এবং প্রায়ই সে তার নিগ্রো সহচরদের কড়া ভাষায় বকাবকি করছে।

দেখে শুনে কিছু করতে না পেরে পাঁচিলের এধারে নগরীর সীমানার মধ্যে একটা গাছের উপর এসে উঠল মনু। সহসা সে দেখল ওপারের মন্দির হতে কাদিজদের নেতৃত্বে একশোজন যোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র হাতে পাঁচিল পার হয়ে টারজনকে ধরতে যাচ্ছে। কাদিজ টারজনকে হত্যা করতে চায় একথা তার মুখ থেকে আগেই শুনেছে মনু আর একথাও সে পুরোহিতদের মুখ থেকে শুনেছে যে প্রধানা পুরোহিত লা টারজনের বন্ধু এবং সে তাকে এখানে আসতে বলেছিল।

মনু এবার ছুটে মন্দিরের দিকে চলে গেল। দেখল মন্দিরসংলগ্ন এক বাগানের মধ্যে একটা সরোবরে লা কয়েকজন সহচরীর সঙ্গে স্নান করছে। পুকুরের ধারঘেঁষা বাগানের একটি গাছের উপর থেকে মনু বলল, শোন লা, কাদিজরা টারজনকে হত্যা করতে গেছে।

মনুর কথায় সচকিত হয়ে উঠল লা। সে বলল, কি বলছ মনু? টারজন ত বহুদিন এখানে আসেনি।

মনু বলল, গতকাল রাতে টারজন একদল কৃষ্ণকায় সহচর নিয়ে নগর-

প্রাচীরের বাইরে এসে উপস্থিত হয়। কিছু দূরে উপত্যকার উপর একটা জায়গায় অস্থায়ী একটা শিবির গড়ে তুলে রাত্রি কাটায় তারা। আজ ভোর হতেই কাদিজ প্রায় একশো যোদ্ধা নিয়ে টারজনের সন্ধানে বেরিয়ে যায়।

টারজন লাকে কথা দিয়েছিল বর্ষার আগেই সে ওপারে এসে লা-এর খবর নেবে। কিন্তু টারজন আর আসেনি। এদিকে মন্দিরের প্রথা ও বিধি অনুসারে প্রধানা পুরোহিত লা-এর বিয়ের দিনের নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যেতে থাকে। ফলে সে চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে প্রথা অনুসারে প্রধান পুরোহিত কাদিজকেই বিয়ে করে। কিন্তু দায়ে পড়ে বিয়ে করলেও কাদিজকে ভালবাসতে পারেনি লা কোনদিন আর টারজনের স্মৃতিটাও মুছে ফেলতে পারেনি মন থেকে।

মনুর কথা শুনে এক মুহূর্তে সব ব্যাপারটা বুঝতে পারল লা। মনু ঠিকই বলেছে, প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কাদিজ টারজনকে খুন করতে যেতে পারে, কারণ সে জানে লা টারজনকে মনেপ্রাণে ভালবাসে। সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে পড়ে পোশাক পরে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল লা।

এদিকে পাঁচিল পার হয়ে নগরসীমানার বাইরে টারজনের বা তার দলের কোন চিহ্ন দেখতে পেল না কাদিজ। তখন সকাল হয়ে গেছে। সে ক্রমাগত উপত্যকার উপর দিয়ে টারজনের সন্ধানে হেঁটে যেতে লাগল। এই ভাবে অনেকটা দূর যাওয়ার পর ডালপালার এক পরিত্যক্ত শিবির দেখতে পেল কাদিজ।

শিবিরটা পরিত্যক্ত হলেও ভিতরটায় ঢুকে খোঁজ করতে লাগল কাদিজ। একসময় তার একজন যোদ্ধা টারজনের অচেতন দেহটাকে পড়ে থাকতে দেখে চীৎকার করে উঠল। কাদিজ ছুটে গিয়ে দেখল সত্যিই টারজন মড়ার মত পড়ে আছে।

পুরোহিত টারজনের বুকের উপর কান পেতে দেখে বলল, না মরেনি, বেঁচে আছে।

কাদিজ তখন বলে উঠল, বেঁধে ফেল। ওর হাত পা বেঁধে ফেল। যে ব্যক্তি একদিন বেদী থেকে পালিয়ে এসে সূর্যদেবতার বেদীকে কলুষিত করেছে আজ তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সূর্যদেবতাই তাকে তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে। ওকে টেনে রোদের আলোয় নিয়ে এস। সূর্যদেবতা চোখ মেলে তাকিয়ে ওকে দেখুন।

এই বলে সে তার কোমর থেকে ছুরিটা খুলে সূর্যের দিকে মুখ তুলে টারজনকে বলি দেবার জন্য উদ্যত হলো।

পুরোহিতদের মধ্যে একজন কাদিজের এই কাজের প্রতিবাদ করে বলল, কাদিজ, তুমি বলি দেবার কে? এ কাজ হলো প্রধানা পুরোহিত লা-এর। আমাদের রাণী লা-ই একমাত্র সূর্যদেবতার কাছে কাউকে বলি দিতে পারে।

কাদিজ তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো মূর্খ। আমি হচ্ছি প্রধানা পুরোহিত লা-এর স্বামী। আমার কথাই হলো আইন। যদি বাঁচতে চাও

ত আমার উপর কোন কথা বলবে না।

ডুথ রেগে গিয়ে বলল, তুমি যদি লা এবং সূর্যদেবতাকে রুষ্ট করে তোল তাহলে তোমাকেও অন্যদের মত শাস্তি পেতে হবে।

কাদিজ বলল, সূর্যদেবতা আমাকে বলেছে মন্দির অপবিত্র করার অপরাধে একে বলি দিতে হবে আমাকে।

এই বলে সে টারজনের পাশে নতজানু হয়ে বসে তার বুকটা লক্ষ্য করে ছুরিটা ধরল। টারজন তখনো অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল। সে চোখ মেলে তাকায়নি। কাদিজ এবার সব পুরোহিতদের বলল, তোমরা সবাই চলে যাও এখান থেকে।

যেসব পুরোহিত কাদিজের বিপক্ষে ছিল এবং মনে মনে ডুথকে সমর্থন করছিল তারাও কাদিজের কড়া হুকুম শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবাই চলে গেল একে একে।

এমন সময় একটা বড় মেঘ এসে আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্যটাকে ঢেকে দিল। কাদিজের মনে হঠাৎ সন্দেহ দেখা দিল। তবে কি সূর্যদেবতা তার এই কাজ সমর্থন করছেন না? তাই ভয় পেয়ে ছুরিটা টারজনের বুকে বসাতে গিয়েও বসাল না। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেঘটা না কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। ভাবল আবার সূর্য দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলির কাজটা সেরে ফেলবে।

কাদিজ যখন দেখল মেঘটা কেটে আসছে এবং মেঘের প্রান্ত থেকে সূর্য এখনি বেরিয়ে আসবে তখনি সে আবার বসে ছুরিটা উপরে তুলে ধরল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে নারীকণ্ঠে কে তার নাম ধরে ডাকল, কাদিজ।

মুখ ঘুরিয়ে কাদিজ দেখল, ওপারের প্রধানা পুরোহিত লা তার পিছনে দাঁড়িয়ে আর তার পিছনে ডুথ আর বারো তেরোজন পুরোহিত তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লা বলল, এর মানে কি কাদিজ?

কাদিজ বলল, সূর্যদেবতা এই নাস্তিক অধর্মাচারীর জীবন নিতে চাইছে।

লা ক্রুদ্ধভাবে বলল, মিথ্যা কথা! সূর্যদেবতার কিছু বলার থাকলে তা তাঁর প্রধানা পুরোহিতের মাধ্যমেই বলবেন। তুমি বার বার আমার পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করো। মনে রাখবে অতীতে এই ধরনের ঔদ্ধত্যের জন্য অনেক প্রধান পুরোহিতকে মন্দিরের বেদীতে বলি দেওয়া হয়েছে।

কাদিজ এবার নীরবে খাপের মধ্যে ছুরিটা ঢুকিয়ে রেখে ডুথের দিকে একবার ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। সে বুঝল ডুথই ছুটে গিয়ে লাকে খবর দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু লা এবার মুস্কিলে পড়ল। সে তার পদাধিকারবলে কাদিজের হাত

থেকে বাঁচাল টারজনকে। কিন্তু অন্য সব পুরোহিতদের ইচ্ছা সে নিজের হাতে টারজনকে বলি দেয়। এর আগে সে টারজনকে বেদী থেকে দু-দুবার ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন সে কি করবে, টারজনকে নিজের হাতে বলি দিয়ে পুরোহিতদের সন্তুষ্ট করে তার পদমর্যাদা রক্ষা করবে অথবা তাকে এবারেও ছেড়ে দেবে তা বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু আবার ভাবল এবার টারজনকে ছেড়ে দিলে শুধু কাদিজ নয়, মন্দিরের সব পুরোহিত ও পুজারিণীরা ক্ষেপে যাবে তার উপর। সেক্ষেত্রে তার পদ আর জীবন দুই-ই রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠবে তার পক্ষে।

অথচ টারজনকে সে কিছুতেই বলি দিতে পারবে না নিজের হাতে। টারজনকে সে আজও ভালবাসে। টারজনই তার জীবনে প্রথম পুরুষ যাকে সে ভালবেসেছে। তার আগে ভালবাসা কি বস্তু তা জানত না সে। তার উপর এই টারজনই তাকে দু-দুবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে। ভালবাসার সঙ্গে এক নিবিড় কৃতজ্ঞতাবোধ যুক্ত হয়ে প্রবল করে তুলল তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে। কিন্তু টারজন কেন অচেতন হয়ে পড়ে আছে, কেন সে একবারও চোখ মেলে তাকাচ্ছে না তা বুঝতে পারল না সে। অথচ সে খোঁজ নিয়ে জানল কাদিজ কোনভাবে আঘাত করেনি টারজনকে। কাদিজের সঙ্গে যারা বরাবর ছিল এবং টারজনকে প্রথম দেখতে পায় তারা সবাই বলল, টারজন প্রথম থেকেই এখানে এইভাবে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। আসলে কার্ল ক্রাস্কি কফির সঙ্গে যে বিষাক্ত মাদক দ্রব্য মিশিয়ে দেয় তারই ঘোরে এখনো অচেতন হয়ে আছে টারজন।

লা তার লোকদের হুকুম দিল, একটা পাল্কি তৈরী করে টারজনকে ওপারের মন্দিরে নিয়ে চল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

টারজনের যখন জ্ঞান ফিরল সে দেখল তখন রাত্রিকাল। একটা অন্ধকার ঘরে সে মেঝের উপর শুয়ে আছে। পরে সে হাত দিয়ে মেঝেটাকে পরীক্ষা করে ও গন্ধ শুঁকে বুঝল সে ওপারের মন্দিরের নিচের তলায় একটা ঘরে আছে। তবে তার হাতে পায়ে কোন বাঁধন নেই।

এদিকে টারজন যে ঘরে ছিল সেই ঘরেরই উপরতলায় একটা ঘরে প্রধানা পূজারিণী লা ছটফট করছিল তার বিছানায়। যে তার জীবনে সবচেয়ে প্রিয়জন, যে তার একমাত্র ভালবাসার বস্তু তাকে নিজের হাতে কিভাবে বলি দেবে তা বুঝে উঠতে পারল না সে। অথচ সকলের মতের বিরুদ্ধে টারজনকে মুক্তি দেওয়াও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

রাত্রি তখন গভীর। হঠাৎ একজন পূজারিণী এসে লাকে বলল, ডুথ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

ডুথকে ডেকে পাঠিয়ে তার কথা শুনতে চাইল লা। ডুথ বলল, কাদিজ আপনার বিরুদ্ধে ওয়া নামে এক পূজারিণী ও কয়েকজন পুরোহিতের সঙ্গে চক্রান্ত করছে। ওরা চারদিকে চর পাঠিয়ে লক্ষ্য রাখছে আপনি টারজনকে মুক্তি দান করছেন কি না। আপনি কোনভাবে টারজনকে মুক্তি দিলেই ওরা আপনার জীবন নাশ করবে। তখন ওয়া প্রধানা পূজারিণীর পদ পাবে এবং কাদিজের সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

লা বলল, তা হলে এখন আমার উপায় ?

ডুথ বলল, এখন আপনার একমাত্র উপায় টারজনকে নিজের হাতে বলি দিতে হবে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাবার পর ডুথের হাত দিয়ে টারজনের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিল লা। এমন সময় ওয়ার বোন এসে ছলনা করে লাকে বলল, আমি বলছি আপনি টারজনকে মুক্তি দিন। আমি শুনেছি কাদিজ তার লোকদের বলছিল টারজন এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি চলে যায় ততই ভাল। যেহেতু আপনি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন সেই হেতু তারা আর বলি দিতে চায় না তাকে।

লা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রাগের সঙ্গে বলল, আমি কি করব না করব তা আমি জানি। আমি কাদিজ বা কোন পূজারিণীর পরামর্শ চাই না।

এদিকে একজন পুরোহিত কাদিজকে একটা পরামর্শ দিল। বলল, আমরা যাকে পাঠিয়েছিলাম লার কাছে তার কথা শোনেনি লা। এখন আমাদের একজন লোককে পাঠাও টারজনের কাছে। সে বলবে আমি লা'র কাছ থেকে আসছি। আমি তোমাকে তার নির্দেশমত ওপারনগরীর বাইরে দিয়ে আসব। সেখান থেকে তুমি তোমার গন্তব্যস্থলে চলে যাবে। তারপর টারজনকে নিয়ে লোকটা গুপ্ত পথে বেরিয়ে যেতে গেলেই আমাদের প্রহরীরা তাদের ধরে ফেলবে। তখন আমরা গোপনে হত্যা করব টারজনকে। তারপর লা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলব লাই নিশ্চয় বন্দীকে ছেড়ে দিয়েছে এবং এটা সম্পূর্ণ অধর্মাচরণ। ফলে তাকেও বলি দেওয়া হবে।

কাদিজ বলল, তাহলে আগামী কাল সূর্য অস্ত যাবার আগেই ওয়া প্রধানা পূজারিণীর আসনে বসবে।

সে রাতে হঠাৎ কার স্পর্শে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল টারজনের। সে বুঝল কোন এক অদৃশ্য নারীর হাত ওার দেহটাকে স্পর্শ করে তাকে ঘুম থেকে জাগাচ্ছে। সে জেগে উঠতেই নারীটি বলল, এখনি আমার সঙ্গে এস। তোমার জীবন বিপন্ন।

টারজন জিজ্ঞাসা করল, কে পাঠিয়েছে তোমায় ?

নারীকণ্ঠ উত্তর দিল, লা আমায় পাঠিয়েছে তোমাকে ওপার নগরীর বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

আর কালবিলম্ব না করে সেই নারীর পিছু পিছু বেরিয়ে পড়ল টারজন। ওরা এগিয়ে চলল ওপার নগরীর পিছনের দিকের এক গোপন সুড়ঙ্গপথ ধরে। সারারাত ওরা একটানা পথ চলার পর ভোরবেলায় নগরসীমানার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছল।

এবার সেই নারীর দিকে তাকিয়ে টারজন আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল তার সামনে লা নিজে দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, লা তুমি !

লা বলল, ওপারে ফিরে যাবার আর কোন পথ নেই আমার। তোমাকে নিজের হাতে বলি না দেওয়া আর মুক্তি দেওয়ার জন্য আমাকে জীবন দিতে হত। তাই একসঙ্গে পালিয়ে এসে দুজনের মুক্তি রচনা করে নিয়েছি। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার।

টারজন বলল, কিন্তু ওপারে না গিয়ে কোথায় যাবে ?

লা বলল, তুমি যেখানে যাবে সেখানেই যাব আমি। আমার যাবার অন্য কোন জায়গা নেই। নগরীর সামনের দিকের পথ দিয়ে আমরা যাইনি কারণ সে-পথে অনেক চর ও পাহারাদার রেখেছে কাদিজ। তাই পিছন দিকের পথ দিয়ে এসেছি।

টারজন বলল, নগরসীমানা যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকেই শুরু হয়েছে অন্তহীন এক বিরাট জঙ্গল। এ পথের কোথায় কি আছে তার ত কিছুই জান না তুমি। অথচ এ ছাড়া ত এখান থেকে বেরিয়ে যাবার অন্য পথ নেই আমাদের।

লা বলল, শুনেছি এই বনটাতে অনেক বড় বড় বাঁদর-গোরিলা আর সিংহ আছে। তুমি কি এই পথেই যাবে মনে করছ ?

টারজন বলল, শুধু যদি সিংহ আর গোরিলা থাকে এ বনে তাহলে তাতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

লা বলল, তোমার কোন কিছুতেই ভয় নেই। কিন্তু আমি নারী, একটুতেই ভয় পেয়ে যাই।

টারজন বলল, মরতে ত একবার হবেই। তবে বৃথা ভয় করে কি হবে বলতে পার। তার থেকে চল, এই বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাব আমরা।

এই বলে লাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল টারজন। তারপর একটা গাছের উপর বাঁদরের মত উঠে পড়ে গাছে গাছেই এগিয়ে চলল। টারজনের গায়ের শক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল লা।

কিছুদূর গিয়ে টারজন বলল, বাতাসে গন্ধ পেয়ে বুঝছি আমাদের কাছাকাছি কিছু একটা আসছে; কিন্তু মানুষ না বাঁদর-গোরিলা তা বুঝতে পারছি না।

টারজনের মনে হলো কে যেন তাদের অনুসরণ করছে তাদের অলক্ষ্যে। যাই হোক, এইভাবে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর একটা আদিবাসীদের গাঁ দেখতে পেল। টারজন গাছপালার আড়ালে একটা ছোটখাটো গাঁ দেখতে পেয়ে লাকে সেটা দেখাল। বলল ঐ দেখ।

গাছের উপর থেকে লা দেখল অদূরে বনের ধারে কতকগুলো কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কুঁড়েগুলো অদ্ভুত ধরনের কুঁড়েগুলো একই মাপের—অর্থাৎ সাত ফুট করে চওড়া আর ছয় ফুট করে উঁচু। কিন্তু কুঁড়েগুলো মাটির উপরে ছিল না; এক একটা গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় শূন্যে দোতলার মত ঝুলছিল মাটি থেকে ঠিক তিন ফুট উপরে। কুঁড়েগুলোর গায়ে কোন দরজা দেখা গেল না; তবে হাওয়া ও আলো ঢোকার জন্য তিন চার ইঞ্চির একটা করে ফাঁক ছিল।

টারজন দেখল গাঁটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এক জায়গায় একটা গেট রয়েছে গাঁয়ে ঢোকার জন্য। গাঁয়ের ভিতরে ফাঁকা জায়গায় অনেক নারী ও পুরুষ ছিল। তারা কৃষ্ণকায় নিগ্রো হলেও চেহারার দিক থেকে সাধারণ নিগ্রোদের থেকে অনেক পার্থক্য ছিল তাদের। তাদের সকলের দেহগুলো ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন; সারা গায়ে কোথাও কোন আচ্ছাদন ছিল না। নারী বা পুরুষ কারো গায়ে কোন গয়না ছিল না। তাদের চেহারাগুলো খুব লম্বা, হাতগুলোও লম্বা। কিন্তু সে তুলনায় পাগুলো ছিল ছোট ছোট। মাথায় কপাল ছিল না। চোখের ভ্রূ দুটোর উপরেই মাথার চুল শুরু হয়েছে। তাদের মুখগুলো দেখতে জন্তুর মত।

টারজন দেখল একটা লোক একটা কুঁড়ে থেকে একটা মোটা দড়ির সাহায্যে নামল। সে এবার বুঝতে পারল কিভাবে ওরা কুঁড়েতে ওঠে বা তার থেকে নামে। টারজন আরো দেখল এখন তাদের খাবার সময়। গাঁয়ের ভিতর ফাঁকা জায়গাটায় বসে তারা খাচ্ছিল। তাদের খাবার জিনিস বলতে ছিল হাড়সমেত কাঁচা মাংস আর কিছু ফল মাকড়। তাদের মধ্যে নারী, পুরুষ, শিশু সকলেই ছিল; কিন্তু খুব বেশী বুড়ো লোক একটাও দেখতে পেল না। রান্নার কোন ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া গেল না। তাদের মাথার চুলগুলো লালচে ও বাদামী ধরনের। কিন্তু গায়ে কোন লোম ছিল না তারা কথাবার্তা খুব কম বলছিল। তাদের কারো মুখে হাসি ছিল না। তাদের গলার স্বরটা ছিল পশুদের মত।

লোকগুলোর অস্ত্রশস্ত্র আর কুঁড়েগুলোর বাহার দেখে মনে হয় লোকগুলোর বুদ্ধি আর রুচি আছে। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল ঐ গাঁয়েরই একটা লোক বন থেকে গাঁয়ের ভিতরে ঢুকে গ্রামবাসীদের মাঝে গিয়ে বলল সে বনের মধ্যে কিছুক্ষণ আগে দুটো অদ্ভুত মানুষ দেখেছে। টারজন বুঝল এই লোকটা জঙ্গলের মধ্যে তাদের পিছু পিছু আসছিল এবং তাদের দেখতে পায়।

সহসা সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন করতে করতে একটা গোরিলা এসে গাঁয়ের ফটকের সামনে দাঁড়াল। গাঁয়ের লোকেরা সশঙ্কিত হয়ে ফটকটা খুলে দিল। টারজন অবাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। এ ধরনের গোরিলা এর আগে কখনো জীবনে দেখেনি সে। তার মাথা আর মুখটা গোরিলাদের মত হলেও তার বুদ্ধি আর রুচি মানুষের মত। তার গায়ে সাদা সাদা লোম রয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গে নানারকমের হীরে ও সোনার গহনা রয়েছে।

গোরিলাটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠল। অনেকে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মেয়েরা তাদের শিশুদের নিয়ে আপন আপন কুঁড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

বোলগানি বা গোরিলাটা গাঁয়ের ভিতর ঢুকেই একজন গ্রামবাসীকে বলল, তোমাদের মেয়ে ও শিশুরা কোথায়? ডাক তাদের। নিয়ে এসে তাদের এখানে।

একজন গ্রামবাসী সাহস করে কোনরকমে ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, কিন্তু আমরা ত একপক্ষকালের মধ্যেই একজন নারীকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। এখন অন্য গাঁয়ের পালা।

কিন্তু বোলগানি এ কথায় রেগে গিয়ে বলল, থাম, থাম। তুমি একজন হঠকারী গোমাঙ্গানী, আমার উপর কথা বলো না। আমাদের সম্রাট নুমার নামে দাবি জানাচ্ছি। আমার হুকুম তামিল করো অথবা মরো।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে গ্রামবাসীরা নারী ও শিশুদের ডাকতে লাগল। কিন্তু কুঁড়ে থেকে কেউ বার হলো না। অবশেষে গাঁয়ের যোদ্ধারা গুপ্তস্থান থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে এল। মেয়েরা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

একজন গ্রামবাসী বলল, হে মহান বোলগানি, তোমাদের সম্রাট নুমা যদি শুধু আমাদের গাঁ থেকেই মেয়ে ধরে নিয়ে যায় তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের গাঁয়ে যোদ্ধাদের জন্য আর কোন মেয়ে থাকবে না। তার ফলে শিশুরা উৎপন্ন হবে না।

গোরিলাটা বলল, তাতে কি হয়েছে। সারা জগতে অনেক গোমাঙ্গানী বা কৃষ্ণকায় লোক বেড়ে গেছে। তোমাদের কাজই ত হলো আমাদের সম্রাট নুমার সেবা করা।

এই কথা বলতে বলতে গোরিলাটা মেয়েগুলোর গায়ে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে কি দেখতে লাগল। অবশেষে সে একটি যুবতী মেয়েকে বাছাই করল।

মেয়েটার কোমরে একটা শিশু বাঁধা ছিল।

গোরিলাটা বলল, আজ এই মেয়েটা হলেই চলবে।

এই বলে সে মেয়েটার কোল থেকে ছেলেটাকে টান মেরে নিয়ে মাটির উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। যুবতী মেয়েটি তখন তার ছেলেটাকে মাটি থেকে কুড়োতে গেলে গোরিলাটা তার লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মেয়েটাকে। আর এমন সময় গাঁয়ের ধারে একটা গাছের উপর এক বাঁদর-গোরিলার মত কে ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে যুদ্ধে আহ্বান জানাল গোরিলাটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে গোরিলাটা তার ভয়ঙ্কর মুখ তুলে তাকাল পিছন ফিরে। গ্রামবাসীরাও ভয় পেয়ে গেল। তারা দেখল এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ গাছ থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। সহসা সে চোখের নিমেষে তার হাতের বিরাট বর্শাটা সজোরে গোরিলাটার বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। বর্শাটা সত্যি সত্যিই গোরিলাটার বুকটাকে বিদ্ধ করল। গোরিলাটা তৎক্ষণাৎ পড়ে গিয়েই মারা গেল।

টারজনকে শত্রু ভেবে গ্রামবাসীরা তাদের বর্শা উঁচিয়ে ধরল। টারজন গোরিলাটার বুক থেকে বর্শাট তুলে নিয়ে বলল, আমি তোমাদের বন্ধু, বর্শা নামাও। কে এই গোরিলা যে তোমাদের গাঁ থেকে এইভাবে নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে যায় অথচ তোমরা কোন ব্যবস্থা নিতে পার না তার বিরুদ্ধে?

গ্রামবাসীদের একজন বলল, ও একটা গোরিলা, নুমার প্রেরিত পুরুষ। নুমা যখন জানতে পারবে এই গোরিলাটা আমাদের গাঁয়ের ভিতরে খুন হয়েছে তখন আমাদের সকলকেই হত্যা করবে সে।

টারজন কৌতূহলী হয়ে বলল, কিন্তু নুমা কে?

গ্রামবাসীরা বলল, নুমা হচ্ছে সম্রাট যে বোলগানিদের সঙ্গে হীরের প্রাসাদে থাকে। সে হচ্ছে রাজার রাজা।

গোরিলাটা টারজনের বর্শার আঘাতে মরে গেলে সেই যুবতী মেয়েটি তার ছেলেকে কুড়িয়ে নিয়ে দেখল ছেলেটা বেঁচে আছে, তার গায়ে শুধু একটু আঘাত লেগেছে। সে যখন দেখল টারজন তার কোন ক্ষতি করতে চাইছে না, তখন সে আশ্বস্ত হলো।

গাঁয়ের যোদ্ধারা জটলা পাকিয়ে কি আলোচনা করতে লাগল। অবশেষে তারা একটা সিদ্ধান্তে এসে টারজনকে বলল, বোলগানিরা যখন জানতে পারবে আমাদের এই গাঁয়ে তাদের একজন খুন হয়েছে তখন তারা দল বেঁধে এসে আমাদের সবাইকে খুন করবে। তাই আমরা তোমাকে নিয়ে তাদের হাতে তুলে দেব। বলব এই বিদেশী তাকে মেরেছে।

টারজন হাসিমুখে বলল, আমি তোমাদের বন্ধু হিসাবে তোমাদের শত্রুকে বধ করেছি আর তোমরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের হাতে আমাকে তুলে দেবে?

টারজন বুঝল তাদের কৃতজ্ঞতাবোধ বলে কোন জিনিস নেই।

গ্রামবাসীরা বলল, আমরা তোমাকে বধ করব না, তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমরা শুধু তোমাকে আমাদের সম্রাট মুমার কাছে নিয়ে যাব।

টারজন বলল, তাহলে তারা ত আমায় খুন করবে।

গ্রামবাসীরা বলল, তাহলে আমরা কিছু করতে পারব না।

টারজন বলল, কিন্তু তারা জানবে কি করে যে এই বোলগানিটা তোমাদের গাঁয়ে মরেছে?

গ্রামবাসীরা তখন বলল, তারা আমাদের গাঁয়ে এসেই ত এই মৃতদেহটা দেখতে পাবে।

টারজন বলল, আমি যদি মৃতদেহটা নিয়ে গিয়ে দূর জঙ্গলে ফেলে দিই তাহলে ত তারা এটা দেখতে পাবে না।

গ্রামবাসীরা বলল, সেটা হতে পারে।

টারজন বলল, আমি বিদেশী। পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমরা আমাকে এই উপত্যকা থেকে বার হবার পথটা দেখিয়ে দেবে যাতে আমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যেতে পারি। ও পথে কি আছে তা জান তোমর ?

গ্রামবাসীরা বলল, না, তা ত জানি না, শুধু জানি ঐ পথ দিয়ে বোলগানিরা আমাদের গাঁয়ে আসে।

টারজন বুঝতে পারল এর বেশী খবরাখবর তাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। সে বলল, আমার একটা কথা শোন। আমার একজন সাথী আছে। আমি তাকে তোমাদের কাছে রেখে ঐ পথে গিয়ে কিছুটা দেখে আসব। আমি কোন্ পথে কোন্ দিকে যাব তা ঠিক করতে পারব তাহলে। আমি না আসা পর্যন্ত আমার সাথী তোমাদের এই গাঁয়েই থাকবে। দেখবে যেন কোন ক্ষতি না হয় তার।

গ্রামবাসীরা বলল, তোমার সাথী কোথায়?

টারজন বলল, তার জন্য একটা কুঁড়ে ঠিক করে দাও। তাকে আনছি।

এই বলে টারজন যে গাছের উপর লাকে রেখে এসেছিল সেই গাছে গিয়ে লাকে ডেকে নিয়ে এল।

লাকে কথাটা বুঝিয়ে বলল টারজন। বলল, এই উপত্যকা থেকে কিভাবে পার হব তার পথটা দেখে আসছি। আমি না আসা পর্যন্ত এই গাঁয়েই থাকবে তুমি।

লা বলল, তুমি ফিরে আসবে না?

টারজন বলল, যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ফিরে আসব।

এই বলে টারজন গোরিলার মৃতদেহটা অবলীলাক্রমে কাঁধের উপর চাপিয়ে নিয়ে গাঁয়ের ফটক পার হয়ে বনের মধ্যে চলে গেল। কিভাবে টারজন গোরিলার বিরাট ও এত বড় ভারী দেহটা কাঁধের উপর এমন অনায়াসে তুলে নিল তা দেখে

অবাক হয়ে গেল গ্রামবাসীরা।

টারজন চলে গেলে লা গ্রামবাসীদের বলল, আমার থাকার জন্য একটা কুঁড়ে ঠিক করে দাও।

গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করতে লাগল। তাদের ভাষা বুঝতে পারল না। একজন গ্রামবাসী বলল, এই মেয়েটিকে বোলগানিদের হাতে তুলে দেওয়াই ভাল। বলল, এর সাথী একজন বিদেশী, বোলগানিকে মেরে পালিয়ে গেছে।

কিন্তু অন্য একজন বলল, বিদেশী টার্মাঙ্গানী বোলগানির থেকেও বেশী শক্তিশালী। তার সঙ্গে শক্রতা করে লাভ নেই। সে একথা জানতে পারলে আমাদের বিপদ ঘটতে পারে।

লা বলল, তুমি ঠিক বলেছ। এই টার্মাঙ্গানীর নাম টারজন। সে দারুণ শক্তিশালী। সে অনেক বোলগানি আর নুমাকে নিজের হাতে মেরেছে। তার সঙ্গে শত্রুতা না করে তার কথা শুনে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই ভাল।

গ্রামবাসীরা একথা শুনে তার কথায় রাজী হয়ে গেল। তারা একটা কুঁড়ে খালি করে লা-এর থাকার ব্যবস্থা করে দিল। নতুন করে ঘাস এনে দিল। তাই পেতে শুয়ে পড়ল লা।

গাছের উপরে পাখি ডাকছিল। বাতাসে দোলনার মত কুঁড়েটা দুলতে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল লা।

সপ্তম অধ্যায়

ওপারের উত্তর-পূর্ব দিকে বনের ধারে একটা শিবিরে তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে সবেমাত্র। সেখানে ছয়জন শ্বেতাঙ্গ আর একজন নিগ্রোভৃত্য তখন রাতের খাওয়া খাচ্ছিল। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে একজন মেয়ে ছিল, তার নাম ফ্লোরা।

ফ্লোরা বলল, আমাদের দলের মধ্যে এ্যাডলফ ব্লুবার আর এস্তেবান অপদার্থ। ব্লুবার কুঁড়ে আর কৃপণ আর এস্তেবানের শুধু বড় বড় কথা আছে।

ব্লুবার বলল, আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? আমি কি করেছি?

ফ্লোরা বলল, তুমিই টাকার ভয়ে বেশী কুলি নিয়োগ করতে চাওনি। পঞ্চাশজন লোক আশী পাউণ্ড ওজনের সোনার তালগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাকি

কিছু কুলি শিবিরের জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যায়। আর বাড়তি কুলি একটাও নেই। ওরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের পশুর মত খাটিয়ে নিয়ে যেতে হয়। ঠিকমত শিকার না পাওয়ার জন্য পেট ভরে ওদের খেতে দিতেও পারা যায় না। পেট খেতে না পেয়ে ওরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। এস্তেবান বড় শিকারী হিসাবে বড়াই করে, কিন্তু আসলে শিকার করতে পারে না।

কার্ল বলল, কিন্তু এখানে ত শিকারের অভাব নেই।

এস্তেবান রেগে গিয়ে বলল, ঠিক আছে, নিয়ে এস। আমি শিকার করতে পারব না।

কার্ল বলল, আমি ত ভাল শিকারী বলে কখনো বড়াই করিনি।

এস্তেবান তখন রুখিয়ে মারতে গেল কার্লকে। কার্ল তার রিভলবার বার করল। ফ্লোরা তাদের থামিয়ে দিল।

পীবল্স বলল, ওরা মরুক মারামারি করে। তাহলে দুজন ভাগীদার কমে যাবে।

ফ্লোরা কার্লকে বলল, নিগ্রোভৃত্যদের সর্দারকে ডেকে আন। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সর্দার ওয়াজা এলে ফ্লোরা তাকে বলল, তোমার লোকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের বিশ্রামের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। আগামী কাল সকালে আমরা শিকারে বার হব। তোমরা আমাদের সাহায্য করবে। খাবার চাই। তোমাদের এক একজন দুজনের করে মাল বহন করছে। তার জন্য আমরা তোমাদের দ্বিগুণ বেতন দেব।

সর্দার ওয়াজা এতে খুশি হয়ে রাজী হয়ে গেল। সে তাদের সঙ্গে সব রকমে সহযোগিতা করতে চাইল।

পরদিন সকালে ওরা একসঙ্গে শিকারে বার হলো। ফ্লোরা বলল, কার্ল আর ডিক ভাল গুলি চালাতে পারে। শিকারে ওরাই আমাদের একমাত্র ভরসা। এস্তেবান যেমন তীর ধনুক চালায় তেমন গুলি চালায়। কোনটাতেই সে পারদর্শী নয়।

কার্ল বলল, এস্তেবান মিরান্দা মারা গেলেই ভাল হয়। রোজ রাতে বিছানায় শুয়ে আমার মনে হয় এস্তেবান আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হয় ওর প্রতি তোমার কিছুটা দুর্বলতা আছে।

ফ্লোরা বলল, তা যদি থাকে তাহলে তোমার তা দেখার দরকার নেই।

যাই হোক, ওরা শিবিরে কয়েকজন নিগ্রোভৃত্যকে পাহারায় রেখে শিকারে বেরিয়ে পড়ল। এস্তেবান একা একা অন্য দিকে গেল। দলের সঙ্গে রইল না।

শিকার করতে গিয়ে এস্তেবান দল থেকে অনেকটা দূরে সরে পড়েছিল একা একা।

হঠাৎ পঞ্চাশজন ওয়াজিরির একটা দল এস্তেবানকে ঘিরে ধরল। তাদের সর্দার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে বলল, ও বাওয়ানা, ও বাওয়ানা, তুমিই ত বাঁদরদলের টারজন। বনের রাজা। তোমাকে হারিয়ে আমরা কত খুঁজেছি তোমায়। আমরা ভাবলাম তুমি একাই ওপারে গেছ। আমরা তাই সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওপারে যাচ্ছিলাম।

এস্তেবান প্রথমে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিল পরমুহূর্তে। তার মাথায় এক কুবুদ্ধি খেলে গেল। সে নিজের পরিচয় গোপন রেখে নিজেকে টারজন বলে স্বীকার করে নিল। তাকে দেখতে অনেকটা টারজনের মত। একথা ফ্লোরা প্রায়ই বলত। এজন্য সে নিজেও টারজনের মত বেশভূষা ধারণ করত। সে এতে মজা পেত এবং গর্ব অনুভব করত। সে যেন সব সময় টারজনের অভিনয় করে যেত।

এস্তেবান বলল, তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমি দেখি একদল শ্বেতাঙ্গ আমার বিনা অনুমতিতে আমার দেশে প্রবেশ করেছে ওপারের ধনরত্ন লুণ্ঠন করার জন্য। তারা ওপার থেকে অনেক সোনার তাল লুণ্ঠন করে এনেছে। আমি তাদের শিবিরটা দেখে এসেছি। আমি তোমাদেরই খোঁজ করছিলাম। আমি তাই তোমাদের সাহায্যে ঐ সব সোনার তালগুলো বিদেশীদের শিবির থেকে উদ্ধার করে আনব। চল শিবিরটা তোমাদের দেখিয়ে দিই।

ওয়াজিরি সর্দারের নাম উসুলা। এস্তেবান জানত এখন শিবিরে দুই চারজন নিগ্রোভৃত্য ছাড়া আর কেউ নেই। এই অবসরে সোনাগুলো নিয়ে পালিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এস্তেবান তার ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই টারজনের অভিনয় করে যেতে লাগল সোনার লোভে। কিন্তু এর শেষ পরিণতি কি হবে, এই মিথ্যা অভিনয়ের পরিণাম কি হবে তা সে ভেবে দেখল না।

এস্তেবান বলল, তুমি হয়ত জান, একবার ওপারে আমার মাথায় আঘাত লাগে এবং কিছুদিনের জন্য স্মৃতি হারিয়ে ফেলি। এবারও এক দুর্ঘটনায় আমার স্মৃতির কিছুটা লোপ পেয়ে যায়। তাই আমি তোমাদের কাউকে চিনতে পারছি না। তুমি আমাকে সাহায্য করবে এ বিষয়ে।

শিবিরের কাছে গিয়ে এস্তেবান ওয়াজিরিদের বলল, শিবিরটাকে ঘেরাও করে ফেল।

এরপর এস্তেবান শিবিরের সামনে একা গিয়ে নিগ্রোভৃত্যদের বলল, আমি হচ্ছি টারজন। তোমাদের শিবির আমার লোকরা ঘিরে ফেলেছে। কোন শব্দ করবে না বা গুলি ছোঁড়ার চেষ্টা করবে না।

এস্তেবান এবার হাত দিয়ে উসুলাকে আসার জন্য ইশারা করল। উসুলা এসে শিবিরের নিগ্রোভৃত্যদের বলল, আমরা হচ্ছি ওয়াজিরি যোদ্ধা, টারজন হচ্ছে আমাদের মালিক। আমরা তোমাদের এই চুরি করা সোনাগুলো উদ্ধার

করতে এসেছি। আমরা তোমাদের কিছু করব না যদি তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের এই দেশ ছেড়ে চলে যাও।

এস্তেবান নিগ্রোভৃত্যদের বলল, তোমরা চলে যাও, তোমাদের মালিকদের বলবে, দয়া করে টারজন তোমাদের জীবনভিক্ষা দিয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়াজিরিরা সব সোনার তালগুলো শিবির থেকে বয়ে নিয়ে গেল।

এদিকে শিকার শেষে ফ্লোরারা শিবিরের দিকে এগিয়ে এলেই যে সব নিগ্রোভৃত্যরা শিবিরে পাহারারত ছিল তারা ফ্লোরাকে বলল, টারজন এসেছিল তার ওয়াজিরি যোদ্ধাদের নিয়ে। তারা সব সোনা নিয়ে গেছে।

ব্লুবার বলল, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। এবার আমাদের নিজেদের টাকা ভেঙে বাড়ি চল। সব টাকা জলে গেল।

ফ্লোরা বলল, টারজনকে রাগিয়ে লাভ নেই। এবার আমাদের দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত। একবার যখন আমাদের উপর নজর পড়েছে টারজনের তখন সে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখবে সব সময়।

কার্ল বলল, আমরা শূন্য হাতে ফিরে যাব না, এত কষ্ট করে এসেছি যখন। আমি ওয়াজার সঙ্গে কথা বলেছি। আরবরা এখানে অনেক গাঁয়ে হাতির দাঁত আর ক্রীতদাস ব্যবসা করে বেড়ায়। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে এই যে আমাদের দলে অনেক লোক আছে। আমরা অতর্কিতে আরবদের আক্রমণ করে ওদের ক্রীতদাসদের দলে টানব। ক্রীতদাসরা নিশ্চয় মুক্তি চায়। আমরা ক্রীতদাস ব্যবসা করতে চাই না। আমরা শুধু তাদের হাতির দাঁতগুলো নিয়ে পালিয়ে আসব। হাতির দাঁত যা পাব তার অর্ধেক ওয়াজাদের দেব।

ফ্লোরা বলল, ওয়াজা আমাদের সাহায্য করবে এটা কি করে জানলে?

কার্ল বলল, আমি জানি, সে আমাদের সাহায্য করবে।

অষ্টম অধ্যায়

দূর থেকে টারজন প্রাসাদের মত যে একটা বাড়ি দেখেছিল সেই বাড়িটা লক্ষ্য করে বনের ভিতর দিয়ে যেতে লাগল। বোলগানির মৃতদেহটা তখনো তার কাঁধেই ছিল। সে তখনো কোথাও ফেলে দেয়নি সেটা।

কাছে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে টারজন দেখল বাড়িটা সত্যিই প্রাসাদের মত আর চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির সীমানার মধ্যে কতকগুলো গোরিলা ঘোরাফেরা করছে। কিছু নিগ্রো নগ্নদেহ ক্রীতদাসও কাজ করছে। টারজন একসময় সবার অলক্ষ্যে বাড়ির ফটকের সামনে গোরিলার মৃতদেহটা নামিয়ে দিয়ে এল।

দীর্ঘ সময় গাছের উপর অপেক্ষা করেও টারজন যখন বাড়ির ভিতরে ঢোকার কোন সুযোগ বা অবকাশ পেল না তখন লা-কে যে গাঁয়ে রেখে এসেছিল সেই গাঁয়ে ফিরে গেল। কিন্তু গাঁয়ে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। দেখল গাঁয়ের মধ্যে একটা লোকও নেই। টারজন সারা গাঁটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল। কিন্তু কোথাও একটা লোককেও দেখতে পেল না। হতাশ হয়ে লা-এর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। আজ তার জন্যই লা-এর এই দুরবস্থা।

হঠাৎ দেখল একটা কুঁড়ের পাশে একরাশ কাঠের আড়ালে লুকিয়ে আছে একটা মেয়ে। টারজন তাকে অনেকবার ডাকলেও ভয়ে সে এল না। অবশেষে টারজন তার হাত ধরে টেনে তাকে বার করে নিয়ে এসে বলল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না, বল, গাঁয়ের লোকেরা আর আমার সাথী কোথায় গেল ?

মধ্যবয়সী আদিবাসী মেয়েটি বলল, বোলগানিরা সেই মৃতদেহটা দেখতে পায়। তারা তখন দলবেঁধে এসে গাঁয়ের সব লোককে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার সাথীকেও নিয়ে গেছে।

টারজন বলল, তোমার কি মনে হয় ওরা এই গাঁয়ের সবাইকে হত্যা করবে ?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ। ওরা কাউকে ক্ষমা করে না। আমি লুকিয়েছিলাম বলে আমাকে দেখতে পায়নি।

টারজন আবার সেই বোলগানিদের বাড়িটার কাছে ফিরে গেল। সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। সে দেখল প্রাসাদের একটা ঘণ্টা বাজতেই সমস্ত আদিবাসী ভৃত্যরা কাজ থামিয়ে উঠোনে এসে সারবন্দীভাবে দাঁড়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব গোরিলারা শোভাযাত্রা সহকারে সোনার শিকল গলায় একটা সিংহকে ধরে নিয়ে এল উঠোনে। সিংহটা যে পথে আসছিল সেই পথের দুধারে অনেকে জোড়হাত করে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভ্রমে মাথা নত করছিল সবাই। সিংহটা এসে নিগ্রোভৃত্যদের গাগুলো একবার শুঁকে শুঁকে চলে যেতে লাগল। নিগ্রোগুলো ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাত্রি হওয়ার পর একসময় দেখল সকলেই শুতে চলে গেল। কোথাও কোন পাহারাদার নেই। রাত্রি গভীর হলে টারজন তার কাছে যে দড়ি ছিল তার সাহায্যে গেটের উপর দিয়ে প্রাসাদের ভিতর দিকে গিয়ে পড়ল। গোটা প্রাসাদটাকে সে খুঁজে বেড়াল। কয়েকটা ঘর খোলা দেখল। সেখানে দু একটা গোরিলা ঘুমোচ্ছে। কিন্তু লা-এর কোন খোঁজ পেল না।

সহসা টারজনের মনে হলো তার পিছনে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে পিছন ফিরেই সে দেখল একজন নগ্ন শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে।

নবম অধ্যায়

এদিকে এস্তেবান মিরান্দা ওয়াজিরি যোদ্ধাদের কাছে টারজনের অভিনয় করতে করতে ক্রমে বুঝতে পারল এভাবে আর বেশীদিন চলবে না। হঠাৎ একসময় একটা গণ্ডার তাদের তাড়া করতেই অবস্থা অসহায় হয়ে উঠল আরও। গণ্ডারটা তাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে এস্তেবান ছুটে গিয়ে একটা বড় গাছে উঠতে গেল কিন্তু টারজনের মত সে লাফ দিয়ে গাছের ডালে উঠতে পারল না। সে গাছের খাড়া গুঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে কোনরকমে একটা ডালে উঠে পড়ে গণ্ডারের হাত থেকে বেঁচে গেল এস্তেবান।

টারজনরূপী এস্তেবানের অবস্থা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল ওয়াজিরিরা। তাদের মালিক টারজন বাঁদরের থেকেও কত অনায়াসে গাছে উঠতে পারে। সর্দার উসুলা ভাবল মাথায় আঘাত লাগার জন্যই টারজন আগের বুদ্ধি ও কলাকৌশল সব হারিয়ে ফেলেছে।

এস্তেবানও এই কথা বলে বোঝাল ওয়াজিরিদের।

এস্তেবান এবার তার একটা পরিকল্পনার কথা বলল উসুলাকে। এস্তেবান বলল, আমি বলছি সোনাগুলো এইখানে এক জায়গায় মাটির ভিতর পুঁতে তারপর তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। আমি এখন বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের সেই শিবিরে যাব যেখান থেকে সোনার তালগুলো আমরা এনেছি। সেখানে গিয়ে অন্যায়কারী শ্বেতাঙ্গদের আমি শাস্তি দেব।

উসুলা বলল, আপনার মাথার এখন ঠিক নেই। এ অবস্থায় আপনাকে বনে ফেলে বাংলোতে ফিরে গেলে লেডী গ্রেস্টোক রেগে যাবেন আমাদের উপর। ওয়াজিরিরা সোনাগুলো এভাবে পুঁতে রেখে চলে যেতে চাইছিল না। তারা সেগুলো অবিলম্বে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছিল।

কিন্তু এস্তেবান বলল, তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি। আমি আমার স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়েছি। তোমরা সোনা-

গুলো পুঁতে রেখে চলে যাও। পথে আমি তোমাদের ধরে'ফেলব। ওদের শাস্তি দিয়ে আমি এখনি ফিরে যাচ্ছি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোনার তালগুলো পুঁতে রেখে ওয়াজিরিরা বিষণ্ণ মুখে বাড়ির দিকে রওনা হলো। তারা চলে গেলে এস্তেবান সোজা ফ্লোরাদের শিবিরে চলে গেল। সে গিয়ে তাদের বলবে টারজনের হাতে সে ধরা পড়েছিল। কিন্তু টারজন তাকে মারতে পারেনি ; সে পালিয়ে এসেছে।

এস্তেবান শিবিরের সামনে গিয়ে হাজির হতেই সবাই যেন ভূত দেখে চমকে উঠল। কিন্তু কেউ তার প্রতি কোন বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। সবাই ভেবেছিল সে মরে গেছে। তাকে যারা দেখতে পারত না তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিল। নিগ্রোভৃত্যরা প্রথমে তাকে দেখে টারজন ভেবেছিল। পরে বুঝল সে এস্তেবান।

এস্তেবান সরাসরি ফ্লোরাকে বলল, আমাকে দেখে তোমার আনন্দ হচ্ছে না ?

ফ্লোরা বলল, আর আনন্দ! আমাদের সব চেষ্টাই ত ব্যর্থ হয়ে গেল। সবাই বলছে এর জন্য তুমি বেশীর ভাগ দায়ী।

কেউ তাকে না চাইলেও শিবিরেই রয়ে গেল এস্তেবান। কার্ল একসময় তাদের সকলের মনের কথাটা বুঝিয়ে বলল তাকে। বলল, অনেকের মতই আমাদের এই ব্যর্থতার জন্য তুমি আর ব্লুবার দায়ী। যাই হোক, ব্যর্থ হলেও আমরা শূন্য হাতে ফিরতে চাই না। আমরা আবার শিবিরে গিয়ে কিছু হাতির দাঁত সংগ্রহ করে ব্যবসা করতে চাই। কিন্তু আমরা চাই তুমি আমাদের সেই ব্যবসার লাভে ভাগ বসাবে না।

এস্তেবান বলল, ঠিক আছে, আমি কোন ভাগ দাবি করব না।

এ কথায় আশ্বস্ত হলো কার্ল। এস্তেবান ভাবল ফ্লোরাকে গোপনে সোনার কথাটা বলবে। তারপর দুজনে শিবির ছেড়ে গিয়ে সেই সোনা নিয়ে পালিয়ে যাবে। কিন্তু সেকথা বলার কোন সুযোগ পেল না সে।

রাত্রিতে শুয়ে বিছানায় ছটফট করতে লাগল এস্তেবান। কিভাবে সব সোনা সে একা হস্তগত করবে সে শুধু তার কথা ভাবতে লাগল। অবশেষে একটা পরিকল্পনা খাড়া করল।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের পর এস্তেবান শিবিরের সবাইকে বলল, আমি আসার পথে একটা জায়গায় একদল হরিণ দেখতে পেলাম। আমি বলছি পাঁচজন নিগ্রোভৃত্যকে সঙ্গে পেলে আমি কিছু হরিণ শিকার করে নিয়ে আসব। আমি ওয়াজাকে সঙ্গে নেব। সে হচ্ছে নিগ্রোভৃত্যদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল শিকারী। সে পাঁচ-ছজন লোককে বাছাই করে নেবে।

ওয়াজা এসে গেলে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল, এখানে শিকারের কথা বললেও তোমাকে নিয়ে একটা জিনিস আনতে যাব। তুমি

ওদের সঙ্গে থেকে হাতির দাঁতের যে ভাগ পাবে তার থেকে অনেক বেশী মূল্যবান জিনিস পাবে।

ওয়াজা বলল, ঠিক আছে মালিক। আমি পাঁচজন লোককে বেছে নিচ্ছি।

শিবির থেকে বেরিয়ে এস্তেবান সেই জায়গাটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল যেখানে ওয়াজিরিরা সোনার তালগুলো পুঁতে রেখে গেছে। তবু তার কেবলি মনে হচ্ছিল ওয়াজিরিদের সঙ্গে হয়ত বা তাদের দেখা হয়ে যাবে। তারা হয়ত এখনো যায়নি অথবা তারা হয়ত সোনাগুলো চুরি করে নিয়ে যাবে।

পথে ওয়াজা একসময় এস্তেবানকে বলল, আচ্ছা, তুমিই কি টারজন?

এস্তেবান বলল, না, আমি টারজন নই, টারজনের মত দেখতে। টারজন আমাদের আগের শিবিরে আগে এলে তার কফিতে বিষ মিশিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে আসা হয়। সে যাতে কয়েকঘণ্টা অচেতন হয়ে থাকে তার জন্যই মাদকদ্রব্য মিশিয়ে দেওয়া হয় তার কফিতে যাতে আমরা নিরাপদে অনেক দূর চলে যেতে পারি। এখন টারজন কোথায় এবং বেঁচে আছে কিনা তা জানি না। সুতরাং তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই।

এস্তেবান বলল, ওয়াজিরিদের সঙ্গেও আমাদের দেখা হবে না। তারা যে পথে গেছে আমরা সে পথে যাচ্ছি না।

যেখানে সোনার তালগুলো পোঁতা ছিল তার থেকে মাইলখানেক দূরে এস্তেবান ওয়াজাকে বলল, তোমাদের লোকদের বলে দাও ওরা এখানে অপেক্ষা করুক। আমরা দুজনে যাব। সেখানে যে মূল্যবান ধাতু আছে তার কথা যত কম লোক জানতে পারে ততই ভাল।

ওয়াজা বলল, মালিক ঠিক বলেছেন।

বনের ধারে একটা জলপ্রপাতের কাছাকাছি এক জায়গায় সোনার তালগুলো পোঁতা ছিল। এস্তেবান আর ওয়াজা দুজনে মিলে সেগুলো বার করে একশো গজ দূরে একটা ঝোপের মধ্যে নতুন করে পুঁতে রাখল যাতে ওয়াজিরিরা আর আগের জায়গাতে সেগুলো খুঁজে না পায়।

তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বনের ছায়া ঘন হয়ে উঠেছিল। ওয়াজা বলল, আজকের মধ্যে আমরা শিবিরে ফিরে যেতে পারব না।

এস্তেবান বলল, শিবিরে গিয়ে আর লাভ কি? আরবদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়া কিছু হাতির দাঁতের থেকে এই সোনাগুলো অনেক দামী। এখন উপকূলভাগে গিয়ে সেখান থেকে লোক এনে এগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে শুধু।

দশম অধ্যায়

টারজন সেই প্যালেস অফ ডায়মণ্ড বা হীরের প্রাসাদে রাতের অন্ধকারে একজন নগ্ন শ্বেতাঙ্গকে দেখতে পেয়ে তার খাপ থেকে ছুরি বার করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে লোকটা ছিল নিরস্ত্র; তার উপর তার মুখের হাবভাব দেখে টারজন সামলে নিল নিজেকে। লোকটার মুখে সাদা দাড়ি ছিল। তার গায়ে কিছু সোনা ও হীরের গয়না ছাড়া গোটা গাটাই ছিল নগ্ন।

বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গের মুখ থেকে ইংরিজি ভাষায় একটা ভীতিবিহ্বল বিস্ময়ের কথা বেরিয়ে এল, হা ভগবান!

টারজন দেখল লোকটা ইংরিজি ভাষা জানে। তবু বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় সে টারজনকে প্রশ্ন করল, কে তুমি? কি চাও?

টারজন ইংরিজিতে বলল, তুমি কি ইংরিজি ভাষা জান?

বৃদ্ধ এবার ইংরিজিতে বলল, এ ভাষা কতদিন শুনিনি।

টারজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? এখানে কি করছ?

বৃদ্ধ বলল, আমি কিশোর বয়স থেকে এখানে আছি। আমি ইংলণ্ড থেকে একটা জাহাজে করে স্ট্যানলির সঙ্গে পালিয়ে আসি। আমি আফ্রিকার জঙ্গলের গভীরে একটা শিবিরের কাছে থাকতাম। একদিন তার সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলি। ঘুরতে ঘুরতে একদল আদিবাসী আমায় ধরে তাদের গাঁয়ে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পালিয়ে এসে আমি উপকূলে যাবার পথে এদিকে চলে আসি পথ না জানায়। তখন এই গোরিলারা আমায় ধরে আটকে রাখে এখানে। সেই থেকে আমি বন্দী আছি এখানে। দেশে ফিরে যাবার কথা আজও ভাবি আমি। কিন্তু কোন উপায় নেই।

টারজন বলল, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই?

বৃদ্ধ বলল, এখান থেকে বাইরের উপত্যকা পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। কিন্তু সেখানে আছে কড়া পাহারা। দু'জন গোরিলা আর ডজনখানেক নিগ্রো যোদ্ধা সব সময় পাহারায় আছে সে পথে।

টারজন বলল, এ রাজ্যে কত নিগ্রো আদিবাসী আর কত গোরিলা আছে?

বৃদ্ধ বলল, এ রাজ্যে প্রায় পাঁচ হাজার আদিবাসী আর এক হাজার থেকে এগারোশো গোরিলা আছে।

টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, কিন্তু সংখ্যায় এত বেশী থাকা সত্ত্বেও আদিবাসীরা ওদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে না কেন নিজেদের?

বৃদ্ধ বলল, বোলগানিদের তুমি চেন না। ওরা ভীষণ বুদ্ধিমান,

আদিবাসীদের অত বুদ্ধি নেই। তাছাড়া এই দাসত্বটা আদিবাসীদের একটা অভ্যাসগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা একটা সিংহের সামনে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাবে, কিন্তু কোন গোরিলার সঙ্গে লড়াই করবে না।

টারজন বলল, বড় মজার ব্যাপার। কিন্তু যে সুন্দরী মেয়েটিকে ওরা ধরে এনেছে সে এখানে কোথায় আছে? সে আমার সাথী। ওপারের প্রধানা পুজারিণী ছিল সে। সেখানে আমার জন্য তার জীবন বিপন্ন হওয়ায় আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। সে আমাকে সূর্যদেবতার কাছে বলি দিতে চায়নি বলে সে সেখানকার রাণী ও প্রধানা পুজারিণী হলেও তাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

বৃদ্ধ বলল, আমি বলে দিতে পারি কোথায় আছে সে, কিন্তু তাকে তুমি উদ্ধার করতে পারবে না।

টারজন বলল, তবু তুমি দেখিয়ে দাও।

বৃদ্ধ তাকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলল, ঐ বড় বাড়িটার ছাদের ঘরে বা ঐ বাড়িটার কোন না কোন ঘরে তাকে রাখা হয়েছে।

টারজন বলল, আমরা একজাতীয় লোক। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি? এখানে আমাদের জাতির লোক আর কেউ নেই?

বৃদ্ধ বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমি যতটা পারি সাহায্য করব। কারণ গোরিলাদের আমি ঘৃণা করি।

টারজন চলে গেল সেখান থেকে। সে বড় বাড়িটার মধ্যে গিয়ে এক একটা ঘরে ঢুকে তাকে খুঁজতে লাগল। একটা ঘরে কৃষ্ণকায় এক আদিবাসী নিগ্রোকে দেখতে পেল টারজন। লোকটার চেহারাটা দৈত্যের মত। কিন্তু তার হাতে কোন অস্ত্র ছিল না।

নিগ্রোভৃত্যটি টারজনকে বলল, কি চাও তুমি? তুমি কি সেই মহিলাকে খুঁজছ যাকে ধরে আনা হয়েছে?

টারজন বলল, হ্যাঁ। তুমি জান কোথায় সে আছে?

নিগ্রোভৃত্য বলল, হ্যাঁ আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

টারজন বলল, তুমি কেন আমার এ উপকার করবে?

নিগ্রো বলল, ওরা আমাকে তোমাকে একটা ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে। সে ঘরে তুমি ও আমি ঢুকলেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমরা দুজনেই বন্দী হয়ে থাকব চিরকাল। তুমি যদি সেখানে আমাকে হত্যা করো তাহলেও ওরা তা গ্রাহ্য করবে না।

টারজন বলল, তুমি যদি আমাকে ফাঁদে ফেলে বন্দী কর তাহলে তোমাকে হত্যা করব আমি। কিন্তু যদি তুমি আমার সাথী সেই বন্দিনী মহিলার ঘরে আমাকে নিয়ে যাও তাহলে তোমাকে মুক্তি দেব। মুক্তি চাও ত?

নিগ্রো বলল, চাই, কিন্তু মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় মোটেই।

টারজন বলল, চেষ্টা করেছ কোনদিন ?

নিগ্রো বলল, চেষ্টা করিনি, তবে করে কি লাভ ?

এরপর সে কিছু ভেবে মাথাটা চুলকে বলল, তুমি দেখছি বেশ বুদ্ধিমান। আমি তোমাকে সেই মহিলার ঘরে নিয়ে যাব।

টারজন বলল, তাহলে আমার আগে আগে চল। আমি তোমার পিছু পিছু যাব।

ওরা দুজনে সেই বড় বাড়িটার ছাদের উপর একটা বড় হলঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা বন্ধ ছিল। নিগ্রোভৃত্যটি বলল, এই ঘরে তোমার সাথী আছে।

টারজন বলল, দরজাটা খোল, আমি দেখি কি ভিতরে আছে।

নিগ্রোটি হাত দিয়ে চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। টারজন নিগ্রোটার হাতটা ধরে রইল যাতে সে পালিয়ে যেতে না পারে। সে দেখল একটা বিরাট হলঘরের একপ্রান্তে একটা উঁচু মঞ্চের উপর কালো কেশরওয়ালা এক বিরাটকায় সিংহ বসে আছে। তার গলায় একটা সোনার শিকল লাগানো আছে এবং সেই শিকলটা দুদিকে দুজন করে বসে থাকা নিগ্রো ক্রীতদাস ধরে আছে। সিংহটার পিছনে একটা সোনার বড় সিংহাসনে তিনজন গোরিলা বসেছিল। তাদের গায়ে অনেক সোনার আর হীরের গয়না ছিল। সেই ঘরটার নিচে এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল লা। তার দুদিকে দুজন নিগ্রো প্রহরী ছিল।

ঘরটার মধ্যে এমন একটা বড় দীপ জ্বলছিল যা একই সঙ্গে উজ্জ্বলতা আর সুগন্ধ দান করছিল। টারজন বুঝল, এই সিংহটাকে ওরা সম্রাট নুমা বলে। সম্রাট নুমা নামে গোরিলারা রাজ্য শাসন করে। মঞ্চটার নিচে দুদিকে পাতা দুটো বেঞ্চিতে পঞ্চাশজন গোরিলা বসেছিল। তারা ছিল এক একজন সামন্ত।

টারজন একসময় ঘরটার বাইরে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে সেই নিগ্রোভৃত্যটিকে বলল, এই ঘরের মধ্যে যেসব নিগ্রো ক্রীতদাস রয়েছে তারা সবাই গোরিলাদের কবল থেকে চিরদিনের মত মুক্তি পেতে চায় ত ? ওদের সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা বলে দেখ। বল, আমার সঙ্গে ওরা যদি গোরিলাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে আমি ওদের মুক্ত দেব।

নিগ্রোটি বলল, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করবে না তারা।

টারজন বলল, ওদের বল, আমাকে সাহায্য না করলে ওদের মরতে হবে।

এমন সময় সিংহাসন থেকে একজন গোরিলা গম্ভীর ভাবে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, হে সকল সৃষ্ট বস্তুর সম্রাট, রাজার রাজা নুমার সামন্তগণ, নুমা বন্দিনীর সব কথা শুনেছেন। তাঁর ইচ্ছা বন্দিনী মৃত্যুদণ্ড লাভ করুক। সম্রাট নিজে এখন ক্ষুধার্ত। তাই নিজে বন্দিনীকে তার সামন্তদের ও ঊর্ধ্বতন রাজ্য পরিষদের তিনজন সদস্যদের উপস্থিতিতে ভক্ষণ করবেন। আগামী দিন এই বন্দিনী মহিলার সাথীকে বিচারের জন্য সম্রাট নুমার সামনে আনা হবে।

অবশেষে সে মুমার সামনে লাকে নিয়ে আসার জন্য হুকুম দিল।

এই সময় অশান্ত হয়ে উঠল মুমা। সে তার মুখ বার করে গর্জন করতে লাগল। নিগ্রো ক্রীতদাসরা যখন লাকে জোর করে মুমা বা সেই সিংহ সম্রাটের মুখের কাছে জোর করে ঠেলে দিতে উদ্যত হলো তখন টারজন তার হাতের বর্শাটা সিংহের বুকটা লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিল।

বর্শাটা সিংহটার বুকটা বিদ্ধ করায় লুটিয়ে পড়ল সিংহটা।

এদিকে টারজনের বাড়ি থেকে ছাড়া পাওয়া পোষা সিংহ জাদ-বাল-জা তার প্রভুর খোঁজে বহু বনপথ পার হতে প্যালেস অফ ডায়মণ্ড বা হীরের প্রাসাদ-সংলগ্ন এক উপত্যকায় এসে পড়ে। সে বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এই প্রাসাদে এসে পড়ে। কিন্তু তখনো সে টারজন যেখানে ছিল সেখানে আসতে পারেনি।

সম্রাট মুম টারজনের বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়লে টারজনের সঙ্গী সেই নিগ্রোভৃত্যটি ঘরের সব নিগ্রো ক্রীতদাসদের বলতে লাগল, তোমরা যদি মুক্তি পেতে চাও তাহলে এই বিদেশীকে সাহায্য করো। বোলগানিদের সব হত্যা করো।

টারজনের ব্যক্তিত্ব, সাহস আর তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পেয়ে গেল নিগ্রো ক্রীতদাসরা। টারজন তাদের লক্ষ্য করে বলল, আগে সিংহাসনে বসে থাকা ঐ তিনজন বোলগানিকে হত্যা করো।

নিগ্রোরা তখন একযোগে সেই তিনজন গোরিলাকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়তে লাগল। টারজন এবার মঞ্চের উপর উঠে গিয়ে মরা সিংহের বুকটা থেকে তার গেঁথে যাওয়া বর্শাটা তুলে নিয়ে ঘরে অন্য যে সব গোরিলা ছিল তাদের প্রতি আক্রমণ চালাতে লাগল। প্রথমে সে সামনের দিকে যে পঞ্চাশজন সামন্ত গোরিলা ছিল তাদের সম্বোধন করে বলল, থাম তোমরা, আগে আমার কথা শোন। আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। আমি তোমাদের সঙ্গে কোন ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। আমি শুধু তোমাদের দেশ থেকে বাইরে যাবার একটা পথ খুঁজে পেতে চাই। আমাকে শুধু এই মহিলার সঙ্গে শান্তিতে চলে যেতে দাও এখান থেকে।

টারজনের কথা শুনে গোরিলাগুলো গর্জন করতে করতে কি সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। এমন সময় তাদের মধ্যে সেই বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ ইংরেজকে দেখে রাগ হয়ে গেল টারজনের। সে তাকে চীৎকার করে বলল, শয়তান বিশ্বাসঘাতক কোথাকার। তুই এখানে এসে এদের আমার কথা বলে দিয়েছিস তাই এরা একজন নিগ্রোভৃত্যকে আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য পাঠিয়েছিল।

বৃদ্ধ বলল, না, আমি এই বন্দিনী মহিলার কি হয় তা দেখার জন্যই এখানে এসেছিলাম, তোমাকে ধরাতে আসিনি।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তুমি তাহলে এখন আমার দলে চলে এসো।

তোমার আনুগত্যের পরিচয় দাও আমার প্রতি। সারাজীবন দাসত্ব করার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল।

টারজন মঞ্চের উপর লা-এর কোমরটা একটা হাত দিয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল। নিগ্রো ক্রীতদাসরা সংখ্যায় ছিল মোট সাতজন। তারা সবাই টারজনের দলে এসে বর্শা, খড়্গ আর কুড়ুল নিয়ে লড়াই করতে লাগল। তারা মৃত গোরিলাদের বুক থেকে বর্শাগুলো তুলে ফেলল।

বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে ওরা ছিল সংখ্যায় মাত্র নয়জন; কিন্তু গোরিলাদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ। প্রথমদিকে গোরিলারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও তারা এতক্ষণে নিজেদের সামলে নিয়ে একযোগে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

এমন সময় দরজার সামনে একটা সিংহের গর্জন শুনে চককে উঠল সবাই। টারজন দেখল জাদ-বাল-জা কোথা থেকে এসে ঘরে ঢুকছে। সে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে ডাকল, জাদ-বাল-জা, মার বোলগানিদের।

সে আঙুল দিয়ে গোরিলাদের দেখিয়ে দিল। জাদ-বাল-জার আক্রমণে কয়েকজন গোরিলা মারা গেল আর বাকি কয়েকজন পালিয়ে গেল ঘর থেকে। টারজন তখন জাদ-বাল-জাকে মঞ্চের উপর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে নিগ্রোদের বলল, এই হচ্ছে আসল সম্রাট তোমাদের।

লা বলল, চল, আমরা এখনি পালিয়ে যাই।

বৃদ্ধ বলল, যেসব গোরিলারা চলে গেছে তারা আবার দলবল নিয়ে আসবে। ওরা সহজে ছেড়ে দেবে না। ঐ দেখ প্রাসাদসংলগ্ন বাগানে কত গোরিলা।

টারজন বলল, এত তাড়াতাড়ি পালানো চলবে না।

এই সময় এক বিরাট গোরিলাকে বারান্দা দিয়ে সেই হলঘরটায় ঢুকতে দেখেই টারজন জাদ-বাল-জাকে ছেড়ে দিল। জাদ-বাল-জা একলাফে গিয়ে আবার কয়েকজন গোরিলার গলাগুলো কামড়ে কেটে দিল। ফলে আর কোন গোরিলা ঘরে ঢোকার চেষ্টা করল না। তারা দল বেঁধে বারান্দায় জটলা পাকিয়ে আলোচনা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। যেসব গোরিলারা ঘরের মধ্যে ঢুকে লড়াই করতে এসেছিল তাদের মধ্যে থেকে পনেরজন গোরিলাকে বন্দী করে পাশের একটা ঘরে বন্দী করে রাখল টারজন।

এমন সময় উপর থেকে জ্বলন্ত কি একটা জিনিস পড়তেই লা টারজনকে দেখাল তা। টারজন দেখল ঘরের উপর ছাদের নিচে ব্যালকনির মত যে সব জায়গা ছিল তাতে কোথা থেকে অনেক গোরিলা এসে বসে আছে আর তেলেভেজা কাপড়ে আগুন লাগিয়ে নিচে ফেলছে। অর্থাৎ এক নতুন কায়দায় টারজনদের আক্রমণ করল গোরিলারা।

ইতিমধ্যে টারজন তিনজন নিগ্রোকে তাদের গাঁয়ের বস্তীতে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে তারা গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে নিয়ে আসতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

এস্তেবান আর ওয়াজা সোনাগুলো পুঁতে রাখার পর তাদের পাঁচজন লোককে মাইলখানেক দূরে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিল সেইখানে চলে গেল। তারপর সেখান থেকে তাদের নিয়ে নদীর ধারে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করল।

এস্তেবান ওয়াজাকে বলল, এখন এখান থেকে সোজা দূর উপকূলভাগে না গিয়ে নিকটবর্তী কোন গাঁয়ে গিয়ে কিছু কুলী যোগাড় করে আনতে পারলে ভাল হত। তারা সোনাগুলো উপকূলভাগের কোন বন্দরে বয়ে নিয়ে যেতে পারত।

ওয়াজা বলল, কিন্তু টাকা না হলে মালবহনের জন্য লোক পাওয়া যাবে না।

এস্তেবান বলল, একটা সোনার তাল নিয়ে গিয়ে তার বিনিময়ে কিছু ব্যবসার জিনিস নিয়ে আসতে হবে।

পরের দিন সকালে এস্তেবান ওয়াজাকে নিয়ে একটা সোনার তাল আনার জন্য নদীর ধারে সেই জায়গাটায় গেল। একটা তাল মাটি খুঁড়ে তোলার পর তার জামার পকেট থেকে একটা মানচিত্র বার করে জায়গাটার অবস্থিতি চিহ্নিত করে রাখল। জায়গাটার একপাশে যে নদী ও গাছপালা ছিল তার সব চিহ্ন একটা করে এঁকে রাখল। তার কাছে একটা সূঁচলো কাঠি ছিল তা ইঁদুর মেরে তার রক্তে ডুবিয়ে সে মানচিত্রটাতে আঁকার কাজ করল। ওয়াজা না থাকলে সে যাতে ভবিষ্যতে এসে জায়গাটা সহজেই খুঁজে পায় তার জন্য এই মানচিত্রটা তৈরী করে রাখল এস্তেবান।

এদিকে জেন লণ্ডনে যাবার জন্য উপকূল বন্দরে পৌঁছেই আবার একটা টেলিগ্রাম পেল। তাতে জানল তার বাবা এখন ভাল আছে এবং তার যাবার এখন প্রয়োজন নেই। একথা জানতে পেরে সেখান থেকেই বাড়ি ফিরে এল জেন। এসে জাদ-বাল-জা পালিয়ে গেছে শুনে দুঃখিত হলো।

বাড়ি ফিরেই জেন শুনল টারজন ওপার থেকে ফেরেনি তখনো। কোন খবর নেই তার। এতে ভয় পেয়ে গেল জেন। কিন্তু কোরাক ভয় পেল না। তার বাবার যোগ্যতায় কোন সংশয় বা আশঙ্কা পোষণ করার কোন কারণ খুঁজে পেল না সে।

কিন্তু পরদিন যখন টারজনের ওয়াজিরি যোদ্ধাদের দল ফিরে এসে বলল, টারজন আবার এক দুর্ঘটনায় পড়েছিল এবং আবার তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে তখন সত্যিই ভয় পেয়ে গেল জেন। সে বলল, সে কিছু লোক নিয়ে একাই টারজনের খোঁজে যাবে। কোরাক তার সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু জেন আপত্তি জানিয়ে বলল, তুমি বাড়িতে থাক। আমি একাই যেতে পারব। আফ্রিকার জঙ্গলে কোন স্থান আমার অজানা নয়।

পরদিন সকালেই সেই পঞ্চাশজন ওয়াজিরি যোদ্ধা নিয়ে টারজনের খোঁজে রওনা হয়ে পড়ল জেন।

এদিকে এস্তেবান ওয়াজাকে নিয়ে শিকার থেকে শিবিরে ফিরে এল না দেখে সবাই রেগে গেল। এস্তেবানের জন্য তাদের কোন চিন্তা বা মাথাব্যথা নেই। তাদের একমাত্র চিন্তা হলো ওয়াজার জন্য। ওয়াজা খুব যোগ্য ছিল সর্দার হিসাবে এবং তার কথা নিগ্রোভৃত্যরা শুনত সবাই।

ওয়াজার অনুপস্থিতিতে লুভিনি নামে একজন সর্দারের কাজ করছিল। সে বলল, এস্তেবান আর ওয়াজা শিকারে যাবার নাম করে নিশ্চয় ইচ্ছা করে শিবির ছেড়ে পালিয়েছে। ওরা ঠিক আরবদের শিবিরে গেছে আমাদের ফাঁকি দিয়ে। আমরা জোর করে যা না পারব ওরা দুজনে শয়তানি করে তা পারবে। ওরা যা হাতির দাঁত পাবে তা দুজনে ভাগ করে নেবে।

ফ্লোরা বলল, কিন্তু ওরা মাত্র দুজনে একদল আরব লুণ্ঠনকারীকে কি করে পরাস্ত করবে?

লুভিনি বলল, ওয়াজাকে চেন না তোমরা। আরবদের দলে যেসব আদিবাসী আছে ওয়াজা অনায়াসে তাদের দলে টানবে। নিগ্রোদের মন জয় করার একটা ক্ষমতা আছে ওর। তার উপর এস্তেবানকে টারজন বলে চালাবার চেষ্টা করবে। টারজনের নাম শুনে আরবরা পালাবে।

তখন কার্ল বলল, ও ঠিকই বলছে। আচ্ছা, তুমি আমাদের আরবদের শিবিরে নিয়ে যেতে পারবে?

লুভিনি বলল, হ্যাঁ পারব।

কার্ল এবার ফ্লোরাকে বলল, একজন লোককে দূত হিসাবে আরবদের শিবিরে পাঠিয়ে দাও। তাদের সাবধান করে দেবে সে গিয়ে। টারজনের নাম ধরে যে লোকটা যাবে তাদের কাছে সে একজন ভণ্ড প্রতারক। ও গিয়ে বলবে ওয়াজা আর এস্তেবান নামে যে দুজন লোক তাদের শিবিরে যাবে তাদের যেন তারা ধরে আটক করে রেখে দেয় আমরা না যাওয়া পর্যন্ত। আমরা গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।

কার্লের পরিকল্পনাটা শিবিরের সকলেই সমর্থন করল। একজন লোককে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ঠিক হলো পরদিনই ওরা শিবির গুটিয়ে

আরবদের শিবিরের দিকে রওনা হবে। লুভিনি হাতির দাঁতের ভাগ পাবার প্রতিশ্রুতি দিলে নিগ্রোভৃত্যরাও ওদের সঙ্গে যাবে।

কিন্তু এক সপ্তাহ পর ফ্লোরারা আরবদের শিবিরে গিয়ে শুনল এস্তেবানরা আসেনি সেখানে। তাদের সব কথা শুনে আরবরা রেগে গেল ও তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। তবু তারা আরবদের শিবিরের পাশেই শিবির স্থাপন করল। ওরা ভাবল সময় বুঝে আরবদের আক্রমণ করবে।

লুভিনি ওদের বলল, ওরা ইতিমধ্যেই আরবদের নিগ্রোভৃত্যদের বিদ্রোহী করে তুলেছে এবং তাদের সহায়তায় দু-একদিনের মধ্যে আরব শিবির আক্রমণ করবে। কিন্তু লুভিনির আসল উদ্দেশ্য আর পরিকল্পনাটা ছিল অন্য রকমের। সে ঠিক করেছিল দুটি শিবিরের সব নিগ্রোভৃত্যরা এক হয়ে প্রথমে আরবদের হারিয়ে দেওয়ার পর শ্বেতাঙ্গ ক'জনকে খতম করবে। পরে সব হাতির দাঁতগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। আর ফ্লোরাকে নিয়ে লুভিনি তার কাছে রেখে দেবে অথবা বিক্রি করে দেবে। নিগ্রোভৃত্যরা সংখ্যায় ছিল প্রায় দুশো জন।

লুভিনির এ পরিকল্পনার কথা শ্বেতাঙ্গরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি এবং সে পরিকল্পনা পুরোপুরিভাবে কার্যকরী হত যদি না এক বালকভৃত্য কথাটা ফ্লোরার কাছে ফাঁস করে দিত। ফ্লোরা কাজ করত আর তার কাছে কাছে থাকত ছেলেটা। ছেলেটাকে সত্যিই ভালবাসত ফ্লোরা।

একদিন সন্ধ্যার সময় ছেলেটা ফ্লোরার কাছে তার কানে কানে চুপি চুপি বলল, তোমরা এখনি পালিয়ে যাও। তুমি আমাকে ভালবাস বলেই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। লুভিনি চক্রান্ত করেছে, আরবদের সবাইকে হত্যা করার পর ওরা তোমাদেরও মেরে ফেলবে। শুধু তোমাকে হয় তার কাছে রেখে দেবে অথবা কোথাও নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবে।

ফ্লোরা তার রিভলবার নিয়ে অতর্কিতে লুভিনিকে মারতে যাচ্ছিল। কিন্তু ছেলেটা অনেক করে অনুনয় বিনয় করে নিষেধ করল। এখন ওরকম করলে ওরা এখনি ক্ষেপে উঠবে।

ফ্লোরা তার কথা শুনে সামলে নিল নিজেকে। পরে সে কার্ল ও দলের সবাইকে কথাটা খুলে বলল। তারাও সবাই রাইফেল নিয়ে ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ফ্লোরা তাদের নিষেধ করল। অবশেষে ওরা যুক্তি করে ঠিক করল লুভিনিরা আরবদের আক্রমণ করলেই ওরা পালিয়ে যাবে। এখন চুপ করে থাকবে।

লুভিনি এসে বলল, সব ঠিক। রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেলেই ওরা আরবদের আক্রমণ করবে। গুলির আওয়াজ শুনলেই ওরা যেন লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

সে রাতে শিবিরের কেউ ভাল করে খেতে পারল না। দুশ্চিন্তায় সকলের

মনই ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। যাই হোক, লুভিনিরা আরবদের আক্রমণ করতেই গুলির আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা শিবিরের পিছনের রাস্তা দিয়ে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ল।

আরবরা সংখ্যায় ছিল মোট বারোজন। গুলি চালনায় তারা দক্ষ ছিল। প্রথম দিকে তাদের কায়দা করতে পারল না লুভিনিরা। কিন্তু নিগ্রোরা সংখ্যায় অনেক বেশী থাকায় সব আরবরা একে একে নিহত হলো। আরবদের শেষ করে লুভিনিরা শিবিরে গিয়ে শ্বেতাঙ্গদের খোঁজ করতে লাগল।

কিন্তু শিবিরে বা তার আশেপাশে কোথাও শ্বেতাঙ্গদের দেখতে না পেয়ে লুভিনিরা ক্ষেপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুশোজন নিগ্রো একযোগে শ্বেতাঙ্গদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলে।

দ্বাদশ অধ্যায়

গোরিলারা উপর থেকে ক্রমাগত তেলেভেজা জলন্ত কাপড়ের টুকরো ফেলতে থাকায় সমস্ত হলঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেল। সকলের চোখগুলো জ্বালা জ্বালা করতে লাগল। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এতে লা বলল, আর থাকতে পারছি না, এখান থেকে পালিয়ে চল।

বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বলল, ধোঁয়াটা আর একটু গভীর হলে আমরা এক গোপন পথ দিয়ে চলে যাব। তাহলে গোরিলারা আর আমাদের দেখতে পাবে না।

টারজন বলল, সে পথে কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের ?

বৃদ্ধ বলল, এই প্রাসাদের বাইরে উপত্যকায়।

ক্রমে সত্যিই ধোঁয়াটা আরো ঘন হয়ে উঠল। বৃদ্ধ তখন মঞ্চের পিছন দিক দিয়ে একটা পথ দিয়ে ওদের নিয়ে যেতে লাগল। টারজন, লা, জাদ-বাল-জা আর সেই নিগ্রোভৃত্যটি বৃদ্ধের পিছু পিছু যেতে লাগল। বৃদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা সুড়ঙ্গপথ ধরল কতকগুলো অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে।

বৃদ্ধ তাদের একটি বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে টারজনকে ঘরের তাকের দিকে দেখতে বলল। টারজন দেখল ঘরের চারদিকে তাকের উপর অনেক চামড়ার প্যাকেটে মোড়া কি সব জিনিস ভরা আছে। এই রকম অসংখ্য প্যাকেট ছিল একই সাইজের। বৃদ্ধ একটা প্যাকেট টেনে নিয়ে সেটা খুলে টারজনকে

দেখাল। ওরা দেখল প্যাকেটটা হীরেয় ভর্তি। বৃদ্ধ একটা বাতি জ্বালল অন্ধকারে।

বৃদ্ধ বলল, এক একটা প্যাকেটে পাঁচ পাউণ্ড করে হীরে আছে।

এরপর সে টারজনের হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বলল, এট নিয়ে যাও।

সেই ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা আবার অন্ধকারে সুড়ঙ্গপথ ধরল। পথে এক জায়গায় আর একটা বন্ধদ্বার ঘর পেল ওরা। দরজাটায় বৃদ্ধ চাপ দিতেই খুলে গেল। সেই ঘরের পিছনের দিকের দরজাটা খুলে ওরা প্রাসাদের বাইরে চলে গেল। ওরা প্রাসাদের পূবদিকের ফটকের বাইরে চলে এল। বৃদ্ধ বলল, চল আমরা জঙ্গলের দিকে চলে যাই।

টারজন বলল, দাঁড়াও, নিগ্রোরা আসুক। ওরা এখনি এসে পড়বে।

দরবার ঘরে গোরিলারা ধোঁয়া কমে গেলে যখন জানতে পারল বিদেশীরা পালিয়েছে তখন তারা প্রাসাদের সব গোরিলাদের জড়ো করে প্রাসাদের সব গেটগুলোতে খোঁজ করতে লাগল।

হঠাৎ টারজন বলল, ঐ দেখ, গোরিলারা দলবেঁধে আমাদের দিকে আসছে। না, তুমি পালাও ওপারের পথে। আমি পরে যাব। নিগ্রোরা আসুক।

লা বলল, তুমি আমার জন্য যা করেছ তা আমি কখনো ভুলব না। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

টারজন বলল, পালিয়ে গিয়ে কোন ফল হবে না। ওরা আমাদের ধরে ফেলবে আর তাতে আদিবাসী নিগ্রোদের মনোবল নষ্ট হয়ে যাবে।

এমন সময় সেই নিগ্রোভৃত্যটি ওদের দেখাল, ঐ দেখ, ওরা এসে গেছে।

টারজন দেখল সত্যিই পিছনের বন থেকে হাজার হাজার নিগ্রো আদিবাসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডায়মণ্ড প্রাসাদের দিকে আসছে। টারজন তাদের গোরিলাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। ওদের মেরে ফেল। ওরা তোমাদের যুগ যুগ ধরে ক্রীতদাস করে রেখে অত্যাচার করে এসেছে। আজ তার প্রতিশোধ নাও।

আদিবাসীরা ক্ষেপে গিয়ে বোলগানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাদ-বাল-জাও বোলগানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেককে ঘায়েল করল। এইভাবে অনেকক্ষণ লড়াই করার পর বহু গোরিলা মারা গেল। কিছুসংখ্যক গোরিলা বন্দী হলো আর কিছু পালিয়ে গেল।

লড়াই শেষ হয়ে গেলে টারজন লা আর বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গকে নিয়ে প্রাসাদের উপরতলায় দরবার ঘরে চলে গেল। আদিবাসী নিগ্রোদের সব সর্দারদের ডাকা হলো। বহু নিগ্রো দরবার ঘরের ভিতরে ও বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। টারজন নিগ্রো সর্দারদের সম্বোধন করে মঞ্চের উপর থেকে বলতে লাগল, তোমরা আজ অত্যাচারীদের কবল হতে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করে নিয়েছ। যুগ যুগ ধরে দাসত্ব করে আসার ফলে তোমাদের মধ্যে কোন নেতা গড়ে ওঠেনি।

তাই বলি, তোমরা একজন বিদেশীকে আজ তোমাদের এ রাজ্যের শাসক নির্বাচিত করো।

সমস্ত নিগ্রোসর্দার একবাক্যে বলে উঠল, তুমি, তুমিই হবে আমাদের শাসক।

টারজন বলল, থাম, এখানে এমন একজন বিদেশী আছেন যিনি এখানে তোমাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করে আসছেন। যিনি তোমাদের রীতিনীতি ও আশা আকাঙ্খার কথা সব জানেন। এই বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গই সেই লোক। ইনিই হবেন তোমাদের রাজা।

বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বলল, কিন্তু আমি এখান থেকে সভ্য জগতে চলে যেতে চাই।

টারজন বলল, কিন্তু আপনি এতদিন পর সভ্য সমাজে গিয়ে কি করবেন? কোন বন্ধু পাবেন না। সভ্য সমাজে পাবেন শুধু স্বার্থ আর শঠতা। লণ্ডন শহরে আমার বাড়ি এবং ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও আমি আফ্রিকার জঙ্গল ভালবাসি এবং এই জঙ্গলের মধ্যে এক ওয়াজিরি বস্তীতে এক বাংলোতে বাস করি। সেখানে এক খামার গড়ে তুলেছি। সুতরাং আপনি এইখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে যান। আপনি সভ্য জগতে ফিরে গেলে হতাশ হবেন। এই অসহায় নিগ্রোরা আপনার সাহায্য চায়। এদের আপনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। এরা সরল প্রকৃতির এবং বড় অনুগত।

অবশেষে টারজনের কথায় রাজী হয়ে বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বলল, ঠিক বলেছ তুমি। আমি আর যাব না কোথাও। ওরা আমায় চাইলে আমি এখানে ওদের প্রধান হিসাবে কাজ করব।

যেসব গোরিলারা হেরে গিয়ে প্রাসাদের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের সবাইকে দরবার ঘরে ডেকে আনা হলো। দরবার ঘরের সিংহাসনে টারজন, লা আর বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বসে ছিল।

টারজন তাদের বলল, তোমরা হয় এখান থেকে চলে যাবে না হয় এখানে ক্রীতদাস হিসাবে থাকবে। দুটোর একটাকে বেছে নিতে হবে। তবে এখানে থাকলে তোমাদের উপর কোন অত্যাচার করা হবে না। নতুন রাজা তোমাদের দেখবেন।

গোরিলারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, আমরা কোথায় যাব? আমরা তার থেকে এখানেই থাকব।

টারজন তখন গোরিলাদের বলল, শোন, তোমরা সংখ্যায় একশো হবে। তোমরা বীর যোদ্ধা এবং শক্তিশালী। আমার পাশে ওপারের রাণী ও প্রধানা পুরোহিত লা বসে আছে। ওপারের প্রধান পুরোহিত কাদিজ বড় কুটিল এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে লাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে বড় অত্যাচারী। তোমরা আমার সঙ্গে সেখানে যাবে। সেখানে অত্যাচারী কাদিজকে খতম করে আমি লাকে আবার রাণী করব। তোমরা লা-এর অধীনে ওপার নগরীতেই থাকবে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

পরদিন সকালেই টারজন তিন হাজার নিগ্রো যোদ্ধা, একশো গোরিলা আর লাকে নিয়ে ওপারের পথে রওনা হলো। ওরা সোজা ওপার নগরীর সামনের দিক দিয়ে প্রবেশ করবে নগরীর মধ্যে।

এইভাবে টারজন যখন এগিয়ে যাচ্ছিল ওপারের দিকে কাদিজ তখন মন্দিরের উঠোনে বসেছিল। তার পাশে ছিল প্রধানা পূজারিণী ওয়া। কিছুক্ষণ আগে সে বেদীর উপর একটা বলি দিয়েছে। ওয়া বলছিল, কাদিজ, তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। এর আগেও তুমি আদেশ লঙ্ঘন করে বলি দিয়েছ। এটা আমার কাজ, তোমার কাজ নয়।

কাদিজ বলল, আমি প্রধান পুরোহিত এবং ওপারের রাজা। আমিই তোমাকে এ পদে বসিয়েছি।

এমন সময় একটা ছোট বাঁদর এসে কাদিজকে খবর দিল, অনেক গোমাঙ্গানী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওপারে আসছে।

একথা শুনে কাদিজ অনেক পুরোহিত ও যোদ্ধাকে নিয়ে নগরদ্বারের দিকে এগিয়ে গেল। নগরপ্রাচীরের উপর থেকে দেখতে লাগল। দেখল সত্যিই বহু নিগ্রো টারজনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে নগর আক্রমণের জন্য। তাদের দলে একশোজনের মত গোরিলাও আছে।

টারজন নিজের হাতে কাদিজকে শাস্তি দেবার জন্য পাঁচিলের উপর উঠে গেল। কাদিজের যোদ্ধারা হেরে যেতে লাগল নিগ্রোযোদ্ধা আর গোরিলাদের হাতে। কাদিজ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে কয়েকজন যোদ্ধা আর পুরোহিতকে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। টারজন একাই তাদের পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে একসময় অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল টারজন। জ্ঞান না হারালেও জোর আঘাত লাগায় সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারল না সে। কাদিজ পিছন ফিরে টারজনের এই অবস্থা দেখে তার পুরোহিতদের তাকে বেঁধে ফেলার জন্য হুকুম দিল। বলল, ওকে বেদীর উপর নিয়ে যাও।

পুরোহিতরা টারজনের হাত পা বেঁধে তাকে নিয়ে মন্দিরের উপরে গিয়ে বেদীর উপর তাকে শুইয়ে দিল সেই অবস্থায়।

কাদিজ বলল, আজ আমি তোমাকে নিজের হাতে বলি দেব। আর আমি অপেক্ষা করব না কারো জন্য। কারো কোন হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করব না।

কাদিজ তার বলির খাঁড়াটা টারজনের গলার উপরে উঁচিয়ে ধরল, এমন সময় মন্দিরের পাঁচিলের উপর একটা সিংহের গর্জন শুনে চমকে উঠল কাদিজ। ভয়ে তার হাত থেকে খাঁড়াটা পড়ে গেল।

টারজন চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল জাদ-বাল-জা তার সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে।

টারজন চীৎকার করে ডাকল জাদ-বাল-জাকে। বলল, ওকে মেরে ফেল জাদ-বাল-জা।

সঙ্গে সঙ্গে জাদ-বাল-জা এক লাফে পাঁচিল থেকে নেমে কাদিজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাদিজের সারা দেহ কামড় দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে সেটাকে এক-তাল মাংসে পরিণত করে ফেলল।

টারজন তেমনি হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইল বেদীর উপর। কাদিজের অনুগত পুরোহিতরা কে কোথায় পালিয়ে গেছে ভয়ে।

ঘণ্টাখানেক পর লা তার বিজয়ী যোদ্ধাদের নিয়ে টারজনের খোঁজ করতে করতে মন্দিরে এসে হাজির হলো। সে টারজনকে বেদীর উপর পড়ে থাকতে দেখে ছুটে গিয়ে তার হাত পায়ের বাঁধন কেটে তাকে মুক্ত করে দিল।

টারজন লাকে বলল, তোমার আমার সবচেয়ে বড় শত্রু আজ মৃত। এবার তুমি নিষ্কণ্টক। তার মৃত্যু আর আমার জীবনের জন্য তুমি এই জাদ-বাল-জাকে ধন্যবাদ দিতে পার। সে ঠিক সময়ে না এসে পড়লে আমাকে আজ তার খাঁড়ার আঘাতে মরতে হত।

সেদিন রাত্রিতে ওপারের প্রাসাদের এক বড় হলঘরে এক ভোজসভার আয়োজন করা হলো। তাতে টারজন, লা আর ওপারের সব পুরোহিত ও পূজারিণীরা যোগদান করল। সব পুরোহিত আর পূজারিণীরা লাকে তাদের রাণী আর প্রধানা পূজারিণী হিসাবে অকুণ্ঠভাবে মেনে নিল। তার দেহরক্ষী হিসাবে একশো বিরাটকায় গোরিলা রয়ে গেল টারজনের আদেশে।

পরদিন সকালেই টারজন জাদ-বল-জাকে নিয়ে লা-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার দেশের বাড়ির পথে রওনা হয়ে পড়ল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেদিন সন্ধ্যায় শিবির থেকে ফ্লোরা আর তার চারজন সঙ্গী লুভিনিদের ভয়ে বনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগল। তারা বুঝতে পারল লুভিনি দুশোজন সশস্ত্র নিগ্রোভৃত্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু আসছে। পরিত্রাণের কোন আশা নেই!

হতাশ হয়ে বনের মধ্যে ছুটতে ছুটতে সামনে দূরে একটা আলো দেখতে পেল তারা। মনে হলো কারা যেন শিবির স্থাপন করেছে সেখানে। কাছে গিয়ে দেখল পঞ্চাশ জনের একদল ওয়াজিরি যোদ্ধা এক জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের আশেপাশে বসে রয়েছে আর শিবিরের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা ঘোরাফেরা করছে।

ফ্লোরা সোজা শিবিরের মধ্যে ওয়াজিরিদের সামনে দিয়ে সেই শ্বেতাঙ্গ মহিলার কাছে চলে গেল। মহিলাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে গেল ফ্লোরা। বলল, লেডী গ্রেস্টোক, আপনি!

জেন বলল, আমি বুঝতে পারছি না তুমি আফ্রিকায় কি করে এলে। তুমি আফ্রিকায় আছ আমি তা জানতাম না।

ফ্লোরা বলল, আমার সঙ্গে ব্লুবার ও তার চারজন বন্ধু আছে। তাদের সঙ্গে আমি আফ্রিকায় আসি। কারণ আমি আপনাদের কাছে থাকার সময় আফ্রিকার নানা জায়গা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হয়। আমরা একটা শিবিরে ছিলাম। আমাদের নিগ্রোভৃত্যরা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা আমাদের ধরতে আসছে। আপনি আমাদের না বাঁচালে আমরা মারা পড়ব।

জেন বলল, তারা কি উপকূলভাগের লোক?

ফ্লোরা বলল, হ্যাঁ।

জেন বলল, তাহলে আমার ওয়াজিরিরা তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। তারা সংখ্যায় কত আছে?

ফ্লোরা বলল, দুশোজন।

জেন তার ওয়াজিরি যোদ্ধাদের সর্দার উসুলাকে ডেকে বলল, দুশোজন উপকূলভাগের নিগ্রোভৃত্য এদের ধরতে আসছে। এদের রক্ষা করার জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

এমন সময় লুভিনির দলের নিগ্রোরা শিবিরের সামনে এসে পড়ল।

জেন বলল, ওদের হাতে রাইফেল আছে, এটাই হল ভাবনা ও ভয়ের কথা।

কার্ল বলল, কিন্তু ওদের মধ্যে ডজনখানেক লোক ভালভাবে রাইফেল চালাতে পারে।

জেন কার্লদের বলল, তোমাদের হাতে অস্ত্র আছে। তোমরা আমার ওয়াজিরিদের সঙ্গে মিলে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। তোমরা ভাল রাইফেল চালাতে পার। আমি আর ফ্লোরা শিবিরের পিছনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

লুভিনি আসলে লড়াই করতে আসেনি। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল ফ্লোরাকে তুলে নিয়ে যাওয়া। সে বলল, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। আমাদের আসল কাজ হলো শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া। তোমরা লড়াই করার ভান করে ওদের এদিকে টেনে আন। ওরা যখন এদিকে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবে আমি তখন পঞ্চাশজন লোক নিয়ে গিয়ে শিবির থেকে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যাব। আমার কাজ হয়ে গেলে আমি খবর পাঠাব। তখন তোমরা লড়াই ছেড়ে সোজা আমাদের গাঁয়ে চলে যাবে। আমি সোজা সেখানেই চলে যাব মেয়েটাকে নিয়ে।

এদিকে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে শিবিরের ধারে একটা গাছের উপর বসে

ফ্লোরাকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল এস্তেবান। শ্বেতাঙ্গ ও ওয়াজিরি যোদ্ধারা যখন লুভিনির দলের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল এবং জেন আর ফ্লোরা যখন শিবিরের পিছনে দুজনে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল এস্তেবান হঠাৎ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে ফ্লোরাকে নিমেষের মধ্যে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল। এস্তেবানকে অনেকটা টারজনের মত দেখতে বলে জেন তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে তাকে টারজন ভেবে 'জন' বলে চীৎকার করে কি বলতে গেল। কিন্তু এস্তেবান তার সুযোগ দিল না।

এদিকে লুভিনি তার দলের পঞ্চাশজন লোক নিয়ে শিবিরের পিছনে ফ্লোরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা হাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে। আসলে জেন তখন ভাবছিল ফ্লোরাকে যে এভাবে নিয়ে গেল সে কে।

লুভিনির লোকরা একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা দেখেই সে কে তার বিচার না করেই তাকে তুলে নিয়ে গেল। তার মুখে কাপড় গুঁজে দিল এমন ভাবে যাতে সে চীৎকার করতে না পারে।

লুভিনির লোকরা লড়াই ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লুবার, কার্ল প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গরা শিবিরে ফিরে এসে দেখল জেন বা ফ্লোরা কেউ নেই। ওয়াজিরিরা জেনকে না পেয়ে পাগলের মত তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছোটাছুটি করতে লাগল।

লুভিনির লোকরা তাদের গাঁয়ের দিকে ছুটে পালাচ্ছে দেখে ওয়াজিরিরা তাদের পিছনে ছুটতে লাগল। লুভিনির লোকরা যখন দেখল ওয়াজিরিরা তাদের ধরতে আসছে তখন তারা রাইফেলগুলো ফেলে দিয়ে ছুটতে লাগল। তারা গাঁয়ের ভিতরে ঢুকে গাঁয়ের গেট বন্ধ করে দিল ওয়াজিরিরা গেটের বাইরে বসে পড়ল। তাদের সর্দার উসুলা বলল, আমরা লেডী গ্রেস্টোককে চাই, আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে লুভিনির নির্দেশে জেনকে গাঁয়ের মধ্যে গাঁয়ের গেটের কাছে একটা কুঁড়েতে রাখা হয়েছিল। সে তখনো বুঝতে পারেনি তার লোকরা ফ্লোরার পরিবর্তে জেনকে ধরে এনেছে। তার ধারণা ছিল ফ্লোরাকেই তুলে আনা হয়েছে। লুভিনি সই কুঁড়েতে গিয়ে বন্দিনী শ্বেতাঙ্গ মহিলার মুখ দেখেই বিস্ময়ে চমকে উঠল। জেনকে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

লুভিনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে?

জেন বলল, আমি টারজনের স্ত্রী লেডী গ্রেস্টোক। তুমি যদি মঙ্গল চাও ত আমাকে ছেড়ে দাও।

লুভিনি প্রথমে টারজনের নাম শুনে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলেও জেনকে দেখে লালসা জাগল তার মনে। সে জেনের হাতের বাঁধনগুলো খুলে দিল। তার লোভাতুর দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে গেল জেন। তার গরম নিঃশ্বাসগুলো জেনের

গায়ে পড়ছিল।

বাঁধনগুলো একে একে খোলার পরই জেনের দেহসৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে লালসায় তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল লুভিনি। জেন তাকে সজোরে এক ঝটকায় ঠেলে সরিয়ে দিল। লুভিনি আবার তাকে ধরে বুকের কাছে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু তীব্র কামনার আবেগে অন্ধ ও বধির হয়ে উঠেছিল যেন লুভিনি। সে বুঝতে পারেনি রাত্রির অন্ধকারে কখন বাইরে ওয়াজিরিরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তাদের গাঁয়ে। অনেকগুলো কুঁড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখাগুলো তাদের এই কুঁড়েটার দিকে এগিয়ে আসছে। বাইরে তুমুল চীৎকার আর হট্টগোল শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সে শব্দ রুদ্ধদ্বার ঘর থেকে শুনতে পায়নি লুভিনি।

উসুলা পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে রাত্রি গভীর হলে আগুন লাগিয়ে দিতে বলে। তাদের লোকদের সে বলে, আগুন লাগলেই গাঁয়ের লোকেরা ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসবে, তখন লক্ষ্য রাখবে। লেডী গ্রেস্টোককে কাউকে বয়ে আনতে দেখলেই ধরে ফেলবে।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লেডী গ্রেস্টোককে দেখতে পেল না ওরা। গাঁয়ের সব লোকেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে ওরা তন্ন তন্ন করে গোটা গাঁয়ের আগুনে পোড়া ঘরগুলো খুঁজেও জেনের কোন খোঁজ পেল না।

উসুলা তখন তার লোকদের বলল, লেডী গ্রেস্টোককে ওরা হয়ত গাঁয়ের ভিতরে না রেখে অন্য কোথাও রেখেছে। যাই হোক, জনকতক গ্রামবাসীকে ধরে বন্দী করে তার কাছ থেকে কথা বার করে নিতে হবে। উসুলা গ্রামবাসীদের সর্দার লুভিনির নামটা জানত। তাই সে লুভিনির খোঁজ করতে লাগল।

উসুলা ওয়াজিরিদের এবার লুভিনির লোকদের অনুসরণ করতে বলল। তারা যেপথে পালিয়েছে সেই পথে এগিয়ে যেতে লাগল তারা। কিছুদূর যাওয়ার পর জনকতক লোককে ধরে ফেলল তারা। উসুলা তাদের বলল, লুভিনি কোথায়?

তারা বলল, জানি না।

একজন বলল, সে গাঁ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তার কোন দেখা পাইনি। আমরা হচ্ছি আরবদের নিগ্রোভৃত্য। কিন্তু এখন দেখছি লুভিনির দলে এসে ভুল করেছি আমরা। লুভিনি আরো নিষ্ঠুর আরবদের থেকে।

উসুলা তাদের আবার জিজ্ঞাসা করল, দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে ধরে আনতে দেখেছিলে?

নিগ্রোভৃত্যরা বলল, লুভিনি একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে তুলে নিয়ে যায়।

উসুলা বলল, তাকে নিয়ে কি করেছে সে? কোথায় রেখেছে তাকে?

নিগ্রোরা বলল, কি করেছে তা জানি না, তবে মেয়েটিকে গেটের কাছাকাছি একটা কুঁড়েতে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছিল। সেই থেকে মেয়েটিকে আর তাকে দেখিনি।

উস্লা এবার নিগ্রোভৃত্যগুলোকে বলল, চল তোমরা আমাদের সঙ্গে। কোন্ কুঁড়েতে মহিলাকে রেখেছে তা দেখিয়ে দাও। সত্যি কথা বললে মুক্তি দেব। কিন্তু মিথ্যা কথা বললে কোন নিস্তার নেই।

কিন্তু সেই কুঁড়েটাতে ছাই-এর মধ্যে ভস্মীভূত একটা মৃতদেহ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। কিন্তু মৃতদেহটা এমনভাবে পুড়ে গেছে যে তাকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না।

উস্লা বলল, এইটাই ঠিক লেডী গ্রেস্টোকের মৃতদেহ। তাঁকে নিশ্চয় বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে ঘরে আগুন লাগলে পালাতে পারেনেনি।

তবে লেডী গ্রেস্টোকের হাতের আংটি সই ছাই-এর গাদার মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তবু অন্য একজন বলল, আংটিটা হয়ত লুভিনি নিয়ে নিয়েছে হাত থেকে।

যাই হোক, ওয়াজিরিরা মাটি খুঁড়ে একটা কবর তৈরী করে সেই বিকৃত অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহটাকে সমাহিত করল লেডী গ্রেস্টোক ভেবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

ওয়াজিরিরা যখন লেডী গ্রেস্টোককে হারিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহমনে তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছিল তখন টারজন তার সোনালী সিংহটা নিয়ে অন্য পথ দিয়ে এসে তাদের দেখতে পেল। সে আপন মনে ভাবছিল ওয়াজিরিরা তাকে না পেয়ে বাড়ি ফিরে জেনকে তার কথা বললে জেন নিশ্চয় তার খোঁজে বেরিয়ে গেছে জঙ্গলে। সে নিশ্চয় এখন বাড়িতে নেই।

সে দূর থেকে বাতাসে অগ্রসরমান মানুষের গন্ধ পেয়ে জাদ-বাল-জাকে একটা ঝোপে লুকিয়ে রেখে একটা গাছে উঠে দেখতে লাগল। ওয়াজিরিদের দেখে নেমে এল। ওয়াজিরি সর্দার উস্লা টারজনের পায়ে পড়ে সব কথা বলল। জেনকে কিভাবে হারিয়েছে সেকথা কাঁদতে কাঁদতে বলার পর শাস্তি চাইল তার মালিকের কাছ থেকে।

কিন্তু টারজন বলল, তোমরা এখন বাড়ি ফিরে যাও। তোমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা অনেকদিন পর বাড়ি ফিরে এসেছ। তোমরা বাড়ি গিয়ে কোরাককে বাড়িতেই থাকতে বলবে। আমি যদি জেনকে খুঁজে না পাই, আর যদি না ফিরি তাহলে কোরাক যেন আমার আরব্ধ কাজ শেষ করে।

এই বলে জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে নিয়ে আবার জঙ্গলের গভীরে চলে গেল জেনের খোঁজে।

টারজন যেপথে জেনের খোঁজে যাচ্ছিল সেই পথেই ফ্লোরার দলের চারজন শ্বেতাঙ্গ অর্থাৎ ব্লুবার, কার্ল, পীবল আর থ্রুক ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় আসছিল। তাদের পাগুলো ফুলে গিয়েছিল। ক্ষিদের জ্বালা আর সহ্য করতে পারছিল না তারা।

হঠাৎ একসময় পাশের ঝোপ থেকে একটা তীর এসে একজনের হাতে লাগল। ওরা অবাক হয়ে গেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ পর আবার একটা তীর এসে একজনের পায়ে লাগল। এবার ওরা ঝোপের মাঝে কয়েকজন আদিবাসীকে দেখতে পেয়ে গুলি করতে লাগল রাইফেল থেকে। আদিবাসীরা ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

টারজন একটা গাছের উপর উঠে সব দেখে গর্জন করে উঠল, গুলি থামাও, আমি তোমাদের উদ্ধার করব।

ওরা গুলি থামালে গাছ থেকে নেমে এল টারজন। ওদের দেখে সে বলল, আমি চিনেছি তোমাদের। তোমরাই কফির সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে আমাকে অচেতন করে ফেলেছিলে। তবু এভাবে তোমাদের এখানে মরতে দিতে চাই না। তোমরা বিপন্ন, তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেব না আমি। তোমরা কোথায় যেতে চাও?

কার্ল বলল, আমরা উপকূলের দিকে যেতে চাই। সেখান থেকে দেশে ফিরে যাব

টারজন বলল, আমি তোমাদের একটা আদিবাসী গাঁয়ে নিয়ে যাব। সেখান থেকে তোমাদের লোক দিয়ে উপকূলের কাছে পাঠিয়ে দেব। গাঁয়ে গেলেই খাবার পাবে।

টারজনের সঙ্গে একটা গাঁয়ে গেল তারা। টারজন ওদের জন্য খাবার এনে দিল। পরে সে বলল, তোমাদের দলে লুভিনি নামে এক নিগ্রোভৃত্য ছিল। আমার লোকরা বলেছে সে আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। আমি তাকে খুঁজছি।

কার্ল বলল, ওই লোকটাই আমাদের নিগ্রোভৃত্যদের ক্ষেপিয়ে তোলে। সে আমাদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। আমাদের দলের ফ্লোরা নামে মেয়েটিকেও পাচ্ছি না আমরা। সে লেডী গ্রেস্টোকের কাছেই দাঁড়িয়েছিল,

আরবদের সঙ্গে লুভিনিরা লড়াই করছিল।

রাত্রিতে গাঁয়ের সামনে একটা ফাঁকা জায়গায় শুয়ে পড়ল ওরা। টারজন ওদের কাছাকাছি একজায়গায় শুয়ে পড়ল। বলল, তোমাদের কোন ভয় নেই, জাদ-বাল জা আমার পাশেই থাকবে।

কার্ল শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনো ঘুমোয়নি। হঠাৎ সে দেখল টারজন যখন শুতে যাচ্ছিল তখন তার কোমর থেকে চামড়ার মোড়ক দেওয়া একটা প্যাকেট মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু টারজন সেটা বুঝতে পারল না। সে শুয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে কার্ল লোভে পড়ে শুয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে প্যাকেটটা নিয়ে এল। তারপর সেটা ধীরে ধীরে খুলে দেখল প্যাকেটটা অসংখ্য হীরের টুকরোয় ভর্তি। উত্তেজনায় ঘুম হলো না তার। সবকিছু ভুলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে সারারাত জেগে থেকে ভোর হতেই পালিয়ে গেল শিবির ছেড়ে। ভবিষ্যতে কি হবে সেকথা একবারও ভেবে দেখল না সে।

কার্ল বলল, সে একাই উপকূলে পৌছে দেশে চলে যাবে। তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে না অথবা কাউকে এর ভাগ দিতে হবে না।

পরদিন সকালে উপকূলের দিকে রওনা হবার সময় ব্লুবার দেখল কার্ল শিবির ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। সারা গাঁ খুঁজেও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। টারজন সকাল হতেই চলে গেছে জাদ-বাল-জাকে নিয়ে।

এদিকে কার্ল বনের মধ্যে একা পথ চলতে চলতে অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। কোন কিছু খেতে পায়নি। বুকফাটা তৃষ্ণায় জল পর্যন্ত পায়নি একটু। তার উপর কোথা থেকে একধরনের অসংখ্য পিঁপড়ের রাশ তার জামার ভিতর ঢুকে পড়ে তার গাটাকে কুরে কুরে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

একসময় সে অতিষ্ঠ হয়ে জামা প্যাণ্ট সব ছিঁড়ে ফেলে দিল। সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল। শুধু রাইফেল আর সেই হীরের প্যাকেট ছাড়া আর কিছুই রইল না তার কাছে।

এইভাবে যেতে যেতে সামনে একটা শিবির দেখতে পেল সে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এস্তেবানের গলার স্বর শুনতে পেল সে। শুধু এস্তেবানের নয়, তার সঙ্গে ফ্লোরার গলাও শুনতে পেল। অন্ধকারের মধ্যে আলো খুঁজে পেল কার্ল। তাহলে আর তাকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরতে হবে না।

কিন্তু সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কিভাবে যাবে তা ভেবে পাচ্ছিল না কার্ল। লজ্জা নিবারণের জন্য সে লম্বা লম্বা অনেক ঘাস ছিঁড়ে একটা দড়ি দিয়ে গেঁথে কোমরে জড়িয়ে নিল। এবার সে সামনে এগিয়ে গিয়ে এস্তেবানের নাম ধরে ডাকতে লাগল।

কিন্তু এস্তেবান বেরিয়ে এসে তাকে দেখে চিনতেই পারল না যেন।

কার্ল বলল, এস্তেবান, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি কার্ল।

আমি উপকূলের দিকে যাচ্ছিলাম।

এস্তেবান কড়া গলায় বলল, এখানে কি? তুমি ঐ পথে যাও।

এমন সময় ফ্লোরা বেরিয়ে এসে বলল, কার্ল তুমি? আমাকে বাঁচাও, এস্তেবান আমাকে জোর করে ধরে এনে আটকে রেখে দিয়েছে। ও একটা পশু।

কার্ল একটু জল চাইলে এস্তেবান বলল, জল আছে নদীতে। চলে যাও।

ফ্লোরা বলল, তুমি ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিতে পার না।

এস্তেবান তখন ফ্লোরার ঘাড় ধরে তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। ফ্লোরা ছটফট করতে লাগল। নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

এবার আর থাকতে না পেরে তার রাইফেল থেকে একটা গুলি করল কার্ল এস্তেবানকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তখন এস্তেবান কার্ল আবার গুলি করার আগেই তার হাতের বর্শাটা কার্লের বুকের মধ্যে আমূল ঢুকিয়ে দিল। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল কার্ল।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ফ্লোরা, হায় হতভাগ্য কার্ল! তুমি একটা পশু এস্তেবান।

এদিকে মৃত কার্লের কৌপীনের মধ্যে হীরের প্যাকেটটা পেয়ে আনন্দে লাফাতে লাগল এস্তেবান। সে আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, এখন আমি ধনী।

হীরেগুলো দেখে ফ্লোরাও কিছুট নরম হলো। কার্লের মৃতদেহটা সেখানে ফেলে রেখে তারা শিবির ছেড়ে রওনা হয়ে পড়ল তখনি।

এদিকে পীবলস, থুক আর ব্লুবার যখন আদিবাসীদের দেখিয়ে দেওয়া পথে উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ টারজন এসে সামনে দাঁড়াল। টারজনের চোখ মুখের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেল তারা।

টারজন কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, আমার হীরের প্যাকেটটা কোথায়? তোমরাই সেটা নিয়েছ। আমি চলে যাবার সময় খেয়াল ছিল না। পরে বুঝতে পারি ব্যাপারটা।

ওরা তিনজনে বলল, আমরা ত নিইনি।

টারজন বলল, তোমাদের মধ্যে আর একজন কোথায়?

ওরা বলল, কার্লকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে ভোরবেলায় আমরা ওঠার আগেই পালিয়ে গেছে। এবার বুঝতে পারছি, সে-ই তাহলে সেটা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

টারজন বলল, তবু তোমাদের সব কিছু দেখা হবে।

ওরা জামা কাপড় খুলে ফেলল। ওদের সঙ্গে যে ক'জন আদিবাসী ছিল টারজনের আদেশে তারা ওদের সবকিছু খুঁজে দেখল কিন্তু প্যাকেটটা কারো কাছে পাওয়া গেল না।

টারজন আবার জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

এদিকে এস্তেবানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিল না ফ্লোরা। ধরা পড়ে

যাবার ভয়ে এস্তেবান খুব জোরে পথ হাঁটছিল। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত পায়ে মোটেই পা চালাতে পারছিল না ফ্লোরা। সে কেবল বারবার অনুনয় বিনয় করে বলছিল, একটু দাঁড়াও এস্তেবান।

এস্তেবান বলল, আমি এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করে মরব না। তোমাকে আর আমার কোন প্রয়োজন নেই।

এই বলে সে ফ্লোরাকে পথের উপর রেখেই চলে গেল। ফ্লোরা পথের উপরেই মৃতপ্রায় অবস্থায় শুয়ে পড়ল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সেই রাতে একটা নদীর ধারে একাই ছোটখাটো একটা শিবির তৈরী করল। তারপর আগুন জ্বালাল।

টারজনের অভিনয় করতে করতে নিজেকে সব সময় টারজন বলে ভাবত এস্তেবান। এক মিথ্যা অহংকার আর কপট দুঃসাহসে সব সময় ফুলে থাকত তার বুকটা। তার ধারণা কারো সাহায্য ছাড়াই নদীর ধারে বনের প্রান্তে এক নির্জন শিবিরে রাত কাটাবে সে। তার দৃঢ় ধারণা সে কারো কোন সাহায্য ছাড়া একাই সমস্ত বনপথ পার হয়ে উপকূল এলাকায় পৌঁছবে।

আগুন জেলে তার পাশে বসেছিল এস্তেবান। ক্লান্তিতে তন্দ্রা আসছিল তার। হঠাৎ তার মনে হলো তার সামনে নদীর বাঁধের উপর থেকে সাদা পোশাক পরা এক অনিন্দ্যসুন্দরী শ্বেতাঙ্গ নারীমূর্তি এগিয়ে আসছে তার দিকে।

এস্তেবান অবাক হয়ে গেল। নারীমূর্তি যতই এগিয়ে আসছিল ততই সে আপন মনে এস্তেবানকে লক্ষ্য করে বলছিল, হে আমার প্রিয়তম, বল তুমি আমায় ভালবাস, এবার আর চিনতে না পারার ভান করে তাড়িয়ে দেবে না আমায় আগের মত।

এস্তেবান ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না। এবার উঠে দাঁড়াল সে। প্রথমে সে ভেবেছিল, ফ্লোরা পথেই মারা গেছে, তার প্রেতাত্মা প্রতিশোধ নিতে আসছে তাকে একা পেয়ে। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখে সে বুঝল এ-নারীমূর্তি ফ্লোরার প্রেতাত্মা নয়, সত্যিকারের এক জীবন্ত সুন্দরী নারী, যে নারী দুহাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে আসছে তার দিকে। এক অতৃপ্ত আতপ্ত কামনার আবেগে ঠোঁটদুটো তার থর থর করে কাঁপছিল।

আর থাকতে পারল না এস্তেবান। কে যেন রক্তে তার আগুন জেলে দিল। সেও দু হাত বাড়িয়ে সেই নারীকে বুকের উপর চেপে ধরার জন্য এগিয়ে গেল কিছু জানতে না চেয়েই, কোন প্রশ্ন না করেই।

এদিকে বাতাসে কার্ল ক্র্যাস্কির গন্ধসূত্র খুঁজে খুঁজে এগিয়ে চলেছিল টারজন। হঠাৎ সে দেখল পথের উপর এক শ্বেতাঙ্গ নারী জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে। টারজনকে দেখে আপন মনে সে ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, হা ভগবান! এই আমার শেষ। আর আমি বাঁচব না।

টারজন বলল, তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

টারজনকে দেখে ফ্লোরা এস্তেবান ভেবে বলল, অবশেষে আমাকে বাঁচাতে এসেছ এস্তেবান?

টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, এস্তেবান! আমি এস্তেবান নই।

এবার টারজনকে চিনতে পেরে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল ফ্লোরা, লর্ড গ্রেস্টোক আপনি?

টারজন বলল, হ্যাঁ আমি। কিন্তু তুমি কে?

ফ্লোরা বলল, আমি হচ্ছি ফ্লোরা হকস্। একদিন লেডী গ্রেস্টোকের কাছে কাজ করতাম।

টারজন বলল, হ্যাঁ, মনে আছে আমার। তুমি এখানে কি করে এলে?

ফ্লোরা বলল, আপনাকে বলতে আমার ভয় করছে।

টারজন বলল, ভয় কি, বল। তুমি ত জান নারীদের আমি কোন ক্ষতি করি না।

ফ্লোরা বলল, আমরা ওপার নগরী থেকে সোনা চুরি করতে এসেছিলাম। আপনি হয়ত পরে তা জেনেছেন।

টারজন বলল, আমি তার কিছুই জানি না। তবে কি তুমি সেই ইউরোপীয়দের সঙ্গে ছিলে যারা একদিন আমার কফিতে ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল?

ফ্লোরা বলল, হ্যাঁ, আমরা সোনা পেয়েওছিলাম। কিন্তু আপনি একদিন ওয়াজিরিদের সঙ্গে এসে আমাদের শিবির থেকে তা নিয়ে যান।

টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি ত কখনো আসিনি। আমি ত বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

ফ্লোরা টারজনের কথায় আশ্চর্য হয়ে গেল। সে জানত টারজন কখনো মিথ্যা কথা বলে না। সে বলল, আমাদের নিগ্রোভৃত্যরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে এস্তেবান আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়। পরে কার্ল এক প্যাকেট হীরে নিয়ে আমাদের কাছে এসে পড়ে। কিন্তু এস্তেবান তাকে খুন করে হীরের প্যাকেটটা নিয়ে নেয়।

টারজন বলল, তাহলে তুমি এস্তেবানের কাছেই ছিলে?

ফ্লোরা বলল, সে আমায় ত্যাগ করে চলে গেছে। আমি এখানে মরতে বসেছি।

টারজন বলল, এসো আমার সঙ্গে, তাকে খুঁজে বার করব।

ফ্লোরা বলল, আমি হাঁটতে পারব না।

টারজন তখন ফ্লোরাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল।

ফ্লারা বলল, আপনি আমাকে এতখানে দয়া করলেন কেন?

টারজন বলল, তুমি একজন নারী, তুমি যাই করে থাক জঙ্গলে এভাবে তোমায় মরতে দিতে পারি না।

কৃতজ্ঞতাবোধের আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ফ্লোরা। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। নীরবে পথ চলতে লাগল টারজন।

কিছুদূর গিয়েই একটা আলো দেখতে পেল টারজন। কারা কথা বলছে সেখানে। টারজন ফ্লারাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি হয় এখানে দাঁড়াও অথবা ধীর গতিতে আমার পিছু পিছু এস। জাদ-বাল-জা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

এই বলে টারজন নদীর ধারে সেই শিবিরের আগুনটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। নদীর বাঁধ থেকে সে দেখতে পেল জ্বলন্ত আগুনের পাশে তারই মত দেখতে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সাদা আলখাল্লা পরা এক শ্বেতাঙ্গ নারী দু হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে আসছে। লোকটাও তার দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই নারীর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেই টারজন ডাক দিল, জেন! জেন তুমি!

জেন অবাক হয়ে একবার টারজনের পানে তাকাবার পর এস্তেবানের পানে তাকাতে গিয়ে দেখল তার আগেই সে পালিয়ে গেছে সেখান থেকে।

জেন হতবুদ্ধি হয়ে বলল, তুমি যদি টারজন হও তাহলে ও কে? এর মানে কি?

টারজন বলল, আমিই ত টারজন।

এমন সময় ফ্লোরা হকস্ এসে পড়ল সেখানে। জেন বলল, হ্যাঁ, তুমি টারজন, আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম তুমি ফ্লোরাকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলে। তোমার মাথায় আঘাত লাগলেও তুমি একাজ কি করে করলে তা বুঝতে পারছি না।

টারজন বলল, আমি ফ্লারাকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলাম? কি বলছ তুমি?

টারজন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফ্লোরার পানে তাকাতে ফ্লোরা বলল, না, এস্তেবান আমাকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। ইনিই হচ্ছেন লর্ড গ্রেস্টোক, আর সে হচ্ছে ভণ্ড প্রতারক।

টারজন এবার জেনের দিকে এগিয়ে এল। বলল, হ্যাঁ জেন, তাকে দেখে

আমার অন্তর বিশ্বাস করতে চায়নি, শুধু সে তোমার মত দেখতে বলে চোখ আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। তাড়াতাড়ি যাও, লোকটাকে ধরে আনো।

টারজন বলল, যাক, যেতে দাও। সে আমার হীরে চুরি করে নিলেও তোমাকে এখানে ফেলে আমি যেতে পারব না।

এরপর সে জাদ বাল-জাকে ডেকে বলল, লোকটাকে ধরে আন।

জেন বলল, ও ওকে খেয়ে ফেলবে।

টারজন বলল, না, আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পর টারজন জেনকে বলল, আচ্ছা জেন, উমুলা বলছিল তুমি মারা গেছ। তোমাকে লুভিনি যে ঘরে রেখেছিল সে ঘরটা পুড়ে যায় এবং ছাইএর গাদার মধ্যে একটা মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং ওরা সেটা তোমার মৃতদেহ ভাবে। সেখান থেকে এখানে অক্ষতদেহে এলে কি করে? আমি তোমার মৃত্যুর জন্য লুভিনিকে দায়ী করে তার উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে সারা জঙ্গল খুঁজে বেড়াই।

জেন বলল, আর তাকে কোনদিন খুঁজে পাবে না তুমি। লুভিনি যখন আমাকে বশ করার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল তখন সহসা তার ছুরিটা কোমর থেকে নিয়ে তার বুকে আমূল বসিয়ে দিই। লুভিনি মারা যায়। গোটা গাঁটা তখন জলছে আমি পালিয়ে যেতেই সেই ঘরেও আগুন লেগে যায়। ওরা তাহলে লুভিনির ভস্মীভূত দেহটা দেখেছে। আমার পোশাকটাও একেবারে ছিঁড়ে যায়। আমার দেহটা প্রায় নগ্ন হয়ে উঠেছিল। আমি তখন একটা আরবের সাদা আলখাল্লা তুলে নিয়ে তাই পরে জঙ্গলে পালিয়ে আসি।

ফ্লোরা বলল, এস্তেবানই ওয়াজিরিদের ভুলিয়ে তাদের সাহায্যে আমাদের শিবির থেকে সোনার তালগুলো চুরি করে নিয়ে যায়।

টারজন বলল, লোকটা এক পাকা শয়তান।

এমন সময় জাদ-বাল জা এস্তেবানের পরনে যে চিতাবাঘের ছালটা ছিল সেই ছালটা মুখে করে নিয়ে এল

টারজন তখন জাদ-বাল জাকে নিয়ে সেই জায়গাটায় গেল যেখান থেকে সে এস্তেবানের ছালটা তুলে এনেছিল। টারজন দেখল নদীর ধারে কিছুটা রক্তের দাগ রয়েছে।

সে ফিরে এসে জেনকে বলল, সিংহটা ওকে ধরেছিল। তাই রক্তের দাগ রয়েছে। পরে সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। নদীতে ওকে নিশ্চয় কুমীরে খাবে।

ফ্লোরা বলল, এতকিছুর জন্য আমিই একমাত্র দায়ী। আমার কুটিল লোভলালসা তাদের এই আফ্রিকার জঙ্গলে টেনে আনে। আমিই তাদের ওপারের ধনরত্নের কথা বলেছিলাম এবং এস্তেবানের মত এমন একজন লোককে বাছাই করেছিলাম যে দেখতে অবিকল লর্ড গ্রেস্টোকের মত। আমার জন্য

কত লোক মরল এবং আপনারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে এলেন। আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কোন সাহস বা মুখ আমার নেই।

জেন ফ্লোরার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, অর্থলোভ থেকে অনেকে অনেক অপরাধ করেছে ফ্লোরা। তবে আমি তোমায় ক্ষমা করেছি। কারণ আমার মনে হয় তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ এবং সমুচিত শিক্ষা লাভ করেছ।

টারজন বলল, এর জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তুমি প্রচুর শাস্তি পেয়েছ। আমি তোমাকে তোমার দলের কাছে নিয়ে গিয়ে উপকূলভাগে দিয়ে আসব।

ফ্লোরা টারজনের সামনে নতজানু হয়ে বলল, আপনার এত দয়ার জন্য কি করে ধন্যবাদ দেব আপনাকে? আমি কিন্তু আর কোথাও যাব না। আমি আপনাদের কাছে থেকে গিয়ে সারা জীবন ধরে আপনাদের সেবা করে যাব। আমার সেবা আর আনুগত্য দিয়ে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যাব।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তুমি আমাদের কাছেই থেকে যেতে পার ফ্লোরা।

ওরা তিনজন জাদ-বাল-জাকে নিয়ে পরদিন সকালে রওনা হয়ে ক্রমাগত তিনদিন ধরে বাড়ির পথে এগিয়ে যেতে লাগল। তিনদিন পর এক জায়গায় টারজন দেখতে পেল, তার ওয়াজিরি যোদ্ধারা তাদের খোঁজেই এদিকে আসছে।

টারজন জেনকে বলল, ওদের বাড়ি যেতে বললাম আর ওরা আমাদের খোঁজ করতে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়াজিরি যোদ্ধারা ওদের সামনে এসে পড়ল। টারজন আর জেনকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে আনন্দের আবেগে নাচতে লাগল ওরা। অনেক কথার পর টারজন উহুলাকে জিজ্ঞাসা করল, সেই সোনার তালগুলো কোথায় রেখেছ?

উহুলা বলল, সেগুলো তুমি যেখানে বলেছিলে তোমার কথামত সেখানেই পুঁতে রেখেছি।

টারজন বলল, আমি নই, আমার মত দেখতে অন্য একটা লোক তোমাদের ঠকিয়েছিল।

উহুল আশ্চর্য হয়ে বলল, ও: মালিক, তাহলে আপনি নন!

ওরা সকলে যেখানে সোনার তালগুলো পুঁতে রাখা হয়েছিল সেখানে চলে গেল। কিন্তু জায়গাটা ওয়াজিরিরা খুঁড়ে দেখল সেখানে কোন সোনা নেই।

টারজন তখন কয়েকজন ওয়াজিরিকে চারদিকে আদিবাসীদের গাঁগুলোতে পাঠিয়ে দিল। সব গাঁয়ের সর্দারদের সতর্ক করে দেওয়া হলো তারা যেন কোন মালবাহককে দেখতে পেলেই তাদের মালপত্র সব খোঁজ করে দেখে।

টারজন বলল, সোনাগুলো যেই চুরি করে নিয়ে যাক সে আফ্রিকার সীমানা পার হতে পারবে না।

এরপর সে জেনকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছিলে জেন, ওপারের ধনরত্ন

আমার ভাগ্যে নেই। শুধু সোনাগুলো না, এক প্যাকেট হীরেও হারালাম।

জেন বলল, সোনা হীরে যাক, আমরা ফিরে এসেছি এবং বাড়িতে কোরাক আছে, এটাই যথেষ্ট।

টারজানকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে সব রক্ত হিম হয়ে যায় এস্তেবানের। সে ছুটে পালাতে থাকে অন্ধকারে। সে পিছন ফিরে তাকিয়ে বুঝতে পারে চাপা গলায় গর্জন করতে করতে একটি সিংহ তার পিছু পিছু আসছে। নদীর ধারের দিকে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। সিংহের কবল থেকে বাঁচবার জন্য নদীর জলে ঝাঁপ দিতে যায়।

কিন্তু নদীর ধারে যেতে গিয়ে কাঁটাবনের মধ্যে আটকে পড়ল সে। তার পরনের চিতাবাঘের ছালটা আটকে গেল। এদিকে সিংহটা কাছে এসে পড়েছে। এস্তেবান তখন ছালটা ছেড়ে দিয়ে কাঁটাবন থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাদ-বাল-জা তার সেই পরনের ছালটা মুখে করে নিয়ে যায় টারজানের কাছে।

এস্তেবান স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল। সে ভাল সাঁতার জানত। ভাসতে ভাসতে একসময় ডালপালাসমেত একটা গাছ ভেসে যেতে দেখল। এস্তেবান তার উপর চড়ে বসল নগ্ন অবস্থায়।

টারজানের কোপ আর সিংহের কোপ থেকে সে যে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে তা ভেবে এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল এস্তেবান।

সারারাত ধরে স্রোতের টানে এইভাবে ভেসে চলল এস্তেবান সকাল হতেই একটা আদিবাসীদের গাঁয়ের কাছে এসে পড়ল। আদিবাসী মেয়েরা তাকে দেখে গাঁয়ের লোকদের ডাকে। এই গাঁয়ের লোকেরা ছিল নরখাদক-জাতীয় নিগ্রো। তাদের সর্দারের নাম ছিল ওবিবি। ওবিবির আদেশে এস্তেবানকে ধরে আনা হলো।

তাকে গাঁয়ের ভিতর ধরে নিয়ে যাওয়া হলো। গাঁয়ের সবাই তার মাংস খাবার আশায় উল্লাস করতে লাগল। একমাত্র গাঁয়ের যাদুকর ডাক্তার এস্তেবানকে দেখে বলল, ও হচ্ছে নদীদেবতা। ওকে ছেড়ে দাও তা না হলে তোমরা নদীতে মাছ পাবে না। তোমাদের বিপদ ঘটবে।

কিন্তু ওবিবি বলল, না, ও টারজান, আমাদের শত্রু।

অবশেষে ঠিক হলো একটা ঘরের মধ্যে এস্তেবানকে আজীবন বন্দী করে রাখা হবে। তার কোন ক্ষতি করা হবে না। তাকে ঠিকমত খেতে দেওয়া হবে। সে যদি কোনদিন পালিয়ে যেতে পারে তাদের গাঁ থেকে তাহলে বুঝতে হবে সে নদীদেবতা। তা না হলে ও যদি সারাজীবন এই গাঁয়েই রয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধ বয়সে ওর মৃত্যু হয় তাহলে বুঝতে হবে ও টারজান।

এস্তেবান দেখল তার সেই হীরের প্যাকেটটা তখনো তার কৌপীনের তলায়

ঠিক আছে। সে সারাজীবন বন্দী হয়ে রয়ে গেল সেই গাঁয়ের মাঝে।

এদিকে একদিন ওয়াজা পঞ্চাশজন লোক নিয়ে গিয়ে সেই জায়গা থেকে সোনার তালগুলো সব তুলে নিয়ে উপকূল অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। পথে একটা গাঁয়ের কাছে একদিন শিবির স্থাপন করতেই সেই গাঁয়ের সর্দার ওয়াজার লোকদের কাছ থেকে জানতে পারল ওয়াজা অনেক সোনা উপকূল-ভাগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এই সর্দার টারজনের সতর্কবাণী শুনেছিল। তার গাঁয়ে বেশী যোদ্ধা ছিল না বলে সে টারজনের কাছে দূত পাঠিয়ে কৌশলে আটকে রাখল ওয়াজাকে। বলল, তোমাকে সোনাগুলো অতদূর বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। তাছাড়া বয়ে নিয়ে যেতে অনেক খরচ হবে। তার থেকে তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় চল। আমি এমন একজন লোককে খবর দিয়েছি যে তোমার সব সোনা কিনে নিয়ে তোমাকে একটা কাগজ দেবে। তুমি সেই কাগজটা উপকূল শহরে নিয়ে গেলে তার দাম পেয়ে যাবে। তাহলে বয়ে নিয়ে যাবার এত খরচ লাগবে না। মাল-বাহকরা খুশি হল এ কথায়। তাহলে বহুদিনের পথ উপকূলে তাদের আর যেতে হবে না।

ওয়াজা তাই করল। সর্দারের সঙ্গে কথামত সেই জায়গায় গেল। দুদিন লাগল সেখানে যেতে। দুদিন পর দেখা গেল একদল ওয়াজিরি যোদ্ধাকে নিয়ে টারজন সেখানে এসে হাজির। টারজনকে দেখে ওয়াজা মনে ভাবল এস্তেবান। সে বলল, তুমি ত আসল টারজন নও। তুমি ত চারজন ইউরোপীয়দের সঙ্গে থাকতে এবং তুমি তাদের সোনা চুরি করে আন।

টারজন হেসে বলল, আমিই টারজন। সেই লোকটাই ছিল ভণ্ড প্রতারক। যাই হোক, তুমি আমার উপকারই করেছ সোনাগুলো এত দূর বয়ে এনে। এখন এগুলো ভাল চাও ত আমার বাংলোতে দিয়ে এস। মালবাহকদের সব বেতন আমি দেব। তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। তুমিও কিছু পাবে।

অগত্যা টারজনের বাংলোবাড়িতে সব সোনা বয়ে নিয়ে এল ওয়াজা। টারজন তার কথামত মালবাহকদের সব টাকা দিয়ে দিল। ওয়াজাকেও কিছু সোনা উপহার হিসাবে দিল। তবে তাকে বলে দিল সে যেন টারজনের দেশে আর পা না দেয়।

জেন আর কোরাক তখন ছিল দোতলার বারান্দায়। জাদ বাল-জা তাদের পায়ের কাছে বসেছিল। ওয়াজারা চলে গেলে টারজন সেখানে গিয়ে জেনকে বলল, ওপারের সোনাগুলো বিনা পরিশ্রমেই সব পেয়ে গেলাম জেন।

জেন হেসে বলল, এবার হীরেগুলো কেউ দিয়ে গেলে ভাল হয়।

টারজন বলল, সেগুলো ফিরে পাবার আর কোন আশা নেই।

টারজন এ্যাণ্ড দি ফরবিডন সিটি

টারজন ও নিষিদ্ধ নগরী

তখন বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। সজীব সবুজ পাতা আর রং বেরঙের ফোটা ফুলে ভরে গেছে সমস্ত বনভূমি। চারদিকে পাখির গান আর বাঁদরদলের কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছিল।

তখন দুপুরবেলা। একটা হাতির পিঠের উপর পা ছড়িয়ে শুয়েছিল টারজন। চারদিকের পরিবেশ সম্বন্ধে কোন খেয়াল ছিল না তার। সহসা একসময় বাতাসে একজন চলমান নিগ্রোর গন্ধ পেল। সে বুঝল আগন্তুক নিগ্রো একা। তাই ভয়ের কোন কারণ নেই। সে শুধু যেপথে নিগ্রোটা তার দিকে এগিয়ে আসছিল সেই পথে তাকিয়ে রইল। হাতিটাও মানুষের গন্ধ পেয়ে অশান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু টারজন তাকে শান্ত হওয়ার জন্য ধমক দিতেই সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন নিগ্রো এসে টারজনের সামনে নতজানু হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল, নমস্কার বড় মালিক।

টারজন বলল, কি খবর ওগাবি? তোমার নিজের দেশ থেকে এখানে কি কারণে এলে ওগাবি?

নিগ্রো বলল, ওগাবি এসেছে বড় মালিকদের খোঁজে।

টারজন বলল, কি কারণে ওগাবি?

ওগাবি বলল, আমি এখন শ্বেতাঙ্গ মালিক গ্রেগরির সফরিতে যোগদান করেছি। গ্রেগরি আমাকে বড মালিক টারজনের খোঁজে পাঠাল।

টারজন বলল, আমি গ্রেগরিকে চিনি না। কি জন্য আমাকে খুঁজতে পাঠাল?

সে শুধু আপনাকে তার কাছে নিয়ে যেতে বলল আমাকে।

কোথায় আছে সে?

লালাঙ্গা গাঁয়ে।

না, টারজন সেখানে যাবে না। গাঁটা বড় নোংরা আর লোকগুলো খুব খারাপ।

কিন্তু মালিক দার্ণৎ বলল, টারজন আসবেই।

টারজন এবার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, লোয়াঙ্গো গাঁয়ে দার্ণৎ এল কি করে? একথা আগে বলনি কেন আমাকে?

এই কথা বলেই হাতির পিঠ থেকে একলাফে নেমে হাতিটাকে বিদায় জানিয়ে সেই মুহূর্তে লোয়াঙ্গো গাঁয়ের পথে রওনা হয়ে পড়ল টারজন। ওগাবি তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

লোয়াঙ্গো গাঁয়ে তখন দারুণ গরম। অবশ্য এটা নতুন ব্যাপার নয়, কারণ লোয়াঙ্গো গাঁয়ে বারোমাস গরম। এজন্য সেখানে সব সময়ই ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা থাকে। ফরাসী নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন পল দার্ণৎ কোন একটা হোটেলের একটা ঘরে টেবিলের তলায় পা ছড়িয়ে একটা চেয়ারের উপর বসেছিল। হেলেন গ্রেগরির সুন্দর চেহারাটার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে। হেলেন গ্রেগরির বয়স উনিশ। তার চেহারাটা এমনই সুন্দর এবং প্রাণচঞ্চল যে কোন লোক একবার তার কাছে এলে তার পানে না তাকিয়ে পারে না।

হেলেন একসময় দার্ণৎকে বলল, আপনি কি মনে করেন যে টারজনকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি ব্রিয়ানকে খুঁজে বার করতে পারবেন?

পল দার্ণৎ বলল, সারা আফ্রিকার জঙ্গলে কোথায় কি আছে তা টারজনের মত এত ভাল করে আর কেউ জানে না। তবে মনে রাখবে তোমার ভাই নিখোঁজ হয়েছে আজ থেকে দুবছর আগে।

হেলেনের বাবা ঘরেই ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ ক্যাপ্টেন আমি বুঝি আমার ছেলে হয়ত মারা গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা আশা ছাড়ব না।

হেলেন বলল, না বাবা, ব্রিয়ান এখনো মরেনি। আমি তা জানি। আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করে অনেক খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, অভিযানকারীদের মধ্যে চারজন মারা যায় আর বাকি সবাই পালিয়ে যায়। মৃতদের দলে ব্রিয়ান ছিল না। তাই মনে হয় সে কোথাও চলে গেছে। অনেকে এ নিয়ে কত সব অবিশ্বাস্য কাহিনী বলছে। তবে যে যাই বলুক, ব্রিয়ানের জীবনে যাই ঘটে থাক, সে মরেনি।

গ্রেগরি বলল, দেরী হয়ে গেলে মুস্কিল হয়ে যাবে। ওগাবি গেছে প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল। কিন্তু টারজনের এখনো দেখা নেই। তাকে হয়ত খুঁজে পায়নি। আমি অবিলম্বে রওনা হতে চাই। তাছাড়া উলফ্‌ও ভাল লোক। সেও নাকি আফ্রিকার সব জায়গা চেনে।

দার্ণৎ বলল, আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন। আমি অবশ্য আপনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে চাই না কোনভাবে। তবে টারজন আপনাদের সঙ্গে থাকলে ভাল হত। অবশ্য ওগাবি তাকে খুঁজে পেলেও টারজন যে আপনাদের সঙ্গে যাবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

গ্রেগরি বলল, সেজন্য ভাববেন না। আমি তাকে এ কাজের জন্য মোটা টাকা দেব।

দার্ণং বলল, টারজনকে কখনো টাকা দিয়ে বশ করার কথা ভাববেন না। সে অন্য সব মানুষের মত নয় মঁসিয়ে গ্রেগরি।

গ্রেগরি তখন বলল, তাহলে টাকা ছাড়া আর কি তাকে দিতে পারি?

দার্ণং বলল, সে যদি যায় ত আমার খাতিরেই যাবে। অথবা খেয়ালের বশবর্তী হয়েও যেতে পারে। যদি তার আপনাকে দেখে একবার ভাল লেগে যায় অথবা কোন দুঃসাহসিক অভিযানের আভাস পায় তাহলে সে আপনাকে আফ্রিকার সমস্ত জঙ্গলগুলো ঘুরিয়ে দেখাতে পারে। কিন্তু ও যে টাকার জন্য যাবে না সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সেই ঘরেরই একপ্রান্তে অন্য একটি টেবিলে এক যুবতী তার পাশের একজন সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিল। যুবতী মেয়েটির নাম মাগরা আর লোকটির নাম লাল টাস্ক।

মাগরা লালকে বলল, কেমন করে ওদের সঙ্গে ভাব করতে হবে।

লাল টাস্ক বলল, তুমিই সেটা ভাল পারবে।

এমন সময় টারজন ঘরে ঢুকে সোজা দার্ণতের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল ওরা সবাই। মাগরা আশ্চর্য হয়ে বলল, এ কখনো হতে পারে না।

গ্রেগরি আর হেলেনও টারজনকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠল, কারণ টারজনকে দেখতে অনেকটা ব্রিয়ানের মত।

দার্ণং গ্রেগরিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল টারজনের। গ্রেগরি বললেন, আশ্চর্যজনক চেহারার মিল!

ওদিকে মাগরা লাল টাস্ককে বলল, ওই হচ্ছে ব্রিয়ান গ্রেগরি।

লাল বলল, ঠিক বলেছ তুমি। ওর জন্য আমরা কয়েক মাস ধরে খোঁজ করছি আর ও আমাদের হাতের কাছে এসে পড়ল। ওকে আতন থোমের কাছে ধরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কি করে নিয়ে যাব সেটাই ভাবনার কথা।

মাগরা লালকে নিয়ে ভিতরের দিকে একটা ঘরে চলে গেল। মাগরা বলল, সোজাসুজি বললে বা আমাদের দেখলে ও আসবে না। একটা ছেলেকে দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি।

টারজন যখন দার্ণং আর গ্রেগরির সঙ্গে কথা বলছিল তখন হঠাৎ হোটেলের একটি বালকভৃত্য এসে টারজনের হাতে একটা চিঠি দিল। বলল, একজন মহিলা দিয়েছে।

টারজন চিঠিটা পড়ে দার্ণংকে বলল, লিখেছে পাশের ঘরে এখনি আমাকে দেখা করতে হবে। তলায় 'পুরনো বন্ধু' এই বলে নাম সই করেছে। বিশেষ

জরুরী।

দার্ণৎ সাবধান করে দিল টারজনকে। বলল, সাবধান টারজন, তুমি জঙ্গলের মানুষ, সেখানকার সব কিছুই জান, কিন্তু সভ্য জগতের মানুষরা ছল-চাতুরিতে ভরা।

তবু টারজন শুনল না। চলে গেল। সে সেই হোটেলেরই অন্য একটা ঘরে গিয়ে দেখল একটা টেবিলের পাশে লম্বা চেহারার সুন্দরী এক যুবতী দাঁড়িয়ে রয়েছে। টারজন তাকে বলল, একটি ছেলে আমাকে এই চিঠি দেয়। নিশ্চয় কোন ভুল হয়েছে। আমি ত আপনাকে চিনি না।

মাগরা বলল, কোন ভুল হয়নি ব্রিয়ান গ্রেগরি। আমার মত এক পুরনো বন্ধুকে বোকা বানাতে পার না তুমি।

মাগরা সুন্দরী। তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে টারজন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মাগরা তাকে বাধা দিয়ে ডাকল, থাম ব্রিয়ান গ্রেগরি। তুমি যাবে না।

তার কণ্ঠে যেন ভীতি প্রদর্শনের ভাব ছিল। টারজন ঘুরে দাঁড়াল।

মাগরা বলল, কারণ এখান থেকে জোর করে চলে যাওয়াটা হবে তোমার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। লাল টাস্ক পিস্তল হাতে তোমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে। তুমি আমার সঙ্গে পুরনো বন্ধু হিসাবে হাতে হাত দিয়ে উপরতলায় একটা ঘরে এস। লাল টাস্ক তোমার পিছু পিছু আসবে। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে কিন্তু তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

টারজন কোন জোর করল না, কারণ সে ভেবে দেখল এদের এই ব্যাপারটা গ্রেগরিদের সঙ্গে জড়িত। গ্রেগরিরা আবার দার্ণতের বন্ধু। তাই গ্রেগরিদের প্রতি তার সহানুভূতিবশতঃ টারজন মাগরার হাত ধরে উপরতলায় চলে গেল।

ওরা যখন উপরতলায় যাচ্ছিল তখন দার্ণৎ আর গ্রেগরি ওদের দেখতে পেল। দার্ণৎ দেখল, অচেনা একটি মেয়ে আর একটি লোকের সঙ্গে টারজন উপরতলায় কোথায় গেল। ওদের চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু ভাল মনে হলো না দার্ণতের।

রুদ্ধদ্বার ঘরের সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। মাগরা ডাকতেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে টারজন দেখল একটা মাত্র জানালা আছে সেই ঘরে। আর একটা দরজা আছে পিছন দিকে পাশের ঘরে যাবার জন্য। কিন্তু দরজাটা বন্ধ।

আতন থোম টারজনকে দেখে বলে উঠল, তোমাকে দেখে খুশি হলাম ব্রিয়ান গ্রেগরি।

টারজন বলল, আমি ব্রিয়ান গ্রেগরি নই, তুমি সেটা ভালই জান। বল, কি চাও তুমি?

আতন একটু থেমে বলল, তুমি তোমার পরিচয় অস্বীকার করছ। তুমি জান আমি কি চাই। আমি চাই নিষিদ্ধনগরী আশেয়ারে যাবার পথনির্দেশ। এই পথনির্দেশসহ তুমি একটা মানচিত্র তৈরী করেছিলে। আমি সেই মানচিত্রটা চাই। সেটার এখন আমার কাছে হাজার পাউণ্ড দাম।

টারজন বলল, আমার কাছে কোন মানচিত্র নেই। আমি আশেয়ার নগরীর নামও শুনিনি।

আতন তখন রেগে গিয়ে লালকে কি বলল টারজন তা বুঝতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে ছুরিটা বার করল লাল টাস্ক।

মাগরা বাধা দিয়ে বলল, না, ওকাজ করো না।

আতন থোম বলল, কেন না, গ্রেগরি যদি আমাদের সাহায্য না করে তাহলে বেঁচে থাকলে বাধার সৃষ্টি করবে। তার থেকে ওকে মেরে ফেলাই ভাল। গুলি করলে আওয়াজ হবে। তাই ছুরি দিয়ে মারাই ভাল। ছুরি চালাও লাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এদিকে টারজনের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল দার্ণৎ। সে বলল, বুঝতে পারছি না ওদের সঙ্গে টারজনের কি এমন দরকার থাকতে পারে। ও ত অচেনা কোন লোকের সঙ্গে কোন বন্ধুত্ব করে না।

হেলেন বলল, হয়ত ওদের সঙ্গে চেনাজানা আছে।

দার্ণৎ বলল, তবু কিন্তু ব্যাপারটাকে আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

ওরা যখন এই সব বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে, টারজন তখন লাল ছুরি চালাবার আগেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে গিয়ে লালকে দুহাতে তুলে নিয়ে মেঝেতে খুব জোরে ফেলে দিল। লাল তৎক্ষণাৎ উঠতে পারল না. এত জোর আঘাত পেল সে দেহে। মাগরা আর আতন ভয়ে কাঁপতে লাগল।

টারজন এবার আতন থোমকে বলল, এবার তোমার পালা।

আতন থোম বলল, আমি তোমাকে মারতে চাইনি, শুধু ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।

টারজন বলল, কেন ?

আতন থোম বলল, কারণ তোমার কাছে আশেয়ার যাবার পথনির্দেশ-সম্বলিত একটা ম্যাপ আছে।

টারজন বলল, আমি বলেছি আমার কাছে কোন ম্যাপ নেই।

আতন থোম বলল, যদি তুমি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে চল, যদি আমার কথামত কাজ না করো তাহলে আমার বিরুদ্ধে কোনদিন কোন কাজ করতে পারবে না তুমি।

এই বলে সে তার পিস্তলের ঘোড়াটা টিপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাগরা আতন থোমের পিস্তল ধরে থাকা হাতটা সরিয়ে দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিয়ে বলল, না, তুমি গ্রেগরি ব্রিয়ানকে মারতে পারবে না।

গুলিটা লাগল না টারজনের গায়ে।

আতন থোম মাগরাকে সঙ্গে করে পিছনের দরজা খুলে পাশের ঘর দিয়ে কোথায় চলে গেল। টারজন বুঝতে পারল না মেয়েটা তাকে বাঁচাতে গেল কেন।

এদিকে গুলির আওয়াজ পেয়ে দার্ণং গ্রেগরিকে নিয়ে টারজনের খোঁজে উপরতলায় চলে গেল। উপরতলায় গিয়ে টারজনের নাম ধরে ডাকতে লাগল দার্ণং। টারজনও একটা ঘর থেকে সাড়া দিতেই ওরা চলে গেল সেই ঘরে। ঘরে ঢুকেই দার্ণং বলে উঠল, কি ব্যাপার ?

টারজন বলল, একটা লোক আমাকে গুলি করতে গিয়েছিল। কিন্তু যে মেয়েটি আমাকে আসার জন্য চিঠি দেয় সেই মেয়েটিই তার হাতটা সরিয়ে গুলিটাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। লোকটা রেগে গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে চাবি দিয়ে আটকে রেখেছে।

দার্ণং বলল, তুমি এখন কি করছ ?

টারজন বলল, আমি সে ঘরের দরজা ভাঙব।

এই বলে সে তার দেহের চাপে দরজাটা সত্যি সত্যিই ভেঙ্গে দিল। কিন্তু দেখল ঘরটা শূন্য। ওরা অন্য কোথাও পালিয়েছে।

দার্ণং বলল, পিছন দিকে যে সিঁড়ি আছে তা উঠোনে নেমে গেছে। আমরা তাড়াতাড়ি গেলে ওদের ধরতে পারব।

টারজন বলল, ওদের যেতে দাও। লাল টাস্ক বলে একটা লোককে আমি মেঝের উপর ফেলে রেখেছি ঘায়েল করে। তার কাছ থেকে সব খবর পাব।

ওরা সবাই সেই ঘরে গিয়ে দেখল লাল টাস্ক সেখানে নেই।

হেলেন টারজনকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা মেয়েটা দেখতে কেমন ?

টারজন বলল, বেশ লম্বা, চুলগুলো কালো আর সুন্দর দেখতে।

দার্ণং বলল, ওরা কি চাইছিল তোমার কাছ থেকে ?

টারজন বলল, ওরা ভেবেছিল আমিই ব্রিয়ান গ্রেগরি। ওরা নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারে যাবার জন্য আমার কাছ থেকে একটা ম্যাপ চাইছিল। ব্রিয়ান নাকি সেই ধরনের একটা ম্যাপ তৈরী করেছিল। সেই নগরীতে নাকি ফাদার অফ ডায়মণ্ডস্ বা হীরকজাতির পিতা আছে।

গ্রেগরি বলল, আমি ওসব কিছুই জানি না। ফাদার অফ ডায়মণ্ডের নামও কখনো শুনিনি। আমি শুধু আমার হারানো ছেলেকে খুঁজে পেতে চাই।

টারজন বলল, তাহলে আপনাদের কাছে কোন ম্যাপ নেই?

গ্রেগরি বলল, হ্যাঁ আছে। ব্রিয়ান একটা মোটামুটি খসড়া করেছিল। সে কোথায় ছিল তার একটা আভাস দিয়েছিল শুধু। এটাকে ঠিক নিখুঁত ম্যাপ বলা চলে না। সেটা আমার কাছে আছে।

দার্ণৎ এবার টারজনকে বলল, তুমি ওদের ঘরে যাবার আগে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, কেন তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

টারজন বলল, হ্যাঁ।

দার্ণৎ বলল, আমি একটা বিশেষ কাজে লোয়াঙ্গোতে এসে মঁসিয়ে গ্রেগরিদের সঙ্গে পরিচিত হই। ওঁদের সমস্যার কথা শুনে খুবই কৌতূহলী ও আগ্রহী হয়ে উঠি আমি এ ব্যাপারে। আমি তখন তাঁকে বলি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এমন একজন সুযোগ্য লোক আমার জানা আছে। সে ইচ্ছা করলে আপনাদের এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে তার ভার নিতেও পারে।

হেলেন বলল, না না, সেকথা বলতে পারি না ওঁকে। এত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা ওঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না আমাদের পক্ষে।

টারজন বলল, আমারও কৌতূহল জাগছে। মাগরা ও আতন থোমদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এ কৌতূহল আমার বেড়ে যাচ্ছে। ওদের আবার আমি সম্মুখীন হব। আপনাদের অভিযানে অংশ নিলে ওদের সঙ্গে আবার দেখা হবেই।

এরপর টারজন বলল, আপনাদের প্রস্তুতিকার্য সব শেষ?

গ্রেগরি বলল, বোঙ্গা থেকে আমরা প্রথম যাত্রা শুরু করব আশেম্বারের পথে। প্রথমে উলফ্ নামে এক শ্বেতাঙ্গ শিকারীর উপর এই অভিযানের সব কিছুর ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন অবশ্য আপনিই সব কিছু করবেন।

টারজন বলল, শিকারী হিসাবে ভদ্রলোক আসতে চায় ত আসুক না।

গ্রেগরি বলল, আগামীকাল সকালে হোটেলে সে এসে দেখা করবে আমাদের সঙ্গে।

লোয়াঙ্গোর বাজার অঞ্চলে ওং ফেঙের দোকানের পিছন দিকে পুরু পর্দাওয়ালা একটা ঘর আছে। ঘরের জানালাগুলো পুরু পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল। সে ঘরে আতন থোম উত্তেজিতভাবে কথা বলছিল মাগরার সঙ্গে। সেখানে আর কেউ ছিল না।

আতন থোম একসময় বলল, কেন তুমি তাকে বাঁচালে? কেন আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিলে?

মাগরা আমতা আমতা করে বলল, কারণ, কারণ.........

আতন থোম বলল, সেই চিরন্তন নারীসুলভ দুর্বলতা। কিন্তু তুমি ত জান আমি বিশ্বাসঘাতকদের কখনো ক্ষমা করি না। আচ্ছা, তুমি কি ব্রিয়ান গ্রেগরিকে ভালবাস?

মাগরা বলল, হয়ত। কিন্তু সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখন আমাদের যেটা দরকার সেটা হলো আশেয়ারে যাওয়া, ফাদার অফ ডায়মণ্ডকে খুঁজে বার করা। গ্রেগরিরাও সেখানে যাচ্ছে। তার মানে তারা এখনো হীরে পায়নি। তাদের কাছে শুধু একটা ম্যাপ আছে। ব্রিয়ান সেই ম্যাপটা তৈরী করে। ব্রিয়ানকে দেখেছ। ম্যাপটা আমাদের পেতে হবে এবং আমার একটা পরিকল্পনা আছে। শোন।

আতন থোমের কানের কাছে মুখটা এনে মাগরা ফিসফিস করে কি বলতেই আতন থোমের মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল। বলল, চমৎকার। আগামী কালই লাল টাস্ক এ কাজটা সেরে ফেলবে। ওং ফেং এখন তারই কাজ করছে। সে না পারলে উলফ্ এ কাজ করবে।

মাগরা বলল, এখন দেখতে হবে লাল টাস্ক কেমন আছে।

তারা দুজনে পাশের শোবার ঘরে গেল। একজন চীনা কেটলিতে গরম জলে কি সিদ্ধ করছিল। একটা সরু খাটের উপর লাল টাস্ক শুয়ে ছিল।

আতন থোম লাল টাস্ককে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

লাল টাস্ক বলল, ভাল মালিক।

মাগরা বলল, কেমন করে পালিয়ে এলে তুমি?

লাল বলল, প্রথমে আমি অচেতন হয়ে পড়ার ভান করি। পরে ওর সঙ্গীরা এলে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলে আমি লুকিয়ে পড়ি এক জায়গায়। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলে আমি এখানে চলে আসি। তবে আমার মনে হয় লোকটা ব্রিয়ান গ্রেগরি নয়। কারণ ব্রিয়ানের গায়ে এত জোর ছিল না।

থোম বলল, ওই ব্রিয়ান গ্রেগরি।

ওং ফেং কেটলি থেকে এক কাপ গরম কি একটা সিদ্ধ জিনিস ঢেলে লালকে খেতে দিলে মুখ বিকৃত করে থুথু ফেলল। আমি এটা খেতে পারব না। এটা বোধ হয় মরা বিড়াল সিদ্ধ করা রস। দারুণ দুর্গন্ধ।

আতন থোম আদেশের স্বরে কড়া গলায় বলল, খেয়ে নাও।

লাল টাস্ক কোনরকমে কাপটায় চুমুক দিয়ে রসটা খেয়ে ফেলল।

পরদিন সকালে ছাদের উপর গ্রেগরিরা টারজনের সঙ্গে যখন প্রাতরাশ করছিল তখন উলফ্ এল। গ্রেগরি টারজনের সঙ্গে উলফের পরিচয় করিয়ে দিল। টারজনের পরনে কৌপীন আর তার হাতে আদিম কালের অস্ত্রশস্ত্র দেখে উলফ্ বলল, এ যে দেখছি একটা বুনো লোক। এর চার পায়ে চলা উচিত ছিল।

একে আপনি সঙ্গে নেবেন গ্রেগরি ?

গ্রেগরি বলল, টারজনের উপর আমাদের অভিযানের সব দায়িত্ব থাকবে।

উলফ্ বলল, সেকি ? সে কাজ ত আমার।

টারজন বলল, সেটা আগের কথা। এখানে যদি শুধু শিকারী হিসাবে আমাদের দলে আসতে চাও তাহলে আসতে পার।

উলফ্ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ঠিক আছে। তাই যাব।

টারজন বলল, আগামী কাল নৌকোয় করে আমরা বোঙ্গা যাচ্ছি। সেখানেই তুমি অপেক্ষা করবে। তার আগে তোমাকে কোন দরকার নেই।

ক্ষুন্ন মনে চলে গেল উলফ্।

গ্রেগরি বলল, আমার মনে হচ্ছে ওকে শত্রু করে তুললে।

টারজন তাচ্ছিল্যভরে বলল, আমি ত ওকে একটা কাজ দিয়েছি। তবে ওর উপর কড়া নজর রাখতে হবে।

দার্নং বলল, ওর দৃষ্টিটা কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না।

গ্রেগরি বলল, ওর কাছে কিন্তু অনেক সুপারিশপত্র আছে।

হেলেন বলল, লোকটাকে তবু কিন্তু মোটেই ভদ্র বলা যায় না।

গ্রেগরি বলল, মনে রেখো, আমরা একজন শিকারীকে নিয়োগ করছি। তার যে গুণ থাকা দরকার তা থাকলেই হলো।

দার্নং বলল, উলফ্ আবার আসছে।

উলফ্ এসে সরাসরি গ্রেগরিকে বলল, আমি ভাবলাম আমরা কোথায় যাচ্ছি তা একবার ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। কোথায় কোথায় ভাল শিকার পাওয়া যায় সেই সব জায়গাগুলোও দেখতে হবে। আপনার কাছে ম্যাপ আছে ?

গ্রেগরি বলল, আছে। হেলেন, তোমার কাছে ছিল ম্যাপটা। কোথায় সেটা ?

হেলেন বলল, উপরের ড্রয়ারটায়।

গ্রেগরি বলল, এস উলফ্, দেখি একবার চোখ বুলিয়ে।

উলফ্‌কে নিয়ে গ্রেগরি হেলেনের ঘরে গেল। বাকি সবাই ছাদেই বসে রইল। ড্রয়ারের কাগজপত্র ঘেঁটে ম্যাপটা বার করল গ্রেগরি। তারপর টেবিলের উপর ম্যাপটা খুলে ধরল উলফ্। সেটা কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে বলল, আমি ওদেশের কিছুটা জানি। কিন্তু আমি আশেয়ারের নাম শুনিনি কখনো।

কিছুক্ষণ পর উলফ্ বলল, আমাকে ম্যাপটা একবার দিন না, কালই আমি এটা ফেরৎ দিয়ে যাব।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে গ্রেগরি বলল, ম্যাপটা আমি হাতছাড়া করতে পারি না। নৌকোয় করে বোঙ্গা যাবার পথে ম্যাপটা দেখার বা টারজনের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করার অনেক সময় পাবে।

উলফ, বলল, ঠিক আছে তাই হবে। এতে কিছু যাবে আসবে না। আগামীকাল নৌকোয় দেখা হবে।

সেদিন দার্ণৎ টারজন আর গ্রেগরিদের লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিল। খাবার পর দার্ণৎ হেলেনকে দেখতে পেল না। শুনল, হেলেন বাজারে গেছে কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য। দার্ণৎ আগেই তাকে নিষেধ করেছিল, সে যেন বাজারে একা না যায়, কারণ জায়গাটা ভাল নয়। তবু হেলেন সে নিষেধ শোনেনি।

বাজারে ঘুরতে ঘুরতে একসময় ওং ফেঙের দোকানের সামনে এসে হাজির হলো হেলেন। সে যখন দোকানের ভিতরে এসে সাজিয়ে রাখা জিনিসগুলো খুঁটিয়ে দেখছিল তখন আর কোন খরিদ্দার ছিল না। তখন ভিতরের একটা ঘর থেকে লাল টাস্কও তাকে বিড়ালের ইঁদুর দেখার মত দেখছিল। হেলেন কিন্তু তার আসন্ন বিপদের কথা কিছুই বুঝতে পারেনি বা তার কোন আভাস পায়নি।

দোকান থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই হঠাৎ লাল টাস্ক হেলেনকে ধরে জোর করে ভিতরকার ঘরটায় ঢুকিয়ে নিয়ে গেল। সে যাতে চীৎকার করতে না পারে তার জন্য তার মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে রাখল।

লাল বলল, তুমি চুপ করে শান্তভাবে আমার সঙ্গে এস, তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না।

হেলেন বলল, কি চাও তুমি আমার কাছ থেকে?

লাল বলল, আমি কিছু বলতে পারব না। আমাদের মধ্যে একজন আছে, সেই তোমাকে যা বলার বলবে। আমাদের মালিক যা বলবে তার কথা মেনে নিও। তাতে তোমার ভাল হবে।

ঘরটার ভিতর দিয়ে লাল টাস্ক হেলেনকে অন্য একটা স্বল্প-আলোকিত ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে হেলেন মাগরাকে দেখতে পেল। হেলেন মাগরার নামটা না জানলেও তার মুখটা সে চিনত। এই মেয়েটিই গতকাল হোটেলে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জবাসী একটি লোকের সঙ্গে হোটেলে কথা বলছিল এবং টারজন এরই সঙ্গে উপরতলায় গিয়ে বিপদে পড়ে। হেলেন আরো দেখল যে লোকটি তাকে এইমাত্র ধরে আনে এখানে সেই লোকটিই ছিল সেই হোটেলে এই মেয়েটির সঙ্গী।

টেবিলে হাত রেখে বসে থাকা একটি লোক হেলেনকে বলল, তুমিই হেলেন গ্রেগরি?

হেলেন বলল, কি চাও তুমি?

আতন থোম বলল, প্রথমেই বলে রাখছি আমার এই অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য দুঃখিত। তোমার ভাই যে ম্যাপটা তৈরী করেছে সেটা আমার চাই। সে কোন কথা শুনবে না, তাই বলপ্রয়োগে বাধ্য হলাম।

হেলেন আশ্চর্য হয়ে বলল, আমার ভাই! সে ত কবে হারিয়ে গেছে।

আতম থোম এবার কড়া গলায় বলল, মিথ্যা কথা বলো না। আমি তোমার ভাইকে চিনি। প্রথম অভিযানে আমি তার সঙ্গে ছিলাম। সে আশেয়ারে গিয়েছিল। সব হীরে সে একা পেতে চেয়েছিল। সে একটা ম্যাপ তৈরী করেছিল। ম্যাপটা না পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে আটক করে রাখব।

হেলেন বলল, ও সব নাটক করা কেন? আসল ব্যাপারটা বললেই ত হলো। ম্যাপটা তুমি চাও—এই ত! তুমি একটা লোককে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। আসল ম্যাপটা থেকে একটা নকল করে নিয়ে আসবে।

আতম থোম বলল, না, আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারবে না তোমরা। তুমি তোমার বাবাকে একটা চিঠি লিখে স্বাক্ষর করে দাও। আমি লোক পাঠাচ্ছি।

হেলেন বলল, ম্যাপটা না হয় পেলে। কিন্তু আমাকে যে মুক্তি দেবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

আতন থোম বলল, আমার কথাটাই হল প্রতিশ্রুতি। তোমার ক্ষতি করার কোন ইচ্ছা নেই আমার।

এদিকে সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছিল, যখন লোয়াঙ্গো গাঁয়ের হোটেলটার সামনে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘায়িত হয়ে উঠেছিল তখন হোটেলটার মধ্যে তিনজন লোক হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল হেলেনের অনুপস্থিতি সম্পর্কে।

দার্ণৎ বলল, হেলেনের একা যাওয়া উচিত হয়নি। তার অনেক আগেই ফেরা উচিত ছিল। তার এখন খোঁজ করা উচিত।

টারজন বলল, চল আমরা দুজনে যাই। এখানেই থাক। ইতিমধ্যে সে ফিরে আসতে পারে।

ওরা দুজনে চলে গিয়ে বাজারে হেলেনের খোঁজ করার পর না পেয়ে ফিরে এল। দার্ণৎ মাথা নেড়ে বলল, না, তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। টারজন আদিবাসীদের গাঁয়ে গেছে তার খোঁজ করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টারজনও ফিরে এল। বলল, না, কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

এমন সময় জানালা দিয়ে কে একটা চিঠি ফেলে দিয়ে গেল। গ্রেগরি চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগল। টারজন বলল, এতে নিশ্চয় হেলেনের কথা লেখা আছে। গ্রেগরি বলল, হেলেন লিখেছে, ওরা ম্যাপটা চায়। ম্যাপটা না দিলে ওকে দূর দেশে নিয়ে বিক্রি করে দেবে। ম্যাপটা পেলেই ওকে ওরা অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেবে।

কিন্তু ওরা বোকা। ওরা ম্যাপ পাবে না। আমি ব্রিয়ানকে খুঁজে বার করতে চাই। ম্যাপটা আমার দরকার।

এই কথা বলার পর গ্রেগরি হেলেনের ঘরে গিয়ে একটা বাতি জেলে ড্রয়ারে ম্যাপটার খোঁজ করে বিস্ময়ের আবেগে চীৎকার করে উঠল। সে চীৎকার শুনে

দার্ণৎ আর টারজন সে ঘরে চলে গেল। গ্রেগরি বলল, ম্যাপটা নেই। কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

একটা ছোট ঘরে কেরোসিনের আলোর সামনে টেবিলে বসে একটা ম্যাপের উপর চোখ বুলিয়ে কে দেখছিল। তার হাতে একটা পেন্সিল ছিল। মাঝে মাঝে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছিল ম্যাপের উপর এক একটা জায়গায়।

কাজটা শেষ করে উঠে পড়ল সে। বলল, দুদিক থেকেই আমি টাকা পাব।

এদিকে আতন থোম তখন ওং ফেঙের দোকানে পিছন দিকের একটা ঘরে বসে লাল টাস্কের পথ চেয়ে বসেছিল উদ্বিগ্ন হয়ে। সে ঘন ঘন সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। পাশের একটা ঘরে মাগরা হেলেনকে পাহারা দিচ্ছিল। হেলেন এক-সময় বলল, আচ্ছা, ম্যাপটা পেলে কি ওরা আমায় ছেড়ে দেবে?

মাগরা বলল, ম্যাপটা পেলেও এখান থেকে ওরা নিরাপদে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না তোমাকে। আমি এজন্য খুবই দুঃখিত মিস গ্রেগরি, কিন্তু আমি তোমার মতই অসহায়। আতন থোম লোকটা খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু ও এখন হীরের লালসায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। ও ম্যাপটা না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না।

হেলেন বলল, ম্যাপটা না পেলে ওরা কি সত্যি সত্যিই আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেবে?

মাগরা বলল, হ্যাঁ দেবে।

এমন সময় লাল টাস্ক আতন থোমের ঘরে এসে ঢুকল। বলল, একটা কাগজ একটুকরো পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেলে দিয়েছে। দেখ কি লিখেছে।

থোম পড়ে দেখল, ওরা লিখেছে ম্যাপটা চুরি হয়ে গেছে।

থোম বলল, আমি ম্যাপ ছাড়াই আশেয়ারে যাব। ওর মেয়েকে আমি কোনদিন ছাড়ব না। দেখ কে ডাকছে।

লাল দরজা খুলে দেখল উলফ্। সে এসেই বলল, আশেয়ারে যাবার পথ-নির্দেশের ম্যাপটা পেলে কি দেবে তুমি?

থোম বলল, পাঁচশো পাউণ্ড।

উলফ্ বলল, হাজার পাউণ্ড দেবে আর যা হীরে পাবে তার অর্ধেক অংশ। তাহলে ম্যাপটা দেব।

আতন থোম বলল, কি করে দেবে?

উলফ্ বলল, আমি ম্যাপটা হেলেনের ঘর থেকে চুরি করে এনেছি।

থোম বলল, তোমার কাছেই আছে তাহলে?

উলফ্ বলল, ম্যাপটা কাড়ার চেষ্টা করবে না। আমার বাড়িওয়ালীকে বলে এসেছি। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে না ফিরলে সে পুলিশে খবর দেবে। টাকা দাও, ম্যাপটা নিয়ে নাও।

উলফ্ তার পকেট থেকে ম্যাপটা বার করে থোমকে দেখাল। কিন্তু তার হাতে ছেড়ে দিল না। থোম তার পকেট থেকে ইংলণ্ডের একটা ব্যাঙ্ক থেকে আনা একতাড়া নোটের বাণ্ডিল বার করে তার থেকে পাঁচশো পাউণ্ড বার করে উলফের হাতে দিল।

উলফ্ বলল, তোমার মত টাকা থাকলে আমি কখনো এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হীরের খোঁজে যেতাম না।

থোম বলল, তুমি কি তাহলে গ্রেগরিদের সঙ্গে যাচ্ছ?

উলফ্ বলল, নিশ্চয়। আমি গরীব মানুষ, একটা কাজ চাই ত। তবে তুমি আশেয়ারে পৌঁছলে এবং হীরের খোঁজ পেয়ে গেলে আমি তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব। তার অর্ধেক ভাগ আমায় দিতেই হবে।

থোম বলল, তুমি আর একটা উপকার আমার করতে পার। আমি মাগরাকে গ্রেগরিদের দলে পাঠাচ্ছি। সে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। ব্রিয়ান গ্রেগরির সঙ্গে প্রেম করবে। দরকার বুঝলে তাদের প্রভাবিত করবে। তোমার কাজ হবে তাদের ভুল পথে চালিত করা। তারা পথ হারিয়ে ফেললে তুমি মাগরাকে নিয়ে সোজা আশেয়ার চলে আসবে। ওখানকার পথ তোমার চেনা আছে। তুমি আমার শিবিরে গিয়ে উঠবে। বুঝলে?

উলফ্ বলল, বুঝেছি। আমি তাহলে যাচ্ছি।

কয়েক মাসের মধ্যেই আশেয়ারে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার।

উলফ্ চলে গেলে থোম লল টাস্ককে বলল, আজ রাতেই আমরা বোমা রওনা হব। তুমি ক্যাপ্টেনকে ঘুষ দিয়ে স্টীমারের ব্যবস্থা করো।

লাল বলল, তুমি ত ম্যাপটা পেয়ে গেছ, এবার মেয়েটাকে ছেড়ে দেবে ত?

থোম বলল, না, তারা স্বেচ্ছায় ম্যাপটা দেয়নি। পথে তারা আমায় ধরতে পারে। তখন দেখা যাবে।

লাল বলল, তুমি সত্যিই খুব চালাক মালিক।

সেদিন দুপুর রাতে আতন থোম লাল টাস্ক আর হেলেনকে নিয়ে একটা স্টীমারে চাপল। স্টীমারে ওঠার সময় মাগরাকে বিদায় দিয়ে বলল, যেকোন

অছিলায় গ্রেগরিদের দলে যোগদান করবে। উলফ্‌কে আমি বিশ্বাস করি না। তার উপর নজর রাখবে। সে বলেছে তাদের ভুল পথে চালিত করবে। পরে তোমাকে নিয়ে আশেয়ারে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ব্রিয়ান গ্রেগরিকে তুমি ভালবাস। এই ভালবাসাটা আমাদের কাজে লাগবে।

মাগরা বলল, হেলেনকে ছেড়ে না দিয়ে বোকামি করলে।

থোম বলল, তুমি গ্রেগরিদের দল ত্যাগ না করা পর্যন্ত ওকে আমি ছাড়ব না।

স্টীমারে ওঠার সময় থোম তার পিস্তলটা হেলেনের গায়ে ঠেকিয়ে রাখল যাতে সে ভয়ে চীৎকার করতে না পারে।

পরদিন সকালেই মাগরা গ্রেগরিদের কাছে চলে গেল। গত রাতে হেলেনের চিন্তায় ঘুম হয়নি ওদের। সকালে উঠেই দার্ণৎ বলল, আর পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

গ্রেগরি বলল, কিন্তু পুলিশে খবর দিলে ওরা যদি হেলেনকে মেরে ফেলে?

এমন সময় দরজায় করাঘাত শুনে গ্রেগরি বলল, ভিতরে এস।

দরজা খুলে মাগরা ঘরে ঢুকল।

মাগরাকে দেখে চমকে উঠল দার্ণৎ, তুমি!

দার্ণতের দিকে না তাকিয়ে মাগরা টারজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি এসেছি তোমার বোনের সন্ধান দিতে।

গ্রেগরি বলল, কোথায় সে? তার সম্বন্ধে কি জান?

মাগরা বলল, আতন থোম তাকে বোঙ্গা হয়ে দূর জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছে। গত রাতে বোঙ্গা যাবার জন্য স্টীমার ধরেছে। আমারও যাবার কথা ছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু কেন যাইনি তা জানতে চেও না।

দার্ণৎ বলল, কিন্তু স্টীমারটা ত আজকে ছাড়ার কথা ছিল।

ওরা ঘুষ দিয়ে ক্যাপ্টেনকে বশ করেছে।

টারজন বলল, এই মেয়েটির কথা বিশ্বাস করবে না।

মাগরা বলল, আমার কথা বিশ্বাস করতে পার। বিশ্বাস না হলে আমাকে তোমাদের এখানে আটকে রেখে দিতে পার। আমিও তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব।

গ্রেগরি হা হুতাশ করতে লাগল হেলেনের জন্য। আমার ছেলে গেছে, এবার মেয়েও গেল।

দার্ণৎ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, হতাশ হয়ো না, যা হয় একটা উপায় হবেই।

গ্রেগরি বলল, চারদিনের মধ্যেই আতন থোম বোঙ্গা চলে যাবে। নৌকোটা আবার বোঙ্গাতেই একদিন থেকে যাবে। তারপর এখানে ফিরে

আসতে তার আড়াই দিন সময় লাগবে। তারপর আমরা ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে সঙ্গে রাজী করিয়ে স্টীমারে রওনা হয়ে পড়লেও ইতিমধ্যে থোম ছয় সাত দিন সময় পেয়ে যাবে। সে তখন অনেক দূর ভিতরে চলে যাবে। হেলেনের ঘর থেকে যে ম্যাপটা চুরি যায় সেটা এখন তারই কাছে আছে। কিন্তু আমাদের কাছে কোন ম্যাপ নেই।

দার্ণং বলল, তার জন্য কিছু ভাবতে হবে না। টারজন যখন আছে থোম আফ্রিকার মধ্যে যেখানেই থাক টারজন তাকে খুঁজে বার করবেই।

গ্রেগরি তেমনি হতাশ ভাবে বলল, কিন্তু তার আগে আমার মেয়ের অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখেছ?

দার্ণং বলল, আমি একটা উপায় খুঁজে বার করেছি। নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষকে বলে আমি একটা সামুদ্রিক বিমানের ব্যবস্থা করব। তাহলে আতন থোম বোমা থেকে চলে যাবার আগে তাকে গিয়ে আমরা ধরতে পারব।

মাগরার মনে যাই থাক কথাটা শুনে চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না বা মুখচোখের উপর কোন ভাবাবেগ প্রকাশ করল না।

গ্রেগরি বলল, তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব ক্যাপ্টেন।

দার্ণতের চেষ্টায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিমান যোগাড় করে ওরা রওনা হলো।

ওদের দলের নিগ্রোভৃত্য ওগাবি কখনো বিমানে চড়েনি। তাই সে ত ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রইল তার সীটের মধ্যে। সে টারজনকে বলল, এটা হচ্ছে পাখির পেট। এর মধ্যে চড়া উচিত নয় মালিক। তারপর ঝড় উঠলে?

টারজন বলল, সত্যি সত্যিই ঝড় আসছে।

গ্রেগরি বলল, কি করে বুঝলে? আকাশে ত মেঘ নেই।

দার্ণং বলল, টারজন ঠিক বুঝতে পারে কখন ঝড় উঠবে না উঠবে।

টারজন একথা বলার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের বিমানটা এক ঝড়ের কবলে পড়ে গেল। পাইলট লাভাক ভেবেছিল ঝড়টা বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না এবং একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই সব অঞ্চলের আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তার।

কিন্তু ওদের বিমানটা ক্রমেই দুলতে লাগল। এক ঘণ্টা এইভাবে কাটার পর লাভাক দার্ণংকে তার কাছে আসার জন্য ইশারায় ডাকল। দার্ণং কাছে এলে সে বলল, ঝড়টা যে এত সাংঘাতিক হবে তা আগে বুঝতে পারেনি ক্যাপ্টেন।

দার্ণং বলল, পেট্রোল আছে?

হ্যাঁ।

আর সব ঠিক আছে?

তবে কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্রটা ঠিক আছে কি না বুঝতে পারছি না।

তাহলে এগিয়ে চল। যা হয় হবে।

আরো দুঘণ্টা ধরে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিমানটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল লাভাক। তারপর হঠাৎ এঞ্জিন থেকে তেল বেরিয়ে আসতে লাগল। দার্ণৎ সবাইকে সাবধান করে দিল। বলল, সবাই লাইফ বেল্ট পরে তৈরী হয়ে নাও। আমার প্লেন নামতে শুরু করেছে।

উলফ্ বলল, কি ব্যাপার, এঞ্জিন কাজ করছে না?

দার্ণৎ বলল, ঠিক বলেছ।

দার্ণৎ লাভাককে জিজ্ঞাসা করল, আমরা এখন কোথায় আছি? এটা কোন্ অঞ্চল? কতটা উপরে আছি?

লাভাক বলল, এটা অরণ্য অঞ্চল, জায়গাটা কি তা বলা শক্ত। তাছাড়া কম্পাসটা ঠিক নেই। এখন আমরা প্রায় তিনশো ফুট উপরে আছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজটা একটা বড় লেকের ধারে জঙ্গলের গা ঘেঁষে পড়ে গেল। ওদের কারো কোন আঘাত লাগল না। শুধু ওগাবি ভয়ে অচেতন হয়ে পড়ল। দার্ণৎ বলল, যাক, আমাদের কাছেই জল আছে।

মাগরা বলল, জায়গাটা কি নির্জন।

টারজন বলল, জঙ্গল যেমন হয়।

গ্রেগরি বলল, যখন সব বাধাগুলো আমরা একে একে অপসারিত করলাম এবং যখন হেলেনকে উদ্ধার করে আর থোমকে ঘেরাও করার একটা পথ খুঁজে পেলাম তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটল। এখন আমরা আবার সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়লাম।

দার্ণৎ বলল, এখনো আশা ত্যাগ করো না গ্রেগরি। এখনো আশা আছে। তেলের পাইপটা পরিষ্কার করে নিয়ে লাভাক আবার জাহাজ ছাড়ছে।

লাভাক তেলের পাইপটা পরীক্ষা করে বলল, পাইপ ঠিক আছে, তেলের ট্যাঙ্কটা ফুটো হয়ে গেছে তাই সব তেল পড়ে গেছে। রিজার্ভ ট্যাঙ্কটাও ফুটো হয়ে গেছে। অন্য ট্যাঙ্কটা আগেই ফুটো হয়ে গেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

আগুনের পাশে বসে হরিণের মাংস শেঁকতে শেঁকতে গান গাইছিল ওগাবি। আজ চারদিন ধরে তারা এই জঙ্গলে বন্দী হয়ে আছে। তার আনন্দ

হচ্ছে এই জন্য যে উড়োজাহাজটাকে আর ওড়াতে পারেনি ওরা। সেই বিরাট পাখির পেটের ভিতর আর তাকে ঢুকতে হয়নি।

দার্ণৎ একদিন টারজনকে জিজ্ঞাসা করল, এখন বুঝতে পারছ আমরা কোথায় আছি?

টারজন বলল, এ জায়গাটা হলো বোঙ্গার পূর্ব দিকে আর কিছুটা দক্ষিণ দিকে।

গ্রেগরি বলল, সম্ভবতঃ থোম আজ বোঙ্গা ছেড়ে রওনা হয়েছে। আমরা যখন বোঙ্গায় পৌছব তখন থোম অনেক দূরে চলে যাবে। আমরা আর কখনো তাকে ধরতে পারব না।

টারজন বলল, আমাদের আর বোঙ্গা যেতে হবে না। আমরা এখান থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে গেলেই পথে ওদের সঙ্গে দেখা হবে। তাছাড়া সঙ্গে আমাদের বোঝা না থাকায় ওদের থেকে তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারব। ওদের সঙ্গে অনেক মালপত্র থাকায় ওদের চলার গতি অনেক কম।

গ্রেগরি বলল, আমরা তাহলে মালবাহক ছাড়াই পথ চলতে পারব?

টারজন বলল, চারদিন ত আমাদের কোন মালবাহক বা কুলী ছাড়াই চলছে।

এবার শিবিরের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, মাগরা কই? আমি তাকে বলেছিলাম সে যেন শিবির ছেড়ে একা একা কোথাও না যায়। এই জঙ্গল সিংহে ভরা। তাছাড়া এদেশে অনেক নরখাদক আছে।

শিবির থেকে বেরিয়ে বনের শোভা দেখতে দেখতে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ টারজনের নিষেধাজ্ঞার কথাটা মনে পড়ায় মাগরা শিবিরের পথে পা বাড়াল। এমন সময় তার পথের সামনে একটা সিংহ দেখে ভয়ে হিম হয়ে উঠল তার গোটা দেহটা। কোনরকম পালিয়ে যাবার চেষ্টা না করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল মাগরা। মনে মনে বলতে লাগল, মৃত্যু হয় হোক, তবু এক জীবন্ত সিংহের ভীষণ সুন্দর চেহারাটা প্রাণভরে একবার দেখে জীবন সার্থক করে নিই।

এদিকে কথা বলতে বলতে টারজন বাতাসে কিসের গন্ধ শুঁকে শিবির থেকে বেরিয়ে একটা গাছের উপর লাফিয়ে উঠে পড়ে কোথায় চলে গেল। বাতাসে সিংহের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মাগরার চুলের গন্ধ পাচ্ছিল টারজন। সে বুঝল মাগরা নিশ্চয় বিপদে পড়েছে।

মগরা দেখল সিংহটা পা তুলে তার উপর লাফাতে যেতেই টারজন একটা গাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহের দেহটার উপর। আশ্চর্য হয়ে চীৎকার করে উঠল মাগরা, ব্রিয়ান তুমি!

টারজন এদিকে তখন সিংহের ঘাড়ের উপর থেকে তার পাজরে ছুরিটা বার বার বসাতে লাগল। সিংহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সে বাঁদর-গোরিলাদের

মত জোর বিজয়োল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

তারপর মাগরাকে নিয়ে শিবিরে ফিরে যাবার পথ ধরল টারজন। মাগরা বলল, এতক্ষণে বুঝলাম তুমি ব্রিয়ান নও। ব্রিয়ান কখনো এভাবে একটা সিংহকে মেরে আমাকে বাঁচাতে পারত না। কিছুক্ষণ আগেও আমি ভাবতাম ব্রিয়ানকে আমি ভালবাসি।

এ কথার মানেটা বুঝতে পারল টারজন। সে বলল, আমরা ব্রিয়ানকে গ্রেগরি ও তোমার দুজনের খাতিরেই খুঁজে বার করব।

মাগরা বলল, আর হীরে? হীরের খাতিরে নয়?

টারজন বলল, হীরেতে আমার কোন লোভ নেই।

এদিকে বোঙ্গা থেকে রওনা হয়ে একদল লোকের একটি সফরি উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছিল। সেই দলে ছিল তিনজন শ্বেতাঙ্গ। তাদের মধ্যে আবার একজন যুবতী মেয়ে আর দুজন পুরুষ। একদল নিগ্রো মালবাহক তাদের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

সে দলের নেতা ছিল আতন থোম আর যুবতী মেয়েটি ছিল হেলেন। এক সময় আতন থোম হেলেনকে বলল, চালাকি করে আমরা বোঙ্গা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। বোঙ্গায় এসে আশেয়ারের পথে রওনা হতে তোমার বাবার এক সপ্তা অথবা তারও বেশী সময় লাগবে। ততক্ষণে আমরা এত দূরে গিয়ে পড়ব যে তারা আর আমাদের ধরতে পারবে না।

হেলেন বলল, তুমি বোকার মত কাজ করছ। তুমি যদি বুদ্ধিমান হতে তাহলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বোঙ্গায় পাঠিয়ে দিতে। আমাকে ছেড়ে না দিলে বাবা তোমাকে ছাড়বে না। তোমাকে যেমন করে হোক ধরবেই। ম্যাপটা ত তুমি পেয়ে গেছ। তবে কেন শুধু শুধু আমাকে আটকে রেখে দিয়েছ?

থোম বলল, কারণ তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে।

কথাটা শুনে ভয় পেয়ে গেল হেলেন। সে নীরবে সারাদিন ধরে পথ হাঁটতে লাগল। থোম আর লাল টাস্ক তার দুপাশে তাকে পাহারা দিয়ে যেতে লাগল যাতে সে পালাতে না পারে।

সন্ধ্যে হতে ওরা এক জায়গায় শিবির স্থাপন করল। হেলেন তখন দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হেলেনের শোবার ঘরটা ঠিক হয়েছিল আতন থোমের ঘরের গায়ে যাতে সে ঘরে যেতে হলে থোমের ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। রাত্রিবেলায় হেলেন যাতে পালাতে না পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হেলেন তার তাঁবুর ঘরে শুতে যাবার সময় দেখল আতন থোম আর লাল টাস্ক কথা বলছে। তার প্রতি আজ আতন থোমের এক মদির আগ্রহ এবং এক নতুন দুর্বলতার ভাব দেখে ভয় পেয়ে যায় হেলেন। সে ভাবল আজ রাতে আতন থোম তার ঘরে আসতে পারে। সুতরাং এই মুহূর্তে শিবির ছেড়ে

পালিয়ে যাওয়া উচিত।

এই ভেবে সে ঘরের পিছন দিকের তাঁবুটা সরিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেল। চাঁদের আলোয় পথ চিনে চিনে এগিয়ে চলেছিল সে। অদূরে একটা সিংহ গর্জন করছিল। কিন্তু সিংহের থেকে তার বেশী ভয় হচ্ছিল আতেন থোমকে। তার কেবল মনে হচ্ছিল আতেন থোম তার পিছু পিছু হয়ত ধরতে আসছে তাকে।

এদিকে শিবিরের ভিতরে যখন সবাই শুয়ে পড়েছিল এবং শুধু একজন নিগ্রোভৃত্য আগুনের পাশে পাহারায় বসেছিল আতেন থোম তখন চুপ চুপি হেলেনের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখল ঘর ফাঁকা, হেলেন নেই। কিন্তু হেলেন যে সে ঘরে ঢোকার পূর্ব মুহূর্তেই বেরিয়ে গেছে পিছন দিক দিয়ে তা বুঝতে পারে নি সে। সে ভাবল হেলেন হয়ত শিবিরের মধ্যেই কোথাও আছে, কারণ এই ভয়ঙ্কর নৈশ জঙ্গলে একা পালিয়ে যাবার সাহস তার হবে না। তাই তার কোন খোঁজ করল না তখন।

না জেনেই একটা পথ পেয়ে গিয়েছিল হেলেন। সেই পথটা ধরে সারারাত যেতে লাগল। সে ভেবেছিল সে বোঙ্গার পথেই যাচ্ছে। কিন্তু সকাল হতেই সে যখন বন পার হয়ে একটা বিরাট ফাঁকা প্রান্তরে এসে পড়ল তখন বুঝতে পারল পথ হারিয়ে ফেলেছে সে। কারণ বোঙ্গা থেকে আসার সময় এই ধরনের কোন প্রান্তর পায়নি।

তবু তার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা আতেন থোমের কবল থেকে মুক্ত করতে পেরেছে নিজেকে। তার থেকে দূরে চলে আসতে পেরেছে। তার জীবন, তার ভবিষ্যৎ সব ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন আশা বুকে নিয়ে ফাঁকা প্রান্তরের উপর দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল সে।

বুইরু নামে এক নরখাদকজাতীয় নিগ্রো আদিবাসীদের সর্দার পিঙ্গুর ছেলে চেমিঙ্গো সে দিন তিনজন নিগ্রোযোদ্ধাকে নিয়ে একটা মানুষখেকো সিংহ শিকার করতে বেরিয়ে এসেছিল গাঁ থেকে। ওদের গাঁয়ের বাইরে একটা ছোটখাটো পাহাড় ছিল। পাহাড়ের ওপারেই এক বিরাট উপত্যকা আর তার একধারে বন। ওরা পাহাড়টার উপর উঠে দেখতে লাগল চারদিক তাকিয়ে। ওদের মনে হলো সিংহটা উপত্যকাটা পার হয়ে ঐ বনের মধ্যে পালিয়ে গেছে। হেলেন উপত্যকাটার উপর দিয়ে পাহাড়টার দিকেই আসছিল।

চেমিঙ্গোই প্রথম দেখতে পেল হেলেনকে। সে তার সঙ্গীদের বলল, ঐ দেখ একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়ে আসছে। আমি ওকে আমার বাবার কাছে ধরে নিয়ে যাব।

সঙ্গীরা বলল, দেখ, ওর পিছনে হয়ত বন্দুক হাতে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ওরা যখন দেখল কোন শ্বেতাঙ্গ ওর পিছনে নেই, যখন দেখল মেয়েটি একা এবং নিরস্ত্র তখন চেমিঙ্গো বর্শা উঁচিয়ে ছুটতে

লাগল হেলেনের দিকে। তার সঙ্গীরাও অনুসরণ করল তাকে।

হেলেন দেখল চার পাঁচজন নিগ্রো বর্শা হাতে তাকে ধরতে আসছে। সে দেখল তারা এখনো বেশ কিছুটা দূরে। সে তাই উপত্যকা ছেড়ে বনের দিকে ছুটতে লাগল। ভাবল বনের ভিতর একবার চলে যেতে পারলে আর তাকে ধরতে পারবে না ওরা।

কিন্তু বনে ঢোকার মুখেই একটা সিংহ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হেলেন। উভয় সংকটে পড়ল সে। একদিকে মারমুখী নিগ্রোযোদ্ধা আর একদিকে মানুষখেকো সিংহ।

চেমিঙ্গোরাও সিংহটাকে দেখেই বুঝতে পারল এই মানুষখেকো সিংহটারই খোঁজ করে বেড়াচ্ছে ওরা। ক'দিন ধরে এই সিংহটা তাদের গাঁয়ে গিয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। সিংহটার ভয়ে পালাতে গিয়ে হেলেন পড়ে গিয়েছিল তার সামনে। সিংহটা তখন হেলেনের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যত হতেই চেমিঙ্গো তার বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল সিংহটার বুকে। তার সঙ্গীরাও একজন ছাড়া সবাই বর্শা ছুঁড়ল সিংহটাকে লক্ষ্য করে।

আহত সিংহটা তখন শায়িত হেলেনকে ছেড়ে চেমিঙ্গোকে আক্রমণ করল। চেমিঙ্গো তখন শুয়ে পড়ে তার উপর তার বড় ঢালটা চাপিয়ে দিল। এবার চতুর্থ সঙ্গীটি তার বর্শাটা দিয়ে আহত সিংহের বুকটা বিদ্ধ করল। সিংহটা এবার পড়ে গেল মাটিতে। চেমিঙ্গো তখন মাটি থেকে উঠে পড়ল। নিগ্রোরা নাচতে লাগল মরা সিংহটাকে ঘিরে।

এরপর চেমিঙ্গো হেলেনকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে তাকে টানতে টানতে তাদের গাঁয়ের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। কয়েকটা ছোটখাটো পাহাড় পেরিয়ে আবার একটা উপত্যকা পেল ওরা। তারপর কতকগুলো খড়ো চালওয়ালা কুঁড়ে ঘরে ভরা একটা গাঁ দেখতে পেল। গাঁয়ের গেটটা খোলা ছিল।

গাঁয়ের ভিতরে ওরা ঢুকতেই গাঁয়ের মেয়েরা এসে হেলেনের গায়ে হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগল। অনেকে আবার তার গায়ে থুথু দিতে লাগল। চেমিঙ্গো সোজা তার বাবার কাছে গিয়ে খবরটা দিল।

সর্দার পিঙ্গু বলল, আজ রাতেই ওকে মারা হবে। সেই সঙ্গে নাচ গান ও উৎসব হবে।

গ্রেগরিদের সফরিটা তখন বনপথ পার হয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটায় এসে পড়ে। টারজন গ্রেগরিকে বলল, বোঙ্গা যেতে হলে প্রথমে উত্তর দিকে ও পরে পশ্চিম দিকে যেতে হবে।

উলফ্ বলল, যদি সঙ্গে কিছু কুলি পাওয়া যায় তাহলে আর বোঙ্গায় ফিরে যাবার কোন দরকার নেই।

গ্রেগরি সঙ্গে সঙ্গে বলল, বোঙ্গায় গিয়ে আমাদের আতন থোমকে ধরতেই

হবে। সেখানে তার হাত থেকে হেলেনকে উদ্ধার করতে হবে। তাছাড়া আমাদের হাতে ম্যাপ নেই। ম্যাপটা থাকলেও আমরা না হয় আশেয়ারে গিয়ে ওদের ধরতাম।

উলফ্ বলল, আমি আশেয়ারের পথ চিনি।

টারজন বলল, আশ্চর্য ত, তুমি লোয়াঙ্গায় থাকাকালে একদিন বলেছিলে তুমি আশেয়ার যাবার পথ চেন না।

উলফ্ বলল, যাই হোক, এখন আমি ওপথ চিনি। গ্রেগরি যদি আমাকে একহাজার পাউণ্ড আর হীরের অর্ধেক ভাগ দিতে রাজী হয় তাহলে আমি আশেয়ারে ওকে নিয়ে যাব।

টারজন বলল, তুমি একটি কুটিলমনা বদমাস লোক।

উলফ্ তখন অতর্কিতে টারজনের মুখে একটা ঘুষি মেরে তাকে ফেলে দিল। তারপর পিস্তল বার করল তার কোমরের খাপ থেকে।

মাগরা তার হাতটা ধরল। দার্ণৎ বলল, টারজন ওঠার আগেই ভাল চাও ত পালিয়ে যাও।

টারজন ততক্ষণে উঠে পড়েছে। সে উঠেই উলফ্‌কে দুহাতে উপরে তুলে ধরল।

গ্রেগরি ছুটে গিয়ে টারজনকে অনুরোধ করতে লাগল, ওকে হত্যা করো না টারজন। একমাত্র উলফ্‌ই যাবার পথ চেনে। ও যা চেয়েছে আমি তাই দেব। ও হীরে পায় ত নেবে। আমি শুধু আমার মেয়ে আর ছেলেকে ফিরে পেতে চাই।

উলফ্‌কে টারজন মাটির উপর ফেলে দিল গ্রেগরির অনুরোধে।

গ্রেগরিদের সফরি একটা প্রান্তর পার হয়ে পাহাড়ের পাদদেশ ঘুরে বনের মধ্যে এসে একটা নদীর ধারে শিবির স্থাপন করল। মাগরা দলের মধ্যে একমাত্র মেয়ে বলে তার ঘরটা মাঝখানে তৈরী করা হলো। শিবির স্থাপনের কাজ হয়ে গেলে আগুন জ্বালানো হল। মাগরা একসময় উলফ্‌কে এক জায়গায় নির্জনে ডেকে নিয়ে গেল। টারজনের সঙ্গে মারামারির ব্যাপারটার পর মাগরার সঙ্গে এই প্রথম কথা হলো।

মাগরা উলফ্‌কে বলল, তুমি একটা কাপুরুষ উলফ্। তুমি আতন থোমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ গ্রেগরিদের তুমি ভুলপথে চালিত করবে। আজ আবার গ্রেগরিকে কথা দিলে টাকার বিনিময়ে তাদের আশেয়ারে নিয়ে যাবে। তার মানে টাকার বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করলে। একথা তুমি আতন থোমকে বললে—

উলফ্ বলল, তুমি নিশ্চয় একথা আতন থোমকে বলবে না।

মাগরা বলল, আমাকে ভয় দেখিও না। আমি তোমাকে ভয় করি না। কারণ দুজনের একজন অবশ্যই তোমাকে হত্যা করবে। হয় টারজন তোমার

ঘাড় ভাঙবে অথবা আতন থোম কাউকে দিয়ে বুকে ছুরি বসাবে।

উলফ্ বলল, আমি যদি তাকে বলি ঐ বাঁদরটার সঙ্গে প্রেম করছ তাহলে আতন থোম তোমাকেও তাই করবে।

মাগরা বলল, বোকার মত কথা বলো না। আমি শুধু এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে চলেছি। ভালবাসাবাসির কোন প্রশ্নই ওঠে না। তোমার সুমতি থাকলে তাই করতে।

উলফ্ বলল, ঐ বাঁদরটার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। আমি আর ঐ বাঁদরটা এক স্তরের মানুষ নই।

মাগরা বলল, তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

উলফ্ বলল, তবে তোমার আমার সম্পর্কটা আরো বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। তুমি একটু নরম হলে আমি তোমার কাছে আসতে পারি। তাছাড়া মানুষ হিসাবে আমি খারাপ বা অযোগ্য নই।

মাগরা বলল, আমার ত মনে হয় তুমি তাই।

সহসা উলফ্ দেখল টারজন শিবির থেকে বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে। সে বলল, ঐ দেখ টারজন গাছের ডালে ডালে কোথায় যাচ্ছে। আমি ঠিকই বলেছি, লোকটা আধা মানুষ, আধা বাঁদর।

উলফের সাহচর্য মাগরার আর ভাল লাগছিল না। তাই সে শিবিরের মধ্যে চলে গেল। গ্রেগরি দার্ণংকে জিজ্ঞাসা করল, টারজন কোথায় গেল?

দার্ণং বলল, ও গেল কোন এক আদিবাসীদের গাঁয়ের সন্ধানে। সেখানে কিছু নিগ্রোভৃত্য পাওয়া যেতে পারে। এইভাবে সে তোমারও মেয়ের কোন সন্ধান পেয়ে যেতে পারে।

টারজন গাছের ডালে ডালে যখন যেতে লাগল তখন দিন শেষ হয়ে আসছিল। সে গত কয়েক সপ্তার ঘটনাগুলোর কথা ভাবতে লাগল আপন মনে। সে দেখল মোট তিনটে লোক তার শত্রু। তারা হলো আতন থোম, লাল টাস্ক আর উলফ্। কিন্তু তারা যতই শত্রুতা করুক তাদের সঙ্গে ঠিক মোকাবিলা করতে পারবে সে। কিন্তু মাগরা একটা রহস্য তার কাছে। তাকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সে অবশ্য দুবার বুলেটের হাত থেকে তার জীবন বাঁচিয়েছে একথা ঠিক। কিন্তু আসলে সে আতন থোমের দলের লোক এবং তার চর। যাই হোক সে তার উপর নজর রাখবে। এই ভেবে সে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে।

টারজন দেখল কোন দিকে কোন আদিবাসী বসতির কোন চিহ্ন নেই। হঠাৎ সে একজায়গায় কতকগুলো হরিণ দেখল। সে ভাবল একটা হরিণ মেরে সে শিবিরে ফিরে যাবে। কিন্তু হরিণ শিকার করতে যেতেই দূর থেকে আদিবাসীদের ঢাকের আওয়াজ কানে এল তার।

পঞ্চম অধ্যায়

হেলেনের হাত পা বেঁধে চোমঙ্গোরা তাদের গাঁয়ের একটা নোংরা কুঁড়ে ঘরে বন্দী করে রেখেছিল। হঠাৎ সে ঢাকের শব্দ শুনে চমকে উঠল। গাঁয়ের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় উৎসবের বাজনা বাজছিল। হেলেন বুঝল এ উৎসব তারই জন্য। ও বাজনা তারই আসন্ন মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছে যেন। ওরা নরখাদক নিগ্রো। একটু পরেই তাকে হত্যা করে তার মাংস খাবে ওরা।

হেলেনকে এবার কয়েকজন নিগ্রোযোদ্ধা হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সর্দার পিঙ্গুর ঘরের সামনে একটা লম্বা বাঁশের খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটাকে এক দুঃস্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল হেলেনের। হঠাৎ একটা বর্শার ফলকের অগ্রভাগ তার গায়ের এক জায়গায় চামড়াটা ভেদ করতেই তার হুঁস হলো। সে তাহলে স্বপ্ন দেখছে না। এক দুঃসহ বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কঠোরভাবে সচেতন হয়ে উঠল সে।

আতন থোম তখন তাদের শিবিরে লাল টাস্কের সঙ্গে কথা বলছিল। তারাও ঢাকের আওয়াজটা শুনেছিল।

লাল টাস্ক বলল, ঐ ঢাকের আওয়াজ শুনলে আমার বড় ভয় হয়।

আতন থোম বলল, আগামীকাল রাতে আর এ ঢাকের আওয়াজ শুনতে হবে না। কারণ তখন আমরা আশেয়ারের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাব।

লাল টাস্ক বলল, আমার যতদূর মনে হয় উলফ্ আশেয়ারে গিয়ে যথাসময়ে আমাদের ধরতে পারবে না। তার সঙ্গে দেখা না হলে আমরা অন্য পথ ধরে ফিরে আসব। সে তাহলে কোনদিনই দেখা পাবে না আমাদের।

থোম বলল, কিন্তু মাগরার কথা তুমি হয়ত ভুলে গেছ।

লাল টাস্ক বলল, না ভুলিনি। সে প্যারিসে সোজা চলে যাবে।

কিন্তু তুমি জান না উলফ্ সে কতখানি অর্থপিশাচ। সে অন্তত: হীরের লোভে আশেয়ারে গিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেই।

লাল টাস্ক তার ছুরিটা দেখিয়ে বলল, সেখানে গেলে এইটা পাবে। কিন্তু আবার সেই ঢাকের শব্দ।

এদিকে গ্রেগরিদের শিবিরে তখনো টারজন ফিরে না আসায় মাগরা ব্যস্ত হয়ে বলল, টারজন এখনো ফিরে এল না। এই জঙ্গলে রাত্রিতে ও একা কোথায় আছে কে জানে।

দার্ণং বলল, জঙ্গলে রাত কাটানোর অভ্যাস তার আছে। তাই আমি খুব একটা চিন্তা করি না।

উলক্ বলল, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাদের আশেয়ারে ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। ঐ আধা-বাঁদর লোকটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেই ভাল।

দার্ণং প্রতিবাদের সুরে বলল, উলক্, আমি তোমার বাজে কথার কচকচি অনেক শুনেছি। আর না। তোমার কাজ হচ্ছে শিকার করা। কিন্তু তুমি শিকার করতেও জান না। এতদিন টারজনই শিকার করে এনে আমাদের খাইয়েছে, টারজনই আমাদের একমাত্র ভরসা। একমাত্র সে-ই আমাদের আশেয়ারে নিয়ে যেতে পারবে অথবা এদেশ থেকে নিরাপদে বার করে আমাদের আপন আপন বাড়ি পৌছে দিতে পারবে।

এমন সময় লাভাক বলল, এতক্ষণ ধরে যে ঢাকগুলো বাজছিল দূরে তা হঠাৎ থেমে গেল।

মাগরা বলল, এমন ভয়ঙ্কর বাজনা আমি কখনো শুনিনি এর আগে।

অসহায় হেলেনকে ঘিরে যখন নরখাদক আদিবাসীরা নাচতে লাগল এক বন্য বর্বর উল্লাসে আর মাঝে মাঝে তাদের বর্শার ফলকের অগ্রভাগ দিয়ে হেলেনের গাটাকে স্পর্শ করছিল তখন তার মনে হচ্ছিল এর থেকে একটা বর্শার আঘাতে তার মৃত্যু ঘটলে ভাল হত।

এদিকে টারজন ঢাকের শব্দ লক্ষ্য করে পিঙ্গুদের গাঁটার সামনে এসে পড়ল। সে বন্ধ গেটটা লাফ দিয়ে পার হয়ে গাঁয়ের মধ্যে পড়ে একটা গাছের উপরে উঠে পড়ল। তাকে কেউ দেখতে পেল না। নাচের জায়গায় যে আগুন জ্বলছিল তার আলোয় টারজন দেখল যাকে ঘিরে আজ এই হত্যার উৎসব শুরু হয়েছে সে হচ্ছে বন্দিনী হেলেন। নাচতে নাচতে একজন আদিবাসী মুহূর্তের উত্তেজনায় তার বর্শা উঁচু করে হেলেনের বুকটাকে বিদ্ধ করার জন্য উদ্যত হলো। হেলেন তার চোখদুটো বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো।

সহসা কোথা থেকে একটা তীর রহস্যময়ভাবে এসে অত্যুৎসাহী সেই আদিবাসীর বুকটা বিদ্ধ করতেই সে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব বাজনা থেমে গেল। আহত লোকটার আর্ত চীৎকারে হেলেন চোখ খুলে দেখল তার পায়ের তলায় একটা লোক তীরবিদ্ধ অবস্থায় মরে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন একটা ছুরি হাতে এগিয়ে এল হেলেনের দিকে। টারজন তখন গাছের উপর থেকে এমন ভয়ঙ্করভাবে বিজয়োল্লাসসূচক এক চীৎকার করে উঠল যে আদিবাসীরা স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

দার্ণং তাদের শিবির থেকে সে চীৎকার শুনে বলে উঠল, টারজন নিশ্চয় কাউকে হত্যা করেছে। কোন মানুষ বা হিংস্র জন্তুকে বধ করলে এমনি করে বাঁদর-গোরিলাদের মত বিজয়গর্বে চীৎকার করে ওঠে সে।

আতন থোমের শিবিরে মবুলু নামে এক নিগ্রোভৃত্যও বলল, এটা হচ্ছে টারজনের চীৎকার। সে নিশ্চয় কাউকে বধ করেছে।

সে চীৎকার শুনে যে লোকটা ছুরি হাতে হেলেনকে বধ করতে এসেছিল সে থেমে গেল। এমন সময় গাছের উপর থেকেই টারজন বলতে লাগল, শ্বেতাঙ্গ বনদেবতাকে নিয়ে যাবার জন্য অরণ্যদানব এসেছে। সাবধান সবাই।

এই বলে সে গাছ থেকে নেমে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। অন্য সব আদিবাসীরা এতে ভয় পেয়ে সরে দাঁড়ালেও সর্দার পিজুর ছেলে চেমিঙ্গো একটা ছুরি হাতে এগিয়ে এসে বলল, চেমিঙ্গো অরণ্যদানবকে ভয় করে না।

টারজন তখন তার ছুরিটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে শুধু হাতে হেলেনের বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে চেমিঙ্গোর দিকে এগিয়ে গেল। একটা হাত দিয়ে চেমিঙ্গোর একটা হাত আর অন্য একটা হাত দিয়ে তার পেটটা ধরে মাথার উপর তাকে তুলে ধরল টারজন। চেমিঙ্গোর হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেল। হেলেন বুঝতে পারল না টারজন কিভাবে এই নরখাদকদের গাঁয়ে এসে পড়ল।

এবার টারজন চেমিঙ্গোকে তুলে ধরে বলল, গেট খুলে দাও, তা না হলে পিজুর ছেলে চেমিঙ্গো মরবে।

গ্রামবাসীরা ইতস্তত: করতে লাগল। কয়েকজন যোদ্ধা মুখে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু পিজু এগিয়ে গিয়ে টারজনকে বলল, তুমি আমার ছেলেকে মেরো না। আমরা গেট খুলে দিচ্ছি।

টারজন বলল, তোমরা যদি গেট খুলে দিয়ে আমাদের যাবার পথ পরিষ্কার করে দাও তাহলে তোমার ছেলের কোন ক্ষতি করব না।

পিজু গেট খোলার আদেশ দিল। গেট খুলে দিতেই টারজন হেলেনকে বাইরে নিয়ে গিয়ে পিজুকে ছেড়ে দিল।

টারজন আর হেলেন গাঁয়ের সীমানা ছেড়ে গ্রেগরিদের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। টারজন হেলেনকে বলল, তুমি কি করে এখানে এসে পড়লে?

হেলেন বলল, আমি গতকাল রাতে আতন থোমের শিবির ছেড়ে বোঙ্গা যাবার উদ্দেশ্যে পথ চলতে থাকি। কিন্তু আমি ভুল পথে এসে পড়ি। আজ এই গাঁয়ের একদল আদিবাসী আমায় ধরে আনে এখানে। কিন্তু তুমি কি করে এলে?

টারজন তখন তার সব কথা বলল।

হেলেন বলল, যাক, বাবার সঙ্গে আমার দেখা হবে। তিনি কত ভাবছেন আমার জন্য। ক্যাপ্টেন দার্ণং তাহলে আমাদের সঙ্গেই আছেন। খুব ভাল হবে।

টারজন বলল, দার্ণৎ আছে। তাছাড়া আছে পাইলট লাভাক, উলফ, আর মাগরা।

হেলেন বলল, আমাকে যখন আতন থোম বন্দী করে রাখে তখন মাগরা আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল। কিন্তু আতন থোমের ভয়ে কিছু করতে পারেনি। আতন থোমের সঙ্গে তার কোন একটা সম্পর্ক আছে। সত্যিই সে বড় রহস্যময়ী।

টারজন বলল, উলফ্ আর মাগরা—দুজনেরই উপর নজর রাখতে হবে।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার পর গ্রেগরিদের শিবিরে সবাই যখন প্রাতরাশ খাচ্ছিল তখন মাগরা বলল, টারজন এখনো ফেরেনি?

গ্রেগরি বলল, না, ফেরেনি।

মাগরা বলল, আমি ত সারারাত তার কথা ভেবে ভেবে একটুও ঘুমোতে পারিনি।

দার্ণং আর গ্রেগরি বলল, আমরাও কম ভাবিনি। তার সঙ্গে হেলেনের জন্যও চিন্তা হচ্ছে।

প্রাতরাশের পর মাগরা আর দার্ণংকে শিবিরে রেখে বাকি সবাই শিবির থেকে বেরিয়ে গেল।

মাগরা দার্ণংকে বলল, আপনি মিস গ্রেগরিকে খুব ভালবাসেন। তাই নয় কি?

দার্ণং বলল, তাকে কে না ভালবাসে। মেয়েটা সত্যিই খুব ভাল।

মাগরা বলল, হ্যাঁ, খুব ভাল। আমি যদি কিছু করতে পারতাম তার জন্য।

দার্ণং বলল, তার মানে?

মাগরা বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করুন, আমার করার কিছু ছিল না। আমি অন্যের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি না।

এমন সময় দার্ণং দেখল টারজন আর হেলেন শিবিরের দিকে আসছে। গ্রেগরিও শিবিরের বাইরে থেকে হেলেনকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। তার চোখে জল এসেছিল। লাভাক, দার্ণং সবাই আনন্দে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। একমাত্র উলফ্ দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

অবশিষ্ট হরিণের মাংসটুকু টারজন আর হেলেন খেল। খাবার পর হেলেন আতন থোমের শয়তানির কথা এবং তার সব অভিজ্ঞতা খুলে বলল। গ্রেগরি বলল, তার এই শয়তানির জন্য আতন থোমকে চরম মূল্য দিতে হবে।

দার্ণং আর লাভাক দুজনেই বলল, এর জন্য তাকে মরতে হবে।

এবার ওদের দলটা আতন থোমের দলটাকে ধরার জন্য এগিয়ে যেতে লাগল আশেয়ারের পথে। হেলেন দেখল দার্ণং আর লাভাক দুজনেই তাকে ভালবাসতে চায়। সে তাদের সঙ্গে কথায় কথায় ঠাট্টা করে মজা পায়।

লাভাক একদিন হেলেনকে তার মনের কথাটা খুলে বলল। বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে না পেলে আমি যে কোন ভুল করতে পারি।

হেলেন হেসে বলল, কিন্তু আমি নিরুপায়। আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না।

ক্ষুণ্ণ মনে চলে গেল লাভাক হেলেনের কাছ থেকে।

উলফ্ কোন শিকার করতে পারত না। টারজনই রোজ ওদের খাবার মত শিকার আনত। দুদিনের মত ওদের খাবার আছে দেখে একদিন টারজন গ্রেগরিকে বলল, আমি এখন যাচ্ছি। আজ বা কাল ফিরব।

গ্রেগরি বলল, কোথায় যাবে?

টারজন বলল, ফিরে এসে বলব। তোমরা এগোতে পার। আমি ঠিক তোমাদের ধরে ফেলব।

কথাটা শুনে উলফ্ বলল, ও পালিয়ে গেছে, আর আসবে না। লোকটা তোমায় ঠকিয়েছে। এখন ওর কোথাও যাবার কোন দরকার ছিল না।

দার্ণং রেগে গিয়ে উলফের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। উলফ্ তার বন্দুকটা খুঁজতে যাচ্ছিল। কিন্তু দার্ণং তার আগেই পিস্তল হাতে লক্ষ্য স্থির করছিল। গ্রেগরি এসে থামিয়ে দিল।

দার্ণতের কথায় ওরা আবার এগিয়ে চলল। দার্ণং বলল, টারজন আমাদের ঠিক ধরে ফেলবে।

সেদিন বিকালেই ফিরে এল টারজন। গ্রেগরি টারজনকে কাছে পেয়ে বলল, তোমাকে দেখে সত্যিই খুব খুশি হলাম। তুমি কাছে না থাকলে সত্যিই বড় ভাবনা হয়।

টারজন বলল, আমি আতন থোমের সফরিটার খোঁজ করতে গিয়েছিলাম এবং খোঁজ পেয়েছি।

গ্রেগরি বলল, খুব ভাল কথা।

টারজন বলল, তারা এখন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে আছে। উলফ্‌কে ধন্যবাদ।

উলফ্ বলল, পথ চিনতে ভুল হতে পারে যে কোন মানুষের।

টারজন গম্ভীরভাবে বলল, ভুল নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে তুমি আমাদের ভুল পথে চালিত করেছ। তুমি আমাদের ঠকিয়েছ। এই লোকটাকে দল থেকে তাড়িয়ে দাও গ্রেগরি।

উলফ্ বলল, একা আমি এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যাব?

গ্রেগরি বলল, তাড়াহুড়ো করে কিছু করা ঠিক হবে না।

টারজন বলল, ঠিক আছে। তোমরা যা খুশি করবে ওকে নিয়ে। কিন্তু পথপ্রদর্শকের কাজ থেকে ওকে ইস্তফা দেওয়া হলো আজ থেকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আতন থোমের সফরিটা একটা গভীর বন থেকে বেরিয়ে একটা ফাঁকা প্রান্তরে এসে পড়ল। সফরির সামনে দাঁড়িয়েছিল আতন থোম আর লাল টাস্ক। ওরা দেখল ওদের সামনে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে এক বিরাট শূন্য প্রান্তর আর তাদের ডান দিকে ছিল একটা নদী। ওদের সামনে দূরে প্রান্তরটার শেষ-প্রান্তে যে কতকগুলো পাহাড় ছিল তার মধ্যে একটাকে একটা মৃত আগ্নেয়গিরি মনে হচ্ছিল।

থোম বলল, ঐ দেখ লাল টাস্ক, ওটা হচ্ছে তুয়েনবাকা পাহাড়। পাহাড়টার ওপারেই আছে আশেয়ার, সেই নিষিদ্ধ নগরী।

লাল টাস্ক বলল, আর আছে হীরকদেশের পিতা মালিক।

আতন থোম বলল, আজ মাগরা থাকলে ভাল হত। আমি জানি না কোথায় সে আছে। এখন উলফ্ হয়ত তাকে নিয়ে আসছে আশেয়ারের পথে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি এসেছি বলে তারা হয়ত ধরতে পারেনি আমাদের।

লাল টাস্ক বলল, ওরা না এলেই ভাল। হীরের ভাগ দিতে হবে না।

থোম বলল, কিন্তু মাগরার মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।

লাল টাস্ক বলল, সে অনেক দিনের কথা। মাগরার মা মারা গেছে আর মাগরাও সেকথা জানে না।

থোম বলল, তার মার স্মৃতি কিন্তু মরেনি। তুমি আমার বিশ্বস্ত সেবক। তোমাকে আমি অতীতের কথা সব বলব। মাগরার মা হলো একমাত্র নারী যাকে আমি ভালবেসেছিলাম। নিষ্ঠুর বর্ণপ্রথা বাধ সাধে আমাদের মিলনের পথে। আমি একজন বর্ণসংকর। সে ছিল মহারাজার মেয়ে। আমি তার পিতার অধীনে কাজ করতাম। মাগরার মার যখন একজন ইংরেজের সঙ্গে বিয়ে হয় তখন আমাকে তার সঙ্গে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। আমি তাদের ভ্রমণকালে সঙ্গী হই। মাগরার মা ইংলণ্ডেই থেকে যায়। তার স্বামী আফ্রিকা ভ্রমণকালে জঙ্গলে শিকার করতে করতে আশেয়ারে চলে যায়। তিন বছর ধরে সেখানে বন্দী ছিল সে এবং সেখানে তাকে অনেকরকম নির্মম পীড়ন সহ্য করতে হয়। তারপর কোনরকমে সে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়। মরার আগে তার স্ত্রীকে বলে যায় সে যেন কিছু লোক সংগঠিত করে আশেয়ারে এক অভিযানে গিয়ে অত্যাচারীদের শাস্তি দেয়। হীরের লোভ দেখিয়ে অভিযানের জন্য লোক যোগাড় করা খুব একটা কঠিন হবে না। কিন্তু

সে যে একটা ম্যাপ তৈরী করেছিল সেই ম্যাপটা হারিয়ে যাওয়ায় মাগরার মা তখন কিছুই করতে পারেনি। মাগরার মাও মারা যায়। তখন মাগরার বয়স মাত্র দশ। মরার সময় মাগরার ভার আমার হাতে দিয়ে যায় তার মা। কারণ মাগরার মাতামহ মহারাজারও তার আগেই মৃত্যু ঘটেছে। তারপর থেকে আশেয়ার যাবার জন্য আমারও মনে একটা উচ্চাভিলাষ দানা বেঁধে ওঠে। আমি আজ হতে দুবছর আগে আশেয়ারে যাবার প্রথম পরিকল্পনা করি। তখন আমি জানতে পারি ব্রিয়ান গ্রেগরিও আশেয়ারে যায় এবং সেখানকার একটা ম্যাপ তৈরী করে। তবে নগরপ্রান্তে গেলেও তার ভিতরে ঢুকতে পারেনি। সে যখন দ্বিতীয়বার আশেয়ারে যায় তখন আমিও তার অনুসরণ করি। কিন্তু আমি পথ হারিয়ে ফেলি। আর ব্রিয়ানও পালিয়ে যায় কোথায়। ব্রিয়ানের লোকদের আমি দেখা পাই। কিন্তু তারা আমাকে ম্যাপটা দেয়নি। তখন আমি প্রতিজ্ঞা করি যেমন করে হোক ম্যাপটা আমি করায়ত্ত করবই। সেই ম্যাপ এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

লাল টাস্ক বলল, তুমি কি করে জানলে যে সে ম্যাপটা তৈরী করেছিল?

আতন থোম বলল, দ্বিতীয় অভিযানের সময় আমরা একদিন তার শিবিরে গিয়ে পড়ি। আমি নিজের চোখে দেখি সে একটা ম্যাপ তৈরী করেছে। সে ম্যাপের একটা নকল বাড়িতে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেয়। হীরের জন্যই মাগরার বাবা মারা যায় তাই মাগরাকে হীরের একটা ভাগ দেওয়া উচিত। তাছাড়া মাগরা যেন তার মার প্রতিচ্ছবি। আমার যে প্রেমিকাকে লাভ করতে পারিনি জীবনে মাগরার মধ্যে নতুনরূপে পাব তাকে। বুঝতে পেরেছ?

লাল টাস্ক বলল, হ্যাঁ মালিক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আতন থোম। বলল, হয়ত বোকার মত স্বপ্ন দেখছি আমি। হয়ত সে স্বপ্ন আমার সফল হবে না কোনদিন। কিন্তু তবু আজ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এস মবুলু। নিগ্রোভৃত্যদের নিয়ে এগিয়ে চল।

নিগ্রোভৃত্যরা তখন নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করছিল। মবুলু তাদের কাছ থেকে আতন থোমের কাছে এসে বলল, আমার লোকরা এখান থেকে আর যাবে না মালিক।

আতন থোম বলল, সেকি, আমি ত তাদের আশেয়ারে যাবার জন্যই নিযুক্ত করেছি।

মবুলু বলল, বোন্দা থেকে আশেয়ার তখন অনেক দূরে থাকায় তারা রাজী হয়েছিল। কিন্তু এখান থেকে আশেয়ার অনেক কাছে বলে তারা আর যেতে চাইছে না। তুয়েন বাকা হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারের অভিশপ্ত সীমারেখা। তাই তারা ভয় পেয়ে গেছে।

থোম বলল, তুমি হচ্ছ তাদের সর্দার। তুমি তাদের যেতে বাধ্য করবে।

মবুলু বলল, না, আমি তা পারব না।

থোম বলল, আজকের মত আমি শিবির স্থাপন করব। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব। কাল তারা সাহস ফিরে পাবে। এ সময় তারা আমায় ছেড়ে যাবে না নিশ্চয়।

মবুলু বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। আজ এখানেই শিবির গড়ে তোলা হোক।

সে রাতে নদীর কলতান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক হীরের স্বপ্ন দেখল আত্তন থোম। হীরক দেশের পিতাকে সে খুঁজে বার করবেই। সকাল হতেই সে নিগ্রোভৃত্যদের ডাকাডাকি করতে লাগল। কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ পেল না। সে তখন উঠে নিজের নিগ্রোভৃত্যদের তাঁবুতে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখল, নিগ্রোভৃত্যরা শিবির ছেড়ে সব পালিয়েছে।

সে গিয়ে তখন লাল টাস্ককে উঠিয়ে বলল, কুকুরগুলো সব আমাদের ছেড়ে হঠাৎ পালিয়েছে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লাল টাস্ক বলল, ওরা আমাদের সব খাবার আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়েছে। ওরা আমাদের মারবার জন্য আমাদের ছেড়ে পালিয়েছে। এখনো বেশী দূরে যেতে পারেনি। এখনই ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করে ধরার চেষ্টা করা উচিত।

থোম বলল, না, তা করব না। আমরা এগিয়ে যাব। আমরা এত কষ্ট করেছি, তা কি ফিরে যাবার জন্য ?

এক অদ্ভুত আলো ফুটে উঠল থোমের চোখে মুখে। সে বলল, আমি হীরে পাবই। তুমি কি মনে ভাব কতকগুলো ভীরু কাপুরুষ আদিবাসীর জন্য আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

লাল টাস্ক বলল, আল্লা! কিন্তু মালিক, আমরা মাত্র দুজনে সেখানে যেতে পারি না।

থোম বলল, চুপ করো, আমরা নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারে যাবই। মাগরা সবচেয়ে দামী হীরের গয়না পরবে। আমরা দুজনে সবচেয়ে ধনী হব। ভারতের রাজা মহারাজাদের হার মানিয়ে দেব আমি। প্যারিসের রাস্তাগুলোকে সোনা দিয়ে ভরিয়ে দেব।

পাগলের মত এক জোর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল থোম। বলল, এস, এই নদীর ধার দিয়ে বরাবর এগিয়ে চলব আমরা।

নদীর ধারের পথটা উঁচু নিচু এবং বড় বড় পাথরে ভরা। লাল টাস্ক থোমের পিছু পিছু যেতে লাগল নীরবে। কিছুদূর যাবার পর ওরা দেখল পথটা সরু হয়ে গেছে আর তার বাঁদিকে খাড়াই পাহাড়। একবার পা ফসকে গেলে ওরা পড়ে যাবে খরস্রোতা নদীর জলে। নদীর ওপারেও খাড়াই পাহাড়।

লাল টাস্ক বলল, মালিক ফিরে চল। জগতের সব হীরে পেলেও এ বিপদের

ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।

থোম বলল, না এগিয়ে চল। এই পথই আশেয়ারে চলে গেছে। আমি মরে গেলে তবে ফিরে যাবে। চুপ করো। হৈ চৈ করো না। তুমি একটা কাপুরুষ।

লাল টাস্ক বলল, নির্বোধের মত মরার চেয়ে কাপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল।

দু ঘণ্টা ধরে ওরা সেই সরু পথটা ধরে এগিয়ে চলল।

কিন্তু এইভাবে কিছুটা এগিয়ে চলার পর ওরা দেখল নদীর ধারের সেই পথটা আর নেই। এক গভীর খাদের মধ্যে ঢুকে গেছে পথটা। তার ওপারে ঘন বন।

ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে সেখানেই শুয়ে পড়ল ওরা। সন্ধ্যের সময় ওরা উঠে আগুন জ্বালাল। ক্ষিদের জ্বালায় ওদের পেট জ্বলছিল। কিন্তু কিছুই খাবার নেই। নদীর জল খেয়ে আগুনের ধারে বসে শীত নিবারণ করতে লাগল ওরা।

হঠাৎ লাল টাস্ক বলল, আল্লা, শোন মালিক, বনের ভিতর থেকে কারা যেন আমাদের দেখছে। জায়গাটা খুব খারাপ। কি একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে কবরের ভিতর থেকে।

সপ্তম অধ্যায়

বাঁদর গোরিলাদের রাজা উঙ্গো তাদের দলের সবাইকে নিয়ে শিকার করছিল। আজ তাদের দম দম নাচের উৎসব। আজ রাত গভীর হলে গোরো বা পূর্ণচন্দ্র যখন মধ্য আকাশে কিরণ দেবে তখনই শুরু করতে হবে তাদের দম দম নাচ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে নাচের উৎসবের জন্য কোন শিকার পায়নি উঙ্গো।

সহসা উপর দিকে মুখ তুলে বাতাসে গন্ধ শুঁকে বলল, পেয়েছি, গোমাঙ্গানী, গোমাঙ্গানী আসছে।

তার দলের সবাইকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল উঙ্গো গাছের আড়ালে।

সেই পথে তখন গ্রেগরিদের সকলে আসছিল। টারজন তখন তাদের দলের জন্য শিকার করতে গিয়েছিল একা। দার্ণং বলল, এখনো হয়ত শিকার পায়নি

টারজন। কোন পশুবধের চীৎকার এখনো শুনতে পাইনি।

মাগরা বলল, টারজন না থাকলে আমাদের না খেতে পেয়ে মরতে হত।

উলফ্‌ বলল, শিকার না থাকলে কে শিকার পাবে?

মাগরা বলল, টারজন ত কখনো শুধু হাতে আসে না।

উলফ্‌ বলল, অন্য সব বাঁদরেরাও শিকার পায়। আমি ত আর শিকারের জন্য বাঁদর হতে পারব না।

এমন সময় হঠাৎ উঙ্গো তার দল নিয়ে গ্রেগরিদের সফরির সামনে এসে পড়ল। দার্ণৎ তার পিস্তল থেকে একটা গুলি করলে তাতে একটা বাঁদর-গোরিলা মারা গেল। উলফ্‌ ভয়ে পালিয়ে গেল। লাভাক আর গ্রেগরি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বাঁদর-গোরিলাগুলো এমনভাবে তাদের দলের মধ্যেঢুকে গেল যে দার্ণৎ তার রাইফেল থেকে গুলি করতে পারল না। উঙ্গো তখন গোলমালের মধ্যে মাগরাকে তার কাঁধে তুলে নিয়ে পালাতে লাগল।

মুহূর্তের মধ্যে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁদর-গোরিলারা। দার্ণৎ বলল, আমি উলফের রাইফেলটা নিয়ে ওদের সন্ধানে যাচ্ছি। দু-একটাকে মারতে পারলে বাকি সবাই পালিয়ে যাবে। টারজন এলে তাকে পাঠিয়ে দেবে।

এমন সময় টারজন এসে পড়ল। এই দুর্ঘটনার কথা সবাই একসঙ্গে বলতে লাগল। পরে তারা বলল, মাগরাকে বাঁদর-গোরিলারা ধরে নিয়ে গেছে।

টারজন তখন বলল, একথা প্রথমে বলনি কেন আমাকে? কোন্‌দিকে গেছে তারা?

দার্ণৎ পথটা দেখিয়ে দিল টারজনকে।

টারজন তখন সেই মুহূর্তে ছুটে চলে গেল আর কোন কথা না বলে।

জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় মাগরাকে নামিয়ে দিল উঙ্গো। তিনটে মেয়েবাঁদর-গোরিলা ঢাক বাজাতে লাগল। পুরুষ বাঁদর-গোরিলাগুলো মাগরার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল।

এই ঢাকের শব্দ লক্ষ্য করে গাছের ডালে ডালে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। সে ভাবলো এখনো মাগরা তাহলে বেঁচে আছে। কারণ যে মুহূর্তে বধ করবে ওরা সেই মুহূর্তে ঢাকের বাজনা আর নাচ থেমে যাবে। তখন ওরা তার মৃতদেহটা ছিঁড়ে খাবে।

হঠাৎ এক দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ একটা গাছ থেকে নেমে বাঁদর-গোরিলাদের সামনে এসে দাঁড়াল। উঙ্গো দাঁত বার করে গর্জন করতে করতে টারজনের সামনে এসে বলল, আমি উঙ্গো। আমি তোমাকে বধ করব।

মাগরা তখন চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল।

টারজনও বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় বলল, আমি বাঁদরদলের টারজন। আমি বিরাট শিকারী, শক্তিশালী যোদ্ধা। আমি তোকে বধ করব।

টারজন সহসা উঙ্গোর কব্জিটা এক হাতে ধরে তাকে ঘুরিয়ে ফেলে দিল

মাটিতে। উঙ্গো উঠে আবার আক্রমণ করল টারজনকে।

মাগরা তখন চোখ মেলে তাকিয়ে টারজনকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তখন টারজন শুধু হাতে এতগুলো বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে লড়াই করে জীবন দিতে এসেছে। তাকে উদ্ধার করার জন্যই আজ তার জীবন উৎসর্গ করবে সে।

টারজন একসময় ক্ষিপ্র বেগে উঙ্গোর পিঠের উপর উঠে তার ঘাড় ধরে তাকে ফেলে দিল আবার। তারপর তার পিঠের উপর চেপে তার ঘাড়টা ধরে এমনভাবে বাঁকাতে লাগল যে মনে হলো ঘাড়টা ভেঙ্গে যাবে উঙ্গোর। অবশেষে হার মানল উঙ্গো। আত্মসমর্পণ করল টারজনের কাছে।

টারজন উঠে পড়ল। বলল, আমি হচ্ছি এবার তোমাদের রাজা। অন্য বাঁদর-গোরিলাগুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ আর লড়াই করার জন্য এগিয়ে এল না।

মাগরা এবার উঠে এসে টারজনকে জড়িয়ে ধরল। বলল, এবার হয়ত এরা আমাদের দুজনকেই বধ করবে।

টারজন বলল, না, এখন আমিই ওদের রাজা। আমি এখন ওদের যা বলব তাই করবে ওরা।

আদিবাসীদের জয়ঢাকের বাজনা থেমে গেলে দার্ণং বলল, এই বোধহয় মেরে ফেলল মাগরাকে। হয়ত টারজনের পৌছতে দেরী হয়ে গেছে।

উলফ্ বলল, গোরিলারা তাকে মেরে ফেললে ভাল হয়। একমাত্র চিন্তা মাগরার জন্য। টারজনকে ধরলে আমরা একরকম বেঁচে যাই।

গ্রেগরি একথায় রেগে গিয়ে বলল, চুপ করো, টারজন না থাকলে আমরা একেবারে হারিয়ে যাব জঙ্গলে।

পরদিন ভোরে হেলেন বিছানা থেকে উঠে দেখল দার্ণং জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে কাঠ ফেলে দিচ্ছে। হেলেন হেসে বলল, আপনি কি পাহারাদারের কাজ করছেন?

দার্ণং বলল, পাহারাদারের কাজ করছি আর সেই সঙ্গে মনে মনে চিন্তাও করছি।

হেলেন বলল, বাবা বলেছে আগামী কালই বোঙ্গায় ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে বেশকিছু নিগ্রোভৃত্য যোগাড় করে নতুন করে আবার রওনা হবে। এখন টারজন ছাড়া আর আমাদের এগোন সম্ভব নয়।

দার্ণং বলল, ঠিকই বলেছেন। তোমার জীবনের একটা দাম আছে। তোমার কিছু হলে আমার যে কি হবে তা তুমি জান না। এখন অবশ্য প্রেমের কথা বলার সময় নয়। কিন্তু আশা করি আমি কতখানি তোমায় ভালবাসি তা লক্ষ্য করেছ?

হেলেন বলল, অবশেষে তুমিও? লাভাক বলে কেউ নাকি আমার প্রেমে

পড়েছে। মাগরা আবার টারজনকে খুবই ভালবাসে।

দার্ণৎ বলল, লাভাক সত্যিই ভাল লোক। সে যদি তোমার প্রেমে পড়ে থাকে তাহলে তাকে দোষ দিতে পারি না। তবে আমার কথা বলতে পারি, আমি তোমাকে এতই ভালবাসি যে তোমার জন্ম আমি ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেছি, চাঁদের দিকেও আর তাকাই না। এরপর হয়ত কবিতা লিখতে শুরু করব।

হঠাৎ হেলেন শিবিরের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠল।

দার্ণৎ বলল, কি হলো হেলেন ?

হেলেন বলল, আবার বাঁদর-গোরিলাগুলো আসছে।

কিন্তু দার্ণৎ দেখল তাদের সঙ্গে টারজন আর মাগরাও আছে। হেলেন বলল, ওরা কি টারজনকে ধরে নিয়ে এসেছে ?

দার্ণৎ বলল, না, টারজনই ওদের ধরে এনেছে।

টারজন এসে বলল, আমি এখন ওদের রাজা। ওরা আমার কথামত চলবে। আমি ওদের এনেছি, অনেক কাজে লাগবে। ওরা আমাদের জন্ম আর মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। ওদের গায়ে হাত না দিলে ওরা কিছু করবে না। আমি এখন ওদের শিকারে পাঠাব। কিন্তু ওদের ডাকলেই আমার কাছে আসবে।

মাগরা বলল, তোমরা যদি দেখতে টারজন কিভাবে এক বিরাট বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। আমি ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখে লাভাক এসে একসময় হেলেনকে বলল, পূর্ণচন্দ্র দেখলে হৃদয়ে প্রেম জাগে।

হেলেন বলল, মনে পাগলামির ভাবও জাগায়।

উলফ্ মাগরার কাছে গিয়ে বলল, ঐ বাঁদর লোকটার মধ্যে তুমি কি পেয়েছ ? ওর থেকে আমি অনেক ভাল। আমার কাছে দু হাজার পাউণ্ড আছে। তার উপর হীরের অর্ধেক ভাগ পাব।

মাগরা বলল, তোমাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। তুমি মানুষ হিসাবে এতই খারাপ যে আমি তোমার কোন যোগ্য বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছি না। এরপর আর কখনো তুমি প্রেমের কথা বলবে না। তাহলে ঐ বাঁদর লোকটাকে আমি ডাকব। সে তোমাকে দু খণ্ড করে ফেলবে। তুমি জান সে তোমায় মোটেই ভালবাসে না।

উলফ্ বলল, ঠিক আছে আমি তোমাকে ও তোমার বাঁদর লোকটাকে দেখে নেব। তোমাকে যেমন করেই হোক লাভ করব আমি। আমি তাকে ভয় করি না।

মাগরা হেসে বলল, বাঁদর-গোরিলারা যখন আমাকে ধরেছিল তখন তুমি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। শিবিরের সকলেই দেখেছে তুমি কত বড় বীরপুরুষ।

অষ্টম অধ্যায়

আতন খোম আর লাল টাস্ক সেই রাতটা কোনরকমে সেই খাদের কাছে কাটিয়ে পরদিন সকালে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরতে লাগল।

লাল টাস্ক খুশি হয়ে বলল, ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ দেখে খুশি হলাম মালিক।

আতন খোম বলল, লোকজন না হলে আশেয়ারে যাওয়া যাবে না। আমি বোঙ্গায় ফিরে গিয়ে কিছু সাহসী লোকজন যোগাড় করব।

লাল টাস্ক বলল, আমি কিন্তু আর এ পথে কখনো আসব না।

নদীর ধার দিয়ে তারা যখন ফিরছিল তখন এক জায়গায় একডজন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। তাদের মাথায় পালকওয়ালা উষ্ণীষ আর বুকে বেল্ট আঁটা ছিল। তাদের হাতে ছিল বর্শা আর ছুরি।

নদীতে একটা বড় নৌকো ছিল। কুড়িজন নিগ্রো ক্রীতদাস নাবিক হিসাবে কাজ করছিল। যোদ্ধারা আতন খোম আর টাস্ককে সেই নৌকোতে চাপাল।

আতন খোম জোরে হেসে উঠল। টাস্ক বলল, কেন মালিক?

খোম বলল, হাসলাম কারণ এ নৌকো যাবে নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারে।

নৌকোটা যখন আশেয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছিল তখন একসময় খোম সেই সব যোদ্ধাদের নেতাকে বলল, তোমরা কেন আমাদের বন্দী করলে? আমাদের দিয়ে কি করবে?

যোদ্ধাদের নেতা বলল, তোমাদের বন্দী করেছি কারণ নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারের খুব কাছে তোমাদের পেয়েছি। এই নিষিদ্ধ নগরীতে একবার কেউ এলে আর সে ফিরে যেতে পারে না। আমরা আমাদের রাণী আটকার কাছে নিয়ে যাব। যা করার তিনিই করবেন।

আতন খোম সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল নদীর দুধারে তুয়েন বাকার দুটো খাড়াই পাহাড় নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড় দুটো সূর্যটাকে একেবারে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকায় সামনেটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল। একটা মশাল জ্বেলে তার আলোয় পথ চিনে নৌকো চালাচ্ছিল নাবিকরা।

এরপর নৌকো নদী ছেড়ে একটা বিরাট হ্রদে গিয়ে পড়ল। তার দুদিকে বন আর প্রান্তর দেখা যাচ্ছিল। তার ফাঁকে ফাঁকে দুদিকে দুটো নগরের বড়

বড় প্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল। আতন থোম একজন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল, আশেয়ার কোন্‌টা ?

যোদ্ধা একবার হাত বাড়িয়ে দেখাল। বলল, ঐটা।

থোম বলল, আর অন্য নগরটা ?

যোদ্ধা বলল, ওটা হচ্ছে থোবোজ। ওটা হলো আমাদের শত্রুদের আবাসভূমি।

লাল টাস্ক হ্রদের স্বচ্ছ জলের দিকে একমনে তাকিয়ে কি দেখছিল। এদিকে তাদের নৌকোটা আশেয়ারের কাছাকাছি এসে পড়ায় থোম টাস্ককে বলল, অবশেষে আমার স্বপ্ন সার্থক হলো এতদিনে।

টাস্ক বলল, তোমার আশাকে অত উঁচুতে স্থান দিও না মালিক। এই যোদ্ধারা আমাদের ছাড়বে না। আশেয়ারে আরো অনেক যোদ্ধা আছে। ওরা বলেছে আমরা বন্দী। নিষিদ্ধ নগরী থেকে কোন মানুষ জীবন্ত ফিরে যেতে পারবে না বা হীরকদেশের পিতাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

নৌকো থেকে একসময় আতন থোম আর লাল টাস্ক আশ্চর্য হয়ে দেখল হ্রদের স্বচ্ছ জলের তলায় একটা বিরাট মন্দির দেখা যাচ্ছে। সেই মন্দিরের জানালা দিয়ে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। একজন অদ্ভুতদর্শন মানুষ একটা ত্রিশূল হাতে সেই মন্দির প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে চলে যাচ্ছে। নৌকোটা মন্দিরের উপর দিয়ে চলে গেল।

অবশেষে নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারের ঘাটে এসে নৌকোটা ভিড়তেই যোদ্ধারা আতন থোম আর লাল টাস্ককে নামতে বলল।

একটা ছোট ফটক দিয়ে নগরীর ভিতরে প্রবেশ করল তারা। ফটকের সামনে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী ছিল। নগরীর মধ্যে ঢুকে সেই শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধারা একটা বাড়ির মধ্যে একজন অফিসারের কাছে নিয়ে গেল থোম আর টাস্ককে। অফিসার যোদ্ধাদের ও থোমের সব কথা শুনল মন দিয়ে।

অফিসার বলল, তোমরা সত্য বলছ কি মিথ্যা বলছ তাতে কিছু যায় আসে না। তুয়েন বাকার সীমানায় একবার ঢুকলে আর বার হওয়া যায় না। আশেয়ার এক নিষিদ্ধ নগরী। তবে তোমাদের কি শাস্তি দেওয়া হবে—তোমাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে না যাবজ্জীবন বাঁচিয়ে রাখা হবে তা নির্ভর করছে আমাদের রাণীর উপর।

আতন থোম বলল, আমি একবার রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কথা তাঁকে নিজের মুখে জানাতে চাই।

অফিসার বলল, কোন বন্দীর সঙ্গে রাণী দেখা করেন না। তোমার যা বলার আমাকে তা জানাতে পার। আমি গিয়ে তা তাঁকে বলব।

থোম বলল, আমি একমাত্র রাণী ছাড়া সে কথা কাউকে বলব না।

অফিসার গিয়ে প্রহরীদের বলল, ওদের অনেক বেয়াদবি সহ্য করেছি।

আর না। ওদের একটা ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রেখে দাও। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইরকম খাদ্য তাদের দেবে।

শিকলবাঁধা অবস্থায় ওদের একটা অন্ধকার ঘরে ঠাণ্ডা পাথরের মেঝের উপর ফেলে রাখা হলো। লাল টাস্ক থোমকে বলল, তুমি তোমার কথাটা ওদের বলতে পারতে মালিক। এতে আমাদের কষ্ট বাড়বে।

থোম বলল, রাণীকে বললে যে ফল পাওয়া যাবে ওদের বললে তা পাওয়া যাবে না।

টাস্ক বলল, যে পরিমাণে খাবার দেয় তাতে আমার পেট ভরছে না। আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি।

থোম বলল, আমার তাতেই হয়ে যাচ্ছে।

একদিন দরজা খুলে কয়েকজন প্রহরী সেই কারাকক্ষের মধ্যে এসে বলল, চল আমাদের সঙ্গে। রাণী তোমাদের ডেকেছেন।

বিরাট প্রাসাদের একটি বড় ঘরের মধ্যে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো। একটা বড় পাথর কেটে তৈরী করা সিংহাসনে রাণী বসে ছিল। তার দুদিকে যোদ্ধারা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে অনেক ক্রীতদাস যেকোন হুকুম তামিল করার অপেক্ষায় ছিল নতজানু হয়ে।

রাণীকে দেখতে সুন্দরী, বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। তার মাথার চুলগুলো বিন্যস্ত অথচ ছড়ানো ছিল মাথার চারদিকে। তার উপর সাদা পালকের একটা মুকুট ছিল। তার চোখ মুখ দেখে উদ্ধত ও নির্দয় প্রকৃতির বলে মনে হচ্ছিল। আতন থোমের মত নির্ভীক লোকও ভয় পেয়ে গেল তা দেখে।

রাণী থোমকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা আশেয়ারে এসেছ কেন?

থোম বলল, আমরা এখানে আসতে চাইনি। আমরা পথ হারিয়ে তুয়েন বাকার কাছে এসে পড়ি। তারপর ফিরে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমার যোদ্ধারা আমাদের ধরে বন্দী করে।

রাণী বলল, তোমরা নাকি বলেছ তোমাদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। সেটা কি? বাজে কথা বলে আমার সময় নষ্ট করলে তার ফল কিন্তু ভাল হবে না।

আতন থোম বলল, আমাদের একদল শক্তিশালী শত্রুর কবল থেকে পালিয়ে আসছিলাম আমরা। আমরা জানতে পারি তারা আশেয়ারে আসছে। তারা এখানে এসে হীরে চুরি করে নিয়ে যেতে চায়। তারা এতক্ষণে আশেয়ারের কাছাকাছি হয়ত চলে এসেছে। আমি তাদের ধরতে সাহায্য করতে চাই তোমাদের।

রাণী আটকা বলল, তাদের সঙ্গে সেনাদল আছে কি?

থোম বলল, সম্ভবতঃ আছে। তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আছে।

রাণী আটকা তার এক সামন্তকে বলল, এই লোকটি যদি সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে একে কারাগারে না রেখে নগরের মধ্যে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা দিয়ে আটক রাখা হোক। বন্দীদের ভার তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। আশেয়ারে ঢোকার সব পথে উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করো।

আকামেন নামে সেই সামন্ত থোম আর টাস্ককে প্রাসাদের এক সুন্দর অংশে নিয়ে গেল। থোম বলল, রাণী সত্যিই উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে বাইরে গিয়ে শহরটাকে ঘুরে দেখতে পারব না এই যা।

আকামেন বলল, তাতে বিপদ আছে। থোবোজরা নৌকোয় করে এসে ধরে নিয়ে যেতে পারে। তারা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে এমন ভাল ব্যবহার করবে না।

থোম বলল, আমরা একেবারে হ্রদের তলায় সেই সুন্দর মন্দিরটা ঘুরে দেখতে চাই।

আকামেন বলল, কৌতূহল অনেক সময় বিষের মত মারাত্মক হয়ে ওঠে।

নবম অধ্যায়

সেদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ বাতাসে কিসের গন্ধ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল টারজন। বলল, একদল আদিবাসী আসছে। গ্রেগরি বলল, ওরা এসে গেছে। ওদের দলে অনেক কুলী আর মালপত্র রয়েছে।

ওগাবি বলল, বোঙ্গাতে এই লোকগুলোকেই প্রথমে আপনারা ঠিক করে-ছিলেন। পরে আতন থোম চালাকি করে তার দলে নিয়ে যায়। ওরা তাদের দল ছেড়ে এসেছে।

টারজন মবুলিকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি ?

মবুলি বলল, আমি সর্দার মবুলি। কিন্তু তুমি কে ?

টারজন বলল, আমি টারজন। সফরির নিয়মকানুন নিশ্চয় জান তুমি। কেন তাদের ত্যাগ করেছ ?

মবুলি বলল, ক্ষমা করো বাওয়ানা। আমি তোমাকে কখনো দেখিনি, শুধু নাম শুনেছি।

টারজন বলল, শ্বেতাঙ্গদের সফরি ত্যাগ করার জন্য তোমাদের শাস্তি পেতে হবে। তার জন্য তোমাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে আশেয়ারে যেতে হবে।

মবুলি বলল, তুয়েন বাকা হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরী যাবার পথে অভিশপ্ত সীমারেখা। আমার লোকরা যেতে চায়নি সেখানে। তাই তারা সফরি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

টারজন বলল, তোমরা মালপত্রও সব নিয়ে এসেছ। তার শাস্তিস্বরূপ তোমাদের এখন আমাদের সঙ্গে তুয়েন বাকা যেতে হবে।

মবুলি বলল, আমার লোকরা ভয় পাচ্ছে।

টারজন বলল, যেখানে টারজন যাচ্ছে সেখানে ভয়ের কোন কারণ নেই।

এরপর তিনদিন ধরে গ্রেগরিদের সফরি আশেয়ারের পথে এগিয়ে চলল। তারা বনপথ পার হয়ে একটা নদীর ধারে এসে পড়ল। এরপর পথ উঁচু নিচু আর পাথরে ভরা। সামনে কতকগুলো ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখানে তুয়েন বাকার চূড়া দেখা যাচ্ছিল। টারজন বলল, কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পথটা দেখে আসি। তোমরা এখানেই থাক।

বড় বড় পাথরে ভরা পথটা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে একটা অদ্ভুত জন্তুর পায়ের ছাপ দেখল টারজন। যেন একটা বিরাটকায় সরীসৃপের গন্ধ পেল। কিছুদূর পা চালিয়ে সাবধানে গিয়ে সে দেখল একজন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা সামনে একটা বিরাটকায় সরীসৃপ দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন বুঝল এই শ্বেতাঙ্গ নিশ্চয় এ অঞ্চলের অধিবাসী। তার কাছ থেকে এখানকার অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সরীসৃপটা এখনি তাকে গিলে খেলে সে তথ্য আর পাওয়া যাবে না। সে তাই ছুরি হাতে গিয়ে সরীসৃপটার গলার কাছে এক দুর্বল অংশে ছুরিটা বসিয়ে দিল। সরীসৃপটা তবু কায়দা হলো না, সে লড়াই করে যেতে লাগল। টারজনও বারবার ছুরিটা তার গায়ে বসাতে লাগল।

শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা দৈত্যাকার শ্বেতাঙ্গ বিদেশীকে দেখে প্রথমে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেও পরে সে বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে তার বর্শাটা সরীসৃপের বুকের উপর বসিয়ে দিল। দুজনের চেষ্টায় সরীসৃপটা মরে গেলে শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা টারজনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি শত্রু না মিত্র?

টারজন বলল, আমি তোমার বন্ধু। আমি হচ্ছি টারজন। তুমি কে?

যোদ্ধা বলল, আমি থোবোজ নগরীর অধিবাসী, নাম থেটান।

টারজন বলল, আমি আশেয়ারে যেতে চাই।

যোদ্ধা বলল, তুমি এমন একটা ব্যাপারের কথা বললে যাতে আমি কোন সাহায্য তোমায় করতে পারব না। আশেয়ারের লোকরা আমাদের চিরশত্রু। সেখানে তোমাকে নিয়ে গেলে আমাদের দুজনকে তারা হয় মেরে ফেলবে না হয় বন্দী করে রেখে দেবে। আমি বরং আমাদের রাজার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তুমি আশেয়ারে যেতে চাও কেন?

টারজন বলল, এমন একজন লোক আশেয়ারে বন্দী হয়ে আছে বলে মনে হয় যার বাবা আর বোন আমাদের দলে আছে। আমরা সেই লোকটিকে মুক্ত করার জন্যই সেখানে যেতে চাই।

যোদ্ধা বলল, কোন বিদেশীকে ঢুকতে না দিলেও আমি থোবোজের রাজার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। যেহেতু তুমি তাঁর ভাইপো থেটানের প্রাণ বাঁচিয়েছ সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে এবং যেহেতু তুমি আশেয়ারের শত্রু

সেইহেতু তিনি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারেন। তিনি অন্ততঃ তোমার কোন ক্ষতি করবেন না।

টারজন বলল, কিভাবে আমি তাঁর মনোভাবের কথা জানব ?

যোদ্ধা বলল, আজ রাতটা আমি কোন গুহাতে কাটিয়ে কাল থোবোজে যাব। তিনদিন পর আমি নিজে ফিরে এসে তোমাকে জানাব।

টারজন বলল, গুহাতে কেন, তুমি আমাদের শিবিরেই আজকের রাতটা কাটাতে পার। তাহলে আমরা সকলে মিলে আলোচনা করতে পারব।

যোদ্ধা বলল, সব বিদেশীই আমাদের শত্রু।

টারজন বলল, আমার বন্ধুরা তোমাকেও বন্ধুভাবে দেখবে। তাছাড়া আমরা যে দেশের লোক সে দেশের লোকরা বিদেশীদের কখনো শত্রু ভাবে না।

যোদ্ধা টারজনের সঙ্গে তাদের শিবিরে যেতে যেতে বলল, সত্যিই তোমাদের দেশ বড় অদ্ভুত।

টারজন যখন অদ্ভুত পোশাকপরা একজন শ্বেতাঙ্গকে সঙ্গে করে শিবিরে এল তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। তুযেন বাকা, থোবোজ আর আশেয়ারের অনেক কথা যোদ্ধা তাদের বলল। তবে হীরকের রাজার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারল না।

শেষ রাতের দিকে একসঙ্গে অনেকগুলো ভূতুড়ে গলার আওয়াজে ঘুম থেকে জেগে উঠল শিবিরের সবাই। নিগ্রোভৃত্যরা ভয়ে কাঁপতে লাগল। ভূতুড়ে গলায় কারা বলতে লাগল, ফিরে যাও, নিষিদ্ধ নগরী আশেয়ারে মৃত্যু তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

শিবিরের সবাই দেখল ভূতের মত কতকগুলো প্রেতমূর্তি শিবিরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে। টারজন এগিয়ে গিয়ে একটা ভূতকে ধরে আনল। দেখা গেল সেটা রক্তমাংসের মানুষ। টারজনের সেই বন্ধু শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধা বলল, ওরা আশেয়ারের অধিবাসী।

টারজন সেই লোকটাকে ধরে এনে নিগ্রোভৃত্যদের দেখাল। বলল, এই দেখ, এরা ভূত নয়, মানুষ। এরা আমাদের ভূতের মুখোস পরে ভয় দেখাচ্ছিল।

এরপর আশেয়ারের লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, যাও, চলে যাও। তোমাদের দেশে গিয়ে বলবে, আমরা তোমাদের শত্রু নই। আমরা শুধু ব্রিয়ান গ্রেগরি নামে একজন লোকের মুক্তি চাই।

লোকটা ছাড়া পেয়ে কিছুদূরে গিয়ে বলল, তোমরা ব্রিয়ান গ্রেগরিকে পাবে না কখনো, নিষিদ্ধ নগরীতে একবার এলে কেউ আর ফিরে যায় না।

শিবিরে যখন আশেয়ারের যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই চলছিল তখন গোলমালের মাঝে নারীকণ্ঠের এক আর্ত চীৎকার শোনা যায়। কিন্তু কেউ খেয়াল করেনি ঠিকমত। শত্রুরা চলে গেলে দেখা গেল হেলেন নেই। মাগরা বলল

হেলেনকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে মুখে কাপড় দিয়ে।

টারজন বলল, এখন উপায় ?

থেটান বলল, ওরা নৌকোয় গিয়ে উঠবে। চলো দেখি, এখনো হয়ত নৌকো ছাড়েনি।

টারজনের সঙ্গে দার্ণৎও গেল। লাভাক আর উলফ্ শিবিরে রইল। কিন্তু নদীর পাড়ে ছুটে গিয়ে টারজন দেখল নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। ওরা অনেকটা চলে গেছে। শিবির থেকে বার হবার সময় টারজন একটা জোর হাঁক দিয়ে বাঁদর-গোরিলাদের ডেকেছিল। তারা নদীর পারে এসে টারজনের কাছে দাঁড়াল।

টারজন বলল, তাহলে কি হবে ?

থেটান বলল, একটা সম্ভাবনা আছে তাদের পাবার। নদীর ধারে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করতে পারে ওরা। সেখানে হঠাৎ আমরা গিয়ে পড়তে পারি। তারা ভাবতেই পারবে না সেখানে কোন বিদেশী যেতে পারে। সেখানে যদি তাদের না পাই তাহলে মেয়েটির উদ্ধারের কোন আশা নেই। ওরা ওকে নিয়ে গিয়ে আশেয়ারের সেই মন্দিরের পূজারিণী করবে। তাহলে ও আর বাইরের জগতে বেরিয়ে আসতে পারবে না কোনদিন।

থেটান নদীর ধারে ধারে পা টিপে টিপে খুব সাবধানে ওদের নিয়ে চলল। থেটান বাঁদর-গোরিলাদের দেখে বলল, ওরা কারা ?

টারজন বলল, আমার বাঁদর-গোরিলা বন্ধুরা। ওরা আমার বড় অনুগত। ওদের শক্তি অসীম। মানুষ যে কাজ পারে না অনেক সময় ওরা তা পারে।

এদিকে তাদের শিবিরে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল তাতে উলফ্ খুব ভয় পেয়ে গেল। সে রাতে মোটেই ঘুমোতে পারল না সে। হীরের প্রতি সব লোভ লালসা মুহূর্তে উবে গেল তার। সে ঠিক করল সে বোম্বায় ফিরে যাবে। এত সব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আশেয়ারে কিছুতেই যাবে না সে।

শিবিরের মধ্যে তখন গ্রেগরি, লাভাক, মাগরা আর নিগ্রোভৃত্যারা ঘুমোচ্ছিল। উলফ্-গিয়ে নিগ্রোভৃত্যদের সর্দারকে জাগাল। বলল, যদি মুক্তি পেতে চাও ত এখনি তোমাদের লোকদের আর মেয়েটাকে ধরে নিয়ে চল। তা না হলে ওরা তোমাদের জোর করে আশেয়ারে নিয়ে যাবে। সেখানে গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না তোমরা। তবে দেখবে মেয়েটা যেন চীৎকার করতে না পারে।

থেটানের কথাই ঠিক, নদীর ধারে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করেছিল আশেয়ারের যোদ্ধারা। রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালেই আবার রওনা হবে। কিন্তু রাত্রিবেলায় মোটেই ঘুম হয়নি হেলেনের।

ভোরের দিকে শিবিরের আশেপাশে কতকগুলো বাঁদর-গোরিলা দেখল

হেলেন। তার মনে আশা হলো। ক্রমে টারজন দার্ণৎ আর থেটানকে দেখতে পেল। ওরা আশেয়ারের যোদ্ধাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঁদর-গোরিলারা তাদের কামড়ে ও গলা টিপে ঘায়েল করল। টারজন, দার্ণৎ আর থেটান যখন শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল তখন দুজন যোদ্ধা হেলেনকে টানতে টানতে নৌকোয় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। দার্ণৎ ছুটে গিয়ে গুলি করল তার পিস্তল থেকে। কিন্তু গুলিটা লাগল না। একজন যোদ্ধা দার্ণৎকে আঘাত করার চেষ্টা করতেই টারজন পিছন থেকে বর্শা ছুঁড়ে তার পিঠটাকে বিদ্ধ করল। বাকি যোদ্ধারাও আহত হয়ে পড়ে গেল। টারজন দেখল ওরা কেউ আর বেঁচে নেই।

হেলেনকে নিয়ে শিবিরে ফিরে এল টারজন। গ্রেগরি খুশি হলো হেলেনকে ফিরে পেয়ে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে টারজনকে জানাল, মাগরা আর উলফ্ নিগ্রোভৃত্যদের নিয়ে শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে রাত্রিকালে। আমাদের মালপত্রও নিয়ে গেছে।

হেলেন বলল, আমি ত বুঝতে পারছি না মাগরা একাজ কি করে করল ?

টারজন গ্রেগরিকে বলল, আমি থেটানের সঙ্গে কথা বলেছি। থোবোজের রাজা আমাদের সাহায্য করতে পারেন। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেলে আমরা আশেয়ারে গিয়ে ব্রিয়ানকে উদ্ধার করতে পারব। আমরা আশেয়ারের যোদ্ধাদের হত্যা করে তাদের নৌকোটা নিয়ে এসেছি। নদীর ঘাটে বাঁধা আছে সেটা। আশেয়ারের ক্রীতদাসরা তার নাবিক। তাদের কোন ক্ষতি করিনি আমরা। তারাই নৌকোটা চালিয়ে এনেছে এবং আমরা গেলে তারাই আমাদের থোবোজে পৌছে দেবে।

গ্রেগরি বলল, আমি যাব। কিন্তু এই বিপজ্জনক অভিযানে আমি আর কাউকে যেতে বলতে পারি না। কিন্তু দার্ণৎ, লাভাক সবাই যেতে চাইল।

এইভাবে ওরা যখন সকলে মিলে আশেয়ারে যাবার পরিকল্পনা করছিল, হেলেন যখন দার্ণতের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল এবং লাভাক ঈর্ষান্বিত হৃদয়ে তা দেখছিল তখন হঠাৎ একটা সফরি আসতে দেখল ওরা শিবিরের বাইরে।

টারজন হেলেনকে বলল, মাগরা আসছে। তোমার কথাই ঠিক। মাগরা কখনো একাজ করতে পারে না।

মাগরা মালপত্র সমেত পালিয়ে যাওয়া নিগ্রোভৃত্যদের সবাইকে ধরে নিয়ে এল। সকলে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখপানে তাকিয়ে রইল। অনেকে প্রশ্ন করল, উলফ্ কোথায় ?

মাগরা বলল, উলফ্‌কে আমি এই পিস্তল দিয়ে নিজের হাতে খুন করেছি। সেদিন রাতে আমি যখন শিবিরের মধ্যে ঘুমোচ্ছিলাম তখন সে মবুলিকে দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যায়। আমাকে জোর করে বোন্দার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। আমি অনেক আগেই ওকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম আমি

ওকে ভালবাসতে পারব না। তবু ও আমাকে জোর করে পেতে চায় এবং একদিন আমাকে ও জড়িয়ে ধরতে গেলে আমি ওর কোমরের খাপ থেকে রিভলবারটা বার করে ওর বুকের উপর গুলি করি। তারপর সেই পিস্তল দেখিয়ে মবুলিদের উপর জোর করে এখানে আসতে বাধ্য করি তাদের। আমি উলফের পকেটে দু হাজার পাউণ্ড পেয়েছি। খোম আর গ্রেগরিকে ঠকিয়ে টাকাটা নিয়েছিল ও। আর হেলেনের ঘর থেকে চুরি করা ম্যাপটাও পেয়েছি।

গ্রেগরি বলল, শয়তানটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, ভাল হয়েছে।

টারজন মবুলিদের বলল, তোমরা ঐসব মালপত্র নদীতে দাঁড়ানো নৌকোতে তুলে দাও। তারপর তোমরা দেশে চলে যাও। তোমাদের শাস্তির কথা পরে ভেবে দেখা যাবে।

যেসব ক্রীতদাস নৌকোটা বেয়ে এনেছিল তারাই আবার উপর দিকে দাঁড় বেয়ে নিয়ে যেতে লাগল। টারজন ক্রীতদাস নাবিকদের বলল, তোমরা আমাদের দলে বরাবর থাকবে, আমরা তোমাদের মুক্তি দেব। আশেয়ারের যোদ্ধারা আক্রমণ করলে আমাদের হয়ে লড়াই করবে।

খোবোত্ত আসার আগেই ওদের আশেয়ারের সীমানা পার হতে হবে। তখন নদীটা এক হ্রদে গিয়ে পড়বে। লাভাক নৌকোর সামনের দিকে ছিল। দার্ণতের কাছ ঘেঁষে মাগরা বসেছিল। মাগরা টারজনকে বলল, আগে আতন খোমের অধীনে কাজ করতাম। আমার কোন স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু এখন থেকে আমি তোমার কথামতই চলব।

টারজন কোন উত্তর দিল না। তার মনে ছিল তখন অন্য চিন্তা। এতগুলো লোকের ভার আর মালপত্রের বোঝা বইতে পারছিল না নৌকোটা। সহসা লাভাক সামনে অদূরে একটা নৌকো দেখতে পেয়ে বলল, ঐ দেখ।

নৌকোটা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছিল। খেটান বলল, আশেয়ারের নৌকো। আশেয়ারের যোদ্ধারা আছে ওতে।

ছয়টা নৌকো যোদ্ধাদের বয়ে নিয়ে তাদের দিকেই আসছিল। এর আগে আশেয়ারের যোদ্ধারা হেলেনকে নিয়ে পালাচ্ছিল এবং টারজন আর দার্ণৎ যাদের বাঁদর-গোরিলাদের সাহায্যে মেরে ফেলে তাদের মধ্যে একজন আহত হয়ে মরার মত পড়ে থেকে টারজনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। পরে সে আশেয়ারে গিয়ে রাণী আটকাকে সব কথা বলে। রাণী তখন দুটো নৌকো নিয়ে একদল যোদ্ধাকে বিদেশী শত্রুদের ধরে আনতে পাঠিয়ে দেয়।

সেই ছয়টা নৌকোকে তাদের দিকে আসতে দেখে গ্রেগরি বলল, চল আমরা ফিরে যাই।

খেটান বলল, কিন্তু তাহলেও ওরা আমাদের ধরে ফেলবে।

টারজন বলল, এখন লড়াই করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

দুদিকের খাড়াই পাহাড়ের মাঝে নদীটা যেখানে সরু হয়ে গেছে, যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না, সেইখানে এসে আশেয়ারের যোদ্ধারা যুদ্ধের ধ্বনি দিতে লাগল। টারজন বলল, ওরা কাছে এলে আমি 'ক্রীগা' বলে চীৎকার করলেই তোমরা ওদের লক্ষ্য করে গুলি করবে।

আশেয়ারের নৌকোগুলো কাছে আসতেই টারজনের সংকেত পেয়ে গ্রেগরির দলের লোকেরা বর্শা আর বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে লাগল আশেয়ারের যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলি করতে অসুবিধে হচ্ছিল ওদের। নৌকোটা দুলছিল। তবু আশেয়ারের যোদ্ধারা অনেকে নিহত হলো। তাদের হাত থেকে ছোঁড়া একটা ছোট বর্শা এসে গ্রেগরিদের একজন নাবিককে বিদ্ধ করল। নাবিকরাও তখন টারজনদের হয়ে লড়াই করতে লাগল।

এমন সময় আশেয়ারের একটা বড় নৌকো জোরে এসে টারজনদের নৌকোটাকে ধাক্কা মারতে সেটা উল্টে গেল। যাত্রীরা সব জলে পড়ে গেল। আশেয়ারের নৌকোগুলো এবার মুখ ঘুরিয়ে আশেয়ারের দিকে ফিরে যেতে টারজন একে একে জল থেকে অনেককে নৌকোর উপর তুলে নিল।

আশেয়ারের নৌকোগুলো সব চলে গেলে দেখা গেল সবাই জল থেকে উঠেছে। একমাত্র দার্ণৎ আর হেলেনকে পাওয়া গেল না। থেটান বলল, আশেয়ারের যোদ্ধারা তাদের জল থেকে তুলে তাদের নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।

গ্রেগরি বলল, এর থেকে হেলেন যদি জলে ডুবে মারা যেত তাহলে ভাল হত। হা ভগবান! কেন আমি এই অভিযান শুরু করেছিলাম? এত বিপদ জানলে কিছুতেই ঘর থেকে বেরিয়ে একাজে নামতাম না।

টারজন বলল, এখনো আশা আছে। একেবারে হতাশ হবার মত কিছু ঘটেনি।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। লাভাক বলল, এখন ত বাঁচলাম, এরপর আমাদের ভাগ্যে কি আছে তা একবার ভেবে দেখ।

টারজন বলল, সামনে কি আছে তা আমরা কেউ জানি না। সুতরাং খারাপের মধ্যেও ভালটাই আশা করতে হবে।

আশেয়ার নগরীতে আলো দেখতে পেল ওরা। ওদের নৌকোটা থোবোজের দিকে এগিয়ে আসছিল। থেটান বলল, আশেয়ারের নৌকোগুলোর আলো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে বাঁদিকে। তার মানে নগরে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

সারারাত এইভাবে চলার পর সকাল হতে থোবোজের ঘাটে গিয়ে পৌছল গ্রেগরিদের নৌকোটা। ঘাটের উপর থেকে মাথায় কালো পালকের উষ্ণীষপরা যোদ্ধারা বিদেশীদের দেখে গর্জন করে উঠল, কে তোমরা?

থেটান উত্তর দিল, রাজা হেরাতের ভাইপো থেটানের বন্ধু এরা।

যোদ্ধাদলের নেতা বলল, বিদেশীদের কোনমতে ঢুকতে দেওয়া হয় না এই

নগরীতে। আগে আমি তোমাদের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে যাব রাজার কাছে। পরে রাজা যা করেন তাই হবে।

দশম অধ্যায়

হেলেন আর দার্ণৎকে প্রথমে আশেয়ারের রাজপ্রাসাদের একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হলো। ঠাণ্ডা মেঝের উপর শীতে কাঁপছিল তারা। দার্ণৎ একসময় বলল, এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা এই যে আমরা বিচ্ছিন্ন হইনি পরস্পরের কাছ থেকে।

ওদের দুজনকে দরবার হলে রাণীর সামনে নিয়ে যাওয়া হলে আতন থোম আর লাল টাস্ককে মঞ্চের মধ্যে দেখে বিস্ময়ের আবেগে চীৎকার করে উঠল হেলেন। দার্ণৎকে দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ।

দার্ণৎ বলল, তাই ত দেখছি। ওরা ত বন্দী নয়। আমি থোমকে দেখে নেব। এর মানে কিছু বুঝতে পারছি না।

একজন প্রহরী ওদের বলল, চুপ করো।

রাণীর সিংহাসনের সামনে ওদের নিয়ে যাওয়া হলে রাণী আটকা কড়াভাবে ওদের জিজ্ঞাসা করল, কেন তোমরা এই নিষিদ্ধ নগরীতে এসেছ ?

হেলেন বলল, আমার ভাই ব্রিয়ান গ্রেগরির খোঁজে আমরা এসেছি।

রাণী আটকা বলল, মিথ্যা কথা। তোমরা হীরকদের পিতাকে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছ।

আতন থোম বলল, মেয়েটির কোন দোষ নেই। ওর সঙ্গীরাই হীরকদের পিতাকে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে। মেয়েটিকে আমার হেপাজতে রাখতে দিতে পার। তাহলে আমি ওর দায়িত্বভার নেব।

দার্ণৎ বলল, মেয়েটিই সত্যি কথা বলছে। ঐ লোকটাই মিথ্যা কথা বলছে। ও-ই হীরে চুরি করতে এসেছে। ওর ভাই এখানে বন্দী নেই। কেন তবে ও এখানে এত খরচ করে এসেছে ?

রাণী আটকা বলল, তোমরা সবাই মিথ্যা কথা বলছ। মেয়েটিকে মন্দিরে নিয়ে যাও। সেখানে ও সেবাদাসীর কাজ করবে। লোকটাকে বন্দী করে রাখগে।

দার্ণৎকে প্রহরীরা নিয়ে যাবার জন্ত ধরতে এলে সে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে হঠাৎ আতন থোমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা টিপে ধরল।

কিন্তু থোমকে মেরে ফেলার আগেই যোদ্ধারা দার্ণৎকে সরিয়ে দিল জোর করে।

রাণী বলল, লোকটাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে খাঁচার ভিতর বন্দী করে

রাখগে। ওর বাকী জীবনটা ও হীরকদের পিতাকে দেখে দেখে কাটাবে।

প্রহরীরা থোম আর টাস্ককেও ধরতে যাচ্ছিল। কিন্তু সামন্ত আকামেন রাণীর কানে কানে কি বলতে রাণী বলল, আমি আকামেনের উপর এই লোকদুটির ভার দিলাম।

মন্দিরে যাবার জন্য একটা গভীর সুড়ঙ্গপথে ঢোকার আগে প্রহরীদের একজন দার্ণৎকে বলল, শেষবারের মত একবার বাইরের জগৎটাকে দেখে নাও। কারণ আর বাইরের জগতে তুমি আসতে পারবে না।

দার্ণৎকে ওরা হোরাস হ্রদের জলের তলায় সুড়ঙ্গপথ দিয়ে মন্দিরে নিয়ে গেল। সেখানে প্রহরীরা পুরোহিতদের হাতে ওকে তুলে দিয়ে এল। পুরোহিতরা আবার দার্ণৎকে প্রধান পুরোহিত বৃদ্ধ ক্রলারের সিংহাসনের সামনে নিয়ে গিয়ে বলল, রাণী আটকা এই বন্দীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এ হীরকদের পিতার শুচিতা নষ্ট করতে এসেছিল।

ক্রলার রেগে গিয়ে বলল, এত লোককে আমি খাওয়াব কি করে? যাই হোক, ওকে একটা খাঁচায় ভরে রেখে দাও।

দার্ণৎ দেখল বড় ঘরখানার মধ্যে দুদিকে অনেক বড় বড় খাঁচায় এক একজন শীর্ণকায় লোককে বন্দী করে রাখা হয়েছে। লোকগুলোর মাথায় একরাশ করে রুক্ষ চুল আর মুখে দাড়ি গজিয়ে উঠেছে। দার্ণৎকে একটা খাঁচায় ভরা হলে পাশের খাঁচা থেকে একদল শীর্ণকায় অনশনক্লিষ্ট দাড়িওয়ালা লোক দার্ণৎকে লক্ষ্য করে বলল, তুমিও কি হীরে চুরি করতে এসেছিলে?

দার্ণৎ বলল, না, আমরা একটা লোকের খোঁজে এসেছিলাম।

খাঁচায় সেই বন্দী লোকটি বলল, কে সে লোক?

দার্ণৎ বলল, ব্রিয়ান গ্রেগরি নামে একটি লোক এখানে বন্দী আছে অনেক দিন ধরে।

লোকটি বলল, মজার কথা ত! আমিই ত ব্রিয়ান গ্রেগরি। আমাকে খুঁজতে তুমি আসবে কেন?

দার্ণৎ বলল, তুমিই তাহলে ব্রিয়ান গ্রেগরি? আমি হচ্ছি ফরাসী নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন দার্ণৎ।

ব্রিয়ান বলল, ফরাসী নৌবাহিনী আমার খোঁজ করবে কেন?

দার্ণৎ বলল, আমি যখন কোন একটা কাজে লোয়াঙ্গো গিয়েছিলাম তখন তোমার বাবা এখানে আসার জন্য এক অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। আমি তাঁর অভিযানে যোগদান করি।

ব্রিয়ান বলল, তাহলে বাবা আসছিলেন আমার জন্য?

শুধু তোমার বাবা নয়, তোমার বোনও এসেছে। তোমার বাবা জলপথে আসার সময় নৌকাডুবি হওয়ায় জলে পড়ে যান। তারপর কি হয়েছে জানি না। তবে তোমার বোন আমার সঙ্গে এখানে বন্দী হয়েছে।

ব্রিয়ান বলল, আমার জন্যই এত সব কষ্ট।

দার্ণৎ বলল, ঐটাকে বলে হীরকদের পিতা ?

ব্রিয়ান বলল, ঐ বড় কৌটোটাতে বিরাট একতাল হীরে আছে। প্রধান পুরোহিত ক্রলার ওটাকেই হীরকদের পিতা বলে।

দার্ণৎ বলল, খাঁচায় যে সব বন্দী রয়েছে তারা কি সবাই বিদেশী ?

ব্রিয়ান বলল, না, কিছু আশেয়ারের লোকও আছে যারা রাণীর বিরাগ-ভাজন হয়ে পড়ে কোনক্রমে। কিছু থোবোজের লোক আছে। আমার পাশে আছে হাকুর্ফ। সে ছিল এই মন্দিরেরই একজন পুরোহিত। ক্রলারের সঙ্গে কোন কারণে ঝগড়া হওয়ার জন্যই তার এই অবস্থা।

এমন সময় মেয়েরা হেলেনকে স্নান করিয়ে নতুন পোশাক পরিয়ে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে এল। হেলেন এবার খাঁচার মধ্যে তার ভাই ব্রিয়ান আর দার্ণৎকে দেখতে পেল। সে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, ব্রিয়ান তুমি ? ওরা তোমার এ কি অবস্থা করেছে ? পল, তুমিও এখানে ?

পুরোহিতরা এবার হেলেনকে ক্রলারের সিংহাসনের সামনে নিয়ে গেল। জাইথেব নামে এক পুরোহিত ক্রলারের কানে কানে কি বলল। জাইথেবের কাছে খাঁচাগুলোর চাবি থাকত।

ক্রলার হেলেনকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি মেয়ে ? তুমি কোথা থেকে এসেছ ?

হেলেন উত্তর করল, আমার নাম হেলেন। আমার দেশ আমেরিকা।

ক্রলার বলল, আমেরিকা নামে কোন দেশ ত পৃথিবীতে নেই। যাই হোক, তুমি জাইথেবের সেবা করবে। তার কথা শুনবে। তাকে মান্য করে চলবে।

এই বলে সে চোখ বন্ধ করে কি সব মন্ত্র বলল। চোখ খুলে দেখল জাইথেব আর হেলেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, এখন থেকে জাইথেব আর হেলেন স্বামী স্ত্রী! তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

এদিকে থোবোজের রাজপ্রাসাদের একটি ঘর থেকে টারজন, থেটান, লাভাক আর গ্রেগরিকেঁ রাজদরবারে রাজা হেরাতের সিংহাসনের সামনে বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হলো। রাজার পাশে রাণী মেনথেব বসে ছিল। সিংহাসনের দুপাশে কালো পালক মাথায় যোদ্ধারা দাঁড়িয়েছিল।

হেরাতের চেহারাটা বেশ উঁচু আর পুরু। তার চিবুকে অল্প একটু দাড়ি ছিল।

হেরাৎ থেটানকে বলল, তুমি আমাদের দেশের সব আইন কানুন জেনেও বিদেশীদের সঙ্গে করে এনেছ। তুমি আমার ভাইপো হলেও তোমাকে আইনের খাতিরে ক্ষমা করতে পারি না।

থেটান বলল, তুয়েন বাকার পাদদেশে একদিন এক বিরাট সরীসৃপের

কবলে পড়ে আমার জীবন চলে যাচ্ছিল। তখন টারজন নামে এই লোকটি তার নিজের জীবন বিপন্ন করে সেই জন্তুটাকে বধ করে আমাকে বাঁচায়। পরে জানলাম, এই লোকটি আর তার সঙ্গীরা আশেয়ারের শত্রু। ওরা বিদেশী হলেও আমাদের শত্রু নয়। তাই তাদের বন্ধু ভেবে নিয়ে এসেছি।

থেটানের কথা শুনে নরম হলো হেরাৎ। বলল, তোমার অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। কিন্তু বিদেশীদের এখন বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তাদের অবশ্য আমি বাঁচার একটা করে সুযোগ দেব। তিনটি শর্ত পূরণের উপর তাদের জীবন নির্ভর করবে। প্রথমতঃ তাদের একজনকে এক আশেয়ারের যোদ্ধাকে হত্যা করতে হবে লড়াই করে। দ্বিতীয়তঃ তাদের একজনকে একটা সিংহকে বধ করতে হবে। তৃতীয়তঃ তাদের একজনকে আশেয়ারের মন্দির হতে হীরকদের পিতাকে নিয়ে আসতে হবে।

থেটান টারজনকে বলল, ক্ষমা কর বন্ধু, আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারলাম না, শুধু দুঃখ বাড়িয়ে দিলাম।

টারজন বলল, ঠিক আছে। আমরা ত এখনও বেঁচে আছি।

হেরাৎ বলল, মেয়েটিকে অন্দরমহলে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাও। তার যেন কোন ক্ষতি না হয়। পুরুষদের এখন বন্দী করে রাখ। শর্তপালনের জন্য পরে তাদের একে একে ডেকে পাঠাব।

প্রহরীরা টারজন, গ্রেগরি আর লাভাককে এক নির্জন কারাকক্ষে নিয়ে গিয়ে তালাবন্ধ করে রাখল। গ্রেগরি বলল, মাগরার কি হবে কে জানে?

লাভাক বলল, হেরাৎ তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার যা হবে তা আমি বুঝতে পারছি।

পরদিন সকালে কারাগারের মধ্যে ওদের ঘুম ভাঙলে একজন প্রহরী ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, তোমাদের মধ্যে একজন এস, আশেয়ারের সেই যোদ্ধার সঙ্গে লড়াই করে তাকে মারতে হবে।

লাভাক আর গ্রেগরি একে একে দুজনেই যেতে চাইল।

কিন্তু টারজন তাদের কথা না শুনে প্রহরীর সঙ্গে চলে গেল।

প্রাসাদের উঠোনে এক জায়গায় লড়াইয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। আশেয়ারের সেই যোদ্ধাকে আনা হলো টারজনের সামনে। থেটান উৎসাহ দিল টারজনকে। হেরাৎ বলল, এ লড়াইয়ে ওর জীবন যাবেই।

আশেয়ারের যোদ্ধা টারজনকে দেখে বলল, আমি মেমেতের মত লোককে মেরেছি। তোমাকে মেরে আমি আরো আনন্দ পাব।

থেটান বলল, ঠিক আছে।

আশারীয় যোদ্ধাটা এসে টারজনকে প্রথমে বুকের উপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরল। ভাবল এইভাবে সে তাকে চেপে মেরে দেবে। টারজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। আশারীয় যোদ্ধা যখন দেখল তাতে কিছুই

হলো না তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি কি মানুষ না কোন পশু ?

টারজন বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের রাজা টারজন। আমি তোমাকে বধ করব।

আশারীয় যোদ্ধা আবার টারজনকে আক্রমণ করতে টারজন তাকে মাথার উপর তুলে একপাক ঘুরিয়ে মাটির উপর আছড়ে ফেলে দিল। তাকে মেরে ফেলতে পারত টারজন তখনি কিন্তু তাকে নিয়ে সে খেলা করতে চাইল। টারজন লোকটার দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে গেলে লোকটা উঠে টারজনের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে পালিয়ে গিয়ে বসে পড়ল। টারজন আবার তার কাছে গেলে লোকটা তার কোমর থেকে একটা ছুরি বার করে নিজের বুকে বসিয়ে দিল।

হেরাৎ আশ্চর্য হয়ে বলল, আশারীয় যোদ্ধার আজ কি হলো তা বুঝতে পারছি না।

থেটান বলল, ও হেরে গেল। বিদেশী বন্দী জিতে গেল।

হেরাৎ বলল, যদিও ও নিজের হাতে আশারীয় যোদ্ধাকে বধ করেনি তা হলেও ও জয়ী। ওকে ডেকে আন। কিছু কথা বলব ওর সঙ্গে।

রাণী মেনথেব বলল, এ ধরনের শক্তিশালী মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি।

টারজন তার সামনে এসে দাঁড়ালে হেরাৎ বলল, তুমি এখন থেকে স্বাধীন। অন্য দুটি শর্ত এখনো পূরণ না হলেও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দান করলাম। অন্য দুজন একে একে শর্ত পূরণ করতে পারলে তারাও ছাড়া পাবে।

টারজন বলল, আমাদের দলের মেয়েটির কি হবে ?

হেরাৎ বলল, সে ভালই আছে। অন্য শর্ত দুটি পূরণ হলে সেও ছাড়া পাবে। তুমি এখন থেটানের অতিথি হিসাবে থাকবে। তোমার সঙ্গীরা শর্ত পালন করতে পারুক বা না পারুক তাদের পরীক্ষা হয়ে গেলেই তুমি এদেশ থেকে চলে যেতে পারবে। এখন ঠিক করো তোমার সঙ্গীদের মধ্যে কে সিংহ মারবে ?

টারজন বলল, আমি মারব।

রাণী বলল, তুমি ত স্বাধীনতা পেয়ে গেছ। আবার কেন জীবন দিতে যাবে ?

টারজন বলল, তা হলেও আমি সিংহ মারব।

হেরাৎ রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে, ও যদি মরতে চায় ত তাই মরবে।

একাদশ অধ্যায়

আশেয়ারে তখন আতন খোম আর লাল টাস্ক প্রচুর বিলাসিতার সঙ্গে আরামে দিন কাটাচ্ছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আতন খোমের ঘরে আকামেন এসে তাদের বলল, একমাত্র আমার জন্যই তোমরা এত আরামে আছ। আমি রাণীকে প্রভাবিত করে এই ব্যবস্থা করেছি। তা না হলে তোমাদের খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকতে হত।

আতন খোম বলল, সত্যিই তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বন্ধু।

আকামেন বলল, একটা কাজ করে তোমরা সে কৃতজ্ঞতার ঋণ অনেকটা শোধ করতে পার। আমার কথাটা মনে আছে ত ?

আতন খোম বলল, হাঁ। তুমি হচ্ছ রাণীর খুড়তুতো ভাই। তার মৃত্যুর পর তুমিই রাজা হবে।

আকামেন বলল, আমি রাজা হলে তোমাদের উপকার হবে সবচেয়ে বেশী। তোমরা তখন নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে পারবে।

আতন খোম বলল, তুমি সহায় থাকলে এ কাজ অবশ্যই আমরা করে ফেলব।

সেদিন সকালবেলায় দেখা গেল একমাত্র পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দীরা ছাড়া মন্দিরের মধ্যে আর কোন লোক নেই। দার্ণৎ ব্রিয়ানকে বলল, ওরা হেলেনকে নিয়ে কোথায় গেছে কে জানে ?

ব্রিয়ান বলল, ওর ভাগ্য ভাল হলে ওর মৃত্যু হবে অবিলম্বে। কখনো কখনো ওরা কোন সেবাদাসী বা কোন বন্দীকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলি দেয়।

ওদের কথা শেষ হয়ে যেতেই মাথায় অদ্ভুত শিরস্ত্রাণপরা একজন লোক একটা ত্রিশূলের উপর একটা বড় মাছ গেঁথে ওদের সামনে এসে বলল, এই হলো তোমাদের খাবার।

ব্রিয়ান বলল, ওর নাম হলো টোম। হোরাস হ্রদে ও মাছ ধরে বেড়ায়। সেই মাছ খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। ওর শিরস্ত্রাণটা এমনই যে ওটা পরে যে কোন মানুষ অনির্দিষ্টকাল ধরে জলের তলায় বেঁচে থাকতে পারবে। ওর পিঠে অক্সিজেন আছে। একরকম ধাতুর ভারী জুতো পরে আছে টোম যে জুতোর জন্য ও জলে ভাসবে না। তোমাকে কাঁচা মাছ খেতেই হবে। না পারলে অভ্যাস করতে হবে একে একে।

জাইখেব তখন হেলেনকে সঙ্গে করে উপর তলায় একটা ঘরে নিয়ে গেল। জাইখেব ঘরটায় ঢুকে বলল, ঘরটা সুন্দর নয় ?

হেলেন কোন কথা বলল না। সে জানালার কাঁচ দিয়ে দেখল হোরাস হ্রদে কত মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মাঝখানে একটা ফুলদানি রয়েছে।

জাইখেব হেলেনের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, তুমি সত্যিই বড়

সুন্দর। কুলারের কথা তোমার মনে আছে ত ? তুমি আমার স্ত্রী। আমার কথা তোমার মানা উচিত।

হেলেন বলল, আমি তোমার স্ত্রী নই। সরে যাও আমার কাছ থেকে।

জাইথেব বলল, কিভাবে আমার স্ত্রী হতে হয় তা তোমায় শিখিয়ে দেব। এস, আমাকে চুম্বন করো।

এই বলে সে হেলেনকে জোর করে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করতে গেল। হেলেন টেবিল থেকে ফুলদানিটা তুলে নিয়ে তাই দিয়ে সজোরে জাইথেবের মাথায় এমনভাবে মারল যে জাইথেব পড়ে গেল। হেলেন বুঝতে পারল জাইথেব মারা গেছে।

জাইথেবের কোমর থেকে চাবির গোছাটা আর ছোরাটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হেলেন। যাবার আগে জাইথেবের মৃতদেহটা আলমারির পাশে লুকিয়ে রাখল যাতে হঠাৎ কেউ দেখতে না পায়।

মন্দিরের ভিতরে গিয়ে সে সোজা ব্রিয়ান আর দার্ণতের সঙ্গে দেখা করল। খাঁচার তালা খুলে ওদের দুজনকে মুক্ত করে দিয়ে বলল, আমি জাইথেবকে হত্যা করেছি। ও আমাকে জড়িয়ে ধরতে এসেছিল।

দার্ণৎ বলল, সত্যিই তুমি খুব সাহসী।

হেলেন বলল, এখন এখান থেকে এই মুহূর্তে পালিয়ে যেতে না পারলে মরতে হবে।

ব্রিয়ান বলল, আমার পাশের খাঁচাটায় হার্কুফ আছে। ও আগে এখান-কারই এক পুরোহিত ছিল। ও এখান থেকে বেরিয়ে যাবার গুপ্ত পথ জানে। ওকে মুক্ত করে দাও।

হেলেন একে একে বন্দীদের সব খাঁচাগুলো খুলে দিল। হার্কুফ সব বন্দীদের নিয়ে একটা সুড়ঙ্গ পথ ধরে অন্ধকারে আগে আগে যেতে লাগল। সকলেই সাবধানে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

ওরা ছিল সংখ্যায় মোট ন'জন। সারারাত ধরে পথ চলে ওরা যখন সুড়ঙ্গপথ পার হয়ে বাইরের জগতের মুক্ত আলো হাওয়ায় এসে দাঁড়াল তখন ভোর হয়ে গেছে।

ব্রিয়ান হার্কুফকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কোন্ জায়গা ?

হার্কুফ বলল, এটা আশেয়ার নগরীর মাথায় যে একটা পাহাড় আছে তারই পাশে এসে পড়েছি আমরা। আমরা দিনের বেলায় পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকব। রাত্রি হলে পথ চলব। তাহলে আমরা সকাল হতেই থোবোজে পৌঁছব। তুয়েন বাকা পাহাড় থেকে যে পথটা বেরিয়ে এসেছে সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাব আমরা।

মাগরাকে একটি খুব ভাল সুসজ্জিত ঘরে রাখা হয়েছিল। কেন তা মাগরা বুঝতে পারল এইমাত্র। হেরাৎ এইমাত্র তার ঘরে ঢুকেই মাগরাকে জিজ্ঞাসা

করল, তোমার কোন অসুবিধা হয়নি ত ?

হেরাৎ বলল, তুমি আমার অতিথি।

মাগরা বলল, আশা করি আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গেও আপনি ভাল ব্যবহার করছেন।

হেরাৎ বলল, হ্যাঁ করছি বটে তবে তোমার কথা স্বতন্ত্র। কেন তোমার সঙ্গে এমন সদয় ব্যবহার করছি তা জান ?

মাগরা বলল, আপনার দয়া আর মহানুভবতাই তার কারণ।

হেরাৎ বলল, আমি তোমাকে আমার রাণী করতে চাই।

মাগরা বলল, আমি আপনার রাণী হতে পারব না। আপনি বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে।

এই কথা বলতে বলতে হেরাতের কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে ছুরিটা বার করে নিয়ে ছুরিটার ডগাটা হেরাতের গায়ে ঠেকিয়ে দিল।

হেরাৎ লাফ দিয়ে সরে গেল। বলল, তুমি একটা শয়তান মেয়ে। এর জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মাগরা বলল, আমাকে নয়, তোমাকেই শাস্তি ভোগ করতে হবে যদি আমাকে এভাবে বিরক্ত করতে আস অথবা আমাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেবার চেষ্টা করো।

হেরাৎ বলল, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ? তুমি আমার—

মাগরা বলল, তোমার স্ত্রী রাণীকে একথা জানাব।

সহসা নরম হয়ে গেল হেরাৎ। বলল, ঠিক আছে, তোমারই জয় হলো। এখন আমরা বন্ধু।

হেরাৎ যখন মাগরার ঘরে এসে এই সব কথাবার্তা বলছিল তখন রাণী মেনথেব তার ঘরে একটা গদিতে আরামে বসেছিল। তার দাসীরা তার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। তারা নানারকম মজার গল্প বলে রাণীকে প্রীত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছিল না মেনথেব। সে কেবলি বলছিল গল্পগুলি পুরনো।

অবশেষে রাণী মেসনেক নামে এক দাসীকে বলল, যদি তোমরা যে বিদেশী লোকটি সেই আশারীয় যোদ্ধাকে হারিয়ে দিয়ে জয়লাভ করে তাকে এখানে ডেকে আনতে পার তাহলে তার সঙ্গে কথা বলে কিছু আনন্দ লাভ করতে পারি।

দাসী মেসনেক বলল, কিন্তু রাণীমা, বাইরের পুরুষদের এখানে আসা ত একেবারে নিষিদ্ধ। রাজা এসে পড়লে তা দেখে ফেললে বিপদ হবে।

রাণী বলল, রাজা আজ রাতে আর আসবে না। সে সামন্তদের সঙ্গে খেলা করছে।

টারজন তখন তার ঘরে থেটানের সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সময় এক-

জন দাসী গিয়ে টারজনকে বলল, রাণীমা তোমায় ডাকছেন।

থেটান বলল, কোথায় ?

দাসী উত্তর করল, তাঁর ঘরে।

থেটান টারজনকে বলল, সাবধানে যাবে। দাসী তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

টারজনকে দেখতে পেয়েই হাসিমুখে তাকে অভিবাদন জানাল রাণী। বলল, তুমিই সেদিন আশারীয় যোদ্ধাকে হারিয়ে তাকে বধ করো। তোমার সেদিনের লড়াই দেখে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।

টারজন বলল, মানুষের হাতে মানুষের মৃত্যু দেখে খুশি হন আপনারা ?

রাণী বলল, তোমার নাম কি ?

আমার নাম টারজন।

খুব ভাল নাম। আমার পাশে এসে বস। আমি চাই তুমি আমাদের এই রাজ্যে চিরদিন থাক। তোমার সঙ্গীদের যা হয় হোক। তোমার কিন্তু সিংহের সঙ্গে লড়াই করা চলবে না।

শেষের কথাটা আবদারের সুরে বলল রাণী। বলল, সিংহটা তোমায় মেরে ফেলবে।

টারজন বলল, আমি সিংহের সঙ্গে লড়াই করবই। সিংহ আমায় মারতে পারবে না।

সহসা দরজার দিকে তাকিয়ে রাণী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, রাজা এসে গেছে। তুমি লুকিয়ে পড়।

টারজন কিন্তু লুকোল না। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল বুকের উপর হাতদুটো জড়ো করে।

হেরাতের মুখটা কালো হয়ে উঠল। সে ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠল টারজনের দিকে তাকিয়ে, তুমি এখানে ? এর মানে কি ?

টারজন রাণীর উপর কোন দোষ না চাপিয়ে নিজের উপর সব দোষ চাপিয়ে বলল, আমি এখানে আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম। রাণীর কোন দোষ নেই। বরং তিনি আমাকে এখানে দেখে রেগে যান।

হেরাৎ বলল, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তোমাকে দুটো সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। রাণী আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল কেন ?

রাণী বলল, তুমি অন্যায়ভাবে রাগ করছ এই লোকটির উপর। প্রথমে তুমি বলেছিলে একটা সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে হবে ওকে। এখন বলছ দুটো সিংহ। কিন্তু কেন ?

রাজা বলল, আমার মনের পরিবর্তন হতে পারে। তুমি এ ব্যাপারে এত বিচলিত হচ্ছ কেন ? এতে আমার সন্দেহ বেড়ে যাচ্ছে।

রাজা আবার বলল, সিংহদুটো ক্ষুধার্ত হয়ে আছে।

টারজন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, সিংহদুটোকে ক্ষুধার্ত রাখলে

তারা দুর্বল হয়ে যাবে।

পরদিন দুপুরবেলায় টারজনকে দুজন প্রহরী ডেকে নিয়ে এল প্রাসাদের উঠোনে একটা ঘেরা নিচু জায়গার কাছে। ঘেরা জায়গার মধ্যে দুটো সিংহকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। টারজনকে লড়াই করতে হবে তার মধ্যে। গোলাকার সেই নিচু জায়গাটার উপর থেকে রাজা, রাণী, সামন্তরা ও অনেক দর্শক দেখতে লাগল লড়াইটা।

টারজনের বীরত্বপূর্ণ চেহারাটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রাজা হেরাৎ। রাণীকে সে বলল, তোমার রুচিটা সত্যিই ভাল মেনথেব। লোকটা সত্যিই বীর এবং মানুষ হিসাবে মহান। তার মত লোকের এভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত নয়।

মেনথেব বলল, বন্দিনী মেয়েটাও খুব ভাল। তোমার সত্যিই রুচিবোধ আছে।

টারজন দেখল দুটো সিংহ একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করলে জয়লাভ করা শক্ত হবে তার পক্ষে। সে দেখল দুটো সিংহের মধ্যে একটা সিংহ এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে তাই আগে এগিয়ে আসা সেই সিংহটাকে আক্রমণ করে ঘায়েল করে সেই সিংহটাকে অন্য সিংহটার মুখের কাছে ঠেলে দিল। তখন অন্য সিংহটা ঠেলে দেওয়া সিংহটাকে আক্রমণ করে কামড়ে ছিঁড়ে মেরে ফেলল। ভাবল সেই সিংহটা তাকে শত্রু ভেবে কামড়াতে আসে।

এবার সেই বিজয়ী সিংহটা টারজনকে লক্ষ্য করতে থাকে। এখন উপরের বেড়ার ধারে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে অসাবধানতাবশতঃ হঠাৎ লড়াই-এর জায়গাটার মধ্যে পড়ে যায় মেনথেব। টারজন ছুটে গিয়ে মেনথেবকে ধরে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সিংহটার দিকে ছুরি হাতে এগিয়ে গেল।

এদিকে রাণী পড়ে যাওয়ায় হেরাৎ চেঁচামিচি করে যোদ্ধাদের ডাকতে লাগল। সে বলল, সিংহটা টারজন আর রাণী দুজনকেই মেরে ফেলবে।

টারজন সিংহটার ঘাড়ে উঠে তার কালো কেশরগুলো এমনভাবে ধরল যে শত চেষ্টা করেও সিংহটা তার পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না টারজনকে। টারজন তার ছুরিটা অন্য হাত দিয়ে সিংহটার পাঁজরে বসাতে লাগল বারবার। অবশেষে সিংহের বুকটা পেয়ে গেলে তার বুকে ছুরিটা আমূল বিদ্ধ হতেই পড়ে গেল সিংহটা।

হেরাৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, লোকটা দানব না দেবতা।

রাণী মেনথেব টারজনকে বলল, চল, তুমি আমাকে সঙ্গে করে হেরাতের কাছে নিয়ে চল।

হেরাতের কাছে ওরা যেতেই হেরাৎ টারজনকে বলল, তুমি আমার রাণীর জীবন বাঁচিয়েছ। তুমি তার জন্য দ্বিগুণ স্বাধীনতা লাভ করলে। তুমি এখানে থাকতে পার, আবার ইচ্ছা করলে চলে যেতেও পার।

টারজন বলল, অন্য শর্তগুলো পূরণ করতে হবে এখনো।

হেরাৎ বলল, কি সে শর্ত ?

টারজন বলল, আমাকে আশেয়ারে গিয়ে ক্রলার আর হীরকদের পিতাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।

হেরাৎ বলল, তুমি অনেক কিছু করেছ, ও কাজ তোমার বন্ধুরা করবে।

টারজন বলল, না, ওরা তা পারবে না। আমাকেই যেতে হবে। গ্রেগরির মেয়ে আর আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু সেখানে আছে।

হেরাৎ বলল, ঠিক আছে যাও। কোন সাহায্য দরকার হলে বলবে।

টারজন বলল, আমি একাই যাব। তবে কোন সাহায্যের দরকার হলে ফিরে এসে জানাব।

দ্বাদশ অধ্যায়

আশেয়ারের রাজপ্রাসাদের একটি ঘরে আতন থোম বসেছিল তার বিছানার উপর আর লাল টাস্ক অশান্তভাবে পায়চারি করছিল।

হঠাৎ লাল টাস্ক উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, আমি এ কাজ পারব না। আমাকে মরতে হবে এর জন্য।

আতন থোম তাকে আশ্বস্ত করে বলল, এতে বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। সব ঠিক হয়ে আছে। এ কাজ করতে পারলে তুমি আশেয়ারের ভাবী রাজার আপনজন হয়ে উঠবে। তার ফলে হীরকদের পিতার খুব কাছাকাছি চলে আসবে। তাছাড়া আকামেন তোমাকে সাহায্য করবে। সে তোমাকে রাণীর শোবার ঘরে নিয়ে যাবে। তারপর তোমাকে কি করতে হবে তা তুমি জান।

লাল টাস্ক বলল, কিন্তু তুমি নিজে কাজটা করছ না কেন ?

আতন থোম বলল, আমি করব না, কারণ ছুরি চালানোর ব্যাপারে তুমি সিদ্ধহস্ত।

লাল টাস্ক বলল, ঠিক আছে, বল, আর আমায় কখনো এই ধরনের কাজ করতে বলবে না।

থোম বলল, কথা দিচ্ছি, বলব না।

এমন সময় দরজা ঠেলে আকামেন এসে ঘরে ঢুকল। থোম বলল, সব ঠিক, লাল টাস্ক এ কাজ করবে।

আকামেন বলল, রাণী এখন শুয়েছে। দরজার সামনে কোন প্রহরী নেই। প্রহরীদের ভার যে সামন্তর উপর আছে তার সঙ্গে রাণীর আজ ঝগড়া হয়েছে। সুতরাং দোষটা পড়বে তার উপর। চল আমার সঙ্গে।

লাল টাস্ক গিয়ে ছুরি হাতে ঘরে ঢুকল। আকামেন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ছুরি হাতে লাল টাস্ক রাণীর বিছানার দিকে এগিয়ে যেতেই পর্দা ঠেলে একদল যোদ্ধা ঘরে ঢুকেই লাফিয়ে পড়ল টাস্কের উপর। রাণী আটকা উঠে বসল বিছানার উপর। বলল, এই লোকটা, আকামেন আর আতন থোমকে

আমার দরবার ঘরে নিয়ে যাও। সামন্তদের সব ডাক।

আতন থোমকে একজন প্রহরী ডাকতে গেলে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। রাণী তাহলে নিহত হয়নি।

রাণীর সিংহাসনের সামনে তিনজনকে দাঁড় করালে রাণী আকামেনকে বলল, তুমি এই দুজন লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছ আমাকে হত্যা করার জন্য। কারণ তুমি রাজা হতে চাও। তাদের একজন আমাকে কথাটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু সে লোকটাও আসলে একটা পাজী শয়তান বলে তাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাদের সঙ্গে। তোমাদের এখনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করে খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখার হুকুম দিচ্ছি। তোমাদের বন্দীদশা আরো দুঃসহ করে তোলার জন্য তোমাকে অর্ধেক করে খাবার দেওয়া হবে। তার উপর মাঝে মাঝে পীড়ন চালানো হবে তোমাদের উপর। প্রথমে তোমাদের একটা চোখ উপড়িয়ে ফেলা হবে, পরে আর একটা। তারপর একে একে একটা করে হাত আর পা কেটে ফেলা হবে। এইভাবে তোমাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম কী ভীষণ এবং বিপজ্জনক হতে পারে।

ব্রুলারের মন্দিরে বন্দীদের খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হলো আকামেন, থোম আর টাস্ককে। তার খাঁচা থেকে হীরের কৌটোটাকে দেখতে পাচ্ছিল আতন থোম।

আতন থোম চুপি চুপি একসময় লাল টাস্কের দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ হলো হীরকদের পিতা। ওর জন্য আমি সব করতে পারি। এমন কি আমার মা আর ঈশ্বরকেও ঠকাতে পারি।

লাল টাস্ক বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি একটা কুকুর।

টৌম ওদের খাবার জন্য কাঁচা মাছ এনে দিল। টাস্ক তাই খেতে লাগল।

থোম বলল, রান্না না হলে ও মাছ খাব না।

আকামেন বলল, ওকে আমি খুন করব সুযোগ পেলেই। ও-ই আমাকে রাজা হতে দেয়নি।

আতন থোম বলল, আমাকে ঐ হীরের কৌটোটা একবার এনে দাও। আমি তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী করে দেব। ঐ হীরের জন্য আমার আত্মাটাকেও আমি দিয়ে দিতে পারব।

টাস্ক বলল, তোমার আত্মা বলে কোন কিছুই নেই। আমার ছুরিটা একবার তোমার দেহের মধ্যে বসিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।

টারজন আর থেটান, গ্রেগরি আর লাভাক যে ঘরে শৃংখলিত অবস্থায় বন্দী ছিল সেই ঘরে গিয়ে তাদের বলল, হেরাৎ তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন।

টারজন বলল, তোমরা এখন মুক্ত অবস্থায় শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে

পারবে। আমি আশেয়ার থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে তোমরা।

গ্রেগরি বলল, আশেয়ারে যাবে কেন?

টারজান বলল, তোমার মেয়ে আর দার্ণতের খোঁজে। তার উপর তোমাদের মুক্তির জন্য ক্রনার আর হীরকদের পিতাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।

লাভাক বলল, সিংহদুটো মারা হয়েছে?

টারজান বলল, হ্যাঁ, তারা এখন মৃত।

গ্রেগরি আর লাভাক দুজনেই টারজনের সঙ্গে আশেয়ারে যেতে চাইল।

টারজন বলল, একজনকে এখানে থাকতেই হবে। একজন আমার সঙ্গে যেতে পার। আচ্ছা লাভাক এস।

তখনি যাত্রা শুরু করল ওরা। থেটান ওদের নগরপ্রান্তে গিয়ে বিদায় দিল।

এদিকে আশেয়ার থেকে যে নয়জন বন্দী পালিয়ে এসেছিল তারা পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের পাগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল। হার্কুফ বলল, এখন ভোর হয়ে গেছে। এখন আর পথ চলব না আমরা। এখন লুকিয়ে থাকার জন্য একটা গুহা খুঁজতে হবে।

থোবোজের লোকটা বলল, থোবোজ থেকে আমরা আর বেশী দূরে নেই।

দার্ণৎ বলল, সেই ভাল। আর কোন বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়।

হেলেন বলল, ঐ শোন, আমি কাদের গলার শব্দ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে কেউ এদিকে আসছে।

হার্কুফ বলল, নিশ্চয় আশারীয় যোদ্ধারা আমাদের খোঁজ করছে। ওরা এত সহজে আমাদের ছাড়বে না। কোন শব্দ না করে আমার পিছু পিছু এস। আমরা এই পথটা ছেড়ে অন্য পথ ধরব।

এইভাবে কিছুদূরে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ল ওরা। আশেয়ারের যোদ্ধারাও পাহাড়ী পথগুলোর এদিক সেদিক খোঁজ করতে করতে সেই ফাঁকা প্রান্তরটায় পৌছল। পলাতক বন্দীদের দেখতে পেয়ে চীৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল তারা। তারা সংখ্যায় ছিল মাত্র ছয়জন।

এদিকে টারজন আর লাভাক আশেয়ারের পথে যেতে যেতে এক জায়গায় বাতাসে মানুষের গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। টারজন বুঝল, কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের একটি দল মন্থর গতিতে কোথায় যাচ্ছে। তাদের দলে একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়েও আছে।

টারজন এক জায়গায় লাভাককে দাঁড় করিয়ে রেখে একা সেই গন্ধসূত্র ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখল দূরে নয়জন পলাতকের একটি দলকে ধরার জন্য ছয়জন আশারীয় যোদ্ধা বর্শা উঁচিয়ে ছুটছে। একটা বর্শার আঘাতে একজন পলাতক

পড়ে গেল। তখন বাকি সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আশারীয় যোদ্ধারা গিয়ে তাদের ঘিরে ফেলল। বর্শার বাঁট দিয়ে পলাতকদের মারতে লাগল। যোদ্ধাদের একজন হেলেনকে মারতে গেলে দার্ণৎ একটা ঘুষিতে তাকে ফেলে দিল। এমন সময় একজন যোদ্ধা তার বর্শাটা দার্ণতের বুকে বসিয়ে দিতে গেল। ঠিক সেই সময় একটা তীর গিয়ে যোদ্ধার পিঠে লাগতেই সে পড়ে গেল। আশারীয় যোদ্ধারা চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। কে বা কারা কোথা থেকে তীর মারল তা বুঝতে পারল না তারা কিছুই। কিন্তু তারা কিছু বোঝার আগেই আর একটা তীর এসে আর একজন যোদ্ধাকে বিদ্ধ করল।

দার্ণৎ বলল, তোমরা আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। তা না হলে তোমরা সবাই মারা যাবে।

যোদ্ধারা বলল, আমরা এখানে মরব। আর তোমাদের ছেড়ে দিয়ে গেলেও রাণী আটকার হাতে আমাদের মরতে হবে। সুতরাং তোমাদের মেরে তবে মরব।

এই বলে তারা যেমন একসঙ্গে বর্শা তুলে দার্ণৎদের মারতে উদ্যত হলো অমনি পর পর কয়েকটা তীর এসে বাকি যোদ্ধাদের বিদ্ধ করে মেরে ফেলল তাদের সবাইকে।

এবার টারজন ওদের সামনে এসে দাঁড়াতেই দার্ণৎ জড়িয়ে ধরল তাকে। বলল, আমি আগেই হেলেনকে বলেছিলাম এ টারজন ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

হেলেন বলল, বাবা কোথায়? মাগরা কোথায়? তারা কি ডুবে গেছে সেই নৌকাডুবির সময়?

টারজন বলল, না, তারা থোবোজের রাজবাড়িতে বন্দী হয়ে আছে। অবশ্য নগরের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারবে তারা। তাদের মুক্তির জন্য আমাকে আশেয়ারে গিয়ে প্রধান পুরোহিত ব্রুলারকে আর হীরকদের পিতাকে থোবোজে নিয়ে যেতে হবে। আমার সঙ্গে লাভাকও যাচ্ছে। তাকে নিয়ে আসছি।

লাভাক এলে দার্ণৎ, হেলেন, হার্কুফ সবাই টারজনের সঙ্গে যেতে চাইল। টারজন বলল, তোমরা থোবোজে গিয়ে থাকলে ভাল করতে। আশেয়ারের থেকে কিছুটা ভাল অবস্থায় থাকতে।

কিন্তু তারা কেউ শুনল না। এক ঘণ্টা পরে তারা একসঙ্গে আশেয়ারের পথে রওনা হলো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেদিন রাত্রিবেলায় মাগরার ঘরে আবার হেরাৎ ঢুকল। হেরাৎকে দেখেই মাগরা উঠে বসল বিছানায়। বলল, আপনি আবার এসেছেন? এখান থেকে চলে যান আপনি। এতে আমার আর আপনার দুজনেরই ক্ষতি হবে। রাণী জানতে পারলে আমার প্রাণ যাবে।

হেরাৎ বলল, তোমার কোন ভয় নেই। আমি রাজা।

মাগরা বলল, আপনি মনে ভাবেন আপনি রাজা। কিন্তু আসলে তা নন।

হেরাৎ বলল, এ ধরনের কথা আমায় বলতে পারলে?

এমন সময় হঠাৎ রাণী মেনথেব হেরাতের পিছনে এসে দাঁড়াল। বলল, কি ধরনের কথা? এবার তোমাকে আমি হাতেনাতে ধরে ফেলেছি। এখান থেকে বেরিয়ে চল।

এরপর মাগরার দিকে তাকিয়ে বলল, কাল তোমায় মরতে হবে।

হেরাৎ বলল, কিন্তু প্রিয়তমা।

রাণী বলল, কিন্তু কি, আর কিন্তু কিছু নেই।

রাণী আর রাজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মাগরা ভাবতে লাগল। সে ঘণ্টা বাজিয়ে একজন দাসীকে ডাকল। তাকে বলল, গ্রেগরি কোন্ ঘরে আছে জান? আমাকে সেই ঘরে একবার নিয়ে চল।

গ্রেগরির ঘরে গিয়ে মাগরা দেখল সেখানে থেটান রয়েছে। যা ঘটেছে তা গ্রেগরিকে সব বলল মাগরা।

তার কথা শুনে থেটান বলল, তুমি অবশ্য নির্দোষ। রাণী তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু সেটা অনিশ্চিত এবং তার উপর নির্ভর করা বিপজ্জনক।

মাগরা বলল, আমি আজ রাতেই এখান থেকে চলে যাব।

গ্রেগরি বলল, আমরা দুজনেই চলে যেতে চাই। তুমি আমাদের এ বিষয়ে সাহায্য করতে পার?

থেটান বলল, তোমরা টারজনের বন্ধু। সে আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমি তোমাদের চলে যেতে সাহায্য করব। তোমরা হোরাস হ্রদের পশ্চিম দিকের পথ ধরে আশেয়ারের পথে চলে যাবে। থোবোজে আর ফিরে এস না। রাণী তার প্রতিহিংসার কথা ভুলবে না কখনো।

আধঘণ্টার মধ্যেই থেটান গ্রেগরি আর মাগরাকে নিয়ে গুপ্ত পথ দিয়ে নগরপ্রান্তে চলে গেল। সেখানে তাদের আশেয়ারের পথটা দেখিয়ে দিয়ে বিদায় দিল।

টারজনরা সংখ্যায় মোট ছয়জন হলো। ওরা আশেয়ারে ব্রুলারের মন্দিরে যাবার গুপ্ত পথের মুখে এসে দাঁড়াল। একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গপথটা

শুরু হয়েছে। হাকুঁফ বলল, রাজা হেরাৎ ক্রলার আর হীরকদের পিতাকে চায়, তার কারণ আগে হীরকদের পিতা খোবোজে ছিল। চোন ছিল তার প্রধান পুরোহিত। আশেয়ারের লোকরা হীরকদের পিতাকে চুরি করে আনে। ক্রলার হচ্ছে প্রতারক, মিথ্যা করে নিজেকে দেবতা বলে চালায়। হেরাৎ তাই ক্রলারকে বধ করতে চায় আর হীরকদের পিতাকে তার দেশে নিয়ে যেতে চায়।

দার্ণৎ বলল, কিন্তু সেটা আনা কি সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে ?

হাকুঁফ বলল, হ্যাঁ হবে। মন্দিরের চাবিকাঠি আমার কাছে আছে। ক্রলার কোথায় শোয় আমি জানি। ও রোজ কড়া মদপান করে। ও যখন উপাসনার শেষে ঘুমোয় তখন মন্দিরে কেউ থাকে না। পুরোহিতরা আপন আপন ঘরে শুতে যায়। হীরের কৌটোটা ক্রলারের সিংহাসনের সামনে পড়ে থাকে। ক্রলারকে ধরে ফেলতে পারলে ও তাকে হত্যার ভয় দেখালে সে কোন শব্দ না করে চলে আসতে পারে আমাদের সঙ্গে।

টারজন বলল, তোমরা সবাই এই জায়গাটায় পাহাড়ের ধারে লুকিয়ে থাক কোন গুহায়। আমি হাকুঁফকে নিয়ে যাব। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ফিরে না এলে তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নিও। তুয়েন বাকার সীমানাটা যেকোনভাবে পার হয়ে যাবে। আমাদের খোঁজ করা বা উদ্ধার করার কোন চেষ্টা করবে না।

দার্ণৎ বলল, আমি যাব না ?

টারজন বলল, বেশী লোক গেলে গোলমাল হবে।

অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল টারজন আর হাকুঁফ।

এদিকে গ্রেগরি আর মাগরা সেই পথে আসতে আসতে আশেয়ার থেকে পালিয়ে আসা তিনজন বন্দীর দেখা পেল। তারা গ্রেগরিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে ?

গ্রেগরি বলল, তুয়েন বাকা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছি আমরা।

পলাতকরা বলল, আমরাও তাই খুঁজছি। এস আমাদের সঙ্গে।

গ্রেগরি বলল, আমাদের সঙ্গীরা আশেয়ারের পথে গিয়েছে। তাদের খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কোথাও যেতে পারব না।

পলাতকরা বলল, আমরা তাদের দেখেছি। তারা ছিল সংখ্যায় ছয়জন। তার মধ্যে একজন মহিলা ছিল।

গ্রেগরি বলল, তারা কে কে তা জান ?

পলাতকরা বলল, তারা ছিল মোট ছয়জন, টারজন, দার্ণৎ, লাভাক, ব্রিয়ান, গ্রেগরি, হাকুঁফ আর হেলেন।

গ্রেগরি অবাক হয়ে গেল। ওরা কিভাবে মুক্ত হলো তার কিছুই বুঝতে

পারল না গ্রেগরি। যাই হোক, হেলেন আর ব্রিয়ান জীবিত আছে এবং তারা টারজনের দেখা পেয়েছে জেনে খুশি হলো।

এদিকে টারজন আর হার্কুফ যখন সুড়ঙ্গপথের মধ্যে ঢোকে তখন আশেয়ারের এক পুরোহিত একটা বড় পাথরের পাশ থেকে লুকিয়ে তা দেখে। সে পাহারায় ছিল। তার সঙ্গে কয়েকজন যোদ্ধা ছিল। রাণী পলাতক বন্দীদের ধরে আনতে পাঠিয়েছিল। তারা ছুটে নগরদ্বারের মধ্য দিয়ে প্রাসাদে চলে গেল। আর একজন যোদ্ধা দার্ণৎরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে চলে গেল।

টারজন আর হার্কুফ সুড়ঙ্গপথটা পার হয়ে মন্দিরে ওঠার মুখে ধরা পড়ে গেল। তাদের অতর্কিত আক্রমণে ফেলে দিয়ে বেঁধে ফেলল যোদ্ধারা। তারপর তাদের মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। এক একটি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হলো তাদের। তারা গিয়ে দেখল দার্ণৎ, ব্রিয়ান, হেলেন আর লাভাকও খাঁচায় ভরা রয়েছে।

ব্রিয়ান বলল, আমারই জন্য তোমাদের সকলকে মরতে হবে।

হেলেন বলল, থাক, ওসব কথা বলে আর লাভ নেই। ওতে মনোকষ্ট আরো বেড়ে যাবে।

আতন থোমও একটা খাঁচায় ওদের দেখতে পেয়ে বলল, অবশেষে আমরা মিলিত হলাম। আমরা সবাই চেয়েছিলাম হীরকের পিতাকে। কৌটোটা এখানে রয়েছে। কিন্তু কেউ ছুঁয়ো. না ওটাকে, ওটা আমার। শুধু একা আমার।

এই বলে সে পাগলের মত হেসে উঠল।

এমন সময় মন্দিরের সব তালাচাবির রক্ষক এসে একটা খাঁচা খুলে টারজনকে বলল, রাণী তোমায় ডাকছেন।

রাণী আটকা তখন সামন্তদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তার সিংহাসনে বসেছিল। টারজন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তার আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে বলল, তাহলে তুমিই হচ্ছ সেই মানুষ যে আমার অনেক যোদ্ধাকে মেরেছ এবং একটা নৌকো দখল করে নিয়েছ।

টারজন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকায় আটকা রেগে গিয়ে বলল, কি কথা বলছ না কেন?

টারজন বলল, বৃথা কথা বলে কি হবে? আমি সেদিন অনেকগুলো যোদ্ধাকে মেরেছি। গতকাল বনে আমি তোমার আরো ছয়জন যোদ্ধাকে মেরেছি।

রাণী আবার জিজ্ঞাসা করল, আশেয়ারে তুমি কেন এসেছ? কেন তোমরা শত্রুতা করছ আমার সঙ্গে?

টারজন বলল, আমার যে সব সঙ্গীরা বন্দী আছে এখানে আমি তাদের মুক্ত

করতে এসেছি। আমি তোমাদের শত্রু নই। আমি শুধু আমার বন্ধুদের মুক্তি চাই।

রাণী আটকা বলল, আর হীরকদের পিতা ?

টারজন বলল, তার প্রতি আমার কোন লোভ নেই।

রাণী আটকা বলল, আতন থোম হীরে চুরি করতে এসেছিল আর তুমি ত তার চর।

টারজন বলল, সে আমার শত্রু।

আটকা কি ভেবে নিয়ে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি সত্য কথা বলছ। আমি তোমাকে বন্ধু হিসাবে পেতে চাই। কতকগুলো বাঁদর-গোরিলা তোমার হয়ে যুদ্ধ করেছিল। তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করো। তোমাকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে। তুমি মুক্ত।

টারজন বলল, আর আমার বন্ধুরা ? তারাও মুক্ত ত ?

আটকা বলল, অবশ্যই না। ব্রিয়ান গ্রেগরি হীরকদের পিতাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তোমার অন্য সঙ্গীরা তাকে সাহায্য করতে এসেছিল। তাদের দিয়ে আমার কোন কাজই হবে না। সুতরাং তাদের মুক্তি দেওয়ার কোন কথাই উঠতে পারে না।

টারজন বলল, তারা মুক্তি পেলেই আমি এখানে থাকতে পারি।

আটকা রেগে গিয়ে বলল, এই লোকটাকে নিয়ে যাও। খাঁচায় বন্দী করে রাখো।

প্রহরীরা টারজনকে নিয়ে গিয়ে আবার সেই খাঁচাটায় আবদ্ধ করে রাখল।

উপাসনার কাজ শেষ হয়ে গেলে কয়েকজন যোদ্ধা আর সামন্তর সঙ্গে মন্দিরে এল রাণী আটকা। ব্রুলারের সিংহাসনের সামনে পুরোহিতরা যখন উচ্ছল প্রকৃতির এক নোংরা নাচ নাচছিল তখন সহসা একজন এসে খবর দেয় রাণী আসছে। তখন সব নাচ থেমে যায় মুহূর্তে।

ব্রুলারের সিংহাসনের পাশে মঞ্চের উপর চেয়ারের মত যে একটা সিংহাসন ছিল তার উপর বসল রাণী আটকা। সে জোর গলায় ঘোষণা করল একমাত্র মেয়েটি ছাড়া অন্য সব পলাতক বন্দীদের একে একে বলি দেওয়া হবে। আর হোরাস হ্রদের তলায় যে পীড়নাগার আছে তার মধ্যে ডুবিয়ে মারা হবে মেয়েটিকে, কারণ জাইথেবকে খুন করেছিল সে।

সেখানে জলের ভিতর দিয়ে হেলেনকে নিয়ে যাবার জন্য তিনজন টৌম বা ডুবুরি এসে হেলেনকে তার পরনের পোশাক খুলে ডুবুরির পোশাক আর শিরস্ত্রাণ পরতে বলল। তারপর তাকে নিয়ে মন্দির থেকে চলে গেল। যাবার সময় ব্রিয়ান আর দার্ণতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল হেলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

সন্ধ্যার পর হাকুঁফ তার খাঁচা থেকে টারজনকে চুপি চুপি বলল, যদি পার ত চল। আর দেরী করা ঠিক হবে না। ঠিক সময়ে যেতে পারলে হয়ত তাকে বাঁচানো যাবে।

রাত গভীর হলে মন্দিরের পুরোহিতরা তাদের আপন আপন ঘরে শুতে গেলে টারজন তার দেহের অসীম শক্তি দিয়ে খাঁচার দুটো রড বেঁকিয়ে ফাঁক করে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর হাকুঁফের খাঁচাটাকেও এইভাবে ফাঁক করে তাকে মুক্ত করে দিল।

হাকুঁফ টারজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ডুবুরিদের ঘরে গিয়ে ওরা দেখল তারা সবাই ঘুমোচ্ছে। তাদের ঘর থেকে দুটো ডুবুরির পোশাক আর শিরস্ত্রাণ নিয়ে নিল। দুটো ডুবুরিপোশাক আর দুটো শিরস্ত্রাণ পরে নিল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে জলের তলা দিয়ে একটা বড় পাকা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বাড়িটার ছাদের উপরে গিয়ে ওরা বুঝল এই বাড়ির নিচের তলায় একটা ঘরে বন্দী আছে হেলেন।

এদিকে সেই বাড়ির পীড়নাগারে হেলেনকে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয় ডুবুরিরা। ঘরের মধ্যে একটা মই ছিল। ঘরটার মধ্যে জল ঢুকছিল। হেলেন বুঝল এই ঘরেতে অনেক বন্দীকে রেখে তাদের ধীরে ধীরে ডুবিয়ে মারা হয়। ঘরের মেঝেটা প্রথমে জলে ডুবে গেল। হেলেন মইয়ের একটা সিঁড়িতে উঠল। এইভাবে যতই জল উঠতে থাকে ততই মইয়ের একটা উঁচু সিঁড়িতে উঠতে থাকে হেলেন। এইভাবে মইয়ের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িটায় সে যখন উঠল তখন ঘরের ছাদে তার মাথা ঠেকল। তখন জলে ভরে গেছে গোটা ঘরটা।

এমন সময় হেলেন শুনতে পেল, সেই বাড়িটার ছাদে কারা যেন কথা বলছে। কিন্তু তারা কারা তা বুঝতে পারল না। ভাবল ক্রলারের পুরোহিতরা তার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখতে এসেছে।

হেলেন যখন জলের উপর ভাসতে শুরু করেছে তখন টারজন আর হাকুঁফ দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে হেলেনকে উদ্ধার করে নিয়ে এল কিন্তু তাদের মুখে ও মাথায় শিরস্ত্রাণ আর ডুবুরিপোশাক থাকায় তাদের চিনতে পারল না।

এদিকে ডুবুরিদের মধ্যে একজন হঠাৎ জেগে উঠে যখন দেখল তাদের দুটো জলপোশাক আর শিরস্ত্রাণ চুরি হয়ে গেছে তখন সে ছুটে মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতদের জাগাল। পুরোহিতরা তখন খাঁচাগুলো পরীক্ষা করে দেখল দুটো খাঁচা শূন্য। বন্দীরা পালিয়ে গেছে। অথচ তালাচাবি ঠিক আছে। শুধু রেলিংগুলো বাঁকানো।

সঙ্গে সঙ্গে ছয়জন ডুবুরি ত্রিশূল হাতে পলাতক বন্দীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তারা বুঝল বন্দীরা যখন জলপোশাক আর শিরস্ত্রাণ নিয়ে গেছে তখন

তারা অবশ্যই হেলেন নামে সেই বন্দিনী মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গেছে।

তাদের ধারণাই ঠিক। টারজন আর হাকু‍ঁফ যখন হেলেনকে নিয়ে সেই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তাদের দেখতে পেল ডুবুরি যোদ্ধারা। তারা গিয়ে টারজনকে ঘিরে ফেলল।

জলের ভিতরে কিভাবে লড়াই করে ছয়জন যোদ্ধাকে ঘায়েল করবে তা ভেবে পেল না টারজন। তবু সে প্রথমেই তুজন যোদ্ধাকে মেরে ফেলল ত্রিশূল দিয়ে। আর তুজন যোদ্ধা টারজনকে ধরতেই হেলেন তার ত্রিশূলটা একটা যোদ্ধার বুকে বসিয়ে দিল। এইভাবে পাঁচজন যোদ্ধা মারা গেল একে একে। একজন পালাচ্ছিল কিন্তু সে গিয়ে খবর দিয়ে আরো যোদ্ধা আনবে বলে তাকেও ধরে মেরে ফেলল টারজন।

এরপর মন্দিরের পথে না গিয়ে জলের তলা দিয়ে অন্য পথ ধরল হাকু‍ঁফ। তারা ঠিক করল আশেয়ার নগরী থেকে কিছুটা দূরে হোরাস হ্রদের কূলে এক জায়গায় উঠবে তারা।

হেলেন প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল এই লোক তুটি কারা, কেনই বা তারা উদ্ধার করেছে তাকে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার কিছুই বুঝতে পারল না সে। টারজনও পথে কোন কথা বলল না। জলের তলা দিয়ে হাকু‍ঁফের পিছু পিছু যাবার সময় হেলেন অনেক গাছ আর অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জীবজন্তু দেখতে পেল। একসময় একটা বিরাট সাপ মুখ বার করে তেড়ে এল হেলেনকে। সাপটা খুব মোটা ও তার বড়। টারজন সঙ্গে সঙ্গে হেলেনকে সরিয়ে দিয়ে সাপটার গায়ে ছুরি মারতে লাগল। কিন্তু সাপটা তার লেজ দিয়ে হেলেনকে জড়িয়ে ধরতে লাগল রেগে গিয়ে। অবশেষে টারজন সাপটার পেটের উপরটা লক্ষ্য করে ছুরিটা বসিয়ে দিল তার মধ্যে। সাপটা তখন কুঁকড়ে উঠল যন্ত্রণায়। হেলেনকে ছেড়ে দিল।

সাপটার কবল থেকে মুক্ত হবার পর হেলেন চিনতে পারল টারজনকে।

গ্রেগরি আর মাগরা আশেয়ারে যাবার জন্য গুপ্ত সুড়ঙ্গপথটার মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। গ্রেগরি ঢুকতে যাচ্ছিল তার মধ্যে। কিন্তু মাগরা নিষেধ করল। সে বলল, আমরা তুজনে গিয়ে কি করব? আমরাও ত বন্দী হব। তার থেকে কাছাকাছি একটা জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করা উচিত। টারজন ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব।

তারা দাঁড়িয়েছিল পাহাড়ের পাদদেশে হ্রদের ধারে। তাদের পিছনে তুয়েন বাকার খাড়াই পাহাড়, সামনে হোরাস হ্রদের শান্ত বিস্তৃত জলরাশি।

হঠাৎ মাগরা গ্রেগরিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল, একটা গুহা মনে হচ্ছে না?

ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখল সত্যিই একটা বড় গুহা। ভিতরে ঢুকে দেখল ভিতর দিকে একটা বারান্দা চলে গেছে। অন্ধকার হলেও কিছু কিছু দেখা

যাচ্ছিল। মাগরা ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করছিল গ্রেগরিকে। কিন্তু গ্রেগরি শুনল না। বলতে লাগল, দেখি না ভিতরে কি আছে।

মাগরা বলছিল, মনে হয় অন্ধকারে চুপিসারে কারা যেন আমাদের পিছু নিয়েছে।

গ্রেগরি বলল, ওটা তোমার মনের ভুল।

হঠাৎ একটা হাত এসে মাগরার ঘাড়টা ধরে কোথায় নিয়ে গেল তাকে। চীৎকার করার সুযোগও পেল না। গ্রেগরি পিছন ফিরে দেখল মাগরা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একটা হাত এসে গ্রেগরিকে ধরল।

গ্রেগরি আর মাগরাকে ধরে একই জায়গায় নিয়ে আসা হলো। ওরা বুঝল সাদা পোশাকপরা থোবোজের একদল অধিবাসী এই গুহাতেই ছিল। তারা তাদের ভাষায় বলাবলি করতে লাগল, ওরা রাণী আটকার লোক, নকল দেবতা ক্রলারের গুপ্তচর।

গ্রেগরি বলল, আমরা মোটেই তা নই, আমরা বিদেশী। তুয়েন বাকা থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।

থোবোজের লোকগুলো বলল, এখন তোমাদের বন্দী থাকতে হবে এখানে। আমাদের আসল দেবতা আসুক, তারপর তোমাদের বিচার হবে। আমাদের আসল দেবতা হলো চোন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হোরাস হ্রদের কূলে উঠে টারজন বলল, আমি একটা নৌকো পেলে আশেয়ারে চলে যেতাম। সেখানে আমার কাজ আছে।

হাকু'ফ বলল, আমি একটা নৌকো অনেকদিন আগে একটা গাছের নিচে ঘাটের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম। দেখি আছে কিনা।

হাকু'ফ একা এগিয়ে গিয়ে ঘাটের কাছে নৌকোটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না। হেলেন বলল, সেটা এতদিনে পচে গেছে জলে।

হাকু'ফ বলল, সেটা জলের তলায় ছিল, হাওয়া না লাগলে পচবে না।

টারজন বলল, অন্ধকার হলে আমি সাঁতার কেটে আশেয়ারের ঘাট থেকে একটা নৌকো নিয়ে আসব। একটা নৌকো পাওয়ার উপর আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাটা নির্ভর করছে।

তারা একটা গুহার মধ্যে সন্ধ্যে পর্যন্ত লুকিয়ে রইল। হাকু'ফ একবার বলল, তার থেকে আমরা পায়ে হেঁটে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে চলে যাব।

টারজন বলল, তাতে বিপদের ঝুঁকি আছে বেশী।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টারজন হেলেন ও হাকু'ফের কথা না শুনে হোরাসের জলে ঝাঁপ দিল। হেলেন আর হাকু'ফ সেখানেই রয়ে গেল।

টারজন আশেয়ারের কূলের দিকে অর্ধেকটা পথ সাঁতার কেটে যেতেই একটা নৌকোর আলো দেখতে পেল। একটা নৌকোর মশালের আলো তার কাছে পড়তেই সে জলে ডুব দিল। জলে ডুবে ডুবে অনেকটা গিয়ে জলের উপর মাথা তুলল। সে ভাবল আশেয়ারের নৌকো হলে সে আবার ধরা পড়বে। তাহলে তার জীবন ও তার বন্দী সঙ্গীদের জীবন বিপন্ন হবে।

সামনে একটা বিরাট হাঙর দেখে সে ছুরি মেরে হাঙরটাকে বধ করল। এদিকে হেলেন আর হাকু'ক দূরে একটা নৌকোর আলো দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আশেয়ারের নগরপ্রাচীর থেকে একজন প্রহরী নৌকোর আলো দেখে বলল, নিশ্চয় ওটা থোবোজের নৌকো। আজ আমাদের কোন নৌকো বেরোয়নি।

টারজন আবার সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে থাকলে হঠাৎ নৌকোটার কাছে এসে পড়ল। কারণ তখন কোন আলো ছিল না নৌকোটাতে। নৌকো থেকে দুজন যোদ্ধা টারজনকে ধরে তুলে নিল নৌকোতে। টারজন এবার দেখল যোদ্ধাদের মাথায় কালো পালক রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে থেটানের গলার আওয়াজ শুনতে পেল।

থেটান বলল, আমরা আলো না জ্বেলে আশেয়ারের সীমানাটা পার হচ্ছিলাম। আমরা যাচ্ছিলাম কিছু ক্রীতদাসের খোঁজে। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে ?

টারজন বলল, আমি যাচ্ছিলাম আশেয়ারের ঘাট থেকে একটা নৌকো চুরি করে আনতে।

থেটান বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ ?

টারজন বলল, কিন্তু আমাকে আশেয়ারে যেতেই হবে। সেখানে আমার সঙ্গীরা বন্দী হয়ে আছে। তাদের উদ্ধার করতে হবে। তারপর সেখান থেকে ক্রলার আর হীরকদের পিতাকে হেরাতের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে মাগরা আর গ্রেগরি আছে।

থেটান বলল, তারা আগেই পালিয়েছে। হেরাৎ ক্ষেপে গেছে।

থেটান যখন দেখল সে কোনক্রমেই টারজনকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারবে না তখন সে বলল, আমি তোমাকে আমার নৌকো করে আশেয়ারের ঘাটে দিয়ে আসব।

টারজন বলল, দুজন সঙ্গী আছে একটা গুহার মধ্যে। তাদেরও নিয়ে যেতে হবে।

থেটান তার নৌকোটা নিয়ে টারজনের কথামত হ্রদের একদিকের কূলে গিয়ে ভেড়াল। টারজন হেলেন আর হাকু'কের নাম ধরে ডাকতে লাগল। হেলেন আর হাকু'ক বেরিয়ে এসে টারজনকে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

টারজন তাদের নিয়ে নৌকোয় চাপাল। নৌকো ছেড়ে দিল। নৌকোটা হ্রদের মাঝামাঝি যেতেই আশেয়ারের চারটে নৌকো থেটানের নৌকোটাকে ঘিরে ফেলল। অনেকগুলো মশালের আলো তাদের উপর পড়ল। আশারীর যোদ্ধারা যুদ্ধের ধ্বনি দিতে লাগল।

টারজন সঙ্গে সঙ্গে জলপোশাক আর শিরস্ত্রাণ পরে ফেলল। হেলেন আর হাকু্ফকেও তা পরতে বলল। তারপর হ্রদের জলে হেলেনের হাত ধরে ঝাঁপ দিল। আশেয়ারের যোদ্ধাদের এড়িয়ে যাবার জন্য গভীর জলে ডুব দিল তারা।

জলের ভিতরে গিয়ে হাকু্ফকে দেখতে পেল না টারজন। কিন্তু হাকু্ফ সঙ্গে না থাকলে আশেয়ারে গিয়ে কোন লাভ হবে না তার। তাই সে ভাবল রাত্রে কিছু দেখতে পাবে না। আগামীকাল সকাল হলে তার খোঁজ করবে।

সকাল হতেই টারজন হেলেনকে নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হলো। কিছুটা যেতেই হাকু্ফের দেখা পেয়ে গেল। হাকু্ফই তখন আশেয়ারের পথে ওদের নিয়ে যেতে লাগল। কিছুটা পথ যেতেই ওরা একটা পুরনো ভাঙা নৌকো ডুবে থাকতে দেখল। হাকু্ফ সেটা দেখতে পেয়ে তার উপরে লাফ দিয়ে কিসের খোঁজ করতে লাগল। হঠাৎ একটা মণিমুক্তোখচিত কৌটো পেয়ে আনন্দে লাফাতে লাগল হাকু্ফ।

পরে একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হাকু্ফ বলল, এখানে অপেক্ষা করব। রাত না হওয়া পর্যন্ত আমরা মন্দিরে যাব না। মন্দিরের পুরোহিতরা যখন উপাসনা করতে যাবে, যখন মন্দির ফাঁকা থাকবে তখনি ওরা মন্দিরে গিয়ে ঢুকবে এবং বন্দীদের মুক্ত করবে।

মন্দিরের একটা খোলা জানালা দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাতে লাগল হাকু্ফ। অবশেষে উপাসনার সময় হয়ে গেলে সে টারজনকে বলল, এইখানে হেলেন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।

এই বলে হেলেনের পায়ের কাছে সেই কৌটোটা নামিয়ে রেখে টারজনকে মন্দিরে নিয়ে চলে গেল হাকু্ফ। মন্দিরের পথে একটা ঘরে ডুবুরি টোমরা ঝিমোচ্ছে। তাদের একজন ঘুমের ঘোরে দেখল দুজন ডুবুরির পোশাকপরা লোক তাদের ঘরের ভিতর দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছে। নিজেদের লোক ভেবে কোন গুরুত্ব দিল না এতে।

টারজন আর হাকু্ফ তাদের ত্রিশূলে একটা করে মাছ গেঁথে নিয়ে মন্দিরের ভিতর ঢুকে বন্দীদের খাঁচার সামনে গিয়ে দেখতে লাগল। তখন মন্দিরে ক্রুলার বা কোন পুরোহিত ছিল না। টারজন এই অবকাশে এক একটা খাঁচার রডগুলো ভেঙে সব বন্দীদের মুক্ত করে দিল। আতন থোম খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়েই হীরের সেই বড় কৌটোটা তুলে নিয়ে বুকে করে

পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই লাল টাস্ক আর ব্রিয়ান গ্রেগরি তাকে ধরে ফেলল। যে হীরকদের পিতার জন্য তারা এতদিন ধরে এত কষ্ট করে এসেছে সেই পিতাকে তারা কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবে না।

টারজন আর হাকু‍ঁফ বাড়তি দুটো জলপোশাক এনেছিল। সেই দুটো দার্ণৎ আর ব্রিয়ানকে পরতে বলল টারজন যাতে তারা জলপথে হোরাস হ্রদের তলা দিয়ে পালাতে পারে তাদের সঙ্গে। টারজন বাকি বন্দীদের বলল, তোমরা বারান্দার তলা দিয়ে যে গুপ্তপথ চলে গেছে সেই পথ দিয়ে চলে যাও।

আতন থোম তখন সেই হীরের বড় কৌটোটা বুকে করে গুপ্ত পথ ধরে ছুটতে লাগল। লাল টাস্ক আর ব্রিয়ানও তাদের পিছু পিছু ছুটতে লাগল। টারজন ব্রিয়ানকে আতন থোমের সঙ্গে যেতে নিষেধ করল। কিন্তু ব্রিয়ান শুনল না। সে বলল, আমি নরকে এতদিন কি বৃথাই এত কষ্ট ভোগ করেছি।

টারজন তখন বলল, তাহলে তোমার যা খুশি করো। আমরা যোদ্ধারা আসার আগেই জলপথে চলে যাব।

টারজন, হাকু‍ঁফ, দার্ণৎ আর লাভাক জলপোশাক পরে তৈরী হলো।

রাণী আটকা তখন সামন্তদের সঙ্গে এক ভোজসভায় ছিল প্রাসাদের মধ্যে। এমন সময় একজন পুরোহিত গিয়ে এই দুর্ঘটনার কথা জানায়। রাণী তা শুনে একদল যোদ্ধাকে মন্দিরে পাঠিয়ে দেয়। ক্রলার মন্দিরে এসে চেঁচামেচি করতে থাকে। সে পাগলের মত বলতে থাকে, হীরকদের পিতাকে ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে। যোদ্ধাদের ডাক, অধর্মাচারীদের শাস্তি দাও।

হাকু‍ঁফ ত্রিশূলটা নিয়ে ক্রলারকে আক্রমণ করল। ক্রলারের হাতে তখন অস্ত্র ছিল না। হাকু‍ঁফ বলল, তুমি আমার সারাটা জীবন মাটি করে দিয়েছ। আজ এতদিনে তোমাকে হাতে পেয়েছি।

এই বলে হাকু‍ঁফ তার ত্রিশূলটা ক্রলারের বুকে বসিয়ে দিল। এমন সময় আশেয়ারের যোদ্ধারা এসে গেল। যোদ্ধাদের ফাঁদে ফেলার একটা পরিকল্পনা করেছিল হাকু‍ঁফ। তারা চারজন যখন একটা ঘরের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন যোদ্ধারা তাদের তাড়া করে সেই ঘরে ঢুকতেই ঘরের দরজা দুটো দুদিক থেকে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বাইরে হাওয়াঘর থেকে পাম্প চালিয়ে ঘরটা জলে ভরে দিল। ফলে যোদ্ধাগুলো সব জলে ডুবে মারা গেল।

এদিকে হেলেন যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল জলের তলায় সেখানে হঠাৎ ভূতের মত ডুবুরির পোশাকপরা একটা লোক কোথা থেকে এসে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জলের মধ্যে দিয়ে।

অবশেষে সেই ভূতুড়ে যোদ্ধা জলপোশাকপরা লোকটা হেলেনকে নিয়ে হ্রদের পারে সেই পাহাড়ের গুহাটায় নিয়ে গেল যেখানে মাগরা আর গ্রেগরিকে থোবোজের পুরোহিতরা আটকে রেখেছিল। হেলেনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল গ্রেগরি। বলল, হেলেন তুই! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুই এখনো বেঁচে

আছিস।

হেলেন বলল, তুমি এখানে কি করছ বাবা? টারজন আমাকে বলেছিল, তুমি আর মাগরা খোবোজে বন্দী হয়ে আছ।

মাগরা বলল, বন্দীই ছিলাম। আমরা পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এর থেকে সেখানে বন্দী থাকাই ভাল ছিল।

এবার যে সাদা পোশাকপরা লোকটা হেলেনকে ধরে এনেছিল সে লোকটা তার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলতে দেখা গেল লোকটা বুড়ো আর তার মাথার চুল-গুলো সাদা। লোকটা হেলেনকে দেখেই বলল, এ যে দেখছি মেয়েমানুষ! নিশ্চয় ক্রলার আজকাল মেয়ে-ডুবুরি রাখে তার মন্দিরে।

হেলেন বলল, আমি মন্দিরের ডুবুরি নই। আমাকে বন্দী করে রেখেছিল ওরা। ডুবুরির পোশাক পরে পালিয়ে আসি আমি।

খোবোজদের আসল দেবতা হলো ঐ বৃদ্ধ চোন। চোন বলল, আমি একটা লোককে কেটে তার নাড়ীভুঁড়ী নিয়ে দেবতাদের কাছে জানব এরা আমাদের শত্রু কিনা। মেয়েটা মিথ্যা কথা বলছে। যদি ওরা শত্রু না হয় তাহলে মেয়েটা আমার সেবাদাসী হবে। আর যদি দৈববাণীতে বলে এরা আমাদের শত্রু তাহলে ওদের বলি দেওয়া হবে।

মাগরা বলল, আমরা যদি শত্রু না হই, পরে যদি একথা তুমি জানতে পার তাহলে এই নিরীহ লোকটির জীবন যাবে কেন? তখন ওর জীবন কি ফিরবে?

একজন পুরোহিত বলল, চুপ করো। মনে রাখবে, তুমি আমাদের আসল দেবতা চোনের সঙ্গে কথা বলছ।

মাগরা বলল, ও যদি আসল দেবতা হয় তাহলে ও জানত আমরা শত্রু নই। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাইনি।

চোন বলল, ও যদি সত্যি কথা বলে তাহলে ওর পেট কেটে নাড়ীভুঁড়ী বার করা সত্ত্বেও ও মরবে না। মিথ্যাবাদী হলে মরবে।

মাগরা বলল, তুমি মোটেই দেবতা নও। তুমি দুষ্ট প্রকৃতির একটা লোক।

পুরোহিতরা মাগরাকে মারতে উদ্যত হলো। কিন্তু চোন তাদের বাধা দিয়ে বলল, না, মারবে না। পরে আমরা ওকে শিক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে ও অনুতপ্ত হবে।

এদিকে গুপ্তপথ পার হয়ে আতন থোম হীরের কৌটোটা বুকে করে ছুটতে লাগল। তার পিছনে লাল টাস্কও ছুটছিল। তার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হলো থোমকে হত্যা করে তার সব কষ্টের প্রতিশোধ নেওয়া। তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো হীরের কৌটোটা হস্তগত করা। তাদের পিছনে ছুটছিল ব্রিয়ান গ্রেগরি। সে হীরের কৌটোটা আতন থোমের কাছ থেকে কেড়ে নিতে

চাইছিল।

পাহাড়ের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ল ওরা। সেখানে বাঁদর-গোরিলা উঙ্গো তার দলের সঙ্গে খেলা করছিল। সে আতন খোম আর লাল টাস্ককে ছুটতে দেখে রেগে যায় প্রথমে। পরে বুঝল টারজন তাদের অকারণে কোন মানুষকে হত্যা করতে নিষেধ করেছে।

লাল টাস্ক ব্রিয়ানকে বলল, ঐ দেখ বাঁদর-গোরিলা, এস, একটা গুহাতে লুকিয়ে পড়ি।

ওরা একটা আধো অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লে উঙ্গো একবার উঁকি-মেরে চলে এল।

ষোড়শ অধ্যায়

টারজন, দার্ণৎ, লাভাক আর হাকুর্ক প্রথমে হেলেন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এল। হেলেনকে সেখানে দেখতে না পাওয়া গেলেও হাকুর্ক সেই হীরের কৌটোটা পেয়ে গেল। ওরা বুঝতে পারল না কোনদিকে হেলেনের খোঁজ করবে। টারজন চারদিকে ঘুরে হেলেনের কোন না কোন হদিশ খুঁজে পাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় জলপোশাক আর ঘোড়ার মুখোসপরা ছয়জন লোক কোথা থেকে এসে আক্রমণ করল ওদের। ওদের ঘিরে ফেলল চারদিক দিয়ে। টারজন একজনকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতে আক্রমণকারীদের একজন দার্ণৎকে আক্রমণ করল। টারজন দার্ণতের সাহায্যে এগিয়ে গেলে আক্রমণকারীদের একজন লাভাকের পেটের মধ্যে তার মুখোসের তীক্ষ্ণ শিংটা ঢুকিয়ে দিলে লাভাক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। টারজন তখন তার ত্রিশূল দিয়ে আর একজন আক্রমণকারীকে বধ করলে বাকি আক্রমণকারীরা পালিয়ে গেল।

টারজন তখন বলল, ক্রলার মারা গেছে। হীরের কৌটোটা চুরি হয়ে গেছে। এবার আমি আমার কথামত হেরাতের কাছে ফিরে যাব।

হাকুর্ক বলল, আমার হাতে যে কৌটোটা রয়েছে এটাই হলো হীরকদের পিতা। বহুদিন আগে চোন এই হীরকদের পিতাকে নিয়ে একটা নৌকোতে করে পবিত্র হোরাস হ্রদ ঘুরতে এসেছে। প্রতি বছর একবার করে ওরা এইভাবে ঘুরতে আসত। রাণী আটকা তা বুঝতে পারে এবং তার যোদ্ধারা অকস্মাৎ আক্রমণ করায় নৌকোটা ডুবে যায়। আমিও সেই নৌকোতে ছিলাম। আমাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখে আশেয়ারের যোদ্ধারা। হেরাতের কাছে গিয়ে হীরকদের পিতাকে তার হাতে তুলে দিলে সে আমাদের অনুরোধ রাখবে।

দার্ণৎ টারজনকে বলল, আমার বিশ্বাস হেলেনের মৃত্যু হয়নি। আমি তার

অপেক্ষায় এখানেই থাকব। তুমি হার্কু্ফকে নিয়ে যাও খোবোজে হেরাতের কাছে।

টারজন হার্কু্ফকে বলল, তুমি কৌটোটা নিয়ে যাও হেরাতের কাছে। বলবে, আমি একটা নৌকো পেলে খোবোজে গিয়ে দেখা করব তার সঙ্গে। পরে আমি যাব।

হার্কু্ফ খোবোজে গিয়ে হেরাতের হাতে হীরের কৌটোটা তুলে দিয়ে সব কথা বলল। বলল, টারজনের সাহায্য ছাড়া হীরকদের পিতাকে উদ্ধার করতে পারতাম না। তারা এখন বিপন্ন। তাদের উদ্ধারের জন্য এখনি আমাদের সাহায্য পাঠানো উচিত।

হেরাৎ বলল, ক্রনার মারা গেছে। হীরকদের পিতাকে পেয়ে গেছি। আমাদের যুদ্ধের নৌকোগুলো সব প্রস্তুত করো। আমরা এখনই আশেয়ার আক্রমণ করব। আমাদের যত যুদ্ধের নৌকো আছে সব সাজাও।

হার্কু্ফ চলে গেলে টারজন ও দার্ণৎ আশেয়ারের পথে পা বাড়াল। টারজন হোরাস হ্রদের পাশে পাশে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চলতে লাগল। যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল টারজন। উঙ্গোর দলের একটা বাঁদর-গোরিলাকে দেখতে পেল। টারজন দেখল একটা বাঁদর-গোরিলা একটা গুহার সামনে উঁকি মেরে কি দেখছে। টারজন বুঝল গুহার ভিতরে নিশ্চয় এমন কিছু আছে যা কৌতূহল জাগাচ্ছে।

এদিকে চোন সেই গুহামন্দিরের মধ্যে গ্রেগরিকে বেদীর উপর শুইয়ে তার পেট কেটে নাড়ভুঁড়ি বার করতে যাচ্ছিল। হেলেন বারবার অনুনয় বিনয় করে চোনের হাত ধরে বলতে লাগল, আমার বাবা কোন দোষ করেনি, ওকে মেরো না, তার চেয়ে আমাকে মারো।

এমন সময় ব্রিয়ান আর টাস্ক বাঁদর-গোরিলাদের ভয়ে সেই গুহামন্দিরে ঢুকে পড়ল। তাকে দেখে চোন তার উদ্যত ছুরিটা নামিয়ে নিয়ে চীৎকার করে বলল, কে আবার আমাকে বাধা দিতে এল?

হেলেন ব্রিয়ানকে দেখে বলল, ব্রিয়ান! বাবাকে বাঁচাও। ওকে বলো, বাবা কোন দোষ করেনি।

চোন বলল, এখন একমাত্র দৈববাণী ছাড়া সত্যকে জানার কোন উপায় নেই।

হেলেন চোনকে বলল, এই আমার ভাই ব্রিয়ান। একে উদ্ধার করার জন্যই আমরা আশেয়ারে গিয়েছিলাম।

চোন আবার ছুরিটা তুলে বলল, আর কোন বাধা মানব না।

এমন সময় একদল বাঁদর-গোরিলা এসে গুহামন্দিরে ঢুকতেই সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। পুরোহিতরা ভয়ে পালাতে লাগল। জুখো আর গয়ান নামে দুটো বাঁদর-গোরিলা হেলেন আর মাগরাকে গোলমালের সময় ধরে তুলে

নিয়ে গেল।

বাইরে গিয়ে জুথো আর গয়ানদের ঝগড়া লেগে গেল নিজেদের মধ্যে। সেই অবসরে মাগরা আর হেলেন সেখান থেকে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু আশেয়ারের একটা নৌকো হ্রদের কূলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে তাদের দেখতে পেয়ে নৌকো থামিয়ে কূলে লাফ দিয়ে নেমে তাদের ধরে ফেলল। তারপর তাদের নৌকোয় চাপিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল। তাদের আশেয়ারে রাণীর কাছে নিয়ে গেল তারা।

রাণী বলল, তোমাদের জন্যই আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে। অনেক যোদ্ধা মরেছে। ওদের বন্দী করে রেখে দাও। চিন্তা করে দেখছি ওদের কি শাস্তি দেওয়া যায়।

এদিকে টারজন দার্ণৎকে নিয়ে গুহামন্দিরে ঢুকেই গ্রেগরিকে মুক্ত করল। সে চোনের কথা শুনে বলল, মিথ্যা কথা। তুমি চোন নও, চোন মারা গেছে। হার্কুফ আমাকে সব বলেছে। সে হীরের কৌটোটা নিয়ে থোবোজে চলে গেছে।

চোন বলল, আমি জলপোশাক পড়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে আসি। আমিই হচ্ছি চোন। তুমি সত্য কথা বলায় তুমি মুক্ত।

টাস্ক গ্রেগরিদের সঙ্গে হেলেনের খোঁজ করতে থাকাকালে হঠাৎ দেখল আতন থোম হীরের কৌটোটা নিয়ে পালাচ্ছে। সে তখন সবাইকে ফেলে থোমের পেছনে ছুটতে লাগল। আতন থোম টাস্ককে খুব কাছে আসতে দেখে একটা পাথর দিয়ে তার মাথায় সজোরে ছুঁড়ে দিতে মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেল টাস্কের। তবু থোম এসে তার ভাঙ্গা মাথাটা আরো গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়ে পালিয়ে গেল।

বাতাসে মেয়েদের গন্ধসূত্র ধরে হেলেন আর মাগরার খোঁজ করতে করতে আর একটা গুহায় ঢুকে পড়ল টারজন। সেখানে জুথো আর গয়ানকে দেখে হেলেন আর মাগরার কথা জিজ্ঞাসা করল। তারা বলল, নৌকো থেকে লোক এসে ধরে নিয়ে গেছে।

তখন টারজন আশেয়ারে যেতে চাইল। চোন বলল, আমার পুরোহিতরা তোমার সঙ্গে যাবে।

টারজন, দার্ণৎ, চোন, তার দলের পুরোহিতদের আর উঙ্গোর বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে আশেয়ারের নগরদ্বারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে হেরাৎও অনেক নৌকোবোঝাই যোদ্ধা নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আশেয়ারের দিকে। আশেয়ারের নৌকোবোঝাই যোদ্ধারা আগে হতেই থোবোজের নৌকো দেখে অপেক্ষা করছিল। হোরাস হ্রদের উপরে সেখানে দুদলে প্রচণ্ড যুদ্ধ লেগে গেল।

ঠিক তখনি আশেয়ারের নগরদ্বারে টারজন তার দলবল নিয়ে যোদ্ধাদের

হারিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ল প্রাসাদের মধ্যে। সে রাণী আটকার কাছে সোজা চলে গিয়ে বলল, যে দুটি মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের ছেড়ে দাও। তা না হলে আমি কাউকে ছাড়ব না।

আটকা বলল, সত্যিই তুমি বিজয়ী। এই মুহূর্তে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

মাগরা আর হেলেনকে টারজনের সামনে আনা হলে গ্রেগরি বলল, আবার আমরা পুনর্মিলিত হলাম। এখন আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এমন সময় হেরাৎ আশেয়ারের সব যোদ্ধাকে হারিয়ে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করল বিজয়গর্বে। এই প্রথম থোবোজের এক রাজা শত্রুরাজ্য জয় করে আশেয়ারের মাটিতে পা দিল। চোন আর টারজন অভ্যর্থনা জানাল হেরাৎকে। ওরা যখন কথাবার্তা বলছিল তখন একদল থোবোজের যোদ্ধা আতন থোমকে টানতে টানতে ধরে আনল। বলল, এর কাছে একটা হীরের কৌটো রয়েছে।

চোন বলল, এটাই কি আসল হীরকদের পিতা ?

কিন্তু সে জানত না আসল হীরের কৌটোটা হাকু'ক তার আগেই থোবোজে নিয়ে গেছে।

চোন কৌটোর ঢাকনাটা খুলতে গেলে আতন থোম বাধা দিয়ে বলল, খুলো না, ওটা আমি প্যারিসে নিয়ে বিক্রি করব। গোটা প্যারিস শহরটাকে কিনব। ওটা আমার।

ঢাকনা খুলে চোন দেখল আসলে একতাল কয়লা ভরা আছে তার মধ্যে।

এই দেখে আতন থোম নিজের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটল তার।

ব্রিয়ান বলল, হায় হায়, এর জন্য এত কষ্ট ভোগ করলাম, কত লোক প্রাণ দিল। তবে আসলে কিন্তু কয়লাই হীরের পিতা।

টারজন বলল, মানুষ হলো প্রকৃতপক্ষে এক আশ্চর্য জন্তু।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত